কল্পদ্রুম।

ব্যাকরণ চলিত ভাষা শিক্ষার একটা উপসর্গ।

যে সকল ভাষা চলিত নাই, তাহার ব্যাকরণশিক্ষায় ফল ও প্রয়োজন আছে। কারণ, ব্যাকরণ জ্ঞান ব্যতিরেকে সে সে ভাষার স্বরূপও অবয়ব জ্ঞান হওয়া কঠিন হয়। যাঁহারা পূর্ব্বে সেই সেই ভাষায় কথোপকথন করিতেন, তাঁহারাই তাহার মর্ম্ম বুঝিতেন। কথা কহিবার ধরণ, রচনাপ্রণালী, উচ্চারণ-ভেদ, এ সকল তাঁহারাই বুঝিতেন। যেমন রমণীগণের হাব, ভাব, লাবণ্য, যুবকগণ অনুভব করিতে পারে, সেইরূপ ভাষার হাব, ভাব, লাবণ্য, ভাষা-ভাষীদিগেরই সুন্দর ও সুস্মরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। যাহারা যে ভাষায় কথোপকথন না করে, তাহাদিগের সে ভাষা শিক্ষার ইচ্ছা হইলে ব্যাকরণ শিক্ষা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ব্যাকরণ শিক্ষা সে ভাষাশিক্ষার একমাত্র উপায়। ব্যাকরণ শিখিলেও সে ভাষার প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞান হয় না; মৃত রমণীর হাব, ভাব, লাবণ্যশূন্য দেহের ন্যায় তাহার আকার প্রকার জ্ঞান হয় এইমাত্র। জীবিত দেহে যেমন চৈতন্য ও অঙ্গের ক্রিয়া, কান্তি, মাধুরী প্রভৃতি লক্ষিত হয়, মৃতদেহে তাহা হয় না; তেমনি মৃতভাষারও মাধুর্য্যাদিগুণ অপর ভাষাভাষী মনুষ্যনয়নে লক্ষিত হয় না।

টীকাকারেরা ব্যাকরণ শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন "ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে সাধুশব্দা অনেন অস্মিন্ বা ইতি ব্যাকরণং" যাহাতে সাধু শব্দসকলের ব্যুৎপত্তি জানা যায়, তাহার নাম ব্যাকরণ। গ্রন্থকারেরা ব্যাকরণের যেরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, ব্যাকরণ দ্বারা ভাষার হস্তপদাদি বন্ধন করিয়া রাখা হইয়াছে। সাধু শব্দ, এই কথা বলাতে এই বুঝা যাইতেছে যে ভাষার ব্যাকরণ, তাহাতে অপশব্দের প্রবেশের সম্ভাবনা নাই। অপর যে কোন ভাষা হউক, তাহার শব্দ সেই ভাষার পক্ষে অপশব্দ। যদি অপর ভাষার শব্দ তাহাতে প্রবেশ করিতে না পারিল, অপর ভাষায় ভাবও

তাহাতে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইল না। তাহা হইলে সে ভাষার অবয়ব-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রহিল না। এরূপে ভাষাবৃদ্ধির সীমা সঙ্কুচিত করিয়া রাখা আর সংস্কৃতজ্ঞ নৈয়ায়িকদিগের জীবাত্মাকে নিত্য বলিয়া জীব সৃষ্টির সঙ্কোচ করিয়া রাখা উভয়ই তুল্য। ব্যাকরণ চলিত ভাষা শিক্ষার যে একটী প্রধান প্রতিবন্ধক, তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিলেন।

আজ আমরা অন্য অন্য ভাষার মধ্যে বাঙ্গালা ভাষারই ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না, ব্যাকরণ শিক্ষা ভাষাশিক্ষার একটী উপসর্গ ও প্রতিবন্ধক কি না, তাহারই বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণে ব্যাকরণের এই লক্ষণ করা হইয়াছে "যাহা পাঠ করিলে বাঙ্গালা ভাষা বিশুদ্ধরূপে লিখিতে ও পড়িতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।" বিশুদ্ধরূপে ইহার অর্থ কি? সংস্কৃত ব্যাকরণে যেমন সাধু শব্দের ব্যুৎপাদককে ব্যাকরণ বলা হইয়াছে; বাঙ্গালা ব্যাকরণকর্ত্তার কি সেইরূপ সাধুশব্দের ব্যুৎপাদককে বাঙ্গালা ব্যাকরণ বলা অভিপ্রেত নয়? যদি কতকগুলি সংস্কৃত সাধু শব্দ লইয়াই ভাষারচনা অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলেই ত বাঙ্গালা ভাষার হস্ত পদাদি বন্ধন করা হইল। তাহার অঙ্গবিস্তার করিবার পথ রহিত হইয়া গেল। তাহা হইলে ত বাঙ্গালা ভাষা সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল। অপর ভাষার শব্দ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে অপর ভাষায় প্রকাশিত নূতন নূতন ভাব বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশিত করিতে না পারিলে কি ইহার সম্যক শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে? কখনই নাই। বাঙ্গালাদেশে যদি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রাদুর্ভাব না হইত, তাহা হইলে কি বাঙ্গালা দেশের এরূপ উন্নতি হইত? কখনই হইত না।

"বিশুদ্ধরূপে" ইহার অন্যপ্রকার অর্থ হইতে পারে না। আমাদের স্ত্রীলোকেরা ব্যাকরণ জানেন না, ব্যাকরণ পড়েন না, তাঁহারা কি অশুদ্ধ কথাবার্ত্তা কহেন? তাঁহাদিগের কথাবার্ত্তা কহিবার কালে কি কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়াদির ব্যতিক্রম ঘটে? ঘটে না। যদি এরূপ হইল, তবে বিশুদ্ধরূপে ভাষা শিখাইবার নিমিত্ত চলিত ভাষার ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজন হইল না।

আমরা উপরে কহিলাম, ব্যাকরণ শিক্ষা চলিত ভাষা শিক্ষার একটী উপসর্গ। কেবল উপসর্গ নয়, ভাষাশিক্ষার ও অন্য অন্য শিক্ষার একটী প্রধান প্রতিবন্ধক। ব্যাকরণ শিক্ষা যে কেমন কষ্টকর, তাহাতে কত সময় যে বৃথা ক্ষেপণ হইয়া যায়, তাহা যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা

দিব্য জ্ঞানে বুঝিতে পারিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃত জানেন না, তাঁহাদিগের সংস্কৃত ব্যাকরণের কঠিনতা ও জটিলতা বোধার্থ এ স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের কিয়দংশের উল্লেখ করা আবশ্যক হইল।

সংস্কৃত ব্যাকরণে সংজ্ঞা, সন্ধি, শব্দ, স্ত্রীপ্রত্যয়, কারক, সমাস, তদ্ধিত, তিঙন্ত, কৃদন্ত এই কয়টী প্রকরণ আছে। ইহার মধ্যে সন্ধি আবার স্বর, হল ও বিসর্গভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। প্রত্যেক প্রকরণে বহুসংখ্যক সূত্র, তাহার আবার বহুপ্রকার উদাহরণ ভেদ আছে। শব্দপ্রকরণেরও আবার স্ত্রী, পুং, ক্লীবলিঙ্গভেদে এবং অজন্ত ও হসন্তভেদে নানাপ্রকার রূপভেদ; কারক, সমাস, তদ্ধিতের অসংখ্য অবয়বভেদ ও বহুসংখ্য সূত্রভেদ আছে। তিঙন্ত প্রকরণ ইহাদিগের জ্যেষ্ঠ সহোদর। তাহার আবার ণ্যন্ত, সনন্ত, যঙন্ত ও নাম ধাতুভেদে বহুপ্রকার অবান্তর ভেদ আছে। কৃদন্তেরও অসংখ্য ভেদ। কেবল এইমাত্র নয়, এক যে বিভক্তির ঘটা আছে, তাহাতে অধ্যয়নকারীর প্রাণ ওষ্ঠাগত করিয়া তুলে। শব্দ প্রকরণে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী এই সাতটী বিভক্তি। তাহার প্রত্যেকের একবচন, দ্বিবচন, বহুবচন ভেদে একুশটী করিয়া প্রভেদ আছে। তিঙন্ত প্রকরণ আরও ভয়ঙ্কর। আমরা মুগ্ধবোধকারের অনুসারে বিভক্তির গণনা করিতেছি। প্রথমতঃ কী, খী, গী, ঘী, টী, ঠী, ডী, ঢী, তী, থী, এই দশটী বিভক্তি। এই দশটীর আবার প্রথম, মধ্যম, উত্তম পুরুষ, এক বচন, দ্বিবচন, বহুবচন এবং পরস্মৈপদ ও আত্মনেপদ ভেদে একশত আশীটী ভেদ হয়। ধাতু অসংখ্য। ঐ ধাতুগুলি এই সকল বিভক্তিযোগে কেমন যে দুস্তর হইয়া উঠে, তাহার রূপ করা ও কণ্ঠস্থ রাখা কেমন যে দুরূহ ব্যাপার এবং সেই সকল পদসাধনের উপযোগী অসংখ্য সূত্র অভ্যাস রাখা যে কেমন বিষম ব্যাপার যাঁহারা সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। এরূপ আয়োজন বৃহৎ, কিন্তু ফল অল্প, শব্দ শিক্ষা অধিক হয়, ফলশিক্ষা অল্প হইয়া থাকে! এই বহুল শব্দ শিক্ষায় যে সময় ব্যয় হয়, সেই সময়ে পদার্থ, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষা করিলে অধ্যয়নার্থীর বহু গুণে অধিকতর উন্নতিলাভ হইতে পারে। বঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার প্রিয় দুহিতা মনে করিয়া বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ লেখকেরা বাঙ্গালা ব্যাকরণকেও বিষম জটিল করিয়া তুলিয়াছেন ও তুলিতেছেন। সে জটিলতা যে কেমন তাহা ক্রমশঃ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ যে প্রণালীতে ও যেরূপে বিরচিত হইয়াছে, তাহার প্রতি প্রকরণ, প্রতি অধ্যায়, প্রতি সূত্র বাঙ্গালাভাষার ব্যাকরণ শিক্ষার অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতেছে। পাঠক! সন্ধি প্রকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া দেখুন। সন্ধির প্রথম এই সূত্র করা হইয়াছে "সন্নিকৃষ্ট বর্ণ-দ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি" সংস্কৃত ব্যাকরণে যে সন্ধির সূত্র করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই, উভয় পদ বা উভয় শব্দ পরস্পর সন্নিহিত হইলে যদি তাহার একত্র যোগ করা যায়, তাহা হইলে দুটী পদ বা শব্দ সংক্ষেপে লিখিত হইতে পারে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য এই, পরস্পর সন্নিহিত দুটী পদ বা শব্দ একত্র সংযোজিত হইলে শুনিতে মিষ্ট হয়; কিন্তু যেখানে সন্ধি করিলে মিষ্ট না হয়, সেখানে সন্ধি করা বৈয়াকরণদিগের অভিপ্রেত নয়। প্রথম উদ্দেশ্য স্বল্পাক্ষরে লিখন সংস্কৃত গ্রন্থেই প্রয়োজন। বৈয়াক-রণেরা সূত্রের এই লক্ষণ করিয়াছেন "স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতো-মুখং। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদোবিদুঃ।" অল্প অক্ষর না হইলে সূত্র হয় না। সন্ধি ব্যতিরেকে সেই অল্প অক্ষর যোগের সম্ভাবনা অল্প। সংস্কৃত কাব্য রচনাতেও সন্ধির সবিশেষ প্রয়োজন আছে। অনেক স্থলে সন্ধি করিলে শুনিতেও মিষ্ট হয়। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় পদ বা শব্দ যত ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে, ততই শুনিতে মিষ্ট হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় অক্ষর সঙ্কোচ করিবারও প্রয়োজন নাই। পদ বা শব্দ গুলি যত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিবে, ততই ভাষার প্রসাদগুণের বৃদ্ধি হইবে। প্রসাদগুণ ব্যতিরেকে কোন ভাষাই শুনিতে মধুর হয় না। মহাকবি কালিদাসের প্রণীত কাব্যগুলি যে এত মধুর, তাহার প্রধান কারণ এই, তাহাতে বহুল পরিমাণে প্রসাদ গুণ আছে।

দুই পদ বা শব্দ একত্র করিবার প্রথম সূত্র এই "সমান স্বর পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইলে মিলিয়া দীর্ঘ হয়। যথা—কুশ—অঙ্কুর, কুশাঙ্কুর; মহা—অর্ণব মহার্ণব; লতা—অগ্র, লতাগ্র; প্রতি—ইতি, প্রতীতি; মহী—ইন্দ্র, মহীন্দ্র; ভানু—উদয়, ভানূদয়; বধূ—উৎসব, বধূৎসব; ভূ—ঊর্দ্ধ, ভূর্দ্ধ; পিতৃ—ঋণ পিতৃণ।"

বাঙ্গালা ভাষায় সন্ধি যে অনাবশ্যক, সন্ধি করিলে রচনা যে মিষ্ট হয়, না আমরা উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটী বাক্য রচনা করিয়া দিতেছি, তাহা দেখিলে পাঠক সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবেন। যথা—কুশাঙ্কুর দ্বারা পদ ক্ষত হইল,

আর কুশের অঙ্কুরে পদ ক্ষত হইল। পাঠক! বলুন দেখি, এ দুটী বাক্যের মধ্যে কোনটী শুনিতে মিষ্ট হইল। শেষ বাক্যটী শুনিতে কি অধিক মিষ্ট নয়? মহার্ণব এই শব্দটী শ্রবণ করিবামাত্র মহাসমুদ্র এই অর্থ বোধ হইয়া যায়। শ্রোতার কি মহৎ শব্দের ত স্থানে আ, ও অর্ণব শব্দের অকারের সহিত সেই আকার মিলিত হইয়া দীর্ঘ হইয়াছে, ইহা জানিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকে? মহার্ণব শব্দে, মহাসমুদ্র বুঝায়, এই কথা বলিয়া দিলে শ্রোতার বুঝিতে যেমন সহজ হয়, মহৎ শব্দের ত স্থানে আ হইয়া অর্ণব শব্দের অকারের সহিত মিলিত হইয়া দীর্ঘ হইয়াছে, এ কথা বলিলে বুঝিতে তেমন সহজ হয় না। একটী নৈসর্গিক, অপরটী অনৈসর্গিক। এ স্থলে পাঠকগণকে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, লতাগ্রভাগ কেমন শোভা পাইতেছে, আর লতার অগ্রভাগ কেমন শোভা পাইতেছে, এই দুটী বাক্যের কোনটী শ্রুতিমধুর হইল? প্রতীতি, মহীন্দ্র, ক্ষিতীশ এই শব্দগুলিতে জ্ঞান ও রাজা প্রভৃতি বুঝায়; ছাত্রকে এই কথা বলিয়া দিলেই তাহার চিত্ত পরিতৃপ্ত হয়, তাহার প্রতি—ইতি, প্রতীতি; মহী—ইন্দ্র, মহীন্দ্র; ক্ষিতি—ঈশ, ক্ষিতীশ; ইহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। যদি কোন বুদ্ধিমান ছাত্রের পদ চ্ছেদ করিয়া সূক্ষ্ম অর্থ জানিবার ইচ্ছা হয়, তাহাকে ঐরূপ দুই চারিটী শব্দের অর্থ মুখে মুখে বলিয়া দিলেই অনায়াসে তাহার কৌতূহল চরিতার্থ হইতে পারে; তন্নিমিত্ত তাহাকে বহুসংখ্য সূত্র অভ্যাস করাইয়া বৃথা বৃথা কষ্ট দিবার প্রয়োজন কি? বাঙ্গালা ভাষায়, প্রচলিত প্রতীতি, ক্ষিতীশ প্রভৃতি শব্দগুলিকে আভিধানিক শব্দ বলিয়া বলিয়া দিলেও কোন ক্ষতি হয় না। ভানূদয়, ভূর্দ্ধ, পিতৃণ ইত্যাদি শব্দ গুলির বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ নিতান্ত উপহাসকর সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা ভাষায় ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার চেষ্টা পাইয়া কেবল যে বালকদিগের বৃথা সময় নষ্ট করা হয় এরূপ নয়, কতকগুলি কঠিন বিষয়ের ও কঠিন সূত্রের শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে যার পর নাই কষ্ট দেওয়া হয় সন্দেহ নাই। তাহারও এ স্থলে একটী উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—"বায়ু সহকারে হৃদয়স্থ ফুসফুস নামক যন্ত্র হইতে স্বরের উৎপত্তি হয়। ঐ স্বর স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দুই প্রকার। সূক্ষ্ম স্বরের নাম শ্রুতি। শ্রুতিসকল মিলিত হইলে স্থূল স্বর জন্মে। ঐ স্থূল স্বর বাকযন্ত্র দ্বারা দুই প্রকারে উচ্চারিত হইয়া শব্দ রূপে পরিণত হয়। অতএব শব্দ দুই প্রকার; যথা বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। পশুপক্ষ্যাদির শব্দ ধ্বন্যাত্মক ও মনুষ্যের শব্দ বর্ণাত্মক। মনুষ্যের

ব গহ্বর হইতে বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক উভয়বিধ শব্দই নিঃসৃত হইতে পারে।"

কুসকুস যন্ত্র, শ্রুতি, বাগ্‌যন্ত্র প্রভৃতি শব্দে যে যে পদার্থ বুঝায়, বালকদিগের কি তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা আছে? যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়াছেন, তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়া পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিয়া দেখুন, ব্যাকরণের অধিক অংশে কি তাঁহারা বাল্যকালে দন্তস্ফুট করিতে পারিয়াছিলেন? অধ্যাপক মহাশয় সংজ্ঞা প্রকরণ, স্ত্রীত্য, কারক, সমাস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া কি শিক্ষা দেন নাই? অধ্যাপক মহাশয় যেগুলি সহজ বোধ করিয়াছিলেন, সেগুলিও কি প্রথম পাঠার্থীর দুস্তর সাগর পার হইবার তুল্য কষ্টকর বোধ হয় নাই? এরূপে অল্পপ্রাণ বালকদিগের সময় নাশ না করিয়া অন্য অন্য বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ হইতে পারে।

বনে পরিত্যক্ত গর্ভবতী সীতার বিলাপ।

কি বা অপরাধ নাথ! তব রাঙ্গা পায়।
করেছে অধীনী তাহা ভেবে নাহি পায়॥
কোন পাপ করি নাই জাগ্রতে স্বপনে।
তবে কেন বল নাথ! পাঠাইলে বনে॥
কেহ সঙ্গে নাই হেথা অনাথার প্রায়।
কেমনে নিঠুর মনে করিলে বিদায়॥
পাঠালে কোথায় একেলা আমায়
ভেবেছ কি নাথ মনে।
ভাবিলে সে কথা পেতে মনে ব্যথা
কভু না পাঠাতে বনে॥
এই যে কানন কেমন ভীষণ
তুমি কি জান না নাথ।
তবে হে কি বলে করিলে কি ছলে
মাথায় অশনিপাত॥

আমি ত জানি হে নাথ, তোমার হৃদয়।
কেন আজ হলো তার ভাবের ব্যত্যয়॥
হিংস্র জন্তু শত শত ভ্রমিতেছে অবিরত
করিতেছে ভীষণ গর্জ্জন।
ভয়েতে ব্যাকুল অতি কি হবে আমার গতি
ভাবিলে না তুমি একক্ষণ॥
বুঝিনু কপট চিত্তে আমারে প্রবোধ দিতে
মধুমাখা কত কথা বলে।
এবে হয় অনুভব সে কথা মৌখিক সব
ভুলাইতে নানা মত ছলে॥
ব্যাধ যথা মিষ্ট গানে হরিণী ভুলায়।
তার পর বধে প্রাণে ফেলে বাগুরায়॥
অবলা সরলা নারী কিছু না বুঝিতে পারি
সেই মত ভুলালে আমায়।
ধরিয়া কপট হিয়া মায়াজাল বিস্তারিয়া
বধিলে হে হরিণীর প্রায়॥
আর তিলমাত্র নাই জীবনের আশ।
এখনি বাঘের হাতে হবে প্রাণ নাশ॥
মরি তায় দুখ নাই বড় দুখ মনে।
হলো না মরণকালে দেখা তব সনে॥
আরো এক দুখ মনে উদয় হইয়া।
বড়ই করিছে নাথ অসুখিত হিয়া॥
এখনো তোমার হৃদে প্রেমের কণিকা।
থাকে যদি জ্বলে যেন উল্কার বর্ত্তিকা॥
বায়ু লয়ে যায় যদি অশুভ সংবাদ।
তবেই ঘটাবে নাথ! বড় পরমাদ॥
বিকল হইবে তুমি শুনে সেই কথা।
তুমি ব্যথা পেলে আমি পাই বড় ব্যথা॥
কি জানাব বল আর তব পদে বার বার
মৃত্যুকাল হইলে আমার।

বিনয় অঞ্জলি করি বলি দুটী পায়ে ধরি
দেখা দিও তুমি একবার ॥
ঘোর অন্ধকার বন নাহি হয় দরশন
কিছু হেথা নয়নযুগলে।
বোধ হয় মনে হেন তিমিরে লেপিয়া যেন
দেছে বিধি পদার্থ সকলে ॥
দিবাকর ভীত বড় ভয়ে হয়ে জড় সড়
হেথা কর না করে বিস্তার।
এ ঘোরেতে প্রিয়তম! কি হবে সম্বল মম
কিসে দূর হইবে আঁধার ॥
একমাত্র আছে নাথ! ইহার উপায়।
কৃপা করে নাথ যদি তব রাঙা পায় ॥
তোমার চরণরবি যদি কৃপা করে।
অভাগা অধীনী বলে কিরণ বিতরে ॥
যদি হরে লয় নাথ! মনের আঁধারে।
বাহিরের অন্ধকারে কি করিতে পারে ॥
সেই মোক্ষধাম দেখিতে সুঠাম
তোমার চরণ দুটী।
এই আকিঞ্চন দিতে দরশন
নাহি হয় যেন ত্রুটী ॥
মোরে দিবে বনে ছিল তব মনে
এ কথা জানিলে আগে।
মনের বেদন জান'তু তখন
এত কি হে ব্যথা লাগে ॥
আমাকে না বলে নাথ! পাঠাইলে বনে।
বল এ নিষ্ঠুর কাজ করিলে কেমনে ॥
চামারে এ হেন কাজ করিতে ডরায়।
কেমনে করিলে তুমি হায় হায় হায় ॥
ধৃষ্টতা করিনু কত চরণযুগলে।
ক্ষম অপরাধ নাথ! পাগলিনী বলে ॥

বল সে প্রেমের রজ্জু ছিঁড়িলে কেমনে।
ভাবিতেছি প্রিয়তম! তাই এক মনে॥
তুমি ত ছিঁড়েছ নাথ! স্নেহের বন্ধন।
কাঁদিল না ক্ষণতরে প্রিয়! তব মন॥
আমি ত দেখিনু বহু যতন পাইয়া।
নারিনু স্নেহের রজ্জু ফেলিতে ছিঁড়িয়া॥
আমার বিরহে নাথ! তোমার হৃদয়।
শোকানলে ক্ষণকাল পাছে দগ্ধ হয়॥
এই ভয়ে নাথ মোর কাঁপিতেছে হিয়া।
দেখি না চাহিয়া আছি নয়ন মুদিয়া॥
ভাল বাস নাই বাস তুমি প্রাণনাথ।
হবে না আমার ভাল বাসাতে আঘাত॥
যত দিন মম দেহে রহিবে জীবন।
ভুলিব না ক্ষণ সেই সুধাংশুবদন॥
সতত নয়ননীরে ভাসিবে বয়ান।
দিবানিশি পদযুগ করিব ধেয়ান॥
যেমন উঠিয়া ঝড় সাগরের জল।
তোল পাড় করে তুলে উছল পাছল॥
ঢেউ পরে ঢেউ উঠে পাহাড়ের প্রায়।
জল সাদা নাহি থাকে ঘোলা হয়ে যায়॥
তেমনি তোমার নাথ! বিরহ-পবন।
বহিছে আমার হৃদে বেগে অনুক্ষণ॥
তোল পাড় করিতেছে হৃদয় আমার।
ভাবের তরঙ্গ রঙ্গ করে অনিবার॥
আবিল হইয়া গেছে নাহি স্বচ্ছ ভাব।
ক্ষণে ক্ষণে ঘটাইছে শত শত ভাব॥
ক্ষণেক উন্মাদ এসে করিছে শীতল।
জ্বলিছে চেতনাকাশে যেন দাবানল॥
ক্ষণেকে পড়য়ে মনে তব চাঁদ মুখ।
অতুল আনন্দে ভাসি দূরে যায় দুখ॥

ক্ষণে শোকতম গ্রাসে চেতনা আত্মার।
চৌদিকে নিরখে আঁখি কেবল আঁধার॥
ভাবী দরশন সুখ পুলকিত করে।
ক্ষণেকে নিরাশা এসে জ্ঞান লয় হরে॥
ক্ষণে মনে হয় তব বিরহ তুফান।
আলোড়িছে মম হৃদি স্বচ্ছ সরোবর॥
করিয়া আবিলভাব দুর্বিষহ জলে।
উপাড়িছে আশালতা-কমলিনীদলে॥
দহিছে সহিছে প্রাণ যাতনা এতেক।
কেবল মহৎ বিঘ্ন ঘটিয়াছে এক॥
উদয় আকাশে মম রঘুবংশধর।
শোভিছে বাড়িছে যেন শুক্লশশধর॥
হবে মহাবংশ লোপ ত্যজিলে পরাণ।
এই ভয়ে দেহ মম হয় কম্পমান॥
একে ত পাতকী আমি নাই পাপসীমা।
তাই ত বেড়েছে এত দুঃখের মহিমা॥
যদি পুন করি নাথ! এ মহাপাতক।
দেহান্তে হইবে মম ভীষণ নরক॥
তুমি না ভাবিলে ক্ষণ করিলে কি কাজ।
কেমনে করিব আমি হইয়া নিলাজ॥
দাসী যেন তব চিত নাহি আকর্ষিল।
সন্তানে কি হেতু দয়া নাহি উপজিল॥
লোক নিন্দা বড় হলো না করে বিচার।
কেমনে চণ্ডাল হেন করিলে আচার॥
হায় হায় কি করিনু কি বলিনু হায়।
কত অপরাধী হৈনু তব রাজা পায়॥
ক্ষম অপরাধ নাথ! পাগলিনী বলে।
কারে কিবা নাহি বলে আমাসম হলে॥
জনকদুহিতা করে এতেক রোদন।
ধরায় মূর্চ্ছিত হয়ে করিলা শয়ন॥

উঠিলা চেতনা পেয়ে, চতুর্দ্দিকে দেখে চেয়ে,
বলে কোথা গেলে প্রাণনাথ।
অপরাধ নাহি লও, দুখিনীরে ক্ষমা দিও,
তব পদে করি প্রণিপাত॥
তুমি যদি মোর মনে, নাহি রাখ এ কাননে,
কে রাখিবে এ মোর সঙ্কটে।
তব পাদপদ্মে মতি, তুমি বিনা নাই গতি,
জানায়েছি চরণ নিকটে॥
করেছিলে রক্ষা তুমি দণ্ডক কাননে।
করেছিলে রক্ষা নাথ! পঞ্চবটী বনে॥
বনে রক্ষা করা নাথ! তোমার অভ্যাস।
তবে কেন আজ মোরে করিছ হতাশ॥
কেন রে অবোধ মন, তার তরে এ যতন,
দেখি তুমি বড় মূঢ়মতি।
ব্যাধের সমান হয়ে, বঞ্চনা আশ্রয় লয়ে,
ঘটাইল যে জন দুর্গতি॥
তারে তুমি পুন চাও, এতেক বেদনা পাও,
এ ত বড় কৌতুক বিষম।
গর্ভভরে মন্দগামী, অবলা সরলা আমি,
আমা প্রতি হলো নিরমম॥
নাথ হে আমার মনে আর কিছু নাই।
একবার দাও দেখা এই ভিক্ষা চাই॥
আর কি তোমার সে চন্দ্রবদন।
হেরিবে না মম এ পাপ নয়ন॥
ভাসিব না আর সুখের সাগরে।
করেছি কি পাপ জনম অন্তরে॥
মরি মরি কিবা চিকুর কুন্তল।
বিরাজিছে যেন ভুজঙ্গ সকল॥
মরি কি ললাট-ফলক সুন্দর।
অষ্টমীর চাঁদে অতুল বিস্তর॥

মরি কিবা শোভা ভুরুর যুগলে ।
ভ্রম হয় ফুল-ধনু-ধনু বলে ॥
হেরে সে সুঠাম ভুরু দুটী হায় ।
মনের বন্ধনী যেন ছিঁড়ে যায় ॥
আহা মরি কিবা নয়নযুগল ।
ফুটে যেন দুটী বৃহৎ কমল ॥
কজ্জল বরণ তারা দুটী মাঝে ।
অলিযুগ যেন তাহাতে বিরাজে ॥
পক্ষ্মযুগে কি বা শোভার ঘটা ।
চৌদিকে ছুটিছে কিরণ ছটা ॥
বিলসিছে কিবা কপোলযুগল ।
লাবণ্য-তটিনী করে ঢল ঢল ॥
নিরখিলে তব নাসিকা সুঠাম ।
চিয়ে উঠে পোড়া কামের কাম ॥
মরি কি মাধুরী যুগল অধরে ।
বিম্বফল বল কিবা শোভা ধরে ॥
তাহে যবে পড়ে দশনকিরণ ।
অনুপম শোভা করয়ে ধারণ ॥
কুন্দ ফুল আভা পড়িলে জবায় ।
তার কাছে কভু শোভা নাহি পায় ॥
নিরখিলে হায় ! শ্রবণবিবর ।
মনে এই লয় যেন পঞ্চশর ॥
রমণী-হরিণী বধিবার ছলে ।
ফাঁদ পেতে আছে বসিয়া বিরলে ॥
চিবুকে কপোলে শ্মশ্রুর কলাপ ।
হেরে দূরে যায় হৃদয়ের তাপ ॥
মুখে লোমরাজি হেরে হয় মন ।
কমলে পশিছে ভ্রমর যেমন ॥
যেমন আকার যেমন মুখ ।
তেমনি তোমার বিশাল বুক ॥

গর্ব্বিণী সীতারে বনে কেয়াগিয়া।
বিরহদুঃখেতে তোমার হিয়া॥
হবে না কাতর বুঝি এ ভাবিয়া।
বিধাতা পাথরে দিয়াছে গড়িয়া॥
এতেক কহিয়া সীতা হৈলা অচেতন।
নয়ন নিমীলি ভূমে করিলা শয়ন॥
ললাটেতে স্পন্দ নাই নাই ভ্রূবিকার।
একান্ত জড়ের ভাব ধরিল আকার॥
নিমেষ না হলো লক্ষ্য নয়নযুগলে।
সোণার প্রতিমা যেন পড়িয়া ভূতলে॥
কতক্ষণ পরে পুন পাইলা চেতন।
দেখা দিল পুনরায় জীবন লক্ষণ॥
উঠিয়া বসিলা পুন বহিল নিশ্বাস।
রামদরশনে পুন জন্মিল আশ্বাস॥
কহিতে লাগিলা পুন করুণা করিয়া।
অধীনী-জীবন নাথ রাখ দেখা দিয়া॥
কত করেছিনু পাপ বরণিতে নারি।
এ জনমে ফলভোগ হইতেছে তারি॥
মানস নয়নে করে রূপ দরশন।
আশা ছিল ক্ষণকাল জুড়াব জীবন॥
কেমন দেখহ নাথ! বিধি বিড়ম্বনা।
পূরাতে দিল না হায়! মনের কামনা॥

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্বর্গ।

অনেক দিন হইল স্বর্গের কয়েকটী প্রধান দেবতা মর্ত্ত্যে আসিয়াছেন। ইহাঁরা কোথায় এবং কি অবস্থায় আছেন জানিতে না পারায় স্বর্গের অপরাপর দেবগণ মহা উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। রাজকার্য্যে মহাবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে ঘাটে মাঠে মেয়েমহলে ইহাঁদেরই কথার আন্দোলন

চলিতেছে। যুবরাজ জয়ন্ত মাতার ক্রন্দনে নিতান্ত অস্থির হইয়া কি করিবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। সহরে কত রকম কথাই উঠিতেছে,—কেহ বলিতেছেন, ইহাঁরা হয় ত রেলগাড়িতে যাইতে যাইতে গাড়ি উল্টে পড়ায় প্রাণে মারা গিয়াছেন। কেহ বলিতেছেন ইহাঁদের মধ্যে হয় ত কাহার হাঙ্গর দংশনে মৃত্যু হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন হয় ত ইংরাজরাজ দেবরাজকে চিনিতে পারিয়া ষ্টেট প্রিজনার করিয়া রাখিয়াছেন। বাজারের দোকানেও এই সব কথার আন্দোলন হইতেছে। কর্ত্তাবাড়ীর ঝিমাগীরা শুনিয়া ঠাকুরবাড়ী জানিতে যাইতেছে, ঠাকুরবাড়ীর ঝিমাগীরা শুনিয়া রাজবাড়ীতে জানিতে যাইতেছে। এ সব দেখে শুনে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবর্গ পুত্রবধূ প্রভৃতির সহিত ডাক ছাড়িয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণী কর্ত্তার কল্যাণে হরিরলুট ও সত্যনারায়ণের সিন্নি মানিতেছেন এবং একবার ঘর একবার দ্বার করিয়া বেড়াইতেছেন। ঠাকুরবাড়ীর এবং কর্ত্তাবাড়ীর পরিচারিকাদ্বয় লোক মুখে এই কথা শুনিয়া রাজবাড়ীতে মহারাজ্ঞীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে " রাণী মা, আপনি মহারাজের ত কোন সংবাদ পান নাই ? ঠাকুরবাড়ী ও কর্ত্তাবাড়ীতে আজ দুদিন হতে হাড়ি চাপে নাই। "

শচী কহিলেন " কৈ মা, আমি ত কোন সংবাদ পাই নাই। আর সংবাদ পেয়েই বা কি করবো দেখ ঝি, এইবার আমার কপাল পুড়েছে। এখন ভাবচি কেন আমি নাথকে আমার মর্ত্ত্যে পাঠালাম,—এখন ভাবচি কেন আমি পায়ে ধরে বল্লাম না জীবিতেশ্বর সে ইংরাজরাজ্যে যেও না। ঝি ! আমি নাথবিরহে কিরূপ কষ্টে কালযাপন কচ্চি তা তোদের ভগবানই জানেন। আহা ! দৈত্যবংশ, রাবণবংশ ধ্বংস হলে ভেবেছিলাম আমার দুঃখনিশার অবসান হলো ; আর আমার নাথের সহিত কখন বিচ্ছেদ ঘটিবে না ; কিন্তু নাথ যে আমার স্ব ইচ্ছায় গিয়া ইংরাজকে ধরা দিয়ে জেলে যাবেন কে জানে ? নাথকে যে আমার পাথর ভাঙ্গাবে স্বপ্নেও ত ভাবি নাই ! আহা ! যাহাঁর পুষ্পশয্যায় শুলে গায়ে ফুটতো, যিনি ঐরাবত ও পুষ্পরথ ভিন্ন এক পা চলিতে পারিতেন না, যিনি স্বর্ণথালে অমৃতের ঝোল মেখে ভাত খেতেন, ঝি ! আমার সেই প্রাণেশ্বরের বুঝি জেল হয়ে থাকে তাহা হলে কম্বলেতে শুতে দিচ্চে, হাঁটিয়ে নিয়ে এ দেশ ও দেশ করাচ্চে এবং অপরাহ্নে হয় ত পোড়া পিঠে খেতে দিচ্চে। উঃ ! মা মাগো ! এ সব কথা মনে

ফলে কি জ্ঞান থাকে? দেখ ঝি, অসময়ে কেহ কাহার নয়, আমি বজ্র-গুচ্ছাকে বল্লাম আমার বুকে পড়, তারা সে কথা না শুনে হাসতে হাসতে চলে গেল।

১ মা, মা! তুমি যখন কোন সমাচার পাও নি তখন এত কাতর হচ্চো কেন?

শচী। ঝি! সংবাদ পাই না পাই মন ত সব বুঝতে পারে? আমি কত বিপদ সহ্য করেছি; কত কষ্ট আমার কপালে ঘটেছে; কিন্তু মন ত কখন এমন হয় নাই,—মন ত কখন এমন বিষন্নভাব ধারণ করে নাই! আহা! গত রাত্রে কি কুস্বপ্নই দেখলাম, নাথ যেন আমার সামান্য বেশে কলিকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্চেন, শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে গিয়েছে, বলচেন "বরুণ, আর যে আমি হাত পুড়য়ে রেঁধে খেতে পারি নে।"

২ মা, না মা! তুমি এত কাতর হও না। যখন বরুণ সঙ্গে আছেন, তখন তাঁদের খুব সাবধানে রেখেচেন। লোকে কত কথা বলচে বলুক; কিন্তু আমাদের সে কথায় বিশ্বাস হয় না।

শচী। ঝি! লোকে বলচে—

২ মা. কেউ বলচে তাঁহাদের মধ্যে কাকে হাঙ্গরে কামড়ানতে মারা গিয়েছেন। কেউ বলচে গাড়ি উল্টে পড়ায় কেহ বেঁচে নাই।

শচী। উঃ! কি শুনলাম। ঝি! লোকের কথাই সত্য; তোরা জানিস্ যেটা রটে সেটা ঘটে। উঃ মা! মাগো! তবে কি আমি সত্য সত্যই নাথকে হারালাম?—তবে কি আমি সত্য সত্যই স্বর্গের আধিপত্য হতে বঞ্চিত হলাম। প্রাণেশ্বর কি আমাকে সত্য সত্যই ফেলে পালালেন? তিনি ত ছেড়ে গেলেন আমি ত থাকতে পারবো না, আমি যে তাঁকে এক-দণ্ড না দেখলে চক্ষে অন্ধকার দেখি। ঝি! তোরা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে দে, আমি নাথের চর্ম্মপাদুকা বক্ষে ধারণ করিয়া সহমরণে যাই।

১ মা, মা তুমি এত উদ্বিগ্ন হও না, সত্য সত্যই যদি তাঁহাদের কোন অমঙ্গল ঘটিত তা হলে ত যমের বাড়ী আসতেন?

শচী। ঝি! তোরা সত্য বল, আর গোপন করবার চেষ্টা করিস নে। আহা! নাথ যখন কলিকাতা দেখিবার বিদায় চাহিলেন, কেন আমি নিষেধ কল্লাম না?—কেন আমি প্রাণেশ্বরের চরণ ধরে কাঁদতে কাঁদতে যেতে বারণ কল্লাম না? উঃ! মা মাগো! শেষে তোমার শচীর কপালেও বিধাতা বৈধব্যযন্ত্রণা লিখিলেন! ঝি, তোরা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে দে।

এই সময় দুইখানি শিবিকা আসিয়া রাজান্তঃপুরের দ্বারে নামাইল। তন্মধ্যে একখানি হইতে ব্রহ্মাণী অপরখানি হইতে নারায়ণী নামিয়া ধীরে ধীরে শচীর শয়নগৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলে ঝি কহিল "এই গিন্নি মা ও ঠাকুর মা এলেন।"

উভয়ে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কথা কহিবেন কি শচীর মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শচী তাহা দেখিয়া কোন অমঙ্গল সমাচার আসিয়াছে ভাবিয়া ডাক ছেড়ে কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার গলার সহিত ইহাঁদের গলার যোগ হওয়ায় কান্নাকাটার ধুম পড়িয়া গেল। দেখিয়া শুনিয়া ঝিমাগীরাও মুখে কাপড় দিয়া ফুপয়ে ফুঁপয়ে কাঁদিতে লাগিল।

এই ভাবে কিছুক্ষণ গেলে সকলে চক্ষের জল মুছিলেন; তখন ব্রহ্মাণী খেদ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"রাজা বৌ, কর্ত্তার যে আমার দুধের বাটী মুখে তুলে না দিলে দুধ খাওয়া হতো না। তিনি যে আমার পেপে, মর্ত্তমান রম্ভা, ক্ষীর বড় ভাল বাসতেন। তিনি যে বলতেন "গিন্নি, তুমি আমাকে খাও খাও বলে কাছে বসে না খাওয়ালে খাওয়া হয় না।" তাঁকে যে আমি পান ছেচে না দিলে পান খাওয়া হতো না। এখন তাঁকে সে সব কে করে দিচ্চে?—রাণী বৌ, তিনি ত স্ব ইচ্ছায় মর্ত্ত্যে যান নাই, কেবল ইন্দ্র ও নারায়ণ ঠাকুরপো জেদ করে নিয়ে গেলেন। ওঁরা বল্লেন দাদার প্রাচীন শরীর কলিকাতায় গেলে একটু সবল হবেন, সেই কথায় বিদায় দিলাম। রাজা বৌ, আমার মাথার দিব্য সত্য করে বল—আবার ত তিনি ফিরে আসবেন?—দেবরাজ ত তাঁর কোন অমঙ্গল সংবাদ লিখেন নাই? আহা! এখন ভাবচি কেন আমি বিদায় দিলাম। এখন ভাবচি বিধাতা আজীবন আমাকে সুখী করে সত্য সত্যই কি শেষদশাতে বাধ সাধিবেন? তখন যদি বিদায় না দিই এখনও তিনি ২০।৩০ যুগ বেচে থাকতেন।

নারা। ও মা! আজ আমার কি কাল রাত্রি পোহাল! নেয়ে এসে সবে কুটনো কুটচি এমন সময় খবর পেলাম গাড়ি চাপা পড়ে কতকগুলো লোক মরেচে। তখুনি মনে নিলে এঁরাইত গাড়ি করে কলিকাতা দেখতে গিয়েছেন তবে আমাদেরই কপাল পুড়েচে। সব ভাল তাঁর এই এক দোষ কারো কথা শোনেন না, নিজে যা ভাল বোঝেন তাই করেন। কেঁদে বল্লাম "নাথ, মর্ত্ত্যে যদি একান্তই যাবে, পৌষ মাসে যেও না। কেবা শোনে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চলে গেলেন। এখন তাঁর বিরহে আমাদের যে কি দশা দেখ্‌চে কে।

(কাঁদিয়া) বড় দিদি, পায়ের ধূলো দাও, আবার যেন ফিরে আসেন। আমি কর্ত বল্লাম, কত বুঝালাম বল্লাম দেখ—মর্ত্ত্য তোমার গোলোক ধাঁধা, যতবার গিয়েছ শীঘ্র বাহির হয়ে আসতে পার নি, আমার মাথা খাও আর যেও না। বড় দিদি এখন দেখচি আমার মাথা না খেয়ে তাঁর মাথাই আমাকে খেতে হলো! আমি চিরদুঃখিনী দুঃখের উপর আর যে দুঃখ সহ্য হয় না। সতীনের জ্বালাকেও জ্বালা মনে করি নাই; কিন্তু বিচ্ছেদজ্বালা কি প্রকারে সহ্য করবো?—

আবার সকলে গলা ছাড়িয়া রোদন আরম্ভ করিলেন। জয়ন্ত রাজসভা হইতে ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সকলকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন "জেঠি মা, আপনারা কি ক্ষেপেছেন?—কোন কারণ নাই এত কাঁদিবার প্রয়োজন কি?"

ব্রহ্মাণী। শুন্‌চি গাড়ি উল্টে পড়ায় এঁদের মৃত্যু—

জয়ন্ত। উঃ! আপনারা কি আত্মবিস্মৃত! দেবজাতি অমর এ কথা কি কখন কর্ণেও শুনেন নাই?

শচী। ইংরাজেরা এঁদের ধরে যদি কয়েদ করে থাকে?

জয়ন্ত। বজ্র কি প্রতাপশূন্য হইয়াছে?—না দেবগণের দেবত্ব গিয়াছে? —তা হলে মর্ত্ত্যকে কি রসাতলে পাঠাইব না?—আপনাদিগের কোন চিন্তা নাই, আমি বৈদ্যুতিক তার-যোগে সংবাদ পাঠাইতেছি, ইহাঁরা সকলেই ভাল আছেন। আপনারা সন্তুষ্ট চিত্তে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করুন। আমি মাতলিকে পাঠাইয়া সত্বরেই সকলকে স্বর্গে আনিতেছি।

ব্রহ্মাণী। জয়ন্ত রে আজ আর তোকে কি আশীর্ব্বাদ করিব, এই আশীর্ব্বাদ করি—আমার মাথায় যতগুলি পাকাচুল ততদিন তোর পেরমাই হউক।

মর্ত্ত্য।

এখানে উপোর জ্বরের প্রকোপ দেখিয়া দেবতারা অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। সে কোঁতাচ্চে, বমী করচে এবং কত কি বক্‌চে। পিতামহ কহিলেন এখন শীঘ্র শীঘ্র ভাল হয় তবিই বাঁচি! এ দেশী জ্বর নয়।

নারা। আজ্ঞে, জ্বরটার কো[illegible] দেখে বোধ হয় ইংরেজী। দেশী হলে কুকুর সোঁকার পাতা কিম্বা কৈলে বাছুরের চোনা খেলেই যেত।

বরুণ। একটু কুইনাইন দিলেই সেরে যাবে তার পর যাবার সময় ২।২ বোতল ডিগুপ্ত সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

ইন্দ্র। ভাল কবিরাজ কলিকাতায় নাই তা হলে দেখান যাইত।

বরুণ। খুজলে অনেক পাওয়া যায়,তন্মধ্যে গো-বৈদ্যের ভাগই বেশী। আমার জ্ঞাত কয়েকটী কবিরাজ আছেন যথাঃ—গোপীমোহন, গঙ্গাপ্রসাদ, নিবারণচন্দ্র রায়, শ্যামাচরণ সেন, কালীদাস রায়, ব্রজেন্দ্রকুমার রায় এবং রমানাথ রায়। এই শেষোক্ত দুটী কবিরাজ মৃত। ইহাঁদের মধ্যে রমানাথ সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

ব্রহ্মা। রমানাথের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি আনুমানিক ১২২৭ সালে বর্দ্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে মাতামহগৃহে প্রতিপালিত হন এবং সেই স্থানে থাকিয়া লেখা পড়া শিক্ষা করেন। ইহাঁকে অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। ১২৬১। ৬২ সালে তিনি কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করেন। সেই সময় বহুবাজারের ধর ও বসু পরিবারেরা ইহাঁর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সাহায্যে ও নিজের বুদ্ধিবলে তিনি কলিকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত চিকিৎসক হন। এই সময় রমানাথ কবিরাজ লেবুতলার গলিতে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করিতে থাকেন এবং ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের দৃষ্টান্ত অনুসারে ২। ৪ টী বালককে আহার দিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেন। তিনি চারিটী বিবাহ করেন। তন্মধ্যে চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে একটী কন্যা ও দুটী পুত্রসন্তান জন্মিয়াছিল। হৃদ্‌রোগে ইহাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ডাক্তার পেন্ ও অন্যান্য ইংরাজ এবং বাঙ্গালী চিকিৎসকগণ বিনা অর্থে ইহাঁর চিকিৎসা করেন। ইনি অনেক বালককে অর্থ ও অন্নাদি দিয়া বিদ্যা শিক্ষা দিতেন এবং অত্যন্ত মুক্তহস্ত থাকায় কিছুমাত্র অর্থ সংগ্রহ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১২৮৫ সালের ২৭ এ পৌষ রাত্রে বৈদ্যকুল-গৌরব লোকহিতৈষী রমানাথের মৃত্যু হয়। মৃত্যু হইলে অনেক বড় লোক তাঁহার সন্তানগণের বিদ্যাশিক্ষার্থ কিছু কিছু দান করেন। এক্ষণে তাঁহার প্রধান ছাত্র গিরিশ কবিরাজ তাঁহার কার্য্য করিতেছেন এবং তাঁহার সন্তানগণকে লেখা পড়া শিখাইতেছেন। ইনিও একজন উপযুক্ত সুচিকিৎসক। কলিকাতার মধ্যে কে কে দাতা, কে কে সুচিকিৎসক, কে কে সুপণ্ডিত কে কে অমায়িক লোক, যাঁহারা কখন ইহার গণনা করিয়াছেন, তাঁহারা রমানাথ সেনের নাম করিয়াছেন সন্দেহ নাই। যাঁহারা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া মুক্তিলাভ করি-

...ছেন অথবা মুক্তিলাভের চেষ্টা পাইয়াছেন, তাঁহারাও রমানাথকে জানেন।

নারা। কোন বাঙ্গালা কি সংস্কৃত গ্রন্থ পাইলে আমরা নিজেই চিকিৎসা করিতে পারি।

ইন্দ্র। উপো কবিরাজি করিবে বলিয়া কতকগুলো পুস্তক কিনিয়া আনিয়াছিল দেখ দেখি থাকিতে পারে।

নারায়ণ তৎশ্রবণে পুস্তক উল্টাইতে উল্টাইতে কহিলেন "সদাশিবের একখানি নিদান রহিয়াছে। বরুণ! মর্ত্ত্যে নিদান গ্রন্থ কে প্রচার করে?"

বরুণ। ঐ নিদান প্রচারকের নাম মাধব কর। ইনি বীরভূমের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে বাস করিতেন। ইহাঁর পিতার নাম ইন্দ্র কর। মাধব কর আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ হইতে নিদান, দত্তক চন্দ্রিকা, রস কৌমুদী, রসদীপিকা প্রভৃতি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

নারা। আরো একখানি কি সংস্কৃত গ্রন্থ রহিয়াছে। (পাঠ করিয়া) ইহার নাম দেখিতেছি ছন্দোমঞ্জরী এ গ্রন্থ কে রচনা করে?

বরুণ। ভরত মল্লিক ঐ পুস্তক প্রণয়ন করেন। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পাতিলপাড়া গ্রামে ইনি বাস করিতেন। ইহাঁরা জাতিতে বৈদ্য। পিতার নাম গৌরাঙ্গ মল্লিক। ভরত মল্লিক কালীদাস প্রণীত মেঘদূতের সুবোধ নাম্নী টীকা করেন এবং অমোর কোষ, ভট্টিকাব্য প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা করিয়া যান। সংস্কৃত গ্রন্থাধ্যায়িদিগের পক্ষে তাহার টীকা বিশেষ উপকারী।

নারা। নিদানখানির ত কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

বরুণ। দেখ উহার টীকা থাকিতে পারে।

নারায়ণ তৎশ্রবণে পুস্তক উল্টাইতে উল্টাইতে কহিলেন হ্যাঁ, পাওয়া গিয়েছে। এ টীকা কে লেখেন?

বরুণ। ঐ টীকা বিজয়রক্ষিতের প্রণীত। ইনি প্রথমে ময়ূরেশ্বর গ্রামে বাস করিতেন; তৎপরে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চৌবেড়িয়া গ্রামে আসিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ ক্ষেপণ করেন। ইনি নিদান শাস্ত্রকার মাধব করের জামাতা।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া দেবতারা শয়ন করিলেন বটে; কিন্তু উপোর কোঁতানীতে তাঁহাদিগের ভাল নিদ্রা হইল না।

অষ্টম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এতদ্বিধানমাতিষ্ঠেদ্ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
স্বামিনাঞ্চ পশূনাঞ্চ পালানাঞ্চ ব্যতিক্রমে ॥ ২৪৪ ॥

পশুস্বামী, পশু ও রক্ষকের পশুর অরক্ষণ ও শস্য ভক্ষণাদিরূপ কোন দোষ ঘটিলে ধার্ম্মিক রাজা এই বিধির অনুষ্ঠান করিবেন।

সীমাম্প্রতি সমুৎপন্নে বিবাদে গ্রাময়োর্দ্বয়োঃ ॥
জ্যৈষ্ঠে মাসি নয়েৎ সীমাং সুপ্রকাশেষু কেতুষু ॥ ২৪৫ ॥

দুটী গ্রামের মধ্যস্থলের সীমা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে অর্থাৎ এ গ্রামের লোকেরা বলিল আমাদের গ্রামের সীমা এই পর্য্যন্ত, অপর গ্রামের লোকে বলিল, আমাদের গ্রামের সীমা এই পর্য্যন্ত। এইরূপে বিরোধ করিলে রাজা সীমার চিহ্ন দেখিয়া সীমা নিশ্চয় করিবেন। জৈষ্ঠমাসে সেই সীমা নির্ণয়ের বিশেষ সুবিধা আছে। কারণ, সে সময়ে তৃণাদি শুষ্ক হইয়া সীমাচিহ্ন সুন্দররূপে প্রকাশিত হয়।

সীমাবৃক্ষাংশ্চ কুর্ব্বীত ন্যগ্রোধাশ্বত্থকিংশুকান্।
শাল্মলীন্ শালতালাংশ্চ ক্ষীরিণশ্চৈব পাদপান্ ॥ ২৪৬ ॥

বট, অশ্বত্থ, কিংশুক, শিমুল, শাল, তাল ও যে সকল গাছের আটা আছে, এরূপ বৃক্ষসকল সীমাস্থলে বসাইয়া সীমা চিহ্ন করিবে। কারণ, এই সকল বৃক্ষ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

আর আর যে সকল পদার্থ সীমাচিহ্ন হইবার যোগ্য, নিম্ন লিখিত বচনে তাহার নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

গুল্মান্ বেণূংশ্চ বিবিধান্ শমীবল্লীস্থলানি চ।
শরান্ কুব্জকগুল্মাংশ্চ তথা সীমা ন নশ্যতি ॥ ২৪৭ ॥

গুল্ম, নানাপ্রকার বাঁশ, শাঁই, লতা, স্থল, শর, কুব্জগুল্ম এই সকলগুলিকেও সীমাচিহ্ন করিবে। কারণ, এ সকলকে সীমাচিহ্ন করিলে তাহা শীঘ্র বিনষ্ট হয় না। বচনে যে স্থল শব্দ আছে, টীকাকার তাহার কৃত্রিম উন্নত ভূভাগ এই অর্থ করিয়াছেন। এ অর্থে উচ্চ ঢিপি ভেড়ী কিম্বা আলি বুঝাইবে।

তড়াগান্যুদপানানি বাপ্যঃ প্রস্রবণানি চ।
সীমাসন্ধিষু কার্য্যাণি দেবতায়তনানি চ ॥ ২৪৮ ॥

দীর্ঘিকা, সরোবর, কূপ, জলনির্গম-পথ ও দেবমন্দির উভয় সীমাস্থলে করিবে। এইগুলি সীমাস্থল হইলে একটী বিশেষ উপকার এই, যে সকল পথিক লোক ঐ সকল সরোবরাদির জল পান করে, তাহারা ঐগুলি সীমা চিহ্ন বলিয়া জানিতে পারিলে তাহার সাক্ষিস্বরূপ হয়।

উপচ্ছন্নানি চান্যানি সীমালিঙ্গানি কারয়েৎ।
সীমাজ্ঞানে নৃণাং বীক্ষ্য নিত্যং লোকে বিপর্য্যয়ং ॥ ২৪৯ ॥

এই সংসারে মানুষের সীমাজ্ঞান বিষয়ে সর্ব্বদা ভ্রমজ্ঞান জন্মে দেখিয়া উপরি উক্ত পদার্থ ভিন্ন আরও কতকগুলি সীমাচিহ্ন করিবে। সেগুলি সর্ব্বদা ঢাকা থাকিবে। সেগুলি কি তাহা পরবচনে বলা হইতেছে।

অশ্মনোঽস্থীনি গোবালাংস্তুষান্ভস্মকপালিকাঃ।
করীষমিষ্টকাঙ্গারান্ শর্করাবালুকাস্তথা ॥ ২৫০ ॥

পাথর, হাড়, গোরুর পুচ্ছাদি, তুষ, ভস্ম, মড়ার মাথা, শুষ্ক গোময় (ঘুটে) ইট, অঙ্গার, কাঁকর ও বালি এ সকলকেও সীমাস্থলে মৃত্তিকাদি দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে।

যানি চৈবম্প্রকারাণি কালাদ্ভূমির্ন ভক্ষয়েৎ।
তানি সন্ধিষু সীমায়ামপ্রকাশানি কারয়েৎ ॥ ২৫১ ॥

এইরূপ অন্য যে সকল বস্তু দীর্ঘকালেও মাটির সহিত মিশিয়া মাটি হইয়া না যায়, এমন সকল বস্তু কুম্ভাদির মধ্যে রাখিয়া সীমাস্থলে ঢাকিয়া রাখিবে।

এতৈর্লিঙ্গৈর্নয়েৎ সীমাং রাজা বিবদমানয়োঃ।
পূর্ব্বভুক্ত্যা চ সততমুদকস্যাগমেন চ ॥ ২৫২ ॥

রাজা পূর্ব্বোক্ত চিহ্নসকল এবং ভোগ ও নদীর প্রবাহ দ্বারা সীমা নির্ণয় করিবেন। উভয় গ্রামের মধ্যে নদ নদী থাকিলে তাহা উভয় গ্রামের সুন্দর ও সুস্পষ্ট সীমাচিহ্ন হইয়া থাকে।

যদি সংশয়এব স্যাৎ লিঙ্গানামপি দর্শনে।
সাক্ষিপ্রত্যয়এব স্যাৎ সীমাবাদবিনির্ণয়ঃ ॥ ২৫৩ ॥

এই সকল চিহ্ন দর্শন করিয়াও যদি সীমা নির্ণয় বিষয়ে সংশয় হয়, তাহা হইলে সাক্ষী দ্বারা সীমা নির্ণয় হইবে। পূর্ব্বোক্ত চিহ্নসকলে সন্দেহ জন্মিবার কারণ এই, বিবাদকারিদিগের মধ্যে যদি কেহ এ কথা বলে, সীমাচিহ্ন-ভূক্ত

তুষ ভস্মাদি সরাইয়া তাহা অন্যত্র রাখা হইয়াছে, আর বৃক্ষাদি ও সরোবরাদির বিষয়ে যদি এরূপ বলে, এগুলি সীমা বৃক্ষাদি ও সরোবরাদি নয়, তাহা হইলে সেরূপ স্থলে সাক্ষিবাক্য দ্বারা সীমা নির্ণয় করিতে হইবে।

গ্রামীয়ককুলানাঞ্চ সমক্ষং সীম্নি সাক্ষিণঃ।
প্রষ্টব্যাঃ সীমলিঙ্গানি তয়োশ্চৈব বিবাদিনোঃ॥ ২৫৪॥

সীমা সন্দেহ উপস্থিত হইলে গ্রামস্থ ব্যক্তিদিগের ও বাদী প্রতিবাদীর সমক্ষে সাক্ষীদিগকে সীমা চিহ্ন জিজ্ঞাসা করিবে।

তে পৃষ্টাস্তু যথা ব্রূয়ুঃ সামস্তাঃ সীম্নি নিশ্চয়ং।
নিবধ্নীয়াত্তথা সীমাং সর্ব্বাংস্তাংশ্চৈব নামতঃ॥ ২৫৫॥

সাক্ষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা সকলে সীমার কথা যেরূপ বলিবে, তাহা পত্রে লিখিয়া লইবে। আর সেই সাক্ষিদিগের নাম এক একটী করিয়া লিখিয়া লইতে হইবে। এরূপে লিখিয়া লইবার কারণ এই, তাহা হইলে আর বিস্মরণ হইবে না।

শিরোভিস্তে গৃহীত্বোর্ব্বীং স্রগ্বিণোরক্তবাসসঃ।
সুকৃতৈঃ শাপিতাঃ স্বৈঃ স্বৈর্নয়েয়ুস্তে সমঞ্জসং॥ ২৫৬॥

সেই সাক্ষিগণ রক্তবস্ত্র পরিধান, গলে লোহিত মাল্য ধারণ ও মস্তকে মৃত্তিকাখণ্ড গ্রহণ এবং আমরা যদি মিথ্যা কথা কহি আমাদের সমুদায় পুণ্য বিনষ্ট হইবে, এইরূপ শপথ করিয়া সীমা নিশ্চয় করিবে।

যথোক্তেন নয়ন্তস্তে পূয়ন্তে সত্যসাক্ষিণঃ।
বিপরীতং নয়ন্তস্তু দাপ্যাঃ স্যুর্দ্বিশতং দমং॥ ২৫৭॥

সত্যবাদী সাক্ষিগণ যদি শাস্ত্রবিধি অনুসারে সীমানির্ণয় করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহারা নিষ্পাপ হয়। আর যদি তাহারা বিপরীত কথা বলে অর্থাৎ সত্য কহিয়া না দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগের দুই শত পণ করিয়া দণ্ড করিবেন।

সাক্ষ্যভাবে তু চত্বারোগ্রামাঃ সামন্তবাসিনঃ।
সীমাবিনির্ণয়ং কুর্য্যুঃ প্রযতা রাজসন্নিধৌ॥ ২৫৮॥

সাক্ষী না পাওয়া গেলে চতুর্দ্দিকবর্ত্তী চারি গ্রামের লোকে পবিত্রভাবে রাজার নিকটে সীমা নির্ণয় করিয়া দিবে।

সামন্তানামভাবে তু মৌলানাং সীম্নি সাক্ষিণাং।
ইমানপ্যনুযুঞ্জীত পুরুষান্ বনগোচরান্॥ ২৫৯॥

যাহারা পুরুষানুক্রমে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বাস করিতেছে, তাদৃশ সাক্ষীর অভাবে বক্ষ্যমাণপ্রকার নিকটস্থ বনচারিদিগকে সীমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।

ব্যাধাঞ্ছাকুনিকান্ গোপান্ কৈবর্ত্তান্মূলখানকান।
ব্যালগ্রাহানুঞ্ছবৃত্তীনন্যাংশ্চ বনচারিণঃ ॥ ২৬০ ॥

ব্যাধ, পক্ষিজীবী, রাখাল, মৎস্যজীবী, যাহারা কন্দমূলাদি মৃত্তিকা হইতে খনন ও তাহা বিক্রয় করিয়া জীবনধারণ করে, সাপুড়িয়া, উঞ্ছবৃত্তি অর্থাৎ যাহারা ক্ষেত্রে পতিত ধান্যাদি আহরণ করিয়া জীবনধারণ করে, সেই সকল ব্যক্তিকে এবং অন্য অন্য বনচারিদিগকে সীমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে।

তে পৃষ্টাস্তু যথা ব্রূয়ুঃ সীমাসন্ধিষু লক্ষণং।
তত্তথা স্থাপয়েদ্রাজা ধর্ম্মেণ গ্রামযোর্দ্বয়োঃ ॥ ২৬১ ॥

সেই ব্যাধাদিকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা উভয় সীমার সন্ধিস্থলে যেরূপে সীমাচিহ্ন করিতে বলিবে রাজা তথায় সেইরূপে চিহ্ন স্থাপন করিবেন।

ক্ষেত্রকূপতড়াগানামারামস্য গৃহস্য চ।
সামন্তপ্রত্যয়োজ্ঞেয়ঃ সীমাসেতুবিনির্ণয়ঃ ॥ ২৬২ ॥

এক গ্রামে যদি ক্ষেত্র, কূপ, সরোবর, উদ্যান ও গৃহের সীমা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে চতুর্দ্দিকস্থ লোক দ্বারা তাহার সীমা নিশ্চয় করিতে হইবে। সে স্থলে ব্যাধাদির বাক্য প্রমাণ হইবে না।

সামন্তাশ্চেন্মৃষা ব্রূয়ুঃ সেতৌ বিবদতাং নৃণাং।
সর্ব্বে পৃথক্ পৃথক্ দণ্ড্যা রাজ্ঞা মধ্যমসাহসং ॥ ২৬৩ ॥

যে সকল ব্যক্তি সীমা লইয়া বিবাদ করিতেছে তাহাদিগের সীমা নির্ণয় বিষয়ে সামন্ত অর্থাৎ চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকে যদি মিথ্যা কথা কয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যমসাহস দণ্ড করিবেন। পূর্ব্বে যে দুই শত পণ দণ্ড করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা সামন্ত ভিন্ন অপর ব্যক্তির বিষয়ে বুঝিতে হইবে।

গৃহন্তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়া হরন্।
শতানি পঞ্চ দণ্ড্যঃ স্যাদজ্ঞানাদ্দ্বিশতো দমঃ ॥ ২৬৪ ॥

যদি কোন ব্যক্তি বধ বন্ধনাদির ভয় প্রদর্শন করিয়া কাহার গৃহ, তড়াগ, উদ্যান ও ক্ষেত্র হরণ করে, রাজা তাহার পাঁচ শত পণ দণ্ড করি-

বেন। আর যদি কোন ব্যক্তি আপনার স্বত্ব বিবেচনা করিয়া ভ্রমক্রমে অপরের গৃহ তড়াগাদি হরণ করে, তাহা হইলে তাহার দুই শত পণ দণ্ড হইবে।

সীমায়ামবিষহ্যায়াং স্বয়ং রাজৈব ধর্ম্মবিৎ।
প্রদিশেদ্ভূমিমেতেষামুপকারাদিতি স্থিতিঃ॥ ২৬৫॥

উপরে সামন্ত ও বনচারী প্রভৃতি যে সকল সাক্ষীর কথা বলা হইল, যদি তাহাদিগের অভাব হয়, তাহা হইলে রাজা পক্ষপাতরহিত হইয়া কোন্ স্থানে সীমা করিয়া দিলে কোন্ গ্রামের কিরূপ উপকার হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া সীমা স্থির করিয়া দিবেন।

এষোঽখিলেনাভিহিতো ধর্ম্মঃ সীমাবিনির্ণয়ে।
অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বাক্পারুষ্যবিনির্ণয়ং॥ ২৬৬॥

সীমা নির্ণয়কল্পে যেরূপ ধর্ম্মব্যবস্থা আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বলা হইল। অতঃপর বাক্পারুষ্যের অর্থাৎ পরস্পর গালি দিবার দণ্ডের কথা বলিতেছি।

শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়োদণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যোঽপ্যর্দ্ধশতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি॥ ২৬৭॥

ক্ষত্রিয় যদি ব্রাহ্মণকে তুই বেটা চোর বা ডাকাইত বলিয়া গালি দেয়, তাহা হইলে তাহার এক শত পণ দণ্ড হইবে। বৈশ্য যদি ঐরূপ গালি দেয় তাহা হইলে তাহার দেড় শত অথবা দুই শত পণ দণ্ড হইবে; আর শূদ্র যদি গালি দেয় তাহার প্রহার দণ্ড হইবে। অপরাধের গুরুতা ও লঘুতা বিবেচনা করিয়া বৈশ্যের দেড় শত অথবা দুই শত দুই প্রকার দণ্ডের বিধি করা হইল।

পঞ্চাশৎ ব্রাহ্মণোদণ্ড্যঃ ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্দ্ধপঞ্চাশচ্ছূদ্রে দ্বাদশকোদমঃ॥ ২৬৮॥

ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়কে গালি দেয়, তাহার পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড হইবে। আর ব্রাহ্মণ যদি বৈশ্যকে গালি দেয়, তাহা হইলে পঁচিশ পণ এবং শূদ্রকে গালি দিলে বার পণ দণ্ড হইবে।

সমবর্ণে দ্বিজাতীনাং দ্বাদশৈব ব্যতিক্রমে।
বাদেষ্ববচনীয়েষু তদেব দ্বিগুণং ভবেৎ॥ ২৬৯॥

যদি ব্রাহ্মণাদি বর্ণেরা সমানে সমানে গালি দেয়, তাহা হইলে দ্বাদশ পণ

দণ্ড হইবে। আর যদি গালিবাক্য অশ্লীল হয়, তাহা হইলে দুই শত পণ দণ্ড হইবে।

একজাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়াক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবোহি সঃ॥ ২৭০॥

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বা বৈশ্যকে অতি কটু বাক্যে গালি দেয়, অর্থাৎ তুমি পাপী তোমার মুখ দেখিতে নাই ইত্যাদিরূপে গালি দেয়, তাহা হইলে তাহার জিহ্বা কাটিয়া দিবে। যে হেতুক শূদ্র ব্রহ্মার নিকৃষ্ট অঙ্গ যে পাদ, তাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।

নামজাতিগ্রহন্তেষামভিদ্রোহেণ কুর্ব্বতঃ।
নিঃক্ষেপ্যোহয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ॥ ২৭১॥

যদি কোন শূদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকে তাহার নাম বা জাতি ধরিয়া এই-রূপ বলে অমুক তুই ত ব্রাহ্মণ নহিস অতি অধম, তাহা হইলে সেই গালিদাতা শূদ্রের মুখে দশ-অঙ্গুল-প্রমাণ জ্বলন্ত লৌহময় কীল প্রবেশিত করিয়া দিবে।

ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্য কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥ ২৭২॥

যদি কোন শূদ্র কিঞ্চিৎ ধর্ম্মবিষয় অবগত হইয়া অহঙ্কারপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহার কর্ণে বা মুখে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবেন।

শ্রুতন্দেশঞ্চ জাতিঞ্চ কর্ম্ম শারীরমেব চ।
বিতথেন ব্রুবন্ দর্পাদ্দাপ্যঃ স্যাদ্দ্বিশতন্দমং॥ ২৭৩॥

যদি কোন ব্যক্তি অহঙ্কারপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে মিথ্যা করিয়া এরূপ বলে যে, তুই এ কথা শুনিস নাই, তোর এ দেশ নহে, তুই এ জাতির লোক নহিস, তোর এ কর্ম্ম নয়, অর্থাৎ যাহার যে জাতি, যাহার যে জন্মভূমি ও যাহার যে উপনয়নাদি কর্ম্ম, যদি তাহার বিপরীত করিয়া তাহাকে গালি দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহার দুই শত পণ দণ্ড করিবেন।

কাণং বাপ্যথবা খঞ্জমন্যং বাপি তথাবিধং।
তথ্যেনাপি ব্রুবন্ দাপ্যোদণ্ডং কার্ষাপণাবরং॥ ২৭৪॥

এক-চক্ষু-বিহীন, পদবিহীন ও হস্তাদি-অঙ্গ-বিহীন ব্যক্তিকে কাণা খোঁড়া প্রভৃতি সত্য কথাও যদি তাহার সম্মুখে কেহ বলে, তাহা হইলে রাজা তাহার কার্ষাপণ দণ্ড করিবেন।

মাতরম্পিতরঞ্জায়াং ভ্রাতরন্তনয়ং গুরুং।
আক্ষারয়ংস্তদ্দাপ্যঃ পন্থানঞ্চাদদদ্গুরোঃ ॥ ২৭৫ ॥

যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, পুত্র, ও গুরুকে তুমি পাতকী প্রভৃতি বলিয়া গালি দেয় এবং গুরুর পথ অবরোধ করে, রাজা তাহার শত পণ দণ্ড করিবেন। পিতা, মাতা ও গুরুকে পাতকী বলিয়া গালি দিলে শত পণ দণ্ডের বিধান করা হইল, ভার্য্যা ভ্রাতা ও পুত্রকেও ঐরূপ গালি দিলে ঐ দণ্ডের বিধান করা হইল। এটী যুক্তি বিরুদ্ধ হইতেছে। এই অবসরে টীকাকার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গালির আধিক্য ও অল্পতা বিবেচনা করিয়া সমান দণ্ডের বিধান করা হইয়াছে, অর্থাৎ যদি মাতাকে অল্প গালি দেয় এবং সন্তানকে অধিক গালি দেয়, তাহা হইলে সমান দণ্ড হইবে।

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াভ্যাস্তু দণ্ডঃ কার্য্যোবিজানতা।
ব্রাহ্মণে সাহসঃ পূর্ব্বঃ ক্ষত্রিয়েত্বেব মধ্যমঃ ॥ ২৭৬ ॥

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে যদি পরস্পর পরস্পরকে পাতকী বলিয়া গালি দেয়, দণ্ডশাস্ত্রজ্ঞ রাজা নিম্নলিখিতরূপে তাহাদিগের দণ্ড করিবেন। ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়কে গালি দেয়, রাজা তাহার প্রথম সাহস এবং ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ ব্রাহ্মণকে গালি দেয়, তাহার মধ্যম সাহস দণ্ড করিবেন।

বিট্‌শূদ্রয়োরেবমেব স্বজাতিম্প্রতি তত্বতঃ।
ছেদবর্জ্জং প্রণয়নন্দণ্ডস্যেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২৭৭ ॥

বৈশ্য ও শূদ্রে যদি পরস্পর ঔরূপ পাতকী বলিয়া গালি দেয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের যেরূপ দণ্ড প্রণয়ন করা হইল ঐরূপ হইবে। অর্থাৎ বৈশ্য যদি শূদ্রকে গালি দেয়, তাহার প্রথম সাহস, আর শূদ্র যদি বৈশ্যকে গালি দেয় তাহার মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে। জিহ্বা ছেদন প্রভৃতি দণ্ড হইবে না।

এষ দণ্ডবিধিঃ প্রোক্তো বাক্‌পারুষ্যস্য তত্বতঃ।
অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি দণ্ডপারুষ্যনির্ণয়ং ॥ ২৭৮ ॥

বাক্‌পারুষ্যের অর্থাৎ গালাগালির দণ্ডের কথা বলা হইল, অতঃ পর প্রহারাদি দণ্ডের কথা বলা হইতেছে।

যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যন্তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনং ॥ ২৭৯ ॥

ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে বিবাদ হইলে হস্তপদাদি অঙ্গের দ্বারা শূদ্র যদি ব্রাহ্ম-

ণকে প্রহার করে, তাহা হইলে যে অঙ্গ দ্বারা প্রহার করিবে, প্রহারকর্ত্তার সেই অঙ্গ কাটিয়া দেওয়া হইবে, মনু এই কথা বলেন। কারণ, শূদ্র অন্ত্যজ অর্থাৎ ব্রহ্মার নিকৃষ্ট অঙ্গ পদ হইতে শূদ্রের জন্ম।

পাণিমুদ্যম্য দণ্ডং বা পাণিচ্ছেদনমর্হতি।
পাদেন প্রহরন্ কোপাৎ পাদচ্ছেদনমর্হতি ॥ ২৮০ ॥

শূদ্র যদি কোপপ্রযুক্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে হস্ত অথবা দণ্ড উত্তোলন করে, তাহা হইলে তাহার হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইবে এবং পদদ্বারা যদি প্রহার করে, তাহা হইলে তাহার পা কাটিয়া দেওয়া হইবে।

সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কোনির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ ॥ ২৮১ ॥

শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার কটিদেশে তপ্ত লৌহের চিহ্ন করিয়া দিয়া তাহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হইবে। অথবা তাহার মৃত্যু না হয়, এরূপ করিয়া কটি কাটিয়া দিবে।

অবনিষ্ঠীবতোদর্পাদ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েন্নৃপঃ।
অবমূত্রয়তোমেঢ্রমবশর্দ্ধয়তোগুদং ॥ ২৮২ ॥

শূদ্র গর্ব্বিত হইয়া ব্রাহ্মণের অবমান করিবে বলিয়া যদি গাত্রে শ্লেষ্মা দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহার দুই ওষ্ঠ কাটিয়া দিবেন। যদি প্রস্রাব করিয়া দেয় কিম্বা বাতকর্ম্ম করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার প্রস্রাব এবং মলদ্বার ছেদন করিয়া দিবেন।

কেশেষু গৃহ্নতোহস্তৌ ছেদয়েদবিচারয়ন্।
পাদয়োর্দাঢ়িকায়াঞ্চ গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ ॥ ২৮৩ ॥

শূদ্র যদি অহঙ্কারপূর্ব্বক ব্রাহ্মণের কেশ গ্রহণ করে কিম্বা হিংসা-বুদ্ধিতে চরণদ্বয়, শ্মশ্রু, গ্রীবা ও বৃষণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে রাজা বিচার না করিয়া তাহার হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া দিবেন। বিচার না করিয়া এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই, কেশগ্রহণে ব্রাহ্মণের কষ্ট হইয়াছে কি না, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই, কেশ গ্রহণ করিলেই দণ্ড হইবে।

ত্বগ্ভেদকঃ শতন্দণ্ড্যোলোহিতস্য চ দর্শকঃ।
মাংসভেত্তা তু ষন্নিষ্কান্ প্রবাস্যস্ত্বস্থিভেদকঃ ॥ ২৮৪ ॥

যদি সমান জাতিতে সমানজাতির চর্ম্ম ছেদন করে, অথবা শরীর হইতে

রক্ত বাহির করিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহার এক শত পণ দণ্ড হইবে। আর যদি মাংস ভেদ করে, ছয় নিষ্ক দণ্ড হইবে, কিন্তু অস্থি ভেদ করিলে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে।

বনস্পতীনাং সর্ব্বেষামুপভোগোযথাযথা।
তথা তথা দমঃ কার্য্যোহিংসায়ামিতি ধারণা ॥ ১৮৫ ॥

বৃক্ষাদি উদ্ভিদ সকলের যে পরিমাণে উপভোগ হয়, সেই পরিমাণে তাহার হিংসা করিলে পরিমাণ বিবেচনা করিয়া ছেদনকর্ত্তার উত্তম সাহসাদি দণ্ড হইবে। এ স্থলে বিষ্ণু বলেন, যে বৃক্ষের ফলের উপভোগ হয়, তাদৃশ বৃক্ষ ছেদন করিলে উত্তম সাহস,যে বৃক্ষের পুষ্পোপভোগ হয়,তাদৃশ বৃক্ষ ছেদনে মধ্যম সাহস, শাখালতাদির ছেদনে এক শত কার্ষাপণ এবং তৃণচ্ছেদে এক কার্ষাপণ দণ্ড হইবে।

মনুষ্যাণাং পশূনাঞ্চ দুঃখায় প্রহৃতে সতি।
যথা যথা মহৎ দুঃখং দণ্ডং কুর্য্যাৎ তথা তথা ॥ ১৮৬ ॥

মনুষ্য ও পশুকে কষ্ট দিবার মানসে প্রহার করিলে পর যাহার যে পরিমাণে মহৎ দুঃখ হইবে, সেই পরিমাণ বিবেচনা করিয়া প্রহারকর্ত্তার দণ্ড-বিধান করা হইবে। পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ দণ্ডের কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে পুনরায় এরূপ দণ্ডবিধান করিবার কারণ এই, যদি মর্ম্মস্থানাদিতে গুরুতর প্রহারাদি করে, তাহা হইলে গুরুতর দণ্ড হইবে।

অঙ্গাবপীড়নায়াঞ্চ ব্রণশোণিতয়োস্তথা।
সমুত্থানব্যয়ং দাপ্যঃ সর্ব্বদণ্ডমথাপি বা ॥ ২৮৭ ॥

করচরণাদি অঙ্গের এবং ব্রণ ও রক্তের পীড়া উৎপাদন করিলে যত দিনে ঐ সকল অঙ্গাদি সুস্থ হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তত দিন প্রহারকর্ত্তাকে ঔষধ পথ্যাদির ব্যয় দান করিতে হইবে। যদি প্রহারকর্ত্তা ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্যয়-দান না করে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে সেই ব্যয় ও দণ্ড দেওয়াইবেন।

দ্রব্যাণি হিংস্যাৎ যো যস্য জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোপি বা।
স তস্যোৎপাদয়েৎ তুষ্টিং রাজ্ঞোদদ্যাচ্চ তৎসমং ॥ ২৮৮ ॥

যদি কোন ব্যক্তি সজ্ঞানে হউক আর অজ্ঞানে হউক অপর ব্যক্তির কোন দ্রব্য বিনষ্ট করে, তাহা হইলে তাহাকে বিনষ্ট দ্রব্যের তুল্য দ্রব্য দিয়া বিনষ্টদ্রব্যস্বামীর সন্তোষসাধন করিতে হইবে এবং রাজাকে তৎসমান দ্রব্য দণ্ডস্বরূপ দিতে হইবে।

চর্ম্মচার্ম্মিকভাণ্ডেষু কাষ্ঠলোষ্টময়েষু চ।
মূল্যাৎ পঞ্চগুণোদণ্ডঃ পুষ্পমূলফলেষু চ ॥ ২৮৯ ॥

যদি কোন ব্যক্তি অপরের চর্ম্মবরত্রা; চর্ম্ম, কাষ্ঠ ও মৃত্তিকানির্ম্মিত ভাণ্ড এবং পুষ্প ফল মূল বিনষ্ট করে, তাহা হইলে রাজাকে সেই বিনষ্ট দ্রব্যের পঞ্চগুণ মূল্য দণ্ড দিতে হইবে। আর যাহার দ্রব্য নাশ করা হইবে, তৎসদৃশ দ্রব্য দিয়া তাহাকে তুষ্ট করিতে হইবে।

যানস্য চৈব যাতুশ্চ যানস্বামিনএব চ।
দশাতিবর্ত্তনান্যাহুঃ শেষে দণ্ডোবিধীয়তে ॥ ২৯০ ॥

মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বলেন, নিম্নলিখিত ছিন্ননাস্যাদি দশটী কারণ ঘটিয়া মনুষ্য বা পশু প্রভৃতির মৃত্যু হইলে অথবা দ্রব্য বিনষ্ট হইলে শকটাদি সারথি ও যানস্বামীর দণ্ড হয় না।

ছিন্ননাস্যে ভগ্নযুগে তির্য্যক্ প্রতিমুখাগতে।
অক্ষভঙ্গে চ যানস্য চক্রভঙ্গে তথৈব চ ॥ ২৯১ ॥
ছেদনে চৈব যন্ত্রাণাং যোক্ত্ররশ্মোস্তথৈব চ।
আক্রন্দে চাপ্যপৈহীতি ন দণ্ডং মনুরব্রবীৎ ॥ ২৯২ ॥

শকটাদিবাহী বলদাদির নাসারজ্জু ছিন্ন হইলে কিম্বা শকটাদির যুগকাষ্ঠ ভগ্ন হইলে কিম্বা ভূমির বন্ধুরতাদি দোষে শকটাদির বক্রগতি হইলে অথবা চক্রের মধ্যগত কাষ্ঠখণ্ড ভগ্ন হইলে কিম্বা চাকা ভগ্ন হইলে, অথবা চর্ম্মবন্ধন যোক্ত্র ও পশুর গ্রীবাস্থ রজ্জু ছিন্ন হইলে যদি সারথি দূর হইতে এ কথা বলিতে থাকে তোমরা সরিয়া যাও ও দ্রব্য সামগ্রী সরাইয়া লও তাহার পর যদি কোন প্রাণীর মৃত্যু বা দ্রব্যাদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে দণ্ড হইবে না, মনু এই কথা কহিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণধর্ম্ম উহার কোন্‌টী পূর্ব্ববর্ত্তী।

আরনভিল সাহেব আসিয়াটিক সোসাইটী সমাজে সিংহলের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি বৃত্তান্ত যে লিখিয়া পাঠান, তাহাতে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মকে ব্রাহ্মণধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। এই সিদ্ধান্তটী আমাদিগের ধারণা ও চির সংস্কারের বিরুদ্ধ ও বিপরীত বলিয়া বোধ হওয়াতে হৃদয়ে কিঞ্চিৎ বিস্ময়রসের আবির্ভাব হইল। এই কারণে আজ আমাদের এ বিষয়ের প্রসঙ্গেপ্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। আমাদের

ধারণা ও সংস্কার কি; এবং জরনন্তিদের স্বমত-পোষিণী যুক্তিই বা কি, অগ্রে তাহা পাঠকগণের গোচর করা আবশ্যক হইতেছে; পশ্চাৎ অন্য অন্য বিষয়ের প্রসঙ্গ করা হইবে।

আমাদের ধারণা এই, বেদ ব্রাহ্মণদিগের সমুদায় ধর্ম্মের মূল। এই ভিত্তি অবলম্বন করিয়া স্মৃতি পুরাণাদি বিরচিত হইয়াছে। ক্রিয়াকাণ্ডই ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধ বিগ্রহাদি ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া যখন নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্মের আলোচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হন, সেই সময়ে তাঁহারা অগ্নি বরুণ সূর্য্য চন্দ্রমঃ প্রভৃতি দেবগণের উদ্দেশে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন। সূর্য্য চন্দ্র সাগর জলধর প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থ সকলের গতি ও ক্রিয়া প্রভৃতি অতি বিচিত্র। প্রথম প্রথম যাঁহারা ঐগুলি দর্শন করেন, তাঁহাদিগের মনে ঐ গতিক্রিয়াদিকে অলৌকিক কাণ্ড বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। যদি ওগুলি অলৌকিক কাণ্ড হইল; তবে ঐ সকলের কর্ত্তা কেহ কেহ অদৃশ্য ভাবে আছেন সন্দেহ নাই, তাঁহাদিগের এই ধারণা হয়। সমুদয়ের কর্ত্তা যে একজন আছেন, তিনি নিরাকার নির্ব্বিকার চিন্ময়, নৈসর্গিক পদার্থ সকলের প্রথম দর্শনকারির মনে তাহার উদয় হয় না। তাহার মনে এই ভাবেরই উদয় হয়, ক্রিয়াগতিশীল পদার্থগুলির এক একজন অধিষ্ঠাতা আছেন। তাঁহারাই ঐ সকল গতি ও ক্রিয়াদি সম্পাদন করিতেছেন। এই ধারণা হইতেই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কল্পনা হয় এবং চন্দ্র সূর্য্যাদি প্রত্যেক পদার্থের এক একটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। তাঁহারাই উপাসিত হইয়া থাকেন।

এখনও সেই চন্দ্র সূর্য্যাদি পূজিত হইতেছেন; কিন্তু তাঁহারা ফল পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে এরূপ পূজাবিধি ছিল না। যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা আরাধিত হইতেন। প্রথম প্রথম যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইবার কারণ এই, জন্যাদিব্যাপার হইতে বিরত ব্রাহ্মণাদি তখনও বিলক্ষণ সবল উদ্যমশীল কার্য্যদক্ষ ছিলেন। তাঁহারা দেবারাধনা করিয়া শান্তিসুখভোগে আসক্ত হইয়াছিলেন বটে; কিন্তু তখনও কার্য্যের অনুষ্ঠানবিষয়ে উৎসাহ ও ক্ষিপ্রকারিতা তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করে নাই। অতএব যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির চালনা আছে ও যাহার আয়োজনে অধিকতর পরিশ্রম আছে, তাঁহারা তাদৃশ দেবা-রাধনা বিধির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। সে বিধি যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ও

বেদজপাঠ। তাহাতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিলক্ষণ চালনা ও পরিশ্রম ছিল। তাহার পর আর্য্য সন্তানেরা যখন অলস, শ্রমকাতর ও সৌখীন হইতে লাগিলেন, তখন অন্যাদৃশ দেবারাধনা বিধির সৃষ্টি হইতে লাগিল, উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত যোগে শ্রমসাধ্য বেদপাঠ অন্তর্হিত হইল। আলস্য ও সৌখীনতাই পুরাণ সৃষ্টির প্রধান কারণ। পুরাণোক্ত পূজাবিধিতে আলস্য ও সৌখীনতা উভয় সুখ-অনুভবেরই সুবিধা আছে। সুরভি সুশোভন পুষ্পরাশি ও চন্দন পরি-বেষ্টিত হইয়া এবং ধূপদীপাদির উজ্জ্বল গন্ধে পূজা স্থানকে আমোদিত করিয়া ধীরভাবে দুর্গাপদে গন্ধ পুষ্প নিক্ষেপে কি অলস ও সৌখীনতা উভয় সুখের অনুভব হয় না?

বাল্য অবস্থার সহিত সমাজের প্রাথমিক অবস্থার বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। শৈশবকালে বালকদিগের যেমন শারীরিক উন্নতি ভিন্ন মানসিক উন্নতি থাকে না, তেমনি সমাজের প্রাথমিক অবস্থার লোকে শারীরিক উন্নতি লইয়াই ব্যস্ত থাকে; মানসিক উন্নতির বিষয়ে তাহাদিগের তাদৃশ চেষ্টা জন্মে না। বালকেরা যেমন খেলা ধূলা করিয়া কালযাপন করে, সমাজের প্রথম অবস্থার লোকেরাও তেমনি ক্রিয়াকাণ্ড লইয়া কালযাপন করে। বাল-কেরা যেমন গাঢ় চিন্তা করিয়া কোন কঠিন ও জটিল বিষয়ের উচ্ছেদে সমর্থ হয় না, সমাজের প্রথম অবস্থার লোকেরাও তেমনি গাঢ় চিন্তা ও জটিল বিষয়ের উচ্ছেদসামর্থ্য থাকে না। চিত্তের গাঢ়চিন্তনশীলতা না জন্মিলে জগতের প্রকৃত কারণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মে না এবং বিশ্বের যে এক অনির্ব্বচনীয় অদ্বিতীয় কারণ আছেন, তাহার অবধারণেও সামর্থ্য জন্মে না। এখনও সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল অসভ্য জাতি আছে, তাহাদিগের ব্যব-হারেও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা নানা প্রকার দ্রব্যসামগ্রী লইয়া দেব পূজা করে এবং দেবনিবেদিত সুরা ছাগাদি পান ও ভোজন করিয়া আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর পদার্থ কি, তাহা তাহারা বলিতে পারে না। তাহা তাহাদিগের জানিবার এখনও অধিকার জন্মে নাই। দেবারা-ধনানিরত ব্রতোপবাসকারিণী অশিক্ষিত হিন্দুরমণীগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তাঁহারাও বলিতে পারিবেন না, ঈশ্বর পদার্থ কি? তাঁহার স্বরূপ কি? তাঁহার কার্য্য বা কি? পরে সদ্গতি লাভ হইবে এই কথা পুরোহিতের মুখে শুনিয়াছেন, তাই তাঁহারা ব্রতোপবাসাদি করিয়া থাকেন, কিন্তু সে সদ্গতির আকার কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারেন না। তাঁহারা যে বলিতে

পারেন না, তাহার কারণ এই, তাঁহাদিগের মন শিক্ষিত নয়। তাঁহাদিগের চিত্তের সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিণী শক্তি নাই। সমাজের প্রথম অবস্থায় লোকের মনও এইরূপ অশিক্ষিত ছিল। তাঁহাদিগের গাঢ় চিন্তা ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাঁহারা ঈশ্বরের স্বরূপ-নিরূপণ-সুখ অনুভব না করিয়া কেবল ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানজনিত সুখেই পরিতৃপ্ত ছিলেন।

অগ্রে ক্রিয়াকলাপে তাহার পর জ্ঞানকাণ্ডে অধিকার জন্মে, এ কথা যুক্তিই যে কেবল বলিয়া দিতেছে, তাহা নয়, আমাদের শাস্ত্রকারেরাও সে কথা স্পষ্টাক্ষরে কহিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, অগ্রে কর্ম্মকাণ্ড, তাহার পর জ্ঞানকাণ্ড। বৈদান্তিকেরা ব্রাহ্মণের যে অধিকারনিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহারা কহিয়াছেন, অগ্রে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া চিত্তশুদ্ধি না জন্মিলে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে না।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কহিয়াছিলেন,—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।"

অর্জ্জুন জ্ঞানরূপ অগ্নি সমুদায় কর্ম্মকে ভস্মসাৎ করে।"

ইত্যাদি বচন প্রামাণ্যেও জানা যাইতেছে, কর্ম্মকাণ্ড জ্ঞানকাণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী। এখন ব্রাহ্মণধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম, এ উভয়ের কোন্‌টী পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার অবসর ও সুযোগ উপস্থিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম পদার্থটী কি অগ্রে তাহার নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধের প্রণীত ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম। বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানবান্। যিনি পদার্থের স্বরূপ বুঝিয়াছিলেন। বুদ্ধ এটী প্রকৃত নাম নয়; উপাধি। যাঁহার পদার্থের স্বরূপ জ্ঞান জন্মে, যিনি বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, তিনি বুদ্ধ এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। যিনি বুদ্ধ উপাধি গ্রহণ করেন, তিনি স্বভাবতঃ দয়ালু লোক। ব্রাহ্মণদিগের যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে পশুহিংসা দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণে দয়ার উদয় হয়। তাঁহার মনে এ ধারণাও জন্মে, পশুহিংসা করিয়া কোন অপূর্ব্ব উপাদেয় ফললাভের সম্ভাবনা নাই। বুদ্ধ এতদূর চিন্তাশীল হইয়াছিলেন যে সৃষ্টিগত বিষমশিষ্ট ব্যাপার দেখিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্বেও তাঁহার প্রত্যয় ছিল না। তিনি দয়া ঔদার্য্য ও ন্যায়পরতা প্রচার করিতে লাগিলেন। ভারতে একটী মহান্ ধর্ম্মাপ্লব উপস্থিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমে নানা দেশব্যাপী হইয়া উঠিল। মানুষের মন নূতনপ্রিয়। একে নূতনবিধ ধর্ম্ম, তাহাতে আবার অনেক সুবিধা আছে। ব্রাহ্মণধর্ম্মে যেমন সিদ্ধান্ত পরাধীন হইয়া চলিতে হয়, এ

ধর্ম্মে সেরূপ পরাধীন হইতে হয় না। এ ধর্ম্মে অনেকটা স্বাধীনতা আছে। সুতরাং অসংখ্য লোক ব্যগ্রতা সহকারে এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। প্রথম অনুরাগস্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া যখন বেগ মন্দীভূত হইয়া আইল, তখন ব্রাহ্মণেরা মস্তক উত্তোলন করিলেন। তাঁহারা বিপদসাগরে নিমগ্ন আপনাদিগের ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের একটী প্রধান ও মহৎ দোষ এই, তাঁহারা ঈশ্বর মানেন না। ভারতবাসির ধর্ম্মানুরাগী মনে এটী নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহারা পুনরায় পূর্ব্বধর্ম্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। পুনরায় পূর্ব্বধর্ম্মের প্রভা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

যেরূপ বিচার করা হইল, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী। বৈদিক ধর্ম্মই ব্রাহ্মণদিগের মূল ধর্ম্ম। বেদোদিত ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনার্থ বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি হয় এবং ঐ বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনার্থ অধিকাংশ সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। দর্শনশাস্ত্রকারেরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অসারতা প্রতিপাদন করিয়া ঈশ্বর সংস্থাপন ও ব্রাহ্মণধর্ম্মের পুনরুদ্দীপন করেন। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্বাপরবর্ত্তিতা সম্বন্ধে এই আমাদিগের ধারণা ও সংস্কার, কিন্তু সিংহলের ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারাদি সংক্রান্ত প্রবন্ধ-লেখক জয়ন্‌ভিল ইহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী। তাঁহার প্রদর্শিত প্রথম যুক্তি এই:—

"বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ভারতের সর্ব্ব অংশে বিস্তৃত হয়, তখন উহার আকার মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত ছিল না। বৌদ্ধদিগের প্রধান মত এই, পৃথিবীর সৃষ্টি কর্ত্তা নাই, এবং জীবাত্মা অনিত্য। সমাজের প্রাথমিক অবস্থাতেই মানুষের মনে এই ভাবের উদয় হয়। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণধর্ম্মের মত এই, সৃষ্টির একজন কর্ত্তা আছেন এবং জীবাত্মা নিত্য। যেখানে শেষোক্ত মত বদ্ধমূল ও প্রবল থাকে, সেখানে প্রথমোক্ত মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না।" ইত্যাদি।

এতদ্দ্বারা এই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু যদি অনুধাবন করিয়া দেখা যায়, উল্লিখিত যুক্তি প্রবন্ধ-লেখকের মত সমর্থনে সমর্থ হয় না। প্রকৃতি নিত্য, সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর নাই, সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় মানুষের মনে এ ভাবের উদয় হওয়া সম্ভাবিত নয়। ঈশ্বর নাই যাহারা এ সিদ্ধান্ত করে, তাহারা ত নাস্তিক। সমাজের প্রথমকার লোকদিগের মনে নাস্তিকতার প্রাদুর্ভাব হয় না। মানুষের

মনে স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া মানুষ ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু তখন ধর্ম্মের স্বরূপ তাহাদিগের স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় না। এই নিমিত্ত তাহারা নৈসর্গিক পদার্থেরই আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। তখন ঈশ্বরের ভাববোধে তাহাদিগের সামর্থ্য জন্মে না। অতএব ঈশ্বর আছেন কি না এ সিদ্ধান্ত করা তাহাদিগের স্বপ্নের অগোচর। সমাজের অবস্থা যত উন্নত হইতে থাকে, বিদ্যা বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তির যত প্রাখর্য্য হয়; তত নাস্তিকতার বৃদ্ধি হইতে থাকে। এটী কেবল আমাদের প্রত্যক্ষ নয়, প্রাচীনকালের ইতিহাসও ইহা বলিয়া দিতেছে। ভারতে যত দেখিতেছি বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি হইতেছে, তত দেখিতেছি নাস্তিকতার বৃদ্ধি হইতেছে। এই হেতু দেখিয়া অনুমান হইতেছে, যে সময়ে পূর্ব্বে ভারতের সবিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, তৎকালে নাস্তিকতার প্রাচুর্ভাব হইয়াছিল। সেই সময়েই বোধ হয় বুদ্ধ ও চার্ব্বাক প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীন রোমেও যখন সভ্যতা উচ্চতর সোপানে অধিরূঢ় হয়, সেই সময়ে নাস্তিকতার বৃদ্ধি হইয়াছিল। আমাদিগের দেশের একখানি প্রধান দর্শন সাংখ্য। সেই সাংখ্যকার ঈশ্বর মানেন না। তিনি প্রকৃতিকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতএব যে ধর্ম্মে ঈশ্বর নাই এ কথা বলে, সে ধর্ম্ম যে, যে ধর্ম্মে ঈশ্বর আছেন এ কথা বলে, তদপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহার বিনিগমনা নাই। দর্শনগুলি যে কর্ম্মকাণ্ডময় ঋক-যজুঃ সামবেদ সৃষ্টির অনেক পরে, সে বিষয়ে সংশয় নাই।

বৌদ্ধেরা জীবাত্মাকে অনিত্য বলে। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী, এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অপসিদ্ধান্ত সন্দেহ নাই। ভারতে যে ষড়দর্শন প্রসিদ্ধ আছে, তাহার কেহ জীবাত্মাকে অনিত্য ও কেহ নিত্য বলিয়া থাকেন। যে দর্শনশাস্ত্র জীবাত্মাকে অনিত্য বলে, তাহা কি বৌদ্ধধর্ম্মের সমকালবর্ত্তী? তাহা যে বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী নয়, তাহা কি প্রকারে প্রমাণ হইবে? বৈদান্তিকেরা বলেন, জীবাত্মা অনিত্য। মায়াতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের নাম জীব। দর্পণে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, মায়াতে তেমনি চৈতন্যময় ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব পড়ে। দর্পণ অপসারিত হইলে যেমন, যে মুখ, সেই মুখ থাকে, তেমনি তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মায়া ধ্বংস হইলে জীব যে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর হইয়া যায়। অতএব যাহাকে জীব বলা যায়, সে কিছুই নয়। পক্ষান্তরে, নৈয়ায়িকেরা বলেন, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয় স্বতন্ত্র

পদার্থ ও উভয়ই নিত্য। অতএব যাঁহারা জীবাত্মাকে নিত্য এবং যাঁহারা অনিত্য বলেন, তাঁহাদিগের মত ধরিয়া ধর্ম্মের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা সাধ্যায়ত্ত নয়। ব্রাহ্মণেরা যে দশ অবতারের গণনা করেন, তাহাতে বুদ্ধকে নবম অবতার বলিয়া গণনা করিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বে রাম ও কৃষ্ণ অবতারের গণনা করা হইয়াছে। তদ্দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে বৌদ্ধ অবতার পরবর্ত্তী। ... (ক্রমশঃ)

মৃচ্ছকটিক।

অষ্টম অঙ্ক।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাজশ্যালক শকার বসন্তসেনার প্রতি একান্ত অনুরক্ত। কিন্তু বসন্তসেনার তাহার প্রতি এমনি ঘৃণা যে, তাহার নাম করিলে জ্বলিয়া উঠেন। কবির প্রধান বর্ণনীয় বিষয় যে আদালতের দোষ, মানুষের খলতা ও ভবিতব্যতা, সেই গুলি উদাহরণ দ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্ত সপ্তম অঙ্কে প্রবহণবিপর্য্যয় ঘটাইয়াছেন। যানবাহকের কার্য্যগতিতে ও ভ্রমে বসন্তসেনা চারুদত্তের শকটে আরোহণ না করিয়া শকারের শকটে আরোহণ করেন, এবং কারারুদ্ধ আর্য্যক কারা হইতে বহির্গত হইয়া চারুদত্তের শকটে আরোহণ করেন। চারুদত্ত আর্য্যককে অভয়দান ও তাঁহার নিগড় ভগ্ন করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। যখন চারুদত্ত উদ্যান হইতে গৃহে প্রতিগমন করেন, তখন তাঁহার বাম অঙ্গ স্পন্দিত ও হৃদয় অকারণ পরিত্রস্ত হয় এবং সম্মুখে বিবসনপ্রায় এক বৌদ্ধ ভিক্ষুককে দেখিয়া অমঙ্গল দর্শনে অনিষ্ট শঙ্কায় উদ্বেজিত হন। বসন্তসেনার তাঁহার নিকটে আসিবার কথা ছিল। তিনি আসিলেন না, তাঁহার কোনপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইয়াছে এই ভাবিতে ভাবিতে তিনি প্রস্থান করিলেন। উক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু শকারের উদ্যানে চীবর ধৌত করিবার অভিপ্রায়ে প্রবিষ্ট হইলেন। বসন্তসেনা উক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুককে বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বনের পূর্ব্ব অবস্থায় দ্যূতকারদিগের ঋণপরিশোধ করিয়া বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। সেই ভিক্ষু হইতে বসন্তসেনার প্রাণ রক্ষা হইয়া তাঁহার কৃত উপকারের পরিশোধ হইবে বলিয়া কবি ঐ ভিক্ষুককে শকারের উদ্যানে আনয়ন করিলেন।

ভারতে যত প্রকার ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে, সে সমুদায়েরই তত্ত্বজ্ঞান ও

তত্ত্বচিন্তন প্রধান উদ্দেশ্য। এই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিপাদক বচন বা গানাদি দ্বারা প্রত্যেক ধর্ম্মসংস্থাপকই লোককে মুগ্ধ করিয়া স্বধর্ম্মে আনয়ন করিয়াছেন। বৈদিক ধর্ম্মই কি, পৌরাণিক ধর্ম্মই কি, সকল ধর্ম্মেই তত্ত্ববোধক বাক্য ভূরি পরিমাণে লক্ষিত হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু রঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশ করিয়া যে বাক্যগুলি কহিলেন, তাহা পাঠ করিলে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, বৌদ্ধধর্ম্ম তত্ত্বকথায় কেমন পরিপূরিত ও সুশোভিত ছিল। ভিক্ষু কহিতেছেনঃ—

"অজ্ঞ লোকসকল ধর্ম্ম সঞ্চয় কর। ধ্যানরূপ পটহ দ্বারা জাগরিত হও। ইন্দ্রিয়রূপ চোরেরা বড় বিষম, তাহারা চির সঞ্চিত ধর্ম্ম হরণ করিয়া লয়। অপর, যে ব্যক্তি পাঁচ ইন্দ্রিয়কে মারিয়া এবং অবিদ্যার বধসাধন করিয়া গাত্র রক্ষা করিয়াছে এবং অহঙ্কারের বধ করিয়াছে, সে স্বর্গে প্রবেশ করে।" যে ব্যক্তি মস্তক মুণ্ডন করিয়াছে, তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে। "তুমি মস্তক মুণ্ডন করিয়াছ চিত্তের মুণ্ডন কর নাই তবে তোমার কি মুণ্ডন করা হইয়াছে? যে ব্যক্তি চিত্তের মুণ্ডন করে, সেই ব্যক্তিই সাধু ও শুদ্ধাশয়, তাহারই যথার্থ শিরোমুণ্ডন করা হয়।"

এ স্থলে ভিক্ষুমুখ নির্গত তিনটী কবিতার আমরা বাঙ্গালা অর্থ করিয়া দিলাম। পাঠক! ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখুন, কেমন চমৎকার তত্ত্ব কথা আছে! এখন সচরাচর বাউলে প্রভৃতির গান বা হরিসঙ্কীর্ত্তনাদি যে কিছু শুনিতে পাওয়া যায়, সেগুলিও তত্ত্বকথায় পরিপূরিত। এই সকল বিষয় দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, ভারতবাসীরা সাংসারিক সুখে উদাসীন হইয়া কেবল তত্ত্বকথা লইয়া কালযাপন করিয়াছিলেন। এই কারণে ভারতে সাংসারিক বিষয়ের যথোচিত উন্নতি হয় নাই। লোকের সংস্কার এই, বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিকের ধর্ম্ম, বাস্তবিক বৌদ্ধেরা ঈশ্বর মানেন না। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মে তত্ত্বকথার অপ্রতুল নাই।

ভিক্ষুক কহিলেন, আমি রাজশ্যালকের উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীতে কষায় চীবর প্রক্ষালন করিয়া শীঘ্র শীঘ্র বহির্গত হইব। এতদ্দ্বারা আমরা দুটী বিষয় জানিতে পারিতেছি। এক বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরাও অন্য অন্য পরিব্রাজকদিগের ন্যায় চীবরধারী হইত। দ্বিতীয়, উজ্জয়িনীর ভূমি উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ন্যায় নীরস ও শুষ্ক নহে, তথায় বঙ্গদেশের ন্যায় সচরাচর বাগান ও পুষ্করিণী প্রভৃতি হইয়া থাকে।

এ স্থলে ভিক্ষুকের, শকার ও বিটের সহিত যে কথোপকথন হয়; তাহাতে

শকারের স্বভাবটী অতি সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। শকার যে ধাতুর লোক, তাহা অবিদিত থাকে না। ভিক্ষু পুষ্করিণীতে যাইতেছে শকার নেপথ্য মধ্য হইতে কহিল, থাক ওরে দুষ্ট শ্রমণক থাক। ভিক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া কহিতেছেন, এই রাজশ্যালক শকার আসিয়া উপস্থিত। একজন ভিক্ষু যদি অপরাধ করে, এ ব্যক্তি যেখানে যেখানে ভিক্ষু দেখিতে পায়, তাহাদের সকলকে ন্যাসাবিদ্ধ গরুর ন্যায় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। এ স্থলে আমার কেহই রক্ষাকর্ত্তা নাই, আমি কাহার শরণাগত হইব, অথবা বুদ্ধই আমার রক্ষাকর্ত্তা হইবেন।

অনন্তর শকার বিটের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইল। শকার কহিল থাক রে দুষ্ট শ্রমণক থাক। পানগোষ্ঠীর মধ্যে আনীত রাঙ্গা মূলার ন্যায় আমি তোর ঘাড় মড় মড় করিয়া চিবাইয়া খাইব। মূলা যে মদ খাইবার একটী চাটনি, এ দেশে ইহা চির প্রসিদ্ধ। মূলা উজ্জয়িনীতে যে সচরাচর জন্মিয়া থাকে, তাহাও জানা যাইতেছে।

শকার ঐ কথা কহিয়া ভিক্ষুকে প্রহার করিতে লাগিল। শকার যে কেমন সভ্য লোক ও কেমন শান্ত শিষ্ট, তাহা এই ব্যবহারে অবিদিত থাকিতেছে না। ভিক্ষুকের অপরাধ কি, না, সে বাগানের মধ্যে পুষ্করিণীতে চীবর ধৌত করিতে যাইতেছিল। এই অপরাধে প্রহার কি সভ্য ও শিষ্ট লোকের কার্য্য? চীবর প্রক্ষালন করাতে পুষ্করিণীর জল ময়লা হইবে যদি তাহার এই আশঙ্কা ছিল, বারণ করিলেই হইত, সে অপরাধে প্রহার করা সভ্য ও শিষ্ট লোকের কর্ত্তব্য নয়।

বিট শকারকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, এ ব্যক্তি বৈরাগ্যবশতঃ কষায় চীবর ধারণ করিয়াছে। অতএব ইহাকে প্রহার করা উচিত নয়। ইহাকে ছাড়িয়া দাও। তুমি এই সুখোপগম্য উদ্যান দর্শন কর। উদ্যানটী কেমন দেখ;—

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা এই বনতরুসকল পুষ্পাদিদ্বারা কেমন ইহার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। এটী দুরাত্মার হৃদয়ের ন্যায় প্রকাশিত স্থান এবং যে নূতন রাজ্যের সমুদায় ভোগ্য পদার্থের জয় হয় নাই, তাহার ন্যায় অরক্ষিত।

ভিক্ষুক কহিলেন, উপাসক! তোমার মঙ্গল হউক, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

শকার। দেখ মহাশয় আমাকে গালি দিতেছে।

বিট। কি বলিয়া গালি দিতেছে?

আমাকে উপাসক বলিতেছে। আমি কি নাপিত?

উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের নাপিতেরা কেবল যে ক্ষৌরকর্ম্ম করে, তাহা নয়; তাহারা যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে, তাহার পরিচর্য্যাও করিয়া থাকে। গা টিপিয়া দেয় এবং অন্য অন্য কাজ কর্ম্মও করিয়া দেয়। উজ্জয়িনীতেও এই ব্যবহার ছিল।

বিট। বুদ্ধোপাসক বলিয়া তোমার স্তব করিতেছে।

এ স্থলে এই একটী বিষয় জানিতে পারা যাইতেছে, লোকে বৌদ্ধদিগকে নাস্তিক বলে, হিন্দুরা তাহাদিগের সংস্রবে যান না। কাশীর উত্তরে জৈনদিগের একটী আড্ডা আছে, আমরা এক দিন তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম, কোন হিন্দু তাহাতে প্রবেশ করিল না। কিন্তু বিটের কথায় বোধ হইতেছে, যখন বৌদ্ধধর্ম্মের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করা নিন্দার বিষয় ছিল না।

শকার। কি নিমিত্ত এ ব্যক্তি এখানে আসিয়াছে?

ভিক্ষু। চীবর প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত।

শকার। অরে দুষ্ট শ্রমণক! আমার ভগিনীপতি সমুদায় উদ্যানের শ্রেষ্ঠ বলিয়া এই পুষ্পকরণ্ডকনামক উদ্যান আমাকে দান করিয়াছেন। এখানে শৃগাল ও কুকুরেরাই পানীয় পান করে। আমি যে এত বড় প্রবল লোক, আমি ইহাতে স্নান করি না। আর তুমি এই কুলিত্থ-যূষ-সদৃশ দুর্গন্ধ চীবর প্রক্ষালন করিবে? তোমাকে এক প্রহারে আমি নিকাশ করিব।

বিট। দেখ শকার! আমি অনুধান করিতেছি, অল্প দিন হইল, এ ব্যক্তি প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছে।

শকার। কিরূপে আপনি জানিতে পারিলেন?

বিট। আর কি জানিতে হয়, দেখ:—

অল্প দিন হইল এ ব্যক্তি মস্তক মুণ্ডন করিয়াছে, এখনও ইহার ললাটের আভা গৌরবর্ণ আছে; চীবর ধারণ করিয়া করিয়া আজও ইহার স্কন্ধে চিহ্ন হয় নাই; কষায় বস্ত্র পরিধান করা এখনও অভ্যাস হয় নাই, বস্ত্র ঝুলিয়া স্কন্ধ হইতে খুলিয়া পড়িতেছে, কাঁধে কাপড় রহিতেছে না।

ভিক্ষু। উপাসক! অল্প দিন হইল, আমি প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণ করিয়াছি।

শকার। কেন তুমি জন্মমাত্র পরিব্রাজক হও নাই? এই কথা কহিয়া প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

ভিক্ষু। বুদ্ধকে নমস্কার।

বিট। কেন এ গরীবকে মারিতেছ,ছাড়িয়া দাও,এ ব্যক্তি চলিয়া যাউক।

শকার। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুক, আমি পরামর্শ করি।

বিট। কাহার সহিত পরামর্শ করিবে?

শকার। হৃদয়ের সহিত।

বিট। তবেই ত এ গেল।

শকার। পুত্র হৃদয়! মাননীয় হৃদয়! এই শ্রমণক যাইবে না থাকিবে? স্বয়ং ইহার গিয়াও কাজ নাই, থাকিয়াও কাজ নাই। দেখ মহাশয়! আমি হৃদয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছি। আমার হৃদয় বলিতেছে, এ ব্যক্তির গিয়া কাজ নাই, উচ্ছ্বাসও না করুক, নিশ্বাসও না ফেলুক, ঝটিতি এখানে পড়িয়া মরিয়া যাউক।

ভিক্ষু। বুদ্ধকে নমস্কার, আমি শরণাগত।

বিট। ইহাকে যাইতে দাও।

শকার। একটী নিয়ম করিতে হইবে।

বিট। কি নিয়ম?

শকার। যাহাতে জল ঘোলা না হয়, এরূপ করিয়া কাদা ফেলুক, অথবা জল রাশীকৃত করিয়া কর্দ্দম নিক্ষেপ করুক।

বিট। কি মূর্খতা।

এই সকল মূর্খ হইতে পৃথিবী ভারাক্রান্ত হইয়াছে। ইহাদিগের মন ও কার্য্য বিপরীত; শরীর প্রস্তর খণ্ড তুল্য দয়াশূন্য, কেবল মাংসপিণ্ড সার।

ভিক্ষু। চীৎকার করিতে লাগিল।

শকার। কি বলে।

বিট। তোমাকে স্তব করিতেছে।

শকার। শোন শোন পুনরায় শোন।

ভিক্ষু এই অবসরে সরিয়া গেল।

বিট। শকারকে কহিলেন, উদ্যানের শোভা দর্শন কর।

ফল পুষ্পশোভিত এই সকল বৃক্ষ লতাবেষ্টিত হইয়া রাজাজ্ঞায় রক্ষিজন-রক্ষিত সস্ত্রীকপুরুষের ন্যায় সুখ অনুভব করিতেছে।

রাজাজ্ঞায় রক্ষিজনরক্ষিত সস্ত্রীকপুরুষের ন্যায় এ কথা বলাতে এই বুঝা যাইতেছে, বিশেষ বিশেষ স্থলে রাজাজ্ঞা হইলে প্রহরিরা সতর্কতাসহকারে প্রহরিকর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করিত, অন্যথা সাধারণ্যে পুলিষের উৎকর্ষ ছিল না।

বিটের মুখে কবিতা শুনিয়া শকারেরও কবিতা বলিবার ইচ্ছাটী বলবতী হইয়া উঠিল। শকার নিম্নলিখিত ভাবের শ্লোকটী প্রাকৃত ভাষায় পাঠ করিল। যথাঃ—

এখানকার ভূমি নানাপ্রকার পুষ্পের দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে। বৃক্ষসকল কুসুমভারে অবনত হইয়াছে, বৃক্ষের অগ্রভাগে বানরসকল পনসফলের ন্যায় লম্বমান হইতেছে।

অতঃপর উভয়ে শিলাতলে উপবেশন করিল।

শকার। মহাশয়! আজিও আমি সেই বসন্তসেনাকে স্মরণ করিতেছি। দুর্জ্জনবচনের ন্যায় সে আমার স্মৃতিপথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছে না।

বিট মনে মনে কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! বসন্তসেনা ইহাকে তখন তত আপমান করিলেন,তথাপি এ ক্ষান্ত হইতেছে না।

কাপুরুষেরা স্ত্রীর নিকটে অপমানিত হইলে তাহাদিগের কামের আরও বৃদ্ধি হয়। পক্ষান্তরে, স্ত্রীবিমানিত সৎপুরুষদিগের কাম মন্দীভূত হয়,অথবা এককালে দূরগত হয়।

শকার। মহাশয়! আমি স্থ বরক চেটকে কখন বলিয়াছি, তুমি গাড়ি লইয়া শীঘ্র শীঘ্র আসিবে। এখনও সে আইল না। আমি ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। এই মধ্যাহ্ন সময়ে আমি চলিয়া যাইতে পারিব না। দেখ—

সূর্য্য আকাশের মধ্যগত হইয়াছে; বানর কুপিত হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ হইয়াছে, ইহার দিকে চাওয়া যাইতেছে না। গান্ধারীর শত পুত্র হত হইলে তাহার যেমন সন্তাপ জন্মে, ভূমি সেইরূপ সন্তপ্ত হইয়াছে।

বিট। যথার্থ কথা।

গোগণ যে গ্রাস গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া ছায়াতে নিদ্রা যাইতেছে, বনমৃগসকল তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া সরোবরের উষ্ণ জল পান করিতেছে, লোকে আতপতাপ ভয়ে রাস্তায় গমনাগমন করিতেছে না; ভূমি অতিশয় তপ্ত হওয়াতে বোধ হয় শকট কোন ছায়াময় স্থানে বিশ্রাম করিতেছে।

শকার। মহাশয়! সূর্য্য আমার মস্তকে পাদ নিক্ষেপ করিয়াছে; পক্ষি-

সকল বৃক্ষশাখায় লীন হইয়াছে; মনুষ্যেরা উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গৃহমধ্যগত হইয়া আতপ অতিক্রম করিতেছে।

এখনও গাড়ি আইল না, ততক্ষণ একটু গান করিয়া আমোদ করি। এই কথা কহিয়া গান করিয়া বিটকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কেমন গান করিলাম?

বিট। কি আর বলিব, তুমি গন্ধর্ব্ব।

শকার। গন্ধর্ব্ব না হবো কেন?

হিঙ্গু, জীরক, মুথা, বচ, শুঁট, এই দ্রব্যগুলি গুড়ে মিশ্রিত ও গন্ধদ্রব্য যুক্ত করিয়া আমি ভক্ষণ করি, আমার স্বর মধুর না হইবে কেন?

এই কথা কহিয়া পুনরায় আর একটী গান করিয়া বিটকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন শুনিলে কেমন গান করিলাম?

বিট। কি আর কহিব, তুমি গন্ধর্ব্ব।

শকার। আমি গন্ধর্ব্ব না হবো কেন?

আমি হিঙ ও মরীচচূর্ণ তৈল ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া খাই এবং পায়রার মাংস খাইয়া থাকি। অতএব আমার স্বর মধুর না হবে কেন?

বিট। তুমি কিঞ্চিৎকাল সুস্থির হইয়া থাক, এখনি চেট গাড়ি লইয়া আসিবে।

এই কথা কহিতে কহিতে চেট শকটারূঢ় বসন্তসেনাকে লইয়া আগমন করিল।

চেট। আমি ভীত হইয়াছি। সূর্য্য মধ্যাহ্নকালবর্ত্তী হইয়াছেন। এক্ষণে রাজশ্যালক কুপিত না হউক। অতএব আমি শীঘ্র শীঘ্র গাড়ি চালাইয়া যাই। চল বৃষভসকল চল।

বসন্তসেনা। হা ধিক হা ধিক, এ ত বর্দ্ধমানক চেটকের স্বরসংযোগ নয়। এ কি? আর্য্য চারুদত্ত যানবাহনের পরিশ্রম দূর করিবার নিমিত্ত অন্য মানুষ ও অন্য গাড়ি পাঠাইয়া দিয়াছেন? আমার দক্ষিণ নয়ন স্ফুরিত হইতেছে। হৃদয় কম্পিত হইতেছে। দিক্‌সকল শূন্য দেখিতেছি। সকলই বিশৃঙ্খল বোধ হইতেছে।

শকার। গাড়ির চাকার শব্দ শুনিয়া কহিতেছে মহাশয়! গাড়ি আসিয়াছে।

বিট। কিরূপে জানিলে?

শকার। আপনি কি দেখিতেছেন না, বৃদ্ধ শূকরের ন্যায় ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করিতেছে।

বিট। দেখিয়া কহিলেন ঠিক ঠাওরিয়াছ, এ আসিয়াছে।

শকার। পুত্র স্থাবর চেটক! তুমি কি আসিয়াছ?

চেট। হাঁ আমি আসিয়াছি।

শকার। গাড়িও কি আসিয়াছে?

চেট। হাঁ, আসিয়াছে।

শকার। গোরুসকলও কি আসিয়াছে?

চেট। হাঁ, আসিয়াছে।

শকার। তুমিও আসিয়াছ?

চেট। হাসিয়া কহিল, প্রভু! আমিও আসিয়াছি।

শকার। তবে গাড়ি বাগানের মধ্যে আন।

চেট। কোন্ পথ দিয়া লইয়া যাইব?

শকার। এই যে ভাঙ্গা পাঁচিল আছে ইহার উপর দিয়া আন।

চেট। প্রভু! তাহা হইলে গোরু মরিয়া যাইবে। গাড়ি ভাঙ্গিবে, আমিও মরিয়া যাইব।

শকার। আমি রাজার শালা। গোরু মরিয়া যায় আমি অপর গোরু কিনিব। গাড়ি ভাঙ্গিয়া যায়, অপর গাড়ি তৈয়ার করাইব। তুমি মরিয়া যাও আর একজন গাড়োয়ান হইবে।

চেট। সকলি হইতে পারিবে। কিন্তু আমি মরিয়া গেলে আমার আমি আর হইব না।

শকার। ওরে সকলি যাউক, তোমাকে ঐ ভাঙ্গা পাঁচলের উপর দিয়া গাড়ি আনিতে হইবে।

চেট। গাড়ি তুই স্বামীর সহিত ভগ্ন হ। অন্য গাড়ি হউক, এই কথা কহিয়া প্রবেশ করিয়া কি গাড়ি ভাঙ্গিল না! প্রভু! এই গাড়ি উপস্থিত হইয়াছে।

শকার। বেশ্যাপুত্র! গোরু মরে নাই? তুমিও মর নাই?

চেট। হাঁ! আমরা মরি নাই।

শকার। বিটকে সম্বোধন করিয়া কহিল মহাশয়! আসুন গাড়ি দেখি। তুমি আমার গুরু, পরম গুরু। গাড়ির মধ্যে কি আছে যত্নপূর্ব্বক দেখ। তুমি প্রথমে গাড়িতে আরোহণ কর।

বিট। ভাল তাই হউক এই বলিয়া গাড়িতে আরোহণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে শকার কহিল, তুমি থাম। এ গাড়ি কি তোমার, তাই তুমি আগে উঠিবে? গাড়ি আমার, আমি প্রথমে গাড়িতে উঠিব।

বিট। তুমি আমাকে আগে উঠিতে কহিতেছিলে?

শকার। যদিও আমি তোমাকে এ কথা কহিয়াছি, তথাপি তোমার এই কথা বলা উচিত ছিল, এ গাড়ি তোমার, অতএব তুমি গাড়িতে আগে উঠ।

বিট। ভাল, তুমিই আরোহণ কর।

শকার। এই আমি এক্ষণে আরোহণ করি। পুত্র স্থাবরক চেট! গাড়ি ফিরাও।

চেট। গাড়ি ফিরাইয়া কহিল, আপনি গাড়িতে উঠুন।

শকার। আরোহণ করিয়া দেখিয়া শঙ্কিত হইল এবং শীঘ্র গাড়ি হইতে নামিয়া বিটের কণ্ঠদেশ জড়াইয়া ধরিয়া কহিল মহাশয়! আমি মরিয়াছি, গাড়ীর মধ্যে রাক্ষসী অথবা চোর আছে। যদি রাক্ষসী হয়, তাহা হইলে আমাদের দুই জনেরই সমুদয় হরণ করিয়া লইল, আর যদি চোর হয় আমাদের দুই জনকেই খাইয়া ফেলিল।

বিট। ভয় নাই। এই গোরুর গাড়িতে রাক্ষসী আসিবে তাহার সম্ভাবনা কি? তা নয়, বোধ হইতেছে মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যের তাপে তোমার দৃষ্টির বিভ্রম জন্মিয়াছে। বোধ হইতেছে স্থাবর চেটকের কঞ্চুকপরিবৃত শরীরের ছায়া দেখিয়া তোমার এইরূপ ভ্রম জন্মিয়াছে।

শকার। পুত্র স্থাবরক চেট! তুমি কি বাঁচিয়া আছ?

চেট। হাঁ।

শকার। বিটকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহাশয়! বোধ হইতেছে গাড়ীর মধ্যে কোন স্ত্রী আছে, তুমি একবার দেখ।

শকারের যে সকল কথোপকথন বর্ণিত হইল, তদ্দারা তাহার চরিত্র সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐরূপ লোকের জগতে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে অভাব নাই। পূর্ব্বে বলদের দ্বারা গাড়ী চালাইবার প্রথা প্রচলিত ছিল। শকার একজন বড়মানুষ লোক। রাজার উপপত্নীর ভ্রাতা। তাহারও গাড়ি বলদের দ্বারা চালিত হইত। ভাল গাড়ি পাইবার সুবিধা থাকিলে শকারের তাহা দুর্লভ হইত না।

শকার কহিল, গাড়ির মধ্যে কোন স্ত্রীলোক আছে। বিট তাহা শুনিয়া কহিলেন কি ? স্ত্রী !

আমি যখন পথে গমন করি, বৃষগণের বৃষ্টি লাগিয়া চক্ষুর ব্যথা উপস্থিত হইলে যেমন মস্তক নত করিয়া গমন করে, তেমনি আমিও মস্তক নত করিয়া পথে শীঘ্র শীঘ্র গমন করিয়া থাকি। সভাতে আমার গৌরব লাভ হয়, তদ্বিষয়ে আমার অতিশয় ইচ্ছা আছে। অতএব কুলবধূদর্শনে আমার চক্ষু একান্ত কাতর। ইহার তাৎপর্য্য এই গাড়ীর মধ্যে যদি কোন কুলবধূ থাকেন, তাঁহাকে যে দেখি আমার এরূপ ইচ্ছা নয়।

পাঠক দেখুন ! বিটেরও চরিত্র কেমন সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। ভদ্রলোকদিগের অতি ভদ্র ব্যবহারই ছিল।

বসন্তসেনা শকারের কথা শুনিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন কি, আমার চক্ষুর কষ্টদায়ক সেই রাজশ্যালক ! আমি অতি মন্দভাগ্য, আমার জীবনের সংশয় উপস্থিত হইল। উষরক্ষেত্রপতিত বীজ মুষ্টির ন্যায় এখানে আমার আগমন বিফল হইল।

শকার। এই বৃদ্ধ চেট কাতর হইয়াছে। এ গাড়ির ভিতর দেখিতে পারিতেছে না। অতএব আপনি দেখুন।

বিট। ভাল দেখি।

শকার। শৃগালসকল উড়িয়া যাইতেছে। পক্ষিসকল ইতস্তত: ভ্রমণ করিতেছে। যে সময়ে রাক্ষসী দন্ত দ্বারা বিটকে দেখিয়া চক্ষু দ্বারা খাইয়া ফেলিবে, সেই সময়ে আমি পলাইয়া যাইব।

বিট বসন্তসেনাকে দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া মনে মনে কহিলেন কি, মৃগী ব্যাঘ্রের অনুসরণ করিয়াছে ! কি কষ্ট !

হংসী পুলিনমধ্যশায়ী শরচ্চন্দ্রতুল্য হংসকে পরিত্যাগ করিয়া বায়সের নিকটে আসিয়া উপস্থিত !

গোপনে বসন্তসেনাকে কহিলেন বসন্তসেনে ! এটী তোমার উপযুক্ত হয় নাই। পূর্ব্বে তুমি অহঙ্কার প্রবৃত্ত শকারকে অবজ্ঞা করিয়া এক্ষণে মাতার অনুরোধে টাকার নিমিত্ত—ঐ কথা শুনিয়া বসন্তসেনা মস্তক নাড়িলেন।

বিট। এক্ষণে অনৌদার্য্য দোষে দূষিত বেশ্যাধর্ম্মের বশীভূত হইয়া সেই শকারকেই সমাদর করিতেছ ? আমি তোমাকেই পূর্ব্বে কহিয়াছিলাম প্রিয় অপ্রিয় উভয় ব্যক্তিকেই তুল্যরূপে গ্রহণ কর।

বসন্তসেনা। গাড়ী বদল হওয়াতেই আমি এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। অতএব শরণাগত হইলাম।

বিট। ভয় নাই, ভয় নাই। আমি শকারকে বঞ্চনা করিতেছি। এই কথা কহিয়া শকারের নিকটে গিয়া সত্যই রাক্ষসী গাড়ীতে আছে।

শকার। যদি রাক্ষসী হইবে, তোমার সর্ব্বস্ব হরণ করিল না কেন? আর যদি চোর হইবে, তোমাকে খাইয়া ফেলিল না কেন?

বিট। রাক্ষসী কি না তাহার নিরূপণের প্রয়োজন নাই। যদি আমরা বাগানের ভিতর দিয়া হাঁটিয়া উজ্জয়িনী নগরে প্রবেশ করি, তাহাতে দোষ কি।

শকার। এরূপ করিলে কি হইবে?

বিট। এরূপ করিলে আমাদের ব্যায়াম হইবে, অথচ শকটবাহী বলদদিগের পরিশ্রম হইবে না।

শকার ভাল, তাই হউক। স্থাবর চেটক! তুমি গাড়ি লইয়া যাও অথবা থাম, থাম। আমি দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের অগ্রে চলিয়া যাই। না, না। গাড়িতে আরোহণ করিয়া যাইব। তাহা হইলে আমাকে লোকে দেখিয়া কহিবে এই মাননীয় রাজশ্যালক যাইতেছেন।

বিট। মনে মনে কহিলেন। বিষকে ঔষধ করা দুষ্কর। যাহা হউক, এইরূপ বলি, এই বসন্তসেনা অভিসারিকা হইয়া তোমার নিকটে আসিয়াছেন।

বসং। এরূপ অন্যায় কথা কহিবেন না।

শকার। আনন্দিত হইয়া কহিল মহাশয়। আমি প্রবল মনুষ্য বাসুদেব-সদৃশ বলিয়া আমাকে কি অভিসরণ করিতে আসিয়াছে?

বিট। হাঁ।

শকার। আমি অপূর্ব্ব লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াছি। সে সময়ে আমি তাঁহাকে রাগাইয়াছিলাম এক্ষণে পায়ে পড়িয়া প্রসাদিত করিব।

বিট। ভাল কথা কহিয়াছ।

শকার। এই আমি পায়ে পড়ি। এই কথা কহিয়া বসন্তসেনার নিকটে গিয়া মা আমার কথা শুন।

বিশালনেত্রে! এই আমি তোমার চরণে নিপতিত হইতেছি। শুদ্ধদন্তি! দশনপ্রবিশিষ্ট হস্তের অঙ্গুলি বন্ধন করিয়া তোমাকে জানাইতেছি আমি

মদনমত্ত হইয়া তোমার যে অপকার করিয়াছিলাম; তুমি তাহা ক্ষমা কর। আমি তোমার দাস।

বসং। ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন তুই দূর হ। তুই অতি অসৎ কথা কহিতেছিস। এই কথা কহিয়া শকারের মস্তকে পদাঘাত করিলেন।

শকার। ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—

মাতা আমার যে মস্তক চুম্বন করিয়াছেন, যে মস্তক দেবতাদিগের নিকটেও নত হয় নাই, বনে শৃগাল যেমন মৃতের অঙ্গে পদক্ষেপ করে, সেই মস্তকে তুমি তেমনি পদাঘাত করিলে। ওরে স্থাবরক চেট! কোথায় তুমি ইহাকে পাইয়াছ?

চেট। প্রভু! রাজপথ গ্রাম্যশকট দ্বারা রুদ্ধ হইলে পর আমি চারুদত্তের বৃক্ষবাটিকায় শকট রাখিয়া যখন নামিয়াছিলাম বোধ হয় সেই সময়ে গাড়ি বদল হইয়া এ আসিয়াছে, এইরূপ আমি অনুমান করি।

শকার। কি, গাড়ি বদল হইয়া আসিয়াছে? আমাকে অভিসরণ করিতে আসে নাই? বসন্তসেনাকে কহিল, তুই আমার গাড়ি হইতে নামিয়া যা। তুই সেই দরিদ্র সার্থবাহপুত্র চারুদত্তের অভিসরণ করিতেছিস আর আমার বলদদিগকে বাহিয়া লইতেছিস, অতএব নামিয়া যা নামিয়া যা। গর্ভদাসি! নামিয়া যা।

বসং। আর্য্য চারুদত্তকে অভিসরণ করিতে যাইতেছ, এই কথা বলাতে আমি শোভিত হইলাম। এক্ষণে যা হয় হউক।

শকার। উৎপলতুল্য দশনখ দ্বারা শোভিত শত-চাটুকার-তাড়না-পটু এই হস্ত দ্বারা তোমাকে কেশে গ্রহণ করিয়া জটায়ু যেমন বালীর স্ত্রীকে করিয়াছিল তেমনি আমার এই শকট হইতে নামাইয়া দিব।

বিট। গুণবতী রমণীগণের কেশাকর্ষণ কর্ত্তব্য নয়। উপবনজাত লতার পল্লবচ্ছেদ করা উচিত হয় না। আমি এই বসন্তসেনাকে নামাইতেছি। এই কথা কহিয়া বসন্তসেনাকে কহিলেন, তুমি গাড়ি হইতে নামিয়া আইস। বসন্তসেনা নামিয়া এক পাশে দাড়াইলেন।

শকার। মনে মনে কহিল পূর্ব্বে আমার অপমান করাতে যে রোষাগ্নি উদ্দীপিত হইয়াছিল, এক্ষণে পাদপ্রহার দ্বারা তাঁহা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। এক্ষণে ইহাকে মারিয়া ফেলিব। কিন্তু বাহিরে অন্য ভাব প্রকাশ করি। এইরূপ চিন্তা করিয়া বিটকে কহিল, যদি তুমি সুত্রশতযুক্ত লম্বমান দশা

বিশিষ্ট বৃহৎ বস্ত্র পরিধান করিতে ইচ্ছা কর, যদি চুক চুক করিয়া মাংস খাইয়া আপনার তৃপ্তি সাধন করিতে বাঞ্ছা কর, তাহা হইলে আমার একটী প্রিয়কার্য্য কর।

বিট। আমি স্বীকার করিতেছি করিব, কিন্তু অকার্য্য করিব না।

শকার। অকার্য্যের নাম গন্ধ নাই। কোন রাক্ষসীও নাই।

বিট। তবে বল কি করিতে হইবে?

শকার। বসন্তসেনাকে মারিয়া ফেল।

বিট। কর্ণে হস্ত দিয়া—ইনি এই নগরের ভূষণস্বরূপ তাহাতে স্ত্রীলোক, বেশ্যার অসদৃশ অতি উৎকৃষ্ট প্রণয়দ্বারা বিভূষিত; ইনি কোন অপরাধ করেন নাই। যদি ইহাকে আমি মারিয়া ফেলি কোন্ ভেলা অবলম্বন করিয়া পরলোকনদী পার হইব।

শকার। আমি তোমার পার হইবার ভেলা করিয়া দিব। আরো এক কথা এই, এ উদ্যান অতি নিভৃত স্থান। এখানে মারিয়া ফেলিলে কে দেখিতে পাইবে?

বিট। দশ দিক, বনদেবতা, চন্দ্র, দীপ্তকিরণ দিবাকর, ধর্ম্ম ও বায়ু, আকাশ, অন্তরাত্মা, সুকৃত ও দুষ্কৃতের সাক্ষিস্বরূপ ভূমি, ইহাঁরা সকলে দেখিতেছেন।

শকার। তবে বস্ত্রাবৃত করিয়া মারিয়া ফেল।

বিট। মূর্খ! উৎসন্ন যা।

শকার। এই বৃদ্ধ শৃগাল অধর্ম্মভীরু। ভাল, আমি স্থাবর চেটককে অনুনয় করিয়া বলি, পুত্র স্থাবরক চেট! আমি তোমাকে সুবর্ণ কটক দিব।

চেট। আমিও পারিব।

শকার। আমি তোমায় সোণার পিড়ি গড়াইয়া দিব।

চেট। আমিও বসিব।

শকার। আমি তোমাকে উচ্ছিষ্ট দান করিব।

চেট। আমিও খাইব।

শকার। তোমাকে সকল চেটের প্রধান করিয়া দিব।

চেট। আমিও হইব।

শকার। আমার একটী বাক্য অনুসারে কার্য্য কর।

চেট। সকলিই করিব, কেবল অকার্য্য করিব না।

শকার। অকার্য্যের গন্ধও নাই।

চেট। তবে বলুন।

শকার। এই বসন্তসেনাকে মারিয়া ফেল।

চেট। আপনি প্রসন্ন হউন আমি অতি অধম, আমি শকট পরিবর্ত্ত ক্রমে ইহাকে আনিয়াছি।

শকার। ওরে চেট! আমি তোরও প্রভু হইলাম না।

চেট। আপনি আমার শরীরের প্রভু, চরিত্রের প্রভু নন। প্রসন্ন হউন, আমি ভীত হইতেছি।

শকার। তুমি আমার চাকর হইয়া কাহার ভয় করিতেছ?

চেট। আমি পরলোকের ভয় করিতেছি।

শকার। পরলোক কি প্রকার?

চেট। সুকৃতি দুষ্কৃতের পরিণামের নাম পরলোক।

শকার। সুকৃতের পরিণাম কিরূপ?

চেট। যেমন আপনি বহু সুবর্ণমণ্ডিত।

শকার। দুষ্কৃতের পরিণাম কি?

চেট। যেমন আমি পরপিণ্ডপ্রত্যাশী হইয়াছি। অতএব আমি অকার্য্য করিব না।

শকার। ওরে তুই মরিবি না। এই কথা কহিয়া তাহাকে নানা প্রকার প্রহার করিতে লাগিল।

চেট। প্রভু! আমাকে মারুন, পিটুন আমি অকার্য্য করিব না। আমি ভাগ্যদোষে গর্ভদাস হইয়াছি। আর অধিক ভাগ্যদোষ ক্রয় করিব না। আমি আমি অকার্য্য পরিত্যাগ করিয়াছি।

বসন্তসেন বিটকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন আমি স্মরণাগত।

বিট। শকারকে প্রহার করিতে দেখিয়া কহিলেন ক্ষান্ত হও ক্ষান্ত হও। সাধু স্থাবরকচেট সাধু!

এ ব্যক্তি অতি দরিদ্র, ইহার অবস্থা অতি মন্দ, পরের অধীন। এ ব্যক্তি পরকালে শুভ ফল বাঞ্ছা করিতেছে কিন্তু ইহার স্বামী সে ফল বাঞ্ছা করিতেছে না। যে সকল অন্যায় কার্য্যের উন্নতি সাধন করে এবং ন্যায়ানুগত কার্য্য পরিত্যাগ করে তাহারা কি কারণে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়।

অপর ; বিধাতার কি চমৎকার কাণ্ড। শকার ! এই সাধু স্থাবরক চেট তোমার দাস হইয়াছে, তুমি তাহার প্রভু হইয়াছ। এ ব্যক্তি তোমার সম্পত্তি ভোগ করিতেছে না, আর তুমি তাহার আজ্ঞা পালন করিতেছ না।

শকার। স্বগত। এই বৃদ্ধ শৃগাল অধর্ম্মভীরু। এই গর্ভদাস পরলোক ভীরু। আমি বড় মানুষ। রাজার শালা। আমি কারে ভয় করিব প্রকাশে। ওরে গর্ভদাস চেট ! তুই যা। নির্জ্জনে গিয়া বিশ্রাম কর।

চেট। প্রভু ! যে আজ্ঞা করিতেছেন। বসন্তসেনার নিকটে গিয়া। আর্য্যে ! এই পর্য্যন্ত আমার ক্ষমতা, এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল।

রাজনীতির বহুরূপতা।

কতকগুলি নিয়মের অধীন হইয়া না চলিলে মানুষ কখন সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। পূর্ব্বাপর যে সকল জাতি হীন অবস্থা হইতে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মের অধীনতা তাঁহাদের সৌভাগ্যলাভের প্রধান কারণ। উক্ত নিয়ম রাজা প্রচার করেন, এই জন্য ইহাকে রাজনীতি কহে। রাজনীতি এক প্রকার নহে। দেশ কাল পাত্রভেদে ইহা বহুরূপ ধারণ করে। বহুরূপির যেরূপ বহুরূপ, রাজনীতিরও সেইরূপ বহুরূপ হয়। কোন দেশে দায়সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ সন্তান পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হয়, কোন দেশে পুত্রে পৈতৃক সম্পত্তি প্রাপ্ত না হইয়া কন্যাই পৈতৃক স্বত্বাধিকারিণী হয়। কোন দেশে রাজাই একাধিপত্য করেন, কোন রাজ্য প্রজার মতে শাসিত হয়, কোন দেশে রাজা ও প্রজা উভয়ের সমান সম্বন্ধ। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রাজনীতি প্রচলিত। আবার যে দেশে রাজারই একাধিপত্য, তথায় রাজার ইচ্ছামত রাজনীতি নানারূপ হইয়া উঠে। অদ্য এক বিষয়ে রাজা মহোৎসাহে একটী ব্যবস্থা করিলেন, পুনর্ব্বার তাহা রহিত করিয়া নূতনবিধ নিয়ম বন্ধন করিলেন। এইরূপ নানা কারণে রাজনীতির রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ যে স্থানে বিদ্যাচর্চ্চা প্রবল, সেখানে রাজনীতি এক প্রকার, আর যে স্থানে জ্ঞানের অত্যন্ত অভাব, সে স্থানের রাজনীতি অন্য প্রকার। দেশের সভ্যতা ও অসভ্যতাভেদে রাজনীতির বিলক্ষণ আকার বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া থাকে। সভ্য সময়ে যে প্রকার বিশুদ্ধ রাজনীতির প্রাদুর্ভাব হয়, অসভ্য সময়ে তাহা

লোকের স্বপ্নের অগোচর। এই সকল কারণে রাজনীতিকে বহুরূপিণী বলা অসঙ্গত হয় না। এই রাজনীতির যখন বিশুদ্ধ মার্জ্জিত ও উদার বুদ্ধি হইতে প্রাদুর্ভাব হয়, তখন ইহা হইতে জগতের অশেষবিধ কল্যাণ হয়, আর যে রাজনীতি নিকৃষ্টবুদ্ধি প্রসূত হয়, তাহা হইতে সমাজের অশেষবিধ অকল্যাণ ঘটিয়া থাকে।

বৃক্ষের সঙ্গে এই রাজনীতির সুন্দর উপমা আছে। ক্ষুদ্র বীজ হইতে প্রথমে অঙ্কুর জন্মে, তৎপরে উহা ক্রমে শাখা প্রশাখা পত্র পল্লব ফল পুষ্পাদি দ্বারা সুশোভিত হয়। ইহাও সেই প্রকার প্রথম সামান্য বীজ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ক্রমে শাখা প্রশাখায় বহু বিস্তীর্ণ বিশাল তরুর আকার ধারণ করে। কে জানে জগৎ সংসারের আদি মনুষ্য কি ছিল? তাহার স্বভাব চরিত্র কোন আদর্শে গঠিত, তাহা কে বলিতে পারে? মানব একবারেই চতুষ্পাঠীর ন্যায় পঞ্চানন বা কালিদাস ছিল না। প্রথম মনুষ্য যখন আপনাকে দেখিলেন, তখন কি দেখিলেন? নগ্নদেহ, ধনুর্ব্বাণধারী। শেষে সে ভীষণ মূর্ত্তি, সে ভৈরব বেশ ভাল লাগিল না, সংসারের উন্নতিচিন্তায় মগ্ন হইয়া জীবনের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য বন্যভাব গোপন করিলেন। পশুপালন, কৃষিবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা ক্রমে সমাজবদ্ধ হইয়া সংসারকে একটা সুখের স্থান করিয়া তুলিলেন। মনুষ্য সমাজবদ্ধ হইলেই সমাজে নানা প্রকার উপদ্রব, বিঘ্নবিপত্তি ঘটে। তাহার প্রতিকারার্থ রাজার প্রয়োজন হয়। রাজা সমাজের নেতা হইয়া উঠেন। ন্যায় ও অন্যায়ের বিচারভার তাঁহার প্রতি অর্পিত হয়। তিনি অপরাধির দণ্ডবিধান করিয়া সমাজের শান্তিবিধান করেন। এই মূল হইতে রাজনীতির প্রথম প্রাদুর্ভাব হয়। দেশ যত সভ্য হইতেছে, ততই ইহার শাখা প্রশাখাসকল চারি দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। শিল্প বাণিজ্য ও জ্ঞানের ততই বিস্তার হইতেছে।

আর্য্যজাতির রাজত্বকালে রাজনীতি রাজার ইচ্ছানুসারিণী ছিল বলিয়া আপাততঃ বোধ হয় বটে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহাকে ব্রাহ্মণদিগের অধীন হইয়া চলিতে হইত। মন্ত্রী ব্রাহ্মণ, উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, যে ব্যবস্থাপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে চলিতে হইত, তাহাও ব্রাহ্মণপ্রণীত। অষ্টে পৃষ্ঠে তিনি ব্রাহ্মণবাক্য দ্বারা নিবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার স্বেচ্ছামত হস্ত পদ বিস্তার করিবার ক্ষমতা ছিল না। রাজার এইরূপ ধর্ম্মবন্ধনী ছিল বটে; কিন্তু কোন প্রকার রাজনৈতিক দৃঢ়তর বন্ধন ছিল না। তিনি

স্বেচ্ছানুসারে শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া বলপূর্ব্বক কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহাকে যে নিবারণ করিয়া উঠিতে পারে এমন কোন রাজনৈতিকসম্প্রদায় সমাজ বা কোন উপায় ছিল না। যে সকল রাজা স্বভাবতঃ দুরাচার বা দুরাত্মা হইত, কেহই তাহাদিগের অত্যাচারনিবারণে সমর্থ হইত না। তবে যে আমরা ঋষিগণকর্ত্তৃক বেণ রাজার দণ্ডবিধানের কথা শুনিতে পাই, সে কাদাচিৎক ঘটনা। সচরাচর যে রাজা দুরাত্মা হইত, তাঁহার অধিকারে যার-পর নাই অত্যাচার ঘটিত। তবে যিনি স্বভাবতঃ দয়ালু, মহানুভব, তাঁহার রাজ্যে প্রজারা সুখী হইত। যেমন রাজা দশরথ ও রামচন্দ্রের রাজত্ব। ফলতঃ আর্য্যজাতির রাজত্বকালে রাজনীতি শাস্ত্রানুগত হইলেও তাহার একরূপতা ছিল না। আর্য্যদিগের রাজনীতি যে একরূপ ছিল না, রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠে তাহার সবিশেষ পরিচয় হয়। রামায়ণে সাধু ও অসাধু উভয়বিধ রাজারই রাজনীতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। রাজন্ শব্দের অর্থ এই, প্রজারঞ্জনকারী। "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ" ইহাই তাহার সুন্দর প্রমাণ। রাজা দশরথ ও রামচন্দ্রের সময়ের রাজগণ প্রজারঞ্জনই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন। প্রজারা রাজার কোন কার্য্য দেখিয়া পাছে অসন্তুষ্ট হয়, তদানীন্তন রাজগণের এ শঙ্কা নিতান্ত প্রবল ছিল। রাজা দশরথ পরিণাম দর্শন না করিয়া প্রিয়তমা পত্নীর সন্তোষ সাধনার্থ এক সামান্য-মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ের কূটদর্শী রাজনীতিজ্ঞেরা ঐ প্রতিজ্ঞাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহাদিগের নিকটে উহার অণুমাত্র বন্ধনকারিণী শক্তি নাই। কিন্তু রাজা দশরথ সেই প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ছিলেন বলিয়া প্রিয়তম পুত্রকে বনে দিলেন এবং আপনি প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজা রামচন্দ্র কেবল প্রজারঞ্জনার্থই গর্ভবতী সীতাকে বনে পরিত্যাগ করেন। রাজা রামচন্দ্রের অসাধারণ প্রজারঞ্জকতা গুণের অপর প্রমাণ এই, ব্রাহ্মণ পুত্রের অকাল মৃত্যু হইলে তাহার পুনরুজ্জীবনার্থ তিনি কেমন ব্যস্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র বনে গমন করিলে ভরত স্বচ্ছন্দে রাজ্য স্বহস্তগত করিয়া লইতে পারিতেন; কিন্তু প্রজাবিরাগভয়ে তিনি তাহা করেন নাই। পক্ষান্তরে, দুষ্ট রাজা রাবণের রাজনীতি হইতে ইহা-দিগের রাজনীতি কত ভিন্ন। ভরত বনগত ভ্রাতা রামচন্দ্রের আনয়নার্থ কত যত্ন পাইয়াছিলেন; পক্ষান্তরে, বিভীষণ হিত কথা কহিয়াছিলেন বলিয়া রাবণ তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া দূর করিয়া দিল। রাবণের অত্যা-

চারের সীমা ছিল না; কিন্তু রাজা দশরথ বা রামচন্দ্র বলদর্পিত হইয়া কখন কাহার উপরে অত্যাচার করেন নাই।

রাজা দশরথ, রামচন্দ্র ও তাঁহার পুত্রাদির রাজনীতির সহিত তারতম্য করিলে যুধিষ্ঠিরের সময়ের রাজনীতির সূর্য্য চন্দ্রের পরস্পর ভেদের ন্যায় বহুল অন্তর লক্ষিত হইবে। রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন, ইহাঁরা চারি বৈমাত্রের ভ্রাতা। ইহাঁদিগের যেরূপ প্রণয় ছিল, ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর সেরূপ ছিল না। রাম লক্ষ্মণ ভরতাদির পুত্রগণ পরস্পর দায়াদ। কিন্তু তাঁহারা রাজ্য লইয়া বিবাদ করেন নাই। পক্ষান্তরে, দুর্য্যোধনাদি ও যুধিষ্ঠিরাদি পরস্পর দায়াদ ভ্রাতা হইয়াও এমনি বিরোধাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন যে তাহাতে ভারত দগ্ধ হইয়াছিল।

হিন্দুদিগের রাজনীতি জটিল ছিল না। মুদ্রারাক্ষস গ্রন্থে আর্য্য চাণক্যের রাজনীতিবৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাঁহার সময়ের রাজনীতি সুস্পষ্ট জানিতে পারা যায়।

গ্রীস দেশও একটী প্রাচীন রাজ্য। সেখানকার রাজনীতি অন্য প্রকার। গ্রীস দেশ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সে সমুদায় রাজ্যেরই রাজনীতি ভিন্নপ্রকার। স্পার্টার রাজনীতি এক প্রকার, এথেন্সের রাজনীতি অন্য প্রকার; থিবিস, বিয়োসিয়া প্রভৃতির রাজনীতি আর প্রকার। যাঁহারা গ্রীস দেশের আইনকর্ত্তা হন, তাঁহাদিগের স্বভাব ভেদে রাজনীতির বহুল আকার ভেদ হইয়া উঠে। সোলনের রাজনীতি একরূপ, ড্রেকোর রাজনীতি অন্যরূপ, লাইকার্গসের রাজনীতি আর একপ্রকার। এক রাজ্যেরই অবস্থা ও কাল ভেদে রাজনীতি নানাপ্রকার হইয়া থাকে।

গ্রীসদেশের উন্নতি অস্তগত হইবার বহুকাল পরে রোম রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। সেখানেও রাজনীতি নানা আকার ধারণ করে। প্রথম যখন রাজার আধিপত্য ছিল, তখনকার রাজনীতি এক প্রকার, আবার যখন রোমে সাধারণ তন্ত্র প্রচলিত হয়, তখনকার রাজনীতি আর একপ্রকার, আবার সাধারণ তন্ত্রের বিপ্লাবনের পর যখন সম্রাটদিগের আধিপত্য হয়, তখন রাজনীতি আর এক প্রকার। রোমের প্রাথমিক রাজতন্ত্রের অধিনায়ক রাজাদিগের রাজনীতি যে একপ্রকার ছিল না, তাহা রমিউলস, নুমাপম্পিলিয়স, টলস হষ্টিলিয়স, সর্ব্বিয়স টলিয়স, টার্কুইনস সুপর্ব্বস এই সকল রাজার চরিত্রে ব্যবহারে ও কার্য্যে তাহা প্রকাশিত আছে। রোমের ইতিহাসে এ সকল বৃত্তান্ত সুন্দররূপে

বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার বিশেষরূপে উল্লেখ করা বিফল। টার্কুইনস সুপর্ব্বসের অত্যাচারে রোমে একনায়ক তন্ত্র উৎসন্ন হইলে পর তথায় সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন রাজনীতি অন্য আকার ধারণ করিয়াছিল। অভিজাত দল অপর দলকে নিপীড়িত করিয়া সুখস্বচ্ছন্দ উপভোগ করে। তাহার পর অপর দল অধ্যবসায়বলে অভিজাত দলের সমকক্ষ হইয়া উঠে। তখন রাজনীতির এক আকার ছিল। তাহারপর যখন সম্রাটদিগের আধিপত্য হয়, তখন তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে রাজনীতি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। কেহ প্রজাহিতৈষী, কেহ বা দুরাত্মার শিরোমণি। রোম দগ্ধ হইতেছে, নিরো সানন্দমনে বীণা বাজাইতেছে। কালিগিউলা প্রভৃতির রাজনীতিও ইতিহাস পাঠকগণের অবিদিত নয়।

ইংলণ্ডের রাজনীতি দেখ, তথায় স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় উহার নানা গতি দৃষ্ট হয়। কোন স্থানে প্রবল বেগ, কোন স্থানে জল বালুকার অন্তর্গত, কোন স্থানে তীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কোন থানে বিষম আবর্ত্ত উঠিতেছে। রাজগণের সময়ে এক রাজনীতি, আর পার্লিয়ামেণ্টসভার এক্ষণকার এক রাজনীতি। ইংলণ্ডের রাজাদিগের সময়ে কত কাণ্ডের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, কত শোণিত নদী প্রবাহিত হইয়াছে, তৃতীয় রিচার্ডের অত্যাচার বৃত্তান্ত স্মরণ করিলে আজিও শরীর শিহরিয়া উঠে। এখনও ইংলণ্ডের রাজনীতির একরূপতা নাই, মন্ত্রিভেদে রাজনীতিভেদ হইয়া থাকে। লার্ড বিকন্স-ফিল্ডের এক রাজনীতি ছিল, গ্লাডষ্টোন সাহেবের আর এক রাজনীতি হই-য়াছে। বিকন্সফিল্ডের রাজনীতিগুণে কাবুলে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোন সাহেবের রাজনীতিপ্রকোপে মিশরের স্বাধীনতা হরকোপানলদগ্ধ মদনমূর্ত্তির ন্যায় ভস্মময় হইয়া উঠিয়াছে।

পাঠক! এক্ষণে ভারতবর্ষে আগমন করুন। আমরা হিন্দু রাজাদিগের রাজনীতির কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। মুসলমানদিগের রাজনীতি যে কিরূপ শোচনীয় ছিল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক আকবর সাহ ভিন্ন কোন যবন রাজার রাজনীতি নির্দ্দোষ নয়। প্রশংসা করা যায়, এমন রাজনীতি প্রায় কাহারই ছিল না। অনেক যবন রাজার অধিকারে, অত্যা-চারের চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে, কত নিরীহ সাধু লোক, কত স্ত্রী বালক বৃদ্ধ যে অকারণ হত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভারতে কেবল মুসলমান আধিপত্য নয়, এখানে পোর্ত্তুগালের, হলণ্ডের,

ফ্রান্সের লোকেরাও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, ইংরাজেরাও আধিপত্য করিতেছেন। প্রত্যেক জাতির ভিন্ন ভিন্ন রাজনীতি। ঐ রাজনীতি আবার স্বদেশীয় কর্ত্তাদিগের মতানুসারে ও এখানকার শাসনকর্ত্তাদিগের মতানুসারে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে। লার্ড ক্লাইব অবধি লার্ড রিপন পর্য্যন্ত ভারতে অনেকগুলি গবর্ণর জেনরল হইয়া গেলেন, কিন্তু একের রাজনীতির সঙ্গে অপরের রাজনীতির প্রায় মিলন হয় না। ভারতে ইংলণ্ডের রাজনীতি প্রধানতঃ স্বার্থপর। ইংরাজের স্বার্থের নিকটে ভারতবাসির স্বার্থের বলিদান করিতে কোন গবর্ণর জেনরলই প্রায় কুণ্ঠিত হন নাই। লার্ড ক্লাইবের রাজনীতি চতুরতাময়। তিনি কেবল ইংলণ্ডের স্বার্থসাধন করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই, নিজেও বড়মানুষ হইয়া গিয়াছেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভারতলুণ্ঠনকারিণী রাজনীতি কাহার অবিদিত নাই। মিত্র রাজগণের সম্পত্তি হরণ ও তাঁহাদিগের প্রভুশক্তির খর্ব্বতাবিধান লর্ড ডেল হাউসির রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। লর্ড লিটন প্রজার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই। লর্ড বেণ্টিক লর্ড কানিঙ প্রভৃতি যে দুই একজন ভারতের মঙ্গলের অনুসন্ধান করিয়াছেন, তাঁহারা ইংরাজসমাজে যশোভাজন হইতে পারেন নাই। লর্ড রিপনের দুর্দ্দশা প্রজারা স্বচক্ষেই দর্শন করিতেছেন। তিনি ন্যায়পথগামী হইয়া প্রজার হিতসাধন চেষ্টা পাইয়াছেন বলিয়া অতি সামান্যতর ইংরাজের নিকটেও অপমানিত হইয়াছেন। ইহার পর যিনি গবর্ণর জেনরল হইবেন, হয় ত তিনি রাজপাটে বসিয়াই ভারতবাসির দুই একটী লব্ধ স্বত্বের হরণ করিয়া ইংরাজদিগের সন্তোষসাধনের চেষ্টা পাইবেন। ভারতে রাজনীতির এরূপ অবস্থা হইবার প্রধান কারণ এই, এ দেশে ইংরাজজাতির রাজত্বলাভের মূল বাণিজ্য। ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজেবেথের রাজত্ব সময়ে একদল ব্যবসায়ী লোক ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়া লৌহ টিন পারদ প্রভৃতির ব্যবসায় আরম্ভ করে। কিছুকাল বাণিজ্য করিতে করিতে ইহাদিগের আশা কিছু উচ্চতর হইয়া উঠিল। আপনাদের বুদ্ধি কৌশলে দিল্লীর বাদসাহকে তুষ্ট করিয়া অভীষ্ট সাধনের পথ পরিষ্কার করিয়া লইল। সে উচ্চ আশা কি, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। যে বাণিজ্য উপলক্ষে ইংরাজগণ এতদ্দেশে আগমন করেন, সেই বাণিজ্য কৌশলেই এ দেশে ইংরাজশাসন সংস্থাপিত হয়। এই কারণে ইংরাজনীতিতে আজও বাণিজ্য ঘটিত কৌশল স্বার্থপরতা ও স্বজাতিপক্ষ

পাতিতায় গন্ধ ভর ভর করিতেছে। যে কোন গবর্ণর জেনরল, গবর্ণর ও লেপ্টেনণ্ট গবর্ণর হউন, তিনি স্বজাতির স্বার্থ লক্ষ্য পথে না রাখিয়া প্রায় বিশুদ্ধ আশয়ে কোন কার্য্যের অনুসরণ করেন না। আনুষঙ্গিক প্রজার মঙ্গল হয় হউক। লর্ড করনওয়ালিস এ দেশীয় জমীদারদিগের সহিত যে দশশালা বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে জমিদারদিগের অপেক্ষা ইংরাজজাতির লাভই অধিক পরিগণিত হইয়াছিল। তখন জমিদারদিগকে হস্তগত করা ভিন্ন রাজস্ব আদায়ের অন্য কোন সুবিধা ছিল না। রাজসংক্রান্ত যে কোন কার্য্য হউক, তৎসমুদায়েই ইংরাজের স্বার্থ প্রধানরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আইনেও ইংরাজে ও এ দেশীয়ে ইতর বিশেষ। যখন এ দেশীয় খ্রীষ্টান-দিগের পৈতৃক বিষয় পাইবার ব্যবস্থা হয় এবং পতিধনে লব্ধাধিকারা পত্নী ব্যভিচারিণী হইলেও লব্ধ ধনে বঞ্চিত হইবে না, এই ব্যবস্থা হয়, তখন এ দেশীয়েরা কত চীৎকার করিয়াছিলেন, তখন কি ইলবার্ট বিলের মত আপোসে মিলের প্রস্তাব হইয়াছিল?

সাংখ্যদর্শন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে যে বিষয় বলা হইয়াছে, নূতন যুক্তি দিয়া এ অধ্যায়ে সেই সকল বিষয়ের সার সঙ্কলন করা হইতেছে।

অস্ত্যাত্মা নাস্তিত্বসাধনাভাবাৎ॥ ১ ॥ সূ ॥

জানামীত্যেবং প্রতীয়মানতয়া পুরুষঃ সামান্যতঃ সিদ্ধএবাস্তি বাধক-প্রমাণাভাবাৎ। অতস্তদ্বিবেকমাত্রং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ভা ॥

আত্মা নাই এমন কোন প্রমাণ নাই, অতএব আত্মা অর্থাৎ পুরুষ আছেন ইহা সিদ্ধ হইতেছে। আমি জানিতেছি, আমি করিতেছি ইত্যাদি দ্বারা পুরুষসিদ্ধি স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। অতএব সেই পুরুষের বিষয় বিবে-চনা করা কর্ত্তব্য।

নিম্নলিখিত দুটী সূত্রধৃত দুটী প্রমাণ দ্বারা আত্মসত্তার বিচার করা হইতেছে।

দেহাদিব্যতিরিক্তোঽসৌ বৈচিত্র্যাৎ॥ ২ ॥ সূ ॥

অসাবাত্মা দ্রষ্টা দেহাদিপ্রকৃত্যন্তেভ্যোঽত্যন্তং ভিন্নোবৈচিত্র্যাৎ। পরি-

ণামিত্ত্বাপরিণামিত্বাদিবৈধর্ম্ম্যাদিত্যর্থঃ। প্রকৃত্যাদয়স্তাবৎ প্রত্যক্ষানুমানাগমৈঃ পরিণামিতয়ৈব সিদ্ধাঃ পুরুষস্যাপরিণামিত্বং তু সদা জ্ঞাতবিষয়ত্বাদনুমীয়তে। তথাহি যথা চক্ষুষোরূপমেব বিষয়ো ন সন্নিকর্ষসাম্যেঽপি রসাদিরেবং পুরুষস্য স্ববুদ্ধিবৃত্তিরেব বিষয়ো ন তু সন্নিকর্ষসাম্যেঽপ্যন্যস্থিতি ফলবলাৎ ক্লৃপ্তং। বুদ্ধিবৃত্ত্যারূঢ়তয়ৈব অন্যস্তোগ্যং ভবতি পুরুষস্য ন স্বতঃ। সর্ব্বদা সর্ব্বভানাপত্তেঃ। তাশ্চ বুদ্ধিবৃত্তয়ো নাজ্ঞাতাস্তিষ্ঠন্তি জ্ঞানেচ্ছাসুখাদীনামজ্ঞাতসত্ত্বাস্বীকারে তেষ্বপি ঘটাদাবিব সংশয়াদিপ্রসঙ্গাদহং জানামি ন বা সুখী ন বেত্যাদিরূপেণ। অতস্তেষাং সদা জ্ঞাতত্বাৎ তদ-দ্রষ্টা চেতনোঽপরিণামীত্যায়াতং। চৈতন্যস্য পরিণামিত্বে কদাচিদাক্ষ্যপরিণামেন সত্যা অপি বুদ্ধিবৃত্তেরদর্শনেন সংশয়াদ্যাপত্তেরিতি এবং পারার্থ্যাপারার্থ্যাদিকমপি পূর্ব্বোক্তং বৈধর্ম্ম্যজাতং বোধ্যং ॥ ভা ॥

দেহাদিভিন্ন আত্মা আছেন, তাঁহারই দর্শন ও জ্ঞানাদি জন্মে। তাহার প্রমাণ এই, প্রকৃতি প্রভৃতি সকলেরই পরিণাম, অর্থাৎ সৃষ্টিকারিতা আছে। কিন্তু পুরুষের সৃষ্টিকারিতারূপ পরিণাম নাই। প্রকৃতির প্রথম পরিণাম অর্থাৎ প্রথম সৃষ্টি মহত্তত্ব। মহত্তত্বের পরিণাম অহঙ্কার তত্ব ইত্যাদি।

আত্মা যে আছেন তাহার অপর প্রমাণ এই,—

ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি ॥ ৩ ॥ সূ ॥

মমেদং শরীরং মমেয়ং বুদ্ধিরিত্যাদের্বিদুষাং ষষ্ঠীব্যপদেশাদপি দেহাদিভ্য আত্মা ভিন্নঃ। অত্যন্তাভেদে ষষ্ঠ্যনুপপত্তেরিত্যর্থঃ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে।

ত্বং কিমেতচ্ছিরঃ কিন্তু শিরস্তব তথোদরং।
কিমু পাদাদিকং ত্বং বৈ তবৈতদ্ধি মহীপতে ॥
সমস্তাবয়বেভ্যস্ত্বং পৃথগ্‌ভূয় ব্যবস্থিতঃ।
কোঽহমিত্যত্র নিপুণোভূত্বা চিন্তয় পার্থিব ॥

ইতি। ন চ স্থূলোঽহমিত্যাদিরপি বিরুদ্ধব্যপদেশোঽস্তীতি বাচ্যং। শ্রুত্যা বাধিততয়া মমাত্মা ভদ্রসেন ইতিবদগৌণত্বেনৈব তদুপপত্তেরিতি ॥ ভা ॥

এই আমার শরীর, এই আমার বুদ্ধি ইত্যাদি ষষ্ঠ্যন্ত পদের যখন প্রয়োগ হয়, তখন দেহাদি ভিন্ন যে স্বতন্ত্র আত্মা আছেন, তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। দেহই যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে ষষ্ঠ্যন্ত পদ প্রয়োগ সঙ্গত হইত না। আমার শরীর এ কথা বলিলে দুটী স্বতন্ত্র পদার্থ বুঝাইয়া যায়। শরীর আত্মা হইলে আমার শরীর এরূপ প্রয়োগ না হইয়া আমি শরীর এইরূপ প্রয়োগ হইত।

ন শিলাপুত্রবদ্ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ৪ ॥ সূ ॥

শিলাপুত্রস্য শরীরমিত্যাদিবদয়ং ষষ্ঠীব্যপদেশো ন ভবতি শিলাপুত্রাদিস্থলে ধর্ম্মিগ্রাহকপ্রমাণেন বাধাদ্বিকল্পমাত্রং। মম শরীরমিতি ব্যপদেশে তু প্রমাণবাধো নাস্তি দেহাত্মতায়া এব বাধাদিত্যর্থঃ। যস্তু শাস্ত্রেষু মমকার-প্রতিষেধঃ স স্বাম্যস্যানিত্যতয়া বাচারম্ভণমাত্রত্বেনাসত্যতাপর এবেতি ভাবঃ। পুরুষস্য চৈতন্যমিত্যত্রাপ্যস্তি ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধঃ। অনবস্থা-ভয়েন লাঘবাচ্চ দেহাদিব্যতিরিক্ততয়াত্মসিদ্ধৌ চৈতন্যস্বরূপতাবগাহনা-দিতি ॥ ভা ॥

রাহুর শির, শিলাপুত্রের শরীর এ কথা বলিলে, যেমন স্বতন্ত্র পদার্থ বুঝায় না, আমার শরীর বলিলে সেরূপ হয় না। রাহুর শির বলিলে রাহুও যে শিরও সেই, একই পদার্থ বুঝায়, শিলাপুত্রের শরীর বলিলেও শিলাপুত্রে ও শরীরে ভিন্ন বুঝায় না। শিলাময় শরীরকে শিলাপুত্রের শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এ স্থলে স্বতন্ত্র ব্যক্তি নাই, সুতরাং অভেদে ষষ্ঠী হইতেছে। কিন্তু আমার শরীর এ কথা বলিলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তির অভাব হয় না। আমি একটী স্বতন্ত্র পদার্থ ও দেহ একটী স্বতন্ত্র পদার্থ বুঝায়। আত্মাকেই আমি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

এক্ষণে তাহার যুক্তির কথা বলা হইতেছে।

অত্যন্তদুঃখনিবৃত্ত্যা কৃতকৃত্যতা ॥ ৫ ॥ সূ ॥

সুগমং ॥ ভা ॥

দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির নাম মুক্তি। মুক্তি হইলেই প্রধান পুরুষার্থ লাভ হইল।

দুঃখের নিবৃত্তি হইলে সুখেরও নিবৃত্তি হইয়া যায়। অতএব উক্ত পুরু-ষার্থ হইতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই—সুখদুঃখ দ্বন্দ্বচারী, দুঃখের জ্ঞান না হইলে সুখজ্ঞান হয় না, আবার সুখজ্ঞান না হইলে দুঃখজ্ঞান হয় না। মুক্তি হইলে সুখ ও দুঃখ উভয়েরই যদি বিনাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে মুক্তি পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

যথা দুঃখাৎ ক্লেশঃ পুরুষস্য ন তথা সুখাদভিলাষঃ ॥ ৬ ॥ সূ ॥

বিষয়বিধয়া হেতুতায়াং পঞ্চম্যৌ ক্লেশশ্চাত্র দ্বেষঃ। যথা দুঃখে দ্বেষো প্রবলতরো নৈবং সুখেঽভিলাষো বলবত্তরোঽপি তু তদপেক্ষয়া দুর্ব্বল ইত্যর্থঃ।

তথা চ সুখাভিলাষং বাধিত্বাপি দুঃখদ্বেষো দুঃখনিবৃত্তাবেবেচ্ছাং জনয়তীতি ন তুল্যাব্বয়বিত্বমিতি । তদুক্তং ।

অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন সাধুর্মাধ্যস্থামিষ্টেঽপ্যবলম্বতেঽর্থে ইতি । যা তু নরকাদিদুঃখদর্শনেঽপি ক্ষুদ্রসুখপ্রবৃত্তিঃ সা রাগাদিদোষবশাদেবেতি ॥ ভা ॥

দুঃখহেতু পুরুষের যেমন ক্লেশ হয়, সুখহেতু তেমন অভিলাষ হয় না। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, ভাষ্যকার ক্লেশ শব্দে দ্বেষ অর্থ করিয়াছেন। পুরুষের দুঃখের প্রতি দ্বেষ যেরূপ প্রবল, সুখের প্রতি অভিলাষ সেরূপ প্রবল নয়। অতএব দুঃখনিবৃত্তি ও সুখনিবৃত্তি এ উভয়ের তুল্যতা নাই।

দুঃখনিবৃত্তি যে পুরুষার্থ, তাহার অপর কারণ এই, সংসারে দুঃখই অধিক, সুখ তত অধিক নয়, এই আভাসে বলা হইতেছে।

কুত্রাপি কোঽপি সুখীতি ॥ ৭ ॥ সূ ॥

অনন্ততৃণবৃক্ষপশুপক্ষিমনুষ্যাদিমধ্যে স্বল্পো মনুষ্যদেবাদিরেব সুখী ভবতীত্যর্থঃ। ইতিহেতৌ ॥ ভা ॥

তৃণ পশু পক্ষি মনুষ্যাদিময় এই অনন্ত সংসারে অল্প ব্যক্তি সুখী, অধিকাংশই দুঃখ পায়। অতএব যাহাতে সেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তদর্থই পুরুষের যত্ন।

কদাচিৎ যে সুখ হয়, বিবেচক ব্যক্তিরা মধু ও বিষমাখা অন্নের ন্যায় তাহা পরিত্যাগ করেন। এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার কহিতেছেন।

তদপি দুঃখশবলমিতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ ॥ ৮ ॥ সূ ॥

তদপি পূর্ব্বসূত্রোক্তং সুখমপি দুঃখমিশ্রিতমিত্যতো দুঃখকোটৌ সুখদুঃখবিবেচকা নিক্ষিপন্তইত্যর্থঃ। তদুক্তং। যোগসূত্রেণ।

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ। ইতি। বিষ্ণুপুরাণেঽপি।

যদ্যৎ প্রীতিকরং পুংসাং বস্তু মৈত্রেয় জায়তে।

তদেব দুঃখবৃক্ষস্য বীজত্বমুপগচ্ছতি ॥ ইতি ॥ ভা ॥

উপরে যে সুখের কথা বলা হইল, বিবেচক লোকেরা সেই সুখকে দুঃখমিশ্রিত বলিয়া দুঃখমধ্যেই গণনা করিয়া থাকেন।

সাংখ্যমতে দুঃখনিবৃত্তির নাম মোক্ষ। ইহাই প্রধান পুরুষার্থ, কিন্তু কোন কোন ব্যক্তি বলেন, কেবল দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ নয়। উহা যখন সুখোপরক্ত হয়, তখনই পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এই মতের নিরাকরণ করা হইতেছে।

সুখলাভাবাদপুরুষার্থত্বমিতি চেন্ন দ্বৈবিধ্যাৎ ॥ ৯ ॥ সূ ॥

সুখলাভাভাবান্মোক্ষাখ্যদুঃখাভাবস্যাপুরুষার্থত্বমিতি চেন্ন। পুরুষার্থস্য দ্বৈবিধ্যাৎ। দ্বিপ্রকারত্বাৎ। সুখদুঃখাভাবত্বাভ্যামিত্যর্থঃ। সুখী স্যাং দুঃখী ন স্যামিতি হি পৃথগেব লোকানাং প্রার্থনা দৃশ্যত ইতি ॥ ভা ॥

সুখলাভের অভাব হেতু কেবল দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ নয়, এ কথা বলা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, সুখরূপে ও দুঃখের অভাবরূপে পুরুষার্থ দুই প্রকার হয়। লোকের এই ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়, আমি যেন সুখী হই, দুঃখী না হই।

প্রতিবাদী নিম্নলিখিত পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেনঃ—

নির্গুণত্বমাত্মনোঽসঙ্গত্বাদিশ্রুতেঃ ॥ ১০ ॥ সূ ॥

নন্বাত্মনো নির্গুণত্বং সুখদুঃখমোহাদ্যখিলগুণশূন্যত্বং নিত্যমেব সিদ্ধং। অসঙ্গত্বশ্রুতেঃ। বিকারহেতুসংযোগাভাবশ্রবণাৎ। তং বিনা চ গুণাখ্য-বিকারাসম্ভবাৎ। অতো ন দুঃখনিবৃত্তিরপি পুরুষার্থো ঘটত ইত্যর্থঃ। নন্বু সংযোগং বিনা স্বয়মেব বিকারো ভবত্বিতি চেন্ন।

দাহায় নানলো বহ্নের্নাপঃ ক্লেদায় চাম্ভসঃ।
তদ্দ্রব্যমেব তদ্দ্রব্যবিকারায় ন বৈ যতঃ ॥
কিঞ্চ স্বয়ং বিকারিত্বে মোক্ষো নৈবোপপদ্যতে।
স্বয়ং মোহবিকারেণ পুনর্ব্বন্ধপ্রসঙ্গতঃ ॥

ইতি। তথা চোক্তং কৌর্ম্মে।

যদ্যাত্মা মলিনোঽস্বচ্ছো বিকারী স্যাৎ স্বভাবতঃ।
নহি তস্য ভবেন্মুক্তির্জন্মান্তরশতৈরপি ॥ ইতি ॥ ভা ॥

আত্মা নির্গুণ। সুখ, দুঃখ মোহাদি কোন গুণই তাঁহার নাই। এটী নিত্য সিদ্ধ। কারণ শ্রুতিতে আছে, বিকারের হেতুভূত কোন প্রকার সংযোগ তাঁহার নাই। অতএব দুঃখনিবৃত্তিকে তুমি যে পুরুষার্থ কহিতেছ, তাহা ঘটিতে পারে না।

সাংখ্য-সূত্রকার এই পূর্ব্ব পক্ষের নিম্নলিখিতরূপে সমাধান করিতেছেন।

পরধর্ম্মত্বেঽপি তৎসিদ্ধিরবিবেকাৎ ॥ ১১ ॥ সূ ॥

সুখদুঃখাদিগুণানাং চিত্তধর্ম্মত্বেঽপি তত্রাত্মনি সিদ্ধিঃ প্রতিবিম্বরূপেণাব-স্থিতিঃ। অবিবেকান্নিমিত্তাৎ। প্রকৃতিপুরুষসংযোগদ্বারেত্যর্থঃ। এতচ্চ প্রথমাধ্যায়ে প্রতিপাদিতং। নিমিত্তত্বমবিবেকস্য ন দৃষ্টহানিরিতি তৃতীয়া-

ধ্যায়সূত্রে চেতি। তথা চ স্ফটিকে লৌহিত্যমিব পুরুষে প্রতিবিম্বরূপেণ দুঃখসম্বন্ধং তন্নিবৃত্তিরেব পুরুষার্থঃ। প্রতিবিম্বদ্বারকদুঃখসম্বন্ধস্যৈব ভোগ্যতয়া প্রতিবিম্বরূপেণৈব দুঃখস্য হেয়ত্বাদিতি। ভা॥

সুখ দুঃখাদি মনের ধর্ম্ম হইলেও প্রতিবিম্বরূপে আত্মাতে সেই সুখ দুঃখের ভান হয়। যেমন স্ফটিকে জবার লৌহিত্য প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি আত্মাতে চিত্তগত দুঃখাদির প্রতিবিম্ব পড়ে। সেই প্রতিবিম্বিত দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষার্থ। পুরুষে যে দুঃখজ্ঞান হয়, সেটী অবিবেকমূলক।

উপরে বলা হইল অবিবেকমূলক পুরুষে দুঃখাদিবন্ধন হয়। সেই অবিবেকের স্বরূপ কি এই প্রশ্নে সূত্রকার কহিতেছেন।

অনাদিরবিবেকোঽন্যথা দোষদ্বয়প্রসক্তেঃ॥ ১২॥ সূ॥

অগৃহীতাসংসর্গকমুভয়বিষয়কজ্ঞানমবিবেকঃ। স চ প্রবাহরূপেণানাদিশ্চিত্তধর্ম্মঃ প্রলয়ে বাসনারূপেণ তিষ্ঠতি। অন্যথা তস্য সাদিত্বে দোষদ্বয়প্রসঙ্গাৎ। সাদিত্বে হি স্বত এবোৎপাদে মুক্তস্যাপি বন্ধাপত্তিঃ। কর্ম্মাদিজন্যত্বে চ কর্ম্মাদিকং প্রত্যপি কারণত্বেনাবিবেকান্তরান্বেষণেঽনবস্থেত্যর্থঃ। অয়ং চাবিবেকো বৃত্তিরূপঃ প্রতিবিম্বাত্মনা পুরুষধর্ম্মইব ভবতীত্যতঃ পুরুষস্য বন্ধপ্রয়োজক ইতি প্রাগেবোক্তং বক্ষ্যতে চ। ভা॥

অবিবেক অনাদি,ইহা প্রবাহরূপে চলিয়া আসিতেছে। ইহা চিত্তের ধর্ম্ম। প্রলয়কালে বাসনারূপে অবস্থান করে। ঐ অবিবেকের আদি আছে, যদি এ কথা বল, তাহা হইলে দুটী দোষ ঘটিয়া উঠে। প্রথম, মুক্ত পুরুষেরও বন্ধের আপত্তি উপস্থিত হয়। দ্বিতীয়, যদি বল সেই অবিবেক কর্ম্মাদিজন্য হয়, তাহা হইলে তাহার কারণ আবার সেই কারণের কারণ এইরূপে ধারাবাহিক কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে অনবস্থা দোষ ঘটিয়া উঠে। ফলতঃ অবিবেক বৃত্তিরূপ উহা প্রতিবিম্বরূপে পুরুষধর্ম্মের ন্যায় হয়। এই হেতু উহা পুরুষের বন্ধের কারণরূপে নির্দ্দিশিত হইয়া থাকে।

অবিবেক যদি অনাদি হইল তবে নিত্য হউক এই আভাষে সূত্রকার কহিতেছেন,—

ন নিত্যঃ স্যাদাত্মবদন্যথাঽনুচ্ছিত্তিঃ॥ ১৩॥ সূ॥

আত্মবন্নিত্যোঽখণ্ডানাদির্ন ভবতি কিন্তু প্রবাহরূপেণানাদিঃ অন্যথানাদিভাবস্যোচ্ছেদানুপপত্তেরিত্যর্থঃ॥ ভা॥

আত্মা যেমন অখণ্ড নিত্য, অবিবেক সেরূপ অখণ্ড অনাদি নয়। উহা

প্রবাহরূপে অনাদি। এই কথা না বলিলে বিবেকের অনাদি ভাবের উচ্ছেদের অনুপপত্তি হয়।

অবিবেক পুরুষের বন্ধের কারণ এই বাক্যের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে সেই অবিবেকের বিনাশ কারণের নির্দ্দেশ করা হইতেছে।

প্রতিনিয়তকারণনাশ্যত্বমস্য ধ্বান্তবৎ ॥ ১৪ ॥ সূ ॥

অস্য বন্ধকারণস্যাবিবেকস্য শুক্তিরজতাদিস্থলে প্রতিনিয়তং, যন্নাশকারণং বিবেকস্তন্নাশ্যত্বং তমোবৎ। অন্ধকারে হি প্রতিনিয়তেনালোকেনৈব নাশ্যতে নান্যসাধনেনেত্যর্থঃ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে।

অন্ধন্তম ইবাজ্ঞানং দীপবচ্চেন্দ্রিয়োদ্ভবং।

যথা সূর্য্যস্তথা জ্ঞানং যদ্বিপ্রর্ষে বিবেকজং॥

ইতি ॥ ভা ॥

যেমন সূর্য্যের আলোক দ্বারা অন্ধকার বিনষ্ট হয়, তেমনি বিবেকদ্বারা অবিবেকের বিনাশ হইয়া থাকে।

বিবেক দ্বারা যে অবিবেক বিনষ্ট হয়, এই নিয়মের প্রতিপোষক একটী প্রমাণ দেওয়া হইতেছে।

অত্রাপি প্রতিনিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাৎ ॥ ১৫ ॥ সূ ॥

ধ্বান্তালোকয়োরিব প্রকৃতেঽপি প্রতিনিয়মঃ শুক্তিরজতাদিম্বয়ব্যতিরেকাভ্যামেব গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ। অথবৈবং ব্যাখ্যেয়ং। ননু বিবেকস্যাপি কিং প্রতিনিয়তং কারণং তত্রাহ। অত্রাপি বিবেকেঽপি কারণং নিয়মোঽন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামেব সিদ্ধঃ। শ্রবণমননিদিধ্যাসনরূপমেব কারণং ন তু কর্ম্মাদীতি। কর্ম্মাদিকং তু বহিরঙ্গমেবেত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

শুক্তিতে রজতভ্রম হইলে যেমন অন্বয়ব্যতিরেকে বস্তুর স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা সেই ভ্রম দূরীকৃত হয়, তেমনি বিবেক দ্বারা অন্বয়ব্যতিরেকবলে অবিবেকের বিনাশ হইয়া থাকে। অন্বয় ব্যতিরেক এই, তৎসত্ত্বে তৎসত্তা তদসত্ত্বে তদসত্তা। যেখানে বিবেক থাকে, সেখানে অবিবেক থাকে না; আর যেখানে অবিবেক থাকে, সেখানে বিবেক থাকে না।

অবিবেক বন্ধের কারণ এ কথা প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে সেই কথা এখানে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে।

প্রকারান্তরাসম্ভবাদবিবেক এব বন্ধঃ ॥ ১৬ ॥ সূ ॥

বুদ্ধোঽত্র দুঃখযোগাখ্যবন্ধকারণং শেষং সুগমং ॥ ভা ॥

অবিবেকই পুরুষের দুঃখযোগরূপ বন্ধের কারণ। অন্য প্রকার কারণ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। এস্থলে বন্ধশব্দের অর্থ দুঃখযোগ।

পুরুষের মুক্তি হয় এ কথা বলিলে মুক্তি যে কার্য্য, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়, কার্য্য হইলেই তাহার বিনাশ আছে। মুক্তির যদি বিনাশ হইল, তাহা হইলে পুরুষের পুনরায় বন্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই আশঙ্কায় সূত্রকার কহিতেছেন।

ন মুক্তস্য পুনর্ব্বন্ধযোগোঽপ্যনাবৃত্তিশ্রুতেঃ ॥ ১৭ ॥ সূ ॥

ভাবকার্য্যস্যৈব বিনাশিতয়া মোক্ষস্য নাশো নাস্তি ন স পুনরাবর্ত্তত ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। অপিশব্দঃ পূর্ব্বসূত্রোক্তার্থসমুচ্চয়ে ॥ ভা ॥

মুক্ত পুরুষের পুনরায় সংসারবন্ধন হয় না। কারণ, মুক্তপুরুষ পুনরায় সংসারে আগমন করেন না, এইরূপ শ্রুতি আছে।

অপুরুষার্থত্বমন্যথা ॥ ১৮ ॥ সূ ॥

অন্যথা মুক্তস্যাপি পুনর্ব্বন্ধে প্রলয়বদেব মোক্ষস্যাপুরুষার্থত্বং পরমপুরুষার্থত্বাভাবো বা স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

সাংখ্যশাস্ত্রকার মুক্তিকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণনা করিয়াছেন। কিন্তু মুক্ত পুরুষের যদি পুনরায় সংসারবন্ধন হয়, তাহা হইলে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

অবিশেষাপত্তিরুভয়োঃ ॥ ১৯ ॥ সূ ॥

ভাবিবন্ধত্বসাম্যেনোভয়োর্মুক্তবদ্ধয়োর্ব্বিশেষো ন স্যাৎ ততশ্চাপুরুষার্থত্বমিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

মুক্ত পুরুষের যদি ভাবী বন্ধন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বদ্ধ পুরুষে ও মুক্ত পুরুষে ইতর বিশেষ থাকে না। যদি বিশেষ না রহিল, তাহা হইলে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ বলিয়া গণনা করা সঙ্গত হইল না। মোক্ষ যদি অকিঞ্চিৎকর হয়, তাহা হইলে উহার নিমিত্ত পুরুষের যত্ন হইবে কেন?

মুক্তিরন্তরায়ধ্বস্তের্ন পরঃ ॥ ২০ ॥ সূ ॥

বক্ষ্যমাণান্তরায়স্য ধ্বংসাদতিরিক্তঃ পদার্থো ন মুক্তিরিত্যর্থঃ। যথা হি স্বভাবশুক্লস্য স্ফটিকস্য জবোপাধিনিমিত্তং রক্তত্বং শৌক্ল্যাবরকরূপং বিম্বমাত্রং ন তু জবোপধানেন শৌক্ল্যং নশ্যতি জবাপায়ে চোৎপদ্যতে। তথৈব স্বভাবনির্দুঃখস্যাত্মনো বুদ্ধ্যুপাধিকং দুঃখপ্রতিবিম্বং তদাবরকরূপং বিম্বমাত্রং নতু বুদ্ধ্যুপধানেন দুঃখং জায়তে তদপায়ে চ নশ্যতীতি। অতোনিত্যমুক্ত আত্মা বন্ধমোক্ষৌ তু ব্যবহারিকা বিত্যবিরোধ ইতি ॥ ভা ॥

আত্মা নিত্য মুক্ত, বাস্তবিক তাঁহার বন্ধ নাই ও মুক্তি নাই। বন্ধ ও মোক্ষ এ দুটী ব্যবহারিক মাত্র। যেমন স্ফটিক স্বভাবতঃ শুক্ল, তাহাতে জবার রাগ পতিত হইলে তাহাকে রক্তবর্ণ দেখায়। জবারাগ তাহার শুক্লতার আবরক হয় মাত্র। কিন্তু জবাসংসর্গে তাহার শুক্লতার বিনাশ বা উৎপত্তি হয় না। তেমনি পুরুষ স্বভাবতঃ দুঃখহীন। দুঃখভোগ বুদ্ধির হয়। আত্মাতে সেই দুঃখের প্রতিবিম্ব হয়, এইমাত্র। বাস্তবিক বুদ্ধিসংসর্গে পুরুষের দুঃখ জন্মে না, তাহার বিনাশও হয় না। এই ব্যবহারিক দুঃখভোগের ধ্বংসের নামই মুক্তি। মুক্তি অতিরিক্ত পদার্থ নয়।

পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষ যদি মিথ্যা হইল, তাহা হইলে যে সকল শ্রুতিতে মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া গণনা করিয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

তত্রাপ্যবিরোধঃ ॥ ২১ ॥ সূ ॥

তত্রাপ্যন্তরায়ধ্বংসস্য মোক্ষত্বেঽপি পুরুষার্থত্বাবিরোধ ইত্যর্থঃ। দুঃখযোগবিয়োগাবেব হি পুরুষে কল্পিতৌ নতু দুঃখভোগোঽপি। ভোগশ্চ-প্রতিবিম্বরূপেণ দুঃখসম্বন্ধ ইত্যতঃ প্রতিবিম্বরূপেণ দুঃখনিবৃত্তির্যথার্থৈব পুরুষার্থঃ। সএবান্তরায়ধ্বংসঃ। তাদৃশশ্চ মোক্ষো যথার্থএবেতি ভাবঃ ॥ ভা ॥

পুরুষে দুঃখের যোগ ও বিয়োগ উভয়ই কল্পিত। সেই কল্পিত দুঃখ নিবৃত্তিই পুরুষার্থ। সেই কল্পিত দুঃখযোগ অন্তরায়স্বরূপ, তাহার ধ্বংস মোক্ষ। উহাই যদি মোক্ষ হইল, তবে উহাকে পুরুষার্থ বলিয়া গণনা করাতে শ্রুতিবিরোধ হয় নাই।

যে যে উপায় দ্বারা মুক্তির প্রতিবন্ধ নিরাস হইয়া থাকে, ক্রমে সেগুলি উল্লিখিত হইতেছে।

অধিকারিত্রৈবিধ্যান্ন নিয়মঃ ॥ ২২ ॥ সূ ॥

উত্তমমধ্যমাধমাস্ত্রিবিধাজ্ঞানাধিকারিণঃ। তেন শ্রবণমাত্রানন্তরমেব মানসসাক্ষাৎকারঃ সর্ব্বেষামিতি ন নিয়মঃ ইত্যর্থঃ। অতোমন্দাধিকারদোষাৎ বিরোচনাদীনাং শ্রবণমাত্রাৎ চিত্তবিলায়নক্ষমং মানসজ্ঞানং নোৎপন্নং। নতু শ্রবণস্য জ্ঞানজননসামর্থ্যাদিতি ॥ ভা ॥

জ্ঞানলাভের উত্তম মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার অধিকারী। শ্রবণমাত্রেই যে সকলের জ্ঞানলাভ হয়, সে নিয়ম নয়। বিরোচনাদি মন্দ অধি-

কারী বলিয়া শ্রবণমাত্রে তাহাদিগের জ্ঞান জন্মে নাই। কেবল শ্রবণ জ্ঞান জন্মাইয়া দিতে পারে না।

শ্রবণভিন্ন জ্ঞানের সাধন যেগুলি আছে, তাহার বিষয় বলা হইতেছে।

দার্ঢ্যার্থমুত্তরেষাং ॥ ২৩ ॥ সূ ॥

শ্রবণাদুত্তরেষাং মনননিদিধ্যাসনাদীনামন্তরায়ধ্বংসস্যাত্যন্তিকত্বরূপ দার্ঢ্যার্থং নিয়ম ইত্যনুষজ্যতে ॥ ভা ॥

শ্রবণের ন্যায় মনন নিদিধ্যাসনাদি মুক্তির বিঘ্ন নিরাসের দৃঢ়তর উপায়।

ক্রমশঃ সেগুলি উল্লেখ করা হইতেছে।

স্থিরসুখমাসনমিতি ন নিয়মঃ ॥ ২৪ ॥ সূ ॥

আসনে পদ্মাসনাদিনিয়মোনাস্তি। যতঃ স্থিরং সুখঞ্চ যৎ তদেবাসনমিত্যর্থঃ।

জ্ঞানলাভার্থ ধ্যান করিবার আসনের বিষয়ে পদ্মাসনাদির নিয়ম নাই। যাহা স্থির ও সুখকর তাহাই আসন।

জ্ঞানলাভের মুখ্য সাধন যে ধ্যান, তাহার কথা বলা হইতেছে।

ধ্যানং নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥ ২৫ ॥ সূ ॥

বৃত্তিশূন্যং যদন্তঃকরণং ভবতি, তদেব ধ্যানং যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপইত্যর্থঃ। এতৎসাধনত্বেন ধ্যানস্য বক্ষ্যমাণত্বাদিতি ॥ ভা ॥

অন্তঃকরণ বৃত্তিশূন্য হইবার নাম ধ্যান। উহা চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগ স্বরূপ।

কল্পদ্রুম।

জাতি-বৈষম্য এবং সাম্যের ফল।

ইদানীন্তন সভ্য সমাজে জাতীয় অভ্যুত্থান, জাতিসমন্বয়, জাতিসাম্য, জাতিসংমিলন লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে এবং প্রধান প্রধান সুবক্তা সুলেখকগণ নানাপ্রকার যুক্তিজাল বিস্তার ও প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছেন এবং প্রবন্ধ লিখিতেছেন। সম্প্রতি জাতি একটী আলোচ্য বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। এ জগতে মনুষ্য মাত্রেরই জাত্যভিমান আছে। আমরা যাহাদিগকে হীনজাতি যবন ম্লেচ্ছ ইত্যাদি মনে করিয়া ঘৃণা করি, তাহারাও আবার আমাদিগকে অসভ্য অশিক্ষিত কুসংস্কারাপন্ন হীনবীর্য্য মনে করিয়া ঘৃণা করে। এ জগতে এমন মনুষ্য বা সম্প্রদায় নাই যে, স্বীয় স্বীয় জাতির উৎকর্ষজ্ঞাপক কথা কহিতে কি জাতিগৌরব রক্ষা করিতে অকুণ্ঠিত ভাবে যত্ন না করে। জাতি যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় গৌরবের সামগ্রী, তাহা বলা দুঃসাধ্য। স্বীয় স্বীয় জাতির গৌরব রক্ষার জন্য সভ্যতার মস্তকে পদাঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, জাতি গৌরব রক্ষার জন্য প্রাণ ধন বিসর্জ্জন দিতেও কোন জাতি পরাঙ্মুখ হয় না। জাতি গৌরব রক্ষার জন্য কণ্টকাকীর্ণ অন্যায় পথে পদার্পণ করিতেও ভীত হয় না। এই গৌরবের সামগ্রী জাতি সম্বন্ধে এ সময় কিছু বলিলে বোধ হয় অসাময়িক হইবে না। কিন্তু এই গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি জনের কার্য্য নয়। আমার তদুপযোগী বিদ্যা বুদ্ধি বহুদর্শিতা নাই, এ অবস্থায় এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া কেবল বাচালতা প্রদর্শন মাত্র। বিশেষতঃ যে সকল প্রবন্ধ বা বক্তৃতার মধ্যে ইংরাজি শব্দ ব্যবহৃত না হয়, অন্ততঃ বড় বড় দুই চারি জন সাহেবের নাম উল্লিখিত না হয়, তাদৃশ প্রবন্ধ বা বক্তৃতা পাঠক বা শ্রোতৃ-গণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া কেবল হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

জাতি সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলে জাতি পদার্থ কি? জাতি শব্দের অর্থ ? পুরাকালে জাতি শব্দ কি অর্থে কিরূপে ব্যবহৃত হইত, পরেই বা কি

অর্থে কিরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রথমতঃ এই সকল বিষয়ের আলোচনা করা আবশ্যক। জাতিবিভাগ আদিমকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে ? না, আদিম কালে মনুষ্য মাত্রে এক জাতি ছিল ? ইহাও দেখা আবশ্যক।

মহর্ষি গোতম ন্যায়দর্শনে বলিয়াছেন "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।" প্রমাণ চারি প্রকার, প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান শব্দ। আদিম সময়ে মনুষ্যসকল এক জাতি ছিল ? না, ভিন্ন ভিন্ন জাতি ছিল ? মনুষ্যের আদি পুরুষ এক ? না ভিন্ন ? ইহা প্রমাণ করিতে হইলে প্রত্যক্ষের আশ্রয় গ্রহণের উপায় নাই ; চিন্তা করিলে অনুমান এবং উপমান অগ্রসর হইতে পারে ; কিন্তু প্রথমতঃ আমাদের সম্মুখে একমাত্র শব্দ প্রমাণ উপস্থিত হইয়া স্বসাহসে বলিল যে এ বিষয় প্রমাণ করিতে আমিই কেবল সক্ষম। অতএব আমরা শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেখি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি।

জাতি শব্দের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, উৎপত্ত্যর্থক জন ধাতু হইতে জাতিশব্দউৎপন্ন হইয়াছে। অতএব আদি দম্পতীর সন্তান সকল জাতিশব্দবাচ্য। সেই আদি দম্পতী এক ? না অনেক ? যদি এক হয়, তবে মনুষ্য এক জাতি। যদি অনেক হয়, তবে মনুষ্য নানাজাতি। মনুষ্য মনুজ মানব এই সকল শব্দ মনুষ্যবাচক। ইহাতে এই প্রমাণ হই-তেছে যে, এক মনু হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে এবং ঐ সকল শব্দ মনু শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মনুষ্য মনুজ মানব প্রভৃতি শব্দ মনুষ্যবাচক হওয়াতে সকল মনুষ্যই যে এক মনুর সন্তান, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ হই-তেছে। ইতিহাস ও ধর্ম্ম পুস্তকও এই বাক্যের সাক্ষ্য দেয় এবং মনুষ্য মাত্রের কায়ব্যূহ মস্তক হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় সকল ও আভ্যন্তরিক যন্ত্র সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলে যুক্তিও ইহা প্রমাণ করিয়া দেয়।

কেবল ভারতবর্ষের শব্দ, ধর্ম্ম পুস্তক ও ইতিহাসই যে ইহা প্রমাণ করিয়া দিতেছে, তাহা নয়, ইউরোপের অধিকাংশ ভাষাতে মেন শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মেন শব্দ মনুষ্যবাচক। মেন শব্দ যে মনুষ্য শব্দের বিকৃতিভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। মন ধাতু হইতে মনু শব্দ হইয়াছে। ইংরাজি অভিধানিকেরাও বলেন, সংস্কৃত মন ধাতু হইতে মেন শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। বৈদেশিক ইতিহাস ও ধর্ম্ম পুস্তকেও দেখা

যায়, আদি পুরুষ এক আদম হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য আদমি শব্দ মনুষ্যবাচক। মনুষ্য যে এক আদি দম্পতীর সন্তান এবং এক জাতি, তাহা এই সকল যুক্তি দ্বারাই সপ্রমাণ হইতেছে।

ইহাতে এই এক আপত্তি হইতে পারে যে, সকল মনুষ্য এক আদি দম্পতীর সন্তান হইলে সকল মনুষ্যের বর্ণ একরূপ হইত, দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মনুষ্য দেখা যাইত না। ইহার উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, শীতাতপের তারতম্যে দেশ ভেদে মনুষ্যের বর্ণ ভেদ হইয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ যে শীতপ্রধান দেশের মনুষ্য গৌরবর্ণ, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মনুষ্য কৃষ্ণ বর্ণ। ভারতবর্ষের অধিক স্থান নাত্যুষ্ণ ও নাতি শীতল। এ কারণ এই ভারতবর্ষে নানা বর্ণের মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয়। আদি দম্পতীর সন্তানসকল এক বর্ণই ছিল। কালক্রমে বংশ বিস্তৃত হইয়া নানা দেশে বাস করাতে সেই সেই দেশের শীতাতপের গুণানুসারে পরম্পরাক্রমে এক এক দেশের মনুষ্য এক এক বর্ণ হইয়াছে। বোধ হয় শব্দ প্রমাণ দ্বারাই আমরা অনেক দূর কৃতকার্য্য হইলাম, এক্ষণে অনুমান ও উপমানের আশ্রয় লইয়া দেখি, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি। সকল মনুষ্যের কায়ব্যূহ, অঙ্গ অবয়ব ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রসকল এক উপাদানে ও এক আকারে নির্ম্মিত, অণুমাত্রও ভেদ নাই। ইহাতে এই অনুমান করিতে হইবে যে সমুদায় মনুষ্যই এক দম্পতী হইতে উৎপন্ন এবং এক জাতি। গবাদি যেমন একজাতি, মনুষ্যও ঠিক সেইরূপ একজাতি; ইহার ব্যভিচার দর্শনের সম্ভাবনা নাই; সাদৃশ্যেও সমুদয় মনুষ্য একরূপ। যেমন একটী গো দেখিলে তৎসাদৃশ্যে অন্য গো সম্বন্ধে গোজ্ঞান হয়, মনুষ্য সম্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ।

এক্ষণে দেখা যাউক, দার্শনিক পণ্ডিতগণ জাতিশব্দ সম্বন্ধে কি বলেন। প্রধান দার্শনিক ন্যায় দর্শনকার মহর্ষি গোতম ন্যায় দর্শনে জাতিশব্দ লইয়া অনেক আড়ম্বর করিয়াছেন এবং ভাষ্যকার মহর্ষি বাৎস্যায়ন, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ঐ সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলে ধৈর্য্য থাকা দুরূহ হয়। তাঁহারা প্রথমতঃ কোন বিশেষ পদার্থকে জাতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করেন নাই। পদার্থনিষ্ঠ যে ধর্ম্ম, তাহাকে জাতি বলিয়াছেন। মনুষ্য অথবা গোরু জাতি নয়, মনুষ্যত্ব ও গোত্ব অর্থাৎ মনুষ্যাকৃতি ও গোবৃত্তি যে ধর্ম্ম, তাহাই জাতি। এস্থলে সে সকল কথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

মহর্ষি গোতমের যে কয়েকটী সূত্রের উল্লেখ করা আবশ্যক, তাহারই উল্লেখ করা যাইতেছে।

তিনি যে ষোলটী পদার্থের উল্লেখ করেন, তাহার অন্যতম পদার্থ জাতি। প্রথমতঃ জাতি শব্দের লক্ষণ এইরূপ করেন যে "সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ।" যে পদার্থের যে ধর্ম্ম, তাহাকে সাধর্ম্ম্য বলা যায়। সেই পদার্থ ভিন্ন অপর পদার্থের যে ধর্ম্ম, তাহাকে বৈধর্ম্ম্য বলা যায়। সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্য দ্বারা যে ধর্ম্মবিশিষ্টের প্রত্যবস্থান অর্থাৎ জ্ঞান জন্মে, তাহাকে জাতি বলে। যেমন মনুষ্যবৃত্তি ধর্ম্ম মনুষ্যে আছে, গোবৃত্তি ধর্ম্ম মনুষ্যে নাই; অতএব মনুষ্যত্ব জাতি।

সিদ্ধান্ত মুক্তাবলিকার বলেন যে,—

"নিত্যত্বে সত্যনেকসমবেতত্বং জাতিঃ।"

নিত্য অথচ সমবায় সম্বন্ধে অনেকেতে যে থাকে, সেই জাতি।

যথা মনুষ্যত্ব গোত্ব ইত্যাদি।

বৈয়াকরণেরাও "আকৃতিগ্রহণা জাতিঃ" এইরূপ জাতির লক্ষণ করিয়াছেন। টীকাকার ইহার এই অর্থ করিয়াছেন "আক্রিয়তে ব্যজ্যতে অনয়া ইতি আকৃতিঃ সংস্থানং; আকৃত্যা গ্রহণং জ্ঞানং যস্যাঃ সা আকৃতিগ্রহণা জাতিঃ।

আকৃতি দ্বারা যে পদার্থের জ্ঞান হয়,—সেই পদার্থবৃত্তি যে ধর্ম্ম, তাহাকে জাতি বলা যায়। মনুষ্য ও গো প্রভৃতিকে যে আমরা জাতি বলিব, এই সূত্র হইতে তাহার কিঞ্চিৎ পথ পাইলাম।

তৎপরে ঐ সূত্রের আরও বিস্তার হইল "আকৃতিগ্রহণা জাতির্লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক। সকৃদাখ্যাতনিগ্রাহ্যা গোত্রঞ্চ চরণৈঃ সহ॥" আকৃতি গ্রহণা জাতি এ অংশের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে অপর ভাগের অর্থাৎ "লিঙ্গানাঞ্চ ন সর্ব্বভাক" এই অংশের অর্থ বলা যাইতেছে। ইহার অর্থ এই, সকল চিহ্নকে ভজনা না করিলেও জাতি বলা যায়। এই অভিপ্রায়ে ভাষা পরিচ্ছেদকার বলিলেন,

"সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ।
দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিস্তু সত্তা পরতয়োচ্যতে॥
পরভিন্নাতু যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে।
ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাৎ ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ॥

সামান্য অর্থাৎ জাতি দুই প্রকার; পরা জাতি ও অপরা জাতি। দ্রব্য গুণ কর্ম্ম এই তিন পদার্থবৃত্তি যে সত্তা, সে পরা জাতি, পরাভিন্না যে জাতি, সে অপরা জাতি। ব্যাপকত্ব থাকিলে পরা, আর ব্যাপ্যত্ব থাকিলে অপরা জাতি। এই সকল প্রমাণ দ্বারা ইহাই স্থির হইল যে গোত্ব মনুষ্যত্বাদি পরা জাতি; আর ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব অপরা জাতি। এই প্রকারে ক্রমেই জাতি শব্দের অর্থের বিস্তার হইয়া আসিতে লাগিল।

মহর্ষি গোতম ন্যায় দর্শনে জাতি সম্বন্ধে অনেক লক্ষণের অবতারণা করিয়াছেন। এস্থলে সমুদয় উদ্ধৃত করিলে বহু বিস্তার হইয়া পড়ে। আর দুটী মাত্র সূত্রের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। "আকৃতির্জ্জাতিলিঙ্গাখ্যা।" "সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ।" প্রথমোক্ত সূত্রটীর অর্থ এই, যাহার দ্বারা জাতি এবং জাতির বিশেষ চিহ্ন সকল কথিত হয়, তাহাকে আকৃতি বলা যায়। কায়ব্যূহাদি দ্বারা গোমনুষ্যাদির অনুমান হয়। দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ এই যে সমান বুদ্ধিকে জন্মায়, সেই জাতি; অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু হইলেও অপর শ্রেণীর বস্তু হইতে ইহা পৃথক, এইরূপ প্রতীতি জন্মে। বস্তুতঃ যদ্দ্বারা এক শ্রেণীর বহু ব্যক্তির জ্ঞান হয়, সেই জাতি। যথাঃ—সকল গোতে এক গোত্ব, সকল মনুষ্যে এক মনুষ্যত্ব।

ভগবান্ মনু প্রভৃতি যে যে স্থানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের উল্লেখ করিয়াছেন, প্রায় সর্ব্বত্রই বর্ণশব্দ ব্যবহার করিয়াছেন এবং সঙ্করোৎপন্নদিগকে বর্ণসঙ্কর কহিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে প্রায় ব্রাহ্মণাদি জাতি শব্দ দ্বারা উল্লিখিত হন নাই; সঙ্করোৎপন্নদিগকেও জাতিসঙ্কর বলা হয় নাই।

মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে ঋষিগণ যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহাতেও বর্ণশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

"ভগবন্ সর্ব্ববর্ণানাং যথাবদনুপূর্ব্বশঃ।
অন্তরপ্রভবাণাঞ্চ ধর্ম্মান্নোবক্তুমর্হসি॥"

কুল্লূকভট্ট ব্যাখ্যাতে বলিলেন "বর্ণা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাঃ সর্ব্বে চ তে বর্ণাশ্চেতি সর্ব্ববর্ণাঃ॥"

হে ভগবন্ সকল বর্ণের এবং অন্তরপ্রভবদিগের যাহার যে ধর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক বলিবার নিমিত্ত আপনিই যোগ্য। মনু স্বয়ং ঐ অধ্যায়ের ১০৭ শ্লোকে বলিলেন "চতুর্ণামপি বর্ণানাং আচারশ্চৈব শাশ্বতঃ।"

এস্থলে বর্ণচতুষ্টয়ের উল্লেখ করিলেন। বিষ্ণুসংহিতাতেও ঐরূপ বর্ণ

শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। " ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যঃ শূদ্রাশ্চেতি বর্ণাশ্চত্বারঃ।" যে কারণে মনুষ্যসকল চারি বর্ণে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা পদ্মপুরাণে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। প্রথমতঃ মহর্ষি নারদ বলিলেন " ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ লোহিতঃ। বৈশ্যাস্য পীতকোবর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা।" ব্রাহ্মণ গৌরবর্ণ ক্ষত্রিয় লোহিতবর্ণ বৈশ্য পীতবর্ণ শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ। ইহা শুনিয়া মান্ধাতা প্রশ্ন করিলেন, " চাতুর্ব্বর্ণাস্য বর্ণেন যদি বর্ণোবিভজ্যতে। সর্ব্বেষাং খলু বর্ণনাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ।" চাতুর্ব্বর্ণ্যের যদি বর্ণ দ্বারা বর্ণ বিভাগ করিতে হয়, তবে সকল বর্ণের মধ্যে বর্ণসঙ্কর কেন দেখা যায় ইত্যাদি। তদুত্তরে মহর্ষি নারদ বলিলেন " ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ। ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতং।" জগৎ ব্রহ্মময়, বর্ণের বিশেষ নাই, ব্রহ্মকর্তৃক সৃষ্ট মনুষ্য কর্ম্মদ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হয় ব্রাহ্মণাদির শুক্লাদি বর্ণের যে উল্লেখ হইয়াছে, তাহা প্রকৃত শারীরিক বর্ণানুসারে হয় নাই, শ্রেষ্ঠতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্ণের উল্লেখ করা হইয়া থাকিবে। পুরাণে দেখা যায়, ব্রাহ্মণসকল এক বর্ণের ছিলেন না এবং ক্ষত্রিয়েরাও এক লোহিতবর্ণ ছিলেন না। ব্যাসদেব কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন, রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ছিল। ফলতঃ কর্ম্মানুসারে যে বর্ণ বিভাগ হইয়াছে, ইহাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়।

উল্লিখিত প্রমাণ ও যুক্তিসকলের সমালোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে কোন এক আদি দম্পতী হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইয়াছে। সেই আদিম সময়ে মনুষ্য বলিলে একটী পদার্থ বুঝা যাইত; পরে মনুষ্য ক্রমে জাতিশব্দের বাচ্য হয়। তৎপরে কর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ এক মনুষ্য চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি বর্ণে বিভক্ত হয়। এই সময় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন " সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে বৈ সজাতয়ঃ। অনিন্দ্যেষু বিবাহেষু পুত্রাঃ সন্তানবর্দ্ধনাঃ।" সবর্ণ হইতে সবর্ণাতে সজাতি সন্তান জন্মে; অনিন্দিত বিবাহে সন্তানবর্দ্ধক পুত্র হয়। এই প্রমাণ দ্বারা এবং পূর্ব্ব যে অপরা জাতি বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে এক এক বর্ণের সন্তান এক এক জাতি হইল; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চারি জাতি হইল। তৎপরে পরস্পর চারি জাতির সংসর্গে অনুলোম বিলোমে যে সকল সঙ্করজাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারাও এক একটী জাতি হইল। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, কর্ম্ম অর্থাৎ ব্যবসায় দ্বারা বর্ণ নির্দ্দেশ হয়। পরে ঐ বর্ণস্থলে

জাতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। বর্ণসঙ্করদিগের পৃথক পৃথক ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে তাহারাও পৃথক পৃথক এক এক জাতি হইল। যথা—মাহিষ্য, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি। এইরূপে কুম্ভকার মালাকার তন্তুবায় তৈলিক সূত্রধর প্রভৃতি অসংখ্য জাতি হইতে লাগিল। ফলতঃ ব্যবসায় দ্বারা এক মনুষ্যজাতি অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত হইল। সমস্ত ভূভাগের মধ্যে ভারতবর্ষই এ সম্বন্ধে অন্যান্য ভূভাগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগে এ প্রকারে জাতিবিভাগ হয় নাই; কিন্তু অন্য প্রকারে হইয়াছে। পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্য যে একজাতি, পৃথিবীর কোন ভূভাগের লোকেই তাহা স্বীকার করেন না। পৃথিবীর এক এক ভূভাগের মনুষ্য এক এক জাতি বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। যথা—ভারতবাসিরা হিন্দু, ইংলণ্ডবাসী ইংরাজ, ফ্রান্সবাসী ফরাসী, রুশবাসী রুশিয় এবং তুরস্কবাসী তুর্কী হইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে জাতিবিভাগ সম্বন্ধে ভারতবর্ষই সকলের অগ্রগণ্য। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার বঙ্গদেশ এতৎসম্বন্ধে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

এক সময়ে এই বঙ্গদেশে মহারাজ বল্লাল সেন উদিত হইয়া ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতি প্রধান প্রধান জাতির মধ্যে আর এক প্রকার জাতি বিভাগ করিয়া দিগন্তব্যাপিনী কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছেন। যদিও এই বিভক্ত জাতিসকল প্রকৃত প্রস্তাবে জাতি-শব্দ-বাচ্য হয় নাই; কিন্তু জাতিবিভাগের ফলে পরিণত হইয়াছে। জাতিবিভাগের প্রধান ফল এই যে একজাতি অন্য জাতির অন্ন জল গ্রহণ করেন না এবং পরস্পর কন্যা আদান প্রদান করেন না। এ জাতিবিভাগেও সে ফলটী ফলিয়াছে। যথাঃ—প্রথমতঃ রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রধান দুটী জাতির সৃষ্টি হয়। এই দুই জাতির মধ্যে আবার কুলীন শ্রোত্রিয় ভঙ্গ বা কাপ প্রভৃতি নানা জাতি হইল। ইতিমধ্যে আবার কুলাচার্য্য মহাশয়গণ মেল প্রভৃতির সৃষ্টি করিয়া অসংখ্য জাতি প্রস্তুত করিলেন। এই জাতিবন্ধন এত দৃঢ়তর হইল যে অন্ন জল গ্রহণ দূরের কথা, এক জাতি অপর জাতিকে স্পর্শ করিলেও জাতিপাত হয়; এমন কি সোদর ভ্রাতৃগণও পরস্পর এক এক জাতিতে সন্নিবিষ্ট হইলেন। এই জাতি বিভাগে বঙ্গের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা চিন্তাশীল সভ্য মহোদয়গণ দিব্য চক্ষে দেখিতেছেন। বঙ্গসমাজের অধঃপতনের প্রধান কারণই কৌলীন্যপ্রথারূপ জাতি বিভাগ।

এই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষাবলে বঙ্গীয় অনেক যুবক

সুশিক্ষিত মার্জ্জিতমনা কুসংস্কারবিহীন হইয়াছেন। তাঁহাদের হইতে বঙ্গ সর্ব্বপ্রকারে উপকৃত হইবে, এমত আশা জন্মিয়াছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গের আশানুরূপ ফলে বঞ্চিত হইবার লক্ষণ দেখিতেছি। এই সুশিক্ষিত মার্জ্জিতমনা যুবকমণ্ডলও ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আপন আপন দলের পুষ্টিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্যবসায় দ্বারা এক প্রকার জাতিবিভাগ হয়। সে সূত্র অবলম্বন করিয়া বিচার করিলে এক্ষণে আরও অনেক জাতির নাম করা যাইতে পারে। যথা—রাজা, জমীদার, তালুকদার, হাকিম, উকীল, বারিষ্টার, মোক্তার ইত্যাদি। ইহাঁরাও পরস্পর ব্যবসায়ানুসারে পৃথক্ পৃথক এক একটী জাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এক জাতি অন্য জাতির সহিত মিলিতে ঘৃণাবোধ করেন। ধর্ম্ম সংক্রান্ত সম্প্রদায় দ্বারাও আর এক প্রকার জাতি বিভাগ হইয়াছে। এ সকল জাতিরও সংখ্যা করা সহজ নহে।

জাতিবিভাগ নিবন্ধন পৃথিবীর যে ইষ্টানিষ্ট ঘটিয়াছে, এক্ষণে তদ্বর্ণনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। জাতিবিভাগই জাতিবৈষম্যের এবং জাতি-বৈষম্য পৃথিবীর সুখবিলোপের বীজ। জাতিবৈষম্যই মনুষ্যের পরস্পর দ্বেষ হিংসা পৈশুন্য জন্মাইবার কারণ। জাতিবৈষম্যই মনুষ্যের পরস্পর শত্রুতা মিত্রতা ও আত্ম পর ভাব ঘটাইবার মূল। জাতিবৈষম্যের সহিত জাত্যভিমানের ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ থাকাতে সকল জাতিই পরস্পর আপনাকে বড় বলিয়া মনে করে। স্ব স্ব জাতির গৌরব ও স্বার্থ রক্ষার জন্যই দেশ আক্রমণ লুণ্ঠন শোণিতপাত নরহত্যা প্রভৃতি নানা প্রকার দুষ্কর্ম্ম ঘটিয়া থাকে।

জাতি বৈষম্যই মনুষ্যের বলক্ষয়ের কারণ। এই জাতি বৈষম্য না ঘটিলে মানুষ সম্পূর্ণ বলে বলীয়ান্ থাকিত। জাতি বিভাগে সেই বলও বিভক্ত হইয়াছে।

তথাপি ইউরোপ খণ্ডের এক দেশের মনুষ্য এক এক জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া ঐ বৃহত্তর বলের বৃহত্তর অংশ এক এক দেশে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। এজন্য তাহারা এ পর্য্যন্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে নাই। দুর্ভাগ্য ভারত, বিশেষতঃ বঙ্গ, এক হিন্দু জাতির অবান্তর অসংখ্য জাতির সৃষ্টি করিয়া ঐ বৃহত্তর বলের নানা অংশ করিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে।

অন্য জাতি যে ভারতবর্ষকে নিপীড়িত ও পদদলিত করিয়াছে, তাহার

কারণই এই জাতি-বৈষম্য। অন্য দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা কম নয়, তথাপি যে ভারত এত দুর্ব্বল, তাহার কারণ কেবল জাতি-বৈষম্য। ভারতবর্ষের বলক্ষয় যে কেবল আজ কাল হইয়াছে, তাহা নয়; যে সময় ভারতের মনুষ্য চারি জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে, এবং যে সময়ে এক ক্ষত্রিয় জাতির হস্তে রাজ্য রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছে, সেই সময়েই তিন ভাগ বল কমিয়া গিয়াছে। আবার সেই ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে ইনি—সূর্য্যবংশ, ইনি চন্দ্রবংশ, ইনি রাণা, ইনি মহারাণা ইত্যাদিরূপে বংশ ভেদ হইয়া ক্রমে বলের কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। আত্মবিচ্ছেদই সকল অনর্থের মূল। নীতিশাস্ত্রকর্ত্তাদের এই মহাবাক্যটী ভারতবর্ষে সফল হইয়াছে। এক্ষণে আমরা যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, ইহাতে বোধ হয় অতঃপর দম্পতীরাও দুই জনে দুই জাতি বলিয়া পরিচয় দিবে। এই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোকে আলোকিত হইতেছে, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য জাতি-বৈষম্য ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শিক্ষিত মহাত্মারা পৃথক পৃথক কয়েকটী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। আমি বোধ করি পাঠক মহোদয়গণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে জাতিবৈষম্যই ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গের অধঃপতনের মূল কারণ। জাতিবৈষম্যে জগতের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তদ্বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল; এক্ষণে জাতি সাম্যনিবন্ধন যে ইষ্টলাভ হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে।

জাতিসাম্যই সকল উন্নতির মূল; জাতিসাম্যই মনুষ্যত্ব, জাতিসাম্যই জগতের ভ্রাতৃভাব, জাতিসাম্যই সৌহার্দ্দ, জাতিসাম্যই মনুষ্যের বল। যে সময়ে পৃথিবীর সকল মনুষ্য এক জাতি বলিয়া পরিচয় দিত, সে সময় কি সুখের সময় ছিল। কে বলিতে পারে সে সুখ স্বর্গীয় সুখ নহে। হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, ঈর্ষ্যা নাই, কলহ নাই, অমঙ্গলকর কিছুই নাই। এক্ষণে সে সুখের দিন আর নাই। এক্ষণে সকলই বিপরীত। যদি এখনও আমরা জাতিসাম্য লাভ করিতে পারি, যদি একজাতি হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদিগের অসাধ্য কি থাকে? আমরা সাগরকে শুকাইতে পারি, হিমাচলকে সাগর করিতে পারি। জগতের মনুষ্য একজাতি হইলে কি যে এক অভূতপূর্ব্ব মহাবলে বলীয়ান হয়; কি যে এক অভূতপূর্ব্ব মহাবুদ্ধিসম্পন্ন হয়, মনেও তাহার ধারণা করা যায় না। তখন এই পৃথিবীর বহির্ভাগে

দাঁড়াইবার স্থান পাইলে এই পৃথিবীকে একটী লোষ্টের ন্যায় উৎক্ষেপ করা অসাধ্য হয় না। নীতিশাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন "অল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্যসাধিকা। তৃণৈগু'ণত্বমাপন্নৈর্ব্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥" অল্প বস্তু সকলও একত্র সংমিলিত হইলে কার্য্যসাধনের উপযুক্ত হয়; যেমন তৃণ-সকল একত্র করিয়া রজ্জু করিলে মত্ত হস্তীকে বন্ধন করিতে পারা যায়। এই সারগর্ভ মহর্ষিবাক্যটীর প্রতি লক্ষ্য করিলে জাতিসাম্যের যে কি উপাদেয় ফল, তাহা সহজে বুঝা যায়। এক জনের যাহা অসাধ্য, দুই জনের তাহা সুসাধ্য, দশ জনের যাহা অসাধ্য, বিশ জনের তাহা সুসাধ্য। পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যের সাম্যসম্বন্ধে বিশেষ বলিবার প্রয়োজন নাই, জাতিসাম্যের যে কি অনির্ব্বচনীয় উপাদেয় ফল, অন্যান্য মহাদেশ দেশ প্রদেশ সকলের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি এক এক দেশের মনুষ্য এক এক জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের এক বল এক বুদ্ধি এক প্রাণ হওয়াতে তাহারা মহাবল মহাবুদ্ধি মহাপ্রাণ হইয়া দুষ্কর দুঃসাধ্য কার্য্যসকল অনায়াসে সাধন করিতেছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের এত গৌরব এত মান এত অহঙ্কার এত স্পর্দ্ধা কিসে? কেবল জাতিসাম্যে। আমরা এক হইতে উৎপন্ন, আমরা এক জাতি, আমাদিগের এক শোণিত আমরা এক পরিবার, অন্ততঃ এক এক দেশের লোকের এইরূপ জ্ঞান থাকিলেই সকল উন্নতি আসিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় করে। ভারত পঁচিশ কোটী লোকের আবাসভূমি। ভারতভূমি পঁচিশ কোটী লোকের জননী। ভারত সকল রত্নের আকর; ভারতভূমি সর্ব্বশস্যশালিনী। ভারত পুত্রগণ জাতি-সাম্য লাভ করিলে একজাতি একপ্রাণ একমন হইলে এক মহাজাতিতে পরিণত হইতে পারে। সাম্যে যে কি উপাদেয় ফল ফলে, তাহার একটী উদাহরণ দর্শন করিলেই আমার বক্তব্য বিশদ হইয়া উঠিবে। একটী পরগণার ১০ খান গ্রামের লোক একত্র সংমিলিত হইলে একজন বৃহৎ জমিদারও ব্যস্ত হইয়া পড়েন। অতএব ন্যায় ও সত্য পথে থাকিয়া জাতি-সাম্য লাভ করাই পরম উন্নতিলাভের দ্বার। পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতির বিলক্ষণ জাতিসাম্য ও জাতিসংমিলন আছে। কেবল ভারতবাসিরাই জাতিসাম্যের ফলভোগে সর্ব্বতোভাবে বঞ্চিত হইয়াছে। আজ যদি ভারত একপ্রাণ ও একমন হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে বসিবার যোগ্য হইতে পারে। ভারতের কিছুরই অভাব নাই। শস্যসম্পত্তির অভাব

নাই, ধনের অভাব নাই, বিদ্যার অভাব নাই, বুদ্ধির অভাব নাই, বলের অভাব নাই, অভাব কেবল সাম্যের। জাতিসাম্যের অভাবে ভারত দরিদ্র ও দুর্ব্বল হইয়া আছে।

পরস্পর পরস্পরের অন্নগ্রহণ করিলেই যে জাতিসাম্য হয়, তাহা হয় না। পরস্পর কন্যা আদান প্রদান করিলেই যে জাতিসাম্য হয়, তাহাও হয় না। আমার বলিবার উদ্দেশ্যও তাহা নহে। তুল্য অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভিন্ন পান ভোজন কি কন্যা আদান প্রদান শোভা পায় না। যুক্তিতেও তাহা বলে না। আমরা যে সকল দেশের যে সকল জাতির অনুকরণ করিতে ভালবাসি, সে সকল দেশে ও জাতিতেও নীচ শ্রেণীর লোকের সহিত উচ্চ শ্রেণীর একত্র পান ভোজন করিবার রীতি নাই। সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয়েরা নীচ বংশের কন্যা গ্রহণ অথবা নীচবংশীয়কে কন্যা দান করেন না। একত্র পান ভোজন কি কন্যা আদান প্রদান জাতিসাম্যের কারণ নহে। ধর্ম্মসম্বন্ধেও মতভেদে জাতিসাম্যের বিঘ্ন হয় না। দেশান্তরেও এক জাতির মধ্যে ধর্ম্ম ভেদ আছে, কৈ তাহাদের ত তাহাতে জাতিভেদ জ্ঞান নাই। আমাদেরও ত ব্রাহ্মণাদি জাতির মধ্যে কেহ শৈব কেহ বৈষ্ণব কেহ শাক্ত আছেন; কৈ তাহাতে ত জাতিভেদ জ্ঞান হয় না। সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া ধর্ম্মান্ধ হইলেই ভেদ জ্ঞান উপস্থিত হয়।

এই সকল কারণে আমি বলি, জাতিবৈষম্যই সকল অনর্থের মূল এবং জাতিসাম্যই সকল সুখের ও সকল সৌভাগ্যের মূল। আমরা এক আদি দম্পতী হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমরা একজাতি, আমরা এক দেশবাসী, আমরা এক উপাদানে নির্ম্মিত, আমাদের এক শোণিত, আমাদের এক প্রাণ, এক বুদ্ধি, আমরা এক মনুষ্য, আমাদের একের উন্নতি বা আমাদের একের অবনতি হইলে সকলের উন্নতি বা অবনতি হয়, এইরূপ জ্ঞানই জাতিসাম্য। এইরূপ জাতিসাম্যের চেষ্টা করা ভারতবাসীর একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীনীলকমল শর্ম্মা—লাহিড়ি।
রঙ্গপুর নওয়াবগঞ্জ।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দেবগণ বাসায় আসিয়া দেখেন উপো একখানি ইংরাজী পত্র খুলিয়া বাঙ্গলা ভাষায় তরজমা করিতেছে। দেবতারা উপবেশন করিয়া কহিলেন “উপোর যে আজ লেখা পড়ায় বড় আঁট। গান শোনা নাই এক মনে বসিয়া লিখিতেছে। ও কাগজ খানার নাম কি ?”

উপো। হিন্দু পেট্রিয়ট।

ব্রহ্মা। কি ?

বরুণ। হিন্দু পেট্রিয়ট। সুপ্রসিদ্ধ বাবু কৃষ্ণদাস পাল ইহার সম্পাদক।

ব্রহ্মা। বাঙ্গালীতে এত বড় খবরের কাগজখানা পরভাষায় লেখেন! এ ব্যক্তিটে ত বড় কম লোক নন।

বরুণ। আজ্ঞে! এক্ষণে অনেক বাঙ্গালী বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদ পত্র লিখিতেছেন; বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন প্রাত্যহিক মিরার পত্র বাহির করিতেছেন; এই পেট্রিয়ট কাগজ খানি বহু দিনের। প্রথমে ইহা ৺ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা সম্পাদিত হয়; তৎপরে বাবু কৃষ্ণদাস পাল ইহার সম্পাদকতা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পেট্রিয়ট দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার হইয়াছে; ইহাতে রাজনৈতিক বিষয় সকলের বিশেষ আন্দোলন করা হয়।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি আমাকে কৃষ্ণদাসের জীবন চরিত্র বল।

বরুণ। ইনি ১৮৩৮ অব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে ওরিএণ্টাল সেমিনারীর বাঙ্গালা পাঠশালায় লেখা পড়া শিখেন। ১৮৪৮ অব্দে পাঠশালার পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইয়া এক রৌপ্য পদক প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসরেই ঐ বিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে পড়িতে আরম্ভ করেন। ১৮৫২ অব্দে ইনি ফ্রি ডিবেটিং ক্লবের সভ্যপদ প্রাপ্ত হন। ইহাতে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা জন্মে। ইহার পর ইনি মিল নামক একজন পাদ্রি সাহেবের নিকট বাইবেল পাঠ করেন। ১৮৫৫ অব্দে মেট্রপলিটন কলেজ সংস্থাপিত হইলে ইনি ঐ কলেজে ভর্ত্তি হন এবং ১৮৫৬ অব্দ হইতে ইনি ইংরাজী পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৫৭ অব্দে কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং ঐ বৎসরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার সহকারী সম্পাদক এবং ইহার কিছু দিন পরে হিন্দুপেট্রিয়টের লেখক হন। ১৮৬০ অব্দে ঐ কাগজের সম্পা-

দক হইয়াছেন। ১৮৬৩ অব্দে ইনি অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট ও ১৮৭৬ অব্দে মিউনিসিপাল কমিশনর এবং ১৮৭৯ অব্দে বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। ইনি একজন সদ্বক্তা, ১৮৬৭ অব্দের দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে ইহাঁর বক্তৃতা, ১৮৭০ অব্দের ইনকম ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বক্তৃতা এবং বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার কতকগুলি বক্তৃতা বিশেষ উৎকৃষ্ট ও গণনীয়। ইনি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। ১৮৬৬ অব্দে ইনি নব্য বাঙ্গালীদিগের পক্ষসমর্থন করিয়া যে প্রস্তাব লেখেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৫৯ অব্দে ইনি বিদ্রোহ ও প্রজামণ্ডলী নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে এ দেশীয়েরা যে রাজভক্তিবিহীন নহে তাহা সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। ১৮৬০ অব্দে ইনি নীলের চাস এবং ১৮৬৫ অব্দে জলের কল সম্বন্ধে ২। ১ টী প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করেন। ১৮৭৩ অব্দে ইহাঁকে ১৫০০ শত টাকা বেতনে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর সহকারী সভাপতির পদ প্রদানের প্রস্তাব হইলে ইনি ঐ পদ গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলেন " কোন বিশেষ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা আমি প্রকৃত স্বদেশানুরাগীর ন্যায় দেশের সাধারণ হিতকর কার্য্যে আজীবন নিযুক্ত থাকিতে ইচ্ছা করি। "

ব্রহ্মা। সাধু! সাধু! আহা! কৃষ্ণদাস পাল দীর্ঘজীবী হউন।

ইন্দ্র। দেখ বরুণ? এ প্রকার মহাত্মাদিগের জীবন চরিত শুনিলে মনে বড় আহ্লাদ হয়, তুমি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়েরও জীবন চরিত বল।

বরুণ। ইনি ১২৩১ অব্দে ইংরাজী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্র। এজন্য মাতুলালয়ে জন্ম হয় এবং সেই স্থানেই প্রতিপালিত হন। বাল্যকালে ভবানীপুরের একটী ইংরাজী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কোন আফিসে আট টাকা বেতনের একটী কর্ম্ম হয়। ১৮৫০ অব্দে ইনি সৈনিক কার্য্যালয়ে ২৫ টাকা বেতনে একটী কর্ম্ম পান এবং কার্য্যদক্ষতা গুণে এক বৎসর পরে ঐ আফিসে এক শত টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। ক্রমে ইনি মিলিটারি অডিটের সম্মানসূচক এবং ভারবহপদ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন " হিন্দু ইন্টেলিজেন্সর " নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রে ইনি রীতিমত লিখিতেন; কিন্তু সম্পাদকের সহিত বিবিধ কারণে বিবাদ হওয়ায় ঐ পত্রে লেখা বন্ধ করেন। ইহার পর পেট্রিয়ট পত্রের সৃষ্টি হইলে তাহাতে লিখিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু সম্পাদকের ক্ষতি হওয়ায় তিনি কাগজের স্বত্ব হরিশ বাবুকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। হরিশ বাবুর যত্নে এই কাগজের যথেষ্ট আয় হয় এবং দেশবিখ্যাত হইয়া উঠে। সেপাহি বিদ্রোহের সময় যখন রাজপুরুষেরা সন্দেহ করেন যে, বাঙ্গালীরাও রাজবিদ্রোহী হইয়াছে, তখন শুদ্ধ এই হরিশ বাবুর লেখায় তাঁহারা জানিতে পারেন যে বাঙ্গালীর ন্যায় রাজভক্ত জাতি দ্বিতীয় নাই। ইনি ভবানীপুরে একটী সভা করিয়াছিলেন। ঐ সভায় কঠিন শাস্ত্রসকলের আন্দোলন হইত। নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচার হরিশ বাবুই নিজ পত্রে লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর করেন ও এই উপলক্ষে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার ও অর্থ ব্যয় করেন। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার একজন সভ্য ছিলেন। ইনিই ঐ সভা স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী। ভারতবাসীর দুঃখ ইংলণ্ডীয় মহাসভার গোচর করা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। ১২৬৪ সালের ১১ ই আষাঢ় ইহার মৃত্যু হয়।

নারায়ণ এই সময় কহিলেন, দেখ বরুণ আমার শরীর এমন পাণ্ডুবর্ণ হইল কেন? মুখ দিয়ে অনবরত জল উঠিতেছে ইহার কারণ কি?

বরুণ। তোমার লোণা লাগিয়াছে।

লোণা লাগার কথা শুনিয়া দেবগণ শঙ্কিত হইয়া বরুণের মুখের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। পিতামহ কহিলেন "য়্যাঁ! লোণা লেগেছে! লোণা লাগা কি? লোণা লাগাতে প্রাণহানি হয় না ত?"

বরুণ। না ওতে কোন ভয় নাই, স্বর্গ মিঠে দেশ এবং কলিকাতা লোণা দেশ, তজ্জন্যই ওরূপ হইয়াছে।

ইন্দ্র। আমাদেরও লোণা লেগেছে, এক্ষণে ইহার ঔষধ কি?

বরুণ। ঔষধ শীঘ্র পলায়ন কর, নচেৎ যত গ্রীষ্ম বাড়িবে লোণা লাগাও বৃদ্ধি হইতে থাকিবে।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি যত সত্বর পার কলিকাতা দেখাইয়া আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া চল।

আহারান্তে নারায়ণ ও দেবরাজ বিমর্ষভাবে শয়ন করিলেন দেখিয়া পিতামহ কহিলেন "তোমরা উদ্বেগ করিও না, কোন পীড়া হইলে চিন্তা করিতে নাই, চিন্তা করিলে রোগের শান্তি না হইয়া বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা। তোমাদের ভয় কি? স্বর্গে যাইলে ধন্বন্তরি দুই দিনে ভাল করিয়া দেবেন। এক্ষণে বরুণ দু এক খানি বাঙ্গলা পুস্তক পাঠ কর

শোনা যাক। বরুণ তৎশ্রবণে পদ্মিনীর উপাখ্যান পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে পিতামহ কহিলেন " এ কেতাব খানা লিখচে ভাল, বরুণ এ গ্রন্থকারের নাম কি ?

ইহাঁর নাম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি ১৭৪৮ অব্দে কালনার সন্নিহিত বাকুলিয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ রামনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলাল বাল্যাবস্থায় মিসনারি স্কুলে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া হুগলী কলেজে কিছু দিন ইংরাজী শিক্ষা করেন। শারীরিক পীড়া নিবন্ধন বিদ্যালয়ে অধিক পড়া শুনা করিতে পারেন নাই। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর নিজের যত্নে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। বাল্যকালাবধি ইহাঁর কবিতা রচনায় বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল এবং মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করিতেন। ১৮৫৫ অব্দে এডুকেশন গেজেট প্রচারিত হইলে ইনি তাহার সহকারী সম্পাদক হন। ১৮৫৮ অব্দে এই পদ্মিনী উপাখ্যান প্রচার করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে প্রথমে ইনি ইনকম ট্যাক্সের আসেসর তৎপরে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬২ অব্দে ইহাঁর প্রণীত কর্ম্ম-দেবী এবং ১৮৬৮ অব্দে সুরসুন্দরী নামক কাব্য প্রচারিত হয়। ইহার কাব্য-গুলি ইতিহাসমূলক। এই সকল গ্রন্থ ভিন্ন ইনি " বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ " ও " শরীরসাধিনী বিদ্যার গুণকীর্ত্তন " নামক আর দুইখানি পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত কুমার সম্ভব কাব্যের বাঙ্গালা অনুবাদও ইহাঁ দ্বারা হইয়াছে।

উপ। কর্ত্তাজেঠা এই বইখানায় মাতৃস্নেহ কেমন লিখচে শোন। বলিয়া পাঠ করিতে লাগিল।

পিতামহ শ্রবণ করিয়া কহিলেন " এ লেখকও মন্দ নহে। বরুণ, ঐ পুস্তকের এবং লেখকের নাম কি ?

বরুণ। পুস্তকের নাম সুধীরঞ্জন। ইহাঁর প্রণেতা ৺ দ্বারকানাথ অধি-কারী। ইনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোঁসাইদুর্গাপুর নামক গ্রামে অধি-কারিবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। প্রভাকর পত্রে প্রায়ই ইনি পদ্যে গদ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। বিদ্যা-লয় পরিত্যাগের পর ইনি কৃষ্ণনগরের একটী বিদ্যালয়ে মাষ্টারি করিতেন। ১২৬৪ সালে অতি অল্প বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়, সুতরাং সুধীরঞ্জন ব্যতীত আর পুস্তক লিখিতে পারেন নাই।

অপরাহ্ণে দেবগণ নগর ভ্রমণে বাহির হইবার সময় উপোকে ডাকিলেন। উপো কহিলেন " আপনারা যান আমি আজ যাব না, বড় হাত পা কামড়াচ্চে। পিতামহ তৎশ্রবণে তাহাকে যাইতে নিষেধ করিয়া সকলে হাটখোলায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা এই স্থানে উপস্থিত হইয়া যে দিকে চাহেন দেখেন কোন গদীতে চাউলের যেন পাহাড় সাজান রহিয়াছে। কোন গদীতে গম ও অন্যান্য শস্যসকল স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে। কোন কোন গদীতে ঘৃত, চিনি, লবণ, পাট ঠাসা রহিয়াছে। ছোট ছোট দোকানও বিস্তর রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন " এই স্থানের নাম হাটখোলা। এখানে চাউল, ধান, গম, তুলা, ঘৃত, চিনি, লবণ, পাট, পেয়াজ, রশুন, লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতির বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোকান আছে। এই স্থানে অনেক ধনী মহাজনের উপরি উক্ত দ্রব্যসকলের আড়ত ও গদী আছে। উক্ত মহাজনদিগের মধ্যে অধিকাংশই পূর্ব্বদেশীয় বাঙ্গাল। কোন ব্যক্তি দ্রব্যাদি এখানে চালান দিলে আড়তদারেরা ক্রয় করিয়া তৎক্ষণাৎ টাকা দেয়।

এখান হইতে দেবগণ এক দিকে যাইতেছিলেন, লঙ্কা মরিচের ঝাঁজে খক্ খক্ করিয়া কাশিয়া মুখে কাপড় দিয়া অপর দিক দিয়া দরমাহাটার মধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বরুণ কহিলেন " এই স্থানের নাম দরমাহাটা, এখানেও বিস্তর মহাজনের গদী আছে। এখান হইতে সকলে শোভাবাজার দেখিয়া একটী বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে দেবরাজ কহিলেন " বরুণ! এ সুন্দর বাড়িটী কাহার ?

বরুণ। ইহারই নাম শোভাবাজারের রাজবাড়ী। মহারাজ নবকৃষ্ণ এবং রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ী এই।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি আমাদিগকে মহারাজ নবকৃষ্ণ প্রভৃতির জীবনচরিত বল।

বরুণ। মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর ১১৩৯ সালে (১৭৩২ খ্রীঃ অব্দে) গোবিন্দপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম দেওয়ান রামচরণ দেব। ইহাঁরা জাতিতে কায়স্থ। নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং ভদ্রাসন বাটী ভাগীরথীতে ভাঙ্গিয়া পড়ায় ইহাঁর মাতা পুত্র কন্যাগণকে লইয়া শোভাবাজারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ইনি মাতার যত্নে ও নিজের মেধাবলে অল্প বয়সে পারস্য ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহা ব্যতীত বাঙ্গালা, উর্দ্দু, আর্ব্বি ও

ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি কলিকাতার নূতন বাজারের নকুড়ধরের নিকট চাকরীর উমেদারি করিতে থাকেন এবং তাঁহার দ্বারা ইংরাজদিগের সহিত পরিচয় করিয়া লন। তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিং সাহেবকে পারস্য ভাষা শিখাইবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হন। উক্ত সাহেব এই সময় কোম্পানীর একজন কেরাণী ছিলেন। ইনি নবকৃষ্ণকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ১৭৫৩ অব্দে হেষ্টিং সাহেব মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কাশিম বাজারের কুঠিতে প্রেরিত হইলে নবকৃষ্ণকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ইহার পর তিনি ৬০ টাকা বেতনে নবকৃষ্ণকে কোম্পানীর মুন্সিগিরি কাজ করিয়া দেন। তজ্জন্য প্রথমে ইহাঁর নব মুন্সী নাম হয়। ইনি মুন্সিগিরি কার্য্যে এমন পারদর্শিতা লাভ করেন যে, সময়ে সময়ে ক্লাইব সাহেব ইহাঁকে দুরূহ দৌত্যকার্য্যেরও ভার দিতেন। যে সময়ে সিরাজ উদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণেচ্ছায় আসিয়া হালসীবাগানে উমিচাঁদের উদ্যানে শিবির সংস্থাপন করেন, মুন্সি নবকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের বাসনায় উপঢৌকনসহ যাইয়া দূতের কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনিই আসিয়া নবাবের সৈন্যসংখ্যা কম বলায় ক্লাইব তৎপর দিন প্রত্যূষে আক্রমণ করেন। লর্ড ক্লাইবের এই বীরত্ব দর্শনে ভীত হইয়া নবাব সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন। সিরাজ উদ্দৌলা পলাশী সংগ্রামে পরাজিত হইলে তাঁহার যে ধনাগার লুণ্ঠন করা হয়, তাহাতে দুই কোটী টাকার অধিক ছিল না। ঐ টাকা ক্লাইব প্রভৃতি বিভাগ করিয়া লন; কিন্তু সিরাজের অন্তঃপুরে আর একটী যে গুপ্ত ধনাগার ছিল, তাহাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যাদিতে প্রায় আট কোটী টাকার সম্পত্তি ছিল। ঐ টাকা মীরজাফর, আমীর বেগ খাঁ, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপে নবকৃষ্ণ এককালে প্রায় ক্রোর টাকা প্রাপ্ত হন। লর্ড ক্লাইব দ্বিতীয় বার ভারতবর্ষে আসিয়া নবকৃষ্ণের উপর মহারাজ বলবন্ত সিংহের সহিত কাশীর এবং সিতাব রায়ের সহিত বেহারের বন্দোবস্ত করিবার ভারার্পণ করিলে তিনি তাহাও অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহাতে ক্লাইব সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে প্রথমে নবকৃষ্ণের "রাজা বাহাদুর" ও তৎপরে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধির সনন্দ আনিয়া দেন এবং কোম্পানীর বাঙ্গালা, বেহার উড়িষ্যার দেওয়ানীর রাজনৈতিক মুৎসুদ্দি পদে অভিষিক্ত করেন। রাজা বাহাদুর উপাধির সনন্দ প্রদান সময় লাট সাহেব কলিকাতায় একটী দরবার করেন এবং কলিকাতাস্থ যাবতীয় ইংরাজকে

নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নবকৃষ্ণকে একটী স্বর্ণ পদক, মূল্যবান পরিচ্ছদ, তরবারি এবং মুক্তাদি বহুমূল্য রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণের উপর মুন্সীর দপ্তর ব্যতীত আরজবেগী দপ্তর, জাতিমালা কাছারি, ধনাগার, ২৪ পরগণার মাল আদালত ও তহশীল দপ্তরের ভার ছিল। নবকৃষ্ণের ধন ও মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি দেখিয়া তাঁহার কতিপয় শত্রু ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নামে উৎকোচ গ্রহণের মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করে। কিন্তু বিচারে ইনি নির্দ্দোষ হওয়ায় শত্রুদিগের দণ্ড হয়। ১৭৭৮ অব্দে হেষ্টিং সাহেব নবকৃষ্ণকে নপাড়া প্রভৃতি গ্রামের বিনিময়ে স্থতানুটীর তালুকদারী প্রদান করেন।

ইন্দ্র। স্থানের নাম সুতানুটী হয় কেন?

বরুণ। বড় বাজারের শেট ও বসাকেরা কলিকাতার আদি অধিবাসী। ইহাঁরা হোগলবন কর্ত্তন করিয়া বাস করায় ইহাদিগকে জঙ্গলকাটা বাসিন্দা কহে। ইহাঁরা জাতিতে তন্তুবায়, ইহাঁদের সুতার নুটী হাটখোলা প্রভৃতি স্থানে রৌদ্রে শুকাইত, এজন্য ঐ স্থানের নাম সুতানুটী হয়।

ব্রহ্মা। তাহার পর নবকৃষ্ণের বিষয় বল।

বরুণ। ১৭৮০ অব্দে নবকৃষ্ণ বর্দ্ধমানের নাবালক রাজা কুমার তেজচন্দ্র বাহাদুরের অছি নিযুক্ত হন। নবকৃষ্ণ একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি বৎসর বৎসর বাটীতে দুর্গোৎসব করিয়া দীন দুঃখিকে অকাতরে অন্ন বস্ত্র দান করিতেন। তদ্ভিন্ন নগরস্থ হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ, য়িহুদি প্রভৃতিকেও নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভোজ দিতেন। এই উৎসব উপলক্ষে লাট সাহেব ও প্রধান প্রধান রাজপুরুষেরা ইহাঁর বাটীতে আসিতেন। ইনি স্বভবনে গোপীনাথ ও গোবিন্দজী নামক দুটী দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইনি দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী ও চড়কের সময়েও বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতেন। এই সমস্ত কার্য্য তাঁহার উত্তরাধিকারিরাও অদ্যাপি করিয়া থাকেন। ইহার পুত্র না হওয়ায় অগ্রজের তৃতীয় পুত্র গোপীমোহনকে দত্তক গ্রহণ করেন। নবকৃষ্ণ মাতৃশ্রাদ্ধে অতি সমারোহ করিয়াছিলেন। এমন কি কাঙ্গালিদিগের জন্য বাজারে চাউল, গাছে পাতা এবং ক্ষেত্রে তরকারি ছিল না এবং কুমারটুলিতে হাঁড়ি কলসী পর্য্যন্ত পাইবার যো ছিল না। এই উপলক্ষে তাঁহার নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। অনেকে বলেন, শ্রাদ্ধোপলক্ষে নানা দেশ হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালীগণ আগমন করাতে স্থানটীর চমৎকার শোভা হয়।

তাহাতে শোভাবাজার নাম হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বড়বাজারের শোভা-রাম বসাকের এই স্থানে একটী বাজার থাকায় শোভাবাজার নাম হইয়াছে। ১৭৮২ অব্দে নবকৃষ্ণের চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র জন্মে। তাঁহার নাম রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। পুত্র হইলে নবকৃষ্ণের আহ্লাদের পরিসীমা ছিল না। তিনি এতদুপলক্ষে প্রজাদিগের বাকী খাজনা রহিত করেন। ইহার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৮৪ অব্দে নবকৃষ্ণের দত্তক পুত্র গোপীমোহনের এক পুত্র সন্তান জন্মে; ইনিই মহাত্মা রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর। সুবিখ্যাত "শব্দ কল্পদ্রুম" লিখিয়া ইনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

১৭৯৭ অব্দের নবেম্বর মাসে ৬৫ বৎসর বয়ঃক্রমে, নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। পুত্রাভিলাষে ইনি সাত বিবাহ করেন; তন্মধ্যে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক কন্যা এবং চতুর্থ স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র ও দুই কন্যার জন্ম হয়। ইনি বেহালা হইতে কুল্পী পর্য্যন্ত ১৬ ক্রোশ দীর্ঘ "রাজার জাঙ্গাল" নামে একটী রাস্তা করিয়া দেন। শুনিতে পাওয়া যায়, হেষ্টিং সাহেব তিন লক্ষ টাকা ইহঁার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করেন, তাহা আর পরিশোধ করেন নাই, ইনিও ঐ টাকা লইবার অভিলাষ জানান নাই। ইনি কলিকাতা চিৎপুর রোড হইতে অপার সরকুলার রোড পর্য্যন্ত একটী রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়া নিজের নামানুসারে উহার নাম রাজা নবকৃষ্ণের স্ট্রীট রাখেন। এক্ষণে করণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইবার পর হইতে ঐ রাস্তার পূর্ব্বাংশের নাম হাতিবাগান ষ্ট্রীট হইয়াছে। ইনি বাগবাজার ও কুমারটুলির লোকের স্নানের জন্য দুটী ইষ্টক নির্ম্মিত ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেন এবং শেষোক্ত স্থানে ইহঁার প্রথমা স্ত্রী গঙ্গাযাত্রীদিগের বাসার্থ একটী অট্টালিকা প্রস্তুত করান। পোর্ট কমিশনরের অনুগ্রহে এই বাড়ীটী এক্ষণে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! অতঃপর তুমি রাধাকান্ত দেবের জীবন চরিত বল।

বরুণ। ইনি ১১৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহঁার পিতার নাম গোপীমোহন দেব। এই গোপীমোহন দেবের সংগীতে বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। ইহঁারই যত্নে হাফ আখড়াইর সৃষ্টি হয়। ইনিও একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। যখন সতীদাহ নিবারণ বিষয়ে রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি চেষ্টা করেন, তখন ইনি ধর্ম্মসভার অধ্যক্ষ হইয়া অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১২৪০ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। রাধাকান্ত দেব বাটীতে সংস্কৃত

পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। তদ্ভিন্ন পারসী ও আরবি ভাষাও শিখিয়াছিলেন। ইনি অল্প বয়সে একজন সুশিক্ষিত লোক হন। ইহার পর ইনি কলিকাতা একাডেমিতে ইংরাজী শিক্ষা করেন। ইনি একজন উৎকৃষ্ট রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। এই মহাত্মা নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইয়াও সাহেব সাজেন নাই। হিন্দু ধর্ম্মে ইহাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং এই ধর্ম্মেরই আলোচনা করিতে ভাল বাসিতেন। ইহাঁর পরামর্শে হিন্দুরা মেডিকেল কলেজে পুত্রগণকে পড়িতে দেন, তৎপূর্ব্বে সকলের মনে বিশ্বাস ছিল, ছেলেরা খ্রীষ্টানী পুস্তক পড়িয়া খ্রীষ্টান হইয়া যাইবে। রাধাকান্ত দেব প্রথমে ইংরাজী পুস্তকের অনুকরণে বাঙ্গালা বর্ণ পরিচয় ও নীতি কথা নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ১২২৯ সালে সুবিখ্যাত শব্দ কল্পদ্রুম প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইনি স্ত্রীশিক্ষারও যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। ১২৪২ সালে ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে কলিকাতার জষ্টিস অব দি পিস এবং অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর বৎসর পিতৃবিয়োগ হইলে গবর্ণমেণ্ট হইতে রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি স্কুলবুক সোসাইটি নামক সভার সেক্রেটরি ছিলেন। কৃষি ও উদ্যান কার্য্যের উন্নতি করিবার জন্য যে রাজকীয় সভা আছে, তাহার ইনি সভাপতি ছিলেন। তদ্ভিন্ন ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভাপতি থাকেন এবং লাখরাজ বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া এক সভা করেন। ১২৭৩ সালে ইনি ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট হইতে ভারতনক্ষত্র (ষ্টার অব ইণ্ডিয়া) উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি শেষ দশায় বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করেন। ঐ স্থানে ১২৭৪ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়।

নারা। এক্ষণে এ বাটীতে আছেন কে?

করুণ। নবকৃষ্ণের ঔরসপুত্র রাজকৃষ্ণের ঔরসে তদীয় ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীর গর্ভে শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, দেবীকৃষ্ণ, অপূর্ব্বকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও যাদবকৃষ্ণ নামে আট পুত্র জন্মে। এক্ষণে নবকৃষ্ণের, রাজা কমলকৃষ্ণ ও মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ নামে দুই পৌত্র এবং রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ, রাজা হরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি ঊনবিংশতি প্রপৌত্র এবং কুমার গিরীন্দ্রনারায়ণ, কুমার বরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র ও তিন জন অতি বৃদ্ধ প্রপৌত্র এই রাজবংশে বর্ত্তমান আছেন।

এই সময় কয়েকটী রাজকুমার দরজার বাহিরে আসিয়া দেবগণের প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলেন, তৎপরে বগী হাঁকাইয়া ভ্রমণে যাইলেন।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া বাগবাজারের সিদ্ধেশ্বরী ও মদনমোহন দর্শন করিলেন। বরুণ কহিলেন "এই ঠাকুর পূর্ব্বে বিষ্ণুপুরের রাজার ছিলেন, এক্ষণে একজন গোস্বামীর হইয়াছেন। ইহার পর দেবতারা পাথুরেঘাটার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন "বরুণ! এ সুন্দর বাড়িটী কাহার?"

বরুণ। ইহা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ী। বাড়ীর সম্মুখে ইহাঁর কাছারী বাড়ী। ইনি কলিকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত ধনী ও দাতা। ইনি সৎকার্য্যে বিস্তর দান করিয়া থাকেন।

এখান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন "সম্মুখে বীরুমল্লিকের বাড়ী দেখ। বাড়ীর সম্মুখে আস্তাবল। আস্তাবলের উপর উহাঁর বৈঠকখানা এবং উহার পার্শ্বে প্রমোদকানন নামে একটী উদ্যান আছে। ঐ উদ্যানের মধ্যে নানাপ্রকার পুষ্পবৃক্ষ শোভা করিতেছে। ওদিকে দেখা যাইতেছে, রমানাথ ঠাকুরের বাড়ী। রমানাথ ঠাকুর একজন প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী লোক ছিলেন।

ব্রহ্মা। তুমি রমানাথ ঠাকুরের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১৮০০ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময় কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষোপযোগী কোন বিদ্যালয় না থাকায় ইনি সারবরণ সাহেবের স্কুলে সামান্যমাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঘরে শিক্ষক রাখিয়া নিজের মেধাবলে বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত বিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। ইনি কিছু দিন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ান হন। রাজা রামমোহন রায়ের বিলাত যাত্রার পর ইনি ব্রাহ্মসমাজের একজন ট্রষ্টি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি প্রজার পক্ষ হইয়া গবর্ণমেণ্টের সহিত বাদানুবাদ করিতেন এবং ভূম্যধিকারিদিগের সভার একজন সভ্য ছিলেন। এই সভা উঠিয়া যাইলে ইহাঁর উৎসাহে ও উদ্যোগে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা সংস্থাপিত হয়। রমানাথ ঠাকুর প্রথমে এই সভার সহকারী সম্পাদক ও তৎপরে সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি স্বদেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার উন্নতি জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। ইনি হিন্দুস্কুলের সম্পাদক এবং শিক্ষবিভাগের সদস্য ছিলেন। রামানাথ ঠাকুর কলিকাতার প্রত্যেক সভার এবং মিউনিসিপালিটীর প্রত্যেক

অধিবেশনে যোগ দান করিয়া সাধারণের উন্নতি পক্ষে যত্ন করিতেন। ১৮৫৯ অব্দে রেণ্টবিল সম্বন্ধে যে আন্দোলন চলে ” ইনি তৎসম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিয়া ঐ বিলের দোষ দেখাইয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালা লেজিসলেটিভ কাউন্সেলে উপস্থিত হইয়া প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া তর্ক করিতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় ইঁহারই পরামর্শমত কার্য্য করা হইত। ইনি অতি সদ্বক্তা ছিলেন, প্রত্যেক বিষয়েই বক্তৃতা দ্বারা নিজ মত বাহাল রাখিতেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান করা ইঁহার যেন ব্রতস্বরূপ ছিল। ইনি দেশের লোকের অভাব ও দুঃখ সুন্দররূপ বুঝিতে পারিতেন এবং দুঃখ দুর করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন। রমানাথ ঠাকুর রাজা প্রজায় কিরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহাও বিলক্ষণ জানিতেন। লর্ড নর্থব্রুক ইঁহাকে রাজা ও ষ্টার অফ ইণ্ডিয়া উপাধি প্রদান করেন এবং দিল্লীর দরবারে লর্ড লিটন ইঁহাকে মহারাজ উপাধি দেন। ইঁহার ন্যায় সম্মান লাভ কোন বাঙ্গালীর ভাগ্যে ঘটে নাই। এই মহাত্মা ১৮৭৭ অব্দের জুন মাসে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

এখান হইতে যাইয়া বরুণ কহিলেন “পিতামহ! সম্মুখে শিবকৃষ্ণ দাঁর বাড়ী দেখুন। ইনি দুর্গোৎসবের সময় অতি সমারোহের সহিত পূজা করিয়া থাকেন। প্রতিমার সাজ জর্ম্মণী হইতে আমদানী করা হয় এবং তাহাতে প্রায় তিন হাজার টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

নারা।— ওদিকের ও বাড়িটী কাহার?

বরুণ। মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের। ইনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সংস্কৃত বিক্রমোর্ব্বশী নাটক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইহার পর হুতোম পেঁচার নক্সা রচনা করিয়া বঙ্গভাষায় এক প্রকার নূতন রকমের রচনা দেখান। ইনি দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে সংস্কৃত মূল মহাভারত উৎকৃষ্ট গৌড়ীয় সাধুভাষায় অনুবাদ করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। মহাভারত ইঁহার একটী দৃঢ়তর কীর্ত্তিস্তম্ভ।

ইন্দ্র। সিংহ মহাশয়ের বাড়ীর সম্মুখে ও কারখানাটী কাহার?

বরুণ। শিবকৃষ্ণ দাঁর লোহার কারখানা। ঐ কারখানায় লৌহের চোং ও রেলিং প্রভৃতি কলে ঢালাই করিয়া প্রস্তুত হইতেছে। কালীসিংহ ঐ কারখানাটী উঠাইয়া দিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়া বিফলযত্ন হন।

এখান হইতে যাইয়া তাঁহারা কাঁসারিপটীতে প্রবেশ করিলে বরুণ কহি-

লেন "গুরুচরণ প্রামাণিকের পুত্র তারক প্রামাণিকের বাড়ী দেখুন। গুরুচরণ প্রমাণিক ব্যবসায় দ্বারা বিষয় করেন। ইহাদিগের অনেকগুলি ডক আছে। ইনি অত্যন্ত দাতা ছিলেন। কালী সিংহের পিতা এক সময় গুরুচরণ প্রামাণিককে নামাবলি গাত্রে দিয়া স্নান করিতে যাইতে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিলেম, তাহাতে তিনি ৪০। ৫০ হাজার টাকার বনাৎ কিনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন। তাঁহার পুত্র তারক প্রামাণিকও একজন বিখ্যাত দাতা।

এখান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন "দেবরাজ! ওরিয়েণ্ট্যাল গ্যাস কোম্পানীর কারখানা দেখুন। ইহারা সমস্ত সহরে আলো দেয়। মিউনিসিপালিটীর সহিত ইহাদিগের বিশ বৎসর আলো দিবার কণ্ট্রাক্ট আছে।

সকলে বেলেঘাটায় প্রবেশ করিয়া দেখেন বিস্তর মহাজনের গদী রহিয়াছে। বরুণ কহিলেন "এই স্থানে পূর্ব্ব দেশীয় বালাম চাউল, কমলালেবু এবং চিঙ্গিড়ি মৎস্য ও পদ্মার ইলিস বিস্তর আমদানী হইয়া থাকে।

নারা। ওদিকে ওটা কি?

বরুণ। উহার নাম সুন্দরবন পুলিষ। ওদিকে দেখ মাদ্রাসা কলেজ। ঐ কলেজে ইংরাজী ও পারসীভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, মুসলমান ছাত্রই অধিক। গবর্ণমেণ্ট প্রায় ইহার সমস্ত ভার বহন করেন। উহার ওদিকে দেখা যাইতেছে কলিঙ্গা স্কুল। উহাও গবর্ণমেণ্টের। ও স্কুলেও বিস্তর মুসলমান ছাত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

এখান হইতে যাইলে দেবরাজ কহিলেন "বরুণ! সম্মুখের এটা কি?"

বরুণ। ইহার নাম কমিসরি হাঁসপাতাল। পল্টনের গোরারা পীড়িত হইলে এই স্থানে চিকিৎসা করা হয়। গবর্ণমেণ্ট ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। ওদিকে দেখ—লিউনেটিক এসাইলম। ঐ স্থানে পাগলদিগের চিকিৎসা হয়। এজন্য উহার অপর নাম পাগলা গারদ।

এখান হইতে তাঁহারা টেলিগ্রাফ গুদাম দর্শন করিয়া জিউলজিকেল গার্ডেনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং নানাপ্রকার জীবজন্তু দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! এ স্থানের নাম কি?"

বরুণ। ইহার নাম জিয়োলজিকেল গার্ডেন। অনেক রাজা ও জমিদারের নিকট হইতে চাঁদা করিয়া অর্থ লইয়া এই বাগানটী প্রস্তুত করা হই-

আছে। এখানে বিস্তর জীব জন্তু আছে, চানকের বাগানের যাবতীয় পশু এখানে আনীত হয়। এই বাগানের দর্শনী সোমবারে /০ আনা, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে।০ আনা এবং শনিবারে ৷৷০ আনা। বার্ষিক টিকিট লইলে বুধবার ব্যতীত প্রতিদিন দেখিতে পাওয়া যায়। ২৫ টাকার টিকিট লইলে গাড়ি করিয়া বাগান দেখিতে দেয়। ১৬ টাকা দিলে অশ্বারোহণে দেখিবার হুকুম আছে। এক শত টাকা চাঁদা কিম্বা এককালিন হাজার টাকা দিলে বুধবারে বাগান দেখিতে পাওয়া যায়। চাঁদা ভিন্ন অপরের পক্ষে গাড়িতে এক টাকা ও ঘোড়া এবং পাল্কিতে ৷৷০ আট আনা করিয়া অতিরিক্ত দিতে হয়। এখানে জলবিহার করিবার বোট আছে, এক টাকা দিলে উঠিতে দেয়। মেম্বর ও এককালীন চাঁদাদাতারা সপরিবারে এখানে প্রতিদিন আসিতে পান।

এখান হইতে যাইয়া তাঁহারা বেলভেডিয়ারে ছোট লাটের বাড়ী দেখেন। তৎপরে আলীপুর জেল দেখিতে যান। বরুণ কহিলেন "২৪ পরগণার যত কয়েদী এই জেলে থাকে। তদ্ভিন্ন অপর জেলে কয়েদী সংখ্যা বেশী হইলে এখানে চালান দেয়। জেলের মধ্যে চটের কল, ছাপাখানা ও অন্যান্য কার্য্য কয়েদীদিগের দ্বারা হইয়া থাকে। এমন বৃহৎ জেল কুত্রাপি নাই।

এখান হইতে সকলে বনাৎগুদাম দেখিয়া আলিপুরের জজ আদালত, কালেক্টরী,ফৌজদারী প্রভৃতি কাছারিগুলি দেখেন,তৎপরে টালিগঞ্জে আসিয়া টিপু সুলতানের পুত্রগণের গড়বন্দী বাড়ী দেখিয়া বাসায় প্রত্যাগত হন। তাঁহারা আসিয়া দেখেন, উপোর কম্পজ্বর আসিয়াছে, সে দুই তিনটে লেপ গায়ে দিয়াছে তথাপি শীত যাইতেছে না। দেবগণ জ্বরের প্রকোপ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন। বরুণ কহিলেন " ভয় নাই,এ ইংরাজী জ্বর। ২। ১ টা" উপবাস দিয়া কুইনাইন দিলেই আরোগ্য হইবে।"

"একে শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্য করিয়া স্বর্গে চল। আর কলিকাতা দেখিবার আবশ্যকতা নাই।" বলিয়া দেবতারা উপোর নিকট বসিলেন। বরুণ তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া রহিলেন।

পরিণামবাদের অসারতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমরা জগতে ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রকার বিশিষ্ট যে সকল জীব জন্তু দেখিতে পাই, ঐ সকল জীব জন্তুর প্রত্যেক শ্রেণী বিশ্ববিধাতৃকর্তৃক পৃথক

পৃথক জাতিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে, অথবা ক্রমোন্নতি-নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র বৃহৎ হইতে বৃহৎ জীবজন্তু সকল জন্মগ্রহণ করিতেছে। এই কঠিনতর সমস্যার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে পারিলে জগতের সৃষ্টিরহস্য একরূপ অবধারণ করা যাইতে পারে। যদি ভিন্ন-ভিন্ন-জাতীয় প্রাণিসকল জ্ঞানপূর্ণ কোন স্বাধীন রচয়িতা-কর্ত্তৃক পৃথক পৃথক জাতিরূপে সৃষ্ট না হইয়া প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন সহ পদার্থের ক্রমোন্নতি-শীলতা-নিবন্ধন যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিসকল বৃহৎ বৃহৎ আকার প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে জীবজগতে প্রতিদিন সেই পরিবর্ত্তনের স্ফুট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত এবং যুগযুগান্তরের ত কথাই নাই, প্রতি শতাব্দীর প্রাণিরহস্যে শত শত স্বাতন্ত্র্য ও নূতনত্ব উপলক্ষিত হইত। কিন্তু সহস্র বা অযুতবর্ষ পূর্ব্বের প্রাণিরহস্যে ক্ষুদ্র বা বৃহত্তর জীব জন্তুর প্রকৃতি ও অঙ্গাবয়বের যে প্রকার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অদ্য আমাদিগের সমক্ষে ঠিক তদনুরূপ আকার প্রকারের সহিত সেই সকল জীব জন্তু বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। কৈ এই দীর্ঘকাল মধ্যে ত কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই? অথবা বর্ণিত জীব জন্তুর অতিরিক্ত নূতন অভিধানে অভিহিত অভিনব কোন প্রাণী ত জন্মগ্রহণ করে নাই? যদি উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগতে পরিবর্ত্তন-স্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে প্রাচীন কোষাদি কখনই প্রবল থাকিতে পারিত না, প্রতি শতাব্দী বা অর্দ্ধ শতাব্দীতে উহার সংস্করণ-প্রয়োজন হইত। কিন্তু উক্ত কোষাদির সংস্কারের ত প্রয়োজন হয় নাই। তবে পরিণামবাদীরা কোন্ প্রমাণবলে তাঁহাদের এই আধুনিক মতের সমর্থন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন? তাঁহারা সাধারণ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের প্রতি নির্ভর না করিয়া ভূতত্ত্ব ও অস্থিবিদ্যার সাহায্যে তাঁহাদের নবাবিষ্কৃত মতের সমর্থন করিতে প্রয়াসবান। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর পূর্ব্ব পূর্ব্বস্তরে যত প্রকার জীব জন্তুর অস্থি ও কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া যায়, পরবর্ত্তী স্তরে ক্রমান্বয়ে তদপেক্ষা অধিকজাতীয় জীব জন্তুর অস্থি ও কঙ্কাল লক্ষিত হয়। অতএব পদার্থের ক্রমোন্নতি না মানিলে পরবর্ত্তী স্তরে ঐরূপ নব নব জান্তব নিদর্শন নিহিত থাকিতে পারে না। তাঁহাদের দ্বিতীয় তর্ক এই যে, পূর্ব্বস্তরে এমন কোন কোন জীবের অস্থি কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যাহা পরবর্ত্তী স্তরে আদৌ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যে সকল জীব জন্তু জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার কোন কোন জীব জন্তু কাল-

ক্রমে এককালে বিলুপ্ত হইয়া তাহাদের স্থলে অন্যান্য জীব জন্তু প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। এই দুটী প্রধান তর্কের উপর তাঁহাদের মতের ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। অতএব আমরা একে একে ঐ উভয় তর্কের খণ্ডন করিয়া তৎপরে প্রতিবাদী মহাশয়ের উদ্ভাবিত কতিপয় আপত্তির খণ্ডন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

পৃথিবীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্তর অপেক্ষা পরবর্ত্তী স্তরপরম্পরায় ক্রমান্বয়ে ঔদ্ভিদ ও জান্তবপদার্থের প্রকারাধিক্য লক্ষিত হওয়া প্রসঙ্গে পরিণামবাদীগণ তাঁহাদের মতের মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পরিণামবাদী অথবা ভূতত্ত্ববিৎ সুধীগণ-কর্ত্তৃক এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সমগ্র প্রদেশের ভূপঞ্জরসকল পরীক্ষিত হয় নাই, হওয়াও সম্ভাবিত নহে। সুতরাং প্রদেশবিশেষের পূর্ব্বস্তর অপেক্ষা পরবর্ত্তী স্তরে ঔদ্ভিদ ও জান্তবপদার্থের প্রকারাধিক্য থাকিলেই যে উহা ক্রমোন্নতির পরিপোষকরূপে পরিগণিত হইবে, এমত বোধ হয় না। সহস্র বা এক শতাব্দী পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে যে সকল উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তুর অসদ্ভাব ছিল, বিভিন্নদেশীয় ভিন্ন-ভিন্ন-জাতীয় লোকের সমাগমে সেই সেই উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তু এতদ্দেশে আনীত হইয়াছে এবং ক্রমান্বয়ে তৎসমুদায়ের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তার উপলক্ষে এদেশে ক্রমান্বয়ে মুসলমান, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজ প্রভৃতি নানাজাতীয় লোকের গতিবিধি ও অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এদেশে অনেক অভিনব উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তু সকল সমানীত হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমান্বয়ে ঐ সকল পদার্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং ভারতের পূর্ব্ব স্তর ও পরবর্ত্তী স্তর সকল পরীক্ষা করিতে গেলে পূর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী স্তরে ঔদ্ভিদ ও জান্তবপদার্থের প্রকারাধিক্য সহজেই উপলক্ষিত হইবে। অতএব তদ্দ্বারা কি আমরা এই সিদ্ধান্ত করিব যে পরবর্ত্তীস্তর-নিহিত অথবা আমাদিগের দৃষ্টিপথে উপস্থাপিত ঐ সকল অভিনব পদার্থ ক্রমোন্নতির নিয়মাধীনে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে? সৃষ্টিকর্ত্তা যে এক কালেই সকল দেশে সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা নহে; জগতের ভিন্ন ভিন্ন ভূভাগে বিভিন্ন প্রকৃতি ও অঙ্গাবয়ব-বিশিষ্ট বিভিন্ন-জাতীয় অনেক উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তুর সৃষ্টি হওয়া সহজেই অনুমিত হয়। পরে মনুষ্যদিগের ভিন্ন ভিন্ন দেশে গতিবিধি ও অবস্থিতি নিবন্ধন এক দেশীয় উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তু অন্য দেশে নীত হওয়াতে ক্রমান্বয়ে তাহার সংখ্যা

বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং জলপ্লাবন ও অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি বিবিধ ভৌতিক ও দৈব উপদ্রবে এক প্রদেশের গ্রাম্য ও বন্য জীব জন্তু প্রদেশান্তরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তদবধি তত্তদ্দেশে বাস করিয়া আসিতেছে। এই সকল নানা কারণে প্রদেশ বিশেষের পূর্ব্বস্তর অপেক্ষা পরবর্ত্তী স্তরে উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তুর প্রকারাধিক্য উপলক্ষিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রস্তাব-গৌরব-ভয়ে নিরস্ত থাকিতে হইল।

পরিণামবাদী মহাত্মা ডার্ব্বিনের দ্বিতীয় তর্ক এই যে, পৃথিবীর নিম্ন স্তরে এমত কোন কোন জাতীয় প্রাণীর অস্থি কঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে যে পরবর্ত্তী স্তর-পরম্পরায় কিম্বা বর্ত্তমান অবস্থায় পৃথিবীর কোন প্রদেশেই আর তজ্জাতীয় জীবাস্থি কি জান্তবপদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে কালক্রমে তজ্জাতীয় প্রাণী জাত্যন্তরে পরিবর্ত্তিত হওয়াতে ঐ ঐ স্থান হইতে ঐ সকল জীবের বংশধারা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই তর্ক কতদূর সত্য ও সুসঙ্গত তাহাই আমাদিগের বিচার্য্য বিষয়।

জগতের প্রাকৃতিক তত্ত্ব এতই জটিল যে স্থলবিশেষে উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা বিষম দুরূহ ব্যাপার। যদি পৃথিবীর কোন কোন পূর্ব্ব স্তরে ঐরূপ জান্তব নিদর্শন নিহিত থাকে, যাহার অনুরূপ জীব-কঙ্কাল পরবর্ত্তী স্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায় না অথবা জীবন্তভাবে আমাদিগের নেত্রগোচর হয় না, তদ্দ্বারা কি জীবজগতের ক্রমোন্নতি প্রতিপাদিত হয়? কখনই হয় না—যদ্যপি একজাতীয় জীবের দৈহিক ও আভ্যন্তরিক উন্নতি হইয়া জাত্যন্তরে পরিবর্ত্তিত হওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী জাতির বিলোপ সংঘটন হয়, তবে যৎকালে বানর জাতির উন্নতি হইয়া মানব-জাতিতে পরিবর্ত্তিত বা পরিণত হইল, তখনি মনুষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বানরজাতির বিলোপ হইল না কেন? পক্ষান্তরে পদার্থের ক্রমোন্নতি মানিলে কোন জাতীয় প্রাণীরই একালে বিলোপ ঘটনা হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, যদি কোন কারণে একজাতীয় জীবসকল বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবের ক্রমোন্নতিতে অবশ্যই কালক্রমে তজ্জাতীয় জীবের পুনরুৎপত্তি হইবে। ইহা তাঁহাদের স্বীকৃত বাক্যানুসারে সিদ্ধ হইতেছে। পরিণামবাদীদিগের মতে ক্ষুদ্রতম কীট পতঙ্গাদি হইতে জীবসকল যথাক্রমে

উচ্চ-জাতীয় প্রাণিরূপে উন্নীত হইতেছে। তাহাদের উন্নতির পরিণাম অর্থাৎ সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব পূর্ব্ববর্ত্তী জীবের সদ্ভাব থাকিলে পরবর্ত্তী জীবের বিলোপ কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে। আজ যদি আমরা গুপ্তপল্লীর ন্যায় কোন প্রদেশের সমস্ত মনুষ্য স্থানান্তরিত করিয়া তথায় মনুষ্য সমাগম এককালে বন্ধ করিয়া দেই, তাহা হইলে শত বা সহস্রাব্দ, মধ্যে বানরজাতি হইতে অবশ্যই সেই দেশে মনুষ্যের উৎপত্তি হইবে। অতএব পরিণামবাদীরা পৃথিবীর নিম্ন স্তরে যদি এমত জান্তব পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন যে পরবর্ত্তী স্তরে তজ্জাতীয় পদার্থের সম্পূর্ণ অসদ্ভাব, তাহা হইলে জীবের ক্রমোন্নতি প্রমাণিত না হইয়া বরং প্রাণিসকল পৃথক পৃথক জাতিরূপে স্বতন্ত্র ভাবে সৃষ্ট, ইহাই প্রতিপাদিত হয় অর্থাৎ কোন কারণে একজাতীয় জীবের বিলোপ ঘটনা হইলে উহার আর পুনঃ সৃষ্টি হইতে পারে না।

ক্রমশঃ

শ্রীযাদবচন্দ্র সরকার।

নূতন নিগড়বদ্ধ কারা-বাসীর বিলাপ।

হায় কি ঘটালে বিধি কপালে আমার।
শেষে বাসভূমি হলো ঘোর কারাগার॥
কোথায় প্রাণের ধন, তনয় তনয়াগণ,
রৈল হায়! এ হেন সময়।
মরি কিবা দন্তগুলি, কিবা আধ আধ বুলি,
নাহি হেরে দহিছে হৃদয়॥
নটমত পাছে পাছে, নাচিয়া বেড়াত কাছে,
মৃদুল কোমল কলেবর।
স্নেহমাখা হাসি হেসে, বসিত কোলেতে এসে,
উথলিত সুখের সাগর॥
আর কি হেরিব সেই মুখশশধরে।
আর কি ভাসিব সেই সুখের সাগরে॥

স্নেহের অপার জনক আমার।
যদি একবার দেখা পাই তাঁর॥
নিপতিত হয়ে ধরণীমণ্ডলে।
লুটাই তাঁহার চরণযুগলে॥
ধূলি মাখি গায়, বিভূতির প্রায়,
শরীর জুড়ায় মোর।
হবে সে ঘটন, না দেখি স্বপন,
পাতক হয়েছে ঘোর॥
পাই বড় ব্যথা, তাঁর স্নেহকথা,
যবে মোর মনে পড়ে।
বোধ হয় হেন, বুক ফাটে যেন,
প্রাণ নাহি থাকে ধড়ে॥
করেছিনু কত পাপ হায় হায় হায়।
মরম যাতনা তাই পেতেছি হেথায়॥
বলিতে বিদরে হিয়া, দেহ উঠে শিহরিয়া,
স্নেহমাখা সুধাংশুবদন।
আর কি রে দেখা দিবে, দেহ মন জুড়াইবে,
জুড়াইবে এ পাপ নয়ন॥
হৃদয় বিকল হয়, প্রাণে নাহি প্রাণ রয়,
পূর্ব্ব কথা হইলে স্মরণ।
বাল্যকাল-পরিভবে, অবশ আছিনু যবে,
খেলিবার পুতুল যেমন॥
বল কেবা সে সময়ে, সতত সশঙ্ক হয়ে,
কখন কি ঘটে এই মনে।
শিরে দুঃখ বোঝা ধরে, আত্মাকে বঞ্চনা করে,
পালন করয়ে প্রাণপণে॥
মানুষ হইলে পুত্র ভাল হবে পরে।
কত যত্ন লেখা পড়া শিখাবার তরে॥
হায়! হায়! সে আশায় পড়ে গেল বালি।
এক গালে হলো চূণ এক গালে কালী॥

একে ত দুঃখের জ্বালা তাহে পুত্রশোক।
কত কটু কথা কয়ে জ্বালাইছে লোক॥
এ বুড়ো বয়সে তাঁরে নারিনু সেবিতে।
আমা চেয়ে নরাধম না পাই দেখিতে॥

বাৎসল্য-অমিয়-ভূমি, কোথায় জননি! তুমি,
রহিলে মা বল এ সময়।
বিপাকে পড়িয়া হায়! দেখ প্রাণে মারা যায়,
স্নেহময়ি! তোমার তনয়॥

আমারে জঠরে ধরে কতই যাতনা।
সহেছ মা এবে তার না হয় গণনা॥

হয়েছিল গর্ভে বাস, দশ দিন দশ মাস,
এক দিন না ছিলে সচ্ছলে।
পেয়েছ কতই দুখ, নাহি ছিল স্বস্তিসুখ,
সব লোকে এই কথা বলে॥
কি কব সে কষ্টকথা, মরমে জনমে ব্যথা,
অনাহারে গেছে কত দিন।
বিবম অরুচি বলে, ক্রমে তুমি শীর্ণ হলে,
ক্রমে দেহ হলো বলহীন॥

প্রসবদিনের কষ্ট না হয় বর্ণন।
সংশয় জনমে ক্ষণে জীবন মরণ॥
বড় কষ্টকর মাগো শৈশবসময়।
যখন সুলভ হয় রক্তেক আময়॥
পীড়াছাড়া এক দিন না গেছে আমার।
দুঃখের অবধি মাগো ছিল না তোমার॥

পীড়া হলে কোলে নিয়া, হয়ে ব্যাকুলিতহিয়া,
নিরখিয়া বদনকমল।
দণ্ড হেন বসে হায়! পোহাতে রজনী প্রায়,
আঁখি দুটী করে ছল ছল॥
কভু কি ঘটনা হয়, সদা মনে এই ভয়,
স্থির নয় মন এক ক্ষণ।

নিদ্রা সহ দেখা নাই, সতত উঠিত হাই,
এইরূপে যামিনী-যাপন ॥
কত ঋণে ঋণী তব অভাগা সন্তান।
এই ঘোর কারাগারে ত্যজে বুঝি প্রাণ ॥
সে সব ঋণের কথা বর্ণনে না যায়।
বহিছে আমার দেহে, সহস্র ধারায় ॥
ছিল বটে এই চরণযুগল।
ছিল বটে এই নয়নকমল ॥
ছিল বটে এই দু দিকে দু কর।
ছিল বটে এই শ্রবণবিবর ॥
কিন্তু নাহি ছিল শ্রবণ-শকতি।
কিন্তু নাহি ছিল চরণের গতি ॥
কিন্তু নাহি পেত দেখিতে নয়ন।
কিন্তু করে নাহি করিত গ্রহণ ॥
পড়েছিনু যবে অচেতন হয়ে।
কে বল যতনে কোলে করে লয়ে ॥
করয়ে পালন না খেয়ে আপনি।
আর কেহ নয় বিনা সে জননী ॥
সে জননী আজ রহিলা কোথায়।
কে বল হেথায় প্রাণেতে বাঁচায় ॥
বাছা! এই বার বার, মধুমাখা ডাক আর,
শুনিবে কি এ পাপ শ্রবণ।
কান্তি-সুধা-মনোহর, সে বদন সুধাকর,
আর কি হেরিবে এ নয়ন ॥
মরি তাহে দুখ নাই, বড় মনে ব্যথা পাই,
যবে তাঁর স্নেহ পড়ে মনে।
কিছু নাহি চাই আর, মৃত্যুকালে একবার,
যদি দেখা হয় তাঁর সনে ॥
মনেতে রহিল হায়! এই বড় ক্ষোভ।
পরমাদ ঘটাইল বিভবের লোভ ॥

কতই বেদনা তিনি পেতেছেন মনে।
অভাগা সন্তানে হায়! পালিয়া যতনে॥
এক দিন তরে তাঁর না হইল সুখ।
বড়ই তাঁহারে দেখি বিধাতা বিমুখ॥
ছেলেবেলা কেঁদে কেঁদে গেছে চির দিন।
এখনও যাইবে দিন কেঁদে, চির দীন॥
কে আর বলহ তাঁরে করিবে যতন।
কে আর আদরে তাঁরে করিবে পালন॥
দিবারাতি অশ্রুবারি করিয়া মোচন।
অভাগারে বার বার করিবে স্মরণ॥
মা মা বলে কেবা আর মুছাবে নয়ন।
করিবে কে মিষ্ট বাক্যে সান্ত্বনা সাধন॥
এমনি অভাগা আমি তাঁর কাছে রয়ে।
করিতে নারিনু সুখী দুটা কথা কয়ে॥
নারিনু সেবিতে তাঁরে সাধ মিটাইয়া।
ভারতে এসেছি বৃথা জনম লইয়া॥
কে আছে তাঁহার কাছে হেন জন বল।
অন্তিমকালেতে তাঁর মুখে দিবে জল॥
কি সুখে বলহ আর ধরিব পরাণ।
এখনি এ পাপ প্রাণ করুক প্রয়াণ॥
নিগড়! তোমাকে কহি বিনয় বচনে,।
আর কেন বল বাদ সাধ আমা সনে॥
দ্বিখণ্ড হইয়া তুমি দাও অবসর।
আর বল কেন তুমি জ্বালাতন কর॥
পৃথিবি! জননি! তুমি দাও কিছু স্থান।
তোমার কোলেতে গিয়া জুড়াই পরাণ॥

বিধি বাম হলে, হয় কি সকলে,
বিপরীতপথগামী।
আপন সোদর, হয়ে গেল পর,
নয়নে দেখিনু আমি॥

একত্র শয়ন, একত্র ভোজন,
সতত যাহার সনে।
সে প্রাণের সখা, নাহি দিল দেখা,
রৈল নিঠুর মনে॥
কপাল হইলে মন্দ সকলি বিফল।
অমৃতের গাছে ফলে বিষময় ফল॥
কি কহিব বল আর অধিক বচন।
আপনার দেহ মন না হয় আপন॥
যার দুখে দুখ, যার সুখে সুখ,
হেরে যার চাঁদমুখ।
সুখের জলধি, বাড়ে নিরবধি,
দূরে যায় সব দুখ॥
যার অপরূপ, নিরখিয়া রূপ,
লাজে ম্লান হয় রতি।
সে চারুহাসিনী, মধুরভাষিণী,
মরাল-মৃদুল গতি॥
কোথায় রহিল, দেখা নাহি দিল,
এ হেন বিপদ কালে।
আর না কখন, হবে দরশন,
বিধি কি লিখেছে ভালে॥
কোথা প্রাণপ্রিয়ে তুমি রৈলে এ সময়।
দেখা দাও একবার হও না নিদয়॥
হয়েছি তাপিত বড় হয়েছি বিকল।
দেখা দাও প্রাণ মোর হউক শীতল॥
দাবানলে সদা যেন দহিছে হৃদয়।
কিছুতে এ জ্বালা আর নিবিবার নয়॥
তব দরশনরূপ অমৃত সিঞ্চন।
হলে যদি নিবে যায় এই আকিঞ্চন॥
ঘোর অন্ধময়, এই কারালয়,
কেথা আঁধারেরি জয়।

হেথা দিনকর, বাড়ায় না কর,
পেয়ে যেন মনে ভয়॥
শোকমসীময়, হয়েছে হৃদয়,
আনন্দ-আলোক নাই।
সকলি আঁধার তোমা বিনা আর,
কিছু না দেখিতে পাই॥
প্রাণেশ্বরি! কৃপা করি যদি এ সময়।
একবার দেখা দাও হইয়া সদয়॥
তোমার মধুর হাসি বিজলীর প্রায়।
ক্ষণেক এখানে যদি খেলিয়া বেড়ায়॥
এ আঁধার দূর হয় তবু ক্ষণ তরে।
বদনসুধাংশু তব দেখি প্রাণ ভরে॥
মনেতে পড়িলে সে সকল কথা।
জনমে মরমে নিদারুণ ব্যথা॥
এত ভালবাসা হায় হায় হায়।
সে সব এখন লুকাল কোথায়॥
কভু মাথা ধরে বসিলে আমি।
চৌদিক আঁধার দেখিতে তুমি॥
কতই আতঙ্ক হইত মনে।
বসিয়া পড়িতে প্রমাদ গণে॥
কি কব সে কথা পীড়িত হলে।
বুক ভেসে যেত নয়নজলে॥
অন্ন জল ছেড়ে বসিতে অমনি।
ঠায় খাড়া বসে পোহাতে রজনী॥
জুয়ার যেমন বায়ুর সঙ্গে।
তোলপাড় করে সাগরে রঙ্গে॥
তেমনি ভাবনা-জুয়ার আসিয়া।
তুলিত তোমারে আকুল করিয়া॥
এখন যে পীড়া হয়েছে আমার।
এর মর্ম্মবোধ হবে না কাহার॥

ইথে নহে শুধু দেহ-কম্পজ্বর।
মানসবিকার করে জর জর॥
দেহের যে দাহ হয়েছে প্রবল।
কেমনে হইবে তাহা সুশীতল॥
না দেখি তাহার কোনই উপায়।
বলহ এ তাপ জানাইব কায়॥
হিমের অচলে করিলে শয়ন।
হিমের সাগরে হইলে মগন॥
তবুও এ জ্বালা নিবিবার নয়।
নিবিবে এ জ্বালা মনে নাহি লয়॥
যেথা যত আছে নলিনীর দল।
উশীরের মূলে মিশায়ে সকল॥
যদি বেটে দাও গায়েতে আমার।
তবু না হইবে এর প্রতীকার॥
যদি চন্দ্র-লোকে কেহ লয়ে যায়।
তবুও এ জ্বালা কভু কি জুড়ায়॥
এস প্রিয়তমে এস একবার।
বসো বসো বসো পাশেতে আমার॥
পদ্মহস্ত তব দাও মোর গায়।
তাহাতে এ জ্বালা যদি নিবে যায়॥

কি কহিব হায়! হায়! বুক বিদরিয়া যায়,
মরি কত ছিল ভালবাসা।
তোমার প্রণয় হতে, করেছিনু বিধিমতে,
শত শত সুখ-লাভ-আশা॥
সে আশা কোথায় ভেসে, গেল প্রিয়ে দেখ এসে,
ভাসিতেছি কি সুখ সাগরে।
হাতে দেখ হাত কড়ি, পায়েতে হয়েছে বেড়ি,
মোদা থাকি ঘরের ভিতরে॥
আলো না দেখিতে পাই, বায়ু সহ দেখা নাই,
হু হু হু হু করে সদা মন।

এমনি বসন ছটা, এমনি আহার ঘটা,
ভূত প্রেত করে পলায়ন ॥
পাছে কষ্ট পাই ছিল বড় তব ভয়।
এমন ব্যথার ব্যথী আর কেবা হয় ॥
এখন আসিয়া দেখ কষ্ট একবার।
দেখিলে বিদীর্ণ হবে হৃদয় তোমার ॥
"সহিতে পারি না প্রিয় বিরহ তোমার।"
এ কথা কহেছ প্রিয়ে কত শত বার ॥
প্রণয়িনি! পাছে তুমি কষ্ট পাও মনে।
কভু করি নাই মন বিদেশগমনে ॥
এখন কোথায় তুমি আমি বা কোথায়।
আর কি নয়ন প্রিয়ে হেরিবে তোমায় ॥
কত ব্যবধান এবে উভয়ের মাঝে।
বল দেখি প্রিয়সখি! একি কভু সাজে ॥
দেখা দিয়া প্রাণ রাখ জীবিত-ঈশ্বরি।
বিনয় অঞ্জলি করে এই ভিক্ষা করি ॥
জীয়ন্তে আমায়, দেখাইলে হায়,
এ ঘোর নরকময়।
যমের আলয়, কাঁপিছে হৃদয়,
মনেতে হতেছে ভয় ॥
কমল-আসন! বল কি কারণ,
সাধিলে এ ঘোর বাদ।
করেছি কি পাপ, দিলে এই তাপ,
পুরালে মনের সাধ ॥
বুঝি এই অনুভবে যত কবিগণ।
করেছে কল্পনা-বলে নরক সৃজন ॥
তাদের আদর্শ এই ঘোর কারালয়।
যারে হেরে বুদ্ধি শুদ্ধি সব পায় লয় ॥
ঝন ঝন শব্দ হেথা সেথা চীৎকার।
করিছে কিঙ্করগণে দারুণ প্রহার ॥

বহিছে রুধিরধারা পৃষ্ঠে অনিবার।
কে কার সন্ধান লয় বল কেবা কার॥
হেথায় না থাকে কিছু মনের স্ফূরতি।
ভাল কোন কাজে নাহি থাকে মতিগতি॥
চরণে নিগড় শোভা দেখ অমঙ্গল।
কুণ্ডলী পাকায়ে যেন ভুজগযুগল॥
কেবল চরণে নয় নিগড়-বন্ধন।
সকলি পড়েছে বাঁধা কি দেহ কি মন॥
কিছুর উন্নতি নাই নাহিক উল্লাস।
ক্রমে ক্রমে হয় বুঝি দেহের বিনাশ॥
আমা মত যে দেশের লোকে পরাধীন।
তাদের উন্নতি নাই তারা চির দীন॥
অধীনতাদুঃখ কি তা জানিনু হেথায়।
অধীনতা হতে হায় সব নাশ পায়॥
মনস্বিতা দূরে যায় যায় তেজস্বিতা।
দিবানিশি জ্বলে শুধু দাসত্বের চিন্তা॥
মান মরযাদা তাহে হয় ভস্মসাৎ।
মনুষ্যত্ব প্রতি কারো না থাকে দৃক্‌পাত॥
তথায় দাঁড়ায় হয়ে ক্রমে এই ধারা।
পরমুখ চেয়ে চেয়ে সবে হয় সারা॥
পরাধীন দেশ হয় কাপুরুষে ভরা।
সারহীন হয়ে হয় জীয়ন্তেতে মরা॥
রোগ শোকে জর জর নাহি থাকে ধন।
প্রবল তথায় হয় অকাল-মরণ॥
সাহস বিক্রম সত্য দৃঢ়তা উৎসাহ।
এ সব গুণের সেথা না বহে প্রবাহ॥
ভীরুতা আলস্য মিথ্যা কাজে অনুদ্যম
এ সব দোষের তথা বিষম বিক্রম॥
নিজে নিজ শুভ সাধে না থাকে বাসনা
প্রবল কেবল দেখ পর-উপাসনা॥

ভারতে হয়েছে কেন হেন হীন দশা।
কেন আর নাই তার উত্থান-ভরসা॥
বুঝিতে পেরেছি আমি কারাবাসে এসে।
উন্নতি যাহাতে হয় সব গেছে ভেসে॥
দেহে বল নাই নাই হৃদয়ের বল।
তাতেই ঘটেছে হায়! যত অমঙ্গল॥
তার যে ঘটেছে এত বিষম বিপদ।
তাতে দুঃখ বোধ নাই ভাবিছে সম্পদ॥
আর কি তাহার আছে পূর্ব্বের গৌরব।
দেখ তার পদে পদে কিবা পরিভব॥
নাই সে পূর্ব্বের তেজ নাই সে সম্ভ্রম।
নিবে গেছে এককালে সাহস বিক্রম॥
বিদ্যার না দেখি আর পূর্ব্ব তেজোবল।
বিজলী জিনিয়া যার আলোক উজ্জ্বল॥
কর্পূর উবিয়া গেছে ভাঁড় আছে পড়ে।
সার নাই শুধু আছে প্রাণমাত্র ধড়ে॥
অস্তগত রবি পুন হবে কি উদয়।
এ কথা স্বপনে আর মনে নাহি লয়॥
আর কি আসিবে ফিরে ভীষ্ম মহারথ।
দেখাবারে অলৌকিক জিতেন্দ্রিয়পথ॥
আর কি আসিবে ফিরে দ্রোণ মহাবল।
দেখাতে জগতে সেই সমর-কৌশল॥
আর কি আসিবে ফিরে কর্ণ মহাবীর।
যার সহ যুদ্ধে হতো সবাই অস্থির॥
আর কি আসিবে ফিরে বীর বৃকোদর।
চরিত সমরে যেন যমের সোদর॥
আর কি আসিবে ফিরে বীর ধনঞ্জয়।
যে দেয় খাণ্ডবদাহে আত্মপরিচয়॥
কেবল আর্য্যের নহে বীরত্ব গৌরব।
সয়েছে অনৈক্য দোষে পরপরিভব॥

আর্য্যজাতি বুদ্ধিবলে শাস্ত্রপারাবার।
মথিয়া করয়ে যেবা সারের উদ্ধার॥
কি কব দুঃখের কথা দেখ দিন দিন।
তাহারো উজ্জ্বল প্রভা হতেছে মলিন॥
আর কি আসিবে মনু আদি ঋষিগণ।
যাঁহা হতে হয় আর্য্য সমাজ গঠন॥
বাল্মীকি-কোকিল আর ফিরে কি আসিবে।
যাঁহার মধুর কণ্ঠে জগৎ মাতিবে॥
কে আর পরাবে হায়! বল কুতূহলে।
কবিতা কুসুম-মালা ভারতের গলে॥
শিখাবে ভারতে কেবা কবিতা-পদ্ধতি।
ভারত কবির কেবা বল হবে গতি॥
আর কি আসিবে ব্যাস কণাদ গৌতম।
কপিল জৈমিনি পতঞ্জলি গুরুসম॥
আর কি হইবে ষড় দর্শনে দর্শন।
যাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বে সঁপে প্রাণ মন॥
আর কি আসিবে ফিরে কবি কালিদাস।
মাতাঁত জগতে যার কবিতা উচ্ছ্বাস॥
কোথা সেই ভবভূতি কবিচূড়ামণি।
আছিলা যে কাব্য-রস-মাধুরীর খনি॥
পাণিনি অমর আদি কত সুধীগণ।
সবাই করেছে অস্তগিরিতে শয়ন॥
ভারত অনৈক্য-দোষে হয়ে রত্নহারা।
পড়ে পর-পদতলে হইতেছে সারা॥

ভারতনিবাসী জন! ধন্য তব সুস্থ মন,
কিছুতেই নাহিক যন্ত্রণা।
সর্ব্বাঙ্গে হয়েছে ক্ষত, ধারা বহে অবিরত,
তবু তব না হলো চেতনা॥
কি দশা ঘটেছে তব, করে দেখ অনুভব,
উন্মীলিয়া নয়ন যুগল।

এ ভাবেতে কত দিন, রবে বল হয়ে দীন,
এ জীবনে বল কিবা ফল॥
আমার একটী কথা রাখ তুমি ভাই।
নড় চড় দেখি আমি নয়ন জুড়াই॥
কারাবাসী এইরূপে বহু বিলপিয়া।
ভূতলে পড়িল হায় মূর্চ্ছিত হইয়া॥

জ্যোতিষ শাস্ত্রের ফলের ব্যতিক্রম হইবার কারণ।

জ্যোতিষ বলিলে দ্বিবিধ শাস্ত্র বুঝায়। ঐ দুই শাস্ত্র যদিও সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু একটীতে বিশেষরূপ ব্যুৎপন্ন না হইলে অপরটী শিক্ষা করা সহজ হয় না। জ্যোতিষ শাস্ত্র সাধারণ জ্যোতিষ (Astronomy) ও ফলিত জ্যোতিষ (Astrology) এই দুই ভাগে বিভক্ত। সাধারণ জ্যোতিষে গ্রহ নক্ষত্রগণের স্থিতি গতি ইত্যাদি, সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ এবং তিথি নক্ষত্রাদি নিরূপিত হয়, আর ফলিত জ্যোতিষে গ্রহগণ কি অবস্থায় কি ভাবে থাকিলে পৃথিবী ও মানব সম্বন্ধে কিরূপ ফল প্রদান করে, তাহা জানা যায়। সাধারণ জ্যোতিষ উত্তমরূপ না জানিলে কেহই ফলিত জ্যোতিষে বিশেষ পারদর্শী হইতে পারেন না। সাধারণ জ্যোতিষ অতিশয় দুরূহ, অতএব ফলিত জ্যোতিষ যে আরও দুরূহ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি?

এক্ষণে আচার্য্য মহাশয়গণ ব্যতীত অতি অল্প লোকেই হিন্দু ফলিত জ্যোতিষের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। প্রায় সহস্র বৎসর হইল, পূর্ব্বতন জ্যোতির্ব্বিদেরা কতকগুলি কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এক্ষণে আচার্য্য মহাশয়গণ তাহাই অবলম্বন করিয়া জ্যোতিষের ফল নির্ণয় করেন। এ দেশে এক্ষণে মানমন্দির প্রভৃতি কিছুই নাই, অতএব সাধারণ জ্যোতিষের চর্চ্চাও বিরল হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশের জ্যোতির্ব্বিদগণ সাধারণ জ্যোতিষ কিছুই জানেন না। বিশেষতঃ পূর্ব্বাবধি সৌর জগতে যে সকল পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাঁহারা তাহার কিছুই অবগত নহেন। অতএব কোন ব্যক্তির জন্ম পত্রিকা অবলোকন করিয়া তাঁহারা সেই সকল পুরাতন কোষ্ঠী অবলম্বনপূর্ব্বক যে ফল নির্ণয় করেন, তাহা কতদূর সত্য হয় সকলেই অনুমান করিতে

পারেন। কোন কোন মহাত্মা আবার এমনও আছেন, যে তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষের কিছুই না জানিয়া স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষার্থ অফল কথা বলিয়া থাকেন। আমরা বলিতেছি না যে আচার্য্য মাত্রেই জ্যোতিষ বিষয়ে মূর্খ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জ্যোতিষ জানেন এরূপ কয় জন আচার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়? সুতরাং ফলিত জ্যোতিষ এইরূপ লোকের হস্তগত হইয়া এদেশে যে চর্চ্চা-হীন ও হতাদর হইবে, তাহার বিচিত্রতা কি?

প্রায় ছয় শত বৎসর কাল এদেশ মুসলমান রাজাদিগের হস্তগত ছিল। তৎকালে মুসলমানেরা হিন্দুদিগের উপর ও হিন্দুশাস্ত্রের উপর অতি ভয়ানক অত্যাচার করিতেন। তাঁহাদের হস্ত হইতে হিন্দু শাস্ত্রাদি রক্ষার্থ ব্রাহ্মণেরা তালপত্রে লিখিত পুথিগুলি অতি গুপ্তভাবে লুকাইয়া রাখিতেন। সেই হস্তলিখিত পুথিগুলি বহুদিবসাবধি গুপ্তভাবে থাকাতে তাহার কিয়দংশ নষ্ট হইয়া যায় ও উই ধরিয়া নানা স্থান কাটিয়া ফেলে। আমরা বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া ফলিত জ্যোতিষ সংক্রান্ত কতকগুলি হস্তলিখিত পুথি প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে দুই স্থান হইতে প্রাপ্ত দুইখানি নীলকণ্ঠোক্ত তাজিক নামে মূল গ্রন্থ পাওয়া যায়। ঐ দুই গ্রন্থের এমন অনেক স্থানে দেখা গিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোন্ গ্রন্থখানির উপর নির্ভর করা যাইবে? দুইখানিই সত্য হইতে পারে না। হয় একখানি সত্য ও অপর খানি মিথ্যা, কিম্বা দুইখানিই মিথ্যা। ইহা দেখিয়া বোধ হয় যে লুক্কায়িত গ্রন্থগুলির যে সকল অংশ নষ্ট হইয়াছিল,সেই সমুদায় স্থান অন্যান্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা যেরূপ অভিরুচি সেইরূপে শ্লোক পূরণ করিয়াছিলেন। তাহাতেই এইরূপ বিভিন্নতা হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থমতে ফল নির্ণয় করিলে অবশ্যই ব্যতিক্রম হইবে; এবং ফলের ব্যত্যয় হইলে ফলিত জ্যোতি-ষের উপর লোকের শ্রদ্ধা ও ভক্তি যে ক্রমে কমিয়া যাইবে, তাহার সন্দেহ কি?

আধুনিক ইংরাজীতে কৃতবিদ্য বঙ্গীয় যুবকগণ ফলিত জ্যোতিষ না পড়িয়া পণ্ডিত। তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষের কিছুই জানেন না, অথচ বিশ্বাসও করেন না। যদি ফলিত জ্যোতিষের উপর অবিশ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে তাঁহারা কিছুই বলিতে পারেন না। হিন্দু জ্যোতিষ যে রত্নাকর তুল্য, তাহা তাঁহারা জানেন না, পরিশ্রম স্বীকার করিয়া জানিবারও চেষ্টা করেন না।

কোন বিষয় সম্পূর্ণরূপে না জানিয়া তৎসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করাই অন্যায়। ইহাতে আপনাদিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, এবং তত্ত্বব্যবসায়ীদিগকে অপমানিত করা হয়। ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিরোধীরা যে সকল যুক্তির উল্লেখ করেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

(১) ফলিত জ্যোতিষ সত্য হইলে আমাদের স্বাধীনভাবে কার্য্য করিবার ইচ্ছা থাকিতে পারে না।

একথা অযথার্থ নয়। বিবেচনা করুন কোন বিশেষজ্ঞ জ্যোতির্ব্বেত্তা আমার জন্মপত্রিকা দেখিয়া গণনা করিলেন যে অমুক দিনে আমাকে অমুক কার্য্য করিতে হইবে। আমি সে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি আর নাই করি, কিম্বা যতই কেন সাবধান হই না, যদি গণনায় ভুল না থাকে, যে কোন প্রকারে হউক আমাকে সেই কার্য্য, অন্ততঃ সেইরূপ কোন কার্য্য, করিতেই হইবে। এইরূপ অনেক দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে আমরা ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে অক্ষম। কিন্তু দেখা যায় এ পৃথিবীতে কয়জন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেন? আমি একটী কার্য্য করিবার ইচ্ছা করিলাম ও যাহাতে কার্য্যটী সম্পন্ন হয়, তাহার সমুদায় অনুষ্ঠান করিলাম, কিন্তু হয় ত অব্যবহিত পূর্ব্বে এমন এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে সে কার্য্য করিতে পারিলাম না। এ স্থলে আমার ইচ্ছা কোথায় রহিল? এইরূপ বহু অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে কেহই এ পৃথিবীতে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারেন না। সকলেই যে নভোমণ্ডলস্থিত গ্রহ নক্ষত্র দ্বারা চালিত হইয়া থাকেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

(২) ফলিত জ্যোতিষ সত্য স্বীকার করিতে হইলে ভবিতব্যতা স্বীকার করিতে হয়।

ভবিতব্যতা স্বীকার করিলে আমাদের ক্ষতি কি? জন্মাবধি আমরা পৃথিবীতে যে প্রকার সুখ, দুঃখ, সম্পদ, বিপদ প্রভৃতি ভোগ করিব, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বর পূর্ব্বেই তাহা স্থির করিয়া রাখেন, এবং তদনুযায়ী সময়ে আমাদিগকে ভূমিষ্ঠ করান। অতএব গ্রহগণ ঈশ্বরের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যে আমাদের অদৃষ্টের উপর আধিপত্য করিবে, তাহার সন্দেহ কি?

(৩) যদি ভবিতব্যতা স্বীকার করিতে হয়, তবে পৃথিবীতে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার থাকে না। আমরা যে সকল কার্য্য করি, তৎসমুদায়ই গ্রহনির্দ্দে-

শিত। গ্রহগণ ঈশ্বরকর্তৃক চালিত হয় বলিয়া আমাদের সকল কার্য্যই ঈশ্বরের নিয়মানুবর্ত্তী। অতএব যে কার্য্য পাপ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত, তন্নিমিত্ত মনুষ্যগণকে ঘৃণা করা কিম্বা শাস্তি প্রদান করা উচিত নহে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, যে কর্ম্ম পাপকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত, সেই কার্য্য করিলে অপর ব্যক্তির অথবা সংসারস্থ যাবতীয় ব্যক্তির অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। যে কার্য্যে অন্যের অনিষ্ট হয়, তাহার নিবারণ করা কি উচিত নহে এবং যাহারা সেই সকল কার্য্য করে, তাহারা যাহাতে সেই কার্য্য পুনরায় না করিতে পারে, তাহার উপায় করা কি উচিত নয়? তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান করিলে কিম্বা ঘৃণা করিলে সেই দৃষ্টান্ত দেখিয়া অন্য লোকে সে কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারেন। ইহা কি মঙ্গলের নয়? অপর দেখুন সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু ও সর্পাদি সরীসৃপগণ ঈশ্বরকৃত নিয়ম দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের প্রতি দয়া করিলে ভাল হয়, অথবা তাহাদিগকে বিনষ্ট করিলে পৃথিবীর মঙ্গল হয়?

অতএব সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্পাদি বিনাশ করা পৃথিবীর পক্ষে যেমন উপকারী পাপকর্ম্মকারী মনুষ্যকে শাস্তি দেওয়া তদপেক্ষা অধিক উপকারী। জগদীশ্বর মনুষ্যগণকে বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা কার্য্যাকার্য্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। বুঝিতে পারিয়াও যদি তাঁহারা অকার্য্য করিবার চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদের শাস্তি দেওয়া কি উচিত নহে? জগদীশ্বর যে কি নিয়মে জগৎপালন করিতেছেন, তাহা স্থির করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য; অতএব ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র তাঁহার নিয়মের বশবর্ত্তী কি না সে বিষয়েও তর্ক করা উচিত নহে।

(৪) জাতসংখ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের মতে সমগ্র পৃথিবীতে এক মিনিটে ২০।২৫ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে। যদি ফলিত জ্যোতিষ সত্য হয়, তবে তাহাদের সকলের আকৃতি, ভাগ্য, সুখ, দুঃখ, আয়ু ইত্যাদি সমান হয় না কেন? যে সময়ে শ্রীরামচন্দ্র, বেদব্যাস, সেকসপিয়র, নেপোলিয়ন বোনাপার্টি প্রভৃতি বড় বড় লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে আরও অনেক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহারা উক্ত মহাত্মাদিগের ন্যায় গুণান্বিত হইল না কেন?

এতৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, অক্ষাংশের দূরতাপ্রযুক্ত, দেশ, জাতি ও পিতৃ মাতৃ যোগ ভেদে ফলেরও তারতম্য হইয়া থাকে। যে সময়ে কলিকাতায়

কি বোম্বাই নগরের যে লগ্নের যে অংশের উদয় হয়, অক্ষাংশের দূরতাপ্রযুক্ত সেই সময়ে লণ্ডন নগরে কিম্বা উত্তমাশা অন্তরীপে সেই লগ্নের সেই অংশের কখনই উদয় হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে অক্ষাংশের দূরতা-প্রযুক্ত ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। কাফ্রি জাতির সন্তানেরা কখন ইংরাজ জাতির ন্যায় শ্বেতবর্ণ হয় না। সিংহশাবক কোন মনুষ্যশিশুর সমকালে ও সমলগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে সিংহই হইবে, মনুষ্য হয় না। কালমাহাত্ম্যে এই সামান্য তর্ক মনুষ্যের মনে উদয় না হওয়ায়, এত মহামূল্য ও মহোপকারী জ্যোতিষশাস্ত্রেও মনুষ্যের বিশ্বাস হ্রাস হইতেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, গ্রহগণ লক্ষ লক্ষ ক্রোশ অন্তরে থাকিয়া মানব-দেহের উপর কোন শক্তিপ্রকাশ করিতে পারে না। ইহার উত্তরে আমরা বলিতেছি, বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে যাঁহারা বাতরোগগ্রস্ত কিম্বা জলদোষের পীড়াগ্রস্ত, তাঁহারা প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে পীড়ার কষ্ট বিশেষরূপ অনুভব করেন। সূর্য্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হয়, বোধ হয়, এ বিষয়টী কাহারও অবিদিত নাই। সূর্য্যমণ্ডলে কতকগুলি চিহ্ন লক্ষিত হইলে পৃথিবীতে ভৌতিক উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। সূর্য্য কিম্বা চন্দ্রগ্রহণ সময়ে গ্রহণের স্থিতিকাল অনুসারে শস্যোৎপত্তির তার-তম্য হইয়া থাকে। এই সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে গ্রহগণ পৃথিবীর উপর সম্যকরূপে শক্তিপ্রকাশ করে, গ্রহগণ যখন পৃথিবীর উপর শক্তিপ্রকাশ করে, তখন মানবগণের উপরেও যে শক্তিপ্রকাশ করিবে, তাহা বিচিত্র নহে।

(৬) অনেকে বলেন যে যদি গ্রহগণ এত দূরে থাকিয়া মনুষ্যের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিল, তবে যে পৃথিবীতে আমরা বাস করিতেছি, কেন সেই পৃথিবীর শক্তি মানবদেহে অনুভূত হয় না?

এটী তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রমের কথা। কাফ্রি জাতির সন্তান কৃষ্ণবর্ণ হয় ও ইউরোপীয়দের সন্তান শ্বেতবর্ণ হয়, ইহা কি পার্থিব শক্তির ফল নহে? সিংহ-শাবক সিংহ হয় ও মনুষ্য শিশু মনুষ্য হয়, ইহাও কি পার্থিব শক্তির ফল নহে? বঙ্গবাসীরা ভীরু ও ইংরাজেরা সাহসী হয়, ইহাও কি পার্থিব শক্তির পরিচায়ক নহে? দেশে মারীভয় উপস্থিত হইলে গ্রহগণ যতই কেন সুপ্র-সন্ন থাকুক না, যাঁহারা জীবনের আশা করেন, তাঁহাদের স্থানান্তরিত হওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা পার্থিব শক্তির প্রভাবে তাহাদেরও জীবননাশের সম্ভাবনা।

(৭) যাঁহারা ইংরাজের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির অনুকরণে যত্নবান্, তাঁহারা বলেন যে যদি ফলিত জ্যোতিষ সত্য হইত, তাহা হইলে প্রধান প্রধান ইংরাজ জ্যোতির্ব্বেত্তারা এত দিনে কি জ্যোতিষের ফল স্থির করিতে পারিতেন না? ফলিত জ্যোতিষে তাঁহাদের অবিশ্বাস কেন, আধুনিক সুসভ্যজাতিমাত্রেরই বা অবিশ্বাসের কারণ কি?

যাঁহারা এ তর্ক করেন, জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর সুসভ্য জাতিদিগের কিরূপ আস্থা বোধ হয় তাঁহারা অবগত নহেন। তাহা হইলে কদাচ তাঁহারা এ কথা বলিতে সাহসী হইতেন না। ইংলণ্ডে জ্যাডকিল নামক কোন ফলিত জ্যোতির্ব্বেত্তা প্রতি বৎসর ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে পঞ্জিকা প্রচার করেন। যদি ঐ শাস্ত্রের উপর ইংরাজজাতির আস্থা না থাকিত, তাহা হইলে প্রতি বৎসর উক্ত পঞ্জিকার ১,৫০,০০০ খণ্ড বিক্রয় হইত না। আধুনিক ইংলণ্ডের প্রধান জ্যোতির্ব্বেত্তা মেঃ প্রক্টর বলেন যে "of all the superstitions beliefs belief in Astrology is perhaps the most resonable." যে দেশবাসিগণ বলেন যে ফলিত জ্যোতিষ কুসংস্কারের উপর নির্ভর করে, এবং তদনুসারে চলা ভ্রমের কার্য্য, সেই জাতির প্রধান জ্যোতির্ব্বেত্তা মেঃ প্রক্টর সাহেবের মুখ হইতে উপরি উক্ত বাক্যগুলি নির্গত হওয়াতে কি বোধ হইতেছে না যে ফলিত জ্যোতিষের উপর ইংলণ্ডবাসিগণের ক্রমে বিশ্বাস হইয়া আসিতেছে? অবশেষে যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইবে তাহারও সন্দেহ নাই। রুশদেশের সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের অপমৃত্যুর বিষয়ে জ্যাডকিল যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কি সত্য হইল না? সত্য হওয়াতে সভ্যজাতিমাত্রেই কি স্তব্ধ হন নাই? নিউইয়র্ক টাইমস্‌নামক আমেরিকার একখানি প্রধান সংবাদপত্র ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল:—

"We might as well be candid and admit that Zadkeil was right when he prophesied that at this time of year we should have bad weather, earthquakes, and other unpleasant things. The weather bureau is given credit for its predictions when they are realised, but when the astrologer prophesied earthquakes and things months in advance, and his predictions come true. we merely smile. This may be just and magnanimous, but it certain-

ly does not look as if it were. The astronomers have, of course, the utmost contempt for the astrologers, who do not induce the government to spend half a million of dollars in sending them to the end of the earth on the pretext of observing the transit of Venus. Why a transit of Venus should be so much more respected than a conjunction of four or five planets is not clear to the unprejudiced mind. The astronomers are perfectly certain that no matter how many planets may be drawn up in a line, no result perceptible on the surface of the earth will follow. They have been mistaken more than once since astronomy became an independant science, and it is not impossible that they are mistaken now."

উপরি উদ্ধৃত বাক্যগুলি পাঠ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, যে সুসভ্য জাতিমাত্রেরই ফলিত জ্যোতিষের উপর ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মিতেছে। জার্ম্মাণেরা যে কেবল সংস্কৃত ভাষার আলোচনা করিতেছেন এমন নহে, তাঁহারা সমুদায় হিন্দুশাস্ত্রেরও বিশেষরূপ চর্চ্চা করিয়া থাকেন। ফলিত জ্যোতিষের উপর তাঁহাদের যেরূপ বিশ্বাস, বোধ হয় কোন সভ্যজাতিরই সেরূপ নাই। আরও একটী বিষয় নিম্নে উদ্ধৃত হইলঃ—

"In the days of Kepler we know that astrology was more thought of than astronomy, for though on behalf of the world he worked at the latter, for his own daily bread he was in the employ of the former, making almanacks and "drawing horoscopes that he might live"—"Astronomical My ths" based on Flammarions,"Hisfory of the Heavens" by John F. Blake. London. Macmillon & co, '877.

আধুনিক জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণের মতানুসারে যদি ফলিত জ্যোতিষ কুসংস্কারের উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে কেপ্‌লারের ন্যায় লোকে কি তাহা বিশ্বাস করিতে পারিতেন, কিম্বা তাহার চর্চ্চায় স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন? যে শাস্ত্র পরাশর, ভৃগু, বশিষ্ঠ, গর্গ প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং টাইকোব্রেহি, বেকন, কেপলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ সত্য

বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, সেই শাস্ত্রে ঘৃণা করা মূঢ়তার কার্য্য। যখন দেখা যাইতেছে যে ফলিত জ্যোতিষের মতানুসারে গণিত ফল সমুদায়ই সত্য হয়, তখন এই শাস্ত্রের বিরুদ্ধে শত সহস্র যুক্তি প্রদর্শন ক্ষমতা থাকিলেও ইহাতে অবিশ্বাস করা বৈধ হয় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণই বিশ্বাসের মূল কারণ, অতএব যাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তাহাতে কেন অবিশ্বাস করিব?

জগৎপাতা জগদীশ্বর যে কি নিয়মে সংসার চালাইতেছেন, তাহা সামান্য মনুষ্য বুদ্ধির গম্য হইতে পারে না। ফলিত জ্যোতিষের মতানুসারে গণিতের সমুদায় ফলই যখন সত্য দেখা যাইতেছে, তখন যে ইহা ঈশ্বরানুমোদিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত বাক্যটী সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব লোকের মনে রাখা উচিতঃ—

"Where you cannot unriddle learn to trust."

মনুসংহিতা।

অষ্টম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ধর্ম্মার্থং যেন দত্তং স্যাৎ কস্মৈচিৎ যাচতে ধনং।
পশ্চাচ্চ ন তথা তৎ স্যান্ন দেয়ন্তস্য তদ্ভবেৎ॥ ২১২॥

যদি কোন ব্যক্তি যাগাদি কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে বলিয়া কোন ব্যক্তির নিকটে ধন যাচঞা করে, আর সেই ব্যক্তি ধন দিব বলিয়া অঙ্গীকার করে, তাহারপর সে যদি জানিতে পারে যাচক ব্যক্তি ধন লইয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিবে না, তাহা হইলে সে সেই যাচিত অর্থ প্রদান করিবে না।

যদি সংসাধয়েত্তত্ত দর্পাল্লোভেন বা পুনঃ।
রাজ্ঞা দাপ্যঃ সুবর্ণং স্যাত্তস্য স্তেয়স্য নিষ্কৃতিঃ॥ ২১৩॥

যদি সেই যাচক অহঙ্কার অথবা লোভ প্রযুক্ত প্রতিশ্রুত ধন গ্রহণ করিয়া প্রত্যর্পণ না করে, অথবা সেই প্রতিশ্রুত ধন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে; তাহা হইলে রাজা তাহার সেই চৌর্য্য পাপের শুদ্ধির নিমিত্ত সুবর্ণ দণ্ড বিধান করিবেন।

দত্তস্যৈষোদিতা ধর্ম্ম্যা যথাবদনপক্রিয়া।
অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি বেতনস্যানপক্রিয়াং ॥ ২১৪ ॥

প্রতিশ্রুত ধন যে কারণে দিতে না হয় অথবা দিয়া ফেলিলে যেরূপে তাহার উদ্ধার করিতে হয়, তাহার বিষয় বলা হইল। অতঃপর যে কারণে বেতনের দান অথবা তাহার অদানাদি কার্য্য করিতে হয়, তাহার বিষয় বলা হইতেছে।

ভৃতোনার্ত্তোন কুর্য্যাৎ যো দর্পাৎ কর্ম্ম যথোদিতং।
স দণ্ড্যঃ কৃষ্ণলান্যষ্টৌ ন দেয়ং চাস্য বেতনং ॥ ২১৫ ॥

যে ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়া দিবে বলিয়া বেতন নিয়মে বদ্ধ হয়, সে যদি অহঙ্কার প্রযুক্ত কর্ম্ম করিয়া না দেয়, রাজা তাহার কর্ম্মানুরূপ আট সুবর্ণ দণ্ড বিধান করিবেন এবং তাঁহার বেতন দিতে হইবে না।

আর্ত্তস্তু কুর্য্যাৎস্বস্থঃ সন্ যথা ভাষিতমাদিতঃ।
স দীর্ঘস্যাপি কালস্য তল্লভেতৈব বেতনং ॥ ২১৬ ॥

যদি কোন ব্যক্তি পীড়িত হইয়া কর্ম্ম না করে, তাহার পর সুস্থ হইয়া যেরূপ কথা থাকে প্রথম অবধি সেইরূপ কার্য্য করিয়া দেয়, দীর্ঘকাল হইলেও সে সমুদায় বেতন পাইবে।

যথোক্তমার্ত্তঃ স্বস্থো বা যস্তৎ কর্ম্ম ন কারয়েৎ।
ন তস্য বেতনং দেয়মল্পোনস্যাপি কর্ম্মণঃ ॥ ২১৭ ॥

যেরূপ কর্ম্ম করিয়া দিবার কথা থাকে, স্বয়ং পীড়িত হইয়া যদি অন্য দ্বারা তাহা করাইয়া না দেয়, তাহার পর সুস্থ হইয়া স্বয়ং যদি তাহা না করে অথবা অন্যের দ্বারা করাইয়া না দেয়, তাহা হইলে কৃত কর্ম্ম অল্পাবশিষ্ট থাকিলেও তাহার বেতন দিবে না।

এষধর্ম্মোঽখিলেনোক্তো বেতনাদানকর্ম্মণঃ।
অতঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মং সময়ভেদিনাং ॥ ২১৮ ॥

বেতনের দান অথবা অদানের বিষয় সমস্ত বলা হইল, যাহারা কোন প্রকার নিয়ম করিয়া তাহার ব্যতিক্রম করে, তাহাদিগের দণ্ডাদি ব্যবস্থা অতঃপর বলিব।

যোগ্রামদেশসংঘানাং কৃত্বা সত্যেন সংবিদং।
বিসংবদেন্নরোলোভাত্তং রাষ্ট্রাদ্বিপ্রবাসয়েৎ ॥ ২১৯ ॥

যে ব্যক্তি গ্রামবাসী বণিকপ্রভৃতির নিকটে শপথ পূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করিব

বলিয়া স্বীকার করে, তাহার পর লোভাদি কারণে যদি তাহার ব্যতিক্রম ঘটায়, তাহা হইলে রাজা তাহাকে রাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন।

নিগৃহ্য দাপয়েচ্চৈনং সময়ব্যভিচারিণং।
চতুঃ সুবর্ণান্ ষণ্নিষ্কাংশ্চতমানঞ্চ রাজতং ॥ ২২০ ॥

রাজা এই নিয়ম-ব্যতিক্রমকারীর চারি সুবর্ণ, ছয় নিষ্ক, শত পরিমিত রৌপ্য দণ্ড করিবেন।

এতৎদণ্ডবিধিং কুর্য্যাদ্ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
গ্রামজাতিসমূহেষু সময়ব্যভিচারিণাং ॥ ২২১ ॥

যে সকল ব্যক্তি গ্রামবাসী ও ব্রাহ্মণাদি জাতির সম্বন্ধে নিয়মের ব্যতিক্রম করে, ধার্ম্মিক রাজা তাহাদিগের এইরূপ দণ্ড বিধান করিবেন।

ক্রীত্বা বিক্রীয় বা কিঞ্চিৎ যস্যেহানুশয়োভবেৎ।
সোহন্তর্দশাহাত্তদ্দ্রব্যন্দদ্যাচ্চৈবাদদীত বা ॥ ২২২ ॥

যদি কোন ব্যক্তির কোন দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া মনে এরূপ অনুতাপ হয়, যে আমি এ কর্ম্ম ভাল করি নাই, তাহা হইলে সে দশ দিনের মধ্যে তাহা ফিরাইয়া দিবে অথবা তাহা গ্রহণ করিবে।

পরেণ তু দশাহস্য ন দদ্যান্নাপি দাপয়েৎ।
আদদানোদদচ্চৈব রাজ্ঞা দণ্ড্যঃ শতানি ষট্ ॥ ২২৩ ॥

দশাহের পরে ক্রীত দ্রব্য ফিরাইয়া দিবে না, বিক্রীত দ্রব্যও ফিরাইয়া লইবে না। দশ দিনের পর বলপূর্ব্বক ফিরাইয়া দিলে অথবা ফিরাইয়া লইলে রাজা ছয় শত পণ দণ্ড করিবেন।

যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি।
তস্য কুর্য্যান্নৃপোদণ্ডং স্বয়ং ষণ্ণবতিম্পণান্ ॥ ২২৪ ॥

যে কন্যার যে দোষ থাকে, যে ব্যক্তি তাহার কথা না বলিয়া বরকে কন্যাদান করে, রাজা তাহার ৯৬ পণ দণ্ড করিবেন। পূর্ব্বে এ কথা বলা হইলেও দণ্ড প্রকরণ বলিয়া পুনরায় বিশেষ করিয়া বলা হইল।

অকন্যেতি তু যঃ কন্যাং ব্রূয়াদ্দ্বেষেণ মানবঃ।
স শতম্প্রাপ্নুয়াদ্দণ্ডন্তস্যাদোষমদর্শয়ন্ ॥ ২২৫ ॥

যে ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ পুরুষসংসর্গহীন কন্যাকে পুরুষসংসর্গবিশিষ্ট বলিয়া

নির্দ্দেশ করে এবং সেই দোষ দেখাইয়া দিতে না পারে, রাজা তাহার শত পণ দণ্ড করিবেন।

উপরে কন্যাকে অকন্যা বলিয়া তাহার দোষ দেখাইয়া দিতে না পারিলে যে দণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার হেতু নির্দ্দেশিত হইতেছে।

পাণিগ্রহণিকামন্ত্রাঃ কন্যাস্বেব প্রতিষ্ঠিতাঃ।
নাকন্যাসু ক্বচিৎ নৃণাং লুপ্তধর্ম্মক্রিয়াহি তাঃ ॥ ২২৬ ॥

বিবাহের যত মন্ত্র আছে তাহার সমুদায়ে কন্যাশব্দ প্রয়োগ শুনিতে পাওয়া যায়। বিবাহমন্ত্রে পুরুষসংসর্গবিশিষ্টা কন্যার কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। কারণ, তাহাদিগের ধর্ম্মক্রিয়া লুপ্ত হইয়াছে।

পাণিগ্রহণিকামন্ত্রানিয়তং দারলক্ষণং।
তেষাং নিষ্ঠা তু বিজ্ঞেয়া বিদ্বদ্ভিঃ সপ্তমে পদে ॥ ২২৭ ॥

পাণিগ্রহণের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহা পাঠ করিলে বিবাহসিদ্ধি হয়; তাহাই ভার্য্যার্থ সম্পাদনের কারণ, সপ্তপদী গমনের যে মন্ত্র আছে, তাহা পাঠ না করিলে বিবাহ কার্য্য সমাপ্তি হয় না। অতএব সেই সপ্তপদী-গমনের পূর্ব্বে যদি বরের বিবাহ করা অমত হয়, তবে সে কন্যা পরিত্যাগ করিতে পারে; কিন্তু সপ্তপদী গমনের পর আর পরিত্যাগ করিতে পারে না।

যস্মিন্ যস্মিন্ কৃতে কার্য্যে যস্যেহানুশয়োভবেৎ।
তমনেন বিধানেন ধর্ম্ম্যে পথি নিবেশয়েৎ ॥ ২২৮ ॥

উপরে দশ দিনের মধ্যে যে ফিরাইয়া দিবার ও ফিরাইয়া লইবার কথা বলা হইয়াছে, কেবল তাহা ক্রয় বিক্রয় বিষয়ে নয়। বেতন প্রভৃতি যে কোন কাজ হউক, তাহাতে অসন্তোষ জন্মিলে দশ দিনের মধ্যে তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। দশ দিন পরে ব্যতিক্রম করিলে আর কোন কাজ হইবে না।

পশুষু স্বামিনাঞ্চৈব পালানাঞ্চ ব্যতিক্রমে।
বিবাদং সম্প্রবক্ষ্যামি যথাবদ্ধর্ম্মতত্ত্বতঃ ॥ ২২৯ ॥

গবাদি পশু বিষয়ে স্বামী ও রক্ষক উভয়ের বিবাদ ঘটিলে যে কর্ত্তব্য হয়, তাহার বিষয় আমি যথোচিত ধর্ম্মানুসারে বলিব।

দিবা বক্তব্যতা পালে রাত্রৌ স্বামিনি তদ্গৃহে।
যোগক্ষেমেঽন্যথা চেত্তু পালোবক্তব্যতামিয়াৎ ॥ ২৩০ ॥

দিবাভাগে রক্ষকের হস্তে পশু সমর্পণ করিলে যদি কোন দোষ ঘটে,

অর্থাৎ পশু হারাইয়া যায়, অথবা হিংস্রপশুকর্ত্তৃক হত হয়, তাহা হইলে সে দোষ রক্ষকের হয়, অর্থাৎ রক্ষক তাহার দায়ী ও দণ্ডভাগী। আর রাত্রি-কালে দোষ ঘটিলে সে দোষ স্বামীরই হইয়া থাকে। তবে যদি এমন নিয়ম থাকে, রাত্রিতেও রক্ষক পশু রক্ষা করিবে, আর সে যদি তাহা না করে, তাহা হইলে সে দোষ রক্ষকের হইবে।

গোপঃ ক্ষীরভৃতো যস্তু স দুহ্যাদ্দশতোবরাং।
গোস্বাম্যনুমতে ভৃত্যঃ সা স্যাৎ পালেঽভৃতে ভৃতিঃ॥ ২৩১॥

যে গোরক্ষকের সহিত এরূপ কথা থাকে যে, তাহাকে অন্যপ্রকার বেতন দেওয়া হইবে না, গরুর দুগ্ধই বেতন দেওয়া হইবে, সে দশটী গাভীর মধ্যে যে গাভীটী উৎকৃষ্ট হইবে, তাহারই দুগ্ধ গ্রহণ করিবে। সেই দুগ্ধ তাহার বেতন স্বরূপ হইবে। এতদ্দ্বারা এই কথা বলা হইতেছে যে, রক্ষক প্রতি দশটী গরু প্রতিপালন করিলে একটী গাভীর দুগ্ধ ঐ দশটী প্রতি-পালনের বেতন স্বরূপ পাইবে।

নষ্টং বিনষ্টং কৃমিভিঃ শ্বহতং বিষমে মৃতং।
হীনম্পুরুষকারেণ প্রদদ্যাৎ পালএব তু॥ ২৩২॥

যদি রক্ষকের হস্তে ন্যস্ত কোন পশু অদৃশ্য হয়, অর্থাৎ পলাইয়া যায়, কিম্বা কৃমিতে নষ্ট করে, অথবা কুকুরে ভক্ষণ করে, কিম্বা গর্ত্তাদির ভিতর পড়িয়া মরিয়া যায়, অর্থাৎ রক্ষক যত্ন না পাওয়াতে যদি কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে রক্ষককে তাহার দায়ী হইয়া তাহা দিতে হইবে।

বিঘম্য তু হৃতংশ্চৌরৈর্ন পালোদাতুমর্হতি।
যদি দেশে চ কালে চ স্বামিনঃ স্বস্য শংসতি॥ ২৩৩॥

যদি দস্যুরা প্রকাশ্যভাবে ঢক্কাদি বাজাইয়া পশু হরণ করে, আর যদি রক্ষক হরণের অব্যবহিত পরেই তাহা নিজ স্বামীকে জানায়, তাহা হইলে রক্ষককে সে পশুর দায়ী হইয়া স্বামীকে তাহা দিতে হইবে না।

কর্ণৌ চর্ম্ম চ বালাংশ্চ বস্তিং স্নায়ুঞ্চ রোচনাং।
পশুষু স্বামিনান্দদ্যান্মৃতেষ্বঙ্গানি দর্শয়েৎ॥ ২৩৪॥

পশু আপনা হইতে মরিয়া গেলে রক্ষক তাহার কর্ণ, চর্ম্ম, লাঙ্গুলাদি পশু স্বামীকে আনিয়া দিবে এবং খুরাদি অন্য অন্য চিহ্ন পশু স্বামীকে দেখাইয়া দিবে।

হাসি কান্না।

মানুষ হাসি কান্নার জীব। কিন্তু সকল মানুষে সমান হাসি হাসে না, সকল মানুষে সমান কান্না কাঁদে না। হাসি কান্নার তারতম্য আছে, বিভিন্নতা আছে। সেই তরতম্য ও বিভিন্নতা অনুসারে মানুষের আভ্যন্তরিক চরিত্র ও বাহিরের কার্য্য নির্ণীত হইয়া থাকে।

আমি যেমন হাসি হাসিতে পারি তুমি তেমন হাসি হাসিতে পার না। আমার হাসিতে তোমার হাসিতে অনেক প্রভেদ। ওই যে ক্ষুদ্র শিশুটী জননীর কোলে বসিয়া দুই একটী নবোদ্গত শুভ্র দন্ত বাহির করিয়া জননীর আদরে আকাশে হাসির লহরী তুলিতেছে,—জিজ্ঞাসা করি তুমি কি ঐরূপে ঐ রকম সরল শিশুহাসির লহরী তুলিতে পার? পার না; তাহা তোমার চেষ্টার অসাধ্য। সরল শিশু হাসি হাসিতে হইলে সরল শিশুপ্রাণ আবশ্যক করে। তোমার সেই সরল শিশু প্রাণ নাই, তুমি সহস্র চেষ্টা করিয়াও ঐ শিশুপ্রাণটী তোমার হৃদয়ের ভিতর পূরিতে পারিবে না। কাজেই তোমার পক্ষে ঐ চিন্তাবিষ-জর্জ্জরিত প্রাণ লইয়া শিশুর হাসির ঠিক অনুকরণ করা অসাধ্য। হৃদয়ের তারতম্যে ও বিভিন্নতায় হাসি কান্নার বিভিন্নতা ও তারতম্য। তোমার প্রাণ যেমন আমার প্রাণ তেমন নহে; সুতরাং তোমার হাসি কান্না যেমন আমার হাসি কান্না তেমন হইতে পারে না। এই পৃথিবীর রঙ্গক্ষেত্রে কোটী কোটী লোক কোটী কোটী প্রকারে হাসি কান্নার অভিনয় করিতেছে। তোমার যদি চক্ষু থাকে তবে তুমি প্রতি মনুষ্যের চরিত্রগত বৈলক্ষণ্যের সহিত তাহাদের পরস্পরের হাসি কান্নার বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইবে।

কে এমন কথা বলে যে জড় বস্তুতেই কেবল দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ কোমলতা কাঠিন্য শৈত্য উষ্ণতা চাঞ্চল্য স্থিরতা প্রভৃতি গুণাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং আধ্যাত্মিক পদার্থে সে সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না? যে বলে সে অন্তর্দৃষ্টি চালনা করিতে কিছুমাত্র শিখে নাই। অন্তরের চক্ষু দিয়া দেখিলে আধ্যাত্মিক পদার্থেও সকল জড়ীয় গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই হাসি কান্নার ভিতরেও সেই সমস্ত গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হাসি কান্নারও দৈর্ঘ্য প্রস্থ কোমলতা কাঠিন্য শৈত্য উষ্ণতা চাঞ্চল্য স্থিরতা প্রভৃতি সমস্তই আছে। কোন হাসির দৈর্ঘ্য আছে কিন্তু বেধ অল্প, প্রস্থ অল্প।

কোন হাসি বড় কঠিন তাহাতে কোমলতার লেশমাত্র নাই। কোন হাসি শৈত্য গুণে সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহাতে উত্তাপের নাম গন্ধ নাই। আবার কোন হাসি এমন প্রখর যে তাহার কাছে ঘেঁসা ভার। কোন হাসির স্রোত এমন চঞ্চল যে তাহাতে কুটি ফেলিয়া দেও খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে। আবার কোন হাসি বা এমন স্থির প্রশান্ত যে উহাতে অন্য চঞ্চল স্রোত আসিয়া মিশিতে সাহসী হয় না।

হাসি কান্নার জন্মস্থান হৃদয়। চিত্তের আত্মানুভব ক্ষেত্রকেই হৃদয় নামে অভিহিত করিলাম। এই অনুভব ক্ষেত্র হইতে আমার আমিত্বকে উৎপাটন করিতে পারা যায় না। যেখানে আমি আছি সেইখানেই "আছি" এই অনুভব তাহার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান। এমন অবস্থা মনে কল্পনা করিতে পারা যায় না যে অবস্থায় আমায় আমিত্ব থাকে কিন্তু তাহারি সঙ্গে আত্ম অনুভব থাকে না। এই আত্ম অনুভবের নাম অহঙ্কার। এই অহঙ্কারের সহিত আত্মা অতি নিগূঢ়ভাবে সম্বদ্ধ। এই নিগূঢ় সম্বন্ধের আলোচনা করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। এই অহঙ্কার তিন প্রকার অবস্থায় বিভক্ত—প্রথম অবস্থার নাম সুখ, দ্বিতীয় অবস্থার নাম দুঃখ, তৃতীয় অবস্থার নাম শান্তি অথবা অহঙ্কারের রাজসিক বিকারের নাম সুখ তামসিক বিকারের নাম. দুঃখ এবং সাত্ত্বিক বিকারের নাম শান্তি। অহঙ্কারের সাত্ত্বিক বিকার অর্থাৎ শান্তি ছাড়িয়া দিয়া আমরা তাহার রাজসিক ও তামসিক বিকার অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

এই হৃদয় তড়িত-ময়। যে চৈতন্যে আমাদের হৃদয় নির্ম্মিত তাহাকে অলঙ্কার স্বরূপ তড়িৎ বলিলাম। এই চৈতন্য আধ্যাত্মিক জগতের তড়িৎ। এই আধ্যাত্মিক তাঁড়তের স্রোত আছে, কখন তাহা মৃদু বহে কখন তাহা খর বহে কিন্তু কখন তাহা স্রোতশূন্য হইতে দেখা যায় না। এই স্রোতে সুখ দুঃখের সৃষ্টি। সুবিমল সূর্য্যকিরণ যদ্রূপ সমল নির্ম্মল ইত্যাদি বারি উপর পতিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এক অহঙ্কার ভিন্ন ভিন্ন রকম স্রোতের উপর পড়িয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিবৃত হইয়া রাজসিক তামসিক সাত্ত্বিক ইত্যাদি বিকার উৎপাদন করে। স্রোতেরও বিরাম নাই, বিকারেরও বিরাম নাই—তরঙ্গেরও শেষ নাই সুখ দুঃখেরও শেষ নাই। এ জীবনে তরঙ্গও কখন ফুরায় না, সুখ দুঃখও কখন ফুরায় না। মাতৃগর্ভ হইতে পড়িয়া যখন এই সুখ দুঃখময় হলাহলময় মায়াময় সংসার চৈতন্যে

রসাস্বাদ পাইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিলাম, তখন হইতেই এই দুর্নিবার তরঙ্গের প্রথম আরম্ভ? কে জানে? আবার ইহজীবনের শেষ দিনে যখন রোরুদ্যমান প্রাণসম আত্মীয়বর্গের হৃদয়ভেদী চীৎকার শুনিতে শুনিতে এই হৃদয়ে জাগতিক চৈতন্য বিলুপ্ত হইতে থাকিবে, আমায় ভবের ধূলাখেলা সাঙ্গ হইবে, তখন কি তৎসঙ্গে এই দুর্নিবার অনিবার উত্তাল তরঙ্গেরও সাঙ্গ হইবে? কে জানে।

যাক জন্ম মৃত্যুর-রহস্য কেহ বুঝে না—বুঝাইতেও পারে না। সে কথা ছাড়িয়া দিই,ইহ জীবনে দেখিতে পাই যে হৃদয়ের এই তাড়িত তরঙ্গের শেষ নাই, এই গতির বিরাম নাই, এ চাঞ্চল্যের স্থিরতা নাই। যে স্রোতে এইরূপে তরঙ্গ উঠিতেছে পড়িতেছে সেই স্রোতের নাম বাসনা। এই বাসনা স্রোত স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিধারে অহর্নিশ ঘুরিতেছে। কিন্তু সকল হৃদয়ে সমান স্রোত বহে না, সমান ভাবে ঘূর্ণায়মান হয় না। সকল স্রোতের তরঙ্গ সমান উচ্চ হয় না, সমান প্রবল হয় না,সমান গভীর হয় না। প্রতি নর নারীর হৃদয়ের এই বাসনা-স্রোত স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঘুরিতেছে এবং তাহারই তরঙ্গের উপর প্রতি নর নারীর চরিত্র ও কার্য্য প্রতিফলিত হইতেছে।

এই স্রোতোবৈষম্যের কারণ কি? ইহার কারণ প্রতি হৃদয়ের বিশেষ বিশেষ উপাদান ও গঠন। আমার হৃদয় যে উপাদানে নির্ম্মিত তোমার হৃদয়ে সেই বিশেষ উপাদানের অভাব। সুতরাং তোমার হৃদয়ের তার যে ধ্বনিতে বাজিয়া উঠিবে,সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি আমার হৃদয়ের তার দিবে না। পাকা তারে কি কখন কাঁচা তারের সুর দিতে পারে? না পিতলের তারে কখন লোহার তারের সুর উৎপাদিত হয়? সারে গা মা এ তারেও বাজিবে, সা, রে, গা, মা,ও তারেও বাজিবে; কিন্তু সুরের আওয়াজের বৈলক্ষণ্য বুঝিবে। ঠিক পিতলের তারের মত খাদ লোহার তারে বাহির করিতে পারিবে না। হয় ত তোমার হৃদয়ের তড়িৎ আমার হৃদয়ের তড়িৎ অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার সুতরাং তোমার তাড়িত-স্রোতের ঠিক অনুকরণ আমার হৃদয়ের স্থূল জড়াধিক্য বিশিষ্ট তড়িতে কখনই সম্ভব হয় না। প্রকৃতপক্ষে সকলহৃদয়ের তড়িৎ দুটী উপাদানে প্রস্তুত। একটী চিৎ অপরটী জড়। এই দুটী উপাদান ন্যূনাধিক্য পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া প্রতি লোকের হৃদয় তড়িতের পার্থক্যসম্পাদন করিয়া দিতেছে। এইরূপে উপাদানের ভিন্নতা বাসনা-স্রোত বৈষম্যের প্রথম কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হৃদয়ের গঠন। তারে সুর বাহির হয় বটে, কিন্তু সেই তারের এক প্রান্ত দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া অপর প্রান্ত হস্ত দ্বারা টানিয়া বাজাও দেখি, এক ক্ষীণ অমধুর শব্দ পাইবে, কিন্তু সেইটী সেতার কিম্বা এস্রাজে চড়াইয়া বাজাও দেখিবে যে তারের ক্ষীণ শব্দে পূর্ব্বে তুমি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হও নাই. সেই তারের শব্দস্রোতে এক্ষণে তোমার গৃহ কম্পমান, তোমার নিজের হৃদয় কম্পমান। সেই শব্দস্রোতের ভিতর ডুবিয়া তুমি এখন মীনের মত যেন সাঁতার দিতে আরম্ভ করিয়াছ। আর একটী উদাহরণ দিই। তুমি ভাই জ্ঞানী সংসারের জীব, সে দিন যখন সমস্ত দিন লেখনী চালাইয়া প্রণয়িনীর হৃদয় মোহকর আলিঙ্গন· শ্রুতিমোহকর সাদর সম্ভাষণ পাইবার আশায় উন্মত্ত হইয়া বাটী ফিরিতেছিলে, তখন এক নগ্ন ধূলীধুসরিতাঙ্গ বাতুল তোমায় কটু কথা বলাতে তাহাকে যথোচিত প্রহার করিয়া স্বীয় নিষ্ঠুরতা ও ঘোর মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছিলে। সংসারের সকল লোকই কম বেশী পরিমাণে তোমার মত আচরণ করে। কয়জন লোক এমন আছে যে, তাহারা অপরের হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা সমালোচনা করিয়া তাহাকে দণ্ড প্রদান করে? কয়জন লোক এমন আছে, যাহারা অপরের হৃদয়ের বিকৃত গঠন দেখিয়া তাহাদের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া অশ্রুবর্ষণ করে? তুমি যে ক্রোধান্ধ হইয়া পাগলকে মারিলে, এ কথা একবারও মনে ভাবিলে না, যে অবস্থা বিশেষে পড়িলে তোমারও পাগল হইতে বেশী দিন লাগে না। মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে তোমার বাতুলতা অবশ্যম্ভাবী। যন্ত্রের গঠন অনুসারে প্রাকৃতিকশক্তি নিয়মিত হইয়া থাকে। সেইরূপ হৃদয় যন্ত্রের গঠন অনুসারে আহঙ্কারিক সুখ দুঃখ নিয়মিত হয়, ইহা অতি সোজা কথা; কিন্তু দুঃখের বিষয় এ কথাও সকলে স্বীকার করিতে প্রস্তুত হন না।

হৃদয়ের এই তড়িতময় ক্ষেত্রের উপর বৈষয়িক ঘাত প্রতিঘাতে তাহার শক্তি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু কোথায় এই ঘাত প্রতিঘাতের প্রথম আরম্ভ এবং কোথায় ইহার শেষ, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে এমন লোক জগতে দুর্লভ।

একটী বিষয় আসিয়া হৃদয়ে আঘাত করিল, তোমার হৃদয় সে আঘাতে নাচিয়া উঠিল, আমার হৃদয় কিন্তু সে আঘাতে নাচিল না। ইহার কারণ এই যে, সেই বিষয়টী তোমার হৃদয়ের উপাদান ও গঠনোপযোগী হইয়াছিল। তোমার হৃদয়ের তরঙ্গ যাহাতে উথলিয়া উঠিতে পারে, তাহা তুমি সেই

বিষয়টীর ভিতরে পাইলে, সুতরাং সেই বিষয়টী তোমার হৃদয়কে মুগ্ধ করিবেই করিবে। আমার হৃদয় কিন্তু এমন উপাদানে নির্ম্মিত ও এমন গঠনে গঠিত যে সেই বিষয়টী আমার হৃদয়ের উপযোগী হইল না। আমার হৃদয়ে যাহাতে তরঙ্গ উঠিতে পারে, তাহা সেই বিষয়টীর ভিতর মিলিল না। সুতরাং তাহা আমার হৃদয়ের কখনই তৃপ্তিকর হইবে না। আমার হৃদয়ের তড়িৎ যদি স্থূল হয় তাহা হইলে আমি স্থূল জড়োপাধিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে সমস্ত জীবন ব্যগ্র থাকিব, যদি এই হৃদয়ের গঠন সংকীর্ণ হয়, তাহা হইলে উদারতার প্রশস্ত ভাব কখন ইহাতে স্থান প্রাপ্ত হইবে না, যদি ইহার গভীরতা অল্প হয়, তবে কোন বিষয়ে আমি চিত্ত নিমগ্ন করিতে সক্ষম হইব না। চিরকাল সকল বিষয়ে ভাসা ভাসা ভাবে থাকিয়া জীবন কাটাইব। যাহার যেমন হৃদয় সে তেমন বস্তু এ সংসারে অন্বেষণ করে এবং তাহা পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে। একমাত্র সেই প্রকার পদার্থই তাহার হৃদয়কে টলাইতে সমর্থ হয় ও তদুপরি আধিপত্য দেখাইতে পারে। স্থূল হৃদয়ে স্থূল বিষয়ের সূক্ষ্ম হৃদয়ে সূক্ষ্ম বিষয়ের আঘাত স্থান পায়। সূক্ষ্ম বিষয় স্থূল হৃদয়ের উপর কিম্বা স্থূল বিষয় সূক্ষ্ম হৃদয়ের উপর কখনই স্বীয় শক্তি বিকাশ করিতে পারে না। তীক্ষ্ণধার তরবালের প্রতাপ জড় বস্তুর উপর। বাতাসে সেই তরবারি চালাও তাহাতে কি হইবে। বাতাসে চালাইতে হইলে সূর্য্য কিরণের আবশ্যক।

জগতের সকল পদার্থই জোয়ার ভাঁটা নিয়মের অধীন। জোয়ার ভাঁটার অন্য নাম আকর্ষণবিক্ষেপণ অথবা সংকোচপ্রসারণ। এই বিশ্বব্যাপী বিশাল নিয়মের অধীন হইয়া গ্রহ উপগ্রহ সূর্য্যের চারি দিকে ঘুরিতেছে, জগতে চক্রাবর্ত্ত গতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সংকোচন প্রসারণ নিয়মের অধীন হইয়া প্রচণ্ড জ্বালাময় পৃথিবী গোলাকার ও জল স্থলে বিভক্ত হইয়া কালক্রমে বৃক্ষ জীব মনুষ্য ইত্যাদির বাসভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। এই সুবিশাল বিশ্বক্ষেত্রের ভিতর এমন এক বিন্দু স্থান পাইবে না, এমন এক বিন্দু পরামাণু পাইবে না যথায় আকর্ষণী ও বিক্ষেপণী শক্তির প্রকাশ নাই। কেবল কি জড় জগতে ইহার প্রতাপ? মনুষ্য সমাজের উপর এই শক্তির আধিপত্য কি ইতিহাস পাঠে অনুভব কর নাই? ইতিহাস কি দেখাইয়া দেয় না যে মনুষ্যসমাজ জোয়ার ভাঁটার নিয়মের অধীন। প্রসারণী শক্তিাংশে কত মনুষ্যসমাজ ক্রমশঃ উন্নত সভ্য ও বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্মে অধিকার

হইতেছে। আবার অবশ্যম্ভাবী সংকোচনী শক্তির অধীন হইয়া সেই উন্নত মানবসমাজ কালে পুনরায় অসভ্যতা ও কুসংস্কারের গভীর অন্ধকারকূপে নিহিত হইতেছে। তার পর আবার সেই সমাজ প্রসারণীশক্তিবলে উঠিবে। কিন্তু উন্নতির শিখরদেশে উপস্থিত হইবামাত্র আবার তাহা বিক্ষেপণী শক্তির অধীন হইয়া নামিতে আরম্ভ করিবে। জগতের সকল পদার্থই এইরূপে চলিতেছে। যে নিয়ম প্রকৃতির অস্থি মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া তাহার প্রচণ্ড শক্তিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, মানুষ তুমি তাহারি ভিতরের একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কীট হইয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া অহঙ্কার করিয়া বেড়াইলে কি এই দুর্নিবার নিয়মের হস্ত অতিক্রম করিতে সক্ষম হইবে? সে নিয়ম যে তোমার হৃদয়ের অস্থি মজ্জার ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তোমাকে একবার হাসাইতেছে, একবার কাঁদাইতেছে—তোমাকে ছায়ার মানুষ করিয়া এই মায়াময় সংসারপটে ছায়াবাজী খেলাইতেছে—আশায় তোমায় উপরে তুলিতেছে, নিরাশায় তোমায় অন্ধকারে ডুবাইতেছে, তাহা কি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। আপনার হৃদয়ের ভিতর কি এই জোয়ার ভাঁটার উত্থান পতন শক্তির অনিবার্য্য বেগ অনুভব কর নাই? যদি করিয়া থাক তবে বুঝিবে সুখ কি আর দুঃখ কি।

স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া যে স্রোত হৃদয়ের ভিতর অহর্নিশ ঘুরিতেছে, তাহারও জোয়ার ভাঁটা আছে, তাহারও সঙ্কোচন প্রসারণ, আকর্ষণ বিক্ষেপণ উত্থান পতন আছে। তাহারই জোয়ার অর্থাৎ প্রসারণ বিক্ষেপণ, উত্থানের নাম সুখ, আর তাহারই ভাঁটা অর্থাৎ সঙ্কোচন আকর্ষণ, পতনের নাম দুঃখ। অহঙ্কারে রাজসিক বিকারে সে জল উঠে এবং তামসিক বিকারে তাহা নামে; কিম্বা স্রোত উঠিলে অহঙ্কারের রাজসিক বিকার এবং স্রোত অধোগামী হইলে অহঙ্কারের তামসিক বিকার উপস্থিত হয়। যখন অত্যন্ত সুখ হয়, তখন সেই স্রোতের বন্যা উপস্থিত হইয়া হৃদয়কে বোধ হয় দশ হাত ভিতর দিক হইতে স্ফীত করিয়া দেয়। আবার দুঃখ যখন অত্যন্ত হয়, তখন আমাদের অনুভব হয় যেন সেই ভিতরের স্রোত নিম্নে পড়িয়া গেল, বক্ষ যেন দশ হাত নিম্নে বসিয়া পড়িল। যে বিষয়টী আমার হৃদয়কে মুগ্ধ করে, সেই বিষয়টীর আকর্ষণে স্বার্থের বন্ধন রজ্জু যেন শিথিল হইয়া পড়ে—স্রোত প্রযুক্ত হইয়া সেই বিষয়টী পাইবার জন্য স্বাধীনভাবে পাগলের প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া তাহার দিকে ধাবমান হই, তখন হৃদয়ের আয়তন বর্দ্ধিত

হইয়া তাহার ভিতরে জোয়ার উপস্থিত করে। আর একটী বিষয়—যে বিষয়টী ঘটিলে আমার হৃদয় দুঃখিত হয়, তাহা যখন আমার হৃদয়ের স্রোতের নিকট আসিল—স্রোত মন্দীভূত হইল। তাহার আগমনে হৃদয়ের তড়িত-স্রোত সঙ্কুচিত হইয়া স্বার্থের চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া আর যেন নড়িতে চাহিল না—সেই সঙ্গে আমার মুখ ম্লান হইল, আমি দুঃখ অনুভব করিলাম। এইরূপ হওয়াকেই মানুষে সুখ দুঃখ কহিয়া থাকে।

জোয়ারের পর ভাঁটা যেমন অবশ্যম্ভাবী, সুখের পর দুঃখ তেমনি অবশ্য-ভাবী ও অনিবার্য্য। চক্ষের জলে মাটি ভিজাইয়া যদি কোন বীজ রোপণ কর, তবে সে বীজ হইতে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহাতে কালে সুখফল ফলিবে। আজ তুমি সুখের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছ, কাল কিন্তু তোমার এমন দিন আসিবে, যখন তুমি ঐ সরার একটী পরমাণু বলিয়া আপনাকে পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করিবে। "এসা দিন নাহি রহে গা"। সুখী তুমি সুখের সময় এ কথাটি স্মরণে রাখিয়া দুঃখীর নেত্র-জল মুছাইতে বিস্মৃত হও না, আর দুঃখী তাপী তুমি ঘোর নিরাশার সময় এ কথাটি স্মরণ রাখিও, রাখিলে তোমার দুঃখের অনেক লাঘব হইবে।

জোয়ার ভাঁটা দুয়েরি তরঙ্গ আছে। আংশিক উত্থান পতনকে তরঙ্গ কহে। আংশিক উত্থান পতনের সহিত স্রোত উঠে আবার নামে। তরঙ্গ ক্ষুদ্রভাবে অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র জোয়ার ভাঁটার অনুকরণ মাত্র। যখন হৃদয় সমগ্র দুঃখের অবস্থায় থাকে, তখনও তাহাতে সুখ দুঃখের তরঙ্গ বর্ত্ত-মান। এই সুখদুঃখের তরঙ্গকে বক্ষে ধারণ করিয়া মানুষ সুখের পথে উঠি-তেছে, আবার দুঃখের পথে নামিতেছে। হাসি কান্না সেই তরঙ্গের বাহ্য লক্ষণ। ইহাই বিধাতার নিয়ম।

সকলে বলিয়া থাকেন, হাসি কান্না সুখ দুঃখের বাহ্য চিহ্ন মাত্র, আবার ইহাও সকলে মানিয়া থাকেন যে, সব সময়ে হাসি সুখের চিহ্ন নহে, সব সময়ে ক্রন্দনও দুঃখের চিহ্ন নহে। সে সুখ বড় সুখ যে সুখে হাসি নাই, কিন্তু চক্ষের জল আছে, আর সে দুঃখ বড় দুঃখ যে দুঃখে চক্ষের জল নাই, কিন্তু মুখে হাসি আছে। কথিত আছে, যীশুখ্রীষ্টকে কেহ কখন হাসিতে দেখে নাই, কিন্তু অনেকে কাঁদিতে দেখিয়াছিল। আমরাও সর্ব্বদা দেখিতে পাই যে হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব উচ্ছ্বসিত আনন্দের সঞ্চার হইয়া হঠাৎ একেবারে নিবৃত্ত হয়, তৎপরিবর্ত্তে অশ্রু আসিয়া নেত্রযুগল অনবরত পূর্ণ হইতে থাকে।

যাহারা বড় দুঃখে পাগল হইয়াছে, তাহারা যে মুহূর্ত্তে পাগল হয়, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহাদের চক্ষের জল শুকায়, হাসিতে আরম্ভ করে। হাস্য যদি সুখের এবং ক্রন্দন যদি বাস্তবিক দুঃখের চিহ্ন হইত, তবে আত্যন্তিক মাত্রায় ইহার বৈপরীত্য লক্ষিত হয় কেন? ইহার কারণ কি?

বন্দুকের আওয়াজ যেমন, মানুষের হাসিও তেমনি। রঞ্জকঘরে আগুন লাগিলে বন্দুকের নলের ভিতর ভূরি ভূরি বাষ্প স্বল্পায়তনের ভিতর ঘনীভূত হইতে থাকে। সেই ঘনীভূত বাষ্প প্রবল বেগে ছুটিয়া গিয়া নলীর বাহিরে আসিয়া একেবারে প্রশস্ত আকাশে স্থান প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সেই ঘনীভূত পদার্থ যখন বিকীর্ণ হইয়া আপন শক্তি ব্যয় করে, তখন সেই শক্তির বেগে আকাশ কম্পমান হওয়াতে শব্দ উৎপন্ন হয়। হৃদয়ের সম্বন্ধেও ঠিক তাই। যখন স্বার্থের রঞ্জকঘরে আনন্দোদ্দীপক বিষয় স্বরূপ অগ্নি আসিয়া পতিত হয়, তখন তাহার চারি ধারের তড়িত পদার্থে একরূপ ঘনীভূত শক্তির আবির্ভাব হয়। সেই ঘনীভূত শক্তির ভেদে তড়িত প্রসারিত হওয়াতে মানুষের সুখানুভব হয়—তৎপর মুহূর্ত্তেই সেই ঘনীভূত শক্তি হৃদয়কে প্রসারিত করিয়া—শক্তির তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া বাহিরের রাজ্যে আসিয়া লয়প্রাপ্ত হয়। যত ক্ষণ সঞ্চারিত শক্তি থাকিবে, তত ক্ষণ তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া বাহিরের রাজ্যে তাহা বিকীর্ণ হইতে থাকিবে। হৃদয়ের এই আভ্যন্তরিক শক্তি-বিকীর্ণতার ফল হাস্য। যদি এই শক্তি বিকীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই কোন কারণবশতঃ সহসা হৃদয়ের ভিতর অসহনীয় মাত্রায় সঞ্চারিত হইয়া পড়ে, তবে এই প্রকার অবস্থায় বন্দুকের সম্বন্ধে যাহা ঘটে, হৃদয়ের সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিবে। দুর্ব্বল হৃদয় তত তেজ সহ্য করিতে পারিবে না। তখন সেই ঘনীভূত শক্তি হৃদয়যন্ত্রকে ভগ্ন করিয়া চারি দিকে একেবারে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং তাহার সহিত সংরুদ্ধ প্রাণ দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করে।

সুখশক্তির বিকীর্ণতার ফল যদি হাস্য হয়, তাহা হইলে হাস্য দ্বারা আনন্দানুভবের লাঘব ঘটিয়া থাকে। প্রসারণের পর সঙ্কোচন প্রকৃতির নিয়ম। আনন্দ দ্বারা হৃদয়ের যে প্রসারণ উপস্থিত হয়, তাহা পর মুহূর্ত্তেই সঙ্কুচিত হইতে চাহে; সুতরাং সে আনন্দ হাস্যের সহিত বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এইরূপ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে হাসিকে সুখহ্রাসের চিহ্ন বলিতে হইবে।

কিন্তু প্রসারণের পর সঙ্কোচন যেমন স্বাভাবিক, সঙ্কোচনের পর প্রসা-

রণও তেমনি স্বাভাবিক। একটী পদার্থ আর একটী পদার্থের নিকট হইতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে প্রতিঘাত করিয়া থাকে, হৃদয়ের সম্বন্ধেও ঠিক তাই ঘটে। যখন কোন বিষয় হৃদয়ের স্রোতের উপর আঘাত করিয়া স্রোতকে আয়তনে সঙ্কুচিত করিয়া হৃদয়ে ভাঁটার সৃজন করে, তখনি মানুষের দুঃখ অনুভব হয়, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই হৃদয়ের ভিতর প্রতিঘাত উপস্থিত হয়। হৃদয় আবার পূর্ব্বের আয়তনে বাড়িতে চাহে, তখন মানুষের কান্না পায়। হৃদয়ের এইরূপে প্রসারিত হইবার চেষ্টার ফল মানুষের চক্ষের জল। কাঁদিয়া মানুষ হৃদয়ে বল লাভ করে ও সেই দুঃখের যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার পায়।

মানুষের হৃদয় বড় স্থিতিস্থাপক। তাহাকে টানিয়া বাড়াও সে সঙ্কুচিত হইবার চেষ্টা করিবে, আবার সঙ্কুচিত কর প্রসারিত হইবার জন্য ব্যাকুল হইবে। হৃদয়ের যদি এ প্রকার স্থিতিস্থাপক স্বভাব না হইত, তবে আমরা এই দুঃখসঙ্কুল সংসারদেশে একদণ্ড তিষ্ঠিতে সক্ষম হইতাম না। যখন সংসারের চারি দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন বোধ হয়, বাহিরের কোন বস্তু আর আমাদিগকে বিন্দুমাত্র আলো প্রদান করে না, তখন আমরা বাঁচিয়া থাকি কিসের জোরে? হৃদয়ের যদি স্বাভাবিক জোর না থাকিত—যদি তাহাতে প্রসারণী ক্ষমতা না থাকিত, তবে কি সেই দণ্ডে আমরা আমাদের জীবন আপন হস্তে বিনাশ করিতে ব্যগ্র হইতাম না? হৃদয় তখনও তত নিবিড় অন্ধকারের ভিতর আমাদিগকে ভিতর হইতে আশার আলোক দেখায়। যতই স্বীয় শক্তিবলে হৃদয় প্রসারিত হইতে থাকে, ততই আমরা তাহার নিকট হইতে সান্ত্বনাবাক্য শুনিতে পাই। এমন মধুর সান্ত্বনাবাক্য মানুষে শুনাইতে পারে না, এমন মোহিনী শক্তি এ সংসারে আর কেহ এমন করিয়া আমাদিগের মনের ভিতর ঢালিয়া দিতে পারে না।

কিন্তু সকল হৃদয় সমান স্থিতিস্থাপক নহে, কোনটা কম কোনটা বেশী। সকল মানুষ তাই সমান ভাবে দুঃখ সহ্য করিতে পারে না। এক-জাতীয় হৃদয় যেন কিছুতেই দমিতে চাহে না, এ প্রকার যাঁহাদের হৃদয়, তাঁহারা জগতে শৌর্য্য বীর্য্যের জন্য বিখ্যাত। আর একজাতীয় হৃদয় সামান্য দুঃখেই অভিভূত ও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এ প্রকার হৃদয়ের লোকেরা সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত ও বিপদ আশঙ্কায় ভীত হইয়া থাকে।

হৃদয়ের এই স্থিতিস্থাপকতাগুণ সময়ে সময়ে স্থগিত হইতে পারে। অত্যন্ত সুখে এবং অত্যন্ত দুঃখে তাহাই ঘটিয়া থাকে। যখন অত্যন্ত দুঃখ হয়, তখন

হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রসারণী শক্তি স্থগিত হইয়া পড়ে, কেবল স্থগিত কেন, দুঃখের আত্যন্তিক অঙ্কোচক শক্তির তেজে তাহা একেবারে বিনষ্টও হইয়া যাইতে পারে। হৃদয় এইরূপে আপনার স্বাভাবিক স্থিতিস্থাপকতা হারাইয়া ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে; সুতরাং তৎসঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অবশিষ্ট আভ্যন্তরিক শক্তির বিকীর্ণতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে আপন শক্তি বাহিরের রাজ্যে উদ্গার করিলে কেন্দ্রবিন্দুর চারি দ্বারে সঙ্কীর্ণ হইয়া সঙ্কীর্ণমত প্রদেশে ক্রমশই নামিতে থাকে। এই অপ্রাকৃত স্বরে শক্তি উদ্গারের আনুষঙ্গিক ফল বিকট দৃশ্য দেখাইয়া তাহার যে বাস্তবিক বিভীষিকাময় চরিত্র তাহা সকলের নিকট তখন প্রকাশ করে।

আবার হৃদয়ে এত অধিক আনন্দ হয় যে সে আনন্দের আতিশয্যে হৃদয় ক্রমাগত প্রসারিত হইতে থাকে, সঙ্কুচিত হইবার চেষ্টা রহিত হয়, স্থিতিস্থাপকতা কিছু কালের জন্য অন্তর্হিত হয়, তখন মানুষ সে আনন্দে অনবরত কাঁদিতে থাকে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া জোয়ারের জল উঠিয়া চারিদিক প্লাবিত করিতে থাকে। তখন বোধ হয় যেন সে জলরাশি আর নামিতেছে না। প্রবল হইয়া প্রবলতর বেগে উর্দ্ধে উঠিতে চলিল, স্বার্থের আকর্ষণকে পরাস্ত করিয়া স্রোত তখন আর কোন বাধা না মানিয়া উপর্য্যুপরি কেবল প্রসারিত হইবার চেষ্টাই করে। তাহাতে সংকোচনের চেষ্টা থাকে না। তখন মানুষ না কাঁদিয়া থাকিতে পারে না, হৃদয় যতই প্রসারিত হয়, ততই কোথা হইতে অশ্রু আসিয়া নেত্রযুগল পূর্ণ করিতে থাকে, যেন সে প্রসারণের আর বিরাম নাই, যেন সে ক্রন্দনের আর শেষ নাই। তাই এ সংসারে দেখিতে পাই যে, সে সুখ বড় সুখ যে সুখে হাস্য নাই; কিন্তু চক্ষুর জল আছে; আর সে দুঃখ বড় দুঃখ যে দুঃখে ক্রন্দন নাই; কিন্তু সুখের হাস্য আছে।

যে ব্যক্তি হৃদয়তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সেই ব্যক্তিই হাসিকে সুখের এবং ক্রন্দনকে দুঃখের চিহ্ন মনে করিয়া থাকে। হাসিতে মানুষ আপনার সুখ বিনষ্ট করে, ক্রন্দনে তাহা ফিরাইয়া পায়। হাসি রুদ্র দেবতা, ক্রন্দন ব্রহ্মদেবতা, একে সংহার করে, অন্যে সৃজন করে। হাস্য সুখাভাবে অনল বৃষ্টি করে, ক্রন্দন সে অনলে সুধা সৃষ্টি করে। হাস্য স্বার্থপরের উপাস্য, ক্রন্দন আত্মবিস্মৃত প্রেমিকের উপাস্য। তুমি কাহার উপাসনা করিতে চাও?

শ্রীবিঃ—

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বৃক্ষাদি যদি চেতন পদার্থ হইল, তাহা হইলে ত তাহাদিগেরও মনুষ্যের ন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্মের উৎপত্তি হইতে পারে। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন দেহমাত্রতঃ কর্ম্মাধিকারিত্বং বৈশিষ্ট্যশ্রুতেঃ ॥ ১২৩ ॥ সূ ॥

ন দেহমাত্রেণ ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তিযোগ্যত্বং জীবস্য। কুতঃ বৈশিষ্ট্যশ্রুতেঃ ব্রাহ্মণাদিদেহবিশিষ্টত্বেনৈবাধিকারশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

সমুদায় জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মোৎপত্তি-যোগ্যতা থাকে না। যে হেতু ব্রাহ্মণাদি বিশিষ্ট দেহেরই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মে অধিকার শুনিতে পাওয়া যায়।

দেহভেদে যে ধর্ম্মাধর্ম্মাধিকার হয়, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত তিন প্রকার শরীরের কথা বলা হইতেছে।

ত্রিধা ত্রয়াণাং ব্যবস্থা কর্ম্মদেহোপভোগদেহোভয়দেহাঃ ॥ ১২৪ ॥ সূ ॥

ত্রয়াণামুত্তমাধমমধ্যমানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং ত্রিপ্রকারো দেহবিভাগঃ কর্ম্মদেহভোগদেহোভয়দেহাইত্যর্থঃ। তত্র কর্ম্মদেহঃ পরমর্ষীণাং ভোগদেহ ইন্দ্রাদীনামুভয়দেহশ্চ রাজর্ষীণামিতি। অত্র প্রাধান্যেন ত্রিধা বিভাগঃ। অন্যথা সর্ব্বস্যৈব ভোগদেহত্বাপত্তেঃ ॥ ভা ॥

উত্তম, মধ্যম ও অধম, এই তিন প্রকার প্রাণিগণের দেহ তিন প্রকার হয়। কর্ম্মদেহ, ভোগদেহ ও উভয়দেহ। কর্ম্মদেহ ঋষিদিগের, ভোগদেহ ইন্দ্রাদির ও উভয়দেহ অর্থাৎ কর্ম্ম ও ভোগরূপ দেহ রাজর্ষিদিগের। প্রধানতঃ এই তিন প্রকার দেহ বিভাগ করা হইল।

উপরে তিন প্রকার শরীরের কথা বলা হইল, এতদ্ভিন্ন চতুর্থপ্রকার শরীরও আছে; তদ্বিষয় বলা হইতেছে।

ন কিঞ্চিদপ্যনুশয়িনঃ ॥ ১২৫ ॥ সূ ॥

বিদ্যাদনুশয়ং দ্বেষ্যং পশ্চাত্তাপানুতাপয়োঃ।

ইতি বাক্যাদনুশয়ো বৈরাগ্যং। বিরক্তানাং শরীরমেতৎত্রয়বিলক্ষণমিত্যর্থঃ যথা দত্তাত্রেয়জড়ভরতাদীনামিতি ॥ ভা ॥

যাহাদিগের বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, তাহাদিগের শরীর উপরি লিখিত তিন প্রকার শরীর ভিন্ন। যেমন দত্তাত্রেয় ও জড়ভরতাদির শরীর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ঈশ্বর নাই; সেই মত স্থাপনার্থ প্রতিপক্ষ জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রভৃতির যে নিত্যতা স্বীকার করেন, তাহার খণ্ডন করা হইতেছে।

ন বুদ্ধ্যাদিনিত্যত্বমাশ্রয়বিশেষেঽপি বহ্নিবৎ ১২৬॥ সূ॥

বুদ্ধিরত্রাধ্যবসায়াখ্যা বৃত্তিঃ। তথা চ জ্ঞানেচ্ছাকৃত্যাদীনামাশ্রয়বিশেষে পরৈরীশ্বরোপাধিতয়াভ্যুপগতেঽপি নিত্যত্বং নাস্তি। অস্মদাদিবুদ্ধিদৃষ্টান্তেন সর্ব্বেষামেব বুদ্ধীচ্ছাদীনামনিত্যত্বানুমানাৎ। যথা লৌকিকবহ্নিদৃষ্টান্তেনাবরণতেজসোঽপ্যনিত্যত্বানুমানমিত্যর্থঃ॥ ভা॥

জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রভৃতির আশ্রয় বিশেষেও নিত্যত্ব নাই। ইহার দৃষ্টান্ত যেমন বহ্নি। লৌকিক বহ্নির অনিত্যত্বদর্শনে আবরণতেজেরও অনিত্যত্বের অনুমান হয়। ফলতঃ, ঈশ্বরের কি আর অন্যের কি কাহারও জ্ঞান ইচ্ছাদির নিত্যত্ব নাই।

জ্ঞান, ইচ্ছাদির নিত্যত্ব দূরে থাকুক, উহার আশ্রয় যে ঈশ্বর তাহা অসিদ্ধ হইতেছে। ইহা নিম্ন লিখিত সূত্র দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইতেছে।

আশ্রয়াসিদ্ধেশ্চ॥ ১২৭॥ সূ॥

সুগমং॥ ভা॥

সাংখ্যকার ঈশ্বর স্বীকার করেন না, সুতরাং জ্ঞানেচ্ছাদির আশ্রয় যে ঈশ্বর, তাহার অসিদ্ধি হইতেছে।

প্রতিপক্ষ বলেন, যোগপ্রভাবে অণিমাদি সিদ্ধি হয় না, তদুত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

যোগসিদ্ধয়োঽপ্যৌষধাদিসিদ্ধিবন্নাপলপনীয়াঃ॥ ১২৮॥ সূ॥

ঔষধাদিসিদ্ধিদৃষ্টান্তেন যোগজা অপ্যণিমাদিসিদ্ধয়ঃ স্বষ্টাদ্যুপযোগিন্যঃ সিধ্যন্তীত্যর্থঃ॥ ভা॥

ঔষধাদি সিদ্ধির ন্যায় যোগ সিদ্ধির অপলাপ করা যাইতে পারে না। ঔষধ সেবন করাইলে যেমন পীড়ার শান্তি হয়, তেমনি যোগ করিলে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

যিনি পঞ্চভূতে চৈতন্য আছে এই কথা বলেন, তাঁহার বাক্যের খণ্ডনার্থ বলা হইতেছে।

ন ভূতচৈতন্যং প্রত্যেকাদৃষ্টেঃ সাংহত্যেঽপি চ সাংহত্যেঽপি চ॥ ১২৯॥ সূ॥

সংহতভাবাবস্থায়ামপি পঞ্চভূতেষু চৈতন্যং নাস্তি বিভাগকালে প্রত্যেকং চৈতন্যাদৃষ্টেরিত্যর্থঃ। তৃতীয়াধ্যায়ে চেদং স্বসিদ্ধান্তবিধয়োক্তং।

অত্র চ পরমতনিরাকরণায়েতি ন পৌনরুক্ত্যং দোষায়েতি। বীপ্সাধ্যায়-সমাপ্তৌ ॥ ভা ॥

পঞ্চভূত যখন একত্র মিলিত থাকে, তখন চৈতন্য দেখিতে পাওয়া যায় না; অর্থাৎ এক জনের মৃত্যু হইল, তাহার শরীরে পঞ্চভূতের সমাবেশ আছে, কিন্তু চৈতন্য নাই। যখন এই মিলিত পঞ্চভূতে চৈতন্যই দৃষ্ট হইতেছে না তখন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রত্যেক ভূতে চৈতন্য থাকিবার সম্ভাবনা কি? ফলতঃ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রত্যেক ভূতে চৈতন্য দেখিতে পাওয়া যায় না। তৃতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ের বিচার করা হইয়াছে, পরমত খণ্ডনার্থ এখানে ইহার পুনরুল্লেখ করা হইল। অতএব পৌনরুক্ত্য দোষ ঘটিতে পারে না।

যাহারা বিপক্ষবাদী, এই পঞ্চম অধ্যায়ে তাহাদিগের বাক্যের খণ্ডন করা হইল। এই নিমিত্ত এই পঞ্চ অধ্যায়ের নাম পরপক্ষ জয়।

বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত কাপিল সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যের

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

কল্পদ্রুম।

প্রেততত্ত্ব ও যোগতত্ত্ব।

কল্পদ্রুমের পঞ্চমভাগের দ্বিতীয় সংখ্যাতে প্রেততত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব-শীর্ষক একটী প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে।• উক্ত প্রবন্ধের লেখক উক্ত উভয় তত্ত্বকেই নিজ বুদ্ধির কঠোর আঘাতে চূর্ণ করিয়া এই কুহকদ্বয় হইতে ভারতবাসী-দিগের উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

যদি এই দুই তত্ত্ব যথার্থই কুহক হয়, তাহা হইলে লেখক যে ভারতমাতার একজন উপযুক্ত সন্তান ও ভারতবাসীর প্রকৃত বন্ধু, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু যদি লেখক স্বয়ং এই দুই তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং ভ্রান্ত হইয়া অপরকেও উদ্ভ্রান্ত করিয়া ফেলেন, তাহা হইলে কৃতজ্ঞতার ভাজন না হইয়া বরং " অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ " এই গাথার দৃষ্টান্তস্থল হইয়া নেতা ও অনুগামিগণ সকলকেই মহাভ্রমকূপে পাতিত করিবেন। এক্ষণে দেখা যাউক, লেখক কি যুক্তি দ্বারা প্রেততত্ত্ব ও যোগতত্ত্বকে (ধর্ম্মতত্ত্ব পদটী অযথা প্রয়োগ করা হইয়াছে, কারণ লেখক যোগের উপরেই খড়্গহস্ত হইয়াছেন) উপহাসাস্পদ করিয়াছেন। আমেরিকার একজন ডাক্তার শঠতা করিয়া প্রেততত্ত্বের দোহাই দিয়া লোকদিগকে বঞ্চনা করিত ও সেণ্ট-পিটার্স বর্গে একটী রমণী প্রেত সাজিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন, অতএব প্রেততত্ত্বের গবেষণা করা মূর্খতা বৈ আর কি হইতে পারে। বাহবা কেমন অকাট্য যুক্তি !! একজন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বা মুন্সেফ কোন একটী মকদ্দমার নির্ণয় করিতে না পারিয়া বা উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক অন্যায় বিচার করিয়াছেন বলিয়া দেশীয় হাকিমসমূহকে মিথ্যা বিচারক বলাই উচিত! কেমন পাঠক! ঠিক হইল কি? দ্বারকানাথ ও রমেশের যশ এই সঙ্গে লোপ পাইল কি? আমেরিকা ও ইউরোপে কোটীদ্বয়াধিক কৃতবিদ্য জনসমূহ প্রেততত্ত্বে বিশ্বাস করেন, তন্মধ্যে বড় বড় জজ, রাজদূত, ডাক্তার, অধ্যাপক ও বিজ্ঞানবিৎ লোকসকল আছেন; ক্রুক্স, ওয়ালেস, জোলনর,

জর্জ্জ এডমণ্ডস, এপস সারজেণ্ট, ওএন এবং শত শত খ্যাতনামা মহোদয় গ্রন্থের উপর গ্রন্থ মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ পূর্ব্বক কেবল এই বিষয় লইয়া আন্দোলন করিয়াছেন ও করিতেছেন। সম্প্রতি Society for Psychical Research নামে একটী বৃহৎ সমিতি স্থাপিত করিয়া ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান দার্শনিক, বিজ্ঞানবিৎ কৃতবিদ্যমণ্ডলী সমবেত হইয়া প্রেততত্ত্ব প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বালফোর সাহেবের নামোল্লেখেই জানিতে পারা যাইবে কত উচ্চদরের বিজ্ঞানীরা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন। ইহাঁরা ইহার মধ্যেই প্রেততত্ত্বের অনেকগুলি পোষক ঘটনা প্রকাশ করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, ইহাঁরাও কি প্রতারিত গোমূর্খ অথবা দুষ্টমতি বঞ্চক? কল্পদ্রুমের লেখক কি এ সকল খবর রাখেন নাই বা জানিয়া শুনিয়া অপলাপ করিয়াছেন? সহস্র সহস্র অদ্ভুত ঘটনা আমি দুই এক কথায় সারিয়া দিতে পারি না। যাহাঁরা এই প্রেততত্ত্ব বিষয়ের কিছু জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্ন লিখিত গ্রন্থ ও সংবাদপত্র মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন।

(1) Report of the Dialectical Society of London.

(2) Researches in the Phenomena of spiritualism by William Crookes F. R. S.

(3) Transcendental physics by Professor F.Zollner translated into English by C. C. Marry.

(4) Miracles and modern spiritualism by Alfred Russel Wallace F. R. S.

(5) Scientific basis of spiritualism by Epss Sargent.

(6) Reichen bach on Odyle force.

(7) Letters on animal magnetism by William Gregory. L. L D Professor of Chemistry. Edin. University.

এই ত গেল প্রেততত্ত্ব। এখন যোগতত্ত্বের (ধর্ম্মতত্ত্ব নাম দেওয়া সার্থক হয় নাই ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি) বিষয় কিছু বলিতে বাসনা করি। যোগশাস্ত্র মিথ্যা ও যোগিগণের যোগ গগনকুসুমের ন্যায় অলীক,কেন না ম্যাম ব্লেবাস্কী ভোজবাজীর ন্যায় দুই একটী ভেল্কি দেখাইয়া যোগের দোহাই দিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন,—কেমন যুক্তি! মহর্ষি কপিলাচার্য্য ও

ভগবান পতঞ্জলি অষ্টসিদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন—আবার এই ঘোর কলিযুগের খ্রীষ্টিয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জেনরল বেনচুরা পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের দরবারে জনৈক হঠযোগিকে সমাধি লইতে ও মৃত্তিকার ভিতর প্রোথিত হইয়া দশ মাস অবধি তদবস্থ হইয়া থাকিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—কিন্তু কল্পদ্রুমের সবজান্তা লেখক স্বীয় প্রতিভা-গুণে জানিতে পারিয়াছেন যে ও সকলই ভেল্কিবাজী, অসার,—উহার আলোচনায় ঐহিক বা পারত্রিক কিছুই লাভ নাই। লেখক উপসংহারে লিখিয়াছেন, অলস বড়মানুষেরা "যোগের ভিতর সারবত্তা নাই, তাহা তাঁরা প্রতিপাদন করিয়া দিউন।" যোগানুধ্যায়ীদিগের এই প্রার্থনা যে, উক্ত প্রার্থনা বাক্যে নিষেধক অব্যয় পদটীর লোপ হইয়া তৎস্থানে বিধায়ক আখ্যাতের আদেশ হউক।

ভূত প্রেত ও যোগ যোগী ছাড়িয়া লেখক মেডাম ব্লেবাস্কীর চাতুরী ধরিতে গিয়া আপনার কূপমাণ্ডুক্য প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন— পাঠকগণ জানিতে পারিলে রঙ্গলাল বাবুর রঙ্গিলা রচনার জালে ভবিষ্যতে আবদ্ধ হইতে কুণ্ঠিত হইবেন! কল্পদ্রুমের দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৫ পৃষ্ঠার শেষ পঁক্তিতে কুথহুমির পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার উপর যে বক্রোক্তি নিক্ষেপ করিয়াছেন, পাঠকগণ আবার একবার দেখুন।

"পাঠক! কি বলেন, পত্রখানিতে বৈদেশিক গন্ধ ভর্ ভর্ করিতেছে না? ইহাতে অগুরুচন্দন, কুঙ্কুম, কস্তূরীর সুবাস নাই; যেন লেবেণ্ডার পোমেটমের তীব্র আঘ্রাণ ফুটিয়া উঠিতেছে। হিন্দুর কথা দূরে থাক, ভারতবর্ষের নিবাসী কোন মূর্খ ম্লেচ্ছজাতিও যদ্যপি এ পত্র লিখিত—"সরস্বতীর ময়ূর"—এ প্রকার অসদৃশ প্রয়োগ করিতে তাহারও ভ্রম হইত না। জঙ্গলের একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশুকে জিজ্ঞাসা কর, সেও বলিবে—ময়ূর সোণার কার্ত্তিকেয়কে পৃষ্ঠে করিয়া উড়িয়া বেড়ায়—সে সরস্বতীর ধার ধারে না। হা অদৃষ্ট! যোগবলে আজ বীণাপাণির অম্বুজাসন ময়ুরমূর্ত্তি ধারণ করিল।"

তাই ত বাঙ্গালি লেখক কেবল বাঙ্গালার ধার ধারেন, বোম্বাইয়ের ত কিছু খবর রাখেন না। গত মাঘ মাসে তীর্থরাজের ত্রিবেণীর মাঘ মেলাতে অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ক্রয় করি, তন্মধ্যে বোম্বাই মুদ্রিত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক ও সপ্তশতী (ওরফে চণ্ডী)—উভয় গ্রন্থের প্রথম দুই এক পৃষ্ঠা চিত্র দ্বারা অনুরঞ্জিত—পাঠক একবার শ্রবণ করুন—প্রেততত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বের লেখক

একবার গ্রন্থদ্বয় কিনিয়া লোচন সার্থক করুন—সরস্বতী বীণাপাণি ময়ুর-বাহিনীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন—ছবিকরেরাও কি ব্লেবাস্কীর অনুরোধে আমাদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে—গ্রন্থপ্রকাশকেরা ও মুদ্রণকর্ত্তারা দাক্ষিণাত্য হিন্দু—বৈদেশিক নহে, ম্লেচ্ছও নহে। এক জনের নাম গঙ্গাবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণ, ঠিকানা শ্রীবঙ্কটেশ্বর প্রেস মুম্বাদেবী বাজার, বম্বে। ইহারা ব্লেবাস্কীর ও কুথহুমীর নাম গন্ধও জানে না, তবে কোন্ পুরাণের বচনানুসারে এইরূপ ছবি আঁকিয়াছে তাহা বলিতে পারিলাম না। অষ্টাদশ পুরাণ ও উপপুরাণ সকল না হাঁটকাইলে ইহার নির্ণয় করা সুকঠিন। কুথহুমি স্বরস্বতীকে ময়ূরপৃষ্ঠাশ্রয়িণী করিয়াছেন বলিয়া একা সাহেব হন নাই, বোম্বাই প্রদেশস্থ গঙ্গাবিষ্ণুরাও এই সঙ্গের সাথী হইয়াছেন। তাই বলি লেখকের গাত্রে পাতকুয়া বেঙের গন্ধ ভুর ভুর করিতেছে, কুথহুমির গায়ে ত পোমেটম নাই।

এই এক যুক্তিরূপ শক্তিশেল লইয়া ব্লাবাস্কী সম্প্রদায়কে ভূমিশায়ী করিতে গিয়া লেখক অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছেন। দ্বিতীয় যুক্তি যাহা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার উত্তর আমি দিতে বাধ্য নহি, যে হেতু ব্লাবাস্কী-সম্প্রদায়ের প্রতিপোষকতা আমার উদ্দেশ্য নহে। তাঁহাদের হইয়া বলিবার লোক অনেক শূরবীর আছেন, ইংরাজী লিখিতে গিয়া যে কুথহুমি আর্কিনী ঢঙ শব্দ বিশেষে ধরেন তাহার " Hint's on Entric Theosophy No 2. " ৪৩ পৃষ্ঠায় উত্তর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সহজে তাহা বোধগম্য হয় না—যোগশক্তির অদ্ভুত কৌশল সকল যাবৎ উপলব্ধ না হইতেছে, তাবৎ ইহা অনুভূত করা যায় না।

এই প্রবন্ধের দ্বারা আমার ইহা প্রতিপাদন করা অভিপ্রেত নহে, ব্লেবাস্কীরা যা বলেন, তাই বেদবাক্য বা কুথহুমি হিমালয় গহ্বরে সত্য সত্য বিরাজ করিয়া বোম্বাই নগরে ছায়াপুরুষ হইয়া দর্শন দিতেছেন ও ইংরাজী ভাষায় পত্র লিখিয়া সকলের তাক লাগাইয়া দিতেছেন! আমার কেবল এই বক্তব্য যে এমন উৎকট যুক্তি কিছু লেখক দেখান নাই, যাহার দ্বারা প্রেততত্ত্ব গবেষণা উপহাসাস্পদ বা যোগসাধন নিষ্ফল বলিয়া বোধ হয়।

আ ভঃ—

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

এখান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন "দেবরাজ! সম্মুখে দেখ মিউনিসিপাল হাঁসপাতাল। কলিকাতায় যত পাহারাওয়ালা আছে এবং মিউনিসিপালিটীর সামান্য সামান্য কর্ম্মচারী আছে পীড়িত হইলে এই স্থানে চিকিৎসা করা হয়।

নারা। ওদিকের ওটা কি?

বরুণ। উহার নাম পাঁপুর এসাইলম। এই স্থানে গরিব দুঃখী সাহেব যাহাদিগের ভরণ পোষণের কোন উপায় নাই নাম লেখাইয়া বাস করে। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে আহার দিয়া নানাপ্রকার কাজ কর্ম্ম করাইয়া লন। উহার ওদিকে দেখা যাইতেছে লেপার এসাইলম। মহাব্যাধি-রোগগ্রস্ত লোকদিগকে ঐ স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা করা এবং পথ্যাদি দেওয়া হয়। ঐ এসাইলমটী সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুরের অর্থে সংস্থাপিত।

ব্রহ্মা। দীন দুঃখিকে ঔষধ ও পথ্য প্রদান ত সহজ পুণ্য নহে। বরুণ, তুমি আমাকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জীবনচরিত বল।

বরুণ। ইনি ১২০১ সালে জন্মগ্রহণ করেন; ইনি ইহার পিতৃব্য রাম-লোচন ঠাকুরের পোষ্যপুত্র; ইনি সিরবোরন সাহেবের স্কুলে সামান্য ইংরাজি শিক্ষা করিয়া শেষে নিজের বুদ্ধিবলে শাস্ত্রাদির আলোচনা করিয়া যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। প্রথমে ইনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। পরি-শেষে রামমোহন রায়ের সহিত আলাপ হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনিও প্রথমে ওকালতী তৎপরে নিমকির কালেক্টরির সেরেস্তাদার হন। এই কার্য্য করিতে করিতে ক্রমে বোর্ডের দেওয়ান হন। অনেক দিন এই কার্য্য করিয়া শেষে কর্ম্মত্যাগ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইনি প্রথমে এই স্বাধীন ব্যবসা আরম্ভ করায় গবর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিং একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর ইনি কয়েকজন বাঙ্গালী ও সাহেবের সহিত একত্র হইয়া একটী ব্যাঙ্ক খুলেন এবং নীল, রেশম, চিনির কয়েকটী কুঠী স্থাপন করেন। এই সময় ইনি অনেকগুলি জমীদারি খরিদ করিয়া-ছিলেন। ইনি অত্যন্ত পরোপকারী ও দাতা ছিলেন, ২৪ পরগণার দাতব্য চিকিৎসালয়ে লক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতায় জমীদার-সভা ইহাঁরই

যত্নে ১২৪৫ সালে স্থাপিত হয়। ঐ সভাকে এক্ষণে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা কহে। ইনি ১২৪৯ সালে বিলাতযাত্রা করিলে মহারাণী ভারতেশ্বরী যথেষ্ট সমাদর করিয়াছিলেন। ইহার পর ইনি ইউরোপের অপরাপর দেশ দেখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ১২৫১ সালে পুনরায় ইনি বিলাতযাত্রা করেন এবং নিজ ব্যয়ে বিলাত হইতে ডাক্তারি শিখিয়া আসিবার জন্য ভোলানাথ বসু ও সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তীকে (গুডিব চক্রবর্ত্তী) সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ১৮৫৩ সালে ৫২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বেলফাষ্ট নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। কেন্‌সালগ্রীন নামক স্থানে ইহাঁর সমাধি হইয়াছে। সমাধিস্তম্ভে রজতফলকে লেখা আছে “১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ লা আগষ্ট কলিকাতার জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হই।” দ্বারকানাথ ঠাকুরের বেলগাছিয়ার বাগান বড় বিখ্যাত।

এখান হইতে যাইয়া বরুণ কহিলেন “দেবরাজ! সম্মুখে সংস্কৃত ডিপজিটরি নামক পুস্তকের দোকান দেখ। পূর্ব্বে এই দোকানে শুদ্ধ সংস্কৃত পুস্তক বিক্রয় হইত বলিয়া ঐ নাম হয়। এক্ষণে ইহাতে বিস্তর বাঙ্গালা পুস্তক বিক্রয় হইতেছে। দোকানটী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছিল, এক্ষণে তিনি কৃষ্ণনগরের ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায়কে দান করিয়াছেন।

নারা। ওদিকে ওটা দেখা যাইতেছে কি?

বরুণ। উহার নাম মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসন। ঐ বিদ্যালয়টী প্রথমে বিদ্যাসাগর ও ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কয়েকটী সম্ভ্রান্তলোকের যত্নে ট্রেনিং স্কুল নাম দিয়া সংস্থাপিত হয়। ক্রমে ম্যানেজারদিগের মতের অনৈক্য হওয়ায় বিদ্যালয়টী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক ভাগের নাম মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসন, ইহার তত্ত্বাবধান ভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপর আছে। অপর ভাগের নাম ট্রেনিং একাডেমি। ঐ অংশের ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী তত্ত্বাবধান করিতেন।

ইহার পর দেবতারা রমাপ্রসাদ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী দেখিয়া একটী ব্যবসাদারের পটীতে প্রবেশ করিলেন এবং নানাপ্রকার ভূষি মাল বিক্রয় হইতেছে, দেখিয়া এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, অসংখ্য দোকানে সেগুনকাষ্ঠ এবং পুরাতন জাহাজের তক্তা ভাঙ্গা বিক্রয় হইতেছে।

ইন্দ্র। বরুণ! এ স্থানের নাম কি?

বরুণ। এ স্থানের নাম নিমতলা। এই পল্লীতে আনন্দময়ী নামে এক কালী মূর্ত্তি আছেন। তিনি সামান্য একটী গৃহে বাস করেন। ঐ গৃহে দুটী কুঠারী আছে, কুঠারিদ্বয়ের মধ্য দিয়া একটী নিমগাছ উঠায় এ স্থানের নাম নিমতলা হইয়াছে। ঐ দেবীমূর্ত্তি শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তির। দেবালয়টী একখানি তালুক বিশেষ।

এখান হইতে দেবগণ একটী ঘাটে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "এই ঘাটের নাম নিমতলার ঘাট। এই ঘাটটীই কলিকাতার মড়াঘাটা। ঘাটের এক দিকে স্ত্রী অপর দিকে পুরুষেরা স্নান করে, মধ্যস্থল দিয়া ড্রেনের ময়লা নির্গত হয়। দক্ষিণ দিকে দেখুন মড়াঘাটা। এক সময় এই ঘাটে কলে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতার চোটে হইতে পায় নাই।

ব্রহ্মা। কলে মড়া পোড়ান প্রচলিত হইলে বড় অন্যায় হইত। রাম-গোপাল ঘোষের বক্তৃতা শক্তিকে ধন্যবাদ করি; তুমি আমাকে তাঁহার বিষয় কিছু শ্রবণ করাও।

বরুণ। ইনি জাতিতে কায়স্থ। ১২২১ সালে কলিকাতায় ইহার জন্ম হয়। পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। প্রথমে ইনি সিরবোরণ সাহেবের স্কুলে পরে হিন্দু স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর একজন ইংরাজ সদাগরের কুঠিতে কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে ক্রমে ঐ সদাগরের মুচ্ছুদ্দি পর্য্যন্ত হইয়াছিলেন। এই সময় ইনি স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিয়া সদ্বক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ হন এবং সংবাদপত্রে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের আন্দোলন করিতে থাকেন। ইনি ইংরাজ বণিকদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া শেষে অংশীদার হন এবং নিজ নামে কুঠি করেন। ১২৫৭ সালে ইনি বণিক-সভার সভ্য হইয়াছিলেন। ইহাঁর দানও যথেষ্ট ছিল। ইনি একবার নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণকে হাজার টাকার পারি-তোষিক দিয়াছিলেন এবং মার্সমান সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস এক শত খণ্ড ক্রয় করিয়া বালকদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগকে বৎসর বৎসর বহুসংখ্যক সোণা রূপার পদক দিতেন। ইহাঁকে কলিকাতার ছোট আদালতের জজের পদ দিবার প্রস্তাব হইলে অস্বীকার করেন। ১২৫৫ সালে ইনি কলিকাতার ডিষ্ট্রীক্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ের মেম্বর হইয়াছিলেন। ১২৭৫ সালে ইহাঁর

মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ইনি তিন লক্ষ টাকার বিষয় রাখিয়া যান। তন্মধ্যে বিশ হাজার টাকা ডিষ্ট্রীক্ট দাতব্য চিকিৎসালয়ে এবং চল্লিশ হাজার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দান করেন।' বন্ধুগণের নিকট ইহঁার যে চল্লিশ হাজার টাকা পাওয়ানা ছিল, তাহা এককালে ছাড়িয়া দেন।

ব্রহ্মা। আহা! যথার্থ দাতা ছিলেন।

এখান হইতে তাঁহারা একটী ঘাটে উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন এ ঘাটটী বড় সুন্দর। এ ঘাট কাহার বরুণ?

বরুণ। এ ঘাটটী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের। রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্ত্তৃক সুন্দর করিয়া মেরামত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

বরুণ। ইহার পর দেবগণকে লইয়া গবর্ণমেণ্ট ডাক্তারখানার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন " পূর্ব্বে এই ডাক্তারখানাটী চাঁদনীতে ছিল, তখন বেলি সাহেব ইহার ডাক্তার ছিলেন। তৎপরে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতির যত্নে চাঁদা দ্বারা এই বাড়ীটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। তৎপরে দেবতারা পাটের গাঁটকসা কল ও ডফসাহেবের স্কুল দেখিয়া শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীর নিকট উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন " ইনি মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। শিবকৃষ্ণ একজন দুর্দ্দান্ত মকদ্দমাবাজ জমীদার ছিলেন এবং ইনি একজন প্রসিদ্ধ ঘোড়সোয়ার। ইনি একটী জালিয়ত মকদ্দমায় ১৪ বৎসরের জন্য দ্বীপান্তরিত হন। এগ্রামে ইনি দুর্গোৎসব পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

এখান হইতে দেবগণ বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পাঠ করিলেন। পিতামহ কহিলেন " বরুণ! আমাকে ইহাঁর জীবনচরিত বল।"

বরুণ। ইনি ১৭৩১ শকে কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা জাতিতে বৈদ্য। পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইনি বাল্যকালে কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি কিছুই লাভ করেন নাই; কিন্তু কবিত্ব শক্তি থাকায় জনসমাজে অধিকতর আদৃত হন। ইনি বাল্যকাল হইতে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৩০ অব্দে সংবাদ প্রভাকর প্রচার করেন। এই পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক পরে দ্ব্যাহিক তৎপরে প্রাত্যহিকরূপে বাহির হয়। ইহাতে পদ্য গদ্য উভয়ই থাকিত, তন্মধ্যে পদ্যের ভাগ বেশী। সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ড পীড়ন নামক ইনি আর দুই খানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিয়াছেন।

এই শেষোক্ত পত্রিকা খানির সহিত ৺গৌরীশঙ্কর (গুড় গুড়ে) ভট্টাচার্য্যের রসরাজ নামক সাপ্তাহিক পত্রের বিবাদ হওয়াতে উভয় পত্রই পরস্পরের নিতান্ত অশ্লীল কুৎসাবাদে পূর্ণ হইয়া একান্ত অপবিত্র হইয়াছিল। এক্ষণে পাষণ্ড পীড়ন, সাধুরঞ্জন ও রসরাজ তিন খানিই জীবিত নাই। ঈশ্বর গুপ্ত শেষাবস্থায় প্রবোধ প্রভাকর, হিতপ্রভাকর, বোধেন্দুবিকাস এবং কলি নাটক নামে চারি খানি পুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে কলি নাটক সমাপ্ত হয় নাই। ১৭৮০ শকে (১৮৫৮ খৃঃ অব্দে) ইহাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ইহাঁর ৪৯ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। ইহার পুত্রসন্তান ছিল না, কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত ঐ প্রভাকর চালাইতেছিলেন। এক্ষণে ইনিও মারা গিয়াছেন।

ইন্দ্র। বরুণ! সংক্ষেপে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের বিষয় বল।

বরুণ। ইনি খর্ব্বাকৃতি থাকায় গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্য নাম হয়। ইনি অতি সুলেখক ছিলেন, পদ্য গদ্য উভয় বিষয়ই লিখিতে পারিতেন। ইহা দ্বারা অনেকগুলি বিলুপ্তপ্রায় পুস্তক আবিষ্কৃত ও অনুবাদিত হইয়াছে। ১২৪২ সালে ইহাঁর সংবাদ ভাস্কর প্রথম প্রচারিত হয়।

দেবগণ গল্প শুনেন আর পর্য্যায়ক্রমে পাইখানায় যান। বরুণ মনে মনে বুঝিলেন গ্রীষ্ম পড়ায় ইহাদের লোনা লাগিল; কিন্তু তখন প্রকাশ করিয়া কোন কথা বলিলেন না। ইহার পর অনেক রাত্রি জাগিয়া তাঁহারা নিদ্রা যাইলেন বটে, কিন্তু ঢোলের বাদ্যে ঘন ঘন নিদ্রা ভঙ্গ হইতে লাগিল। প্রাতে উঠিয়া পিতামহ কহিলেন "বরুণ! ঢোলের বাদ্যে সমস্ত রাত ঘুম হয় নাই, বারোয়ারি তলায় এত ঢোল বাজিতেছে কেন?"

বরুণ। কবির গান হচ্চে, শুন্তে যাবেন?

ব্রহ্মা। হানি কি, চলনা।

বরুণ তৎশ্রবণে দেবগণকে লইয়া বারোয়ারি তলায় উপস্থিত হইয়া দেখেন লোকের ভীড় যাতায়াত করা সুকঠিন। তাঁহারা অতি কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, অদ্য আর্কফলা মস্তকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শ্রোতার সংখ্যাই বেশী। এই সময় কবিওয়ালারা ঢোলের বাদ্যের সহিত তালে তালে নাচিয়া মেদিনী কাঁপাইতেছিল। দেবতারা উহাদিগের আহ্লাদের অঙ্গ ভঙ্গীর সহিত নৃত্য দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন "আট চালা খানি এমন সুন্দর সাজান ছিল, আজ সব খুলে ফেলে কেবল কয়েকটা বেল লণ্ঠন রাখিয়াছে।"

বরুণ। দস্যু নাচোনে পাছে ঝাড় লণ্ঠন ভাঙ্গিয়া যায়।

এই সময় এক ব্যক্তি এক খানি ঘেরাটোপে ঢাকা বৃহৎ খাঁচা হস্তে চুমকুড়ী দিতে দিতে দেবগণের নিকট দাঁড়াইল এবং এ দিকে ও দিকে চাহিয়া দেখিয়া "পড় বাবা আত্মারাম" বলিয়া চলিয়া গেল। বরুণ কহিলেন "ঐ লোকটা জুতা চোর। খালি খাঁচা আনিয়াছে, এক খাঁচা জুতা বোঝাই করে নিয়ে যাবে।

দেবগণ কবি শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। যতক্ষণ না ভাঙ্গিল বাসায় যাইলেন না। পিতামহ কহিলেন "দেখ বরুণ, যাত্রা ও থিয়েটর দেখা অপেক্ষা কবি আমার বড় ভাল লাগিল। গানগুলি যেমন সুরসাল তেম্নি কবিত্বে পরিপূর্ণ।"

বরুণ। আজ্ঞে, এক সময় এই কবির দলের যথেষ্ট সমাদর ছিল। সেই সময় অনেকগুলি সুপ্রসিদ্ধ করিওয়ালা জন্ম গ্রহণ করেন।

ব্রহ্মা। তুমি সেই সময়ের বিখ্যাত কবিওয়ালাদিগের নামোল্লেখ কর।

বরুণ। ঐ কবিওয়ালাদিগের মধ্যে রাম বসু একজন বিখ্যাত। ইনি জাতিতে কায়স্থ। কলিকাতার পশ্চিম পার্শ্বস্থ শালিখায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে যোড়াসাঁকোস্থ ৺ বারাণসী ঘোষের বাটীতে ইনি ইহার পিতার নিকট বাস করিতেন। ইনি জন্ম কবি ছিলেন। কারণ, পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম-কাল হইতেই কবিতা রচনা করিতেন। ভবানে বেণে নামক একজন কবি-ওয়ালা ইহাঁর নিকট হইতে গান বাঁধিয়া লইতেন। ইনি যৎসামান্য ইংরাজী শিক্ষা করিয়া প্রথমে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন, তৎপরে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কবির দলে গান বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকেন। ভবানে বেণে, নীলু ঠাকুর, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহের দলে ইনি গান দিতেন। পরিশেষে স্বয়ং একটী দল করেন। তাঁহার নিজের দল হইলে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই তাঁহাকে লোকে সমাদরের সহিত ডাকিতে লাগিল। ১২৩৫ সালে ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। হরুঠাকুর ইনি কলিকাতা সিমলায় ১১৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া ঠাকুর উপাধি হয়। ইনি প্রথমে গান বাঁধিলে রঘুনাথ দাস সংশোধন করিয়া দিতেন। ৭০ বৎসর বয়সে ইহাঁর মৃত্যু হয়। নৃত্যানন্দ বৈরাগী চন্দননগরে জন্মগ্রহণ করেন। ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ভবানীবেনে কলিকাতা যোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেন ও ৭০। ৭৫ বৎসর

বয়সে ইনি মারা যান। বলরাম ইহাঁর বাড়ী চন্দননগরে ছিল। নীলু এবং রামপ্রসাদ ইহাঁরা ভ্রাতা। ইহাঁদিগের কলিকাতায় জন্ম হয়। ইহাঁদিগের উপাধি চক্রবর্ত্তী। নীলুর ৬০ এবং রামপ্রসাদের ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। ভোলাময়রা কলিকাতা সিমলায় জন্মগ্রহণ করেন। ৭২। ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম কলে ইহাঁর মৃত্যু হয়; এক্ষণে ইহার উত্তরাধিকারিরা দল চালাইতেছেন। রামচরণ বসু কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জয়নারায়ণ বসুর প্রথম পুত্র। রামসুন্দর স্বর্ণকার, ইনি পূর্ব্বে কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিতেন, ৮৩ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। এই সময় এন্টনি সাহেব প্রভৃতি আরো কয়েক ব্যক্তির কবির দল ছিল।

এই সময় কবি ভাঙ্গিল। ওদিকে "মার, মার" শব্দ আরম্ভ হইলে লোকগুলো ছুটে যাইল। দেবতারাও "কি কি!" শব্দে যাইয়া শুনিলেন— একটা জুতাচোর এক খাঁচা জুতা চুরি করিয়াছিল, ধরা পড়িয়া মার খাইতেছে।

এবারকার ষষ্ঠীবাটাও সুখের হলো না।

ষষ্ঠীর দিন প্রাতে সুখসাগরের সুখদা সুন্দরী ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার ক্রন্দনে পল্লীবাসিনী স্ত্রীলোকেরা তৎকন্যা চম্পকলতার অথবা নব জামাতার কোন অশুভ ঘটিয়াছে, এই আশঙ্কা করিয়া দলে দলে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। সকলে আসিয়া দেখেন, বাটীর প্রবেশপথ বন্ধ, বিস্তর স্ত্রীলোক জুটিয়াছে। সুখদা কাঁদিতেছেন, নিকটে তাঁহার স্বামী হরপ্রসাদ দাঁড়াইয়া আছেন। এক রমণী নিজ অঞ্চলে চক্ষের জল মুচাইয়া দিয়া কহিতেছেন "ছিঃ মা! বচ্ছোরকার দিন কাঁদতে নাই, ওতে অকল্যাণ হয়।"

সুখদা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন "ঠাকরুণ, সাধে কি চক্ষের জল আসছে। এই ষষ্ঠীবাটায় পাড়ার হাবলো মুসলমান পর্য্যন্ত জামাই আন্‌লে, আর আমার বাছাকে কি না আনা হলো না!"

রমণী কহিলেন "আনাটা উচিত ছিল। নূতন জামাই সবে বৈশাখ-মাসে বে হয়েছে, না আনাটা অন্যায় হয়েছে।

হরপ্রসাদ কহিলেন "না আসিলে আমি কি করে আন্‌বো?" ছেলেটা দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল এবং আর একটা পাশ করেছে, তাই যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে জামাই করেছি। যা কিছু দিছি তাহার মধ্যে কোন দ্রব্য মন্দ দিই নাই।

অপরাধের মধ্যে ঘড়ীটে একটু খারাপ ; এ ধাক্কাটা সামলায়ে পুনরায় একটা ভাল দেখে কিনে দেব বল্‌ছি ; কিন্তু জামাই বেটা এম্নি পাষণ্ড ভাল ঘড়ী না পেলে আস্‌বে না বলে গোঁ ধরেছে। ছিঃ! ছিঃ! মিন্সেগুলোই অশিক্ষিত, তারা এ দাও ও দাও বলে চাহিতে পারে, ছোড়া বেটা শিক্ষিত হয়ে কি বলে এ কথা মুখে আনলে তাই ভাবচি!

এই কথা শুনিয়া এক রমণী কহিলেন "তবে আর তোমার অপরাধ কি।"

সুখদা কহিলেন "না তুমি আমার জামাইকে এনে দাও, তা না হলে জলে ডুবে মরবো। মেদো কুমোর, ছকড়ে হাড়ি, নিদে চাঁড়াল, হাবলো মুসলমান সকলেরই জামাই এল আর আমার বাছাকে কি না আনা হলো না" বলিয়া, সুখদা পুনরায় চীৎকারস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন।

হরপ্রসাদ তদ্দর্শনে বিরক্ত হইয়া কহিলেন "মরগে মাগি! আমি ত আর জামাতার ঘড়ীর জন্যে সিঁদকাঠি হাতে করে চুরী করতে যেতে পারি নে।

এই সময় বাটীর মধ্যে সংবাদ আসিল জামাই এসেছেন। হরপ্রসাদ তৎশ্রবণে সহর্ষে বহির্বাটীতে প্রস্থান করিলেন, এবং সুখদা ধূলিশয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়া চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। নিকটে সম্বন্ধে ননন্দা হন, এক রসিকা রমণী দাঁড়াইয়াছিলেন। কাণের কাছে গুনগুন শব্দে দাশরথি রায়ের সুরে গান ধরিলেনঃ—

গা তোলো গা তোলো, বাঁধোলো কুন্তল,
এসেছেন তোমার আজ পাশকরা রতন।
যাঁরে সর্ব্বস্ব দান করে, পেয়েছলো পরে,
কোলে করে জুড়াও, তাপিত জীবন॥

সুখদা কহিলেন "তুমি পোড়ারমুখী মর।" এই সময় হরপ্রসাদ জামাতাকে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জামাতা আসিয়া শাশুড়িকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। সুখদা জামাতার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন "বাবা! তোমার হাতে আর বুকে অমন করে কালো ফিতা লাগান কেন?"

জামাতা কহিলেন "আজ্ঞে আমাদের শিক্ষক মহাশয় জেলে যাওয়ায় শোকপ্রকাশের চিহ্নস্বরূপ এই বেশ ধারণ করেছি। তিনি কারামুক্ত হইলে এই ফিতা নরিস সাহেবের দ্বারে ফেলে দিয়ে গঙ্গা স্নান করে আসবো।

রমণীগণ পরস্পর কহিতে লাগিলেন " নরিস সাহেব বোধ হয় সাহেবদের তারকেশ্বর। তাই ছেলেরা তাগা পরেছে। নরিস ঠাকুর মুখতুলে চেয়ে ওদের মেষ্টারকে মুক্তি দিন, ওরা ঢাক ঢোল বাজায়ে ঘটা করে পূজো দিয়ে আসবে। সেদিন দেখি পদ্মোর ছোট ছেলেটা হাতে একটা কাল ফিতা বেঁধে বেড়াচ্চে, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম কোন কথা বলতে পারলে না। অপর রমণী কহিল " কেন, অনেক ছেলেই ত ঐরূপ সাজে সেজেছে। গাঙ্গুলিদের জামাই আবার হুগলী থেকে ষষ্ঠীবাটায় এসেছে, তার পায়ে জুতো নেই। প্রথম রমণী কহিল " আহা মরে যাই, বাবা নরিস মঙ্গল করুন, ছেলেরা ষোড়শোপচারে চিনির নৈবদ্দি চেলীর জোড় দিয়ে পূজো করবে।

এই সময় জামাতা শ্বাশুড়ির হাতের দিকে তাকাইয়া কহিলেন " মা! আপনার আঙুলের নখগুলো অমন হয়েছে কেন?

এক রমণী কহিল " আমসত্ত্ব করে করে। এবার কি সর্ব্বনেশে আমই হয়েছে! কুকুর শিয়ালে খায় না। "

জামাতা। পাকা আমের আমদানীও খুব।

রমণীগণ। তা ত দেখতে পাচ্চি।

জামাই বাবু শ্বশুরের সহিত বহির্ব্বাটীতে প্রস্থান করিলে সুখদাসুন্দরী কহিলেন " আমি দৈ পেতেছি বোধ হয় বসে আছে; এখন মিন্সেকেই বাজার হইতে রাঙ্গা রাঙ্গা আম, তালসাঁস, খেজুর, ডাব, কলা, সন্দেশ আস্তে পাঠাই; নইলে বিন্দি দেখে শুনে আস্তে পারবে না।

এ দিকে জামাই বাবুকে পেয়ে পল্লীগ্রামের যত ছেলে মহা আমোদ করছে। কেহ কহিতেছে পাঁটা খাওয়াতে হবে, কেহ কহিতেছে " সকাল সকাল সকলে খেয়ে এসো, জামাই বাবুকে নিয়ে তাস খেলবো। " জামাই বাবু কহিতেছেন " তোমরা সংখ্যায় অনেকগুলি আছ এস অপরাহ্ণে একত্র হয়ে সুরেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধে একটী সভা করি।

এই সময় জামাই বাবুর বড় সম্বন্ধী রসিকলাল কহিলেন " হাঁ হে ভাই, তোমার বাবা দেখচি বিশ্বনিন্দুক; নচেৎ আমার বাবা তোমাকে বিবাহ উপলক্ষে যাহা দিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন দ্রব্যই মন্দ দেন নাই; ঘড়ীটী যদ্যপি কিছু খারাপ হয়, তার জন্যে কি যেখানে সেখানে নিন্দা করা উচিত হয়?

জামাতা। আমাকে ভাই বাবার কথা বলো না, তাঁর জন্যে আমায় কোন স্থানে মুখ দেখাবার যো নাই!

এক যুবা নিকটে বসিয়াছিল কহিল " জামাই বাবুর পিতা কি ইংরাজী জানেন ? জামাই বাবু কহিলেন " জানেন, কেন ?

যুবা কহিল " তাহা হইলে ইংলিসম্যান আফিসে একটু কর্ম্মের চেষ্টা দেখুন না, সত্বরে বেস সাইন করতে পারবেন। কারণ, ঐ সম্পাদকের সহিত ইহাঁর অনেকটা মিল আছে—তিনিও যেমন বাঙ্গালায় এসে, বাঙ্গালীকে কাগজ বেচে খাচ্চেন অথচ বাঙ্গালীর নিন্দা না করে জল খান না, বাঙ্গালীর ভাল দেখলে চোক টাটয়ে মরেন, বাঙ্গালীরা বিচারক হবে শুনলে মূর্চ্ছা যান, জামাই বাবুর পিতাও তেম্নি আমাদের সর্ব্বস্ব নিয়ে—একপ্রকার ফকীর করে ছেড়ে দিয়েও নিন্দা করচেন।

রসিক। পূর্ব্বে পুত্রে পিতার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইত; এক্ষণে দেখচি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে বাপের বিষয় জামায়ে গ্রাস করচে। তাতেও দুঃখী নই; পিতার নিন্দা কি সন্তানে সহ্য করতে পারে ?

যুবা। ভাই! নিন্দুকদিগকে ঝাটা লাথি হাজার মার তাহাদের স্বভাব মলেও যাবে না। নিন্দুকেরা নিন্দা করিবার কোন ছল থাক বা না থাক যাহা কিছু একটা উপলক্ষ্য করিয়াও নিন্দা করিয়া থাকে। এ বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ ইংলিসম্যান সম্পাদকের পত্র হইতে অনেক দেখান যাইতে পারে; কিন্তু আমি রায় মুলুকচাঁদ সম্বন্ধে যে গল্প শুনিয়াছি, তাই বলি সকলে শুন। ঐ মহাত্মা একজন বিখ্যাত বিশ্বনিন্দুক ছিলেন শুনিয়া কৃষ্ণনগরের রাজা এক দিন পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য তাঁহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং খাদ্য দ্রব্যগুলি এমন করিয়া প্রস্তুত করাইলেন যাহাতে নিন্দা করিতে না পারেন। আহারান্তে রাজা হাস্য করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন "মুলুকচাঁদ, আহার সামগ্রী প্রস্তুত হয়েচে কেমন ?" মুলুকচাঁদ কহিলেন " সব ভাল হয়েছে দুঃখের মধ্যে চন্দ্রপুলিগুলো বাঁকা করে ফেলেছে।" রাজা তৎশ্রবণে কহিলেন " আমি তোমাকে যে জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম সফল হইয়াছে; জানিলাম নিন্দুকেরা না মলে নিন্দাত্যাগ করে না।

এইরূপ নানা কথায় বেলা হইলে রসিকলাল জামাই বাবুকে লইয়া স্নান করিয়া আসিলে বাটীর মধ্যে ডাক হইল। তিনি যাইয়া দেখেন স্থান প্রস্তুত। উপবেশন করিলে শ্বাশুড়ী আসিয়া ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া জামাতার হস্তে জলখাবার বাটা দিলেন। জামাতা তাঁহার সম্মানবর্দ্ধনার্থ একটী টাকা দিয়া ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করিলেন।

যখন তিনি জল খাইতে আরম্ভ করেন, তাঁহার শালী কাদম্বিনী এবং আর কয়েকটী স্ত্রীলোক নিকটে আসিয়া বসিলেন. দেখিয়া সুখদা সুন্দরী প্রস্থান করিলেন।

কাদম্বিনী ভগিনীপতিকে কহিলেন "ভাই! একটী সামান্য ঘড়ী না পেলে আসবে না বলেছিলে। তোমার দেখে শিখলাম এখনকার পাশকরা ছেলেরা স্ত্রীর অপেক্ষা পয়সাকে বড় জ্ঞান করে।

জামাই বাবু লজ্জিত হইয়া কহিলেন "আজ্ঞে, না আমি সে জন্যে আসবো না বলি নাই, আমার মনের কথা তবে খুলে বলি—আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকাতে একে ত অতি শৈশব অবস্থাতেই স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ হয়, তাহার পর স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত নাই; কিন্তু যাহারা পাশ করে তাহারা যথেষ্ট জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া থাকে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা অশিক্ষিত ও বালিকা পত্নীর সহিত কথোপকথনে সুখী হন না বলিয়াই সহজে আসিতে সম্মত হন না।

স্ত্রীলোকেরা এই কথা শুনিয়া পরস্পরে গা টেপাটিপি করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। এক রমণী কহিলেন "তোমার ভাই মনে যদি এত সখ কলিকাতায় ঘোষ, বোস মাগীরে ২।৩টে করে পাশ করেছে তারই একটাকে বে করা উচিত ছিল।

কাদম্বিনী কহিলেন "উনি একটা পাশ, তারা তিনটে পাশ, ওকে নেবে কেন? ইনি একটা পাশ করে যে জ্ঞান পেয়েছেন তারা তিনটে পাশ করে এর তিনগুণ জ্ঞান পেয়েছে, অতএব জ্ঞানী স্ত্রী অজ্ঞান স্বামীর সহিত কথোপকথনে সুখী হইবে কেন?"

এক রমণী কহিলেন "তা সত্য, কিন্তু তারাও পাশকরা মেয়ে, ঘড়ী, ঘড়ীর চেন দানসামগ্রী প্রভৃতি না নিয়েই কি বে করবে? এরা কেবল নিতেই জানেন দেবার সময় কি অগ্রসর হবেন?"

জামাই বাবু হাস্য করিয়া কহিলেন "আপনাদের পারা ভার। কিন্তু আপনারা জানবেন সেই বসু প্রভৃতি বি, এ পাশ রমণীগণের বিদ্যা শিখে এমন উদারভাব হয়েছে যে, এক কপর্দ্দকও না নিয়ে বৃদ্ধ চুল পাকা দ্বিতীয় পক্ষের বরেও জীবন যৌবন প্রাণ সকলই অর্পণ করচেন।

কাদ। তুমি তাদের নিকটে উদার হতে শিক্ষা কর নাই কেন?

এক রমণী কহিলেন "হ্যা ভাই বি, এ পাশ মাগীগুলো বিদ্যা শিখে

করবে কি? আর একজন বলিলেন "কেন গ্রামে গ্রামে মেয়ে স্কুল হোচ্চে তারই মাষ্টার হবে।"

এই সময় পরিচারিকা আসিয়া কহিল "জামাই বাবু, তোমার হাতের ফিতে একটু কেটে দিয়ে যেতে হবে, ফিতের অভাবে চাঁপা দিদি চুল বাধতে পায় না।

কাদম্বিনী হাস্য করিয়া কহিলেন "চাঁপাকে বলিস সে যেন জোর করে ফিতে গাছটা ছিনয়ে নেয়।

জাম। ফিতের যদি এত অপ্রতুল আমাকে পত্র লিখলেই ত কলিকাতা হতে আন্তে পারতাম।

কাদ। ও বাড়ীর অতুলকে আন্তে দিয়েছিলাম সে এসে বল্লে পেলাম না, ছেলেরা ফিতে মাগ্‌গী করে ফেলেছে।

জামাই বাবু কহিলেন "আপনাদিগের সহিত কথোপকথনে বিশেষ সুখ বোধ হয়, আপনারা "হোম ষ্টডি" করেন?

স্ত্রীলোকেরা সবিস্ময়ে কহিল "আমরা কি করি!"

জামা। "হোম ষ্টডি" গৃহে বিদ্যাশিক্ষার আলোচনা।

কাদ। তবু ভাল, আমাদের ভয় হয়েছিল—বলি আবার বা কি একটা বদনাম তুলে দেও।

এ সময় সুখদা সুন্দরী আসিয়া জামাতার কোলে এক থাল লুচি, সন্দেশ, পটোল ভাজা দিয়ে গেলেন।

জামাই বাবু আহারান্তে বাটীর মধ্যে এক ঘুম ঘুমাইয়া অপরাহ্ণে বর্হি-বাটীতে আসিয়া দেখা দিলেন। তিনি বসিয়া আছেন পল্লীস্থ প্রাচীনের দল একে একে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "বলি বাবাজী সুরেন্দ্র বাবুর হলো কি?"

জামাতা। হবে আর কি, হবার মধ্যে আপনারা দশ জনে তাঁর নাম জেনে নিলেন এবং লাভের মধ্যে বেঙ্গলি কাগজ খানার গ্রাহক বৃদ্ধি হলো।

এক জন কহিল "আচ্ছা শুদ্ধ কি আদালতে ঠাকুর নিয়ে যাওয়া হয় ঐ কথা লেখাতেই তাঁর জেল হ'ল!

জামা। তা বৈকি, তবে লেখাটা কিছু রহস্যভাবে ও কর্কশ বাক্যে লেখা হয়েছিল। তাও ব্রাহ্মোরা আগে লেখে তাই দেখে উনি লিখে-ছিলেন।

১ ম। ব্রাহ্মদের কিছু না হয়ে উহাঁর যে জেল হল।

২ য়। মেজদা, তুমি কিছু বুঝ্‌চো না, ব্রাহ্মেরা না হিঁদু না মুসলমান, সাহেবদের কেবল হিঁদুর উপরেই রাগ।

১ ম। আরে সুরেন্দ্র বাবুও যে বিলাত যাওয়ার দল।

২ য়। নানা তা নয়, কি একটা আইন হচ্চে তাতে সাহেবদের বিচার বাঙ্গালীর কাছে হবে বলে সাহেবেরা রেগে মাথা খারাপ করে ফেলেচে।

১ ম। যে জজের নামে নিন্দা করাতে সুরেন্দ্রবাবুর জেল হয় তাঁর নাম কি?

জামা। জষ্টিস নরিসচন্দ্র।

১ ম। সাহেবের কি চন্দ্র উপাধি আছে?

জামা। আজ্ঞে, এক্ষণে চন্দ্রের সহিত তাঁর তুলনা করা হচ্চে।

২ য়। দিন দিন বড় সর্ব্বনেশে কাল পড়লো। মেজদা তোমার মনে আছে যেবার ঈশ্বর ঘোষ আমাকে সাক্ষী মানে, তিন মাস কাল না খেয়ে লুকয়ে লুকয়ে বেড়য়েছি। আর যাতে আমার নাম খারিজ হয় তার জন্যে কত লোকের পায়ে ধরেছি। আর এখন কি না আমাদের ছেড়ে আমাদের ঠাকুর গুলোকে আদালতে টেনে নিয়ে যাচ্চে। বলি, বাবাজী! দেশে কি হিঁদু নেই যে এ বিষয়ের আপত্তি করে।

জাম। থাকবে না কেন কিন্তু অধিকাংশ বড় লোকের মধ্যে কতক এ পক্ষে কতক সাহেবদের পক্ষে। একটা পোড়া শিব কাশীতে ঘুরে ঘুরে প্রমাণ সংগ্রহ করচেন যে, আদালতে ঠাকুর নিয়ে যাওয়ার কোন দোষ নাই।

১ ম। পোড়া শিব কি?

জাম। আজ্ঞে, এঁকে অনেক জায়গায় পোড়ান হয়েছে।

২। বলি এ করায় লাভ কি?

জাম। রাজা বাহাদুর, মহারাজ বাহাদুর, ধীরাজ বাহাদুর যাহা হউক একটা উপাধি পাবেন এই লাভ।

ক্রমে রজনী হইল দেখিয়া প্রাচীনের দল একে একে প্রস্থান করিলেন। পরিচারিকা বিন্দি আসিয়া কহিল "জামাইবাবু রাত হয়েছে বাড়ীর ভেতর এস।

জাম। আমি রাত্রে কিছু খাব না।

বিন্দি। থাও না থাও রাত হয়েছে শুতে হবে ত ?

জাম। তুই রাত হয়েছে রাত হয়েছে কচ্চিস কতই রাত হয়েছে ?

বিন্দি। নটা বেজে গেছে।

জাম। কেমন করে জান্‌লি, ঘড়ী আছে ?

বিন্দি। ঘড়ী কি তোমাদের জ্বালায় থাকবার যো আছে, শেয়ালের ডাক শুনে শুনে আমরা রাত ঠিক করি।

জাম। পাড়াগাঁয়ে ও উত্তম ঘড়ী বটে।

বিন্দি। শীতকালে ঠিক সময় বলে দেয়, বর্ষাকালে একটু একটু গোল করে। তুমি এস।

জাম। আমি আর বাড়ীর ভেতর যাব না এই খানে একটা বিছানা এনে দে।

বিন্দি বিরক্ত হইয়া প্রস্থান করিলে জামাইবাবু মনে মনে কহিতে লাগিলেন "অশিক্ষিতা ও বালিকা স্ত্রীর সহবাস আর নরকযন্ত্রণা সমান। গাঙ্গুলি হে সার্থক জন্ম তোমার! তোমার তপস্যা ভাল যে প্রথম স্ত্রী গত হয়েছেন। তোমার ত বে করা নয় এক খানি তালুক ইজারা লওয়া, রাশি রাশি টাকা উপার্জ্জন করে এনে দেবে।

এই সময় বিন্দি ও কাদম্বিনী আসিয়া জামাইবাবুকে জেদ করে বাটীর মধ্যে লইয়া গেলেন। জামাই বাবু শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন; কিন্তু কাদম্বিনী ও বিন্দি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া দম্পতী যুগলের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।

জামাই বাবু কহিলেন "চম্পকলতা, এখনও দেখচি জেগে আছ; বলি একটু একটু পড়া শোনা করা অভ্যাস আছে, না কেবল খেলয়ে খেলয়ে বেড়াও ?"

চম্প। আ মরি! পড়ে শুনে কি বিদ্যাই তোমার হয়েছে!

জাম। চম্পক, এই কি আমার কথার উত্তর হ'ল।

চম্প। হলোনা? আচ্ছা পড়া শোনা ত বুদ্ধির জন্যে? যখন তুমি ঘড়ী না পেলে আসবে না বলে পত্র লিখেছ, তখনই তোমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় টের পেয়েছি। আচ্ছা—ঘড়ী বড় না স্ত্রী বড়?—তুমি ত একটা ঘড়ী পেলে দেখ্‌চি আমাকে বিলাতে পার?

জাম। এখন দেখ্‌চি লেখাটা আমার অন্যায় হয়েছিল।

চম্প। দেখ তোমাদের জন্যে আমার বাপ মার কাছে মুখ দেখাবার যো নেই। তুমি এঁদের পর, তোমার সবই শোভা পায়; কিন্তু আমার এঁদের দুঃখ দেখলে প্রাণ কাঁদে। যখন ময়রা বেরু সন্দেশের টাকা চাইতে আসে বাবা লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়ান দেখে মনের ভিতরটা যে কি হয় তাহা অন্তর্যামী ভগবান্ই জানেন। যখন বাবা মার কাছে গল্প করেন চম্পকের বেতে আমার সর্ব্বস্ব গেল, তখন মনে মনে ভাবি আহা! কেন আমার সূতিকাঘরে মরণ হলো না। দেখ মেয়েতে বাপমার কোন উপকার নাই, মেয়ে খেয়ে মেখে বড় হয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে যায়। আপনাকে পর ও পরকে আপন ভাবে। আমি দেখচি পরে কিন্তু আপন ভাবে না।

জাম। প্রাণাধিকা চম্পক, কে তোমাকে আপন ভাবে নাই।

চম্প। কেন তোমার কি মনে নেই, যে দিন বে করে নিয়ে গেলে দানসামগ্রী খারাপ দেখে ঠাকুর বল্লেন আবার তোমার বে দেবেন। সেই কথাটী আমার শেলসম বুকে বিঁধেছে। সেই দিন হতে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতেছি যেন আর নারীজন্ম না হয়। এক একবার ইচ্ছা হয় ছুটে বাটীর বাহির হয়ে যত লোকের পা ধরে কেঁদে বলি—ওগো, তোমরা পাশকরা ছেলেকে দিয়ে থুয়ে বে দেওয়ার পদ্ধতিটী উঠায়ে দেও। নচেৎ দেশ উৎসন্ন যাবে, আমার মত শত শত বালিকা মর্ম্মপীড়ায় দগ্ধ হবে।

জাম। চম্পক, তুমি কি ভেবেছ বাবা বলেছেন বলে আমি আবার বিবাহ করবো?

চম্প। আমি ত তার জন্যে দুঃখিত নহি, তুমি কেন দশটা বে করো না, বিশটে বে করো না, তার জন্যে আমার দুঃখ নাই—আমার দুঃখ এই—তোমার বাবা আমাকে পর ভেবে ঐ কথাটী বল্লেন, কিন্তু আমি কেন আপন ভেবে সেই কথাটী এসে মা বাপকে বলে শোনাতে পারলাম না?

জাম। চম্পক, আমি কি আর একটী বে করলে তুমি দুঃখিত হও না?

চম্প। দুঃখ কি? আমার মত যদ্যপি কোন বালিকার তপস্যা থাকে সে তোমাকে বরণ করবে। কিন্তু আমি জানি আমার মত হতভাগিনী কেহ জগতে নাই। একটী কথা জিজ্ঞাসা করি,—আমার মাথা খাও বলবে?

জাম। কি বল?

চম্প। তোমাদের মাষ্টারেরা কি শিখয়ে দেন যে, বিবাহের সময় মোড় দিয়ে এম্নি করে টাকা নেবে? ভাল কথা—তোমাদের মাষ্টার শুনেছি খব-

রের কাগজে লেখেন— কাগজে লিখে এখন তিনি জেলে গেছেন। সত্য করে বল দেখি—পাশকরা ছেলেদের বাপেরা কন্যাভারগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উপর জুলুম করে সর্ব্বস্ব লুঠ করেন ইহার নিবারণ বিষয়ে তিনি কখন কোন প্রস্তাব লিখিয়াছেন কি না ?

জাম। আমার স্মরণ নাই।

চম্প। বিন্দি বাড়ীর ভিতর ডাকতে গেলে জল খেতে বসে দিদিদের কাছে কি বলছিলে ?

জাম। কি বলছিলাম ?

চম্প। বালিকা ও অশিক্ষিতা স্ত্রীর সহিত কথোপকথনে সুখ হবে না বলে আসতে চাওনি। তোমার কথা শুনে মনে মনে হাসি আর ভাবি—ও হরি, যে সামান্য লেখা পড়া শিখে আমি বড় বুদ্ধিমান মনে ভাবে সে যদি বুদ্ধিমান হয় তা হলে অবুদ্ধিমান কে ?

এই প্রকার নানা কথায় রজনী প্রায় শেষ হইলে দম্পতী গভীর নিদ্রাভিভূত হইলেন। নিদ্রাবেশে জামাইবাবু স্বপ্ন দেখিয়া শয্যোপরি দাঁড়াইয়া "মার" "মার" শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। স্বামীর চীৎকারে চম্পকলতার নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে স্বামীর সেই দশা দেখিয়া ভয়ে "মাগো" "বাবাগো" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। উভয়ের বিকট চীৎকারে বাটীর সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইল। হরপ্রসাদ সবিস্ময়ে কি! কি! বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কাদম্বিনী কহিল "তখন চম্পকলতার সহিত ছোড়াটার ঘড়ী নিয়ে বিবাদ হচ্ছিল তাই বোধ হয় প্রহার করচে।

হরপ্রসাদ তৎশ্রবণে রাগে উন্মত্ত হইয়া হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্য হইলেন এবং যষ্টি হস্তে "মার" "মার" শব্দে গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

এই সময় জামাইবাবুর স্বপ্নাবেশ ও নিদ্রার আলস্য দূর হওয়াতে দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক শ্বশুরের নিকট আসিয়া বিনম্র-বচনে কহিলেন "মহাশয়! সবিশেষ শুনুন একটু ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আমার কোন অপরাধ নাই।

হর। তুমি আমার কন্যাকে প্রহার করলে কেন ?

জাম। আজ্ঞে, কৈ! প্রহার করবো কেন ? আমি ত প্রহার করি নাই! হয়েছে কি শুনুন—আমি যেন স্বপ্নে সুরেন্দ্র বাবুর মকদ্দমা দেখতে গিয়েছি। বিস্তর কলেজ ও স্কুলের ছেলে জুঠেছে, পাহারাওয়ালাদের সহিত বালকগণের বিবাদ হয়েছে তাহারা "মার" "মার" শব্দে ইষ্টক ও পাথর নিক্ষেপ

করতেছে, আমিও সেই গোলে এক এগার ইঞ্চি হাতে করে "মার" "মার" শব্দ করতেছি।

"কি বিপদ" বলিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া হরপ্রসাদ প্রস্থান করিলেন। জামাইবাবুও লজ্জায় চোরের মত হইয়া শয্যোপরি যাইয়া উপবেশন করিলে ভার্য্যা চম্পকলতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

জামাই বাবু সমস্ত ঘটনা আদ্যোপান্ত বলিয়া পরিবারকে কহিলেন আমি প্রভাতেই প্রস্থান করব, যে বাঁদরামী করলাম লোকের নিকট মুখ দেখাতে পারবো না, নচেৎ ২। ৪ দিন থাকার ইচ্ছা ছিল। আমার ভাগ্যে এবারকার ষষ্ঠীবাটাও সুখের হলো না।

মনুসংহিতা।

অষ্টম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নিক্ষেপোপনিধী নিত্যং ন দেয়ৌ প্রত্যনন্তরে।
নশ্যতোবিনিপাতে তাবনিপাতেত্বনাশিনৌ ॥ ১৮৫ ॥

নিক্ষেপকর্ত্তা জীবিত থাকিতে তাহার পুত্রাদিকে নিক্ষেপধারী নিক্ষেপ ও উপনিধি দিবে না। কারণ, পুত্র নিক্ষেপ লইয়া গেল, পিতাকে তাহা অর্পণ করিবার পূর্ব্বে তাহার মৃত্যু হইল। পিতা নিক্ষেপ পাইলেন না। আর এরূপও হইতে পারে, পুত্র নিক্ষেপ লইয়া তাহার পিতাকে দিল। এই সন্দেহ থাকাতে পিতার জীবদ্দশায় নিক্ষেপধারী তাহার পুত্রের হস্তে নিক্ষেপ অর্পণ করিবে না।

স্বয়মেব তু যোদদ্যান্মৃতস্য প্রত্যনন্তরে।
ন স রাজ্ঞা নিযোক্তব্যোন নিক্ষেপ্তুশ্চ বন্ধুভিঃ ॥ ১৮৬ ॥

যে নিক্ষেপধারী স্ব ইচ্ছায় নিক্ষেপকর্ত্তার উত্তরাধিকারীকে নিক্ষেপ প্রদান করেন, রাজা কিম্বা নিক্ষেপকর্ত্তার বান্ধবগণ তাহাকে এ কথা বলিবেন না যে তোমার নিকটে অন্য নিক্ষেপও আছে।

সেই নিক্ষেপধারির নিকটে অন্য নিক্ষেপ থাকিলেও থাকিতে পারে, যদি এরূপ ভ্রান্তি হয়, তাহা হইলে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা বলা হইতেছে।

অচ্ছলেনৈব চান্বিচ্ছেত্তমর্থং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
বিচার্য্য তস্য বা বৃত্তং সাম্নৈব পরিসাধয়েৎ ॥ ১৮৭ ॥

কোন প্রকার ছল না করিয়া তাহার নিকট হইতে প্রীতিপূর্ব্বক তাহা আদায় করিবার চেষ্টা করিবেন। অথবা নিক্ষেপধারী ধার্ম্মিক যদি ইহা জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে সামপ্রয়োগ দ্বারা অন্য নিক্ষেপ আছে কি না, তাহা নিশ্চয় করিবেন।

নিক্ষেপেষ্বেষ সর্ব্বেষু বিধিঃ স্যাৎ পরিসাধনে।
সমুদ্রে নাপ্নুয়াৎ কিঞ্চিৎ যদি তস্মান্ন সংহরেৎ॥ ১৮৮॥

যে স্থলে সাক্ষি লেখ্যাদি না থাকে, সেখানে নিক্ষেপ নিশ্চয় করিবার এই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল। কিন্তু যেখানে নিক্ষেপকর্ত্তা মুদ্রাদি দ্বারা নিক্ষেপ মুদ্রিত করিয়া রাখে, সেস্থলে যদি নিক্ষেপধারী প্রতিমুদ্রাদি দ্বারা তাহার কিছু অপহরণ না করে, তাহা হইলে সে দূষিত হইবে না।

চৌরৈর্হৃতং জলেনোঢ়মগ্নিনা দগ্ধমেব বা।
ন দদ্যাৎ যদি তস্মাৎ স ন সংহরতি কিঞ্চন॥ ১৮৯॥

যদি নিক্ষেপ চোরে অপহরণ করে, কিম্বা জলে ভাসাইয়া লইয়া যায়, অথবা অগ্নিতে দগ্ধ হয়, তাহা হইলে নিক্ষেপধারীকে নিক্ষিপ্ত ধন দিতে হইবে না। কিন্তু যদি সে তাহা হইতে কিছু লইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা দিতে হইবে।

নিক্ষেপস্যাপহর্ত্তারমনিক্ষেপ্তারমেব চ।
সর্ব্বৈরুপায়ৈরন্বিচ্ছেচ্ছপথৈশ্চৈব বৈদিকৈঃ॥ ১৯০॥

যে ব্যক্তি নিক্ষেপ রাখিয়া বলে নিক্ষেপ রাখি নাই, অথবা যে ব্যক্তি ধন গচ্ছাইয়া না রাখিয়া বলে আমি ধন রাখিয়াছি, তাদৃশস্থলে সাক্ষিলেখ্যাদির অভাব হইলে রাজা সামাদি সর্ব্বপ্রকার উপায় ও বেদোক্ত শপথাদি দ্বারা অর্থাৎ অগ্নি পরীক্ষাদি দ্বারা ঐ দুই ব্যক্তির ব্যবহার নিরূপণ করিবেন।

যোনিক্ষেপন্নার্পয়তি যশ্চানিক্ষিপ্য যাচতে।
তাবুভৌচৌরবচ্ছাস্যৌ দাপ্যৌ বা তৎসমন্দমং॥ ১৯১॥

যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন রাখিয়া তাহা ফিরিয়া না দেয়, এবং যে ব্যক্তি ধন গচ্ছাইয়া না রাখিয়া বলে রাখিয়াছি, তাহারা উভয়ে চোরের ন্যায় দণ্ডনীয় হইবে, অথবা তত্তুল্য ধন দণ্ডস্বরূপ দিবে। টীকাকার বলেন, মণিমুক্তাদি বহুমূল্য পদার্থে অপহ্নব হইলে চোরের ন্যায় দণ্ড হইবে, আর যদি তাম্রাদি অল্পমূল্য বিষয় অপহৃত হয়, তাহা হইলে তাহার তুল্য ধন দণ্ড হইবে।

নিক্ষেপস্যাপহর্ত্তারস্তৎসমন্দাপয়েদ্দমং।
তথোপনিধিহর্ত্তারমবিশেষেণ পার্থিবঃ ॥ ১৯২ ॥

যে নিক্ষেপের অথবা উপনিধির অপহ্নব করে, তাহাকে রাজা তৎপরিমাণ দণ্ড দেওয়াইবেন। পূর্ব্ব শ্লোকে বলা হইয়াছে, চোরের ন্যায় দণ্ড করিবে, তাহাতে শারীরদণ্ডের প্রাপ্তি হইয়াছিল, এ শ্লোকে তাহার নিষেধ করিয়া অর্থদণ্ডের বিধি করা হইতেছে। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে ত পূর্ব্ববচন বিফল হইল। এই আশঙ্কায় টীকাকার এই মীমাংসা করিতেছেন, প্রথম অপরাধস্থলে এ বচনে অর্থদণ্ডের বিধি; আর পূর্ব্ববচনে পৌনঃপুনিক অপরাধে চৌর দণ্ডের বিধি। যেঁ নিক্ষেপ না রাখিয়া বলে রাখিয়াছি, তাহারও এরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা।

উপধাভিশ্চ যঃ কশ্চিৎ পরদ্রব্যং হরেন্নরঃ।
সসহায়ঃ সহন্তব্যঃ প্রকাশং বিবিধৈর্ব্বধৈঃ ॥ ১৯৩ ॥

রাজা তোমার উপরে রুষ্ট হইয়াছেন, আমাকে কিছু দাও, আমি রাজার ক্রোধ শান্তি করিয়া দিব, এইরূপ ছল করিয়া যে ব্যক্তি পরদ্রব্য অপহরণ করে রাজা করচরণ ছেদনাদি বিবিধ উপায়ে প্রকাশ্যে সহকারি সহিত তাহার দণ্ডবিধান করিবেন।

নিক্ষেপোয়ঃ কৃতোযেন যাবাংশ্চ কুলসন্নিধৌ।
তাবানেব স বিজ্ঞেয়োবিব্রুবন্ দণ্ডমর্হতি ॥ ১৯৪ ॥

যে ব্যক্তি সাক্ষিসমক্ষে যে পরিমাণ দ্রব্য গচ্ছাইয়া রাখে, নিক্ষেপধারী তাহার বিপরীত বলিলে নিক্ষেপকর্ত্তা সাক্ষিদ্বারা রাজার নিকটে তাহাই জানাইবে, যদি তাহার বিপরীত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পায়, তাহা হইলে সে দণ্ডনীয় হইবে।

মিথোদায়ঃ কৃতোযেন গৃহীতোমিথ এব বা।
মিথ এব প্রদাতব্যোযথা দায়স্তথা গ্রহঃ ॥ ১৯৫ ॥

নির্জ্জনে যে ধন গচ্ছান হইয়াছে এবং নির্জ্জনে যে ধন রাখা হইয়াছে, তাহা নির্জ্জনেই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। কারণ, দেওয়া যেমন, লওয়াও তেমনি। পূর্ব্বে কেবল নিক্ষেপকর্ত্তার বিষয়ে নিয়ম করা হইয়াছিল, এ বচনে নিক্ষেপকর্ত্তা ও নিক্ষেপধারী উভয়ের বিষয়েই নিয়ম করা হইল।

নিক্ষিপ্তস্য ধনস্যৈবং প্রীত্যোপনিহিতস্য চ।
রাজা বিনির্ণয়ং কুর্য্যাদক্ষিণ্বন্ন্যাসধারিণং ॥ ১৯৬ ॥

রাজা নিক্ষেপধারীকে পীড়ন না করিয়া এইরূপে সামাদি উপায় দ্বারা নিক্ষিপ্ত ধনের ও প্রীতিপূর্ব্বক নিহিত ধনের নির্ণয় করিবেন।

বিক্রীণীতে পরস্য স্বং যোঽস্বামী স্বাম্যসম্মতঃ।
ন তন্নয়েত সাক্ষ্যন্তু স্তেনমস্তেনমানিনং॥ ১৯৭॥

যে স্বয়ং দ্রব্যস্বামী না হইয়া এবং দ্রব্যস্বামীর অনুমতি না লইয়া পরকীয় দ্রব্য বিক্রয় করে, সে চোর। সে আপনাকে চোর বলিয়া না মানুক, সে বাস্তবিক চোর। তাহাকে সাক্ষ্য দেওয়াইবে না, অর্থাৎ তাহাকে কোন কার্য্যেই প্রমাণ করিবে না।

অবহার্য্যোভবেচ্চৈষ সান্বয়ঃ ষট্‌শতংদমং।
নিরন্বয়োঽনপসরঃ প্রাপ্তঃ স্যাচ্চৌরকিল্বিষং॥ ১৯৮॥

পরদ্রব্য বিক্রয়কারির যদি স্বামীর সহিত ভ্রাত্রাদিরূপ কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহার ষটশত পণ দণ্ড হইবে। আর যদি দ্রব্য স্বামির সহিত তাহার কোন প্রকার কোন সম্বন্ধ না থাকে, কিম্বা দ্রব্যস্বামির নিকট হইতে তাহার প্রতিগ্রহক্রয়াদির কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলে সে চোরের পাপ প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ চোরের ন্যায় তাহার দণ্ড হইবে।

অস্বামিনা কৃতোযস্তু দায়োবিক্রয় এব বা।
অকৃতঃ সতুবিজ্ঞেয়োব্যবহারে যথা স্থিতিঃ॥ ১৯৯॥

যে দ্রব্যের স্বামী নয়, সে যে দান বা বিক্রয়াদি করে, তাহা অকৃত বলিয়া জানিবে, অর্থাৎ অসিদ্ধ হইবে। কারণ, ক্রয়বিক্রয়াদির নিয়মানুসারে সে কার্য্য হয় নাই।

সম্ভোগোদৃশ্যতে যত্র ন দৃশ্যেতাগমঃ কচিৎ।
আগমঃ কারণন্তত্র ন সম্ভোগইতি স্থিতিঃ॥ ২০০॥

যে বস্তুতে ভোগ দেখিতে পাওয়া যায়, ভোগকর্ত্তার প্রতিগ্রহক্রয়াদি আগম দেখিতে পাওয়া যায় না, সে স্থলে ভোগ প্রমাণ হইবে না। যাহার প্রতিগ্রহক্রয়াদিরূপ আগম আছে, তাহার সেই আগমই প্রমাণ হইবে।

বিক্রয়াৎ যোধনং কিঞ্চিৎ গৃহ্ণীয়াৎ কুলসন্নিধৌ।
ক্রয়েণ স বিশুদ্ধং হি ন্যায়তোলভতে ধনং॥ ২০১॥

যে ব্যক্তি বিক্রয় স্থান অর্থাৎ হট্টাদি হইতে মূল্য দিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে কোন দ্রব্য ক্রয় করে, তাহা অস্বামিকর্ত্তৃক বিক্রীত হইলেও ন্যায়ানুসারে ক্রেতার সে ধন লাভ হয়। কারণ, সে মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়াছে, তাহা অবিশুদ্ধ নয়।

অথ মূলমনাহার্য্যং প্রকাশক্রয়শোধিতং।
অদণ্ড্যো মুচ্যতে রাজ্ঞা নাষ্টিকো লভতে ধনং ॥ ২০২ ॥

যে ব্যক্তি ধনস্বামী নয়, সে যদি কোন দ্রব্য বিক্রয় করে, আর সে যদি দেশান্তরে গমন করে, অথবা তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে প্রকাশ ক্রয় দ্বারা বিশোধিত ক্রেতা দণ্ডার্হ হয় না; রাজা তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তির দ্রব্য তাহার অসম্মতিতে অপরে গোপনে বিক্রয় করিয়াছে, সেই ধনস্বামী বিক্রেতার নিকট হইতে আপনার দ্রব্য পাইবে। বৃহস্পতি বলেন, এরূপ স্থলে ধনস্বামী ক্রেতাকে অর্দ্ধ মূল্য দিয়া নিজধন গ্রহণ করিবে।

নান্যদন্যেন সংসৃষ্টরূপং বিক্রয়মর্হতি।
নচাসারং ন চ ন্যূনং ন দূরে ন তিরোহিতং ॥ ২০৩ ॥

এক দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া বিক্রয় করিবে না, অসার বস্তু সারবৎ বলিয়া বিক্রয় করিবে না, ওজনে কম দিবে না, যে দ্রব্য ক্রেতা দেখিতে না পায় তাহা বিক্রয় করিবে না এবং রং দিয়া রূপান্তর করিয়া কোন দ্রব্য বেচিবে না। অস্বামিকৃত দ্রব্য বিক্রয়ের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া এ স্থলে ইহা উল্লিখিত হইল।

অন্যাঞ্চেদ্দর্শয়িত্বান্যা বোঢ়ুঃ কন্যা প্রদীয়তে।
উভে তে একশুল্কেন বহেদিত্যব্রবীন্মনুঃ ॥ ২০৪ ॥

যে স্থলে পণ লইয়া কন্যা বিক্রয় করা হয়, সেখানে যদি ভাল কন্যা দেখাইয়া বিবাহকালে মন্দ কন্যা আনিয়া উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে বর একের যে পণ দিয়াছে, তাহাতে দুই কন্যা বিবাহ করিবে, মনু এই কথা কহিয়াছেন। পণ লইয়া যে কন্যা দান করা হয়, তাহা বিক্রয় স্বরূপ। এই নিমিত্ত ক্রয় বিক্রয় স্থলে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

নোন্মত্তায়া ন কুষ্ঠিন্যা ন চ যা স্পৃষ্টমৈথুনা।
পূর্ব্বং দোষানভিখ্যাপ্য প্রদাতা দণ্ডমর্হতি ॥ ২০৫ ॥

যে কন্যা উন্মত্ত, অথবা কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত ও অনুভূতমৈথুন হয়, বিবাহের পূর্ব্বে যদি দাতা বরের নিকটে ঐ সকল কথা বলেন, তাহা হইলে তিনি দণ্ডনীয় হইবেন না। যদি না বলেন তাহা হইলে দণ্ডনীয় হইবেন।

সম্ভূয় সমুত্থানের কথা বলা হইতেছে।

ঋত্বিগ্ যদি বৃতো যজ্ঞে স্বকর্ম্ম পরিহাপয়েৎ।
তস্য কর্ম্মানুরূপেণ দেয়োংঽশঃ সহকর্ত্তৃভিঃ ॥ ২০৬ ॥

ঋত্বিগ্ যজ্ঞে বৃত হইয়া কতক কর্ম্ম করিয়া পীড়াদি কারণে যদি সেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, আর অপর ঋত্বিগ্ দ্বারা সে কর্ম্ম সমাপন করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, সেইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি তাহার অংশ গ্রহণ করিবেন।

দক্ষিণাসু চ দত্তাসু স্বকর্ম্ম পরিহাপয়ন্।
কৃৎস্নমেব লভেতাংশমন্যেনৈব চ কারয়েৎ॥ ২০৭॥

যজ্ঞ স্থলে দক্ষিণা দিবার যোগ্যকালে যদি দক্ষিণা দেওয়া হয়, তাহার পর যদি ঋত্বিগ্ রোগাদি অনিবার্য্য কারণে কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে সমুদায় দক্ষিণা তিনি পাইবেন, অন্য দ্বারা তিনি কর্ম্ম করাইয়া লইবেন।

যস্মিন্ কর্ম্মণি যাস্তু স্যুরুক্তাঃ প্রত্যঙ্গদক্ষিণাঃ।
স এব তা আদদীত ভজেরন্ সর্ব্ব এব বা॥ ২০৮॥

যে আধানাদি কার্য্যের অঙ্গে অঙ্গে যে যে দক্ষিণা দিবার কথা বলা হইয়াছে, ঋত্বিগ্ সে সমুদায় গ্রহণ করিবেন, অথবা সকলে বিভাগ করিয়া লইবেন। এটী প্রশ্ন? পর বচনে তাহার উত্তর দেওয়া হইতেছে।

রথং হরেত চাধ্বর্য্যুর্ব্রহ্মাধানে চ বাজিনং।
হোতা বাপি হরেদশ্বমুদ্গাতা চাপ্যনঃক্রয়ে॥ ২০৯॥

কোন কোন শাখায় আধানকার্য্যে অধ্বর্য্যু রথ পাইবেন, ব্রহ্মা বেগবান অশ্ব, হোতা অশ্ব, এবং উদ্গাতা সোমক্রয়ার্থ সোমবহন শকট পাইবেন, ফলতঃ যে সম্বন্ধে যে দক্ষিণার কথা বলা হইয়াছে, তিনি তাহাই গ্রহণ করিবেন।

বিশেষ বিধান স্থলে নিম্ন লিখিত দক্ষিণা বিভাগের বিধি করা হইতেছে।

সর্ব্বেষামর্দ্ধিনোমুখ্যাস্তদর্দ্ধেনার্দ্ধিনোঽপরে।
তৃতীয়িন স্তৃতীয়াংশাংশ্চতুর্থাংশাংশ্চ পাদিনঃ॥ ২১০॥

ষোল জন ঋত্বিকের মধ্যে হোতা অধ্বর্য্যু ব্রহ্মা উদ্গাতা এই যে চারি জন প্রধান, তাঁহারা সমগ্র দক্ষিণার অর্দ্ধেক পাইবেন। প্রধান ঋত্বিকেরা যে ধন পাইবেন, প্রতিস্তোতা প্রস্তোতা প্রভৃতি তাহার অর্দ্ধেক পাইবেন। অগ্নীধ্র প্রতিহর্ত্তা প্রভৃতি প্রধান ঋত্বিকগণের গৃহীত দক্ষিণার তৃতীয় অংশ এবং অগ্নীধ্র পোতৃ প্রভৃতি চতুর্থ অংশ পাইবেন।

সম্ভুয় স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বদ্ভিরিহ মানবৈঃ।
অনেন বিধিযোগেন কর্ত্তব্যাংশপ্রকল্পনা॥ ২১১॥

স্থপতি ও সূত্রধরাদি মিলিয়া যেখানে গৃহনির্ম্মাণার্থ কার্য্য করিবে,

সেখানে তাহারা এই যজ্ঞ দক্ষিণার নিয়মে আপনাদিগের পাণ্ডিত্য অনুসারে আপনাদিগের প্রাপ্য মজুরী ভাগ করিয়া লইবে।

পাণ্ডবদিগের উৎপত্তি ও নিবৃত্তি নির্ণয়।

ভারতের বহুবিস্তীর্ণ শাস্ত্রক্ষেত্রে নেত্রপাত করি; দেখি,—এক দিকে বেদ অপর সীমায় পুরাণ ও কাব্যাদি, মধ্যস্থলে মহাভারত এবং রামায়ণ উৎকর্ণ হইয়া তর্কবাদিদিগের বাদানুবাদ শুনিতেছেন। আমরা কত কথা বলিতেছি, গূঢ় শাস্ত্রার্থের কত সিদ্ধান্ত করিতেছি; আমরা কি বলিতেছি?—হয় ত সকলিই অসার প্রলাপবাদ, সকলিই ভ্রান্তিপূর্ণ। নয় ত কখন সত্যের সন্নিকটে যাইতেছি; কোন কথা বুঝিতেছি, কোন কথা বুঝিতেছি না,—সত্যের সহজ মূর্ত্তি চিনিতে অসমর্থ হইতেছি। সংস্কৃত-সাহিত্যসংসারে মহাভারত এবং রামায়ণ দুই খানি বৃহৎ পুস্তক। এই দুই খানি পুরাতন পুস্তকের প্রখর জ্যোতিঃ জগৎকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমরনীতি, সমাজনীতি, দর্শনশাস্ত্র, ভৌতিকতত্ত্ব, এই সমস্ত বিষয় মহাভারতের জীবনস্বরূপ। বলুন দেখি, মহাভারতোক্ত প্রধান প্রধান নায়ক নায়িকাগুলি কে? পঞ্চপাণ্ডবেরা কি যথার্থই শরীরী মনুষ্য ছিলেন? যথার্থই কি তাঁহারা রাজপুত্র এবং কৃষ্ণা রাজপুত্রী,—দ্রুপদদুহিতা ছিলেন? ধর্ম্মরাজ কেমন? কোন স্থানে তাঁহার লোকসাক্ষী সিংহাসন অধিষ্ঠিত আছে? আমরা ত জানি না; লোকমুখেই শুনিতে পাই, পুরাণেই দেখিতে পাই; কৈ—মন্ত্রবলে আমন্ত্রণ করিলে ধর্ম্মরাজ উপস্থিত হন কি বলিতে পারি না। আমরা কিছু কিছু ধর্ম্মকর্ম্ম করি, কিন্তু ধর্ম্মকে চিনি না। ধর্ম্মসেবায় সদ্গতি হয়, তাহা স্বীকার করি; কিন্তু ধর্ম্মের প্রসাদে ঔরসজাত পুত্রলাভ হয়, ইহা আদৌ বুঝি না—তা স্বীকার করিব কি? কুন্তী-সেবিত সেই মরুদ্দেব এই; এখনও পবন বহিতেছেন, তরুলতা কাঁপাইতেছেন, শ্বাস প্রশ্বাসে প্রাণিজগৎকে রক্ষা করিতেছেন। এই সেই দেদীপ্যমান ভাস্কর। কৈ—আর সূর্য্যের ঔরস পুত্র দেখি না ত—আর এখন মরুৎশুক্রে সন্তান জন্মে কৈ? সূর্য্য আছেন, মরুৎ আছেন আর কি এখন তাঁহাদের পুরুষত্ব নাই? যুগধর্ম্মে কি এখন তাঁহাদের ক্লীবত্ব ঘটিয়াছে? পাঠক! মহাবাগ্মী বেদব্যাসের তাহা অভিপ্রেত নহে; তিনি অসাধারণ মনীষিতা বলে নিশ্চেষ্ট ও চেষ্টাযুক্ত যাবতীয় স্থাবর জঙ্গমের গূঢ় তত্ত্বোদ্ভেদ করিয়া পবিত্র পাণ্ডবাখ্যান কাব্যাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন।

বিজয়ী পাণ্ডবচরিত জগতের নিত্য নিয়ম্যমান অদ্ভুত ভূতপঞ্চকের সংযোগ-বিয়োগবিধির উদাহরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। জগন্নির্ম্মাতা পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু সেই ভূতপঞ্চকের যোগে কি প্রকারে উদ্ভিদ ও প্রাণি-জগতের উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহাদের নিবৃত্তিকালে ঐ পঞ্চ ভূত কি প্রকারে বিশ্লিষ্ট হয়; ঐশ্বর্য্যমদের এবং লোকবলের কতদূর শক্তি, রাজ-প্রকৃতি কিরূপ; ধর্ম্ম তাহাদের নিকট কীদৃশাবস্থায় থাকে, ধর্ম্মকর্ম্মের পরিণামই বা কি প্রকার, বেদব্যাস এই সমস্ত বৃত্তান্ত লাক্ষণিক উদাহরণ দ্বারা মহাভারতে সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন। প্রণিহিত চিত্তে বুঝিয়া দেখিলে ভারতগ্রন্থের এতাবন্মাত্র গূঢ় তাৎপর্য্য, ইহাই গ্রন্থকারের পুস্তক প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য।

মহাভারতোক্ত যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনাদি পঞ্চপাণ্ডব ব্যোম মরুত্তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চভূত ব্যতিরিক্ত প্রকৃত মনুষ্য ছিলেন না। তাঁহারা ভূতাত্মক দেহী ছিলেন কিন্তু কখন মানবমূর্ত্তি ধারণ করেন নাই। বেদব্যাস কৌশলক্রমে কৃত্রিম-মানব দেহকে পঞ্চভূত কল্পনা করিয়া পৃথিবীতে তাহাদের সমষ্টি ও ব্যষ্টিভাবের আশ্চর্য্য উদাহরণ প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহারা অবিচারিত চিত্তে ভারতাখ্যান পাঠ করেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যাঁহারা অবহিত অন্তঃকরণে পাণ্ডবচরিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই সিদ্ধান্ত অনাদরণীয় হইবে না, এমত আশা করিতে পারি।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বান্তর্গত মোক্ষধর্ম্মপর্ব্বাধ্যায়ে উল্লেখ আছে, অক্ষয় স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে জ্যোতিঃ, জ্যোতিঃ হইতে জল, জল হইতে জগৎ, এবং জগৎ হইতে তদুপরিষ্টাৎ যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে (১) যুধিষ্ঠির—অন্তরীক্ষ, ভীম—বায়ু; অর্জ্জুন তেজঃ, জল—নকুল এবং মৃৎ—সহদেব।

এই ভূমণ্ডলের যে সমস্ত জীবাত্মা অন্তরীক্ষকে অতিক্রম করিতে পারেন, তাঁহারাই পরমাত্মাতে লীন হন, তাঁহারাই অন্তিমকালে মোক্ষ লাভ করেন। যাঁহারা মোক্ষপদের অধিকারী, তাদৃশ ব্যক্তি পরম ধার্ম্মিক। যুধিষ্ঠির অন্তরীক্ষ অতিক্রম করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি ধর্ম্মপুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ব্যোমচারী জীবাত্মা স্বর্গের সোপানে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন,

(১) অক্ষরাৎ খং ততো বায়ুস্ততোজ্যোতিস্ততোজলং।
জলাৎ প্রসূতা জগতী জগত্যাং জায়তে জগৎ ॥ ২০২। ১।

অন্তরীক্ষই স্বর্গের সোপান, তৎপরে মোক্ষধাম। অন্তরীক্ষ স্বর্গের সোপান বলিয়া এ স্থলে পঞ্চভূতান্তর্গত আকাশ পবিত্র ধর্ম্মোপেত সুশীল, সুধীর ও নির্ম্মল পদার্থ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। যুদ্ধে যিনি স্থির থাকিতে পারেন,— ইহাই যুধিষ্ঠির শব্দের ব্যুৎপত্তি (যুধি স্থিরঃ) প্রকৃত সম্মুখ যুদ্ধে না হউক, অন্য চারিটী ভূত মনুষ্যপ্রভাবে বিকৃত, নিপীড়িত এবং নিরুদ্ধ হইতে পারে। অন্তরীক্ষ হয় না। লৌহগৃহাদি দ্বারা প্রচণ্ড ঝটিকা নিবারিত হয়, পাষাণময় সেতু দ্বারা প্রবল জল প্রবাহ নিরুদ্ধ হয়, অনর্গল জলাভিষেকে অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়, মৃদ্রাশি খাত, উৎপাটিত, দ্রবীভূত এবং দগ্ধ হইতেছে। কিন্তু অন্তরীক্ষ অচল, অটল, সকল প্রকার তাড়না ও উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে। অতএব আকাশকে যুধিষ্ঠির বিশেষণে বিশিষ্ট করা অসঙ্গত নহে।

মধ্যম পাণ্ডব ভীম মরুৎ বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। পবন অতি ভীষণ মূর্ত্তি, প্রবল পরাক্রমশালী। মরুৎতাড়িত সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গ বহিতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে; সে কারণ উগ্রসমীরণ দুর্জ্জয়, দুর্দ্ধর্ষ এবং ভীমাকার অতএব বায়ু ভীমাভিধানে প্রযুক্ত হইলে অযুক্ত প্রয়োগ হয় না।

তৃতীয় ভূত তেজঃ অর্জ্জুন নামে কল্পিত হইয়াছে! তেজোবলে জগতের যাবতীয় সত্ত্ব আকৃষ্ট, সংগৃহীত ও পার্থিব পদার্থ সংস্কৃত হইতেছে। সে কারণ শাস্ত্রকার তেজের নাম অর্জ্জুন রাখিয়াছেন। এই নামকরণটী অসঙ্গত হয় নাই। অর্জ্জন করা এবং সংস্কার করা এই উভয়ার্থেই অর্জ্জ ধাতুর প্রয়োগ হয়। ধনঞ্জয় বাহুবলে পারিজাতাদি দেবসেব্য স্বর্গীয় বিভব এবং বিজিত নৃপতিবর্গের নিকট কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এ দিকে তেজোরূপে রসাকর্ষণ করেন; অতএব উভয় পক্ষেই তদীয় নামের সার্থকতা সিদ্ধ হইতেছে।

চতুর্থ—সলিল। এই ভূতটী কৃত্রিম নকুল নামে উক্ত হইয়াছে। কুল শব্দে শরীর বুঝায়। যে দ্রব্যের অবয়বাকৃতির স্থিরতা নাই, যদ্রূপ পাত্রে রাখিবে, সেইরূপ আকৃতি হইবে, তাহাই নকুল। জলের এই ধর্ম্ম প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পঞ্চম ভূত,—মৃৎ। কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবই এই পঞ্চমভূত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। আর চারিটী ভূতের সঙ্গে যে ক্রীড়া করে, সেই সহদেব। সলিল বায়ু তেজ ও আকাশের সহযোগ ব্যতীত মৃত্তিকার অবস্থিতি সম্ভবে না। অন্যান্য ভূতের সহানুভূতি ভিন্ন কেবল মৃত্তিকার সংযোগাকর্ষণ ঘটিতে পারে না। জান্তব, ঔদ্ভিজ্জ, পার্থিব প্রভৃতি যে কোন পদার্থই হউক না,

ভূতপঞ্চকের সহানুভূতি পরম্পরা ব্যতিরিক্ত তাহাদের পারমাণিক সমষ্টি একত্রিত থাকিতে পারে না। মৃত্তিকায় ও ইষ্টকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতেছ অনায়াসে তাহা ঊর্দ্ধে উঠিতেছে; বৃক্ষের গুঁড়ি স্থূল হইতেছে; এক একটী পরমাণু বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় না। এটী সংযোগাকর্ষণের কার্য্য। কিন্তু অন্যতম কোন একটী ভূত স্বীয় সত্ত্ব প্রতি সম্বরণ করিলে সকলি চূর্ণ হইয়া যায়। যদি একটী ভূত অন্যগুলির সঙ্গে মিলিত হইয়া আর কার্য্য না করে, তবে যে প্রাচীর বজ্রাঘাতে বিদীর্ণ হয় না, তাহার এক এক কণা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া তুমি পুত্তলিকা নির্ম্মাণ করিতেছ, কটাহ গড়িতেছ; তাহার নমনীয়তা তোমার ইচ্ছার অনুচারিণী। স্পষ্ট কি দেখিতেছ? মৃৎপিণ্ডে কোন্ কোন্ ভূত বর্ত্তমান আছে, বোধ হয়? সহজ বুদ্ধিতে তন্মধ্যে কেবল মৃৎ ও জলেরই অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়,—মৃত্তিকা একটী স্বতন্ত্র পদার্থ, জলে আর্দ্র হইয়া আছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়—কেবল এই দুটী ভূতের সহযোগে কর্দ্দমের অস্তিত্ব সম্ভবিতে পারে না। তন্মধ্যে অন্য তিনটী ভূত বিদ্যমান আছে। অন্য কয়েকটি ভূতের সহানুভূতি ভিন্ন মৃত্তিকার অস্তিত্ব অসম্ভব হইয়া উঠে; তজ্জন্য পঞ্চম ভূত সহদেব নামে আখ্যাত হইয়াছে।

সম্প্রতি পঞ্চভূতের উৎপত্তি নিয়মের পৌর্ব্বাপর্য্য নিশ্চিত করিতে পারিলে পাণ্ডবদিগের জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠত্ব নিশ্চিত হইবে। উপরে মহাভারতের যে অনুশাসনটী উল্লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল এবং মৃত্তিকার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই অনুমিত হয়। শ্রুতিতেও (২) উক্ত হইয়াছে,—সেই পরমাত্মা হইতে যথাক্রমে আকাশ বায়ু, জ্যোতি, জল এবং পৃথিবীর উৎপত্তি হয়।

পঞ্চ ভূতোৎপত্তির ঈদৃশ প্রক্রম বিচারসঙ্গত এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুগত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। আধারের অসদ্ভাবে আমরা আধেয় পদার্থের প্রভাব কল্পনা করিতে পারি না। লাঙ্গুল না থাকিলে ধেনুর পুচ্ছ বুদ্ধি অনুমানেও আসে না; চক্ষু না থাকিলে নিমেস জ্ঞান জন্মে না। আকাশ যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের আধার; আকাশ না থাকিলে যে সকল পদার্থ আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে, আমরা তাহাদের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। তজ্জন্য সর্ব্বাগ্রে আকাশের সৃষ্টি স্বীকার করিতে হয়। ইহাই জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির।

(২) এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ খংবায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।

যেমন আধারের অভাবে আধেয় পদার্থ থাকিতে পারে না, অশ্ব ভিন্ন অশ্বারোহীর অস্তিত্ব সম্ভবপর নহে; তদ্রূপ বাহ্য-শক্তির অসদ্ভাবে বাহ্য দ্রব্যের সদ্ভাববুদ্ধি সঙ্গত নহে। তেজ বোঢব্য পদার্থ, সমীরণ তাহার বাহক। যেমন অশ্ব, আরোহীকে বহন করে, তদ্রূপ সমীরণ তেজকে বহন করিতেছে। বায়ুকে আশ্রয় না করিলে অগ্নি ক্ষণকাল থাকিতে পারে না। বায়ুযোগে সঞ্চালিত হইয়া সন্তাপ তরল হইতেছে, আবার বায়ুর ধর্ম্মেই তেজ সংযত হইয়া দীপ্যমান অগ্নিরূপে প্রকাশিত হয়। এক স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া যদ্যপি তত্রত্য বায়ু সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ করা যায়, তবে অঙ্গারজান বাষ্প সঞ্চিত হইয়া অনলকে নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। অতএব অনিলই অনলের জীবন স্বরূপ; এই জন্য পণ্ডিতেরা অগ্নিকে বায়ুসখ বলেন। বায়ু না থাকিলে আমরা অগ্নির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারি না; সে কারণ আকাশের পর বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে,ইহা প্রামাণিক। এই বায়ু দ্বিতীয় পাণ্ডব—ভীম।

অতঃপর তেজের উৎপত্তি হইয়াছে। উহা জল এবং মৃত্তিকার নিরাশ্রয়; কিন্তু তেজ না থাকিলে জলের উৎপত্তি হইতে পারে না। তেজ হইতে বাষ্প উদ্ভূত হয়, বাষ্প হইতে অভ্র, অভ্র হইতে বারি বর্ষে। অতএব তেজ সলিলের অগ্রজ। এই তেজ তৃতীয় পাণ্ডব—অর্জ্জুন।

চতুর্থ—জল। তেজ হইতে বাষ্পের উৎপত্তি হইল এবং বাষ্প হইতে জল জন্মগ্রহণ করিল। এই জলই চতুর্থ পাণ্ডব—নকুল। জলের সৃষ্টি হইলেই শূন্য-দেশ সঞ্চারী পরমাণু রাশি আসিয়া তাহাতে সংসক্ত হইল, সুতরাং জলোৎপত্তির সঙ্গে মৃত্তিকারও উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। এই মৃত্তিকা পঞ্চম পাণ্ডব—সহদেব।

এক্ষণে এই আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে যে, পঞ্চপাণ্ডব যদ্যপি আকাশাদি পঞ্চভূত হন, তবে তাহাদিগকে বিমাতার গর্ভসম্ভূত বলিবার তাৎপর্য্য কি? এ স্থলেও শাস্ত্রকারের একটী গূঢ়াভিসন্ধি আছে। শান্তিপর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—(৩) আকাশ, বায়ু এবং অগ্নি এই তিনটী একত্র অবস্থিতি করিতেছে; তদ্রূপ জল ও মৃত্তিকাও একত্র মিলিত হইয়া আছে। তন্মধ্যে

(৩) তেষাং ত্রয়াণামেকত্বাদ্দ্বয়ং ভূমৌ প্রতিষ্ঠিতং। ৯
যত্র খং তত্র পবনস্তত্রাগ্নির্যত্র মারুতঃ।
অমূর্ত্তয়স্তে বিজ্ঞেয়ামূর্ত্তিমন্তঃ শরীরিণাং। ১০—১৮৭ অধ্যায়।

আকাশ, সমীরণ এবং তেজ অদৃশ্য পদার্থ এবং সলিল ও মৃত্তিকা দৃশ্য পদার্থ।

গুণভেদে শাস্ত্রকারেরা পঞ্চভূতকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তিনটি অদৃশ্য এবং দুটী দৃশ্যপদার্থ। উৎপত্তির কারণভেদে গুণেরও বৈসাদৃশ্য ঘটে। ন্যায়তঃ, এই নিত্য কারণানুসারে ভিন্নধর্ম্মোপেত মহাভূতের বিভিন্ন উৎপত্তির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনটী এক মাতৃগর্ভে জন্মিয়াছে, আর দুটী অন্য মাতার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের প্রগাঢ় চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। (ক্রমশঃ)

বাঙ্গালীর যমপদ লাভ।

প্রথম কোপ।

এবার ভগীরথ দশহরা; সূর্য্যবংশচূড়ামণি ভগীরথ কোপন-স্বভাব কপিলমুনির অভিশাপগ্রস্ত পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারার্থ পতিতপাবনী পুণ্যসলিলা মন্দাকিনীকে—যে দিনে—যে তিথিতে—যে নক্ষত্রে মর্ত্ত্যলোকে আনিয়াছিলেন, অদ্য সেই দিন—সেই তিথি—সেই নক্ষত্র। বড় পুণ্য যোগ; দিগ্‌দিগন্তর হইতে অসংখ্য যাত্রী গঙ্গাস্নানার্থ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াছিল। স্নানান্তে যাত্রীরা সকলেই বাটীর অভিমুখে চলিল। কিন্তু একখানি নৌকার যাত্রীরা দুই দিন গঙ্গাতীরে নৌকা লাগাইয়া রহিল; তাহাদের নৌকায় একটী যাত্রীর সঙ্কট পীড়া হইয়াছিল। যাত্রীটী বৃদ্ধ; তাহাতে কঠিন রোগগ্রস্ত; পাও একটু ফুলিয়াছিল, বৃদ্ধের বাঁচিবার আশা ছিল না। গঙ্গাতীর ছাড়িয়া গেলে বৃদ্ধ বাদাবনে পাছে পঞ্চত্ব পান, এই ভয়ে যাত্রীরা গঙ্গাতীরে ছিল। দুই দিন অপেক্ষা করিল, তত্রাপি মন্দভাগ্য বৃদ্ধের গঙ্গালাভ হইল না। তৃতীয় দিনে অন্যান্য যাত্রীরা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইল। অনেক দিন বাটী হইতে আসিয়াছে, বাটীর মঙ্গলামঙ্গল কিছুই জানিতে পারিল না, সুতরাং যাত্রীরা বাটী যাইবার জন্য ব্যস্ত সমস্ত হইল। এ দিগে বৃদ্ধটী নৌকার কষ্টে, অনাহারে, রোগের প্রাবল্যে এবং সঙ্গীদিগের আসুরিক ব্যবহারে মৃতবৎ হইয়াছিল! যাত্রীরা, বৃদ্ধকে এইরূপ মুমূর্ষু দশাপন্ন দেখিয়া ভাবিল, এই সময় উপস্থিত! তখন অমনি বৃদ্ধকে নৌকা হইতে টানিয়া তীরে নামাইল এবং অর্দ্ধেক জলে, অর্দ্ধেক স্থলে রাখিয়া কপালে বক্ষে ভূরি পরিমাণ গঙ্গামৃত্তিকা

নিক্ষেপন করিয়া দিল! অনন্তর হরিধ্বনি করিয়া যাত্রীরা নৌকা ছাড়িয়া দিল! বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে পড়িয়া রহিল।

কিছু ক্ষণ পরে একটা কাক আসিয়া সেই অর্দ্ধ মৃতদেহ ঠোকরাইতে লাগিল। এমন সময় যমদূত আসিয়া উপস্থিত হইল। কাক যমদূতকে দর্শন করিয়া প্রণাম করিল, এবং একটু ব্যঙ্গস্বরে কহিল "মহাশয়! এ দেহটী এখন জীবিত আছে, সুতরাং আপনার এখন পর্য্যন্তও অধিকার হয় নাই; আমি এই সুতীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে একে বধ করতেছি, আপনি ক্ষণেক অপেক্ষা করুন।"

এই বলিয়া কাক উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল, এবং হাসিতে হাসিতে আবার কহিল "দূত মহাশয়! বাস্তবিক এটা বড় বিড়ম্বনা! যে, আপনারা একূপ সজীব-দেহ স্পর্শ করতে পারেন না! চির দিনই মরা টেনে মরেন!

দূত কাকের এবম্প্রকার বচন চাতুর্য্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে বড়ই ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইল। ভাবিল—"অদ্যই যমরাজের নিকট বলে সজীব দেহ যমালয়ে লইতে আরম্ভ করব! বাস্তবিক কাক ভাল কথাই বলেছে; চির দিন কি মরা টেনেই মরব? এই ভাবিয়া দূত অতি সত্বর যমরাজ সমীপে উপস্থিত হইল।

ধর্ম্মরাজ হঠাৎ দূতকে আগত দেখিয়া তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দূত অতি বিনীতভাবে কহিল "মহারাজ! আর আপনার দৌত্যকার্য্য করব না! মরাজীব টেনে টেনে—আমরা "মরাটানা" বলে বিখ্যাত হয়েছি! অধিক কি, আপনার ক্ষুদ্র পাইক কাকেরা পর্য্যন্ত "মরাটানা" বলে আমাদিগকে উপহাস করে থাকে! ইহা আর প্রাণে সহ্য হয় না! এক্ষণ হতে যদি সজীব দেহ—অর্থাৎ জীবন্ত মানুষ আনিতে বলেন, তবে আনব! মরা আর স্পর্শও করব না। আমরা এমন কি পাপকার্য্য করেছি—চিরকালই মরা টেনে মরব।"

যমরাজ দূতের এইরূপ অসম্ভব বাক্য শ্রবণ করিয়া একটু হাসিলেন, এবং দূতকে বহুবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন "দূত! আমরা মরা লইয়াই চির দিন কারকারবার করব, এটা বিধাতার বিশেষ নিয়ম! আমাদের সজীবদেহ স্পর্শ করিবার ক্ষমতা নাই। ভগবান্ সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা পুরুষ আমাকে মৃতরাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিয়াছেন; জীবসমূহ মরিলে আমার অধিকারে আইসে; সুতরাং তোমাদিগেরও তাহাতে অধিকার

জন্যে; জীবিতশরীর স্পর্শ করিলে আমাদিগের অনধিকার প্রবেশ করা হয়। দেবতারা কখনও অনধিকার প্রবেশ করেন না। অতএব তুমি এ বিষয়ে ক্ষান্ত হও। আমরা পরমপুরুষের নিকট হইতে যে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য; মঙ্গলময় যাহাকে যেরূপ অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেই তাহার সতত মঙ্গল হয়; দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া তদ্বিপরীত আচরণ করিলে ভয়ঙ্কর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। আমরা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতেই আমাদিগের পরম মঙ্গল হইবে; দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভুত হইয়া অমঙ্গল ঘটাইও না।"

দূত কহিল "মহারাজ! আমরা যে মৃতরাজ্যের অধীশ্বর এ কথা সত্য, এবং অনধিকার চর্চ্চা করা যে ভয়ঙ্কর পাপ, তাও আমি জানি; কিন্তু জীবিতরাজ্যে আমাদিগের অধিকার আছে কি না অন্ততঃ একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হতে পারলে, আমরা জীবিতরাজ্যের উপরও আধিপত্য করতে পারব। আর অকৃতকার্য্য হলে যে ভাবে আছি সেই ভাবেই থাকব। অতএব মহারাজ! একবার প্রসন্ন মনে অনুমতি দান করুন; আমরা একটী সজীব পশু যমালয়ে আনয়ন করি! দেখি, তার পর কিরূপ ঘটনা হয়।" এই কথা বলিয়া দূত বড় বড় দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল।

যমরাজ দেখিলেন দূতের সজীব জন্তু আনিবার একান্ত ইচ্ছা; এই ইচ্ছার বাধা দিলে দূত কার্য্যে ভগ্নোৎসাহ ও উদ্যোগবিহীন হইতে পারে। অতএব দূতের প্রার্থনা পূর্ণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবিয়া কহিলেন "দূত! সজীব জন্তু আনিবার তোমার মহতী ইচ্ছা জানিয়া আমি তোমাকে একটী সজীব জন্তু আনিবার অনুমতি প্রদান করিলাম। সাবধান, একটীর অধিক স্পর্শ করিও না! আর সজীব মনুষ্যের নিকট গমন করিও না। সজীব মনুষ্য এ স্থানে আগমন করিলে আমার এবং তোমাদিগের ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিবে। অতএব ইহা সতত স্মরণ করিয়া সজীব মনুষ্যের নিকট যাইও না! জীবরাজ্যে বহুসংখ্যক জীব আছে, তাহার একটী আনিও।" দূত—"যে আজ্ঞা" বলিয়া সানন্দমনে মর্ত্ত্যলোকে গমন করিল।

যমদূত ভূমণ্ডলস্থ সপ্তদ্বীপের অন্য কোন দ্বীপে গমন না করিয়া জম্বুদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। জম্বুদ্বীপান্তর্গত নব বর্ষের মধ্যে একে একে অষ্ট বর্ষ ঘুরিল, কিন্তু ইহার কোন বর্ষের সজীব জন্তু ধরিতে দূতের সাহস হইল না।

অনন্তর ভারতবর্ষে আসিয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতে লাগিল; এখানেও প্রথমতঃ কোন সজীব জন্তু ধরিতে সাহস হইল না। অতঃপর ভাবিতে লাগিল " জন্তুর মধ্যে মনুষ্য জন্তু সর্ব্বপ্রধান; অন্য জন্তু না লইয়া একটী মনুষ্য লইয়া যেতে হবে। কিন্তু বলবান মনুষ্য লওয়া হবে না। কেন না বলবান্ হইতে বিপদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশেষ মহারাজ মনুষ্য লইয়া যাইবার একবারেই নিষেধ করে দিয়েছেন। একে মনুষ্য লওয়াই অন্যায়; তার পর বলবান লইলে যার পর নাই অন্যায় হবে। অতএব একটী দুর্ব্বল মনুষ্য লইতে হবে। এখন দুর্ব্বল মনুষ্য কোথায় পাইব? জম্বুদ্বীপান্তর্গত অষ্ট বর্ষ একে একে ঘুরে দেখলাম, কোথাও ত দুর্ব্বল মনুষ্য দেখতে পেলাম না! সকলেই হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ! এক্ষণে যে নববর্ষ ভারতবর্ষ দেখছি, এরও কোথাও প্রায় দুর্ব্বল মনুষ্য দৃষ্ট হয় না! এখন উপায়? দুর্ব্বল মনুষ্য কি জগতে নাই? ও হয়েছে—ঠিক হয়েছে! জম্বুদ্বীপের মধ্যে—ভারতবর্ষ; ভারতবর্ষের মধ্যে—বঙ্গদেশ;—তাতে যারা বাস করে, তাদিগকে বাঙ্গালি-জন্তু বলে। আমি শুনেছি, বাঙ্গালিজন্তুই না কি অতি দুর্ব্বল; অতএব একটী বাঙ্গালিজন্তু লইতে হবে। কিন্তু এর মধ্যে একটী কথা আছে— বাঙ্গালি দুর্ব্বল হলে কি হয়? বড় চতুর—বড় বুদ্ধিমান! ইহাদিগকে বুদ্ধিতে পৃথিবীর কোন জাতিই পরাস্ত করতে পারে না। বাঙ্গালি বড় বুদ্ধিমান! বল না থাকলেও, বুদ্ধি দিয়ে এরা অনেক বলের কার্য্য করে থাকে। যদি সেই বুদ্ধি দিয়ে কোন বিপদ ঘটাইয়ে বসে, তবেই ত মহা বিপদ। তবে কি বাঙ্গালি লব না? না বাঙ্গালি একজনকেই লইয়া যেতে হবে। শক্তিহীন—বলহীন বাঙ্গালি কেবল এক বুদ্ধি দ্বারা কি করবে? হঠাৎ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার, কি বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার মুখ্য কারণ শক্তি ও বল; গৌণ কারণ বুদ্ধি; সুতরাং শক্তিশূন্য—বলশূন্য—বুদ্ধিমান বাঙ্গালি সহসা কোন বিপদই ঘটাইতে পারবে না। সে যতক্ষণ বসে বুদ্ধি আটবে, কার্য্য ঠিক করবে, আমি ততক্ষণে কার্য্য সমাধা করে ফেলব! অতএব একটী বাঙ্গালি লওয়াই কর্ত্তব্য। যমদূত এইরূপ বাঙ্গালি লওয়াই স্থির করিল।

তখন বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা মহানগরী! লর্ড ময়রা গবর্ণর বাহাদুর অত্যুচ্চ সুরম্য প্রাসাদোপরি স্বর্ণময় সিংহাসনে উপবেশন করিয়া অমরবাঞ্ছিত সুখসম্ভোগ করিতেছিলেন। যমদূত, যশোহর নগরের নিকটে হারাধন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ

মোক্তার; ফৌজদারীতে অদ্বিতীয় বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সে দিবস মোক্তার বাবু বৈঠকখানায় চৌকির উপর বসিয়া কোন এক মক্কেলের একখান দরখাস্তের মোসাবেদা করিতেছিলেন। ক্ষণকালপরে তাকিয়ার উপরে ঘুমাইয়া পড়িলেন। যমদূত মোক্তার মহাশয়কে নিদ্রাভিভূত দেখিয়া, ভাবিল—"একেই লয়ে যাওয়া কর্ত্তব্য; এ এখন ঘুমায়েছে, এ আর এখন আমার কিছু করতে পারবে না। এ দিব্য সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট, সকলে দেখে আমার প্রশংসা করবে।

দূত এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া, চৌকিখানি মাথায় করিয়া শূন্যমার্গ অবলম্বনে হু হু শব্দে যমালয়াভিমুখে চলিল।

শূন্যস্থ নীরস—শুষ্ক বায়ুর স্পর্শে মোক্তার মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখেন চতুর্দ্দিকেই শূন্য—অনন্ত শূন্য ধূ ধূ করিতেছে। ভয়ে অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। ভাবিলেন—"একি! আকাশ দিয়ে আমাকে কে লয়ে, কোথায় যাচ্চে? এখন যে নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলতে পারি না। উপায়? হায় হায়! এবার আর পরিত্রাণ নাই। এমন প্রাণটী এবার গেল। এস্থান হতে লাফিয়ে পড়লেও মরণ। যথায় যাচ্ছি, বোধ হয় তথায় গেলেও মরণ। কিন্তু এর মধ্যে একটী কথা আছে, এখান হতে পড়লে সদ্যামৃত্যু। যেখানে যাচ্ছি সেখানকার মৃত্যুর কিছু গৌণ আছে। কিম্বা মৃত্যু না হইলেও হইতে পারে। "দণ্ডেক অপেক্ষা করলে, প্রহরের বার্ত্তা পাওয়া যায়। বিপদে সাহস ও ধৈর্য্য অবলম্বন করাই উচিত। শ্বাস থাকা পর্য্যন্ত চিকিৎসা! দেখি কি হয়।"

ভাবিতে ভাবিতে বাড়ী মনে পড়িল; প্রাণপ্রেয়সীর চন্দ্রবদন মনে পড়িল; পুত্র কন্যার হৃদয়ানন্দকর মুখমণ্ডল মনে পড়িল; একে একে সকলই মনে পড়িল। যত মনে পড়িতে লাগিল, ততই কাতর হইতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকেই অনুপায়। উপস্থিত বিপদের প্রতীকারের উপায় কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। নিরাশসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। কোন দিকেই আর কূল দেখিতে পান না। কেবল অনন্ত আতঙ্ক বায়ুরাশির ন্যায় হু হু শব্দে ছুটিতেছে। মোক্তার মহাশয়ের মুমূর্ষু ভাব। কিন্তু বাঙ্গালিজাতি বিপদে পড়িলে সময়ে সময়ে অতি অদ্ভুত বুদ্ধি উপস্থিত হয়। সে বুদ্ধি—সর্ব্বনাশা বুদ্ধি—চাতুরী পূর্ণ অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি! সে বুদ্ধি হইতে মঙ্গলও হয়; অমঙ্গলও হয়। সেই বুদ্ধি হারাধন বাবুর উদয় হইল। তিনি দূতকে জিজ্ঞাসা

করিলেন " ওহে তুমি কে ? আমাকে কোথায় লয়ে যাচ্ছ ? যমদূত কহিল " আজ্ঞে আমি যমদূত, আপনাকে যমালয়ে নিয়ে যাচ্ছি। "

শুনিয়া হারাধন বাবু আড়ষ্ট ! " যমদূত ! যমালয় ! আহা হলো কি ! ভয়ে জড়সড়—হতবুদ্ধি ! কিন্তু ক্ষণপরেই সেই সর্ব্বনাশা বুদ্ধির উদয় হইল। তখন হারাধন বাবু কহিলেন " কি বেটা ! ওরে জীবন্ত মানুষ যমালয়ে ? হারামজাদা—বদমায়েস ! অনধিকার প্রবেশ, এই কথা বলিয়া চৌকীর উপর তিন চপেটাঘাত করিলেন।

যমদূত মোক্তারের আস্ফালন দেখিয়া এবং তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া প্রথমতঃ কিছু ভয় পাইল। কিন্তু সে ভয় অধিকক্ষণ রহিল না। ভাবিল " উনি আমার কি করবেন ? আমার মাথার উপর চৌকী ; চৌকীর উপর বসে আছেন ; আমি দূরে আছি ; হাত দিয়ে আমাকে ধরতে পারবেন না। যদি একান্তই ধরবার চেষ্টা করেন, চৌকীসহিত ফেলে দিব ; তখন আর আস্ফালন কি তর্জ্জন গর্জ্জন থাকবে না। ভাবিয়া যমদূত পূর্ব্ব অপেক্ষা দ্বিগুণ বেগে ধাবমান হইল।

মোক্তার দূতকে নিরুত্তর দেখিয়া, আবার তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিলেন কি বেটা ছোট লোক ! চুপ করে রইলি যে ? ড্যাম—শূয়ার ! জীবিত মানুষ যমালয়ে ! বড় তাজ্জব ক্যা বাত হ্যায় ! আমি সজীব মনুষ্য, আমাকে কেন যমালয়ে লইয়া যাস, সজীব মনুষ্যের প্রতি তোদের কি অধিকার ? তুই কেন অনধিকার প্রবেশ করে, অনধিকার কার্য্য করছিস ? তুই জানিসনে যে ইহাতে বড় শাস্তি হয় ? বোধ হয় তুই ইংরাজী আইন কানুন জানিস না ? অনধিকার প্রবেশ করলে যে সাড়ে সাত বৎসর মেয়াদ হয়ে থাকে ? ঘানিগাছে জুতিয়া [illegible]ভেঙ্গে তৈল করে লয় ? হারামজাদা, এখনি তোকে ফটক দিব। ইংরাজের মুল্লুকে এত অত্যাচার ? "

দূত কহিল " মহাশয় ! আমরা ইংরাজ ও আইন কানুন জানি না। ইংরাজকে ভয়ও করি না। ইংরাজের মুল্লুক হউক, আর যার ইচ্ছা তার মুল্লুক হউক, আমরা সকল মুল্লুকেই সমান অত্যাচার করিয়া থাকি। পূর্ব্বে আমরা মরা মানুষ আনিতাম ; এক্ষণ হতে মানুষ আর মরবে না। জিয়ন্ত মানুষ ধরে যমালয়ে আনিব। সম্প্রতি আপনাকে দিয়ে তার পরীক্ষা করলেম। তর্জ্জন গর্জ্জন বৃথা। এক্ষণে চুপ করে বসে থাকুন ; যমালয় বড় আর অধিক দূর নয়। "

মোক্তার দেখিলেন দূত ধমকানিতে ভুলেন না। তখন প্রত্যুৎপন্ন মতিত্ব বলে এক উপায় স্থির করিলেন। বাঙ্গালি মস্তিষ্কের অন্তিম প্রতিভা বহির্গত হইল। লর্ড ক্লাইব বাহাদুর এবং উমিচাঁদ মহাশয়কে স্মরণ করিয়া মোক্তার মহাশয় স্বীয় নামে এক খানি নিয়োগ পত্রিকা ও যমরাজের নামে এক খানি আদেশ লিপি লিখিলেন; এবং দেবনাগর অক্ষরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন দেবতার নাম স্বাক্ষর করিলেন। *ঠেকিলে, হারাধন বাবু সকল কার্য্যই করিতে পারিতেন। সুতরাং এইরূপ এক জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া চুপ করিয়া চৌকির উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া রহিলেন।

দ্বিতীয় কোপ।

দূত হারাধন মোক্তারের সহিত যমালয়ে উপস্থিত হইল। যমের পরিচারক ও পরিচারিকাগণ যখন শুনিল "যমালয়ে সজীব মনুষ্য আসিয়াছে।" তখন দেখিবার জন্য চারি দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া মোক্তার মহাশয়কে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। কোন পরিচারিকা কহিল "দেখ, দেখ, কেমন পুরুষটী! কেমন সুন্দর গোঁপ-জোড়াটী! কেমন সুন্দর লম্বমান উদর। কেমন বাহারের টলটলে রাঙ্গা রং! বাহাবা! কেমন বাহারের চক্ষু দুটী। কেমন সুন্দর চাওনি! এ রূপ ত কখন দেখি নাই।"

আর এক পরিচারিকা কহিল "হালো, পুরুষটী সুন্দর বটে; কিন্তু ভুঁড়িটে কিছু মোটা। হাত দুখানি সরু! কেমন যেন দেখাচ্চে! এইরূপ কি সকল মানুষ। এরূপ মানুষ ভাই আমি ভাল বাসি না! দুটী শিঙ আর একটী লেজ থাকলে আমি ভাই মানুষ ভাল বাসতুম!"

আর এক পরিচারিকা কহিল "তুই বলিস কি লো? লেজ ও শিঙ না থাকলে সে কি মানুষ হয়? চিত্রগুপ্ত মোশাই এক দিন বলেছিলেন মানুষের একটী লেজ ও দুটী শিঙ আছে। ওরা যখন শিকার করে, তখন শিকারের বস্তু ঐ লেজ দিয়ে জড়ায়ে ধরে, শিঙ দিয়ে বধ করে! অন্য জন্তু দূরে থাকুক, মানুষ—মানুষের লেজ ও শিঙের তাড়নায় সততই সশঙ্কিত! ওলো লেজ আছে ঐ যে কাপড় পরেছে, তাতে ঢেকে গিয়েছে। শিঙ বোধ হয় এখনও উঠে নাই, শীঘ্রই উঠবে।"

হারাধন বাবুর কপালখানা কিছু বড় রকমের—কিছু উচ্চ ছিল। পরিচারিকা তদ্দৃষ্টে শৃঙ্গ উঠিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। কিন্তু আমরা জানি,

সক লে স্থির দিকে হু হু বিপ নাশ স্রমত

মানুষ জন্মিবামাত্রই ঐ অদৃষ্ট শৃঙ্গ লাভ করিয়া থাকে; হরিণের ন্যায় হারাধন বাবুর অদৃষ্ট শৃঙ্গ অনেক বার উঠিয়াছে ও পড়িয়াছে। যাহা হউক মোক্তার ভাবিলেন এক্ষণে এই ভাবে থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না; বাঙ্গালির একটু ফরফরে তেজ দেখান নিতান্ত কর্ত্তব্য। বিপদে পড়িলে হতসাহস হওয়া কাপুরুষের কর্ম্ম; বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার একমাত্র বন্ধু—সাহস; প্রকৃত পুরুষেরা যত অধিক বিপদে পতিত হন, তত অধিক সাহস অবলম্বন করিয়া কণ্টকাকীর্ণ সংসার বর্ত্মে অগ্রসর হন। ঘোর দৈব দুর্ব্বিপাকে পতিত হও; কিম্বা অকূল সঙ্কটার্ণবে ভাসিতে থাক; অথবা দুর্ব্বিসহ জ্বলন্তবিপদ বহ্নিতে ভস্মীভূত হও, সাহসকে পরিত্যাগ করিও না। দৃঢ়রূপে ধরিয়া থাকিও, বিপদে কি করিবে? যত অধিক বিপদ—তত অধিক সাহস—কর! দেখিবে সংসারে তোমার ইচ্ছা সতত ফলবতী হইবে। আমি এই যে দুর্নিবার ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়াছি, যাহার নাম শুনিলে ভয়ে সজীব প্রাণিগণ নির্জীব জড়পার্থের ন্যায় হইয়া পড়ে, আমি সেই প্রাণহর যমের আলয়ে উপস্থিত হইয়াছি। ইহার অপেক্ষা আর অধিক বিপদ কি আছে? আমি সেই দুর্নিবার ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়াছি। চতুর্দ্দিকেই ছল ছল নয়নে চাহিতেছি। দেখি—কি দেখি? দেখি—কেহই আমার সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় না। তবে এখন কি করিব? ভয়ে জড়সড় হইয়া বসিয়া থাকিব? তা হবে না। আমি কাপুরুষ হইতে পারিব না। আমি পরম বন্ধু সাহসকে অবলম্বন করিয়া বিপদের সহিত যুদ্ধ করিব। বিপদে কি করিবে? যাহার সাহস আছে, বিপদে তাহার কি করিবে? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—" যে হতভাগা বিপদকে ভয় করে, সে চিরদিনই বিপদকে ভয় করিবে। ইহসংসারে তাহার আর কোন গতি নাই। এই বিপদকে ভয় করিয়াই আমাদিগের এই—হায় হায় রে! আমাদিগের এই দুর্দ্দশা। আরও বিপদকে ভয় করিব? আর ভয় করিব না।" ইত্যাদি ভাবিয়া, মোক্তার গাত্রোত্থান করিলেন এবং দর্শকদিগের প্রতি ঘাড় বাঁকাইয়া তীক্ষ্ণতর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর আদেশ পত্রখানি হাতে করিয়া বেগগামী তুরঙ্গরাজের ন্যায়—মহাতেজে যমসম্মুখে চলিলেন। দূতও পাছে পাছে দৌড়িয়া চলিল।

যমরাজ আপনার দিব্যাসনে আসীন হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম ও পাপ পুণ্যের বিচার করিতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু চিত্রগুপ্ত মহাশয় উপ-

বেশন করিয়া "তলব বাকী" দেখিতেছেন; বাম পার্শ্বে মহামহোপাধ্যায় শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রধান রোগ সমূহ—সন্নিপাত, বাতব্যাধি, ধনুষ্টঙ্কার রাজযক্ষ্মা, উদরী, বিসূচিকা, পিত্তশূল, কুষ্ঠ, প্রভৃতি গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। সম্মুখ ভাগে হাতে গলে লৌহশৃঙ্খল দেওয়া কতকগুলি ঘোর পাতকী কয়েদী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; উঁহারা বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধে অপরাধী। ধর্ম্মরাজের বিচারে চিরদিন কুম্ভীপাক নরকে থাকিবার আদেশ হইয়াছে। অপরাধীদিগের মধ্যে দুটী সম্প্রদায়ের লোকই অধিক লক্ষিত হইল। উঁহাদিগের প্রায় সকলেরই দীর্ঘ শ্মশ্রু আছে। সকলেই মর্ত্তালোকে বড় বড় প্রধান প্রধান উপাধি বিশিষ্ট বড় লোক ছিলেন। ইহার মধ্যে কেহ কেহ ঐহিক অমরতাও লাভ করিয়াছেন। ভীষণদর্শন যম কিঙ্করগণ ভীষণ গদা প্রহারে উঁহাদিগকে তাড়াইয়া অনন্ত যন্ত্রণাময় নরক শ্রেষ্ঠ কুম্ভীপাকে লইয়া চলিল। অপরাধীদিগের কাতর চীৎকারে করুণ বিলাপে হা হা শব্দে ত্রাহি রবে—একটা ভয়ঙ্কর শব্দ সমুত্থিত হইয়াছে। এমন সময় যমরাজ দেখিলেন, একটা সজীব মনুষ্য দৌড়িয়া আসিতেছে। অমনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কেন না যমের প্রতি শাপ আছে, যে তিনি সজীব কোন প্রাণীর প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিবেন না। সুতরাং চক্ষু দুটী মুদ্রিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে মোক্তার বাবু আসিয়া উপস্থিত। যমরাজ, চিত্রগুপ্ত এবং অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ সকলেই শশব্যস্ত!

এ দিকে মোক্তার মহাশয় যম সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া জলদগম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন "শুন যমরাজ! তুমি প্রধান বিচারক হইয়াও অনেক অবিচার করিতেছ এবং ধর্ম্মরাজ হইয়াও অনেক অধর্ম্মাচরণ করিতেছ! তুমি এখনও অতি পুরাতন নিয়মানুসারে বিচারকার্য্য সমাধা করিয়া থাক; তোমার প্রধান অপরাধ! তুমি জান বর্ত্তমান সময়ে মর্ত্ত্যলোকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে বিচারপ্রণালীর সংস্কার করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তোমার সে ক্ষমতা নাই, এক্ষণকার আইনকানুন স্বতন্ত্র। নিত্য নূতন হইতেছে, তদনুসারে কার্য্য করা আবশ্যক। তুমি তাহা করিতে পার না, তুমি যে অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধীকে রৌরবে প্রেরণ কর; নূতন বিধানানুসারে সে অপরাধে অপরাধী কোন নরক দর্শন করিবার যোগ্য নহে। সুতরাং তুমি সব উল্টা বিচার করিতেছ। তুমি মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাসী, চাতুরীপরায়ণ, পরস্বাপহারক, ছলগ্রাহী, বিশ্বাসঘাতক এবং নাস্তিকদিগকে ভীষণ নরকে

রাখিয়া নিদারুণ যাতনা প্রদান করিতেছ। এ কার্য্য তোমার যার পর নাই অন্যায়। তুমি জান, হাল আইন অনুসারে তাহারা নরকের নামও শ্রবণ করিবে না। চিরদিনই দিব্যস্থানে বাস করিতে থাকিবে। কেন না, মর্ত্ত্যলোকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে চাতুরী ও ছলগ্রাহিতা ভিন্ন বড় লোক হওয়া যায় না। বিশ্বাসঘাতকতা না করিলে রাজ্য লাভ হয় না এবং নাস্তিকতা অবলম্বন না করিলে সর্ব্বপ্রকার যশোলাভও করা যায় না। তবে দেখ, তুমি এই স্বর্গের চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রদিগকে নিতান্ত কদর্য্য স্থানে রাখিয়া পৃথিবীর জোনাকিপোকাগুলিকে দিব্যস্থানে রাখিতেছ। যাহারা জন্মাবধি মিথ্যা প্রবঞ্চনা ছলনা প্রভৃতি কিছুই জানে না; পরস্বাপহরণ বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিশ্বাসের নামও শুনে নাই এবং কেবল ন্যায়—সকল কার্য্যেই ঈশ্বর ঈশ্বর করিয়া—অথবা ঈশ্বরকে লক্ষ্য রাখিয়া সংসারে বাস করিতেছে ও নয়ন জলে বয়ান ভাসাইয়া আবার তাহারই ধ্যান ধারণা, উপাসনা প্রভৃতিতে দিন কাটাইতেছে। সুখ কাহাকে বলে, তাহা এক দিনের জন্যও জানিতে পারিল না, ফল মূল খাইয়া ও বল্কল পরিয়া চির দিন কেবল দুঃখভোগ করিয়া যাইতেছে, তুমি সেই সমস্ত তেজোহীন, জীবন শূন্য—অঙ্গার ও ভস্মগুলিকে—অথবা স্বার্থবিহীন অকাল কুষ্মাণ্ডগণকে দিব্য সুখে দিব্যস্থানে রাখিয়া, যাহারা পৃথিবীর ভূষণ—যাহাদিগের জীবন বহ্নির তেজঃপ্রভাবে পৃথিবীর অনেক উন্নতি হইতেছে; তুমি সেই সমস্ত সমুজ্জ্বল রত্নকে অন্ধকারে রাখিয়া কষ্ট প্রদান করিতেছ। ইহা অপেক্ষা আর অন্যায় কি? এ অতি অন্যায়—অতি অন্যায়—এ অতি অন্যায়—এ তোমার অন্যায়! সুতরাং এই সমস্ত জানিতে পারিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু, এবং সংহারকর্ত্তা শিব মহাশয়েরা তোমাকে পদচ্যুত করিয়া আমাকে এই যমত্ব প্রদান করিয়াছেন। আমি নূতন আইন অনুসারে বিচারকার্য্য সম্পন্ন করিব।"

হারাধন বাবু এইরূপে বক্তৃতা করিয়া যমরাজের প্রতি আদেশ লিপিখানি এবং যমপদে আপনার নিয়োগ পত্রিকা খানি—গুপ্ত মহাশয়ের হাতে দিলেন। গুপ্ত মহাশয় দেখিলেন যথার্থ। তখন ধর্ম্মরাজ যম আসন হইতে অবতরণ করিলেন। যমরাজ যেই নামিলেন, মোক্তার মহাশয় অমনি উঠিয়া বসিলেন। আসনের প্রভাবে সকলেই তাঁহার আজ্ঞাধীন হইল। সুতরাং বাঙ্গালি যম হইলেন।

মোক্তার-যম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাবিলেন—অগ্রে এই যমকে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহার সহিত এই দূতকেও পাঠাইতে হইবে। কারণ, যমের ত ঘোরতর অপরাধ আছেই! এ আমার এক্ষণে প্রতিদ্বন্দ্বী; সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিকে স্থানান্তরে আবদ্ধ রাখা অথবা সংহার করাই শ্রেয়স্কর কার্য্য, এবং এই যে দূত ইহারও অপরাধ আছে; এ আমার সকল অবস্থা জানে; ইহাকে স্থানান্তরিত না করিলে, কালে ইহার দ্বারা গূঢ় বৃত্তান্ত সকল প্রকাশ হইয়া পড়িবে, সুতরাং আমাকে হতমান হইতে হইবে! তৎপরে পৃথিবীতে আমার যত শত্রু আছে, সকলকেই এই স্থানে আনিতে হইবে; কেন না, উহাদিগকে যমালয়ে না আনিলে আমার পরিবার সকল সুখে থাকিতে পারিবে না।"

মোক্তার যাহা ভাবিতেন, তাহা প্রায় কার্য্যে পরিণত করিতেন। সুতরাং দূতের সহিত ভূতপূর্ব্ব যমরাজ আন্দামানে প্রেরিত হইলেন। এ দিকে বঙ্গদেশ নূতন নূতন রোগের আবির্ভাব হইয়া বঙ্গবাসীদিগকে সংহার করিতে লাগিল।

মোক্তার বাঙ্গালি; বাঙ্গালির ধর্ম্ম এই, ক্ষমতা পাইলে প্রথমেই সে স্বজাতির অপকার করে। সুতরাং মোক্তার মহাশয় যে, সে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবেন, ইহা কখন সম্ভাবিত নহে। তিনি যমালয়ের রোগদিগকে এই আদেশ দিলেন "তোমরা বঙ্গদেশে গমন কর, এবং তথাকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলকেই সত্বর মৎসমীপে আনয়ন কর। দেখিও, গৌণ যেন হয় না। কিন্তু আমার একটী বিশেষ কথা তোমরা সতত মনে রাখিবে; কথাটী এই—যশোহর নগরের নিকট হারাধন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে তোমরা কেহই যাইও না; কেন না সে স্থানে আমার পূর্ব্ব বাটী; তথায় আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গ আছে। যদিও আমি সম্প্রতি দেবত্ব লাভ করিয়াছি, তত্রাপি তাহাদিগের মায়া ভুলিতে পারি নাই। অতএব তথায় তোমরা কদাচ গমন করিও না। অন্যত্র সততই গমনাগমন করিবে।"

রোগসকল নূতন যমরাজের আদেশক্রমে পৃথিবীর অন্যান্য বিভাগ প্রায় পরিত্যাগ করিয়া সকলেই বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন নিত্য নূতন রোগ! প্রতি ঘরেই হাহাকার শব্দ। বাঙ্গালী রোগ ভোগ করিয়া জীর্ণ শীর্ণ এবং কঙ্কালসার হইতে লাগিল।

এ দিকে নূতন যমরাজ দেখিলেন, পূর্ব্বেও যতসংখ্যক প্রাণী যমালয়ে

আসিত, এখনও তত আইসে; সুতরাং তাঁহার আশা বিফল হইল ভাবিয়া, শ্রীযুক্ত বাবু চিত্রগুপ্ত মহাশয়কে ডাকিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "গুপ্ত মহাশয়! আমি বাঙ্গালিদিগকে উৎসন্ন দিবার জন্য রোগসকলকে বাঙ্গালায় প্রেরণ করেছি কিন্তু কই তাহারা ত কিছুই করে উঠতে পারল না। এখনও বাঙ্গলায় মানুষ আছে! আমি এই প্রধান হাকিমি পদ পেয়েও আমার চিরশত্রুদিগকে বিনাশ করতে পাল্লেম না! এর কারণ কি?

গুপ্ত মহাশয় বলিলেন "ধর্ম্মাবতার! যে সমস্ত রোগ বাঙ্গালায় গিয়াছে, যখন ভগবান্ কৈলাসনাথ উহাদিগের সৃষ্টি করেন, তখন উহাদিগকে এরূপ নিয়মে আবদ্ধ করিয়াছিলেন যে কোন জীবের আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হইলে, তাহাদিগকে যমসদনে আনিতে পারিবে না। আমার বোধ হয়, এই কারণপ্রযুক্ত রোগসকল ভবদীয় আজ্ঞা পালনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না।"

নূতন যমরাজ চিত্রগুপ্ত মহাশয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি ক্রোধভরে কহিলেন "পূর্ব্বের যম নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিল! এমন হতভাগা—ড্যাম্‌কে যমত্ব পদ প্রদান করে, পদের ঘোরতর অবমাননা করা হয়েছে! আমি এখনি রজতবরণনিভ—ধবলাঙ্গ আশুতোষকে পরিতুষ্ট করে, একটী নূতন রোগের সৃষ্টি করব। সে যাকে স্পর্শ করবে, তারি আয়ুক্ষয় হবে! তুমি অকর্ম্মণ্য রোগগুলিকে বাঙ্গালা হতে ফিরে আসিতে আদেশ কর।"

ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতম্‌।

পাদুকা বিক্রেতারা নিতান্ত নীচাশয় ব্যক্তি। নবাবের নিকট তাহারা অভিযোগ উপস্থিত করিলে বাস্তবিকই রুদ্র অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। নীচ লোকের হস্তে বরং প্রাণহানি ভাল,তবু মর্য্যাদাহানি কে সহিতে পারে? নীচের সঙ্গে মিত্রতা নিষেধ, কুসংসর্গে চরিত্র দূষিত হয়; নীচের সঙ্গে শত্রুতা নিষেধ,—সামান্য ব্যক্তি যার প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার গৌরব কোথায়? নীচের সঙ্গে হাস্য পরিহাস কৌতুক করিবে না,নীচের সঙ্গে তর্ক বিতর্কও করিবে না,হঠাৎ কটুকথা শুনাইয়া দিবে। প্রবীণ ব্যক্তি সর্ব্বদা নীচ লোকের সহস্র হস্ত দূরে থাকিবেন। আজ সামান্য পাদুকাবিক্রেতা রুদ্রের অভিযোক্তা; যিনি দেশ বিখ্যাত মহারাজ-পুত্র তাঁহার নামে অভিযোগ; কাজেই রুদ্রের ভাবনার বিষয় বটে। কিন্তু বিচক্ষণ যবনামাত্য তাঁহার মান রক্ষা করিলেন। ইহাতে মহারাজের আহ্লাদের পরিসীমা থাকিল না। তিনি দশ হাজার

টাকা দিয়া বাজারের সমস্ত পাদুকা ক্রয় করিয়া বিতরণ করিলেন। এতদ্দ্বারা তৎকালীন ঢাকার বিপণির পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধীয় অনেকটা আভাস পাওয়া যাইতেছে। ঐ নগর পূর্ব্ব বঙ্গের প্রসিদ্ধ রাজধানী এবং সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত। মেঘনা নদীর তটে যেপ্রকার সুকোমল তূল জন্মিত, এখন পৃথিবীর কুত্রাপি তেমন তূল দৃষ্ট হয় না। কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধন হইতেছে, কার্পাসের পরিমাণ বাড়িতেছে, কিন্তু তূলার গুণ বৃদ্ধি হইতেছে না। পূর্ব্বে যে জাতীয় বীজে উৎকৃষ্ট কার্পাস উৎপন্ন হইত, কালসহকারে কি তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, কিম্বা মৃত্তিকার গুণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। যাহা হউক, তৎকালে ঢাকার বাজারে জরকসি ও বহুমূল্য প্রস্তর খচিত কোটি কোটি টাকা মূল্যের বস্ত্র প্রস্তুত থাকিত। কিন্তু সকলে পাদুকা পরিধান করিতেন না; তজ্জন্য প্রসিদ্ধ ঢাকা নগরে দশ সহস্র টাকার অধিক পাদুকা ছিল না। এক্ষ[illegible]মরা যেরূপ নাগরা ও চটী জুতা দেখি, পূর্ব্বকালেও তাদৃশ পাদুকা চলি[illegible]ছিল। কিন্তু ধনবান্ ব্যক্তিরা যে জুতা পরিধান করিতেন, তাহা অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য; সোণার জরি ও হীরক প্রভৃতি প্রস্তরে খচিত থাকিত, সে কারণ এক জোড়া পাদুকার মূল্যই দশ বার হাজার টাকার অধিক হইয়া পড়িত। জুতা বিশেষের "নাগরা" বিশেষণটী কোথা হইতে আসিল? আমাদের বোধ হয়, পল্লীগ্রামবাসী সামান্য লোকেরা পটপটে চটী জুতা ব্যবহার করিতেন, কিন্তু নগরবাসী সৌখীনপুরুষদের সে জুতায় মন উঠিত না, তাঁহারা পটপটে চটী পরিতে ভাল বাসিতেন না। নগরবাসিদের জন্য জরি বসান বিচিত্র পাদুকা প্রস্তুত হইত, সে কারণ নাগরা নামটীর উৎপত্তি হইয়াছে।

রুদ্ররায় দশ সহস্র টাকার পাদুকা বিতরণ করিয়াছেন, (১) শুনিয়া নবাব

(১) এতস্মিন্নেব কালে রায়েণ দশসহস্রী মুদ্রয়া সর্ব্বাঃ পাদুকাঃ ক্রীত্বা লোকেভ্যো বিশ্রাণয়ামাস। অনেন কর্ম্মণা হ্যতিশয়তুষ্টঃ করিতুরগাদিপ্রসাদং দত্বাঽভিলাষঞ্চ নির্ব্বর্ত্ত্য রায়ং স্বদেশং প্রেষয়ামাস।

অথ কানগোই ইতি প্রসিদ্ধকর্ম্মণি নিযুক্তো হরিনারায়ণনামা মহারাজস্য যবনাধিপকৃতমহাপ্রসাদং শ্রুত্বা মহারাজং প্রাবয়িতুং ক্রোধাকুলঃ স্বানুচরানাহ। রুদ্ররায়স্য মহাহঙ্কারো যুষ্মাভির্জ্ঞাতঃ মামসম্ভাষ্য গন্তুং প্রবৃত্তঃ। মাময়ং ন মন্যতে তৎসমুচিতং যুষ্মাভিঃ কর্ত্তব্যং। রুদ্ররায়োঽপি তৎশ্রুত্বা প্রাহ। হরিনারায়ণস্য তাদৃশকর্ম্মাধ্যক্ষতা ধনমূলেন; মমাপি রাজ্যং ধনমূলমেব। ইতি বদন্নেব অগ্রসন্নদ্ধং তীক্ষ্ণলোহাস্ত্রমহাবেণুপ্রহারকং নিরীক্ষ্য উচ্চৈর্নির্বাণস্থিতমেতল্লোহসন্নদ্ধাগ্রমহাপ্রাংশুবংশদণ্ডাবরণক্ষমোধনরাশির্দীয়তে যদি, তদা হরিনারায়ণস্য

আরও পরিতুষ্ট হইলেন। কিন্তু তৎকালীন কর্তৃপক্ষীয়েরা সন্তুষ্ট হইলে কেবল নামের সঙ্গে উপাধির ছড়া গাঁথিয়া দিতেন না। এখন যাঁহারা যাচিয়া মান খুজিয়া বেড়ান, সেই স্বর্গীয় বিভব—নন্দনবনের পারিজাত ধন, তাঁহাদের মনকেই ভুলাইয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের নামের সঙ্গে ছড়া ছড়া উপাধিমালা গাঁথিয়া দেওয়া আছে। এ গুলি ছেলেভুলান পুতুল; অবোধ শিশুর আবদার থামাইবার উপযোগী। নবাব রুদ্রের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তদীয় হস্তে পুতুল দিয়া বিদায় করেন নাই। সংস্কৃত ভাষার পঞ্চাশৎ অক্ষর মনে করিলে তিনি নামের অষ্টে পৃষ্ঠে উপাধির পাঁতি গাঁথিয়া দিতেন, কিন্তু যবনাধিপতি, মহারাজকে সুবর্ণ ঘটিত ঢাকাই বস্ত্র বহুমূল্য উষ্ণীষ, করি তুরগ বাণপতাকা, দুন্দুভি এবং অনেকগুলি পরগণার শাসনভার প্রদান করিলেন।

তাদৃশ কর্ম্মণি ভারঃ ক তিষ্ঠতি ? তত্র সমাগতস্তদনুচরঃ তৎশ্রুত্বা ঝটিতি গত্বা হরিনারায়ণমুবাচ। শ্রুত্বা চ হরিনারায়ণঃ স্বপদচ্যুতিভীত্যা সসম্ভ্রমং রুদ্ররায়ালয়মায়াতুমুদ্যতঃ। শ্রুত্বা রায়োপি পরিতুষ্টমনা স্বয়মেব হরিনারায়ণরায়সমীপং গতঃ। গতঞ্চ তং হরিনারায়ণরায়ো বহুভির্মধুরালাপৈঃ পরিতোষয়ামাস। পশ্চাদ্দেশায় গন্তুমনুজ্ঞাং চকার।

অথ দেশাগমনে লব্ধানুজ্ঞো রায় আলাবক্স নাম্না প্রসিদ্ধমেকং গৃহকারুমানীয় স্বদেশমাগতঃ, আগত্য চ তেন কারুণা কৃষ্ণনগরপুরীং কর্ত্তুমুপচক্রমে। তত্র প্রথমতো বাট্যাঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি মধ্যবর্ত্তিগজতুরগভারবাহাদিগমনযোগ্যাধঃসরণিবিরাজিতাতিপ্রাংশুবহুজনসুখনিবাসযোগ্য বিশালমধ্যভাগবিলসদ্বিচিত্রোপরিভাগচতুর্দ্দিগবস্থিতসমপরিমাণশোভং মন্দিরচতুষ্কং; নির্ম্মায়, মহতীং গজশালাং রম্যতরাঞ্চ মন্দুরাং নির্ম্মমে। ততশ্চোপরি দুন্দুভিডিণ্ডিমশানাতূর্ণী প্রভৃতি বাদিত্র বাদনযোগ্য স্থলমিষ্টকাদিময়প্রাসাদমেকং বাটীপ্রবেশযোগ্যাবত্মবিরাজিতমধ্যং চৈকপ্রাসাদং তৎ পশ্চিমতশ্চ মনোরমমেকং পূর্ব্বতশ্চাপরং দর্শনীয়তমং দেবীপ্রাসাদং রম্যতমপ্রাসাদগণশোভিতমন্তঃপুরঞ্চ তেন কারুণা নির্ম্মাপয়ামাস।

তদানীমেব চ কৃষ্ণনগরনৈঋতকোণমারভ্য শান্তিপুরপর্য্যন্তং পৌরুষপ্রমাণোচ্চবিপুলপ্রস্তারং সেতুং নির্ম্মায় পংক্তিক্রমেণ তদুভয়পার্শ্বতোঽতিবিরলাতিসন্নিকর্ষহীনমশ্বত্থগণং রোপয়ামাস, বিধিবৎ উপসসর্জ্জ চ। অতীব ধার্ম্মিকো ব্রাহ্মণ্যাচারনিরতশ্চাসীৎ। যদায়ং জাহাগীর নগরে স্থিতস্তদা তত্রাধিকৃতযবনেন সুবর্ণাদিগুণরচিতদিব্যবসনং শিরোবেষ্টনং যোগ্যবহুমূল্যবসনং পতাকাবাণ দুন্দুভিপ্রভৃতীনি বস্তুনি প্রসন্নেন দত্তানি। তত্র চ প্রসাদদত্তদুন্দুভিগ্রহণে রীতিরস্তি, প্রসাদদত্তং দুন্দুভিং স্কন্ধে নিধায় প্রভোঃ সমুচিতঃ প্রণামঃ ক্রিয়তে। ইতি দুন্দুভিধারকে তথা কর্ত্তুমারব্ধবতি রায়স্তানাহ। ময়া ব্রাহ্মণেন দুন্দুভিঃ স্কন্ধে কর্ত্তুং ন শক্যঃ, দুন্দুভেঃ স্কন্ধারোপণেঽস্মাকং দোষোভবতি। শ্রুত্বা তে উচুঃ। কিমুচ্যতে অধিকারিণাং পারম্পরিণ এবং ক্রমো বর্ত্ততে তৎকথমন্যথা কর্ত্তুং শক্যতে। রায়ঃ পুনরাহ। এবং চেৎ, দুন্দুভিপ্রসাদেন মম প্রয়োজনংনাস্তি। ততো দুন্দুভিগ্রাহকা এতৎসর্ব্বমধিকৃত যবনায় নিবেদয়ামাসুঃ। শ্রুত্বা চ স আহ। দুন্দুভেঃ স্কন্ধারোপণে যদি ব্রাহ্মণানাং দোষোভবতি, তদা তেন

মুসলমান শাসনকালে আমরা সকলেরই একটী মহৎ দোষ দেখিতে পাই, কি সম্রাট, কি নবাব, কি রাজকর্ম্মচারী সকলেরই অভিমান অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। কাহারও একটু সামান্য ক্রুটি ঘটিলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। যাহার অর্থ, তাহারই বল, যাহার বল, তাহারই জয়,—পদে পদে, কথায় কথায় উৎকোচ সর্ব্বত্র অপ্রতিহত শাসনদণ্ড পরিচালন করিত। রুদ্র নবাবের প্রসাদ লাভ করিয়া হরিনারায়ণ নামক একজন কানোনগোইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান নাই। এ অবমাননা কি সহ্য হয়? তিনি নবাবের কর্ম্মচারী, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়, তাঁহার হাতে। রুদ্রের এতাদৃশ দর্প, এত তেজ যে একবার তাঁহার সঙ্গে দুটা সম্ভাষণও করিলেন না। কাজেই হরিনারায়ণ রোষাবিষ্ট হইয়া অনুচরদিগকে বলিলেন,—"ভাল! তোমরা দেখিতে পাইবে, রুদ্রের কেমন স্পর্দ্ধা, তাহা আমি বুঝিয়া লইব।" রুদ্ররায়ও কাপুরুষ ছিলেন না; তিনি নির্ভীকচিত্তে হরিনারায়ণের অনুচরদিগকে বলিলেন—"দেখ তোমাদের প্রভুকে বলিবে, তাঁহার এত যে ক্ষমতা, ঈদৃশ আধিপত্য—ধনই তার মূলীভূত কারণ। আমিও নির্ধনের সন্তান নই, ধনবলে আমিও বিস্তীর্ণ রাজ্যলাভ করিয়াছি। আমি রাশি পরিমিত অর্থ ঢালিয়া দিব, হরিনারায়ণের এই কর্ত্তৃত্ব কিরূপে থাকে—দেখা

তথা ন ক্রিয়তাং দুন্দুভিস্ত দীয়তাং। যবনপ্রধানাদিসাক্ষাৎকারসময়ে সর্ব্বাঙ্গপিধান সূচীবিদ্ধ বস্ত্রাভ্যন্তর্বর্ত্তি পাদাদিমধ্য পর্য্যন্ত পিধানসূচীবিদ্ধ বসনান্তরং পরিধীয়তে, রায়েণ চ তত্র ত্রিকচ্ছীকৃত সূচ্যবিদ্ধ বস্ত্রমেব পরিধীয়তে। দৈবাত্তথাবিধং বসনং যবনপ্রধানপুরোবর্ত্তিভিরনুচরৈর্দৃষ্ট্বা কথিতং। ভো মহারাজ! এবম্বিধং বসনং পরিধায় প্রভুং সাক্ষাৎকর্ত্তুং কথং ব্রজসি, রাজব্যবহারবিরুদ্ধমিদং। শ্রুত্বা রায় আহ। সদাচাররতৈর্ব্রাহ্মণৈরেবং বস্ত্রমেব পরিধীয়তে সূচীবিদ্ধ পাদাদিমধ্যপর্য্যন্তাবরণবসনপরিধানে দোষো ভবতি। এবমেব পরম্পরং কথয়তোমুখত এব যবনপ্রধানঃ শ্রুত্বাঽনুচরানাহ। অরে কিং ব্রূত, যত্র ব্যবহারে ব্রাহ্মণানাং দোষো ভবতি, তৈঃ, স ব্যবহারঃ কথং কর্ত্তব্যঃ? ইতি শ্রুত্বানুচরাস্তূষ্ণীমাসন্। যবনপ্রধানেনৈবম্বিধং তদভিমতং পরিতুষ্টেন সদা স্বীকৃতং।

বিবাদপরিচ্ছেত্তাপি মহানাসীৎ। মাটীয়ারিপ্রদেশবাসিভ্যাং ব্রাহ্মণাভ্যাং পৈতৃকধনবিভাগার্থ কৃতবিবাদাভ্যাং তত্র রাজ্ঞি নিবেদিতং রাজ্ঞা চ সর্ব্বং সমধিগম্য তয়োর্ধনবিভাগঃ পূর্ব্বং নিষ্পন্ন এব বিভাজ্য দ্রব্যঞ্চ নাস্তি। বিবাদাসক্তয়োরনয়োঃ কেবলং বিবাদ এবেতি চ প্রমায়, তৎপিত্রাদীনামুৎকর্ষসূচকং স্ব স্ব নামোত্তরোচ্চার্য্যমাণ ভট্টাচার্য্য ইত্যাখ্যানমাত্র মেবাবিভক্তমিতি, তদেব বিভজ্য এতস্য ভট্টেত্যাখ্যানমপরস্যাচার্য্যেত্যাখ্যানং নিরূপিতমিতি, মহৎ কৌতুকমিদানীমপি লোকৈর্গীয়তে। জ্যেষ্ঠো ভট্টো মাটিয়ারি গ্রামএব স্থিতঃ। আচার্য্যশ্চ কুড়ুলিগাছি গ্রামে বসতিঞ্চকার।

চাই।" হরিনারায়ণ অনুচরবর্গের প্রমুখাৎ এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় ভয় পাইলেন। কি জানি, পাছে নবাব তাঁহাকে পদচ্যুত করেন, এই আশঙ্কায় তিনি স্বয়ং রুদ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। কিন্তু রুদ্ররায় যেমন তেজস্বী তেমনি আবার শিষ্টাচারী ছিলেন। হরিনারায়ণ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, শুনিয়া তদীয় ক্রোধানল নির্ব্বাপিত হইল। তিনি ভাবিলেন, আর অভিমান করিয়া থাকা কর্ত্তব্য নয়, তাহাতে মানীর অমর্য্যাদা হয়। অতএব হরিনারায়ণ আসিবার পূর্ব্বে অগ্রেই তাঁহার বাটীতে যাওয়া উচিত। রুদ্র এই বিবেচনা করিয়া সত্বর নবাবের কর্ম্মচারীর গৃহে উপস্থিত হইলেন। তখন সাক্ষাৎকারে উভয়েরই মনের মালিন্য দূরীভূত হইয়া গেল, উভয়েই অশেষ পরিতোষ লাভ করিলেন।

এখনকার এই ভগ্ন কৃষ্ণনগর পুরী—এক দিনের ইন্দ্রভুবন। যখন কমলার কৃপাদৃষ্টি ছিল, তখন কৃষ্ণনগর ছিল, কৃষ্ণনগরের শোভা সৌন্দর্য্য ছিল। এখন কৃষ্ণনগরের সে দিন নাই, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সে দৃষ্টি নাই, আর তেমন শোভাসৌন্দর্য্যও নাই। কালের স্রোতে সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। আলাবক্স এই অপূর্ব্ব নগরের নির্ম্মাতা। রুদ্র ঢাকা হইতে প্রত্যাগমনকালে এই গৃহকারুকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। প্রথমে রাজবাটীর পূর্ব্বদিকে চারিটী সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। নিম্ন তালা অতি প্রশস্ত ও মধ্যস্থলে বিস্তীর্ণ পথযুক্ত। হয় হস্তী ও ভারবাহকাদি দ্রব্যসামগ্রী লইয়া অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে। সৌধোপরি মনোহর সুখবিলাস ভবন,—রাজপরিবারবর্গের সভাস্থল, অভ্যাগতদিগের বৈটকখানা। তৎপরে আলাবক্স গজবাজির বাসোপযোগী রম্যতর মন্দুরা নির্ম্মাণ করিল, উহার উপরে নওবৎখানা। তথায় বাদিত্রগণ প্রহরে প্রহরে দুন্দুভি ডিণ্ডিম শানাই তূণ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যধ্বনি করিত; রাজভবন উৎসব পূর্ণ; বাদ্যোদ্যমে রাজপুরী সর্ব্বদাই জাগরিত থাকিত। এই স্থপতির কার্য্য-নৈপুণ্য অসাধারণ। তৎপূর্ব্বে বঙ্গদেশে এমন প্রসিদ্ধ কারুকর আর কেহই আসে নাই। এখানকার অধিবাসীরা রাজমিস্ত্রীর কার্য্যে তাদৃশ সুচতুর ছিল না। রুদ্র আলাবক্সকে কিছু দিন কৃষ্ণনগরে রাখিয়া তত্রত্য গাঁড়ার জাতিকে গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যায় শিক্ষা দেওয়াইলেন। বঙ্গাধিপের এই যত্ন নিষ্ফল হয় নাই; পরিণামে তদীয় আশালতা সুফলই প্রসব করিয়াছিল। গাঁড়ার জাতীয় অনেক ব্যক্তি স্থপতিবিদ্যায় এমত পারদর্শিতা লাভ করে, যে অদ্যাবধি তাহাদের হস্তকৃতি সভ্য

জাতির কারুনৈপুণ্যকে পরিহাস করিতে নিদাঘের উচ্চণ্ড রৌদ্র, প্রাবৃটের ঝঞ্ঝানিল প্রচণ্ড বাত্যাপ্রতাড়ন বুকে বহিয়া অক্ষুণ্ণ শরীরে দাঁড়াইয়া আছে। রাজবাড়ীর পূজার দালান, শিব নিবাসের শিব মন্দির এখনও নূতন, এখনও নবীন সৌন্দর্য্যভরে ঢল ঢল করিতেছে। সার্দ্ধ শত বৎসর রৌদ্রে পুড়িতেছে, জলাভিষেকে উবু চুবু, কেবলি ভিজিতেছে, কিন্তু স্থিরযৌবনা স্বর্গ বিদ্যাধরীর রূপমাধুরীর ন্যায় সে অঙ্গরাগ কিছুতেই ঘুচিল না, এত দিনে একটু মলিন হইল না। গাঁড়ারেরা যেখানে যেমন হস্ত বুলাইয়াছে, সে যেন বিধাতার লিপি। এতকালও তাহা অব্যাহত রহিয়াছে।

কৃষ্ণনগরের রাজবংশ বঙ্গের অগ্রণী, এখানকার উন্নতিপথের দীক্ষাগুরু। এ দেশে কোন কারুকার্য্য ছিল না বলিলে চলে। যা ছিল এখনও যাহা আছে, তত্তাবৎ কেবল কৃষ্ণনগরের প্রসাদে। বঙ্গদেশ সে পক্ষে চিরকাল কৃষ্ণনগরের কাছে ঋণী। নিপুণ কুম্ভকার, কার্য্যকুশল তন্তুবায়, সুদক্ষ স্থপতি, শাস্ত্রগুরু, সঙ্গীত, চিকিৎসা বিদ্যা সকলই নবদ্বীপাধিপতিদিগের যত্নে বঙ্গভূমিতে উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। এখন বঙ্গে রাজখ্যাতির ছড়াছড়ি, পথে পথে ভূস্বামীর তরঙ্গ বহিতেছে; কিন্তু সেরূপ যত্ন আর কাহারও নাই। জমিদারদের ঐশ্বর্য্যে পুষ্ট জঠর ভাণ্ডার ফাটিয়া পড়িতেছে, কিন্তু ধনের উপযুক্ত ব্যয় নাই। কৃষ্ণনগরের রাজারা দেশ দেশান্তর হইতে গুণীব্যক্তি আনাইয়া স্বদেশীয়দিগকে শিক্ষা দেওয়াইতেন, এ যুগের—যাত্রার সাজান রাজগণের কথা বলি না,—কিন্তু প্রকৃত রাজবংশধরদিগেরও সে যত্ন, সে উদ্যোগ নাই। কলের গাড়ী গা দোলাইয়া ছুটিতেছে, তার পাতিয়া তড়িতে সংবাদ আনিয়া দিতেছে, তাঁহারা চক্ষু বিস্তার করিয়া দেখিতেছেন, আর পাশ্চাত্য কারিগরিকে সাবাসি দিতেছেন। আজ যদি কৃষ্ণনগরের সে দিন হইত, এত কারুকার্য্যের মধ্যে থাকিয়া বঙ্গবাসী কেবল চক্ষের সাধ মিটাইতেন না। দেখিতে পাইতে—আজ মাঠের বলা বান্দীও ষ্টিফেন্সন, নিউটন হইত। আজ এ দেশীয় লোক পাশ্চাত্য শিল্পের বিধাতাপুরুষ হইয়া উঠিত।

রুদ্র, কৃষ্ণনগর সৌধমালায় সুসজ্জিত করাইয়া তদীয় রাজধানী হইতে শান্তিপুর পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পথের দুই পার্শ্বে নাতিবিরল নাতিসন্নিকর্ষ অশ্বত্থ-শ্রেণী রোপণ করায় পান্থদিগের গতিবিধির বিলক্ষণ সুবিধা হইয়াছিল। রুদ্রের এই কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

মহারাজ রুদ্র যে সম্পূর্ণ স্বাধীনচেতা ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, আমরা নানা বিষয়ে তাহার ভূরি পরিচয় পাইতেছি। যৎকালে তিনি ঢাকানগরে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, যবনপতি, রাজপ্রসাদস্বরূপ তাঁহাকে বাণপতাকা দুন্দুভি প্রভৃতি উপহার দেন। তাৎকালিক এই প্রথা ছিল, যে সকল নৃপতি ভেরী উপঢৌকন পাইতেন; সম্রাট কি নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে তাঁহাদিগকে সেই ঢাক স্কন্ধে লইয়া প্রণামাদি করিতে হইত। রুদ্র, বিপ্রসন্তান, নীচকুলোদ্ভব বাদ্যকরের ন্যায় তিনি কি ঢাক কাঁধে লইয়া মানের টোয়ে মাথায় বাঁধিতে পারেন? সুতরাং, নবদ্বীপাধিপতি এই স্বর্গসুধা—রাজানুগ্রহ শিরোধার্য্য করিলেন না।

ব্রাহ্মণোচিত জাতীয় পরিচ্ছদের প্রতিও রুদ্রের তীব্র দৃষ্টি ছিল। নবাব প্রভৃতি প্রধান প্রধান যবনপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে সকলেই পা-জামা চাপকান প্রভৃতি সূচীবিদ্ধ নানাপ্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া যাইতেন; কিন্তু রুদ্ররায় ত্রিকছীকৃত ধুতি ও উড়ানীভিন্ন অন্য বস্ত্র পরিধান করিতেন না। নবাবের কর্ম্মচারীরা সে কারণ অনেক বাদানুবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করেন নাই।

বিবাদভঞ্জনকালে রুদ্রের মধ্যস্থতা কিছু কৌতুকাবহ। মাটীয়ারি গ্রামে একঘর ভট্টাচার্য্যদের গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। তাঁহাদের পৈতৃক ধন পূর্ব্বেই বিভক্ত হইয়াছিল। অধুনা ধনবিভাগের আর কিছুই বাকি ছিল না। রুদ্র দেখিলেন, এ অনর্থক ভ্রাতৃবিরোধ মাত্র, প্রত্যুত কলহের আর কোন কারণই নাই। সম্পত্তি যাহা ছিল, তুল্যানুরূপ বিভক্ত হইয়াছে; বাকি—কৌলিক ভট্টাচার্য্য উপাধিটী, ইহাই কেবল বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় নাই। সে কারণ রুদ্র বলিলেন—"বৃথা আর আপনাদের বিবাদবিসম্বাদ কেন? যাউন—আপনাদের এক ভাই ভট্টাচার্য্য উপাধি পাইলেন, অন্যের উপাধি আচার্য্য হইল; অনর্থক আর বিরোধ করিবেন না।" তদবধি জ্যেষ্ঠ ভট্টাচার্য্য মাটিয়ারিতেই থাকিলেন এবং কনিষ্ঠ কুড়ালগাছিতে আসিয়া বাস করিলেন।

সাধিলেই সিদ্ধি।

চতুর্থ অঙ্ক।

সৌদামিনী, বিনোদিনী ও সুবোধিনীর প্রবেশ।

সৌদা। ওলো বিনোদি! আজ যে তোর মুখখানা হাসি হাসি দেখছি।

বুঝি রতন লাভ হয়েছে। আমার বাঁ অঙ্গ নাচতেছিল, বুঝি তার ফল তোতেই ফলেছে।

বিনো। সদি! এ সকল ছেঁদো কথা কোথায় শিখলি? তোর বাঁ চোখ নাচলো আর আমার রত্ন লাভ হলো? আজ দেখছি তোর বড় আনন্দ উথলে উঠছে, হৃদয়ের মাঝে আর সামাই থাচ্চে না। আপনার মুখে আপনার কথাটা বলা ভাল দেখায় না, তাই আমাকে ঠেস্ দিয়া বলছিস।

সুখো। বিনোদিনী তুই সৌদামিনীর মনের কথা টেনে বার করেছিস। সৌদামিনী দিদি আমার আহ্লাদে আটখানা হয়েছে দেখছিস না?

সৌদা। পোড়ারমুখি! তুইও আবার ওর দিকে হলি। বলে না শুড়ির সাক্ষী মাতাল, বিনোদিনি! দিব্বি তোর সাক্ষিটী মিলেছে। এক পাগলে রক্ষা নাই, দুই পাগলে মেলা। তোদের খুরে নমস্কার। বিনোদিনি! সত্যি করে বল দেখি, তুই এত হাসছিলি কেন?

বিনো। বসেরদের বাড়ীতে কাল রেতে পুতুলের বে দেখেছি। সেই কৌতুকের কথা তোরে বলতে এসেছি। বলবো কি হাসি যেন এসে মুখ চেপে ধরছে, বলতে দিচ্চে না।

সৌদা। পুতুলের বে, তার আবার হাসি কি? ছোট ছোট মেয়েরা ত পুতুল খেলা করে, পুতুলের বে দেয়, কত রঙ্গ করে। আমরা যেমন ঘরকন্না করি, কথাবার্ত্তা কহি, তারা সেই গুলি দেখে, সেইগুলি শুনে, ঠিক সেই মত করে। কেহ গিন্নি হয়, কেহ বৌ হয়, ছেলেবেলা হতে গৃহস্থালী শিখে, সে ত ভালই, তার আবার হাসি কি?

বিনো। এ সে পুতুলের বে নয়। কেবল মাটী ও জলে এ পুতুল হয় নাই। এ পুতুলে মাটী জল আগুন বাতাস আকাশ পাঁচ ভূত আছে। তিন বৎসরের মেয়ে ও পাঁচ বৎসরের ছেলেতে বে হয়ে গেল। যখন বসেরদের মেজো কর্ত্তা কন্যা সম্প্রদান করতে বসলেন, আমি ত আর হেসে বাঁচি না।

সৌদা। যথার্থ হাসবার কথা বটে, তত ছেলে মানুষ, তারা বের মন্ত্র পড়লে কেমন করে?

বিনো। মন্ত্র পড়বে মাথা আর মুণ্ড, কথা ফুটে নাই, পুরুত ঠাকুরই মন্ত্র পড়ে সেরে নিলেন।

সুবো। কি পাগলামী! বিনোদিনি! তুমি যে ভুতের কথা বল্লে এ ভুতের কাণ্ডই বটে, মানুষে ত এমন কাজ করে না।

সৌদা। এক এক বাপ মার বিদঘুটে সখ থাকে। ছোট ছোট বৌ গুলি এসে এ ঘর ওঁ ঘর করবে, ঘুট ঘুট করে বেড়াবে, এই তাদের বড় সখ। এ সখ যে কি বিষময় ফল ফলে, তা তাঁরা বুঝতে পারেন না। যে ছোট বৌগুলি ছেলে বেলা তাঁদের আদরের জিনিষ থাকে, তারাই আবার দিন কত বিলম্বে চোখের বালি হয়ে দাঁড়ায়। তখন শাশুড়ি বৌয়ে খাঁড়া কুমড়া সম্বন্ধ হয়। এ ওকে দেখলে জলে উঠে ও ওকে দেখলে জ্বলে যায়। দু দণ্ড বনায় হয় না। এই বাল্য বিবাহের দোষেই সংসার বিষময় হয়ে উঠে।

সুবো। দিদি সৌদামিনি! বল দেখি এ বে কেমন করে শাস্ত্রসঙ্গত হয়? শাস্ত্রে বিবাহের এই লক্ষণ করেছে, এ আমার ভার্য্যা এই জ্ঞানের নাম বিবাহ। বরের এই জ্ঞান থাকা চাই, আমি যার পাণি গ্রহণ করছি, এ আমার স্ত্রী হইল। একে চিরকাল ভরণপোষণ করতে হবে। একে নিয়ে আমি সুখী হবো, ঘর সংসার করবো; কিন্তু বিনোদিনী যে বের কথা বল্লে ঘর সংসার কি, স্ত্রী বা কি, এ বরের কি সে জ্ঞান হয়েছে? স্ত্রী খাবার জিনিস, পরবার জিনিস, বা খাবার জিনিস, ঘর সংসার পাহাড় পর্ব্বত বা নদ নদী সাগর, এমন শিশু বরের সে বোধে কিছুই জন্মে না। যার পাণি গ্রহণ করা হইল, তার সহিত যে কিরূপ সম্বন্ধ ঘটলো, তার সুখ দুঃখের যে কিরূপ দায়িত্ব হলো বালক বরের সে বোধ কিছুই থাকে না। এরূপ বিবাহ বড় বিড়ম্বনার বিষয়। বলতে কি এ বিবাহ বিবাহই নয়।

বিনো। সে কথা একবার বলচো কি? স্বামির চরিত্র বিদ্যা বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপরেই পত্নীর সুখ দুঃখ নির্ভর করে। এই নিমিত্ত পূর্ব্বকালে এ দেশে এই রীতি ছিল, পুরুষ বিদ্বান, ও ক্ষমতাবান না হলে বে করতেন না। বের সময়ে বরের গুণ দোষ বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা সব জানা যেত। তেমন বরের হাতে কন্যা দিয়ে মাতা পিতা নিশ্চিন্ত হতেন, কন্যাও চিরসুখী হতো। তার অন্ন বস্ত্রের কষ্ট বা কোন প্রকার ভাবনা থাকতো না। সংসারের প্রধান সুখ যে দম্পতীর প্রণয়; পূর্ণ অবয়বে তাহারও সদ্ভাব হতো। তাদৃশ বিবাহে যে সন্তান জন্মিত, তারাও পিতা মাতার ন্যায় ভাবী সুসন্তানপরম্পরার বীজ বপন করবার যোগ্য হতো। শিশু বিবাহের আরম্ভ অবধি সমুদায়ের ব্যতিক্রম ঘটেছে। এক জন অক্রবাণ বালকের বিবাহ হলো,

তাহার লেখা পড়া কি হল, চরিত্র কিরূপ হবে কিছুই জানা গেল না। হয় ত তিনি বয়স হলে এক অবতার হয়ে দাঁড়ালেন। একটী গণ্ডমূর্খ বদমায়েসের রাজা হলেন। কেবল যে তার স্ত্রী ও পরিবারেরাই কষ্ট পায়, তা নয়, পাড়া-শুদ্ধ সকল লোকেই তার জ্বালায় জ্বলে মরে। তেমন গোমূর্খের দু পয়সা আনবার ক্ষমতা থাকে না, পরিবারের অনন্ত দুরবস্থা হয়। সংসারের কোন প্রকার উন্নতি থাকে না। ছেলে পিলের লেখা পড়া হয় না, তাহারা প্রায় পরের গলগ্রহ হয়ে পড়ে। সংসার ক্রমে উন্নত না হয়ে অধঃপাতে যেতে থাকে। পুরুষেরা যদি লেখা পড়া শিখে ও দশ টাকা আনিবার ক্ষমতা হলে বিবাহ করে, তাহা হলে আর এ দশা ঘটে না।

সৌদা। দিদি! তুমি যথার্থ কথা বলেছ। তুমি যদি একবার মুখুয্যেদের মাতঙ্গিনীর দুঃখ দেখ, তোমার ধড়ে প্রাণ থাকবে না। তার দুঃখে শিয়াল কুকুর কাঁদে। বিনা চোখের জলে এক দিনও এক মুঠো অন্ন তার উদরে যায় না। ছেলেগুলা চাট্টি ভাতের জন্য নাটায়ে বেড়ায়। স্বামির যদি কিছু মাত্র গুণ থাকতো,তাহলে মাতঙ্গিনীর কখন এমন দুর্দ্দশা ঘটতো না। স্বামির ত কোন গুণ নাই, তিনি কেবল বসে খান, আর কুহুমী করেন। তাঁর অশেষ গুণ! স্ত্রীকে গালি না দিয়া এক দিনও জলগ্রহণ করেন না, মধ্যে মধ্যে প্রহার করাও হয়।

সুবো। কেবল মুখুয্যেদের মাতঙ্গিনী কেন, বাড়ুয্যে, চাটুয্যে, চক্রবর্ত্তী ঘোষ, বোস, মিত্র সকল বাড়ীতেই প্রায় মাতঙ্গিনী দেখতে পাবে। ছেলে বেলায় বিবাহের রীতিই সকল কষ্টের মূল। গ্রামের মধ্যে এক এক করে দেখ, কয় জন কাজের লোক আছে। সর্ব্বত্র অকর্ম্মার দলই দেখতে পাবে। অপদার্থ হলে যে সকল দোষ ঘটে, তারও অপ্রতুল নাই। গাঁজা গুলি মদ্যে সব মূর্ত্তিমান। এরূপ লোক হতে স্ত্রী ও পরিবারের স্বচ্ছন্দ হবার কি কথা আছে? দেশের মঙ্গল হবার কি সম্ভাবনা আছে? দিদি জানবে, বাপ মা ছেলে বেলায় বে দেয় বলেই যত আপদ ঘটেছে, মূল খারাব হয়ে গেছে। অল্প বয়সেই সুখে আসক্ত হয়, সংসারী হয়ে পড়ে, টাকা না হলে চলে না। টাকা আনবার ক্ষমতা হয় না; কিন্তু টাকার দরকার; টাকার নিমিত্ত ধা ধা করে বেড়াতে হয়। ভাল লেখা পড়া হয় না, দু টাকা আনবারও সুবিধা হয় না, সুতরাং সংসারের সচ্ছলদশা ঘটে না।

বিন্দে। মা বাপ বুঝেন না, তাড়তাড়ি ছেলের বে দেন, কিরূপে মাগ

ছেলে প্রতিপালন হবে, কিরূপে তাদের সুখ স্বচ্ছন্দ হবে, ছেলেও তা বুঝে না. মনে করে যে হলে স্বর্গসুখ হাতে পাবে, আগা .পাছা না ভেবে বিবাহ করে বসে। শেষে সংসার স্বর্গসুখের আধার না হয়ে মুর্ত্তিমান নরক হয়ে পড়ে। এই নরকযন্ত্রণা ভোগ হতে মেয়ে মানুষদেরই হয়। তারা অযোগ্য পাত্রের হাতে পড়ে যে যাতনা পায়, তার অবধি হয় না। এ দেশে এত বিধবা হয় কেন, তাকি তোমরা জান? এটীও বাল্যবিবাহ-বৃক্ষের একটী বিষময় ফল। যে দিক দিয়া যা হোক, স্ত্রীলোকের স্কন্ধে তার ভোগ। পুরুষে অবিবেচনা করিল, পাপ করিল, স্ত্রীলোকে তার ফল ভোগ করিল। এ দেশের পুরুষের স্ত্রীলোকের প্রতি দয়া নাই। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল। যারা মহৎ হয়, তারা দুর্ব্বলের প্রতি দয়া করে। এ দেশের পুরুষদের যখন সেই দুর্ব্বল দয়াপাত্র স্ত্রীজাতির প্রতি করুণা নাই, তখন এ দেশের পুরুষেরা মহৎ নয়।

সুবো। বিনোদিনি! ঠিক কথা বলেছ। এ দেশের পুরুষেরা যে মহৎ নয়, এ দেশে ঔদার্য্য নাই, তা তুমি শত শত বার বলতে পার। যারা মহৎ হয়, তারা নিজের দোষ বুঝতে পারে, তন্নিমিত্ত অনুতাপ করে এবং সেই দোষ শুধরাইবার চেষ্টা পায়। কিন্তু এ দেশের পুরুষদের সকল বিপরীত। পুরুষেরা নিজ বুদ্ধি দোষে অযোগ্য অবস্থায় বিবাহ করে, স্বয়ং বিপদগ্রস্ত ও পরিবারগণকে বিপদগ্রস্ত করে; কিন্তু আপনার দোষ আপনারা বুঝে না। আপনারা যে মন্দ, ঘুণাক্ষরেও সে কথা মুখে আনে না, স্ত্রীলোকেরই যত দোষ দেখে, যদি কোন স্ত্রী স্বামির অবাধ্য হলো, তার নিন্দার পরিসীমা থাকে না, তার পীড়ন করতেও কেহ ক্রুটী করেন না। কিন্তু স্ত্রী যে অবাধ্য হয় কেন, কেহ সে কারণের অনুসন্ধান করেন না। শাস্ত্রকারেরা বলেন, স্বামী স্ত্রীর দেবতা স্বরূপ পূজ্য। সে পূজার কারণ কি? গুণ তাহার কারণ। স্ত্রীর স্বামির প্রতি যে অনুরাগ হয়, তাহারই বা কারণ কি? গুণ তাহারও কারণ। কিন্তু যাহার কোন গুণ নাই, ভরণপোষণ ক্ষমতা নাই, তাহার প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ জন্মিবার সম্ভাবনা কি? তাকে পূজা করিবার ইচ্ছা হইবেই বা কেন? কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই স্বভাবতঃ গুণপক্ষপাতী ও সুখার্থী। যে পুরুষে গুণ নাই, যাহা হতে সুখবাঞ্ছা পূর্ণ না হয়, তার প্রতি ভক্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নয়। পক্ষান্তরে, যার গুণ ও ক্ষমতা আছে, স্ত্রীজাতি তার একান্ত অনুরক্ত হয়ে থাকে।

সৌদা। তুমি যে কথাগুলি বল্লে, ইহার অন্যথা নাই। আমরা প্রতিদিন প্রতিক্ষণে যে উদাহরণগুলি দেখছি, তাহাতে তোমার যুক্তিগুলি অকাট্য সন্দেহ নাই। অকৃতী অক্ষমের পরিণয়, বাল্য বিবাহ ও বৃদ্ধ বিবাহ যত অনর্থের মূল। এই সকল কারণেই ভারতে বিধবার সংখ্যা অধিক এবং স্ত্রীলোকের কষ্টের পরিসীমা নাই। কিন্তু যেখানে উপযুক্ত পাত্রের হস্তে কন্যা দেওয়া হয়, সেখানে এ সকল উৎপাত ঘটে না। সে স্থলে দম্পতীর সুখের অবধি থাকে না। বিজয়বল্লভ ও বিনোদিনীর সুখ স্বচ্ছন্দ দেখিয়া আমার হৃদয় যে আনন্দে কেমন পুলকিত হয়েছে, আমি বর্ণন করতে পারি না।

আহা মরি কি হেরিনু দুজনার স্নেহ।
এক আত্মা ভিন্ন ভিন্ন দুটী মাত্র দেহ॥
এক ধ্যান এক জ্ঞান একই হৃদয়।
কভু দেখি নাই সখি এমন প্রণয়॥
সুখে দুঃখে একভাব দ্বৈধ নাই মনে।
তিলেক বিচ্ছেদ নাই জাগ্রতে স্বপনে॥
সতত বিহরে যেন কপোত যুগল।
এক বৃন্তে গাঁথা সখি জোড়া দুটী ফল॥
নিরখিয়া চাঁদমুখ অতি মনোহর।
উথলে দোহার হৃদে আনন্দ সাগর॥
শুনিতে অমিয়সম মধুর বচন।
সতত উৎসুক সখি! দোহার শ্রবণ॥
পরশে দোহার দেহ পুলকিতপ্রায়।
কদম্ব কোরক তার কাছে লাজ পায়॥
ঝর ঝর ঝরে ঘাম সখি! অবিরল।
বরিষার তরু যেন ক্ষরিতেছে জল॥
কোথায় না হেরি সখি! হেন ভালবাসা।
কোথায় না হেরি হেন চির সুখ আশা॥
স্বর্গীয় প্রেমের ভাব দেখাইবে বলে।
জনম লয়েছে দোহে অবনীমণ্ডলে॥
এ প্রেমের তুল্য সই দেখিতে না পাই।
ত্রিভুবনে এর সম বস্তু বুঝি নাই॥

ইহার অমৃত সনে তুলনা না হয়।
উভয়ের গুণ সখি! একরূপ নয়॥
ক্ষুধা মন্দ হয়ে যায় পিলে পরে সুধা।
প্রেম সুধা বৃদ্ধি করে দরশন ক্ষুধা॥
বড়ই আশ্চর্য্য সই! প্রণয়ের গতি।
প্রণয়ী জনেরে হেরে না হয় তৃপতি॥
গোলাপ সেউতি আদি আছে যত ফুল।
কারো সনে প্রণয়ের নাহি হয় তুল॥
ফুলগুলি বাসি হলে শোভা নাহি রয়।
পাপড়িগুলি খসে পড়ে গন্ধ দূরে যায়॥
প্রেমফুলে দেখ সখি! বিপরীত গতি।
বাসি হয়ে নাহি হয় বিশীর্ণমূরতি॥
যত বাসি হয় তত বাড়য়ে সৌরভ।
ততই সৌন্দর্য্য বাড়ে বাড়য়ে গৌরব॥
ত্রিভুবনে আছে যত পদার্থ নিচয়।
কাল সহকারে সব ক্রমে হয় ক্ষয়॥
সহচরি! দেখ রীত প্রেমের কেবল।
যত কাল যায় তত বাড়ে এর বল॥
বিজয়বল্লভ আর বিনোদিনী দোহে।
হেরে মন প্রিয়সখি! মুগ্ধ হয় মোহে॥
প্রেমের তেমন সখি! মধুমাখা ভাব।
আর কি হেরিব সই! তেমন স্বভাব॥
আর কি তেমন গুণ সরলতাময়।
আর কি হেরিব সখি! তেমন প্রণয়॥
আহা মরি মরি কিবা সংসারের সুখ।
নয়ন জুড়ায় হেরে সে দুটার মুখ॥
ইহার কারণ কি তা জান সহচরি।
মন দিয়া শুন তবে বরনণ করি॥
বিজয়বল্লভ অতি সুধীর সুজন।
বিদ্যা বুদ্ধি আদি নানা গুণ নিকেতন॥

সংসারের সার অর্থ সর্ব্ব মূলাধার।
সে অর্থ অর্জ্জিতে আছে শকতি তাহার॥
সংসারেতে কোন কিছু নাহি অসচ্ছল।
ভুঞ্জিছে ভোগ সুখ দুজনে কেবল॥
যেমন বিজয় সখি তেম্নি বিনোদিনী।
সর্ব্ব কাজে শিরোমণি ঘরণী গৃহিণী॥
যেমন গুণের নারী তেমনি পুরুষ।
আহা মরি দুটী যেন মাটীর মানুষ॥
দুজনারি আছে সখি! রমণীয় গুণ।
দুজনে দুজনা মন যোগাতে নিপুণ॥
গুণ বিনা কেহ কারো প্রিয় নাহি হয়।
গুণই জানিবে সর্ব্ব সুখের আলয়॥
রূপে গুণে দুই জনে দোহার সমান।
তাই এত ভালবাসা সুখের নিদান॥

সুবো। সখি সৌদামিনি! বল দেখি, কত বয়সে বিজয়বল্লভ ও বিনোদিনীর বিবাহ হয়।

সৌদা। দুয়েরি অধিক বয়সে বে হয়েছে। বিজয়বল্লভ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, লেখা পড়া শিখে মানুষের মত না হলে, উপযুক্ত না হলে, উপার্জ্জনক্ষম না হলে বিবাহ করবো না; বিনোদিনীরও প্রতিজ্ঞা ছিল, উপযুক্ত পাত্র না পেলে বরমাল্য প্রদান করবো না। উভয়েরই প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়েছে। বিজয়বল্লভ উপযুক্ত হয়ে তার পর বিবাহ করেছেন।

সুবো। তবে তাঁরা সুখী না হবেন কেন? মানুষ সুখের নিমিত্তই পাগল। মানুষের ইচ্ছামত সুখ সামগ্রী সংগ্রহ করতে হলে অনেক অর্থ চাই। সেই অর্থ না মিলিলেই কষ্ট। মানুষ কোনরূপে কষ্ট ভাল বাসে না। স্ত্রীর যে পুরুষ হতে সে কষ্টের অবসান না হয়, তার প্রতি তার মন অনুরক্ত হয় না। মনে অনুরাগ সঞ্চার না হলে প্রণয় জন্মিবার সম্ভাবনা নয়। যেখানে প্রণয় নাই, সেখানে কলহ বিবাদ সদা বিরাজমান।

হেতামদী সরদারের প্রবেশ।

হেতাম। মাঠাকুরিণীরা ব্যার গল্প করচো? তোমাদের হঁদুরা ছাবাল ব্যালা ব্যা দেয়, সব নষ্ট করে। শরীল ও গা তখন পোক্ত হয় না। ছাবাল·

গুলো নড়বড়ে মত হয়, খাটি ট্টি পারে না, যেন কাটের জগন্নাথ। খাতি বেশ দড়, বচনে পোড়ায় মারতি পারে; ছুকড়া কড়ি ওজগার কত্তি পারে না, বাবা ঝখন দ্যাবা, তখন খাবা। আমার বদরদ্দি চাচা বলে, হঁদুরা এই ঙগে বয়ে গেল। মোগারা ছাবাল ব্যালা ব্যা দি না। ছাবাল নায়েক না হোলে ওর নাম করি না। ঝখন দেখনু, ছাবাল একা একখান হালের চাষ তুলতে পারে, আড়াই পণ খড়ের বোঝা মাথায় নিতি পারে, ছুশ হাতখানা অক্লাশে কাটি ট্টি পারে, তখন মোগার ছাবালদের সাদি হয়। তাদের শরীর কেমন পোক্ত থাকে, অক্লাশে ওদে বিষ্টিতে মাঠের কাজ করে, ভুরুক্ষেপ করে না, বড় ওদ লাগলো, জুড়োয়ং বসে দম ভোর তামাকু টেনে নিলে, তারপর ছাবাল যেমন ন'র ভাঁটা, তেমনি ন'র ভাঁটা। মোগার ছাবালে আর হাঁদুর ছাবালে কত তফাৎ শোনবে। মুই এক বামুনের জমী চাস করি। শালা বামুন, খাজনা চেয়ে চেয়ে বড় দেক সেক করে। কখন দু আনা, কখন এক আনা দিয়ে বিদেয় করি। একবার শালা বামুন বড় ঘচর ঘচর কত্তি লাগলো, মোর বড় আগ হলো, মুই বল্লাম, ধত্তো শালা বামুনকে। মোর বড় ছাবাল হামদো কোথায় ছিল, যেন বাঘের মত শালা বামুনের ঘাড়ে ঝাঁপেয়ে পড়লো, আর অগ তেকে দুই চড় কসেয়ে দেলা, শালা বামুন অম্নি চীৎপটাং হলো, মুই ভয় প্যালাম, ভাবলাম, হামদো বুঝি মামদোবাজি করলে, মুই কত করে, শালা বামুনকে বাঁচালাম।

বিনো। আচ্ছা বাছা! তোমাদের অধিক বয়সে বে হয়, তাতেই কি ছেলেপিলের এত জোর? না জোর হবার অন্য কারণ আছে?

হেতাম। খাবার গুঁতো কেমন? ভোরে ওঠলাম, মুখে জল না দিয়েই একথাল পান্তা ও পাঁচ ছটা কাঁচা পেঁজ নিয়ে বসে গ্যালাম; দেখতে না দেখতে কোন লক্কে উড়ে গেল। খ্যাতে গ্যালাম, কাজকম্ম করলাম, আবার আগুন জ্বলে উঠলো, আবার পান্তা নিয়ে বসে গ্যালাম। মোদের খিদে আর হাঁসের খিদে সমান। যেমন খাটি ট্টিখুটি ট্টি তেম্নি খাতি, তাতেই মোদের এত জোর। মোরা হঁদুর ছাবালের ন্যায় মোমের পুতুলের মত বসে থাকি না।

বিনো। ভাল বাছা! তোমাদের মাগেরা তোমাদের ভালবাসে কেমন?

হেতাম। আর ঠাকরুণ সে কথা বলবো কি? মারাও অত দরদ করে না। ইচ্ছা করে, পা ধুয়ে জল খাই।

স্ত্রীগণের হাস্য।

বিনো। ভাল বাছা! তোমাদের বেটা বৌয়ের সঙ্গে কর্ত্তা গিন্নির বনাম হয় কেমন?

হেতাম। ঠাকরুন মুই ত বলে খালাস হয়ে চি। মোরা উড়ুক্কু না করে ছাবালের ব্যা দি না। তারা খুঁটে খেতে শিখলো, পরিবার পরবস্তি কত্তে পারলো, সাদি হলো, মোগার সঙ্গে বনায় না হলো, শালাকে জুদো করে দ্যালাম, এখন শালা যেথা ইচ্ছা যাক।

সুবো। দেখ দিদি! চাসাদের বিবাহ ও পরিবার পালন সম্বন্ধে অনেকটা সুবিধা আছে; স্ত্রীপুরুষে উভয়েই খাটে, ভরণপোষণের বড় কষ্ট পেতে হয় না। পুত্রের অযোগ্যদশায় বিবাহ দিয়া ইহাদিগকে বিব্রত হতে হয় না, এরা এক রকম সুখী সন্দেহ নাই। আমাদের অযোগ্য পাত্রে কন্যাসমর্পণের দোষে যে কত কষ্ট হয়, তাহা বলে শেষ করা যায় না। দিদি যখন আমি দেখি সোণার প্রতিমাগুলি বানরের হাতে দেওয়া হোচ্চে, তখন আর আমার ধৈর্য্য থাকে না। তবে একটী আনন্দের কথা এই, এখন বিবাহের বিষয়ে অনেকের মত ফিরেছে। এখন পরিবারপালনক্ষম না হয়ে অনেকে বিবাহ করতে চায় না। সে দিন মুখুয্যেদের নীলরতন এই নিমিত্ত বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ীহতে চলে গেছে। ঐ যে নীলরতনের পিতা এই দিকে আসছেন, চল আমরা এখান হতে উঠে যাই। [সকলের প্রস্থান।

সাংখ্যদর্শন।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে স্থূল শরীরের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তদ্গত বিশেষ বর্ণিত হইতেছে।

উষ্মজাণ্ডজজরায়ুজোদ্ভিজ্জসাঙ্কল্পিকসাংসিদ্ধিকং চেতি ন নিয়মঃ॥ ১১১॥ সূ

তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্তি। অণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জ মিতি শ্রুতাবণ্ডজাদিরূপং শরীরত্রৈবিধ্যং প্রায়িকাভিপ্রায়েণোক্তং নতু নিয়মঃ। যতঃ উষ্মজাদি ষড়্বিধমেব শরীরং ভবতীত্যর্থঃ! তত্রোষ্মজা দন্দশূকাদয়ঃ। অণ্ডজাঃ পক্ষিসর্পাদয়ঃ জরায়ুজা মনুষ্যাদয়ঃ। উদ্ভিজ্জা বৃক্ষাদয়ঃ। সঙ্কল্পজাঃ সনকাদয়ঃ সাংসিদ্ধিকা মন্ত্রতপআদিসিদ্ধিজাঃ। যথা রক্তবীজশরীরোৎপন্নশরীরাদয় ইতি॥ ভা॥

শ্রুতিতে অণ্ডজাদিরূপ শরীর ত্রিবিধ বলিয়া যে জানিতে পারা যায়, সেটী নিশ্চিত নয়, উষ্মজাদি ছয়প্রকার শরীর হইয়া থাকে। উষ্মজ দন্দশূকাদি, অণ্ডজ পক্ষিসর্পাদি; জরায়ুজ মনুষ্যাদি, উদ্ভিজ্জ বৃক্ষাদি, সঙ্কল্পজ সনকাদি; মন্ত্র তপঃ প্রভৃতি সিদ্ধিজাত রক্তবীজশরীরোৎপন্ন শরীরাদি; সমুদায়ে এই ছয় প্রকার শরীর।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে পঞ্চভূতের অন্যতর একমাত্র ভূত হইতে শরীর উৎপন্ন হয়। এই প্রসঙ্গে তাহার কিছু বিশেষ করিয়া বলা হইতেছে।

সর্ব্বেষু পৃথিব্যুপাদানমসাধারণ্যাৎ তদ্ব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ ॥ ১১২ ॥ সূ ॥

সর্ব্বেষু শরীরেষু পৃথিব্যেবোপাদানং অসাধারণ্যাৎ আধিক্যাদিভিরুৎকর্ষাৎ। অত্রাপি শরীরে পঞ্চচতুরাদি ভৌতিকত্বব্যপদেশঃ পূর্ব্ববৎ। ইন্দ্রিয়াণাং ভৌতিকত্ববদুপষ্টম্ভকত্বমাত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

সকল শরীরেই পার্থিব অংশ প্রধান, এই নিমিত্ত পৃথিবীকে সকল শরীরের উপাদান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

প্রতিপক্ষ আশঙ্কা করিতেছেন, প্রাণই দেহের মধ্যে প্রধান, অতএব প্রাণই দেহের কারণ। এই আশঙ্কার খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

ন দেহারম্ভকস্য প্রাণত্বমিন্দ্রিয়শক্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ ১১৩ ॥ সূ ॥

প্রাণো ন দেহারম্ভকঃ ইন্দ্রিয়ং বিনা প্রাণানবস্থানেনান্বয়ব্যতিরেকাভ্যামিন্দ্রিয়াণাং শক্তিবিশেষাদেব প্রাণসিদ্ধেঃ প্রাণোৎপত্তেরিত্যর্থ। অয়ং ভাবঃ। করণবৃত্তিরূপঃ প্রাণঃ করণবিয়োগে ন তিষ্ঠতি। অতো মৃতদেহে করণাভাবেন প্রাণাভাবান্ন প্রাণো দেহারম্ভক ইতি ॥ ভা ॥

প্রাণ দেহের আরম্ভক কারণ নয়। কারণ, ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে প্রাণসিদ্ধি হয়। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, ইন্দ্রিয় বিনা প্রাণ থাকে না। মৃতদেহে ইন্দ্রিয় শক্তি থাকে না। সুতরাং প্রাণও থাকে না। তুমি যে কহিতেছ, প্রাণই দেহের মধ্যে প্রধান, অতএব প্রাণ দেহের আরম্ভক, সে কথা সঙ্গত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয় বিনা প্রাণ থাকে না, যখন স্থির হইতেছে তখন ইন্দ্রিয়কেই প্রধান বলিতে হইবে।

প্রতিপক্ষ এই আপত্তি করিতেছেন, প্রাণ যদি দেহের কারণ না হইল, তাহা হইলে প্রাণ ব্যতিরেকেও দেহ উৎপন্ন হউক। এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার নিম্ন সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ভোক্তুরধিষ্ঠানাদ্ভোগায়তননির্ম্মাণমন্যথা পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ ॥ ১১৪ ॥ সূ ॥

ভোক্তুঃ প্রাণিনোঽধিষ্ঠানাদ্ব্যাপারাদেব ভোগায়তনস্য শরীরস্য নির্ম্মাণং ভবতি। অন্যথা প্রাণব্যাপারাভাবে শুক্রশোণিতয়োঃ পূতিভাবপ্রসঙ্গাৎ। মৃতদেহবদিত্যর্থঃ। তথা চ রসসঞ্চারাদিব্যাপারবিশেষৈঃ প্রাণো দেহস্য নিমিত্তকারণং ধারকত্বাদিতি ভাবঃ॥ ভা॥

ভোক্তা যে প্রাণী তাহার অধিষ্ঠান হেতু ভোগায়তন যে শরীর তাহার নির্ম্মাণ হয়। প্রাণ না থাকিলে মৃতদেহের ন্যায় শুক্র শোণিত বিকাররূপ দেহ পচিয়া দুর্গন্ধ হইতে পারে। প্রাণ দ্বারা দেহের রসসঞ্চারাদি হইয়া উহার রক্ষা হয়। অতএব প্রাণ দেহের নিমিত্ত কারণ। দেহের আরম্ভক কারণ নয়, দেহের ধারক। অতএব তুমি প্রাণ ব্যতিরেকেও দেহের উৎপত্তি হউক বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছিলে, তাহা নিরাকৃত হইল।

তুমি বলিলে প্রাণির অধিষ্ঠানহেতু ভোগায়তন শরীরের নির্ম্মাণ হয়। কিন্তু প্রাণী উদাসীন, প্রাণের ক্রিয়া আছে; আমি বলি, প্রাণের অধিষ্ঠান হেতু দেহনির্ম্মাণ হইয়া থাকে। এই আশঙ্কার নিরাকরণার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

ভৃত্যদ্বারা স্বাম্যধিষ্ঠিতির্নৈকান্তাৎ॥ ১১৫॥ সূ॥

দেহনির্ম্মাণব্যাপাররূপমধিষ্ঠানং স্বামিনশ্চেতনস্যৈকান্তাৎ সাক্ষান্নাস্তি, কিন্তু প্রাণরূপভৃত্যদ্বারা। যথা রাজ্ঞঃ পুরনির্ম্মাণ ইত্যর্থঃ। তথা চ প্রাণস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং সাক্ষাৎ পুরুষস্যাধিষ্ঠাতৃত্বং প্রাণসংযোগমাত্রেণেতি সিদ্ধং। কুলালাদীনাং ঘটাদিনির্ম্মাণেষ্বপ্যেবং। বিশেষস্ত্বয়ং তত্র চেতনস্য বুদ্ধ্যাদেশ্চাপ্যুপযোগোঽস্তি বুদ্ধিপূর্ব্বকসৃষ্টিত্বাদিতি। যদ্যপি প্রাণাধিষ্ঠানাদেব দেহনির্ম্মাণং তথাপি প্রাণদ্বারা প্রাণিসংযোগোঽপ্যপেক্ষ্যতে পুরুষার্থমেব প্রাণেন দেহনির্ম্মাণাদিত্যাশয়েন ভোক্তুরধিষ্ঠানাদিত্যুক্তম্॥ ভা॥

দেহনির্ম্মাণ বিষয়ে প্রাণরূপ ভৃত্যদ্বারা স্বামী যে প্রাণী তাহার অধিষ্ঠান হয়; সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হয় না। যেমন গৃহের নির্ম্মাণবিষয়ে ভৃত্যদ্বারা রাজার অধিষ্ঠানকর্ত্তৃত্ব হয়। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, রাজার একটী নূতন বাটী নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা হইল। ভৃত্যেরা কাজ করিয়া বাটী প্রস্তুত করিল। লোকে বলে, অমুক রাজা অমুক বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি নিজ হস্তে কোন কাজ করেন নাই, তাঁহার কর্ত্তৃত্বহেতু ভৃত্যের দ্বারা সমুদায় কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। সেইরূপ দেহনির্ম্মাণ বিষয়ে প্রাণির সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব; প্রাণরূপ ভৃত্য দ্বারা সেই কর্ত্তৃত্ব সাধিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি যে

কহিয়াছিলে, প্রাণের অধিষ্ঠানহেতু দেহ নির্ম্মাণ হয়, তাহা নিরাকৃত হইল।

আত্মাকে নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত বলা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বন্ধন দেখা যাইতেছে, প্রতিপক্ষের এই বাক্যের খণ্ডনার্থ বলা হইতেছে।

সমাধিসুষুপ্তিমোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা ॥ ১১৬ ॥ সূ ॥

সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতাবস্থা। সুষুপ্তিশ্চাত্র সমগ্রসুষুপ্তিঃ। মোক্ষশ্চ বিদেহ-কৈবল্যং। আস্ববস্থাসু পুরুষাণাং ব্রহ্মরূপতা বুদ্ধিবৃত্তিবিলয়তস্তদৌপধিক-পরিচ্ছেদবিগমেন স্বস্বরূপপূর্ণতয়াবস্থানং। যথা ঘটধ্বংসে ঘটাকাশস্য পূর্ণতে-ত্যর্থঃ। তদেতদুক্তং। তন্নিবৃত্তাবুপশান্তোপরাগঃ স্বস্থ ইতি। তথা চ ব্রহ্ম-ত্বমেব পুরুষাণাং স্বভাবোনৈমিত্তিকত্বাভাবাৎ স্ফটিকস্য শৌক্ল্যমিব। বুদ্ধি-বৃত্তিসম্বন্ধকালে তু পরিচ্ছিন্নচিদ্রূপত্বেনাভিব্যক্ত্যা পরিচ্ছেদাভিমানঃ। তথা বৃত্তিপ্রতিবিম্ববশাদ্দুঃখাদিমালিন্যমিব চ ভবতীতি তৎ সর্ব্বমৌপাধিকমেব। উপাধ্যাখ্যনিমিত্তান্বয়ব্যতিরেকানুবিধানাৎ স্ফটিকলৌহিত্যবদিতি ভাবঃ। তথা চ যোগসূত্রং। বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্রেতি। অস্মচ্ছাস্ত্রে চ ব্রহ্মশব্দ ঔপা-ধিকপরিচ্ছেদমালিন্যাদিরহিতপরিপূর্ণচেতনসামান্যবাচী ন তু ব্রহ্মমীমাংসা-য়ামিবৈশ্বর্য্যোপলক্ষিতপুরুষমাত্রবাচীতি বিবেক্তব্যং। অত্রৈতে শ্লোকাঃ শিষ্য-ব্যুৎপত্ত্যর্থমুচ্যন্তে।

চিদাকাশেঽনভিব্যক্তে নানাকারৈরিতস্ততঃ।
ধীরটন্তী সহ ব্যক্ত্যা চিদটন্তীং প্রদর্শয়েৎ ॥
বস্তুতস্তু সদা পূর্ণমেকরূপং চ চিন্নভঃ।
বৃত্তিশূন্যপ্রদেশেষু দৃশ্যাভাবান্ন পশ্যতি ॥
চক্ষুষোরূপবৎ পুংসো দৃশ্যা বৃত্তির্হি নেতরৎ।
সমাধ্যাদৌ চ সা নাস্তীত্যতঃ পূর্ণঃ পুমাংস্তদা ॥ ভা ॥

সমাধি, সুষুপ্তি ও মোক্ষ সকল অবস্থাতে পুরুষের ব্রহ্মরূপতা আছে। কোন অবস্থাতে তাঁহার ব্রহ্মরূপতার ব্যাঘাত হয় না। যেমন ঘটাকাশ বলিলে আকাশে ঘটরূপ একটী উপাধি হইয়া আকাশের একটী পরিচ্ছেদ হয়, সেই ঘট ধ্বংস হইলে যে আকাশ সেই আকাশ হয়, তখন তাহার আর সে পরিচ্ছেদ থাকে না, সেইরূপ সমাধি সুষুপ্তি প্রভৃতি উপাধি ভেদে আত্মার যে ভেদ জ্ঞান ও বদ্ধদশা জ্ঞান হইয়া থাকে, তাহার অপগম হইলে যে আত্মা সেই আত্মা হয়। ফলতঃ পুরুষের ব্রহ্মরূপতাই স্বভাবসিদ্ধ। যেমন স্ফটিকের

শুক্লতা। জবাপুষ্পাদির সংযোগে স্ফটিকের যেমন লোহিত্য হয়, তেমনি নিত্যমুক্ত বন্ধমুক্ত আত্মার বৃত্তিভেদে বন্ধনদশা বোধ হয়। সে বন্ধন বাস্তবিক নয়, ঔপাধিকমাত্র।

সুষুপ্তি ও সমাধির সহিত মোক্ষের বিশেষ কি তাহা বলা হইতেছে ঃ

দ্বয়োঃ সবীজমনত্র্য তদ্ধতিঃ ॥ ১১৭ ॥ সূ ॥

দ্বয়োঃ সমাধিসুষুপ্ত্যোঃ সবীজং বন্ধবীজসহিতং ব্রহ্মত্বমনাত্র মোক্ষে বীজস্যাভাব ইতি বিশেষ ইত্যর্থঃ। নমু চেৎ সমাধ্যাদৌ বন্ধবীজমস্তি তর্হি তেনৈব পরিচ্ছেদাৎ কথং ব্রহ্মত্বমিতি চেন্ন। বন্ধবীজস্য কর্ম্মাদেস্তদানীমুপাধাবেবাবস্থানাৎ। ন তু চেতনেষু পুরুষেষু তেষামপ্রতিবিম্বনাদিতি। জাগ্রদাদ্যবস্থায়াং তু বুদ্ধিবৃত্তিপ্রতিবিম্ববশাদৌপাধিকোবন্ধ ইত্যসকৃদাবেদিতং নমু পাতঞ্জলে তদ্ভাষ্যে চাসম্প্রজ্ঞাতযোগে নির্ব্বীজ উক্তঃ অত্র কথং সবীজ উচ্যত ইতিচেন্ন। অসম্প্রজ্ঞাতে ক্রমেণ বীজক্ষয়োভবতীত্যাশয়েনৈব তত্র নির্ব্বীজত্ব বচনাৎ। অন্যথা সর্ব্বাসাংবোসম্প্রজ্ঞাতব্যক্তীনাং নির্ব্বীজত্বে ব্যুত্থানানুপপত্তেরিতি ॥ ভা ॥

সমাধি ও সুষুপ্তি এই দুয়ে বন্ধনের বীজ থাকে, মোক্ষস্থলে তাহা থাকে না। সমাধি ও সুষুপ্তির সহিত মোক্ষের এই বিশেষ বন্ধনের বীজ কর্ম্মাদি। সমাধি ও সুষুপ্তিতে যদি বন্ধবীজ কর্ম্মাদি রহিল, তাহা হইলে তদ্দ্বারা পুরুষের ব্রহ্মরূপতা কিরূপে থাকে, এ কথা সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ, বন্ধবীজ কর্ম্মাদি ঔপাধিক, বাস্তবিক নয়, চেতন পুরুষে তাহার প্রতিবিম্ব হয় না।

সমাধি সুষুপ্তি এ দুটী দেখিতে পাওয়া যায়, মোক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব মোক্ষ যে আছে তাহার প্রমাণ কি? নাস্তিকদিগের এই বাক্যের খণ্ডনার্থ নিম্ন লিখিত সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

দ্বয়োরিব ত্রয়স্যাপি দৃষ্টত্বান্ন তু দ্বৌ ॥ ১১৮ ॥ সূ ॥

সমাধিসুষুপ্তিদৃষ্টান্তেন মোক্ষস্যাপি দৃষ্টত্বাদনুমিততান্ন তু দ্বৌ সুষুপ্তিসমাধী এব। কিন্তু মোক্ষোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ। অনুমানং চেত্থং। সুষুপ্ত্যাদৌ যো ব্রহ্মভাবস্তত্ত্যাগশ্চিত্তাগতাদ্রাগাদিদোষবশাদেব ভবতি। স চেৎদোষোজ্ঞানেন নাশিতস্তর্হি সুষুপ্ত্যাদিসদৃশ্যোবাবস্থা স্থিরা ভবতি সৈব মোক্ষ ইতি ॥ ভা ॥

তুমি যে কহিতেছ সমাধি ও সুষুপ্তি এই দুটী মাত্র তাহা নয়, মোক্ষের অনুমান হইয়া থাকে, অতএব মোক্ষও আছে। সুষুপ্তিকালে চিত্তগত রাগাদিদোষবশে পুরুষের যে ব্রহ্মভাব পরিত্যক্ত হয়, জ্ঞান দ্বারা তাহা

নাশিত হইয়া থাকে। সুষুপ্তিসদৃশ স্থির অবস্থার নাম মোক্ষ। মোক্ষের অবস্থায় জ্ঞান দ্বারা সমূলে সমুদায় দোষের উচ্ছেদ হইয়া থাকে।

সুষুপ্তি অবস্থায় পুরুষের বাসনা প্রবল থাকাতে বিষয়জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। অতএব সুষুপ্তি অবস্থায় পুরুষের ব্রহ্মরূপতা থাকা যুক্তিসিদ্ধ হয় না। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

বাসনয়ানর্থখ্যাপনং দোষযোগেঽপি ন নিমিত্তস্য প্রধানবাধকত্বং ॥ ১১৯ সূ ॥

যথা বৈরাগ্যে তথা নিদ্রাদোষযোগেঽপি সতি বাসনয়া ন স্বার্থখ্যাপনং স্ববিষয়স্মারণং ভবতি। যতো ন নিনিত্তস্য গুণীভূতস্য সংস্কারস্য বলবত্তর-নিদ্রাদোষবাধকত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ। বলবত্তরএব হি দোষোবাসনাং দুর্ব্বলাং স্বকার্য্যকুণ্ঠাং করোতীতি ভাবঃ ॥ ভা ॥

বৈরাগ্যের ন্যায় নিদ্রাকালে বাসনা দ্বারা বিষয় জ্ঞান হয় না। কারণ, গুণীভূত যে সংস্কার, সে প্রবলতর নিদ্রাদোষের বাধক হইতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই, বলবত্তর দোষ বাসনাকে দুর্ব্বল করিয়া তুলে, অতএব উহা স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ হয় না।

তৃতীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে, জীবন্মুক্তের পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ শরীর ধারণ হয়। ইহাতে প্রতিপক্ষ এই আপত্তি করিতেছেন, যে এটী উপপন্ন হয় না। প্রথমে ভোগ উৎপাদন করিয়া পূর্ব্ব সংস্কারের বিনাশ হয়, অন্য সংস্কারের আর উদয় হয় না। এই আভাসে বলা হইতেছে।

একঃ সংস্কারঃ ক্রিয়ানিবর্ত্তকো ন তু প্রতিক্রিয়ং সংস্কারভেদা বহুকল্পনা-প্রসক্তেঃ ॥ ১২০ ॥ সূ ॥

যেন সংস্কারেণ দেবাদিশরীরভোগআরব্ধঃ স একএব সংস্কারস্তৎশরীর-সাধ্যস্য প্রারব্ধভোগস্য সমাপকঃ। স চ কর্ম্মবদেব ভোগসমাপ্তিনাশ্যো ন তু প্রতিক্রিয়ং প্রতিভোগব্যক্তি সংস্কারনানাত্বং বহুব্যক্তিকল্পনাগৌরবপ্রসঙ্গাদি-ত্যর্থঃ। কুলালচক্রভ্রমণস্থলেঽপ্যেবং বেগাখ্যঃ সংস্কার এক এব ভ্রমণসমাপ্তি-পর্য্যন্তস্থায়ী বোধ্যঃ ॥ ভা ॥

সংস্কার একই; যে সংস্কার বশতঃ যে কার্য্য আরম্ভ হয়, সেই সংস্কারই সেই কর্ম্মের সমাপক হইয়া থাকে। প্রতিক্রিয়ায় প্রতি সংস্কার হয় না; তাহা হইলে অসংখ্য সংস্কার কল্পনা দোষ ঘটিয়া উঠে। যেমন কুলালচক্রের ভ্রমণস্থলে বেগ নামে একটী সংস্কারের আরম্ভ হইয়া শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, সেইরূপ এক সংস্কারই কার্য্যের আরম্ভ করিয়া দিয়া সমাপ্তি পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে উদ্ভিদ নামে এক প্রকার শরীর আছে। ইহাতে প্রতিপক্ষ এই আপত্তি করিতেছেন, বৃক্ষাদির বাহ্যজ্ঞান নাই, অতএব তাহার শরীর শরীর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা এই বাক্যের নিরাকরণ করা হইতেছে।

ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মো বৃক্ষগুল্মলতৌষধিবনস্পতিতৃণবীরুধাদীনামপি ভোক্তৃভোগায়তনত্বং পূর্ব্ববৎ ॥ ১২১ ॥ সূ ॥

ন বাহ্যজ্ঞানং যত্রাস্তি তদেব শরীরমিতি নিয়মঃ কিন্তু বৃক্ষাদীনামন্তঃসংজ্ঞানামপি ভোক্তৃভোগায়তনত্বং শরীরত্বং মন্তব্যং যতঃ পূর্ব্ববৎ পূর্ব্বোক্তো যো ভোক্ত্রধিষ্ঠানং বিনা মনুষ্যাদিশরীরস্য পূতিভাবস্তদ্বদেব বৃক্ষাদিশরীরেষ্বপি শুষ্কতাদিকমিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাত্যথ সা শুষ্যতীত্যাদিরিতি। ন বাহ্যবুদ্ধিনিয়মইত্যংশস্য পৃথকসূত্রত্বেঽপি সূত্রদ্বয়মেকীকৃত্যেত্থমেব ব্যাখ্যেয়ং সূত্রভেদস্তু দৈর্ঘ্যভয়াদিতি বোধ্যং ॥ ভা ॥

বাহ্যজ্ঞান না থাকিলে শরীর হয় না, এরূপ কোন নিয়ম নাই! পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভোক্তার ভোগায়তন শরীর, বৃক্ষাদির অন্তশ্চৈতন্য আছে। অতএব তাহাদিগের ভোগায়তন শরীর আছে। ভোক্তার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে মনুষ্যাদিশরীরে যেমন পূতিভাব হয়, বৃক্ষাদি শরীরেও তেমনি শুষ্কতা ঘটিতে পারে।

স্মৃতেশ্চ ॥ ১২২ ॥ সূ ॥

শরীরজৈঃ কর্ম্মদোষৈর্যাতি স্থাবরতাং নরঃ।
বাচিকৈঃ পক্ষিমৃগতাং মানসৈরন্ত্যজাতিতাং ॥

ইত্যাদিস্মৃতেরপি বৃক্ষাদিষু ভোক্তৃভোগায়তনত্বমিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

বৃক্ষাদিরও যে ভোগায়তন দেহ, স্মৃতিশাস্ত্রেও তাহার প্রমাণ আছে। শরীর জন্য কর্ম্মদোষে মানুষ স্থাবরতা প্রাপ্ত হয়; বাগ্‌দোষে পক্ষী ও মৃগ হইয়া থাকে এবং মানসদোষে অন্ত্যজাতি হয়।

কল্পদ্রুম।

জাতিভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রথমে মানুষের দৈহিক বর্ণানুসারে জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা আমরা পূর্ব্বপ্রস্তাবে বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি। বাস্তবিক শাস্ত্রকারদিগের গূঢ় অভিসন্ধি নিরপেক্ষভাবে বুঝিয়া দেখিলে আমাদের অবলম্বিত যুক্তি ছন্দাংশেও ভ্রমাত্মক বলিয়া বিবেচিত হয় না। প্রাচীন আর্য্য ব্রাহ্মণদিগের চক্ষে দৈহিক বর্ণই মনুষ্যপরম্পরার ভেদবুদ্ধির একমাত্র কারণ হইয়াছিল। তাঁহারা দৈহিকবর্ণের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতানুসারে মনুষ্যজাতিকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইউরোপীয়েরা আমাদিগকে যেমন কথায় কথায় "কালা বাঙ্গালী" বলিয়া অবজ্ঞা করে, তদ্রূপ আর্য্যেরাও পূর্ব্বে বিভিন্ন বর্ণের মনুষ্যকে অবজ্ঞা না করুন, কিন্তু স্বসম্প্রদায় হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, প্রসিদ্ধ ভারতগ্রন্থে কথিত হইয়াছে—ব্রাহ্মণেরা সিতবর্ণ ছিলেন; ক্ষত্রিয়জাতি লোহিত বর্ণ; বৈশ্যেরা পীতবর্ণ এবং শূদ্রজাতি কৃষ্ণবর্ণ।

মূলশ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে এই অর্থই সঙ্গত হয়, এবং ঈদৃশ ব্যাখ্যাকে কল্পিত বা কষ্টসাধ্য বলা যায় না। কিন্তু মহাভারতের সুবিখ্যাত টীকাকার নীলকণ্ঠের সঙ্গে আমাদের মতবৈষম্য ঘটিতেছে। সরল ও সুসঙ্গত বলিয়া আমরা যে ব্যাখ্যা অঙ্গীকার করিতেছি, নীলকণ্ঠ তাহার নিকটে থাকিবেন কি?—অনেক দূরে গিয়া অবস্থান করিতেছেন। তিনি সিতাদি বর্ণ দ্বারা দৈহিক বর্ণ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে, উক্ত বর্ণগুলি সত্ত্বাদি মানসিক গুণ বোধক। তিনি বলেন,—(১) সিতবর্ণে সত্ত্বগুণ;

(১) ব্রাহ্মণানাং সিতোবর্ণঃ ক্ষত্রিয়াণান্তু লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকোবর্ণঃ শূদ্রাণামসিতস্তথা॥ ১২। ১৮৮। ৫
টীকা—সিতঃ স্বচ্ছঃ সত্ত্বগুণঃ প্রকাশাত্মা শমদমাদিস্বভাবঃ।

লোহিত বর্ণে, রজোগুণ; পীতবর্ণে, রজস্তম এই দ্বিবিধ বিমিশ্র গুণ এবং অসিতবর্ণে তমোগুণ বুঝিতে হইবে।

নীলকণ্ঠ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাকে ভ্রমাত্মক বলিতে আমাদের সাহস নাই। আমরা নিতান্ত অল্পবুদ্ধি ও অল্পবিদ্য ব্যক্তি; তাদৃশ স... ...ণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন পুরাতন পণ্ডিতের ব্যাখ্যা দূষণীয় বলিয়া প্রতিপন্ন ..., আ..রা ততদূর স্পর্দ্ধা করি না। কিন্তু শান্তি পর্ব্বের ১৮৮ অধ্যায় পাঠ ...ল সহজে বুঝিতে পারা যায় যে, তদীয় ব্যাখ্যা দ্বারা পূর্ব্বাপর সমস্ত শ্লোকগুলির প্রকৃত শব্দার্থ ও যথাযথ ভাবসঙ্গতি কোনক্রমে সুচারুরূপে রক্ষিত হয় না। প্রথম কয়েকটী শ্লোকে সিতাদিবর্ণের অর্থে সত্ত্বাদিগুণ স্বীকার করিলে উত্তরশ্লোকে বিস্তরভাবব্যত্যয় ঘটিয়া পড়ে। পাঠকের গোচরার্থ এস্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ লিখিতেছি।

প্রথমে মহর্ষি ভৃগু বলিলেন,—সিতলোহিতাদি বর্ণদ্বারা ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্টয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই বাক্যে ভরদ্বাজের সন্দেহ উপস্থিত হইল। তিনি আপত্তি করিলেন,—সে কি? চতুর্ব্বর্ণের (২) মনুষ্যকে যদ্যপি বর্ণ দ্বারা প্রভেদ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সকল জাতীয় মনুষ্যের মধ্যে ত বর্ণসঙ্কর দৃষ্ট হয়; (তবে এ ব্যবস্থা কিরূপে সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে?) অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতির মধ্যেও লোহিত, পীত বা কৃষ্ণবর্ণের মনুষ্য দৃষ্ট হয়; ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যেও অনেককে সিত পীত বা কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়; বৈশ্যেরাও যে সকলেই পীতবর্ণ, তাহাও নহে। উক্ত জাতির মধ্যেও সিত লোহিত বা কৃষ্ণবর্ণের মনুষ্য অনেক আছে, এবং শূদ্রেরা যে এত নিকৃষ্ট জাতি, তন্মধ্যেও অনেক লোক গৌরাদি বর্ণবিশিষ্ট। তবে শারীরিক বর্ণ ত জাতিভেদের কারণ হইতে পারে না।

এ স্থলেও নীলকণ্ঠ বর্ণশব্দে দৈহিকবর্ণ স্বীকার করেন নাই। সিতাদি শব্দে সত্ত্বাদি গুণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। ভরদ্বাজ যে সময়ের

লোহিতোরজোগুণঃ প্রবৃত্ত্যাত্মা শৌর্য্যতেজআদিস্বভাবঃ।
পীতকঃ রজস্তমোব্যামিশ্রঃ কৃষ্যাদিহীনকর্ম্মপ্রবর্ত্তকঃ।
অসিতঃ কৃষ্ণ আবরণাত্মাতমোগুণঃ স্বতঃ প্রকাশপ্রবৃত্তিহীনঃ
শকটবৎপরপ্রের্য্যঃ। (নীলকণ্ঠঃ)

(২) চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণোবিভিদ্যতে।
সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ। ১২। ১৮৮। ৬

কথার উল্লেখ করিতেছেন, বোধ হইতেছে তৎকালে শোণিতশুক্রের দোষ ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছিল। সে দোষ না ঘটিলে বিমিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক, পূর্ব্বে আমরা বর্ণশব্দের যাদৃশ ব্যাখ্যা করিয়াছি, এ শ্লোকেও তাহা সুন্দররূপে খাটিতেছে। কিন্তু নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যা এখানে সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত হয় না। কারণ, যদিচ সিতাদি শব্দের অর্থে সত্ত্বাদিগুণ এরূপ ব্যাখ্যার কথঞ্চিৎ গতি লাগে, কিন্তু (সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ) এই শ্লোকার্দ্ধ গ্রথিত "বর্ণসঙ্কর" শব্দের তাদৃশ অর্থবোধ কিছুতেই সঙ্গত হয় না। বর্ণসঙ্কর অর্থাৎ বিমিশ্রবর্ণ বলিলে কি প্রকারে বিমিশ্র মানসিক বৃত্তি বুঝাইতে পারে? ঈদৃশ ভাবার্থের অসঙ্গতি অন্য একটী পদে আরও স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে। নীলকণ্ঠ যদ্যপি তদীয় প্রতিভাশালী মস্তিষ্কক্ষেত্র স্তরে স্তরে উল্টাইয়া পরিচালন করিতে থাকেন, তবু তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। মহাভারতকার লিখিতেছেন,—(৩) যে সমস্ত দ্বিজ সাতিশয় কামভোগপ্রিয়, উগ্রপ্রকৃতি, ক্রোধপরবশ, সাহসী ও রক্তাঙ্গ, তাঁহারাই স্বধর্ম্মত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় হইয়াছেন। পাঠক! দেখুন, "রক্তাঙ্গ" শব্দের অর্থ রক্তবর্ণ দেহ; এটী সহজ ব্যাখ্যা, কষ্ট কল্পনার নাম গন্ধও ইহাতে নাই। রক্তাঙ্গ বলিলে, রজোগুণবিশিষ্ট মনোবৃত্তি কোনক্রমে বোধবোধিত হয় না; বরং আমরা এ স্থলে নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যাই কষ্টসাধ্য ও কৃত্রিম বলিয়া দূষণীয় জ্ঞান করিতে পারি।

টীকাকারকৃত ব্যাখ্যার অসঙ্গতি এই খানেই যে সমাপ্ত হইল, এমত নহে। পাঠকগণের গোচরার্থ আমরা আরও একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিতেছি। বর্ণশব্দের অর্থে "সত্ত্বাদি" গুণ স্বীকার করিলে উত্তর শ্লোকে কতদূর অসামঞ্জস্য ঘটিয়া পড়ে, তাহা অনায়াসে হৃদ্বোধ হইবে। ভরদ্বাজ আপত্তি করিলেন,—(৪) আমাদের সকলেরই কাম ক্রোধ ভয় লোভ শোক চিন্তা

---

(৩) কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ। ১২। ১৮৮। ১১

(৪) কামঃ ক্রোধো ভয়ং লোভঃ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধা শ্রমঃ।
সর্ব্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিভিদ্যতে ॥ ৭ ॥
স্বেদমূত্রপুরীষাণি শ্লেষ্মাপিত্তং সশোণিতম্।
তনুঃ ক্ষরতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্বর্ণো বিভিদ্যতে। ৮ ॥

ক্ষুধা ও শ্রম আছে; তবে কিরূপে বর্ণভেদ করা যাইতে পারে? সকলেরই শোণিতময় দেহ হইতে স্বেদ মূত্র পুরীষ শ্লেষ্মা ও পিত্ত নির্গত হইতেছে, তবে কিরূপে বর্ণভেদ করা হইল? নানাজাতীয় স্থাবর এবং অসংখ্য জঙ্গমের মধ্যেও বিবিধ বর্ণ রহিয়াছে; তাহাদেরই বা বর্ণভেদ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

এ স্থলে দেখুন,—সেই সমস্ত বিবিধবর্ণের স্থাবর জঙ্গমের বর্ণ (তেষাং বিবিধবর্ণানাং বর্ণঃ)—ঈদৃশ প্রয়োগে বর্ণশব্দের অর্থ সত্ত্বাদি মানসিক গুণ স্বীকার করিলে বিবেচনা সিদ্ধ হয় কৈ? পর্ব্বতবৃক্ষ প্রভৃতি স্থাবর পদার্থের কোনপ্রকার মনোবৃত্তি নাই; তাহারা অচেতন, দুষ্কর্ম্ম সুকর্ম্মের নিয়মাধীন নহে। বৃক্ষাদির বাহ্য বর্ণের বিভিন্নতা আছে; কিন্তু তাহাদের মনোবৃত্তি নাই, কোন প্রকার মানসিক গুণও নাই। অতএব বর্ণ শব্দে সত্ত্বাদি গুণ স্বীকার করিলে সর্ব্বতোভাবে অর্থসঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে না।

পাঠক! এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—নীলকণ্ঠ একজন অসামান্য পণ্ডিত, তদীয় শাস্ত্রজ্ঞানও অসাধারণ, তবে এমন বিজ্ঞ লোকের ঈদৃশ ভ্রম-প্রমাদ উপস্থিত হইবার কারণ কি? এই দুরূহ প্রশ্নের উত্তর আমরা এক কথায় দিতে চাহি না,—"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" এই সামান্য কথায় আমরা এতাদৃশ উৎকট প্রশ্ন নিরস্ত করিতে ইচ্ছা করি না। সেটী কেবল স্তোভবাক্য মাত্র; তাহাতে পাঠকের মনস্তুষ্টি সাধিত হইবে না। বিজ্ঞ পাঠকগণ যদ্যপি নিবিষ্ট চিত্তে বুঝিয়া দেখেন, তবে নীলকণ্ঠের এই ভ্রমের দুটী বলবত্তর কারণ জানিতে পারিবেন। একটী পৌরাণিক মতে তদীয় দৃঢ় বিশ্বাস; অপরটী শান্তিপর্ব্বান্তর্গত ১৮৮ অধ্যায়ের কতকগুলি শ্লোকের অযথা তাৎপর্য্য গ্রহণ। এই দুটী কারণের প্রতাড়নায় তিনি ইন্দ্রজালের মোহিনীমায়ায় ভুলিয়া দুর্নিবার ভ্রমজালে জড়িত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে সেই প্রমাদপঙ্ক হইতে উদ্ধার করা দুঃসাধ্য হইয়াছে।

আমরা বলিয়াছি, নীলকণ্ঠের পৌরাণিক মতে বিশ্বাসই তদীয় ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার প্রধান কারণ। কিন্তু সে পৌরাণিক মতটী কি? পাঠক! জানেন পুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখাদি শরীরের অঙ্গবিশেষ

জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাবরাণাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধ বর্ণানাং কুতো বর্ণোবিনিশ্চয়ঃ। ৯ ॥
শান্তিপর্ব্ব ১৮৮ অধ্যায়।

হইতে চতুর মনুষ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। দেহের উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতানুসারে জাতিচতুষ্টয়েরও উৎকৃষ্টাপকৃষ্টতা নিশ্চিত হইয়া থাকে। মুখ মানবদেহের শ্রেষ্ঠাঙ্গ, মুখে ব্রাহ্মণের জন্ম, সুতরাং ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু। শূদ্রের উৎপত্তি শরীরের অধঃপ্রদেশ হইতে। অধঃপ্রদেশ নিকৃষ্টস্থান, সে কারণ শূদ্র নিকৃষ্ট বর্ণ। পুরাণ হইতে বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিছু বৃত্তান্ত উপলব্ধি হয়, তাহা এতাবন্মাত্র। কুত্রাপি দৈহিক বর্ণ হইতে জাতিভেদের প্রসঙ্গ করা হয় নাই। মহাভারতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও অন্যান্য পৌরাণিক মত নীলকণ্ঠের মনকে কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। সে কারণ তিনি শাস্ত্রকার গ্রথিত শ্লোকের যথার্থ তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে শঙ্কিত হইয়াছেন। দেহের বর্ণানুসারে প্রথমে জাতিভেদের উৎপত্তি হইয়াছে, এ ভাব তাঁহার চিত্তে উদিত হইলেও তিনি তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই। অগত্যা তিনি কপোলকল্পিত অলীক ব্যাখ্যা দ্বারা শাস্ত্রার্থের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এটী তাঁহার দৃঢ়সংস্কার ও বিশ্বাসের দোষ,—বুদ্ধির ভ্রম নহে। এটী আশঙ্কার ফল,—অজ্ঞতা বলিতে পারি না।

দ্বিতীয় কারণ এই, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে উক্ত হইয়াছে,—(৫) বর্ণের কোন বিশেষ নাই; পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই জগতে সকলকেই ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করেন, তৎপরে কর্ম্ম দ্বারা লোকে এক একটী বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সমস্ত মনুষ্য কামভোগপ্রিয়, উগ্রস্বভাব অতিক্রোধী অত্যন্ত সাহসী এবং রক্তাঙ্গ; তাঁহারাই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় হইলেন। যাঁহারা পশুপালক কৃষ্যুপজীবী এবং পীতবর্ণ; সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈশ্য হইলেন এবং যাহারা হিংসাপরায়ণ, অনৃতবাদী, লোভপরতন্ত্র, সর্ব্বব্যবসায়ী, কৃষ্ণবর্ণ ও অশুদ্ধাচারী, তাহারাই শূদ্রমধ্যে পরিগণিত হইল।

---

(৫) ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভির্ব্বর্ণতাং গতম্। ১০॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মারক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ। ১১॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ। ১২॥
হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ। ১৩॥ মহাভারত। ১২। ১৮৮॥

মহাভারতের এই অংশটুকু পাঠ করিয়া নীলকণ্ঠ অত্যন্ত অন্ধকারে পতিত হইয়াছেন। মহর্ষি ভৃগু ভরদ্বাজের সন্দেহ দূরীকরণার্থ বলিলেন, যে, ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করিলে প্রথমে কিছুমাত্র জাতিভেদ ছিল না। তৎকালে পৃথিবীতে সকলেই সমান, সকলেই ব্রাহ্মণ। ভৃগুর ঈদৃশ নির্দ্দেশ কিয়ৎ পরিমাণে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় সকলেই সমান ছিল, জাতিভেদের নাম প্রসঙ্গও ছিল না। তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সকলেই যে, বেদনিষ্ঠ পবিত্রাত্মা ছিলেন, এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত ও অপ্রামাণ্য। যাহা হউক, ভৃগু বলিলেন,—বর্ণের কোন বিশেষ নাই (নবিশেষোস্তি বর্ণানাং) অর্থাৎ কেবল দৈহিকবর্ণ দেখিয়াই মনুষ্যকে কোন জাতি বিশেষে বিশিষ্ট করা যায় না, কেবল গৌরবর্ণ হইলেই যে লোকে ব্রাহ্মণ হইবেন, রক্তবর্ণ হইলেই যে লোকে ক্ষত্রিয় হইবেন, এমত নহে; জাতীয়ভেদ বুদ্ধির জন্য দৈহিক বর্ণ ব্যতিরিক্ত কতকগুলি মানসিক গুণও আবশ্যক। যথা,—কোন ব্যক্তি যদ্যপি কামভোগপ্রিয়, উগ্রস্বভাব, অতি-ক্রোধী ও অত্যন্ত সাহসী হন এবং তদ্ব্যতীত তাঁহার দেহ যদি লোহিত বর্ণ হয়, তবেই তিনি ক্ষত্রিয়জাতি মধ্যে পরিগণিত হইবেন। প্রথমে কি গৌরবর্ণ কি রক্তবর্ণ, কি পীতবর্ণ এবং কি কৃষ্ণবর্ণ, সকল বর্ণের মনুষ্যই ব্রাহ্মণ ছিলেন, বিপ্রগণের ধর্ম্মপুস্তকে ও আধিদৈব ক্রিয়াকলাপে সকলেরই সমান অধিকার ছিল। কাল সহকারে এক এক বর্ণের মনুষ্য এক একটী বিশেষ বৃত্তি ও কর্ম্মানুরোধে এক একটী বিশেষ জাতিতে পরিভুক্ত হইয়া পড়িল। পরন্তু মানসিক গুণ, বৃত্তি ও দৈহিকবর্ণ এই সমস্তগুলিই জাতীয় ভেদবুদ্ধির মূল সোপান। কিন্তু নীলকণ্ঠ, শাস্ত্রকারের এই গূঢ়াভিপ্রায় স্বীকার করেন নাই। "ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং" ইহার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন যে, প্রথমে বর্ণভেদ অর্থাৎ জাতিভেদ ছিল না। বস্তুতঃ শ্লোকের তাৎপর্য্য কদাচ এমন অসঙ্গত হইতে পারে না; এটী নিতান্ত অবৈয়াকরণিক ব্যাখ্যা। কোন শাব্দিক এমত ব্যাখ্যাকে বিশুদ্ধ বলিতে অগ্রসর হইবেন না। কিন্তু নীলকণ্ঠ সাহসী হইয়াছেন, তাঁহার সাহসকে ধন্য, কিন্তু তাঁহার পাণ্ডিত্যকে ধন্য বলিয়া তদীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতে পারি না। তদ্ভিন্ন এই কয়েকটী শ্লোকধৃত রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ শব্দে তিনি রজঃ, রজস্তম ও তম গুণ স্বীকার করিয়াছেন। তাহাও যার পর নাই, অসদৃশ প্রয়োগ হইয়াছে। এ স্থলেও যে, রক্তাদি শব্দে দৈহিক বর্ণ গ্রন্থকারের অভিপ্রেত, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।

শান্তিপর্ব্বের জাতিভেদ পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিয়া দেখিলে এই প্রতীতি জন্মে যে, এক বর্ণ হইতে বর্ণান্তর ঘটিবার পূর্ব্বে যেমন মানসিক বৃত্তির ব্যতিক্রম উপস্থিত হয়, তদ্রূপ দৈহিক বর্ণও পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। সিতবর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাক্রান্ত হইলে লোহিত বর্ণ হন, বৈশ্য হইলে পীত-বর্ণ হন এবং শূদ্র হইলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়েন, আর সে পূর্ব্বের নির্ম্মল গৌর-ভাব থাকে না। এক্ষণে পাঠক এই সন্দেহ করিতে পারেন,—তাও কখন সম্ভবপর হয়? মানুষের মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন অনায়াসে ঘটিতে পারে। পুর্ব্বে যাঁহার প্রকৃতি শান্ত শিষ্ট থাকে, তিনি উগ্র স্বভাব ও ক্রোধী হইয়া উঠিতে পারেন। এ প্রকার ঘটনা বিরল নহে। কিন্তু জাত্যন্তর ঘটিলে শারীরিক বর্ণের ব্যত্যয় ঘটে, এটী নিতান্ত পরিহাসের কথা। শুনিলে চিত্তে যেন কেমন সংশয় উপস্থিত হয়।

সত্য—সহসা শুনিলে পরিহাসই কর, ব্যঙ্গই কর, আর নানাবিধ সন্দেহই কর, আমি মানি—সে সকলিই শোভা পায়। কিন্তু শাস্ত্রার্থ বুঝিয়া দেখিলে পৌরাণিকেরা যে ইহা বিশ্বাস করিতেন, তাহার ভূরি প্রমাণ উপলব্ধি হইবে। জাত্যন্তর ঘটিলে নিকৃষ্ট বৃত্তির জন্য বাস্তবিক দৈহিক বর্ণের পরি-বর্ত্তন ঘটুক আর না ঘটুক, সে স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু শাস্ত্রকারদিগের তাহাতে বিশ্বাস। তাঁহাদের ধারণা এই; মনুষ্য এক জাতি হইতে জাত্যন্তরগত হইলে তাহার বর্ণও পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা অনুমান বলে এই মতের সমর্থন করিতেছি না, শাস্ত্র দৃষ্টে এই প্রসঙ্গ উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। পাঠক! রামায়ণ গ্রন্থখানি খুলিয়া দেখুন, ত্রিশঙ্কু রাজা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়া রাত্রি মধ্যে কি দশাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন (৬)। অনন্তর রাত্রি অবসান হইলে রাজা চণ্ডালতা প্রাপ্ত হইলেন। তদীয় পরিধেয় বস্ত্র নীলবর্ণ হইল; তাঁহার দেহ নীলবর্ণ হইয়া উঠিল; মস্তকের কেশ ক্ষুদ্র ও অব্যবস্থিত এবং শরীর রুক্ষ হইয়া পড়িল। তিনি চিতাভস্মে লিপ্ত ও অস্থিমালাধারী এবং লৌহময় ভূষণে ভূষিত হইলেন।

পাঠক! দেখুন, ব্রহ্মশাপে ত্রিশঙ্কু রাজা চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলে কেবল যে তাঁহার বেশ ভূষা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, এমত নহে; তাঁহার দৈহিক

---

(৬) অথ রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং রাজা চণ্ডালতাং গতঃ।
নীলবস্ত্রধরো নীলঃ পরুষোধ্বস্তমূর্দ্ধজঃ। ১০॥
চিত্যমাল্যাঙ্গরাগশ্চ আয়সাভরণোঽভবৎ। ১১॥ রামায়ণ ১।

বর্ণেরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। তদীয় রূপলাবণ্য আর পূর্ব্ববৎ থাকিল না, তিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িলেন। এস্থলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, মনুষ্যের জাত্যন্তর ঘটিলে দৈহিক বর্ণও রূপান্তরিত হয়, ইহা শাস্ত্রকারেরা বিশ্বাস করিতেন। অতএব নীলকণ্ঠ বর্ণশব্দের যে প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা কদাচ বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক নহে। সর্ব্বাগ্রে দেহের বর্ণানুসারে চারি জাতি মনুষ্যকে বিভিন্ন করা হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ থাকিল না! আদৌ এক এক জাতীয় মনুষ্যের এক একটী পৃথক বর্ণ ছিল; তাঁহারা স্ব স্ব বর্ণানুসারে এক একটী পৃথক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িলেন। অতঃপর এক একটী সম্প্রদায়ের এক এক প্রকার বিশেষ ব্যবসায় নির্দ্দিষ্ট হইল। ব্রাহ্মণেরা বিদ্যার এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ বীরপুরুষ; তাঁহারা প্রয়োজনোপযোগী কিছু কিছু শাস্ত্রালোচনা করিতেন; কিন্তু ব্যায়ামাদি দ্বারা দৈহিক বলবীর্য্যের উৎকর্ষ সাধনই তাঁহাদের গুরুতর কর্ম্ম ছিল। বৈশ্যেরা বাণিজ্য কার্য্যের সৌকর্য্যার্থ বিদ্যাভ্যাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞান তাদৃশ গাঢ়তর ছিল না। পশুপালন, কৃষিকর্ম্ম, কুসীদ ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহারা অধিকতর লিপ্ত থাকিতেন। শূদ্রজাতির ব্যবসায়ের কিছুই স্থিরতা ছিল না, তাহারা নিকৃষ্ট কার্য্যে অধিক অনুরক্ত থাকিত।

জাতিগত ব্যবসায়পদ্ধতি প্রথমে ঘটে নাই, এবং এই কার্য্যপদ্ধতি দেখিয়া জাতিভেদের সৃষ্টি হয় নাই। পূর্ব্বে সকলেই সকল প্রকার কার্য্যে নিরত ছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কোন নির্দ্দিষ্ট পৃথক ব্যবসায় ছিল না। ব্রাহ্মণেরাও বৈশ্যবৎ পশুপালন করিতেন। তখন জাতি ছিল না, পশ্বাদি পালনে জাতিপাতও ঘটিত না। অদ্যাপি আসামে সেই পূর্ব্বকালীন প্রাচীন রীতি চলিত আছে। সাংসারিক কার্য্যে পরস্পরের সহানুভূতি নাই; সকলেই সকল ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে। সেই ব্রাহ্মণ যজ্ঞকালের হোতা, সমিৎ কুশ সর্পি দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন। সেই ব্রাহ্মণ গৃহের নির্ম্মাতা, তৃণকাষ্ঠ লইয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছেন। শস্যের রোপক, সেচক, ছেদক সেই উপবীতধারী যজ্ঞকুশল ব্রাহ্মণ। দেবার্চ্চনায় পুষ্পচয়নে তাঁহার জাতীয় গৌরবের বৃদ্ধি নাই; ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে হল চালনায় তাঁহার মহিমার লাঘব নাই। জাতীয় নিয়ম, দৃঢ় জাতীয় বন্ধন,—সকলই কেবল অন্নজল গ্রহণে। পান ভোজনের নিয়মই তাঁহাদের জাতীয় সীমায় অলঙ্ঘ্য প্রাকার।

পাঠক! ভারতের যে দুর্দ্দশা দেখিয়া আজ আমরা মনস্তাপে মাথা ঠুকিয়া মরিতেছি, আর্ত্তনাদে আকাশ পাতাল ফাটাইয়া দিতেছি,—কেবল এক মাত্র জাতিভেদ সেই সকল সর্ব্বনাশের মূল। আমরা হীন, আমরা দীন, আমরা কোটি কোটি হইয়াও একটী তুচ্ছ প্রাণীর বল রাখি না। মুখ,—জ্যোতিঃশূন্য,—চিত্ত,—উদ্যম রহিত; শরীর,—নিস্তেজ;—এই কাল জাতিভেদ সমস্ত বিড়ম্বনার কারণ। আমরা সেই এক স্নেহময়ী জন্মভূমির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইতেছি; কিন্তু আমাদের পরস্পর ভ্রাতৃভাব নাই, সহানুভূতি নাই; আমার বলিয়া সম্বোধন করিতে কথার দোসর নাই; মনের বেদনা জানাইব তেমন ব্যথার ব্যথী নাই; দারুণ বিদ্বেষানল সকলের মনে ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে; নিন্দা, হিংসা, ঘৃণা পরস্পরকে বিছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমরা একাসনে বসিব না; অস্পৃশ্য, অপবিত্র ভাবিয়া যাহা হইতে সহস্র হস্ত দূরে গিয়া অবস্থান করিব, সেও কি কখন প্রেমের পাত্র হইতে পারে? এক সঙ্গে পান ভোজন করিব না, সেও কি কখন অন্তরঙ্গ হইতে পারে? ভারতে যতগুলি লোক, ততগুলি বিভিন্ন ধর্ম্ম, ততগুলি বিভিন্ন জাতি; ততগুলি পৃথক সম্প্রদায়, পৃথক মত, পৃথক বিশ্বাস, পৃথক আচার ব্যবহার,—সেই ততগুলি দন্দ্বজ-কারণ-সন্নিপাত আজ এই এক ভারতের সর্ব্বনাশ সাধনে ষড়যন্ত্র করিয়া বসিয়াছে। ভারতকে ভাঙ্গিতেছে, চূর্ণ করিতেছে; তাহার এক এক অঙ্গকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উৎসন্ন দিতেছে। যদি কেহ ভারতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন, ভারতের মৃত দেহে জীবন দান করিতে যত্ন করেন, অগ্রে তিনি জাতিভেদের মূলোৎপাটন করুন; তবে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; তবে তিনি ভারতের বিরস মুখমণ্ডলে মধুর হাস্যশ্রী দেখিতে পাইবেন।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

এখান হইতে যাইয়া সকলে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন, বরুণ! এ বাড়ীটী কাহার?

বরুণ। এ বাড়ীটী প্রসন্নকুমার ঠাকুরের, বাড়ীর সম্মুখে তাঁহার বৈঠকখানা বাড়ী। ঐ বৈঠকখানায় জমীদারি সংক্রান্ত কাজ কর্ম্ম হইয়া থাকে। তিনি মৃত্যুকালে যাবতীয় বিষয় নিজ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে না দিয়া ভ্রাতুষ্পুত্র মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে দান করিয়া যান।

ইন্দ্র। পুত্রকে বিষয়ের উত্তরাধিকারী না করিবার কারণ কি?

বরুণ। কারণ জ্ঞানেন্দ্রমোহন পিতার অনভিমতে কৃষ্ণবন্দ্যোর কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে পিতা পুত্রের উপর এতদূর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যে মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্ঞানেন্দ্রমোহন আসিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ জানাইলে তিনি আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পিতৃ-বিয়োগের পর পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবার জন্য জ্ঞানেন্দ্রমোহন অনেক মকদ্দমা করেন, শেষে হাইকোর্টের বিচারে স্থির হইয়াছে, যতীন্দ্র-মোহনের অবর্ত্তমানে জ্ঞানেন্দ্রমোহন পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবেন।

এখান হইতে যাইয়া সকলে বীডন গার্ডনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক-খানি বেঞ্চে উপবেশন করিলেন এবং পরস্পরে গল্প করিতে আরম্ভ করি-লেন। দেবরাজ কহিলেন "কলিকাতায় দেখিতেছি অনেকগুলি নন্দনবন আছে। এ বাগানটীর নাম কি বরুণ?"

বরুণ। ইহার নাম বীডন গার্ডন। ছোট লাট বীডন সাহেবের সময়ে এই বাগানটী নির্ম্মিত হওয়াতে তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম হইয়াছে। এখানে সন্ধ্যার প্রাক্কালে কলিকাতার অনেক বড় লোক ভ্রমণ করিতে আসিয়া থাকেন। মধ্যে মধ্যে বাবু কেশবচন্দ্র সেন, কালীপদ খ্রীষ্টান এবং পাদরী ম্যাকডনাল্ড সাহেব এখানে আসিয়া বক্তৃতা করিয়া থাকেন।

বাগান হইতে বাহির হইয়া সকলে বাসার অভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! সম্মুখে হাতির আস্তাবলের মত ও দুটো কি দেখা যাইতেছে?"

বরুণ। ও দুটী নাটকাভিনয়ের ঘর। উহার মধ্যে একটীর নাম গ্রেট ন্যাসন্যাল অপরটীর নাম বেঙ্গল থিয়েটার।

ইন্দ্র। বরুণ! নাটকাভিনয় দ্বারা বোধ হয় দেশের যথেষ্ট উপকার হইতেছে?

বরুণ। প্রথমে লোকে ভাবিয়াছিল ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকার হইবে। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাইতেছে, উপকার না হইয়া বরং দিন দিন বিষময় ফল ফলিতেছে। লম্পটেরা অভিনয় দেখিয়া উপদেশ পাইবে, কিন্তু তাহারা আসিয়া দেখে, বেশ্যা লইয়াই অভিনেতৃগণের অভিনয়। মাতালেরা উপদেশ পাইবে,

কিন্তু তাহারা আসিয়া মাতলামিরই কাণ্ড দেখিয়া যাইতেছে। স্কুলবালক-দিগের অভিনয় দর্শনে এই উপকার হইতেছে, তাহারা সখের দল করিয়া জেঠা হইয়া উঠিতেছে। তবে লাভের মধ্যে বেশ্যাকন্যা গোলাপীর এই থিয়েটরের প্রসাদে পশার বড়। অনেক বাবু তাহাকে পদধুলি দিতে বাগানে নিয়ে যান।

বাসায় যাইয়া দেবতারা পদপ্রক্ষালন ও সন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া একস্থানে অভিনয় দেখিতে চলিলেন। তাঁহারা রঙ্গভূমে প্রবেশ করিয়া দেখেন, দর্শক-গণে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ২।১ টী দর্শক মদ্যপান করিয়া আসিয়া মুখের দুর্গন্ধ ঢাকিবার জন্য ছোট এলাইচ চিবাইতেছেন। বরুণ কহিলেন "সম্মুখে ঐ যে পরদা টাঙ্গান রহিয়াছে, ঐটে তুলিলে উহার ভিতর সুন্দর অট্টালিকা, দেবমন্দির, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি দেখিতে পাইবেন। উহারই ভিতর অভিনয় হইবে।

উপো। বরুণ কাকা! ঐ পরদাটা তুল্লেই বাগান পুকুর হবে! কেমন করে করবে?

দেবগণ দেখেন অভিনয়ের বিলম্ব দেখিয়া দর্শকগণ গল্প আরম্ভ করিয়া-ছেন। একজন অপরের কাণে কাণে কি বলিতেছেন, শ্রোতা তৎশ্রবণে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছেন। কোন সৌখীন বাবুর গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে তালবৃন্তে বাতাস খাইতেছেন এবং ছোট ছোট যে ছেলে মেয়েগুলিকে সঙ্গে আনিয়াছেন " ঘুম পাচ্চে না ত? " বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অভি-নেতাদিগের মধ্যে ২।১ জন প্যানটুলন চাপকান গাত্রে এবং টুপী মাথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। উপো কহিল " ঠাকুর কাকা, ঐ লোকটা কি থিয়ে-টরে নকীব সাজবে? "

এই সময় ঐকতানবাদন আরম্ভ হইল। লোকগুলো নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। তৎপরে ২।১ টী সংগীত হইলে সোঁৎ করিয়া যেমন পরদা উঠিয়াছে, দেবগণ আশ্চর্য্যের সহিত দেখেন, বৈঠকখানা গৃহে লঙ্কাধিপতি পাত্র মিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বীরবাহুর শোকে বিলাপ করি-তেছেন—তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরদরিত ধারা বহিতেছে। যেমন পরদা উঠিল সেই সঙ্গে সঙ্গে উপো উঠিয়া দাঁড়াইল।

ব্রহ্মা। বরুণ! আহা! যেমন সাজ তেমনি কথাবার্ত্তা!

উপো। কর্ত্তা জেঠা! ওরা চোখে কি লঙ্কা দিয়ে জল বার করচে?

এই সময় মন্দোদরী আলুলায়িত কেশে পাগলিনী প্রায় আসিয়া “ নাথ ! আমার বীরবাহু ! প্রাণাধিক বীরবাহু কই ? ” বলিয়া কপালে করাঘাত ও বিলাপ করিতে করিতে বমী করিয়া ফেলিলেন। তখন রাবণ কহিলেন “ মন্ত্রিগণ ! প্রেয়সীকে গৃহে লইয়া যাও, উনি শোকে বড় বমী করচেন। ” এই সময়ে পরদা পড়িয়া গেল এবং পুনরায় ঐকতানবাদন আরম্ভ হইল।

ইন্দ্র। বরুণ ! রাণী চমৎকার অভিনয় করিতেছিলেন, হঠাৎ এমন হলেন কেন ?

বরুণ। উনি যে সুধা পান করে আসিয়া সুধাসম খেদ করিতেছিলেন, সেই সুধা উদরমধ্যে রাখিতে না পারিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন।

দেবগণ আদ্যোপান্ত অভিনয় দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। মেঘনাদের খেদোক্তিতে তাঁহাদিগের চক্ষে অশ্রুপাত হইল। পিতামহ কহিলেন, এই পুস্তক রচয়িতা একজন সুকবি বটে। বরুণ ! ইহার নাম কি ?

বরুণ। ইহার নাম মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

ব্রহ্মা। মাইকেল ! তুমি মাইকেলের জীবন চরিত আমাকে বল।

বরুণ। ইনি ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে যশোহরের অন্তঃপাতী সাগরদাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত। ইনি হিন্দুকলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং ১৬। ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে খ্রীষ্টান হন। তজ্জন্যই মাইকেল নাম হইয়াছে। খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করার পর ইনি বিশপ্স কলেজে গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিক্ষা করিয়া মান্দ্রাজ যাত্রা করেন। তথায় যাইয়া মান্দ্রাজ কলেজের প্রধান শিক্ষকের কন্যাকে বিবাহ করেন। ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি ইংরাজীভাষায় একখানি পদ্য গ্রন্থ প্রচার করেন এবং ঐ স্থানের “ এথিনিয়ম ” নামক একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইনি কিছু দিন মান্দ্রাজকলেজে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া সস্ত্রীক বাঙ্গালাদেশে প্রত্যাগত হন, এবং কলিকাতায় একটী কেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন। ১৮৫৮ সালে ইনি রত্নাবলী নাটকের ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তৎপরে শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, বুড়োসালিকের ঘাড়ের রোঁ, মেঘনাদ বধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক এবং বীরাঙ্গনা কাব্য প্রণয়ন করেন। ১৮৬২ সালে ইনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যত্নে বিলাতে আইন শিক্ষা করিতে যান। তথায় ইনি চতুর্দ্দশ কবিতাবলী রচনা করেন। ইনি জীবনের শেষ দশাতে হেকটর বধ নামক

একখানি পদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে মধুসূদনের মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাভাবে ইহাঁর আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যু হয়।

অভিনয় দেখিয়া দেবগণ বাসায় আসিয়া শয়ন করিলেন। তৎপর দিন উঠিতে তাঁহাদিগের কিছু বিলম্ব হইল। যখন সকলে উঠিয়া মুখ হাত ধৌত করিতেছেন, তখন পিতামহ কহিলেন "বরুণ! ঢোলকের বাদ্য বাজে কোথায়?"

বরুণ। বারোয়ারি তলায় বোধ হয় যাত্রা হইতেছে, শুনিতে যাইবেন?

ব্রহ্মা। হানি কি। মর্ত্ত্যে আর [illegible] না থাক রং তামাসা বিলক্ষণ আছে। নারায়ণ চল, গান শুনে আসি।

নারা। আমি আর যাব না, আপনারা যান।

ইন্দ্র। তুমি যাবে না কেন?

নারা। গিয়ে কি করবো? হয় ত গিয়ে দেখবো কতকগুলো ছেলেকে কৃষ্ণ রাধিকা সাজাইয়ে ননী চুরী মাখন চুরী করাইতেছে।

বরুণ। না না আধুনিক দলে ওসব নাই।

নারা। যে দলটার গান হচ্চে আধুনিক কি সাবেক তুমি কেমন করে জান্‌লে?

বরুণ। সাবেক হইলে ঢোলকের শব্দের পরিবর্ত্তে খোল করতালের ঘচামচ শব্দ হইত।

নারা। তবে চল।

সকলে যাত্রা শুনিতে যাইয়া দেখেন আটচালাখান যাত্রারদলেই পরিপূর্ণ। সকলের সাজ পোষাকও চমৎকার। এই সময় বালক অভিমন্যু সপ্তরথী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ ও তৎসহ খেদ প্রকাশ করিতেছিলেন।

ইন্দ্র। বরুণ! এ যাত্রার দলটী ত মন্দ নহে। ইহারা থিয়েটরের ন্যায় সুন্দর অভিনয় করিতেছে। তদ্ভিন্ন থিয়েটরে পয়সা খরচ ব্যতীত কেহ দেখিতে কিম্বা শুনিতে পায় না, ইহাদিগের অবারিত দ্বার। ইহাদিগের দ্বারা বোধ হয় বঙ্গভাষারও সমূহ উন্নতি হইতেছে। কারণ ইতরশ্রেণীর মধ্যেও ইহা দ্বারা ক্রমে সাধুভাষা প্রচলিত হওয়া সম্ভব।

যতক্ষণ না যাত্রা ভাঙ্গিল দেবগণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিলেন। অভিনেতাদিগের মূর্চ্ছা যাওয়া দেখিয়া সকলে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। নারা-

রুণ কহিলেন "ইহাদের আমি এই আশ্চর্য্য দেখিতেছি, দাঁড়াইয়া সটাং মূর্চ্ছা যাইতেছে অথচ আঘাত পাইতেছে না।"

ব্রহ্মা। বরুণ! এ প্রকার যাত্রার দল কতগুলি আছে এবং এ দলটীর অধিকারী কে?

বরুণ। এ প্রকার যাত্রার দল সম্প্রতি বিস্তর হইয়াছে; অনেক ভদ্র লোক চাকরীর শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যাত্রার দল করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে গোপীমোহন রায়, আ[illegible] মুখোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র উকীল, মতিলাল রায়, বৌ-কুণ্ড এবং যাদবচন্দ্র ব[illegible]ধ্যায়ের দল সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। যে দলটীর গান শুনিলেন, ইহার অধিকারীর নাম ৺ ব্রজমোহন রায়। ইহাঁর নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বলাগড় থানার সন্নিকটস্থ চাঁদড়া নামক একটী পল্লীগ্রামে। ইহাঁর প্রথমে একটী পাঁচালীর দল ছিল, কিন্তু অপর দলের সহিত লড়াই হইলে তাহারা অত্যন্ত পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া গালি দিত বলিয়া ব্রজরায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীমোহন রায়ের পরামর্শে এই দলটী করেন। ইহাঁর নূতন সুরে গান বাঁধিবার ক্ষমতা ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর অবধি গোপীমোহন রায় দল চালাইতেছেন।

দেবগণ বাসায় প্রত্যাগমনকালে দেখেন উপো দালালী করিতেছে এবং তাহার একজন সঙ্গী বাবু সাজিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া আছে; যে কোন ভদ্র-লোক বাজারে আসিতেছে তাহাকে কহিতেছে "মহাশয়দিগের যদ্যপি কোন দ্রব্যাদি খরিদ করিবার আবশ্যক হয়, এই বালকটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। এ দেখিতে বালক বটে; কিন্তু বড় চমৎকার দালাল। আমাদের যত দ্রব্যের আবশ্যক হয়, এই ব্যক্তিই খরিদ করিয়া দেয়। ইহা দ্বারা দ্রব্যাদি কিনিয়া আমরা কখন প্রতারিত হই নাই।

দেবগণ বাসায় আসিয়া যখন স্নান আহ্নিক সারিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছেন, উপো আসিয়া পিতামহকে একটী আধুলি দিয়া প্রণাম করিল। পিতামহ তদৃষ্টে হাস্য করিয়া কহিলেন "এ কিরে উপো!"

উপো। প্রথম উপার্জ্জনের পয়সা দিয়া আপনাকে প্রণাম করিলাম। আজ এক টাকা পেয়েছিলাম, তন্মধ্যে একজনকে অর্দ্ধেক ভাগ দিতে হইয়াছে।

নারা। আবার ভাগী জোঠালি কেন?

উপো। নচেৎ কেউ বিশ্বাস করে না; আমি দালাল সাজি আর আমার একজন বন্ধু বাবু সাজিয়া লোক জুঠাইয়া দেয়।

ব্রহ্মা। উপো চাকরী করতে এসে সংবাদপত্র হইতে দালালী পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে আর শুভদৃষ্টি দিতে বাকী রাখিল না।

আহারান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া দেবতারা নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং ছাতু বাবুর বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া পিতামহ কহিলেন "বরুণ, এ বাড়িটী কাহার ?"

বরুণ। এ বাড়িটী ছাতু বাবুর। ছাতু বাবু সুপ্রসিদ্ধ রামদুলাল সরকারের পুত্র। রামদুলাল সরকার বিষয় করিয়া যান, কিন্তু তাঁহার পুত্র ছাতু বাবু, বাবুগিরি দ্বারা সেই সমস্ত বিষয় নষ্ট করিয়াছেন। ইহাঁর ভ্রাতা লাটু বাবু বিষয়কার্য্যে বড় দক্ষ ছিলেন। জ্যেষ্ঠের ন্যায় তাঁহার বাবুগিরিও ছিল না। তিনি উভয় ভ্রাতার বিষয় রক্ষার বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্যকরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তবে তাঁহার জ্যেষ্ঠের সম্পত্তি যেরূপ নষ্ট হইয়াছে, তাঁহার নিজ অংশের সম্পত্তি সেরূপ নষ্ট হয় নাই।

ব্রহ্মা। সংক্ষেপে আমাকে রামদুলাল সরকারের জীবন চরিত শুনাও।

বরুণ। দমদমার অনতিদূরস্থ রেকজানি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম বলরাম সরকার। বাল্যকালে ইহাঁর পিতৃ মাতৃ বিয়োগ হওয়ায় কলিকাতায় মাতামহীর নিকট বাস করিতেন। ইহাঁর মাতামহী কলিকাতার মদন দত্তের বাড়ীর পাচিকা ছিলেন। রামদুলাল ঐ বাড়ীতে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন এবং বুদ্ধিবলে অচিরাৎ এক জন সুলেখক ও মহুরি হইয়া উঠেন। প্রথমে রামদুলাল পাঁচ টাকা বেতনে উক্ত মদন দত্তের অধীনে একটী বিল সাধার কর্ম্ম পান। কিন্তু তাঁহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া উক্ত মদন দত্ত তাঁহাকে একটী শিপসরকারের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। এই কর্ম্ম করিতে করিতে এক সময় রামদুলাল টালা কোম্পানির বাড়ী হইতে চোদ্দ হাজার টাকা মূল্যে মদনমোহন দত্তের নামে এক খানি জাহাজ নীলামে খরিদ করেন। ঐ জাহাজের মালিক পরিশেষে চোদ্দ হাজার টাকার উপর এক লক্ষ টাকা দিয়া নিজ জাহাজ ফিরাইয়া লন। এই জাহাজ রামদুলাল নিজ প্রভুর অনভিমতে খরিদ করেন; কিন্তু সমস্ত টাকা লইয়া গিয়া প্রভু চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। মদনমোহন ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত টাকা রামদুলালকে দিলেন। ঐ লক্ষ টাকাই ইহার সৌভাগ্যের মূল। ঐ টাকায় ব্যবসা করিয়া এত বৃদ্ধি করেন যে, মৃত্যুকালে এক কোটী, তেইশ লক্ষ, টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইনি বিলক্ষণ দাতা ছিলেন। নাস্ত্রাজ

দুর্ভিক্ষে এক লক্ষ, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা কালে তিন হাজার এবং প্রত্যহ প্রায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানে ৭০ টাকা করিয়া ব্যয় করিতেন; তদ্ভিন্ন চারি শত আন্দাজ দরিদ্র প্রতিবেশীকে প্রত্যহ আহার দিতেন। ইনি দরিদ্র ব্যক্তিদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিতেন; এমন কি তাহাদের কাহার কি কষ্ট আছে, তাহার অনুসন্ধান জন্য চাকর পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়ার অতিথিশালায় অদ্যাপি সহস্র সহস্র লোক অন্ন পাইতেছে। ইনি ২২২০০০৲ দুই লক্ষ বাইশ হাজার টাকা ব্যয়ে কাশীতে ত্রয়োদশটী শিব মন্দির স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। ১২১৩ সালে ৭৩ বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ইনি দুই পুত্র, এবং পাঁচ কন্যা রাখিয়া যান। ইহাঁর শ্রাদ্ধে পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

এখান হইতে যাইয়া সকলে সিমলার বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, নানা প্রকার ফল মূল এবং দোকানে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি বিক্রয় হইতেছে। বরুণ কহিলেন " সিমলার ধুতী বড় বিখ্যাত, সে ধুতী এই বাজারেই পাওয়া যায়।

সিমলার বাজার দেখিয়া সকলে একটী গির্জ্জার নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন " বরুণ! এ গির্জ্জাটী কাহার?

বরুণ। ডাক্তর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

ইন্দ্র। বন্দ্যোপাধ্যায়ের গির্জ্জা! তবে ইহার ভিতরে কিছু আছে বরুণ, কৃষ্ণবন্দ্যোর জীবন চরিত বল?

বরুণ। ইনি ১৮১৩ অব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইনি হেয়ার স্কুলে পাঠ করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮১৪ অব্দে হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮২৯ অব্দে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া হেয়ার স্কুলে শিক্ষকতার কার্য্য করেন। এই সময় ইনি এনকোয়ারার নামক একখানি সংবাদ পত্রের সম্পাদক হন। ১৮৩২ অব্দে ইনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৭ অব্দে ধর্ম্ম যাজকের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৩২ অব্দে ইনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে সর্ব্বার্থ সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রচার করেন। ১৮৫২ অব্দে ইনি বিশপ কলেজের অধ্যাপক হন এবং ১৮৬৮ অব্দে কর্ম্ম হইতে অবসর লন। ১৮৬১ অব্দে ইনি ষড়দর্শন সংগ্রহ এবং ১৮৭৫ অব্দে এরিয়ান উইটনেস নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি সংস্কৃত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ভট্টিকাব্য এবং ঋগ্বেদ সংহিতার টীকা করিয়া মূলের

সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গ্রন্থ আছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনি একজন উৎকৃষ্ট ইংরাজী লেখক। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার একজন সভ্য ছিলেন। ১৮৫১ অব্দে বেথুন সভা স্থাপিত হইলে ইনি প্রথমে তাহার সভ্য এবং তৎপরে সহকারী সভাপতির পদে নিযুক্ত হন। হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ যখন যে সভা হইয়াছিল, ইনি প্রত্যেক সভাতেই যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ অব্দে ইনি বিশ্ববিদ্যালয় সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ইনি তিন বৎসর কাল ফ্যাকলটী অব আর্ট সভার সভাপতি ছিলেন। ১৮৭৬ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ইনি ডাক্তার ইন্, ল উপাধি প্রাপ্ত হন। এই বৎসর ইনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর একজন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি ১৫। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বিবাহ করেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর স্ত্রীকে সুন্দররূপে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। এক্ষণে ইহাঁর কয়েকটি কন্যা বালিকাবিদ্যালয়ের পরীদর্শিকা পদে নিযুক্তা আছেন।

ব্রহ্মা। কৃষ্ণ বন্দ্যো একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি তাহার আর সন্দেহ নাই।

এখান হইতে সকলে এক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতামহ, বেথুন বালিকা বিদ্যালয় দেখুন। এই বিদ্যালয়টী বেথুন সাহেব স্থাপিত করায় তাঁহার নামানুসারে বেথুন স্কুল নাম হইয়াছে। ইহাদের দুই খানি গাড়ি আছে, তদুপরি বেঞ্চ পাতা। প্রত্যেকখানিতে ২০। ২৫ টী করিয়া বালিকা উপবেশন করিতে পারে। যে যে বালিকা এই বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করে, তাহাদিগকে আনা এবং রাখিয়া আসা ঐ গাড়িতে হয়।

ব্রহ্মা। এ বিদ্যালয়ে বোধ হয় রীতিমত স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া হয়?

বরুণ। কোন বিদ্যালয়েই তাহা হয় না। কারণ মেয়েরা দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ছেলেকে দুধ দেবে না বিদ্যালয়ে আসবে?

ব্রহ্মা। বিবাহটা না হয় একটু বেশী বয়সে দিলে ত হতে পারে?

বরুণ। তাহা হইলে জাত থাকে না যে?

ব্রহ্মা। জাত প্রায় সকলেরই আছে!

এখান হইতে সকলে প্রেসিডেন্সি মেডিকেল হল দেখিয়া ঝামাপুকুরের মোড় দিয়া মৃজাপুর রোডে রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! এ বাড়িটী কাহার?"

বরুণ। রাজা দিগম্বর মিত্রের।

ইন্দ্র। তুমি আমাদিগকে এই রাজার বিষয় সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি ১২২৩ সালে কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম শিবচন্দ্র মিত্র। ইনি ৮। ৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজি শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইনি প্রথমে হেয়ার স্কুল পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ১৯ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি মুর্শিদাবাদ নিজামত কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তৎপরে রাজসাহীর কালেক্টরির প্রধান কেরাণী হইয়া যান। ইহার কিছু দিন পরে মুর্শিদাবাদের খাসমহল বন্দোবস্তের ভার প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি কাশীমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত রাজা ইহাঁকে কতকগুলি টাকা দেন। ঐ টাকায় ইনি নিজের উপার্জ্জিত টাকা যোগ করিয়া মুর্শিদাবাদে একটী রেসমের ও কোরার কারবার খুলেন। এই ব্যবসায়ে ইনি বিলক্ষণ লাভবান্ হইয়া তিনটী রেসমের কুঠি চালাইতে থাকেন। ইহার পর ইনি ছাপরা জেলায় দুটী নীলের কুঠি ক্রয় করিয়াছিলেন। এইরূপে বাণিজ্য দ্বারা ইনি যথেষ্ট সঙ্গতি করিয়া জমীদারি খরিদ করেন এবং কলিকাতায় বাস করেন। ১৮৫১ অব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন সভা সংস্থাপিত হইলে প্রথমে ইনি এই সভার সভ্য এবং পরে অবৈতনিক সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর ইনি এই সভার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ অব্দে ম্যালেরিয়া জ্বরের কারণ অনুসন্ধানার্থ যে কমিসন নিযুক্ত হয়, ইনি সেই সভার সভ্য ছিলেন। ১৮৬৫ অব্দে ইনি বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন। ইনি এ প্রদেশীয় দাতব্য সভার সভ্য ছিলেন। ইনি বাটীতে ৫০। ৬০ জন দরিদ্র ছাত্রকে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেন। এই উপলক্ষে মাসিক প্রায় ২। ৩ শত টাকা ইহাঁর ব্যয় হইত। ১৮৭৬ অব্দে গবর্ণমেণ্ট হইতে ইহাঁকে সি, এস, আই এবং দিল্লির দরবারে রাজা উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু ইহাঁকে রাজা উপাধি বেশী দিন ভোগ করিতে হয় নাই।

ব্রহ্মা। আহা! সকলই অদৃষ্ট!

এখান হইতে যাইয়া তাঁহারা একটী সমাজগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলে পিতামহ কহিলেন "এ স্থানের নাম কি বরুণ ?"

বরুণ। ইহার নাম ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের মতের বিরোধ হইলে তিনি ঐ দল হইতে

স্বতন্ত্র হইয়া ১৭৮৮ শকে এই সমাজটী সংস্থাপন করেন। ১৭৯১ শকে এই সমাজ মন্দিরটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১২৭৭ সালে ব্রাহ্মমন্দিরের প্রকাশ্য স্থানে ব্রাহ্মিকাদিগকে বসিবার আসন প্রদান করা হয়।

ইন্দ্র। আদি ব্রাহ্মসমাজে এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রভেদ কি ?

বরুণ। এ সমাজে পৈতাফেলা ও দাড়ি রাখা ব্রাহ্ম না হইলে প্রবেশানুমতি নাই। দাড়ি দেখেই সেনের দল চিনিতে পারা যায়। তদ্ভিন্ন ইহাঁরা হরিনাম করিয়া নগর-সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

নারা। এ সমাজটী ত বেস্।

ইন্দ্র। বেস না হবে কেন, এঁরা যে দুকূল রখিচেন।

বরুণ। দুকূল নয়, এঁরা আজকাল বেদ, কোরাণ, বাইবেল, সকল কুলই রাখচেন। জানি কি শেষ কালে যে কুলে গিয়ে কিনারা হয়।

ব্রহ্মা। বরুণ, কেশবচন্দ্র সেনের জীবন চরিত বল।

বরুণ। ইনি ১৮৩৮ অব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রামকমল সেনের প্রপৌত্র এবং প্যারীমোহন সেনের পুত্র। ইহাঁর অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বিধবা মাতার সহিত বালককাল হইতে নিরামিষ খেয়ে খেয়ে ইহাঁর আমিষ ভোজনের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিয়া গিয়াছে। ইনি বালককাল হইতে হিন্দু কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ অব্দে ইনি কলুটোলায় একটী নাইট স্কুল স্থাপিত করিয়া নিজে তাহার সম্পাদক হন। ইহার পর ইনি গুড উইল ফাটার্ণিটি নামক একটী সভা স্থাপনা করেন। এই সময় হইতে ইহাঁর বক্তৃতা করা অভ্যাস হইতে থাকে। ইনি কলেজ পরিত্যাগের পর ২৫ টাকা বেতনে টাঁকশালে একটী কেরাণীগিরি কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। এই সময় হইতে ইহার ধর্ম্মতৃষ্ণা প্রবল হয় এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত যাইয়া আলাপ করেন। ১৮৫৯ অব্দে ইনি উক্ত ঠাকুরের সহিত সিংহল যাত্রা করেন এবং তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ২৫ টাকা বেতনে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটী কেরাণীগিরি কর্ম্ম লন। কিন্তু হস্তাক্ষর সুন্দর থাকায় অল্প দিন মধ্যে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সময় ইনি ইয়ং বেঙ্গল নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। ইহার পর ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য বোম্বাই ও মান্দ্রাজ যাত্রা করিয়াছিলেন। ইনি জাতিভেদ স্বীকার করেন না। বিধবা ও অসবর্ণ বিবাহ প্রচলন, ব্রাহ্মিকা সভা সংস্থাপন প্রভৃতি অনেকগুলি নূতন কাজ করিয়াছেন। ১৮৬১ অব্দে ইনি ধর্ম্ম প্রচার

ব্রতে ব্রতী হইয়া ব্যাঙ্কের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। এই সময় ব্রাহ্মদলের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইয়া গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত হয়। ১৭৮৬ শকে ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকা প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় ইনি ইণ্ডিয়ান মিরারের সম্পাদক হইয়াছিলেন। ১৭৮৮ শকে সাধারণ ব্রাহ্মদিগের এক প্রকাশ্য সভা করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন এবং ইহার কিছুদিন পরে সশিষ্যে সিমলা যান। সিমলায় লর্ড লরেন্স ইহাঁকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। এই স্থানে ইনি বিধবা বিবাহ বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন। সিমলা হইতে প্রত্যাগমন সময় মুঙ্গেরে আসিয়া কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। ঐ স্থানের ব্রাহ্মেরা ইহাকে অসঙ্গত ভক্তি দেখায় এবং ইনিও তাহাতে বাধা না দেওয়ায় অনেকের মনে সংস্কার জন্মিয়াছিল, যে কেশব বাবু অবতার হইবার চেষ্টা করিতেছেন, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে হইত, তৎপরে ১৭৯১ শকে এই ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা হইলে উঠিয়া আইসে। ঐ সালে কেশব বাবু বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে ইনি যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তথাকার লোকে ইহাঁর বক্তৃতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিল। ইনি তথায় ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য বিষয় একটী চমৎকার বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতায় এখানকার অনেক ইংরাজ রাজপুরুষ চটিয়াছিলেন। কুমারী কলেট নামক এক রমণী ইহাঁর ইংলণ্ডের বক্তৃতা সকল পুস্তকাকারে প্রচার করিয়াছেন। ইনি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতসংস্কারক সভা সংস্থাপিত করেন। এই সময় এক পয়সা মূল্যের সুলভ সমাচার প্রচার হয়। ঐ পত্র এই সভার অধীনে আছে। এই সময় ইণ্ডিয়ান মিরার দৈনিক আকারে প্রচার হয়। ইনি আলবর্টহল নামক একটী দালান প্রস্তুত করিয়া কলিকাতার বাঙ্গালিদিগের বিশেষ অভাব মোচন করিয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাঁর বিলক্ষণ অধিকার আছে। ইনি বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধিকারীদিগের একজন অগ্রগণ্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইনি কুচবেহারের বালক মহারাজের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেওয়ায় এই দলস্থ অধিকাংশ ব্রাহ্ম চটিয়া গিয়া একটী ভাঙ্গাদল করিয়াছেন। ঐ দলের নাম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ঐ বিবাহের পর হইতে ইনি বড় অন্যায় করিতেছেন—কখন বলেন "ঈশ্বর শিওরে বসিয়া আদেশ দিলেন।" কখন বলেন "মক্কা হইতে মহম্মদ দেখা করিতে আসিয়াছিলেন এবং যিশুখ্রীষ্ট পত্র লিখিয়াছেন; তদ্ভিন্ন প্রতি বাৎসরিক উৎসবে এক একটী নূতন কাণ্ড দেখাই-

তেছেন এবং ক্রমে ক্রমে সমাজগৃহে যোগ, যাগ, হোম আরতিও আরম্ভ হইয়াছে। এখন ইনি হরি বলিলে মূর্চ্ছা যান এবং কখন কখন তাঁহার সখী সেজে নৃত্য করেন। সম্প্রতি বেদ, কোরাণ, বাইবেলের সারাংশ লইয়া নববিধানের সৃষ্টি করিয়াছেন।

ব্রহ্মা। লোকে সাকার ভজে নিরাকার পায়, আমার কেশব দেখচি নিরাকার ভজে শেষে সাকার লাভ ক[illegible]ন। এ দলে কতগুলি সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম আছেন?

বরুণ। বড় বেশী নাই। যে কয়েক জন আছেন, তন্মধ্যে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ভাই উমানাথ গুপ্ত, ভাই অমৃতলাল বসু, ভাই ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এবং ভাই প্রসন্নকুমার সেন বিখ্যাত।

ইন্দ্র। বরুণ! তুমি প্রত্যেক নামের পূর্ব্বে এক একটী ভাই শব্দ যোগ করিলে কেন?

বরুণ। সম্প্রতি ইহাঁরা রেজারেণ্ড ভাই নামক একটী উপাধির সৃষ্টি করিয়াছেন এবং পরস্পরে পরস্পরকে ডাকিবার সময় ঐ উপাধিতেই ডাকিয়া থাকেন।

উপ। বরুণ কাকা! বাপ বেটায় যদি ব্রাহ্ম হয় তাহা হইলেও কি ভাই বলে ডাকবে?

বরুণ। তুই চুপ করে শিগ্র শিগ্র কলিকাতা দেখে নে, সত্বরে স্বর্গে যাইতে হইবে, কাল বিলম্বে লোকে বিরক্ত হইতেছে।

এখান হইতে বাহির হইয়া বরুণ কহিলেন "পিতামহ! কেশব বাবুর লিলিকটেজ দেখুন।

ব্রহ্মা। লিলিকটেজ কি?

বরুণ। পদ্মকুটীর। এই পদ্মকুটীরে অনেক ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মিকারা বাস করেন।

এই সময় দেবগণ দেখেন দুটী আদালতের চাপরাশী কতকগুলো কাগজ হস্তে রাস্তা দিয়া যাইতেছে। বরুণ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন কলিকাতার কতকগুলো মাগী দুধ খেয়ে দাম না দেওয়ায় তাহাদের নামে সমন যাচ্চে।

নারা। দুধ খেয়ে দাম দেয় না এমন লোকও আছে?

ইন্দ্র। বিস্তর, এই তুমিই ত একজন ছিলে।

উপ। রাজা কাকা! ঠাকুর কাকা যে চুরী করে খেতেন তা দাম দিতে হবে কেন?

নারা। তুই থাম।

এখান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন "দেবরাজ! তেলিনীপাড়ার অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাগান দেখ। বাগানটী প্রায় ৩। ৪ শত টাকায় মালিদগকে জমা দেওয়া আছে। কলিকাতায় যত গোলাপ ও বেলফুলের আবশ্যক হয়, এই বাগান হইতেই তবে সরবরাহ হইয়া থাকে। বাগানের মধ্যে একটী সুন্দর পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীর জলের ন্যায় পরিষ্কার জল সহরের মধ্যে অপর পুষ্করিণীতে আছে কি না সন্দেহ।

নারা। বরুণ! ওদিকে দেখা যাইতেছে ওটা কি?

বরুণ। লং সাহেবের গির্জ্জা। ইনি একজন বঙ্গবন্ধু ছিলেন। নীলদর্পণ নাটক প্রচার হইলে ইনি নীলকরগণ কিরূপ প্রজাপীড়ন করে রাজপুরুষদিগের গোচর করাইবার অভিপ্রায়ে উক্ত পুস্তক ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন। ইহাতে ইংলিসম্যান সম্পাদক আপনাদিগের খ্যাতি লোপকর পুস্তক মুদ্রিত করিয়াছে বলিয়া মুদ্রাকরের বিরুদ্ধে কলিকাতা সুপ্রীমকোর্টে অভিযোগ করেন। ইহাতে ১৮৬১ অব্দের জুলাই মাসে মহাত্মা লং সাহেবের এক মাস কারাবাস এবং হাজার টাকা অর্থ দণ্ড হয়। ঐ টাকা ৺ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তৎক্ষণাৎ দিয়াছিলেন, লং সাহেবকে দিতে হয় নাই। লং সাহেবের কারাবাস হইলে বাঙ্গালীমাত্রেই দুঃখিত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মা। আহা! পরোপকার করিতে গিয়া নিজের বিপদ! যাহা হউক এক জাতির মধ্যে কতই আছে?

ইন্দ্র। এক বাঙ্গালীর মধ্যে দেখুন না কেন কেহ ব্রাহ্মণ কেহ চণ্ডাল।

বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য—জলের ঘাট।

কাদ। (ঘাটে বসিয়া) বেস বে হয়েছে, জামাইটী নিতান্ত মন্দ হয় নি। আহ্লাদের বে হলে জামাইকে নিয়ে বাসরঘরে একটু রঙ্গরস করা যেত।

ভাত হলো না, পাছে লোকে টের পায় বলে আর জামাইও পাছে চাকরী যায় বলে বে করেই রাত থাকতে চলে গেলেন। মেয়েটা ৫।৭ বৎসরের বটে; কি পাকা! সমস্ত দিন বলেছে "মা তুনার বে ত কারো হয় না, আমার হচ্চে কেন?" বুড়ো এখন ভয়ে কাঁপচে কেবল বলছে—গিন্নি! পালাই চল। আহা! আর ভয় করলে হবে কি? যেমন মেয়ে বেচে আমাকে বে করেচ, তেম্নি ঐ মেয়েকে ক্রমান্বয়েই বেচতে থাক।

(গাড়ু হস্তে তারণ গোঁসাইয়ের প্রবেশ।)

তারণ। (কাদম্বিনীর পার্শ্বে বসিয়া গাত্রে জল ছিটান।)

কাদ। আ! করো কি? বা! চোক দুটী লাল্ হওয়ায় তোমাকে বড় সুন্দর দেখাচ্চে। কাল রাত্রে "বর বড় কি কনে বড়" বলবার সময় মেয়েটাকে কাঁধে করলে কেন?

তারণ। কি করি ভাই পিঁড়ে ধরবার লোক পেলাম না, শেষে মনে মনে মতলব এঁটে মোহিনীকে কাঁধে করে ফেল্লাম।

কাদ। জামাইটী কেমন হয়েছে বল?

তারণ। বেস জামাই হয়েছে; আমাকে বল্লে "মহাশয় বে বাড়ীতে গ্রামের কোন লোক আসে নাই কেন?

কাদ। তুমি কি বল্লে?

তারণ। আমি বল্লাম—এই মেয়ের গ্রামস্থ অপর কোন পাত্রের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছিল, জেঠামহাশয় সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে আপনার সহিত বে দেওয়ায় পাছে কোন গোলমাল হয় এই আশঙ্কায় গ্রামস্থ কাহাকেও বলেন নি। কাল ভাই আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

কাদ। (সবিস্ময়ে) কি!

তারণ। বৌটা কাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

কাদ। এত সুখের বিষয়। বলেছিলে—ওটা কোথাও গেলে হরিলুট দিই এখন দেও।

তারণ। তা সত্য; কিন্তু এটা কলঙ্কের কি না।

(চাঁপার প্রবেশ)

চাঁপা। মা! যুগলরূপে ঘাটে বসে গল্প করচো ওদিকে কর্ত্তা জিনিস পত্র গুচাচ্ছেন। বল্লেন "আজই পালিয়ে যাব, তোর মাকে ডেকে আন কোথায় কি আছে দেখে শুনে নেক।

কাদ। আহা! আমার এখন দুঃখ হচ্চে। চাঁপা এক কাজ করতে পারিস তা হলে সব গোলযোগ চুকে যায়।

চাঁপা। কি মা?

কাদ। তুই আমি সাজিস আমি মোহিনী সাজবো।

চাঁপা। সে কি রকম?

কাদ। মর নেকি এ আর বুঝতে পারিস নে,জামায়ের ত ক্ষতি পোষণে চাই।

তারণ। তা হলে আমার দশা কি হবে?

কাদ। তুমি তোমার হারান ধনকে আবার খুজে আনগে।

তারণ। আমি আর খুজতে চাইনে তুমিই আমার সব। তুমি আমার প্রতি নিদয়া হয়ো না।

কাদ। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) যা কপালে আছে হবে।

সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের বাড়ী।

কাদম্বিনী, হরশঙ্কর ও চাঁপা।

হর। দেখে লও সব গোছগাছ হয়েছে কি না? শেষ রাত্রেই উঠে পলাতে হবে। আহা! এত দিনের পর জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করতে হল।

কাদ। জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করতে হবে কেন? ভাবনা কেন? আমরা কলকেতায় চাকরী করতে যাচ্চি। তোমার কোন ভয় নেই মাসেক দুমাস পরে ফিরে এসে আমি ডাক ছেড়ে কাঁদতে থাকবো—মোহিনীরে বাবা, ওরে তোকে নিয়ে কলকেতায় গিয়ে হারিয়ে এলাম রে মা। তা হলে লোকে কিছু বুঝতে পারবে না।

হর। সেই ভাল! আপাততঃ কলকেতায় গিয়ে কসাই কালী কি হোটেল যা হোক একটা করতে হবে। কেন না যে প্রকারে হউক দিন চলা চাই ত।

কাদ। ওগো সেখানে গেলে আমাদের ভাল হবে। তুমি কসাই কালী করে বসে থেকো আমি একাই হোটেল চালাব।

হর। দুজনে উপার্জ্জন কর্‌লে ত গুচয়ে যাব। এখন পালাতে পাল্লে হয়, আমার অত্যন্ত ভয় করচে।

কাদ। কেন, এত ভয় করচে কেন?

হর। ভয় করচে এই জন্যে জামাই বেটা পাছে এসে পড়ে।

কাদ। আসেই যদি আমি সামলে নেবো।

হর। পার্‌বে?

কাদ। সাহস ত আছে।

হর। গিন্নি! তুমিই আমার ভরসা, যাতে রক্ষা পাই তাই করো।

নেপথ্যে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ভট্টাচার্য্য মহাশয়! বাড়ী আছেন?

কাদ। কে ডাকচে।

হর। দাঁড়াও গলার আওয়াজটা শুনি।

নেপথ্যে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়! ভট্টাচার্য্য মহাশয়!

হর। (সভয়ে) গিন্নি! ও গিন্নি সর্ব্বনাশ হয়েছে, সেই সাবেক জামাই বেটা মরতে এসেছে, এখন উপায়!

কাদ। ভয় খেওনা, এসেছে তার হবে কি, যাতে মিটে যায় তাই করবো।

হর। তুমিই আমার ভরসা, যাতে মিটে যায় তাই করো আমি পাশ-দুয়ার দিয়ে পলাই। (বেগে প্রস্থান।

কাদ। যাই যাতে মিটে যায় তার চেষ্টা করি। আহা! বুড়োর ভয় দেখে এখন দুঃখ হচ্চে।

(প্রস্থান।

চাঁপা ও জামাই বাবুর প্রবেশ।

চাঁপা। আসতে এত রাত হলো যে?

জামাই। আসবার ত কথা ছিল না, হঠাৎ একখানা পত্র পেলাম আমার স্ত্রীর আবার বে হচ্চে। পত্র পাঠে মনে মনে ভাবলাম,—ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন না এর কারণ কি? আবার ভাবলাম তিনি নিমন্ত্রণ করুন বা না করুন, কিন্তু বাড়ীতে লোক জন নাই আমি না গেলে যে সব ভদ্রসন্তান আসবেন, তাঁদের সাদর সম্ভাষণ করবে কে? এই ভেবেই সাহেবকে বলে তাড়াতাড়ি ছুটী নিয়ে আস্‌ছি।

চাঁপা। পোড়া কপালের দশা! ছেলেগুলোর কাণ্ড দেখ দেখি! ভদ্র-

লোকের মেয়ের কি আবার দুবার বে হয় গা! তুমি ভাই তোমার বৌকে এবার নিয়ে যেও। ভাল চিঠি পেয়ে তোমার বিশ্বাস হইয়াছিল।

জামা। বিশ্বাস প্রথমে তাদৃশ হয় নি, কিন্তু আসবার সময় যখন ট্রাম-ওয়েতে আসি, সেই গাড়ির গার্ড আর একজন গার্ডের সহিত গল্প করছিল—অমুক গ্রামের অমুকের কন্যাকে গত রাত্রে খুব সমাদরে বিয়ে করে এনেছি।

চাঁপা। তা দুটো গাঁয়ের নাম এক হতেও পারে, মানুষ নামও এক হতে পারে। তুমি ভাই তোমার জিনিস কাছে পেলে ত নিশ্চিন্ত হবে। মাকে জলখাবার দিয়ে যেতে বলি। আর ভাত চাপ্য়ে দেন।

জামা। না ভাত আর খাব না, তাদৃশ ক্ষুধা নাই।

(চাঁপার প্রস্থান।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছিলাম—যে আমি বর্ত্তমানে আমার স্ত্রীর আবার বে! বরাবর জানি ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রাচীন এবং নিরীহ মানুষ, তাঁ হতে এ কর্ম্ম কি সম্ভব হয়?

কাদম্বিনী বেশে একগলা ঘোমটা দিয়া চাঁপার প্রবেশ
এবং জলখাবার পাত্র ও এক গ্লাস জল রাখা।

চাঁপা। (স্বগত) ভাল কাপড়খানি পরে আমাকে বেস্ দেখাচ্চে। যেমন ভদ্রলোকের ছেলের শাশুড়ি সেজেছি ভেবে মনে মনে আহ্লাদ হচ্চে; তেম্নি আবার বুড়োর মাগ হতে হলো ভেবে বমী আসছে। (প্রস্থান)

জামা। গাত্রোত্থান এবং জল খাইতে খাইতে (স্বগত) ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বাটীতে দেখচি নে যে? কোন গ্রামান্তরে গিয়ে থাকবেন। তিনি থাকুন বা না থাকুন কাল আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে কল্‌কেতায় যাব। (পান চিবাইতে চিবাইতে খটাঙ্গে গিয়ে শয়ন)

কাদম্বিনী বেশে চাঁপা এবং মোহিনী বেশে কাদম্বিনীর প্রবেশ।

চাঁপা। (জনান্তিকে) যা, শান্ত হয়ে শুয়ে থাকগে। যদি উঠে যাস তো মার খাবি। (প্রস্থান)

কাদ। খাটের এক পার্শ্বে যাইয়া উপবেশন।

জামা। (একদৃষ্টে চাহিয়া) এ কি! একটা কাকে সাজয়ে পাঠালে! (উপবেশনান্তর) তুমি কে?—কথা কচ্ছো না যে, তুমি যে আমার পাশে এসে বসেছ তুমি কে?

কাদ। বিয়ে করে সেই যে গেলে আর এলেনা চিন্তে পার্ব্বে কেন? তোমার যা হোক আচ্ছা মায়া! আমার বে হচ্চে শিগগির এর্স বলে পত্র না লিখলে বোধ হয় আসতে না।

জামা। বে করে গেলাম যখন তখন তোমার বয়স ৫।৬ বৎসর এর মধ্যে এত বড় হলে এর কারণ কি?

কাদ। বের জল পেলে বেড়ে উঠে, এ কি কখন শোন নি?

জমা। বৈর জল পেলে বাড়তে পারে স্বীকার করি, কিন্তু কথা ত এমন পাকা পাকা হয় না। একবার ঘোমটা খোল দেখি।

কাদ। ঘোমটা উন্মোচন।

জাম। (খটাঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নামিয়া) একি! একি! আপ্নি!—আপ্নি!—আপ্নি বলচেন কি? জামাতা আর সন্তান এক,জামতাকে কি ও কথা বলা উচিত?

কাদ। তুমি যা বলচো মিথ্যা নহে; কিন্তু জামাতা ও সন্তান অন্য জাতির পক্ষে এক। যারা মেয়ের বদলে জামায়ের মেয়েকে বে করে, যারা বোনের বদলে বোনায়ের মেয়েকে বৈ করে তাদের নয়। যে জাতির বের সাধ এত বেশী যে, সম্বন্ধ বেচে বে করতে পারে না, যে জাতি অর্থ লোভে মেয়েকে গঙ্গার মড়ার সঙ্গে বে দেয়, সেই জাতির মেয়ের একি অন্যায় কাজ হচ্চে? আর এতে তোমারই বা ক্ষতি কি? একটা পাঁচ বৎসরের মেয়ের পরিবর্ত্তে খাসা ডাগোর ডোগর ঘরণী গৃহিণী পাচ্চো। তোমার ত ভালোই হচ্চে, আমাকে নিয়ে চল, আমি আর এক তিলার্দ্ধ বুড়োর সহবাসের ইচ্ছা করি না।

জামা। দেখুন আপ্নি মহাপাপে ডুবচেন। আপনার ভাবা উচিত সকলই ভবিতব্য লিপি ও অদৃষ্ট লিখন। এক্ষণে স্বধর্ম্ম রক্ষা পূর্ব্বক ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সেবা শুশ্রূষা করুন, যাতে ভবিষ্যতে সুখী হতে পারবেন। আপনি মনের সুখ স্ব ইচ্ছায় নষ্ট করবেন না, তা হলে পরে বিশেষ অনুতাপ করতে হবে।

কাদ। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) মনের সুখ! আমার মনে কিছুমাত্র সুখ নাই। আমি অনেক ভেবে চিন্তে দেখলাম সুখী হতে পারি, তুমি যদি আমাকে গ্রহণ কর। আর এ সংসারে থাকতে পারবো না। আমাকে গ্রহণ কর।

জামা। মহাভারত! ও কথা আর আমাকে বলে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করবেন না।

কাদ। (স্বগত) কিছুতেই স্বীকার হয় না।—এই সময় মোহিনীর আবার বে হয়েছে বলি, তা হলে রাগভরে যদি আমাকে গ্রহণ করে। (প্রকাশ্যে) আমাকে পরিত্যাগ করো না। আমাকে গ্রহণ কর, বুড়ো যেমন অর্থ লোভে তোমার স্ত্রীর আবার বে দিয়েছে, তেম্নি উপযুক্ত শিক্ষা দেও।

জামা। কি আমার স্ত্রীর আবার বে দিয়েছে, (লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নামিয়া গমনোদ্যত।

কাদ। (হস্ত ধরিয়া) কোথায় যাও?

জামা। থানায় খবর দিয়ে দুরাচারের উপযুক্ত সাজা দিতে। (সজোরে হস্ত ছাড়াইয়া) প্রস্থান।

কাদ। বড্ড্ডো গোলমাল বাধালে! (চিন্তা)

হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

হর। গিন্নি! কি হলো!

কাদ। থানায় খবর দিতে গিয়েছে।

হর। য়্যাঁ! য়্যাঁ! উপায়? এই সময় গলায় ছুরী দেব?

কাদ। (চিন্তা) শোন,—তুমিও ছুটে গিয়ে থানায় খবর দেও—ও জোর করে তোমার স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করেছে।

হর। ঠিক বলেছ।

(বেগে প্রস্থান)

তারণ গোঁসায়ের প্রবেশ।

তার। কি! কাণ্ডখানা কি? দুজনে দুদিকে ছুটে গেল কেন?

কাদ। সর্ব্বনাশ হয়েছে। সেই বে দেওয়ায় ক্রমে অগ্নিকুণ্ড বেধে উঠলো। এখন তোমার ত বো পালয়েছে, তুমি আমাকে নিয়ে পালাও। লোকে ভাববে তুমিই তোমার বৌকে কোথায় নিয়ে গিয়েচ, কেউ কোন কলঙ্ক রটাতে পারবে না। আমার ঠাই মেয়ে বেচা টাকাগুলো আছে, এই পুঁজিতে একখানি মুদীর দোকান করলে অনায়াসেই চলতে পারবে। তুমি ছুটে গিয়ে একটা মুটে ডেকে আন পেটরা মাথায় করে গ্রামের বাহির করে দিয়ে আসুক।

তারণ। মুটে কোথায় পাব, পেটরা আমিই মাথায় করে নিচ্চি, তুমি শীঘ্র ঘরের বাহির হও। (পেটরা মস্তকে করণ)

উভয়ের প্রস্থান।

পুলিষ সঙ্গে জামাতার প্রবেশ।

পুলিষ। কৈ, বামুন গেল কোথায় ? এর ঘর দোর যে হাঁ হা করচে স্ত্রীলোকেরাই বা কোথায় গেল ?

পুলিষ সঙ্গে হরশঙ্করের প্রবেশ।

পুলিষ। কৈ, তোমার জামাই কে ?

হর। ঐ পাষণ্ড আমার জামাই। ওর মুখ দেখতে নাই। শ্বাশুড়ির সতীত্ব নাশ!

পুলিষ। কেমন উনি যা বলচেন সত্য ?

জামাতা। ও মিথ্যাবাদী মিথ্যা বলে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করচে।

হর। আমি মিথ্যুক! বেটা বেল্লিক, তোর শ্বাশুড়ি যদি এসে বলে ?

পুলিষ। আচ্ছা তাঁকে এসে বলতে বলুন ?

হর। গিন্নি! একবার ঘরের বাহিরে এসে বলে যাওতো। এস, যেমন কপাল তেম্নি জামাই করেছ। কুলাঙ্গার বেটা তোমার সতীত্ব হরলো আবার পুলিষের সম্মুখে বাহির করলে।

পুলিষ। শীঘ্র তাঁকে আসতে বলুন।

হর। একবার এস গো। লজ্জা করলে কি হবে যেমন কপাল! (দ্বারের নিকট উঁকি মারিয়া) একি! ঘরে যে কেউ নাই! প্যাটরা বাক্স কোথায় গেল!! (ক্রন্দন) আমাকে মজয়ে পালাল নাকি ?

পুলিষ। কৈ ডাক না ?

হর। পুলিষ বাবা, ঘরে ত দেখচি না; বোধ হয় লজ্জায় আত্মহত্যা করেছে। (জামাতার প্রতি) হ্যাঁরে, তুই খুন টুন করিসনি তো ?

জামাতা। মহাশয়! আমার পরিবারের বিবাহ দিলে কেন জিজ্ঞাসা করুন।

পুলিষ। কেমন তুমি তোমার মেয়ের আবার বে দিয়েছ ?

হর। না বাবা!

পুলিষ। ভাল, তোমার সে মেয়ে কোথায় ?

হর। (গৃহের মধ্যে চাহিয়া) তাকেও দেখচি নে। (জামাতার প্রতি) হ্যাঁরে, তুই কোন খানে লুকয়ে রাখিসনি তো?

পুলিষ। হরশঙ্করের হস্ত ধারণ।

হর। হাত ধরলে যে!

পুলিষ। তোমাকে থানায় যেতে হবে।

হর। থানায় যাব কেন? যদিই আমার কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়ে থাকি তুই জামাইয়ের ত আইন মতে অর্দ্ধা অর্দ্ধি ভাগ। তবে থানায় যাবার প্রয়োজন?

পুলিষ। সে বিচার পরে হবে এখন থানায় চল। (হস্ত ধরিয়া টানন)

হর। (সরোদনে) সে কি! কাদম্বিনী কি সত্য সত্যই আমাকে মজয়ে প্যালালো? সত্য সত্যই কি যুবতী ভার্য্যার কথা মতে চলে আমার শেষ দশায় এই হলো? আমি তবে ত বুড়ো বয়সে বে করে ভাল করি নাই। হে ভগবন্! তুমিই এর সাক্ষী। সে কলঙ্কিনীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। প্রাচীন বন্ধুগণ! আমার দশা দেখে, শিক্ষা পাও—যেন কেহ বুড়ো বয়সে আর বে করো না।

পুলিষ। এক্ষণে থানায় চল।

হর। এ যাত্রা আমাকে রেহাই দেও, আমি দেখে শুনে শিক্ষা পেলাম এমন কর্ম্ম আর করবো না।

পুলিষ। তা হবে, এখন চল তো।

হর। নিতান্তই যেতে হবে!

কেন বা কুমতি হল,
শেষে এই ভাগ্যে ছিল,
পরিণয়ে পরিণামে জেলেতে গমন।
বৃদ্ধকালে বিয়ে করে মূঢ় সেই জন॥
যা বলেছে তা শুনেছি,
যা বলেছে তা করেছি,
শেষেতে পাপিনী মোরে মজালে এমন!
দেখে শুনে শিক্ষা পাও বুড়ো বন্ধুগণ।
কারাকষ্ট যে প্রকার,
নিশ্চয় মৃত্যু আমার,

লিখেছে বিধাতা, হবে দেহের পতন।
সাধু শিক্ষা পাও দেখি বুড়ো বন্ধুগণ॥
বুড়োর বিবাহে রুচি
না হয়ে হ'ক অরুচি
কায় মনে ভগবন্ এই ভিক্ষা চাই।
সাবধান! সাবধান! বুড়ো বন্ধু ভাই।

পুলিষ বাবা! আমাকে এ যাত্রা রেহাই দেও।

পুলিষ। তাই হবে। (হস্ত ধরিয়া টানাটানি)

হয়। (সরোদনে) আমাকে রক্ষা কর, রেহাই দেও যেতে পারবো না! (উপবেশন)

পুলিষ। বসলে হস্ত ধরিয়া টানিয়া অপরের প্রতি) একি?

পুলিষ। নূতন সং!!

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্‌।

(সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।)

রাঘব রায়ের দুই পুত্র, রুদ্র রায় ও বিশ্বনাথ রায়। জ্যেষ্ঠ রুদ্র রায়ই পিতৃতুল্য অশেষ গুণের আকর ছিলেন। রাঘব, নবদ্বীপ রাজধানীতে যে অনুপম দেবমন্দির আরম্ভ করিয়া যান, রুদ্র রায় এত দিনে তাহা সমাপ্ত করাইয়া তথায় রাঘবেশ্বর নামে একটী শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। দিল্লীশ্বর নানা কারণে রুদ্রের উপর পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে খাড়ী জুড়ী এই দুই প্রদেশের শাসনভার প্রদান পূর্ব্বক মহারাজ উপাধি দিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কোন রাজা অট্টালিকার উপর কাঙ্গুরা রচনা করাইতে পারিতেন না। রুদ্র, সম্রাটের নিকট সে প্রসাদও লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরের ত আর সে দিন নাই, সে শোভা সৌন্দর্য্যও নাই; তবু আমরা শুক্ষকেশর দেখিলে নব প্রস্ফুটিত শতদলের অনেকটা সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারি। এখনও তবু ভগ্ন কৃষ্ণনগরের দিকে চাহিলে দর্শককে কিছুকাল স্থির নেত্রে নিশ্চল হইয়া থাকিতে হয়। (১) এখনও চক ও নহবৎখানার উপর সেই অপূর্ব্ব কক্ষাভূষণ বিদ্যমান

---

(১) তস্য চ দ্বৌ পুত্রৌ; রুদ্ররায়ো বিশ্বনাথরায়শ্চ। তত্র জ্যেষ্ঠোরুদ্ররায়ঃ পিতৃসমগুণগ্রামো রাজা বভূব। নবদ্বীপে পিতৃ-সমারব্ধ-মন্দিরশেষং সমাপ্য, তত্র রাঘবেশ্বরনামানং

রহিয়াছে। নবদ্বীপাধিপতি এই সমস্ত প্রাসাদের সঙ্গে বাণপতাকা ভেরী প্রভৃতি আরও অনেক রাজচিহ্ন লাভ করিয়াছিলেন।

অতুল বিভব পাইলে অনেকেই ব্যসনাসক্ত হইয়া পড়েন, ঐহিক সুখ-ভোগে অনেকেরই প্রবৃত্তি ধাবিত হয়। কিন্তু রুদ্র সদনুষ্ঠানেই দিনাতিপাত করিতেন। তিনি সহস্র গোদান, তুলাপুরুষাদি ষোড়শ মহাদান এবং অন্যান্য অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। তৎকালে রুদ্রের তুল্য সদাচারী, সত্যবাদী, দাতা এবং ধার্ম্মিক নৃপতি প্রায় দৃষ্টিগোচর হইত না। এমন ন্যায়পরায়ণ রাজার অধিকারে প্রজাবর্গ কেন না সুখী হইবে? পৌরাণিক পুস্তকে দেখিতে পাই, কলিযুগে ভূস্বামিগণ প্রকৃতিপুঞ্জের শোণিত-শোষক হইবেন। প্রজারা রাজকরে ভারাক্রান্ত হইয়া উৎপীড়নে মৃতকল্প হইয়া অন্নাভাবে গবেধুকা পূর্ণ দেশে গিয়া আশ্রয় লইবে। কিন্তু মহারাজ রুদ্র যেন পৌরাণিক মতের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিতেই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পর্জ্জন্য কালবর্ষী হইয়া এবং বসুমতী শস্যশালিনী হইয়া কমলার সঙ্গে লোকের দ্বারে দ্বারে বিরাজ করিতেন। দিল্লীর মুসলমান সম্রাটেরা—এখন

শিবলিঙ্গং পিতৃসমানসমারম্ভঃ স্থাপয়ামাস। ইন্দ্রপ্রস্থাধিপযবনঃ খাড়ী-জুড়ীতি প্রসিদ্ধ প্রদেশদ্বয়রাজ্যং মহারাজেতি প্রসাদদত্তাখ্যানং প্রাসাদোপরি কাঙ্গুরেতি যাবনিকভাষা-প্রসিদ্ধ-প্রাসাদাবয়বকরণানুজ্ঞাং নৃপতিভিস্থিতরৈর্গ্রহীতুমশক্যাং বাণপতাকাভেরীপ্রভৃতি-প্রসাদান্ রুদ্ররায়স্য কল্পয়ামাস।

রুদ্ররায়শ্চ সহস্র গোদানং তুলাপুরুষাদি-ষোড়শমহাদানঞ্চ যথাবিধি কৃতবান্। সদা সদাচাররতঃ সত্যবাদী দাতা ধার্ম্মিকো দয়ালুর্দ্বিতীয়যুধিষ্ঠির ইব প্রজাঃ পালয়ামাস। রেউই ইতি প্রসিদ্ধগ্রামে গোপানাং বহূনামধিষ্ঠানমতঃ প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণনামস্মরণাদ্যর্থঞ্চ তদ্গ্রামস্য কৃষ্ণনগরেতি সংজ্ঞাং চকার। মাটুর্নেতি খ্যাতগ্রামে চ পদ্মপুষ্পাণাং বহ্বীঃ শ্রেণীর্বীক্ষ্য শ্রীনগরেতি তস্য সংজ্ঞাং চকার।

কৃষ্ণনগরপুরীসমীপে একা নদী ক্ষুদ্রা বহতি। বর্ষাকালে চ বর্দ্ধিতনতা তত্র নৌকানাং গতায়াতং চাভবৎ। একস্মিন্ বর্ষে একো যবন-সেনাপতিস্তরিমারুহ্য কৃষ্ণনগরান্তঃপুরসমীপ-ঘট্টে স্থাতুমিয়েষ। রুদ্ররায়-কিঙ্করাশ্চ তং পরুষয়া বাচা নিবারয়ামাসুঃ। অরে যবন! ভবতাত্র স্থাতুং ন শক্যমিতি। দূরমপসর্য্যতামিত্যাদি ক্রমেণ। ততো বাগযুদ্ধানন্তরং তেন সার্দ্ধং কায়িক-যুদ্ধং চাভবৎ। তত্র দ্বয়োরেবানুচরাঃ কিয়ন্তো মৃতাঃ।

অথ বর্ষাকালে ব্যতীতে তামেব নদীং দক্ষিণত উত্তরতশ্চ বদ্ধা দীর্ঘিকামেকাং বিপুল-জলাঢ্যাং দক্ষিণোত্তরায়তাং পুরীপ্রান্ত-মহাপরিখাজলসংলগ্ন-জলাং কারয়ামাস। প্রাপ্তরাজ্যশ্চ ষড়্বর্ষং জাহাঙ্গীরাধিকৃতস্বরাজ্য-করগ্রাহকযবনেনাহূতোপি ন তেন সাক্ষাৎ চকার। ততো জাহাঙ্গীরাধিকৃতঃ সায়িস্তা খাঁ নামা যবনস্তং নেতুং কতিচিৎ দূতান দিদেশ। দূতাশ্চ সমাগত্য তং

অতিরঞ্জিত দোষে তাঁহাদের চরিত্র যতই কেন ঘৃণিত হউক না—কখন কর-বৃদ্ধির অনুমতি দিতেন না। (২) সাধ্যানুসারে তাঁহারা প্রজাদিগকে সুখে

নেতুং বহুবিধপ্রযত্নমকার্ষুঃ। রুদ্ররায়স্তু দূতেভ্যোঽবগতবিরোধঃ কেবলং দণ্ড্যা তান্ পরিতোষ্য রাজকরং জাহাঙ্গীরনগরাধিপায় প্রেষয়ামাস। স্বয়ং কদাপি ন জগাম।

অথ যবনাধিপঃ অতীব রোষপরায়ণো মুর্শিদাবাদ মুক্তানগর হুগলী প্রভৃতি স্থানাধিকৃতা স্ববশীভূত যবনান্ প্রতি লিলেখ যথা রুদ্ররায়ো মম সমানস্পর্শী পুনঃ পুনরাহূতো মৎসন্নিধিং নায়াতি স্ম। অতো যূয়ং তমুপায়েন বদ্ধহস্তং প্রেষয়ত। ইত্যনুজ্ঞয়া কেনচিৎ ছলেন রুদ্ররায়ং হুগলীপ্রদেশে নিনায়। অনন্তরং বহুভিঃ সৈন্যৈঃ পরিবেষ্ট্য জাহাঙ্গীরনগরে রায়ং প্রেষয়ামাস। তত্র গত্বা চ রায়ো যথাযোগ্য ব্যবহারেণ জাহাঙ্গীর-নগরপতিং সৎকুর্ব্বন্ সাক্ষাৎচকার। জাহাঙ্গীর নগরাধিপশ্চ বহুবিধসপ্রসাদসূনৃতবচসা রায়ং সংবর্দ্ধয়ামাস।

অথৈকদা যবনাধিপং সম্ভাষ্য রাজধানীনীতঃ স্বালয়ং গচ্ছন্ পথি বিক্রয়শালায়াং চর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকা বাণিজিকৈস্তৎপাদুকা বিক্রীয়ন্তে পাদুকানাঞ্চ সৌন্দর্য্যং নিরীক্ষ্য পাদুকাঃ ক্রেতুং রায়ঃ কিঙ্করান্ দিদেশ। কিঙ্করাশ্চ তত্র গত্বা পাদুকাঃ ক্রেতুং সমুদ্যতাঃ। তত্র চ বিক্রেতৃপণ্যোক্তমূল্য-ক্রেতৃপণ্যোক্তমূল্য ন্যূনাধিক্য বিবেচনায়াং বিক্রেতৃক্রেত্রোঃ পরস্পরং বাক্কলহে সংবৃত্তে বিক্রেতা ক্রেতরি কিঙ্করে পরাবৃত্যাগন্তুমুদ্যতে ক্রেতুরসম্মানং প্রকাশয়তা একা পাদুকা নীচৈঃ স্থাপয়িত্বা অন্যয়া ঘাতিতা পকবাশ্চ বাচো নিগদিতা নির্ধনানামীদৃক্ পাদুকাক্রয়চর্চ্চা ইতি নিবর্ত্তস্ব ইতি।

রুদ্ররায় মহারাজশ্চ সর্ব্বং শ্রুত্বা রোষাকুলঃ কিঙ্করানাদিশ্য পাদুকাবিক্রেতারং ধৃত্বা বহুভিঃ পাদুকাপ্রহারৈর্জ্জরিতদেহং মৃতকল্পং কৃত্বা নিঃসারয়ামাস। এতৎসর্ব্বং দৃষ্ট্বা অন্যে পাদুকা-বিক্রেতারস্তং খট্টায়ামারোপ্য মহারাজস্য দুর্নয়ং জাহাঙ্গীরনগরাধিকৃতযবনং নিবেদয়িতুং তৎসমীপং যযুঃ। মহারাজোপি শঙ্কমানো লক্ষসংখ্যকরজতমুদ্রা দণ্ডদানজ্ঞাপকলিপ্যা সার্দ্ধং কঞ্চনমাত্যং যবনাধিপং প্রতি প্রস্থাপয়ামাস। যবনাধিপোপি পাদুকাবিক্রেতৃ-পুরুষমুখাৎ পারিপাটীক্রমেণ সর্ব্বং বৃত্তান্তমাকর্ণ্য রায়স্য সাহসং স্মরন্ বিস্মিত ইব তস্থৌ।

অথ রায় প্রেষিতামাত্যোপি মুদ্রাদানজ্ঞাপকলিপিং তস্মৈ দত্তবান্। স চ তাং লিপিং পঠিত্বা হসন্ শনৈঃ শনৈশ্চিচ্ছেদ জগাদ চ। রায়েণ কৃতমর্য্যাদালঙ্ঘনানাং নীচানাং কৃতো নিগ্রহো ন মম রোষায়, কিন্তু তোষায়েতি। অতএবাস্মিন্নপরাধে যদ্যহং দণ্ডং বিধাস্যামি, তদাস্মিন্ন রে কথং সাধবো বৎস্যন্তি? তেষাং স্থিতির্বা কথমত্র ভবিষ্যতি? নীচানাঞ্চ মহাপ্রাগল্ভ্যং ভবিষ্যতি। অতো রায়েণ ভদ্রং কৃতং। ইত্যাদিকং বহুসমাখ্যায় রায়স্যামাত্যং নিসর্জ্জয়ামাস।

(২) সম্রাট আলমগির মহারাজরুদ্রকে যে ফরমান দেন, তাহাতে লিখিত আছে—"তাহার কর্ত্তব্য যে জমীদারির ও রাইয়তের অবস্থার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্ন করেন এবং রায়তের স্থানে নির্দ্ধারিত কর অপেক্ষা এক কপর্দ্দক অধিক না লন; কৃষক এবং অন্য অন্য রায়তকে তুষ্ট রাখেন এবং কেহ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ থাকেন।" (দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়)

স্বচ্ছন্দে রাখিতে যত্ন করিতেন। কালের অপরিহার্য্য কবলে এবং কীটের তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রায় জর্জরিত হইয়াও অতীত আচারের সাক্ষ্য দিতে অদ্যাবধি কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে অনেক গলিতপত্র বিদ্যমান আছে। পড়িয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যাঁহাদিগকে অর্দ্ধশিক্ষিত ও অত্যাচারী নৃপতি বলিয়া অবজ্ঞা করি, তাঁহাদেরও রাজনীতি সভ্যজাতির অভিমানের দর্প চূর্ণ করিয়া দেয়।

মুসলমান সম্রাটেরা এ দেশীয় কৃষীবলের অবস্থা সুচারুরূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যই তাহাদের একমাত্র উপজীব্য, প্রাণধারণের অন্য আর উপায় নাই। বাণিজ্য, অবস্থার উন্নতির একটী প্রধান সোপান; কিন্তু ভারতবাসিরা সে রসে প্রায় চিরকাল বঞ্চিত। কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে হিন্দুদিগের বহির্ব্বাণিজ্যের কথা উল্লিখিত আছে; কিন্তু এখন তাহা উপকথার ন্যায় বোধ হয়। এ দেশে অন্তর্ব্বাণিজ্যেরই আমরা ভূরি প্রমাণ পাই। তদ্ভিন্ন এখনও যাহা দেখিতেছি, ভারতের ললাটে চিরকাল তাহাই লিখিত ছিল। বৈদেশিক বণিকেরা চিরদিন ভারতের পণ্যদ্রব্য লইয়া দিগ্দিগন্তরে বাণিজ্য করিতেন, তদ্দ্বারা এ দেশীয় লোক অল্পই লাভবান্ হইত। কৃষিকার্য্য ভিন্ন ভারতবাসীর জীবিকার উপায় আর কিছুই ছিল না, এখনও নাই। কিন্তু অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতিষট্‌ক কৃষিকার্য্যের প্রধান বিঘ্ন। এ দেশে তাহার কোনটীরই অপ্রতুল নাই। তদ্ভিন্ন অযথা করবৃদ্ধি প্রজাপীড়নের একমাত্র কারণ। নবাবের শাসন কালে ক্ষুদ্র রাজগণ অসদুপায় দ্বারা প্রজার নিকট অর্থ সংগ্রহ করিতেন, অনেক পল্লী একেবারে ধ্বংস করিয়া দিতেন। দুর্ব্বল কৃষকেরা অন্যত্র আশ্রয় লইত। এই সকল সংবাদ সম্রাটের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাদৃশ অত্যাচারী রাজার উপযুক্ত শাস্তিবিধান করিতেন।

পত্রান্তরে লিখিত আছে—"*** রাইয়তদিগকে স্বচ্ছন্দে রাখেন, তাহাদের স্থানে নিষিদ্ধ আবোয়াব এবং অতিরিক্ত খাজনা না চাহেন * *।" ঐ

সম্রাট জাহাঙ্গীর দত্ত ভবানন্দ মজুমদারের সনন্দে লিখিত আছে—"তাঁহার কর্ত্তব্য যে যাহাতে এই সকল প্রদেশের হিতসাধন ও অনিষ্ট নিবারণ হয় ও দুর্ব্বলের উপর সবলে দৌরাত্ম্য করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ থাকেন × +" ঐ

সম্রাট সাহাজাদের দত্ত সনন্দে লিখিত আছে,—"+ + + পরগণা জয়ের উন্নতিসাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সরকারের যথোচিত মালগুজারি করেন, এবং কোন জমীদারকে আপন অধিকারের উপর অত্যাচার করিতে না দেন। + +" ঐ

সভ্যতার এই রীতি, প্রথমে কতকগুলি লোক অসীম ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন। তাঁহারাই সর্ব্বে সর্ব্বা, সমাজের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা। পনর আনা লোকের সুখাপহরণ করিয়া পনর আনা লোককে দুঃখে ভাসাইয়া এক আনা লোকে সুখী হন। যাহারা সমাজের পৃষ্ঠবংশ স্বরূপ, তাহারাই দুঃখে ভাসিতে থাকে। যাঁহারা সমাজে বিদ্যমান থাকিলেও স্বস্তি, না থাকিলেও স্বস্তি, তাঁহারাই সর্ব্বস্বাপহারক সকলের কষ্টের কারণ। এই সম্প্রদায়ের লোক ক্রমে অত্যাচারী হইয়া উঠে,—তখন কালচক্র ঘুরিয়া আইসে; তখন দেশে সাধারণ তন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইয়া পড়ে। যথার্থ দেশহিতৈষী,সমাজের মহোপকারী ব্যক্তিগণ তখন দাসত্ব নিগড় হইতে মুক্তি পায়। প্রজাগণ একবার ভূস্বামি নিয়োজিত করভারে অবনত হইয়া পড়ে বটে; কিন্তু কষ্টের পরাকাষ্ঠা হইলে লোকের দিগ্বিদিগ জ্ঞান থাকে না, তখন বিপদসাগরে ঝাঁপ দিতে কেহ শঙ্কা করে না। চির দিন শোকে মুহ্যমান থাকা বড় কষ্ট, চির দিন শঙ্কিত থাকা বড় যন্ত্রণা; তদপেক্ষা একবার সাহসপূর্ব্বক বিপদে শরীব ঢালিয়া আশঙ্কার চরম সীমা দেখা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া উৎপীড়িত সম্প্রদায় কিছুতেই ভীত হয় না, কষ্ট মোচনের জন্য সকল কাজেই প্রবৃত্ত হয়। যত্নের ও অধ্যবসায়ের অসাধ্য কি আছে?—সুতরাং অভীপ্সিত বিষয়ও অচিরে লাভ করিয়া থাকে। আজি আমরা ভারতবাসির যে সমস্ত কষ্ট দেখিতেছি,—আমরা যতই কেন নির্জীব ও উদ্যমবিহীন হই না, অবশ্যই তৎসমুদায় ক্লেশ এক দিন দূরীভূত হইবে। যে কৃষক আজ ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কেবল বৃষের পশ্চাৎগামী হইয়া সূর্য্য-কিরণের স্ফুলিঙ্গকণায় জর্জ্জরিত হইতেছে, যাহার হৃদয়ে এখন কালীর রেখা প্রবেশ করিতে পারে নাই;—দেখিবে এক দিন এমন অর্ক শশী ঘুরিয়া আসিবে; এক দিন এমন ঋতু, এমন বৎসর উপস্থিত হইবে, যে দিন সেই কৃষক সিতবাস বলভদ্রের ন্যায় মৃদ্ভেদক হলায়ুধ স্কন্ধে করিয়া নাচিয়া উঠিবে; হলমুখে প্রলয় বহ্নির স্ফুলিঙ্গ ছুটিতে থাকিবে। আজ কালিদাস যে শাখা কাটিতেছেন, সেই শাখায় উপবিষ্ট, লজ্জা কি?—আশ্বস্ত হও, মাথা নম্র করিও না। দেখিবে এক দিন তাঁহার লেখনীমুখে রঘুকুমার জন্মিবে। এক দিন ভারতবিপিনে বীণার তান ছুটিয়াছিল; মুরলী তানে জগৎ ভুলিয়াছিল; যমুনার বেগ ফিরাইয়াছিল; শিঙ্গার রবে পাঞ্চজন্যের নাদে আকাশ পাতাল কাঁপিয়াছিল। শ্রমের পর অবসাদ, অবসাদের পর বিশ্রাম, বিশ্রাম সুখের পর দেহ নূতন তেজে সঞ্জীবিত হইবে। ভারতের দুঃস্থ কৃষীবল একপে

আর ঘুম.ইবে না, তাহারা চিরকাল এরূপে আলস্যের কোলে শুইয়া নিদ্রিত থাকিবে না। অবশ্যই এক দিন তাহাদের সৌভাগ্যোদয় হইবে; অবশ্যই এক দিন সৌভাগ্য-লক্ষ্মী ভারতের প্রতি প্রসন্ন হইয়া হাসিয়া উঠিবেন।

অনেকের ধারণা আছে, অধুনাতন কৃষ্ণনগর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সংস্থাপিত; তজ্জন্য উহা কৃষ্ণনগর নামে বিখ্যাত। বস্তুতঃ তাহা নহে। উক্ত নগরে অনেক লোক বাস করিত। তাহারা কৃষ্ণভক্ত, কৃষ্ণপ্রেমিক, বৎসর বৎসর মহাসমারোহে কৃষ্ণের পূজা করিত; তজ্জন্য অহরহঃ কৃষ্ণ নাম স্মরণ করা হইবে বলিয়া রুদ্র ঐ গ্রামের নাম কৃষ্ণনগর রাখিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কৃষ্ণনগর অঞ্চলের দধি দুগ্ধ-ক্ষীর সরাদি দুগ্ধজাত দ্রব্য পরমোপাদেয় সামগ্রী ছিল। বঙ্গদেশের আর কোথাও তেমন সুস্বাদ দধি দুগ্ধাদি পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। আজও কৃষ্ণনগর অঞ্চলের গোপজাতি গোরুর যে প্রকার সেবা করে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। বৎসর বৎসর তাহারা শস্যাদি খন্দ পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে খাইতে দেয়; সে কারণ প্রায় সমস্ত গাভিই বিলক্ষণ দুগ্ধবতী এবং দুগ্ধেরও অমৃততুল্য আস্বাদ। এক একজন গোয়ালা গৃহের সমস্ত অলঙ্কার ও তৈজসপত্র গোসেবার জন্য বিক্রয় করে, কিন্তু তাহাদের এই ব্যয় নিষ্ফল হয় না। কামদুঘা ধেনু সেই সেবার প্রসাদ স্বরূপ গোপজাতিকে বিলক্ষণ লাভবান্ করিয়া দেয়। কৃষ্ণনগরের দধি ক্ষীর এবং সরভাজা বঙ্গের প্রসিদ্ধ উপাদেয় সামগ্রী।

মর্দ্দনা গ্রামের সমীপবর্ত্তী সরোবরে অসংখ্য পদ্মপুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিত। তাহার শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে রুদ্র সেই গ্রামের নাম শ্রীনগর রাখিলেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর সমীপে অঞ্জনা নামে একটী ক্ষুদ্র নদী ছিল। বর্ষাকালে সেই নদী বিপুল বারি রাশিতে স্ফীত হইয়া ঘোরতর তরঙ্গাভিঘাতে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিত। নাবিকেরা জলঙ্গী নদী দিয়া অনায়াসে তাহাতে নৌকাযোগে যাতায়াত করিতে পারিত। এক বর্ষাকালে জনৈক যবন-সেনাপতি কৃষ্ণনগরের অন্তঃপুর সমীপে একটী ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইতে মানস করেন। "অরে যবন! তুমি এখানে থাকিতে পাইবে না, দূর যাও।" রুদ্ররায়ের কিঙ্করগণ এইরূপ পরুষবাক্যে তাঁহাকে নিষেধ করিল। যবন সেনাপতি ক্রোধে প্রজ্বলিত, প্রথমে মুখামুখি পরি শেষে উভয় পক্ষে হাতাহাতি আরম্ভ হইল। তাহাতে উভয় পক্ষের বিস্তর অনুচর হত ও আহত হইয়াছিল।

রুদ্র দেখিলেন এইরূপ প্রতি বৎসর যদি নবাবের কিম্বা সম্রাটের কর্ম্মচারিগণ কৃষ্ণনগরের রাজবাটীর নিকটতরবর্ত্তী ঘাটে আসিয়া নৌকা ভিড়াইতে মনস্থ করেন ; তাহা হইলে প্রতি বৎসরই এক একটা বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব অঞ্জনা নদী বন্ধ করাই শ্রেয়ঃকল্প। এই স্থির করিয়া তিনি ঐ নদীর দক্ষিণ ও উত্তর দিক বাঁধাইয়া একটী সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইলেন।

রাজপদ লাভ করিয়া রুদ্র একবারও ঢাকার নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নাই। তিনি পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া পাঠাইতেন, কিন্তু রুদ্রের তাহাতে দৃকপাতও ছিল না। তজ্জন্য নবাব সারিস্থা খাঁ রোষাবিষ্ট হইয়া যে কোন প্রকারে হউক রুদ্রকে ধরিয়া লইয়া যাইতে কতিপয় কিঙ্করকে আদেশ করিলেন। কিঙ্করেরা তাঁহাকে ধরিবার জন্য বিস্তর যত্ন করিতে লাগিল ; ফলতঃ তাহাদের প্রয়াস নিষ্ফল হইত না। রাজা, বিপদাশঙ্কা করিয়া কৌশলক্রমে নবাবের দূতদিগকে বিস্তর অর্থ দিয়া রাজকর পাঠাইয়া দিলেন ; কিন্তু স্বয়ং জাহাঙ্গীর নগরে গেলেন না। নবাব রাজস্ব পাইলেন বটে, কিন্তু রুদ্র তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না. সে কারণ তিনি অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রুদ্ররায় একটী ক্ষুদ্র জমিদার ; তাঁহার এমন কি ক্ষমতা যে তিনি নবাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সুখে.নিদ্রা যাইবেন ? সারিস্থা খাঁ মুর্শিদাবাদ, মৃজানগর, হুগলী প্রভৃতি নানা স্থানের শাসনকর্ত্তাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, রুদ্ররায় পুনঃ পুনঃ তাঁহার আজ্ঞার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছেন। অতএব যে কোন উপায়ে হউক, সত্বর তাঁহাকে ধরিয়া পাঠাইবেন। পতঙ্গ হইয়া মাতঙ্গের সঙ্গে বাদ ; নবদ্বীপাধিপতি নবাব সৈন্যের হস্তে পতিত হইলেন। ঢাকানগরে উপস্থিত হইয়া রুদ্ররায় যথোচিত সদ্ব্যবহার দ্বারা সারিস্থা খাঁকে তুষ্ট করিলেন। নবাবও, রাজার সদাচরণে প্রীত হইয়া তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করিতে লাগিলেন।

কিছু দিন ঢাকায় অবস্থিতির পর, রুদ্র নবাবের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের মানসে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন, বণিকেরা দোকানে উৎকৃষ্ট চর্ম্মপাদুকা বিক্রয় করিতেছে। কয়েক জোড়া উত্তম্ পাদুকা ক্রয় করিবার জন্য তিনি নিজ অনুচরকে পাঠাইলেন। এ দেশীয় বণিকের ধর্ম্ম এই,—এক কথায় কোন দ্রব্যের যথার্থ মূল্য বলিতে চাহে না। এখানকার জুতার দোকানী, কটুবাক্য ব্যতীত কখন মিষ্টালাপ দ্বিধাজা

তাহাদিগকে করিতে দেন নাই। রুদ্রের চাকর জুতা ক্রয় করিতে গেল, কিন্তু কিছুতেই তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত হইল না। কথায় কথায় পরস্পর অত্যন্ত কলহ উপস্থিত হইল। শেষে রাজানুচর বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, তখন দোকানী কোপপরায়ণ হইয়া একপাটি জুতার উপর আর এক পাটি জুতা দ্বারা আঘাত করিতে করিতে পরুষবাক্যে কহিল—"কাঙ্গালের আবার এ সাধ কেন? যা—জুতা ক্রয় করিতে হইবে না।" রুদ্ররায় স্বকর্ণে এই সমস্ত কথা শুনিয়া অনুচরদিগকে আদেশ করিলেন,—"এখনি পাদুকা-বিক্রেতাকে ধরিয়া আন; তাহাকে বিলক্ষণরূপে জুতা মারিয়া ছাড়িয়া দাও।" কিঙ্করেরা প্রভুর আজ্ঞানুসারে তদ্দণ্ডে তাহাই করিল।

ঈদৃশ দণ্ডবিধান অন্য জুতার দোকানীদের অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহারা মহারাজের দুষ্ক্রিয়া জ্ঞাত করিবার উদ্দেশ্যে সত্বর আহত ব্যক্তিকে খাটের উপর শুয়াইয়া নবাবের সমীপে লইয়া গেল। এ দিকে রুদ্ররায় শঙ্কিত হইলেন; নবাব স্বেচ্ছাচারী, কি জানি যদ্যপি যথার্থ অপরাধের বিচার না করেন। সে কারণ তিনিও স্বীয় দোষের দণ্ডস্বরূপ লক্ষ টাকা এবং একখানি পত্র লিখিয়া সারিস্থা খাঁর নিকট আপন অমাত্যকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু যবনপতি নীতি ও সদ্বিবেচনার বহিশ্চর হন নাই। পাদুকাবিক্রেতার সহচরের মুখে তিনি আদ্যোপান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রুদ্ররায়ের সাহসকে মনে মনে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। মহারাজের দূতও তদীয় পত্রখানি নবাবকে দিলেন; তৎপাঠে যবনপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া লিপিখানি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিলেন,—"দেখ, যে ব্যক্তি ভদ্র লোকের অমর্য্যাদা করে, মহারাজ যে তাহাদের শাস্তি দিয়াছেন, তজ্জন্য আমি রুষ্ট নই, বরং আহ্লাদিত হইয়াছি। ঈদৃশ অপরাধে যদ্যপি আমি রুদ্রের দণ্ডবিধান করি, তবে আমার রাজধানীতে কোন ভদ্র লোক বাস করিবেন না এবং তাঁহারা এখানে তিষ্ঠিতেও পারিবেন না; পরন্তু নীচ লোকেরই স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইয়া উঠিবে। অতএব মহারাজ উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন।" এইরূপ আশ্বস্তবাক্যে পরিতুষ্ট করিয়া নবাব রাজামাত্যকে বিদায় দিলেন।

এখন পাঠকের কিছু কিছু বিস্মিতভাব দেখাইতেছে। কেন?—এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেই হয় ত বলিবেন,—"সে বণিকেরা কে? তাহারা কোন্ জাতি?" ক্ষিতীশবংশাবলীতে তাহার কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু বোধ হয় ঐ পাদুকা বিক্রেতৃগণ মুসলমান হইবে। তাহাদের ভরসা ছিল, স্বজাতির

প্রতি উৎপীড়ন হইয়াছে; অতএব নবাবের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলে তিনি রাজাকে কখন অব্যাহতি দিবেন না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তদানীন্তন রাজপুরুষদের মধ্যে ইলবার্ট বিলের বিরোধী কেহই ছিলেন না। জাতি, বর্ণ ও ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকিলেও অপরাধের বিচারের সময় কোন প্রকার ভেদবুদ্ধি থাকিত না। মুসলমান সম্রাটেরা যেমন গুণের উপযুক্ত পুরস্কার করিতেন, যথার্থ গুণবান্ ব্যক্তিকে যেমন রাজ্যের উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে ক্ষুণ্ণ হইতেন না; তদ্রূপ বিচারকালেও তাঁহাদের পক্ষপাতের লেশমাত্র ছিল না। তখন মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিলে প্লীহা বিদীর্ণ হইত না; সে এক সময় গিয়াছে! সে এক সুখের দিন গিয়াছে!—তখন আহত স্থানই ব্যথিত হইত, তখন মৃত্যুর উপযুক্ত কারণেই প্রাণ বিয়োগ ঘটিত। তৎকালে ভারতসন্তান এরূপ রুগ্ন প্লীহা হাতে করিয়া বসিয়া থাকিত না। আজ আমরা ভাগ্যবলে এ রোগের ধন্বন্তরি পাইয়াছি; দেখি, বিধি যদি মুখ তুলিয়া চান, তবে উপযুক্ত লৌহ পট্‌পটি প্রস্তুত হইবে।

সমীকরণ ও নিরস্তিবাদ।

(তৃতীয় প্রস্তাব)

অনেক স্থলে নিরস্তিবাদিদের উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু কার্য্যপ্রণালী যুক্তি ও বিবেচনার বহির্ভূত। যিনি যাবতীয় মানবজাতিকে সমান চক্ষে দেখেন; সমস্ত পৃথিবী একটী গৃহ, সমস্ত মনুষ্য এক পরিবারের লোক; এ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনিই যথার্থ সমদর্শী। আমরা স্ত্রী পুত্র কন্যা ভাই ভগিনী প্রভৃতি সকলকে লইয়া এক পরিবার মধ্যে সুখে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করি। বাড়ীর সমস্ত দ্রব্যে সকলের সমান অধিকার; সকলেই সমান খাই, সমান পরি; কাহারও দুগ্ধসর মিষ্টান্নে পরিচর্য্যা চলিতেছে, কাহারও একসন্ধ্যা শাকান্নও জুটে না; কেহ রত্ন-জড়িত কৌষেয় বসন পরিতেছে, কাহারও ভাগ্যে ছিন্ন বস্ত্রও ঘটে না; এক পারিবারিক লোকের মধ্যে এ পক্ষপাত নাই, অবস্থার ঈদৃশ বৈষম্যও নাই। যেখানে আছে, সে পরিবার অচিরে উৎসন্ন যায়। যে গৃহ এই কুৎসিত দোষে কলঙ্কিত নহে, পৃথিবীতলে তাহাই সুখের নিকেতন। সকলের বিদ্যা বুদ্ধি সমান হয় না, উপার্জ্জন ক্ষমতাও একরূপ হইতে পারে না। কিন্তু সাধ্যানুসারে সকলেই পরিবারের উপকার করিতে সচেষ্ট হন; যাঁহার যেমন ক্ষমতা, তিনি সেইরূপ

উন্নতি করিয়া থাকেন। এক পরিবারে যদ্যপি তিন জন লোক থাকেন; এমন ঘটিতে পারে, কেহ মাসিক পাঁচ শত টাকা উপার্জ্জন করিতেছেন, কেহ পঞ্চাশ টাকা এবং কেহ বা পাঁচ টাকা। কিন্তু একত্রবাসের গুণ এই, ঈদৃশ উপার্জ্জনের বৈষম্য থাকিলেও, কাহারও সুখসচ্ছন্দতার ইতরবিশেষ ঘটে না। যাঁহার মাসিক পাঁচ টাকা আয়, তিনিও যেমন সুখে থাকেন; যাঁহার পাঁচ শত টাকা আয়, তিনিও তদ্রূপ সুখভোগ করেন। পরন্তু এই সকল লোক পৃথক হইয়া পড়িলে অবস্থার বৈষম্য ঘটে। তখন কেহ বা অট্টালিকায় নানাবিধ ভোগসুখে কালযাপন করেন, কেহ পর্ণকুটীরে কষ্টেস্থষ্টে দিন কাটাইতে থাকেন।

নিরস্তিবাদিরা অবস্থার ঈদৃশ বৈষম্য ভালবাসেন না। সাধারণ-তান্ত্র্য বিধি তাঁহাদের অনুমোদিত। সমস্ত পৃথিবী একটী গৃহ, মানবজাতিমাত্রেই এক পারিবারিক লোক। কোন সম্পত্তিতে কাহারও স্বামিত্ব নাই; কাহারও প্রতি কোন ব্যক্তির আধিপত্য নাই। এ সংসারে সকলেই সমসত্ত্বভোগী। ফ্রান্স প্রভৃতি রাজ্যের সাধারণতন্ত্রী লোকদিগের মত এই, যে পৃথিবীর যাবতীয় ব্যক্তি তুল্যরূপে পরিশ্রম করিবে; কেহ সুকোমল শয্যায় সুখে নিদ্রা যাইবে; কাহারও উদয়াস্ত পরিশ্রমের জন্য ললাটের কাল ঘামে ধরণী ভাসিতে থাকিবে; এ ব্যবস্থা কখনই সমাজে স্থান পাইতে পারিবে না। রাজা কে?—রাজত্ব কি? ধনী কে?—কোথা হইতে ধন? এ কাল্পনিক নাম, উপাধি, অধিকার কেবল সাধারণের কষ্টের জন্য; অতএব সেই কষ্টের হেতুকে উন্মূলিত করা চাই। তাঁহারা বলেন, সংসারের সকল লোকে তুল্যরূপ শ্রম করিয়া একস্থানে নিজ নিজ অর্জ্জিত ধন সঞ্চিত করুন, সকলেই তাহা তুল্যরূপে ভোগ করিতে থাকুন। নিরস্তিবাদিদের সে মতও নয়; কোন প্রকার বিধি ব্যবস্থায় বদ্ধ হইতে তাঁহাদের ইচ্ছা নাই। যেমন পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছে, কেহ কাহারও প্রভু নয়, কেহ কাহারও দাস নয়; মনুষ্যজাতিও তদ্রূপ স্বচ্ছন্দচারী হইয়া থাকিবে। কিন্তু পশু পক্ষী ও কীটাদি নিকৃষ্ট জীব; তাহারা পরস্পরকে হিংসা করিয়া থাকে। মনুষ্য হিংসাপরায়ণ হইবে না; মানবজাতির মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃভাব সম্বর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক।

এক্ষণে এই নীতির উপকারিতা কি, বিচার করিয়া দেখা চাই। যদ্যপি পৃথিবীর যাবতীয় লোক সাধারণ-তান্ত্র্য-বিধির আদর করেন এবং সেই ব্যবস্থা-

নুসারে চলিতে থাকেন; তবে সংসারের উন্নতি হইবে, না অবনতি? মূলে উদ্দেশ্য মহৎ; জগতে যেন শোক তাপ ও ক্লেশ না থাকে,—সৌভাগ্যের প্রসন্নমূর্ত্তি সর্ব্বত্র যেন আনন্দে হাসিতে থাকে,—এ ব্যবস্থায় কাহার রুচি নাই? ইহাতে কাহার শ্রদ্ধা নাই? আমরা জানি, আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি,—যাঁহারা আলস্যের সেবক, স্তাবক, উপাসক, তাঁহারাই কুণ্ঠিতচিত্তে এ ব্যবস্থার উপকারিতা মানিবেন না। মানিলে চলে কই? পৈতৃক ধনে ধনবান্, দিব্য দেবসেবা উপলক্ষে বসিয়া ষোড়শোপচারে উদর-তৃপ্তি করিতেছেন; জন্মাবচ্ছিন্নে কখন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালনা করেন নাই; বিধাতা যেমন গড়িয়াছেন, মস্তিষ্ক ঠিক সেই ভাবে আছে। কখন তাহা নাড়িতে চাড়িতে হয় নাই. কখন তাহার স্তর উল্টাইয়া দেখেন নাই। আজ শ্রম করিতে হইবে, সাধারণতান্ত্র্য বিধির পক্ষপূরক হইলে অঙ্গ ঘামাইতে হইবে; সুতরাং তাদৃশ ব্যবহার গৌরবে কোথায়? যদি স্তম্ভটীর মত নিশ্চল ও নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে স্বচ্ছন্দে দিন চলে; দেখ,—যদি ঘটে এমন বুদ্ধি ফলাইতে পার, তবে জগৎশুদ্ধ তোমাকে ক্রোড়ে তুলিয়া দু হাতে আশীর্ব্বাদ করিবে।

আমরা সাধারণতান্ত্র্যের কিছু কিছু নিন্দা করি, কিন্তু আলস্যের দাস হইয়া করি না। এই ব্যবস্থায় শুভ অশুভ এই উভয়বিধ ফলোৎপত্তির সম্ভাবনা, সে কারণ আমরা তন্মতের অনেকটা বিরোধী। একটী বিঘ্ন নিবারণ করিতে গিয়া যদি স্যাং আর পাঁচটীকে ডাকিয়া আনিতে হয়, তবে সে বিধি প্রশস্ত নহে। মনুষ্যদশার উন্নতি ও অবনতি কিসে, তাহার আমূল পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের বাক্যের সারবত্তা স্ফুটতররূপে ব্যক্ত হইয়া পড়িবে।

সাধারণতান্ত্র্যের এক পক্ষে গুণ যেমন, তাহার দোষও আবার অনেক। গুণ এই,—দেখ, এই বিস্তীর্ণ বিপুল বসুমতীর সমস্ত লোকের অবস্থার দিকে চাহিতে হইবে না, কেবল একটী ক্ষুদ্র পল্লীর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, চক্ষের জলে পৃথিবী ভাসিতে থাকিবে। এক আনা লোক সুখসচ্ছন্দতা ভোগ করে, পনর আনা লোকের নিদারুণ কষ্ট। এক আনা লোক বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পায়, পনর আনা লোক উপায়শূন্য। পীড়িত হইলে এক আনা লোকের সুচিকিৎসা হয়, পনর আনা লোকের ঔষধ নাই, পথ্য নাই। এ কি সামান্য অনুশোচনার কথা! ক্ষুধাতুর ব্যক্তি নিকটে থাকিলে

মুখে অন্ন জল উঠে না, অন্তঃকরণে দুর্ব্বিষহ বেদনা উপস্থিত হয়। সে কি!—আমার চারি দিকে পাত্রপূর্ণ চর্ব্ব চূষ্য লেহ্য পেয় সাজান রহিয়াছে; সৌভাগ্য লক্ষ্মী দশভুজা হইয়া নানাবিধ দ্রব্য স্বহস্তে আমার নিকট পরিবেশন করিতেছেন,—আমি ফিরিয়া চাই না; আমার সম্মুখে পশ্চাতে আমার দক্ষিণ দিকে বাম ভাগে—নিরন্ন নিরুপায় কত হতভাগ্য ব্যক্তি জঠর-যন্ত্রণায় হা হা করিতেছে, এক বার ফিরিয়া দেখিয়া দেখি না। আমিই সব, আমার উদরই সর্ব্বস্ব। পরের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লই; কিন্তু নিজের গ্রাস কাহাকেও দিতে পারি না,—বুক ফাটিয়া যায়। পাঠক! এ কদাচার যদি রহিত হয়, তবে কি আহ্লাদ নহে? যে বিধি দ্বারা অবস্থার এ প্রকার বৈষম্য তিরোহিত হয়, তাহাই আমাদের জীবনের বীজমন্ত্র; আমরা সেই মন্ত্রে দীক্ষিত হইব, সেই মন্ত্রের আমরা উপাসনা করিব।

সাধারণতান্ত্রের উদ্দেশ্য এখন মহৎ!—তাহার এখন অসীম গুণ! কিন্তু দোষের কথাও বলি। তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি মাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, এই ব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত লোক সুখ দুঃখের সমান ভাগী হইবে সত্য; কিন্তু সুখোন্নতির চরমসীমা এই খানেই নির্দ্দেশিত হইল। সাংসারিক উন্নতিমার্গে আর কাহাকেও এক পাদও অগ্রসর হইতে হইবে না। এই অর্ণবপোত, বাষ্পপোত, তাড়িতবার্ত্তাবহ প্রভৃতি অদ্ভুত অদ্ভুত আবিষ্ক্রিয়া আজ মনুষ্য জাতির সুখসচ্ছন্দতাবৃদ্ধির কত সহকারী হইয়াছে; পূর্ব্বে সাধারণতান্ত্র্য প্রবর্ত্তিত থাকিলে আজ আমরা এত দূর উন্নতির মুখ দেখিতে পাইতাম না। এই বাষ্পপোতাদির প্রাকৃতিক নিয়ম প্রকৃতিগর্ভেই লুক্কায়িত থাকিত। আবার আজ যদি সাধারণতান্ত্র্যবিধি প্রচলিত হয়, তবে নূতন আবিষ্ক্রিয়া এইখানে বিদায় লইয়া চলিল।

হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত অনেকের কৌতুককর বোধ হইবে। অবস্থার সাম্য রক্ষিত হইলে কি কারণে উন্নতির দ্বার রুদ্ধ হইবে, সহসা তদ্বিষয়ে অনেকেরই সন্দেহ জন্মিতে পারে। কিন্তু এই রহস্যের মর্ম্মভেদ করা কঠিন নহে। মনুষ্যের দশা কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়? অভিনব আবিষ্কারের পথপ্রদর্শক কে? এই সমস্ত তত্ত্বের গূঢ়তা বুঝিয়া দেখিলেই সন্দেহভঞ্জন হইবে। অভাব যাবতীয় আবিষ্ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক, অসুবিধা তাহার প্রসূতি। অভাব ঘটিলেই মনুষ্য তাহার পূরণ করিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়; কার্য্যক্ষেত্রে অসুবিধা ঘটিলে মানুষ তৎপ্রতিবিধানের উপায় ভাবিয়া থাকে। পৃথিবীর আদিম অবস্থায়

প্রকৃতি স্বাভাবিক সজ্জাতে সুসজ্জিত ছিল; এই অট্টালিকা, প্রশস্তরাজপথ, সুরম্য সরোবর কিছুই ছিল না। আজ জলে নৌকাশ্রেণী কেলী করিতেছে, স্থলে দ্রুতগামী শকটাবলী ছুটিয়া যাইতেছে; মানুষ কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে যত অসুবিধা দেখিতেছে, ততই নানাবিধ শিল্প কৌশলের আবিষ্কার হইতেছে।

প্রাণিমাত্রেরই যদ্যপি অভাব ও অসুবিধা বোধ না থাকিত, তবে যত্ন ও কার্য্যের প্রণালী নির্ব্বাচন কেহই করিত না; সুতরাং বুদ্ধির স্ফুটতা অসম্ভব হইত। উচ্চ শাখায় নবীন পল্লব পত্র দেখিলে গো মেষ মহিষ ছাগ সম্মুখের পা তুলিয়া তাহা ভক্ষণ করে। উন্নত ডালে ফল ধরিয়া থাকিলে হরিণেরা শাখায় শৃঙ্গ লাগাইয়া নাড়া দেয়, ভূমিতে ফল পতিত হইলে তখন আহার করিতে থাকে। জলের নিকটে কোন প্রাণীকে চরিতে দেখিলে কুম্ভীর লাঙ্গুল দ্বারা অনেক দূর হইতে বারিরাশি ঠেলিয়া আনে, তৎকর্ত্তৃক নদীতট প্লাবিত হইয়া উঠে; কুম্ভীর তখন বধ্য জন্তুকে অনায়াসে ধরিতে পারে। পশুজাতির বুদ্ধিবিকাশের এইগুলি সামান্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাহারা যত গুরুতর অভাব ও অসুবিধায় পতিত হয়, ততই তাহাদের বুদ্ধি অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া পড়ে। কোন বনে অধিক দিন ধরিয়া এক প্রকার ফাঁদ পাতিলে আর শীকার করা যায় না। মৃগব্য জন্তুরা অভিজ্ঞতা বলে বিপদের আশঙ্কা বুঝিতে পারে, সুতরাং তাহারা সাবধান হয়। মানুষের বুদ্ধি পশুপক্ষী অপেক্ষা অধিক তীক্ষ্ণ: মানুষ মনের ভাব অনায়াসে ব্যক্ত করিতে পারে; সে কারণ তাহার অনুকরণ শক্তিও অধিক প্রবল। মনুষ্যজাতির কোন অভাব ও অসুবিধা ঘটিলে, সকলেই তাহার প্রতিবিধানের উপায় ভাবিতে থাকে। নিয়ত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, যাহার বুদ্ধি অনন্যসাধারণপ্রখরা, সে একটী অভিনব উপায় স্থির করে। তখন অন্যান্য সকলে তাহার অনুকরণ করিয়া লয়; সুতরাং মানবজাতির কোন একটী উন্নতি অচিরাৎ বিস্তৃতি লাভ করে; নীচ জন্তুর সেরূপ হয় না। ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, অবস্থার বৈষম্য এবং অভাব ও অসুবিধার উত্তাড়নাই নূতন নূতন আবিষ্কারের মূল কারণ।

এখন, সাধারণতন্ত্রীদিগের কার্য্য-সূত্র কি, বুঝিয়া দেখুন। সমাজের যাবতীয় লোক একরূপ শ্রম করিবে; সকলেরই অর্জ্জিত ধন এক স্থানে সঞ্চিত থাকিবে। ইতর নাই, ভদ্র নাই; প্রভু নাই, ভৃত্য নাই। সকলেই একরূপ

দ্রব্য খাইবে, একরূপ বস্ত্র পরিধান করিবে; বিদ্যালয়ে সমান শিক্ষা পাইবে। অবস্থার বৈষম্য নাই, অভাবের তাড়না নাই; সুতরাং কেহ কখন অভিনব উন্নতির জন্য যত্ন করিবে না। আবার কোন্ ব্যক্তির কি বিষয়ে বুদ্ধি-স্ফুটিত হইবে, তাহারই বা স্থিরতা কি? সাধারণতান্ত্র্য-ব্যবহার এক প্রকার স্বাধীনতা নাই বলিলেও চলে। সমাজের নিয়মে বদ্ধ হইয়া সকলকে চলিতে হইবে, সে স্থলে স্বাধীনতা কই; এই জন্য নিরস্তিবাদীরা সাধারণতান্ত্রের প্রতি দোষারোপ করেন।

ভারতবাসীর ব্যবসায় জাতিগত; ইহার স্বাধীনতা নাই। শিল্পোন্নতির এই এক প্রধান অবরোধ। কুম্ভকার পুরুষানুক্রমে চক্র ঘুরাইবে, মাটী খুঁড়িবে, মাটী মাখিবে। বুদ্ধি সকলের সমান নয়; এক দিকেও বিকসিত হয় না। জাতিতে কুম্ভকার, কিন্তু কাহারও বুদ্ধি হয় ত স্বর্ণকারের শিল্প চাতুর্য্যে অধিক পটু হইতে পারে। জাতীয়-পরতন্ত্রতা তাহাকে সে ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না। বৈশেষিকতায় সকল কার্য্যে অধিক নিপুণতা জন্মে, সত্য। এক এক জন এক একটী বিশেষ ব্যবসায়ে নিরত থাকিলে, কার্য্যনৈপুণ্য পরিমার্জ্জিত হয়। কিন্তু পুরুষানুক্রমে সকল ব্যক্তির পক্ষে এ ব্যবস্থা খাটিতে পারে না। তজ্জন্য ভারতবর্ষের শিল্পবিকাশ নিতান্ত অল্প।

মানুষের অদৃষ্ট-লিপি ঘটনা-বৈচিত্র্যে চিত্রিত থাকা চাই। যে সংসারে একভাবে কাল কাটাইতেছে, তাহার উন্নতিও নাই অবনতিও নাই। কিন্তু যিনি সংসারে কখন উঠিতেছেন, কখন পড়িতেছেন; বিপদ সাগরে জীবনকে সুখে ভাসাইয়া দিতেছেন; পৃথিবীর উন্নতি তাঁহারই আয়ত্তাধীন। স্থিরভাবে থাকিলে মনুষ্য জীবনের পৌরুষ নাই,—সে ত নিশ্চল পাষাণ স্বরূপ। বিঘ্ন-বিপত্তিতে অঙ্গ ঢালিয়া, পদে পদে বিপদাপন্ন হইয়া; যে অঙ্গ ঝাড়িতে ঝাড়িতে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক মস্তক উত্তোলন করিতে পারে, সেই পুরুষ,—সংসারে তাহারই পুরুষত্ব। কলম্বস্ বুদ্ধিকৌশলে প্রথমে আমেরিকা মহাদ্বীপের অস্তিত্ব নিশ্চিত করিলেন; কিন্তু তাই কি পর্য্যাপ্ত হইল? পাঠক! ইতিহাস খুলিয়া বলুন দেখি, তিনি কোন্ বিপদকে না তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন? কোথায় সে দ্বীপ? কোথায় সে দ্বীপের প্রশস্ত-মার্গ? মনুষ্য চক্ষু কখন তাহা দেখে নাই, তাঁহার কল্পনা-পটেই অঙ্কিত ছিল। এক সাহস ও মত-স্থৈর্য্য ভিন্ন তাঁহার পথ প্রদর্শক কেহই ছিল না। তবু তিনি সাগরকে

গোষ্পদ জ্ঞান করিয়া তরঙ্গের সঙ্গে তুলিতে তুলিতে পশ্চিমাভিমুখ হইলেন। আজ সেই কলম্বসের কল্পনার ফল পৃথিবীর সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতেছে।

আজ এই সুখের বাহন,—বাষ্পশকট, চক্ষু মুদিলে ছ মাসের পথ ছয় দিনে যাইতেছি। প্রথম প্রথম ইহার নির্ম্মাণেও সামান্য বিঘ্ন ঘটে নাই; ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। একবার নয়, কত শত বার পাকস্থলী ফাটিয়া কত লোককে যে দগ্ধ করিয়াছে, তাহার যথার্থ সংখ্যাপাত করিতে হইলে শুভঙ্কর কোথায় থাকেন? লীলাবতী ভাস্করাচার্যকেই গালে হাত দিয়া ভাবিতে হয়! অবস্থার সমতা রক্ষা করিলে, সকলেই সমান সুখ দুঃখের ভাগী হইবে। একজন বিপদে পড়িয়া প্রাণ নষ্ট করিবে, কেহ সিংহাসনে বসিয়া কৌতুক দেখিবে; এ ব্যবস্থা কখন সঙ্গত হইতে পারে না; সুতরাং সাংসারিক উন্নতিও সম্ভবপর নহে। একটী দুঃসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে সকলেই বিরোধ করিবে; সকলেই অন্যকে নিয়োজিত করিতে চেষ্টা পাইবে; স্বয়ং কেহ অগ্রসর হইবে না। এ কি উন্নতি-পথের দুর্ভেদ্য প্রাকার নহে? সে জন্য সাধারণতান্ত্র্য বিধি সংসারের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না।

পাঠক! দেখিয়াছেন, এইবার আমরা কঠিন সমস্যায় পড়িয়াছি। সাধারণতান্ত্র্যবিধি হিতকর হইল না; আবার নিরস্তিবাদিদের মতানুসারে সর্ব্ব-ব্যবহার-বহির্ভূত হইয়া পড়িলেও বিপদ, তবে পৃথিবীতে ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তর পর্য্যন্ত যাবতীয় মনুষ্যজাতি কিসে সুখী হইতে পারে? অধিক সুখ-বিলাস না হউক, অবস্থার সচ্ছলতা চাই। গ্রাসাচ্ছাদনের যাহাতে কষ্ট না থাকে, রোগশোকে যাহাতে যথাবিহিত প্রতীকার হয়; তাহার কি কোন সদুপায় নাই? স্বভাবের নিয়ম এই, ছোট বড় লইয়া সংসার; প্রবল দুর্ব্বলকে নষ্ট করিয়া স্বয়ং হৃষ্টপুষ্ট হইতেছে। বৎসর বৎসর একটী সামান্য বৃক্ষপত্রে কোটী কোটী কীট জন্মে, তাহার কয়টী জীবিত থাকে? সহস্রাংশের এক অংশও নয়। যদি সকলগুলি জীবিত থাকিত, স্বল্প দিনে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইয়া পড়িত; এ জগতে থাকিবার স্থান হইত না। কিন্তু বৃহৎ জন্তু ক্ষুদ্র জন্তুকে ধরিয়া খাইতেছে; প্রবল দুর্ব্বলকে নষ্ট করিতেছে। সংসারের গতিই এই; প্রকৃতির এইরূপ নিয়ম। মনুষ্যজাতির পক্ষেও এত দিন সেই নিয়ম খাটিতেছে। পরাক্রান্ত ব্যক্তি দুর্ব্বলের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লয়; ইহাতেই ধনৈশ্বর্য্য, ইহাতেই তাহার সুখ সম্পত্তি। প্রবলের হস্তে দুর্ব্বল

ব্যক্তি যে কি পর্য্যন্ত উৎপীড়িত হইতেছে এবং তদ্দ্বারা সংসারে যে কিরূপ জাতিক্ষয় হইতেছে, আমরা বারান্তরে তাহার বিস্তারিত পর্য্যালোচনা করিব।

মনুসংহিতা।

অষ্টম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আধেঃ সীমা বালধনং নিক্ষেপোপনিধিঃ স্ত্রিয়ঃ।
রাজস্বং শ্রোত্রিয়স্বঞ্চ ন ভোগেন প্রণশ্যতি ॥ ১৪৯ ॥

বন্ধক, গ্রামাদির সীমা, বালকের ধন, নিক্ষেপ, উপনিধি, দাসী প্রভৃতি, রাজার ধন, শ্রোত্রিয়ের ধন, এ সকল বিষয় অপরে দশবর্ষ ভোগ করিলে স্বত্ব হানি হয় না। কোন পাত্রে কোন দ্রব্য রাখিয়া স্বরূপ ধা পরিমাণ না বলিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়া অপরের নিকট যাহা রাখা যায়,তাহার নাম নিক্ষেপ। উপনিধির লক্ষণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

যঃ স্বামিনাঽননুজ্ঞাতমাধিং ভুঙ্ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
তেনার্দ্ধবৃদ্ধির্মোক্তব্যা তস্য ভোগস্য নিষ্কৃতিঃ ॥ ১৫০ ॥

যে মূর্খ স্বামির অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে গোপনে বন্ধক দ্রব্য উপভোগ করে, তাহার সেই দোষ ক্ষালনার্থ অর্দ্ধেক সুদ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বলপূর্ব্বক উপভোগ করিবার দণ্ড পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

কুসীদবৃদ্ধির্দ্বৈগুণ্যং নাত্যেতি সকৃদাহৃতা।
ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতিক্রামতি পঞ্চতাং ॥ ১৫১ ॥

সুদ যদি একেবারে লওয়া হয়, মূলের দ্বৈগুণ্যের অধিক হইবে না। কিন্তু যদি প্রতিদিন বা প্রতি মাসে গ্রহণ করা হয়, দ্বৈগুণ্যের অধিক হইলে দোষ হয় না। ধান্য, বৃক্ষের ফল, মেষাদি লোম ও বলীবর্দ্দাদি যদি সুদে দেওয়া হয়, চিরকাল থাকিলেও মূলের সহিত পাঁচ গুণের অধিক হইবে না। এটী ধান্যাদি বিষয়ে বিশেষ বিধি হইল।

কৃতানুসারাদধিকা ব্যতিরিক্তা ন সিদ্ধ্যতি।
কুসীদপথমাহুস্তং পঞ্চকং শতমর্হতি ॥ ১৫২ ॥

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণাদি বর্ণভেদে শতকরা দুই তিন প্রভৃতি ক্রমে যে সুদ গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, তদতিরিক্ত সুদ উত্তমর্ণ পাইতে পারিবে না। শূদ্রের

নিকট হইতেই শতকরা পাঁচ টাকা সুদ গ্রহণের বিধি আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট হইতে উহা গৃহীত হইবে না, মন্বাদি শাস্ত্রকারেরা উহাকে কুৎসিত পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কুসীদপথ শব্দের অর্থ এই, কুৎসিত হইতে যে পথটী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

নাতিসাংবৎসরীং বৃদ্ধিং ন চ দৃষ্টাং পুনর্হরেৎ।
চক্রবৃদ্ধিঃ কালবৃদ্ধিঃ কারিতা কায়িকা চ যা॥ ১৫৩॥

আমাকে মাসে মাসে বা দুই মাস অন্তর অথবা তিন মাস অন্তর সুদ দিতে হইবে, উত্তমর্ণ যেখানে এইরূপ নিয়ম করিবে, সেখানে সংবৎসর কাল সেই নিয়মানুসারে সুদ আদায় করিবে; কিন্তু বৎসর অতীত হইলে আর সে নিয়মের অনুসারে সুদ লইতে পারিবে না। আর শাস্ত্রে যে বৃদ্ধি গ্রহণের নিয়ম করা হয় নাই, তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না। যথা—চক্রবৃদ্ধি, কালবৃদ্ধি, কারিতা ও কায়িকা। সুদের সুদকে চক্রবৃদ্ধি বলে। কালবৃদ্ধি শব্দের অর্থ এই, একটী কাল নিয়ম করিয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ যে সুদ গ্রহণ করা হয়। অধমর্ণ বিপদে পড়িয়া যে অতিরিক্ত সুদ স্বীকার করে, তাহাকে কারিতা বৃদ্ধি বলে। আর, বলীবর্দ্দবাহন ও গো দোহানাদি নিয়মে বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা করা হয়, তাহার নাম কায়িকা বৃদ্ধি।

ঋণং দাতুমশক্তোয়ঃ কর্ত্তুমিচ্ছেৎ পুনঃ ক্রিয়াং।
সদত্বা নির্জ্জিতাং বৃদ্ধিং করণং পরিবর্ত্তয়েৎ॥ ১৫৪॥

যে অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিয়া পুনরায় লেখা পড়া করিয়া দিতে চায়, তাহাকে স্বীকৃত সুদ পরিশোধ করিয়া পুনরায় লেখা পড়া করিয়া দিতে হইবে।

অদর্শয়িত্বা তত্রৈব হিরণ্যং পরিবর্ত্তয়েৎ।
যাবতী সম্ভবেৎ বৃদ্ধিস্তাবতীং দাতুমর্হতি॥ ১৫৫॥

যদি সমুদায় সুদ পরিশোধ করিতে না পারে, যত দূর দেওয়া তাহার সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা দিয়া অবশিষ্ট সুদ সেই লেখা পড়ায় তুলিয়া দিবে।

চক্রবৃদ্ধিং সমারূঢ়ো দেশকালব্যবস্থিতঃ।
অতিক্রামন্ দেশকালৌ ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৫৬॥

যদি কেহ দেশ কাল নিয়ম করিয়া শকটাদিবহনের ভাড়া করে, আর তাহা পূরণ করিয়া না দেয়, তাহা হইলে সে সে ভাড়া পাইবে না। যথা—এক শকটবাহ এই নিয়মে ভাড়া স্থির করিল, আমি বারাণসী পর্য্যন্ত তোমার

লবণ লইয়া যাইব; অথবা আমি এক মাস কাল তোমার লবণ বহিয়া দিব, তাহার পর সে সে কাজ করিল না। এরূপ স্থলে সে ভাড়া পাইবে না। মূল মনুবচনে যে চক্রবৃদ্ধি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহার অর্থ চক্রবিশিষ্টের বৃদ্ধি অর্থাৎ শকটাদির ভাড়া।

সমুদ্রযানকুশলাদেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি ॥ ১৫৭ ॥

জলপথ ও স্থলপথ গমনে নিপুণ যে সকল ব্যক্তি ব্যবস্থা করিয়া দেয়, এত দূর বা এতক্ষণ পর্য্যন্ত নৌকা ও শকটাদি দ্বারা দ্রব্যাদি বহন করিলে এত লাভ লওয়া উচিত। তাহাদিগের সেই ব্যবস্থানুসারে লাভ লইবে।

যোযস্য প্রতিভূস্তিষ্ঠেৎ দর্শনায়েহ মানবঃ।
অদর্শয়ন্ স তং তস্য প্রযচ্ছেৎ স্বধনাদৃণং ॥ ১৫৮ ॥

যে ব্যক্তি ঋণগ্রহণকালে দেখাইয়া দিবে বলিয়া অধমর্ণের প্রতিভূ হয়, সে যদি কার্য্যকালে তাহাকে দেখাইয়া দিতে না পারে, তাহাকে নিজের ধন হইতে উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

প্রাতিভাব্যং বৃথাদানমাক্ষিকং সৌরিকঞ্চ যৎ।
দণ্ডশুল্কাবশেষঞ্চ ন পুত্রোদাতুমর্হতি ॥ ১৫৯ ॥

পিতা যে ঋণে প্রতিভূ হন, পরিহাস করিয়া যে ধন দিবেন অঙ্গীকার করেন এবং দ্যূত ক্রীড়া, সুরা, দণ্ড ও শুল্ক নিমিত্ত যে ধন দিবেন বলিয়া স্বীকার করেন, অথবা এতৎসংক্রান্ত কতক ধন দিয়াছেন ও কতক অবশিষ্ট আছে, তত্তৎস্থলে পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সে ধন দিবার দায়ী নহেন।

দর্শনপ্রাতিভাব্যে"তু বিধিঃ স্যাৎপূর্ব্বচোদিতঃ।
দানপ্রতিভুবি প্রেতে দায়াদানপি দাপয়েৎ ॥ ১৬০ ॥

পিতা প্রতিভূ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পুত্র সে ধন দিবার দায়ী নয় এই যে কথা বলা হইল, এটী দর্শনপ্রতিভূ স্থলে। কিন্তু পিতা যেখানে দান প্রতিভূ হইবেন অর্থাৎ মাল জামিন হইবেন, সে স্থলে পিতার মৃত্যুর পর পুত্রাদিকেও সে ধন দান করিতে হইবে।

অদাতরি পুনর্দাতা বিজ্ঞাতপ্রকৃতাবৃণং।
পশ্চাৎ প্রতিভুবি প্রেতে পরীপ্সেৎ কেন হেতুনা ॥ ১৬১ ॥
নিরাদিষ্টধনশ্চেত্তু প্রতিভূঃ স্যাদলন্ধনঃ।
স্বধনাদেব তদ্দদ্যান্নিরাদিষ্ট ইতি স্থিতিঃ ॥ ১৬২ ॥

দান প্রতিভূর (মাল জামিনের) মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র ঋণ দিবে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; কিন্তু দর্শনপ্রতিভূ বা প্রত্যয়প্রতিভূর (হাজির জামিনের) মৃত্যু হইলে তাহার পুত্রকে উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিতে হয় না। কিন্তু যে স্থলে অধমর্ণ আপনার দেয় ঋণ দর্শনপ্রতিভূ বা প্রত্যয়প্রতিভূর নিকট রাখিয়া যাইবে, সে স্থলে ঐ দর্শন প্রতিভূর পুত্রকে নিজ ধন হইতে উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে।

মত্তোন্মত্তার্ত্তাধ্যধীনৈর্বালেন স্থবিরেণ বা।
অসংবদ্ধকৃতশ্চৈব ব্যবহারোন সিদ্ধ্যতি ॥ ১৬৩ ॥

মদ্যাদি পান দ্বারা মত্ত, উন্মত্ত, ব্যাধিপীড়িত, অধীন, বালক, বৃদ্ধ, এবং যাহার সহিত কোন প্রকার সম্পর্ক নাই, এরূপ লোকে যদি ঋণাদি ঘটিত কোন কার্য্য করে, তাহা সিদ্ধ হইবে না।

সত্যা ন ভাষা ভবতি যদ্যপি স্যাৎ প্রতিষ্ঠিতা।
বহিশ্চেদ্ভাষ্যতে ধর্ম্মান্নিয়তাদ্ব্যবহারিকাৎ ॥ ১৬৪ ॥

অর্থীর অভিযোগের বিষয় লেখ্যাদির দ্বারা স্থিরীকৃত হইলেও যদি তাহা শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম অথবা পরম্পরা প্রচলিত সদ্ব্যবহারের বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে মকদ্দমা চলিবে না।

যোগাধমনবিক্রীতং যোগদানপ্রতিগ্রহং।
যত্র বাপ্যুপধিম্পশ্যেত্তৎ সর্ব্বং বিনিবর্ত্তয়েৎ ॥ ১৬৫ ॥

যদি বন্ধক, বিক্রয়, দান, প্রতিগ্রহাদি কার্য্যে কোন প্রকার ছল থাকে, অথবা নিক্ষেপাদি স্থলে যদি কোন প্রকার ছল জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহা সিদ্ধ হইবে না। অর্থাৎ বাস্তবিক বন্ধক বিক্রয়াদি কার্য্য হয় নাই, অথচ বাদী বলিল হইয়াছে, তাহা প্রকাশ হইলে পর সে মকদ্দমা চলিবে না।

গ্রহীতা যদি নষ্টঃ স্যাৎ কুটুম্বার্থে কৃতো ব্যয়ঃ।
দাতব্যং বান্ধবৈস্তৎ স্যাৎ প্রবিভক্তৈরপি স্বতঃ ॥ ১৬৬ ॥

ঋণগ্রহীতার মৃত্যুর পর, তিনি পরিবারের ভরণ পোষণার্থ ঋণ করিয়াছিলেন, যদি এরূপ প্রমাণ হয়, তাহা হইলে দায়াদগণ বিভক্ত হইলেও তাহাদিগকে সেই ঋণ দিতে হইবে।

কুটুম্বার্থেঽধ্যধীনোঽপি ব্যবহারং যমাচরেৎ।
স্বদেশে বা বিদেশে বা তং জ্যায়ান্ন বিচালয়েৎ ॥ ১৬৭ ॥

উপরে বলা হইয়াছে, অধীন ব্যক্তি স্বামীর নিমিত্ত ঋণদানাদি কার্য্য করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। এক্ষণে বলা হইতেছে, স্বামী স্বদেশেই থাকুন আর বিদেশেই গমন করুন, দাসও যদি তাঁহার পরিবারের ভরণ পোষণার্থ ঋণদানাদি কার্য্য করে, স্বামী তাহার অন্যথা করিবেন না। অর্থাৎ তাহা সুসিদ্ধ হইবে।

বলাদ্দত্তং বলাদ্ভুক্তং বলাৎ যচ্চাপি লেখিতং।
সর্ব্বান্ বলকৃতানর্থানকৃতান্মনুরব্রবীৎ॥ ১৬৮॥

অন্যের বলহেতু যদি কিছু দেওয়া হইয়া থাকে, বলপূর্ব্বক কেহ যদি ভূম্যাদি ভোগ করিয়া থাকে, চক্রবৃদ্ধি প্রভৃতি নিষিদ্ধ সুদ যদি কেহ বলপূর্ব্বক লইয়া থাকে, তাহা অসিদ্ধ হইবেক। অন্য কথা কি যে কোন কার্য্য হউক বলপূর্ব্বক সম্পাদিত হইলে মনু তাহা অসম্পাদিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ বলকৃত কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে না।

ত্রয়ঃ পরার্থে ক্লিশ্যন্তি সাক্ষিণঃ প্রতিভূঃ কুলং।
চত্বারস্তূপচীয়ন্তে বিপ্রআঢ্যোবণিঙ্‌ নৃপঃ॥ ১৬৯॥

সাক্ষী, প্রতিভূ, কুল এই তিন ধর্ম্মার্থ ব্যবহার কার্য্যে পরের নিমিত্ত ক্লেশ অনুভব করে। অতএব বলপূর্ব্বক সাক্ষ্য দেওয়ান, জামিন দেওয়ান, অথবা মকদ্দমা করান উচিত নয়। ব্রাহ্মণ, উত্তমর্ণ, বণিক আর রাজা এই চারি জন পরার্থ কার্য্য করিয়া ধন লাভ করেন। অতএব ইহাদিগকেও বলপূর্ব্বক কার্য্য করান উচিত নয়। উপরে বলপূর্ব্বক কার্য্য করাইবার বিষয়ে যে নিষেধ করা হইয়াছে, এটী তাহার বিস্তার মাত্র। কুল শব্দে শ্রেণীগণাদি বুঝাইবে। তাহাদিগের স্ব স্ব শ্রেণী ও স্ব স্ব গণের মকদ্দমা করিবার প্রথা আছে। কিন্তু বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে করাইবেন না। ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহে ধন লাভ হয়; কিন্তু তিনি বলপূর্ব্বক দাতাকে দান করাইবেন না। উত্তমর্ণের ঋণ-দান করিয়া লাভ হয়, কিন্তু তিনি বলপূর্ব্বক কাহাকেও ঋণ গ্রহণ করাইবেন না। বণিক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া লাভভাগী হন, কিন্তু তিনি বলপূর্ব্বক কাহাকেও দ্রব্য ক্রয় করাইবেন না। মকদ্দমা করিয়া রাজার লাভ আছে, কিন্তু তিনি বলপূর্ব্বক কাহাকেও মকদ্দমায় প্রবর্ত্তিত করিবেন না।

অনাদেয়ং নাদদীত পরিক্ষীণোপি পার্থিবঃ।
নচাদেয়ং সমৃদ্ধোপি সূক্ষ্মমপ্যর্থমুৎসৃজেৎ॥ ১৭০॥

রাজার ভাণ্ডারে যদি ধন না থাকে, তাহা হইলেও তিনি কাহারও নিকট

হইতে নিষিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিবেন না। আর যদি তিনি সমৃদ্ধি সম্পন্ন হন তাহা হইলেও আপনার ন্যায্য প্রাপ্য অর্থ সামান্য হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিবেন না।

অনাদেয়স্য চাদানাদাদেয়স্য চ বর্জ্জনাৎ।
দৌর্ব্বল্যং খ্যাপ্যতে রাজ্ঞঃ স প্রেত্যেহ চ নশ্যতি ॥ ১৭১ ॥

রাজা যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করেন এবং শাস্ত্রীয় আপনার প্রাপ্য অর্থ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে পুরবাসিরা তাঁহাকে অন্যায়কারী ও অক্ষম বলিয়া ঘোষণা করিয়া দেয়। অতএব তাঁহার ন্যায্য প্রাপ্য অর্থ পরিত্যাগ করা ও অন্যায্য অর্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। ন্যায্য অর্থ গ্রহণ না করিলে লোকে অযশ হয় এবং অন্যায্য অর্থ গ্রহণ করিলে মৃত্যুর পর নরক গমন হইয়া থাকে। এ বচনটী পূর্ব্ব বচনের হেতুবাদ স্বরূপ।

স্বাদানাদ্বর্ণসংসর্গাত্ত্ববলানাঞ্চ রক্ষণাৎ।
বলং সংজায়তে রাজ্ঞঃ স প্রেত্যেহ চ বর্দ্ধতে ॥ ১৭২ ॥

ন্যায্য ধন গ্রহণ, স্বজাতীয়ের সহিত শাস্ত্রীয় বিবাহাদি সম্বন্ধ এবং বলবা প্রজার উপদ্রব হইতে দুর্ব্বল প্রজার রক্ষা, এই কয়েকটী কার্য্য দ্বারা রাজার ক্ষমতা প্রকাশ হয় এবং তিনি ইহ লোকে ও পরলোকে উন্নতি লাভ করেন।

তস্মাৎ যমইব স্বামী স্বয়ং হিত্বা প্রিয়াপ্রিয়ে।
বর্ত্তেত যাম্যয়া বৃত্ত্যা জিতক্রোধোজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৭৩ ॥

অতএব রাজা যমের ন্যায় জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া আপনার প্রিয়াপ্রিয় গণনা পরিত্যাগ করিয়া সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিবেন। যমেব উপমা দ্বারা এই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, যম যেমন নিজ কার্য্য সম্পাদনকালে প্রিয়াপ্রিয় বিবেচনা করেন না, সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করেন রাজাও সেইরূপ করিবেন। অর্থাৎ যমের যেমন কেহ প্রিয় কেহ অপ্রিয় নাই, রাজারও সেইরূপ প্রিয়াপ্রিয় বিবেচনা না থাকা উচিত।

যস্ত্বধর্ম্মেণ কার্য্যাণি মোহাৎ কুর্য্যান্নরাধিপঃ।
অচিরাত্তং দুরাত্মানং বশে কুর্ব্বন্তি শত্রবঃ ॥ ১৭৪ ॥

যে রাজা লোভাদির বশীভূত হইয়া অন্যায়রূপে ব্যবহার দর্শনাদি কার্য্য করেন, অল্পকাল মধ্যে তাঁহার প্রতি প্রজার বিরাগ উৎপন্ন হয়, অতএব শত্রুরা তাঁহাকে পরাভব করে।

কামক্রোধৌ তু সংযম্য যোঽর্থান্ ধর্ম্মেণ পশ্যতি।

প্রজাস্তমনুবর্ত্তন্তে সমুদ্রমিব সিন্ধবঃ ॥ ১৭৫ ॥

যে রাজা রাগদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া ন্যায়ানুসারে ব্যবহার দর্শনাদি কার্য্য করেন, যেমন নদী সকল সমুদ্রের অনুগমন করে, প্রজারাও তেমনি তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে। অর্থাৎ নদী সকল যেমন সমুদ্রগত হইয়া তাহার সহিত এক হইয়া যায়, প্রজারাও তেমনি ধার্ম্মিক রাজার অনুগত হইয়া তাঁহার সহিত একভাবাপন্ন হয়।

যঃ সাধয়ন্তং ছন্দেন বেদয়েদ্ধনিকং নৃপে।
স রাজ্ঞা তচ্চতুর্ভাগন্দাপ্যস্তস্য চ তদ্ধনং ॥ ১৭৬

উত্তমর্ণ আপনার ইচ্ছানুসারে ঋণ আদায় করিবার চেষ্টা পাইলে যে অধমর্ণ আমি রাজার প্রিয় এই ভাবিয়া গর্ব্বিত হইয়া সেই কথা রাজগোচর করে, রাজা সেই ঋণের চতুর্থ ভাগ তাহার দণ্ড করিবেন এবং সেই ধন উত্তমর্ণকে দেওয়াইবেন।

কর্ম্মণাপি সমং কুর্য্যাদ্ধনিকায়াধমর্ণিকঃ।
সমোঽবকৃষ্টজাতিস্তু দদ্যাশ্রেয়াংস্তু তচ্ছনৈঃ ॥ ১৭৭ ॥

অধমর্ণ যদি উত্তমর্ণের সমানজাতীয় অথবা তাহা হইতে নিকৃষ্টজাতীয় হয়, আর যদি তাহার ঋণ পরিশোধের যোগ্য অর্থ না থাকে তাহা হইলে তাহাকে তাহার জাতির অনুরূপ কর্ম্ম করাইয়া লইবে। আর যদি অধমর্ণ উৎকৃষ্টজাতীয় হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট হইতে ক্রমে ক্রমে ধন আদায় করিয়া লইবে, তাহাকে কর্ম্ম করাইবে না।

অনেন বিধিনা রাজা মিথোবিবদতাং নৃণাম্।
সাক্ষিপ্রত্যয়সিদ্ধানি কার্য্যাণি সমতান্নয়েৎ ॥ ১৭৮ ॥

রাজা উক্ত প্রকারে ঋণদানাদি লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছে যে প্রজাগণ তাহাদিগের মকদ্দমার সাক্ষী প্রভৃতি প্রমাণ লইয়া শেষ করিয়া দিবেন।

কুলজে বৃত্তসম্পন্নে ধর্ম্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।
মহাপক্ষে ধনিন্যার্ষ্যে নিক্ষেপন্নিক্ষিপেদ্বুধঃ ॥ ১৭৯ ॥

সৎকুলজাত, সদাচারসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ সত্যবাদী, বহুপুত্রাদিপরিজনসম্পন্ন সরলস্বভাব এমন ব্যক্তির নিকটে ধন গচ্ছাইয়া রাখিবে। এরূপ ব্যক্তির নিকটে গচ্ছাইয়া রাখিলে তাহার অপলাপাদি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

যোযথা নিক্ষিপেদ্ধস্তে যমর্থং যস্য মানবঃ।

স তথৈব গ্রহীতব্যোযথা দায়স্তথা গ্রহঃ ॥ ১৮০ ॥

যে ব্যক্তি যেরূপে যাহার হস্তে ধন গচ্ছাইয়া রাখিবে, সে সেইরূপেই তাহা গ্রহণ করিবে। যেমন দেওয়া তেমনি লওয়া। ইঁহার তাৎপর্য্যার্থ এই যদি কোন ব্যক্তি কতকগুলি ধন কোন একটী পাত্রে রাখিয়া তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া তাহা কোন ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করে, প্রতিগ্রহণ কালে সেইরূপ মুদ্রাঙ্কিত সেইরূপ পাত্র পূর্ণ গচ্ছিত ধন গ্রহণ করিবে। নিক্ষেপকর্ত্তা তখন এ কথা বলিতে পারিবে না, আমি পাত্র খুলিয়া দিতেছি তুমি গণিয়া অথবা ওজন করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেও। এ কথা বলিলে সে দণ্ডনীয় হইবে। অর্থাৎ যে ভাবে গচ্ছাইবে সেই ভাবে লইবে।

যোনিক্ষেপং যাচ্যমানোনিক্ষেপ্তুর্ন প্রযচ্ছতি।
স যাচ্যঃ প্রাড়্বিবাকেন তন্নিক্ষেপ্তুরসন্নিধৌ ॥ ১৮১ ॥

নিক্ষেপকর্ত্তা যাহার নিকটে ধন গচ্ছাইয়া রাখে, তাহার নিকটে সেই গচ্ছিত ধন প্রার্থনা করিলে যদি সে তাহা না দেয়, নিক্ষেপকর্ত্তা বিচারপতিকে সেই বিষয় জানাইবে। বিচারকর্ত্তা নিক্ষেপকর্ত্তার অসমক্ষে নিক্ষেপধারীর নিকট হইতে তাহা আদায় করিবার চেষ্টা করিবেন।

বিচারপতি যেরূপে আদায় করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা বলা হইতেছে।

সাক্ষ্যভাবে প্রণিধিভির্ব্বয়োরূপসমন্বিতৈঃ।
অপদেশৈশ্চ সংন্যস্য হিরণ্যন্তস্য তত্ত্বতঃ ॥ ১৮২ ॥

নিক্ষেপের যদি সাক্ষী না থাকে, তাহা হইলে বিচারপতি বয়স্থ ও রূপবান চারপুরুষ দ্বারা সেই নিক্ষেপধারীর নিকটে হিরণ্যাদি কোন দ্রব্য গচ্ছাইবেন। তাহার পর বিচারপতি নিক্ষেপধারীর নিকটে চার-পুরুষ নিক্ষিপ্ত সুবর্ণ প্রার্থনা করিবেন।

স যদি প্রতিপদ্যেত যথান্যস্তং যথাকৃতং।
ন তত্র বিদ্যতে কিঞ্চিদ্যৎপরৈরভিযুজ্যতে ॥ ১৮৩ ॥

সেই নিক্ষেপধারী চারপুরুষকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত অর্থ যদি স্বীকার করে, তাহা হইলে এই বুঝিতে হইবে যে, পূর্ব্ব নিক্ষেপকর্ত্তা বিচারতির নিকটে যে বিষয় জানাইয়াছিল, তাহা মিথ্যা।

তেষান্ন দদ্যাৎ যদি তু তদ্ধিরণ্যং যথাবিধি।
উভৌ নিগৃহ্য দাপ্যঃ স্যাদিতি ধর্ম্মস্য ধারণা ॥ ১৮৪ ॥

আর যদি সেই নিক্ষেপধারী চারপুরুষদিগের নিক্ষিপ্ত অর্থ না দেয়,

তাহা হইলে বিচারপতি সেই পূর্ব্ব নিক্ষেপকর্ত্তার নিক্ষিপ্ত অর্থ এবং চার পুরুষদিগের নিক্ষিপ্ত অর্থ উভয় দেওয়াইবেন, ধর্ম্মের এই নিয়ম।

সাধিলেই সিদ্ধি।

তৃতীয় অঙ্ক।

নীলরত্নের প্রবেশ।

নীল। এ কি! পূর্ব্ব দিকে কে আগুন লাগাইয়া দিল? দিক্ ত দাহ্য পদার্থ নয়; এ ত জ্বলে না; এ যে শূন্য পদার্থ; আমরা কেবল কল্পনাবলে শূন্যের পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ উত্তর এই নাম দিয়াছি। কেবল পূর্ব্ব দিকে নয়, চতুর্দ্দিকেই আগুন লাগিয়াছে দেখিতেছি। আমার কি ভ্রম হইতেছে? ভ্রমই বা কিরূপে বলিব? ধূঁয়া উঠিতেছে দেখিতে পাইতেছি। অগ্নি বিনা ধূম উত্থিত হইবার সম্ভাবনা কি? (ঊর্দ্ধ দিকে নিরীক্ষণ করিয়া) ওঃ বেলা যে অনেক হইয়াছে দেব দিবাকর একচক্র রথে সপ্ত অশ্ব যোগ করিয়া নভঃপ্রদেশের মধ্যভাগে উপনীত হইয়াছেন। সূর্য্যের কিরণ এমন তীক্ষ্ণ, আমি পূর্ব্বে কখন অনুভব করি নাই। নাম সহস্রাংশু, কর্ত্তব্যেও সহস্রাংশু; এককালে সহস্র সহস্র অগ্নিময় কিরণ বর্ষণ করিয়া আমাকে যে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। দিননাথ! আমি আপনার নিকটে কি অপরাধ করিয়াছি? আপনি কি কিরণরূপ অগ্নি দ্বারা আমার দেহ দগ্ধ করিয়া আমার পিতৃ আজ্ঞা অবহেলন জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছেন? হায়!

আমি অতি নরাধম।
যাঁহা হতে লভিনু জনম॥
সেই পরাৎ পর গুরু, দয়ামায়া কল্পতরু
তাঁর বাক্য করিনু হেলন।
আমা সম পাপাচার, বল কেবা আছে আর
এমন অকৃতী অভাজন॥
এ দৃষ্টান্ত নিরখিয়া, এ দৃষ্টান্ত সুমরিয়া
কে করিবে পুত্রের কামনা।
এ হেন সন্তান হতে, সুখ নাহি কোন মতে
সংসারের কেবল যাতনা॥

আমি এ কোথায় আসিলাম, সেই দুই প্রহর রাত্রি হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি, কত পথ চলিলাম, কোথায় উপস্থিত হইলাম, কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। নৈয়ায়িকেরা যথার্থ কহিয়াছেন, মনের ইন্দ্রিয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সহিত যোগ না হইলে কোন পদার্থের জ্ঞান হয় না। আমার মন এতক্ষণ মনের স্থানে ছিল না, সুতরাং বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। অতএব আমি কোথায় আসিয়াছি তাহা আমি কিরূপে জানিব। যাহা হউক, এখন কি করি, কোথায় যাই। গ্রীষ্ম ত দারুণ। গ্রীষ্ম প্রভাবে পশুপক্ষিপ্রভৃতি ছায়া আশ্রয় করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। বোধ হইতেছে যেন শরীর মধ্যে যে দুঃসহ তাপ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা মুখব্যাদান ও নিশ্বাস দ্বারা নিঃসারিত করিতেছে। সকলেই নিঃশব্দ ও নিস্তব্ধ। অনুমান হইতেছে উহারা নিজ নিজ স্বর বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মের মহিমা কি এইরূপ যে স্মৃতি ভ্রংশহইয়া যায়?

হরশঙ্করের প্রবেশ।

হর। এ লোকটা কে? একাকী এই মধ্যাহ্ন কালের রৌদ্রে অনাবৃত স্থানে দাঁড়াইয়া কি বকিতেছে? লোকটা কি পাগল? ইহাতে ক্ষিপ্তের ত অনেক চিহ্ন দেখিতেছি। দৃষ্টির ত কোন বিষয়গ্রাহিণী শক্তি নাই; ইতস্ততঃ ফেল ফেল করিয়া চাহিতেছে। মনও ব্যাকুল, কোন একটী বিষয়ে নিবিষ্ট নয়। গতি চঞ্চল, বেশ বিশৃঙ্খল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দেখি দেখি লোকটা কে? এ যে নীলরতন। আমার শৈশবসুহৃদ। আমি ছেলেবেলায় ইহাকে বড় ভাল বাসিতাম। যে কারণে ভাল বাসিতে হয়, ইহাতে তাহা আছে। গুণই ভাল বাসিবার প্রধান কারণ। ইহার সেই সরলভাব এখনও আমার মনে জাগরূক হইয়া আছে। ইহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার বিষয় স্মরণ করিলে এখনও চিত্ত চমৎকৃত হয়। চন্দ্রে মলা আছে। কিন্তু ইহার বুদ্ধিতে মলা নাই। ইহার বুদ্ধির অগ্রে কুশের অগ্রভাগেরও স্থূলতা প্রতীয়মান হয়। এমন উদার স্বভাব কাহারও দেখি নাই, সকলেই আত্মীয়, সকলেই ভ্রাতার ন্যায় স্নেহপাত্র। ইহার একটী অসামান্য গুণ এই, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা। বহু বিচারের পর যে বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হয়, তাহা হইতে কেহই ইহাকে বিচলিত করিতে পারে না। যাই ইহার সহিত দেখা করি। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) কেও নীলরতন! তুমি এখানে কেন?

নীল। কে ভাই হরশঙ্কর! বিধাতা অনুকূল হইয়া কি আমার এই বিপদ সময়ে তোমাকে আনিয়া জুটাইয়া দিলেন? সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তি কাষ্ঠফলকের আশ্রয় পাইয়া যেরূপ আনন্দিত হয়, তোমাকে পাইয়া আমার মন তেমনি হইতেছে।

হর। (উদ্বিগ্ন ভাবে) তোমার বিপদ কি? তোমার বাটীর কি কোন অমঙ্গল? তোমার পিতা মাতা কোথায়? তুমি এখানে এ অবস্থায় কেন? শীঘ্র বল, হস্তী যেমন কমলকে মূল হইতে উৎপাটিত করে, প্রবল উদ্বেগ তেমনি আমার হৃদয়কে মূল স্থান হইতে উৎপাটিত করিতেছে।

নীল। আমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। তুমি পঞ্চতপার কথা শুনিয়াছ, আমার সহস্রতপা হইতেছে। শরীরের অভ্যন্তরে অনুতাপ-বহ্নি সহস্র শিখায় শিরায় শিরায় দগ্ধ করিতেছে, এ দিকে বাহিরে সহস্র-কিরণের অগ্নিময় সহস্র কিরণে শরীরের বহির্ভাগকে পরলে পরলে পোড়াই তেছে। অকৃতজ্ঞ সন্তানের পাপের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত হওয়াই উচিত। চল ছায়া আশ্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করি।

হর। অদূরে ঐ যে উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গটী দেখিতে পাইতেছ, উহা একটী অতি রমণীয় পর্ব্বত। বোধ হয় বিধাতা যেন লোকলোচনের সার্থকতা সম্পাদন নিমিত্ত নানাজাতীয় শোভারাশি পর্ব্বতরূপে একত্র বিন্যস্ত করিয়াছেন। তোমার হৃদয় যে এত তাপিত, উহার বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্ষণমাত্রে শীতল হইয়া যাইবে। স্থানে গমন করিলে কেবল এক মাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি নয়, সমুদায় ইন্দ্রিয়ই অমৃতসিক্ত হইয়া পরিতৃপ্ত হইবে। উহার উপত্যকায় একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইতেছে। তাহার কুলু কুলু ধ্বনি কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে নিদ্রা আর দূরবর্ত্তিনী থাকে না। যিনি এক বার ঐ মধুর শব্দ শ্রবণ করেন, তাঁহার বোধ হয় বিধি যে কর্ণের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আজ সার্থক হইল। সেখানকার বায়ুর ত্বগিন্দ্রিয়ে স্পর্শ হইল বোধ হইতে থাকে, বিধাতার এ এক অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি। ঐ নদীর ধারে ধারে যে বৃক্ষশ্রেণী আছে, তাহাতে নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া ঐ স্থানটীকে গন্ধে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে। তথায় ফলবৃক্ষও অসংখ্য। তাহার অমৃতস্বাদু ফলের আস্বাদন রসনা কখন বিস্মৃত হইতে পারে না। ঐ স্থানটী আতপ-তাপিত পথিকগণের উৎকৃষ্ট বিশ্রাম স্থল। চল ঐ স্থানে গেলে সমুদায় কষ্টের অবসান হইবে।

(উভয়ের তথায় গমন ও শিলাতলে উপবেশন।)

নীল। কি আশ্চর্য্য! উপবেশনমাত্র সমুদায় সন্তাপ দূর হইল, বাহিরের সন্তাপ দূরে গেল বটে, কিন্তু অন্তরের সন্তাপ দূর হইবার নয়। এরূপ সহস্র নদী, সহস্র বৃক্ষ, সহস্র পর্ব্বত যদি আমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করে, তথাপি সে সন্তাপের শান্তি হইবে না।

হর। ভাই! তোমার এত দুঃখ কি, আমি তাহার কণ মাত্রেরই অনুমান করিতে পারিতেছি না, আমার নিকটে ভাঙ্গিয়া বল, আমি যদি তাহার প্রতীকার করিতে না পারি; তথাপি আমার নিকটে ব্যক্ত করিলে তোমার দুঃখের অনেক লাঘব হইবে সন্দেহ নাই। যে কোন মনোবেদনা হউক, সমস্থখদুঃখ স্নেহবান্ প্রিয়জনের নিকটে ব্যক্ত করা না যায় এমন কিছুই নাই; অতএব তুমি বল দ্বৈধ করিও না।

নীল। তোমার নিকটে অকথ্য আমার এমন কোন কথাই নাই; তোমার নিকটে গোপন করিতে হয় এমন বিষয়ও নাই। জুয়ারের সময় নদীজল যেমন আলোড়িত হয়, তেমনি আমার হৃদয় আলোড়িত হইতেছে। পরস্পর আঘাতকারী তরঙ্গমালার ন্যায় বিপরীত ভাবতরঙ্গ আমার হৃদয়কে উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। আজও আমার পড়া শুনা শেষ হয় নাই; দুই পয়সা উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা হয় নাই, ইহার মধ্যে পিতা এক বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়া আমাকে বিবাহ করিতে বলেন, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা আছে লেখা পড়া না শিখিয়া উপার্জ্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিব না। সুতরাং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কাপুরুষের লক্ষণ এই ভাবিয়া আমি পিতার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম, পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে কৃতবিদ্য ও কার্য্যক্ষম না হইয়া কেহ দারপরিগ্রহ করিতেন না, এই রীতি ছিল। এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারি আশ্রমের বিধান করিয়া গিয়াছেন। মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণের কৃত সংহিতায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন বর্ণের উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্যকাল নির্ণীত রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যাশিক্ষার কাল, বেদাধ্যয়ন সমাপ্তির পর গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের বিধি আছে। পূর্ব্বকার লোকেরা এই বিধি অনুসারে চলিতেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা সুখী হইতেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদের সন্তানগণ বলবীর্য্যশালী হইত, এখন সে বিধি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। আমাদের গ্রহবৈগুণ্য ঘটিয়া সাংসারিক সুখের বিপুল ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে। এইরূপে

তাঁহাকে অনেক বুঝাইলাম, তিনি কোন কথাই শুনিলেন না। বারম্বার আমাকে জিদ্ করিলেন, আমি পুনঃ পুনঃ অস্বীকার করিলাম। শেষে তিনি কুপিত হইয়া অবমানিত করিয়া আমাকে বাটী হইতে দূর করিয়া দিলেন। (এই কথা কহিয়া নীলরত্ন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন)।

(একজন পথিকের প্রবেশ ও অন্যতর শিলাতলে উপবেশন।)

হর। ভাই তুমি এত কাতর হইতেছ কেন? তুমি কোন অন্যায়কার্য্যে প্রবৃত্ত হও নাই। পিতাকে বুঝাইলে তিনি কোন ক্রমে বুঝিলেন না। তাহাতে তোমার অপরাধ কি? বাল্য-বিবাহ এ দেশের অনর্থের একটী প্রধান মূল, উহা উন্নতির অতিশয় প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। উপার্জ্জন ক্ষমতা না জন্মিলে বিবাহ করিলে সংসার সুখের হয় না। এই কারণে আমি এ দেশের অধিকাংশ লোককে সুখী দেখিতে পাই না। কিরূপেই বা সে সুখ হইবে? সুখের সামগ্রী ও ভোগ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিতে না পারিলে সুখ হইবার সম্ভাবনা কি? যে ব্যক্তির উপার্জ্জন ক্ষমতা জন্মিবার পূর্ব্বে বিবাহ হয়, তাহার পরিবার ভরণ পোষণের ক্ষমতা থাকে না! তাদৃশ ব্যক্তির সন্তান সন্ততিরও অপ্রতুল হয় না। সেই সকল পুত্র কন্যাদির যথাবিধি প্রতিপালন ও লেখা পড়া শিক্ষা কিছুই হয় না। তাদৃশ অবস্থায় সংসার যে কেবল বিষময় হয় এরূপ নয়, ক্রমে ক্ষয়দশা উপস্থিত হইতে থাকে। অতএব তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। যে পর্য্যন্ত দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সঞ্চয়শীল হইতে না পার, সে পর্য্যন্ত বিবাহ করিও না।

পথিক। বাবুজি যা কবে, আমাকে বলবেন আমি আলো ধরবো। কিন্তু এক টাকা রোজ দিতে হবাক!

হর। (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) তাই হবে এখন একটু বোসো তোমার সহিত পরে কথাবার্ত্তা হবে।

নীল। ভাই! আমি কাতর হইতেছি তাহার কারণ এই, বাল্যকালের কথাটা একবার স্মরণ করিয়া দেখ দেখি। আমরা যখন শৈশবাস্থায় ছিলাম, হাত পা তুলিবার ক্ষমতা ছিল না, মাতৃস্তন্য বিনা জীবনধারণের অন্য উপায় ছিল না, তখন মাতা কত কষ্ট পাইয়া প্রতিপালন করিয়াছেন, পিতা কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া ভরণপোষণ করিয়াছেন এবং লেখা পড়া শিখাইয়াছেন। তাঁহাদের মনে আশা ছিল, আমা হইতে সুখী হইবেন। সুখী হওয়া দূরে থাক, আমার অবাধ্যতা হেতু কত মনোবেদনা পাইলেন। আমি

বাটীর বাহির হইয়া আসাতে তাঁহারা চিন্তানলে দগ্ধ হইতেছেন সন্দেহ নাই। এই কি সৎপুত্রের কাজ? এই কি কৃতজ্ঞের কাজ? এ দিকে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন। আমি তাঁহাদের চিত্তরঞ্জনার্থ কিরূপে কর্ত্তব্য পথ পরিত্যাগ করি, কিরূপেই বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করি, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কাপুরুষের কাজ। এই সঙ্কটে পড়িয়া আমার মন পুটপাকস্থ দ্রব্যের ন্যায় দগ্ধ ও ব্যাকুল হইতেছে।

পথিক। আমগার প্যাঁজ, ওসন ও হলদির খ্যাত আছে। বাবুজি তোমাদের ব্যাতে যত মসলা লাগবে সব মুই দ্যাবো।

হর। (হাসিয়া) আমাদের বিবাহে পেয়াজ রসুন লাগে না।

পথিক। তোমর্যা কি হিঁদুর ছাওয়াল, মুই ভ্যাবেছ্যালাম, আমগার যেওন নূর আছে, তোমগার ত্যামনি আছে। তোমগারা আমগার জাত কুটুং হবা।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে অপর পথিকের প্রবেশ।)

দ্বি, পথিক। বাপ সকল! আমার টাকা।

হর। টাকা কি? কি হয়েছে ভাঙ্গিয়া বল।

দ্বি, পথিক। হাজার থান মোহরের একটা তোড়া।

হর। কি হয়েছে বিশেষ করে বল আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

দ্বি, পথিক। বাপ সকল! আমি পেটে না খেয়ে সঞ্চয় করেছিলাম, আমার বড় দুঃখের ধন, আমি কিরূপে প্রাণধারণ করবো।

হর। কি হয়েছে স্থির হইয়া বল।

দ্বি, পথিক। আমাকে প্রাণে মারিল্ না কেন! আমার যে শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে।

হর। কেহ কি তোমার টাকা কেড়ে নিয়েছে?

দ্বি, পথিক। কেবল টাকা নয় আমার স্ত্রী ও পুত্রকে ঠাঙ্গাড়িয়ারা কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

প্র, পথিক। আরে ভালমানুষগার ছাওয়াল তুই ত বড় অজবুক, তোমগার মাগ ক্যাড়ে ন্যালে, সে বড় হোলাক্ না, টাকা বড় হোলাক্। আমগার হলে চাওয়ালি তেগে এমন লাঠি কসাতাম শালা সটান শোয়ে পড়তো।

হর। তারা কোন্ দিকে কত দূর গেল?

দ্বি, পথিক। পূর্ব্ব দিকে এখন অধিক দূর যায় নাই, বাপসকল আমার টাকার কি হবে?

প্র, পথিক। এ শালা ত মজার লোক দ্যাখছি, এ শালা ট্যাকার বোল ভুল্‌তি পারচে না। তুই শালা ত বড্‌ডো ক্যারেট দ্যাখচি, ছাওয়াল কয়নে গ্যাচে তার খোজ নাই (মুখের কাছে হাত নাড়িয়া) ক্যাবোল ট্যাকা ট্যাকা ট্যাকা! বাবুজি তোমগার হুকুম প্যালে মুই শালার চাওয়ালি উড়িয়ে দ্যাতে পারি।

দ্বিতীয় পথিক। (ক্রুদ্ধভাবে) তুমি স্থির হও।

মিছামিছি কেন বল মনে পাও ব্যথা, মন দিয়া বলি শুন গুটী কত কথা।
টাকার সমান কিছু জগতেতে নাই, টাকার দোসর আর দেখিতে না পাই॥
টাকার আদর নাই বল কার কাছে, বালক যুবক বৃদ্ধ টাকা পেলে নাচে।
টাকা ধর্ম্ম টাকা অর্থ টাকা মোক্ষধাম, টাকা বিনা নাহি পূরে কারো মনস্কাম॥
সতী নারী পতিশোক ভুলে টাকা পেলে, টাকায় পুত্রের শোক দূরে যায় চলে।
এমন কি আছে কাজ টাকায় না হয়, সাগর বন্ধনদশা বুক পেতে লয়॥
পাহাড় দোফাক হয়ে পথ দেয় ছাড়ি, অনিমিষ দিবানিশ চলে রেলগাড়ি।
অবাধে ছড়াও টাকা বসুমতীময়, কত রত্ন প্রসবিবে না হবে নিশ্চয়॥
দেখ গিয়া বাবুদের বৈঠকের ঘরে, কেমন ঘৃণিত কাজ টাকায় না করে।
উচ্চ বংশে উচ্চ মানে দিয়া জলাঞ্জলি, কত লোক হয়ে হায়! কেলিকুতূহলী॥
নীচমতি নীচকর্ম্মা হয়ে নীচাশয়, করিছে নির্লজ্জ কাজ গণনা না হয়।
কেহ বা করিয়া কত রসের প্রসঙ্গ, করিতেছে দেখ গিয়া কত রঙ্গ ভঙ্গ॥
কেহ বা হর্কোলা হয়ে যোগাতেছে মন, কেহ বা বানর সেজে করিছে কুর্দ্দন।
হাসিতে হাসিতে বাবু দেয় কত গালি, মাথায়ে কাহারো দেয় গালে চুণকালী॥
ঢলিয়া পড়য়ে হেসে চাটুকারগণ, বাবুকে বাখানে কত আনন্দে মগন।
এমন রসিক আর নাই কোন স্থলে, আমরা পেয়েছি শুধু পিতৃপুণ্যবলে॥
শুধু রসিকতা নয় আরো গুণ কত, এই দেহ শোভা করে আছে শত শত।
বলিলে ধর্ম্মের মূর্ত্তি নাহি হয় দোস, নিরখিয়ে সৌম্য মূর্ত্তি জনমে সন্তোষ॥
দাতা ভোক্তা দয়াশীল এমন কে আছে, কল্পতরু লজ্জা পায় বাবুজীর কাছে।
এমনি ঔদার্য্য গুণ কি বর্ণিব তার, আপন অপর বলে নাহিক বিচার॥
যেমন আপন পত্নী তেমি পর নারী, হেন গুণ আছে কার যাই বলিহারি।
এইরূপে পাপিষ্ঠেরা করয়ে বর্ণন, গরবে ফাটিয়া পড়ে বাবুজীর মন॥
টাকার অসাধ্য কিছু নাই ভূমণ্ডলে, নূতন নূতন পাপ টাকা-গাছে ফলে।
চুরী ডাকাইতি হত্যা আদি যত পাপ, সকলি জানিবে এই টাকারি প্রতাপ॥

টাকায় অমৃত ক্ষরে টাকায় গরল, দরিদ্রসম্বল টাকা দুর্ব্বলের বল ॥
দম্পতীপ্রণয় টাকা টাকাই ভকতি, টাকাই পুত্রের স্নেহ টাকাই যুকতি।
টাকাই ভ্রাতার মায়া জায়া হন বশ, জ্ঞাতি বন্ধু সব টাকা টাকাই অযশ ॥
দশ টাকা যে জনার আছে হস্তগত, দেখিবে সকল লোক তারি অনুগত।
টাকাতে মানের বৃদ্ধি টাকাতে গৌরব, টাকাতে চৌদিকে ছুটে যশের সৌরভ ॥
যতই হোক না কেন বিষয়গরিমা, সবার ভোগের আছে এক এক সীমা।
ভোগ্য বস্তু হলে ভোগ মিটে যায় আশ, তৎকালে তাহার তরে না হয় প্রয়াস ॥
অমৃতে অরুচি হয় উদর পূরিলে, গীত ভাল নাহি লাগে নিয়ত শুনিলে।
টাকার আশার কিন্তু না আছে অবধি, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ক্রমে হস্তে আসে যদি ॥
তথাপি আশার কভু না হইবে শেষ, কেবা না টাকার তরে পায় কি না ক্লেশ।
দুর্গম সঙ্কটস্থলে করিয়া প্রয়াণ, কত স্থানে কত লোক হারাতেছে প্রাণ ॥
অপার অতলসিন্ধু করিয়া ভ্রমণ, কত স্থানে কত লোক হতেছে মগন।
নিজ দেশ পরিহরি গিয়া দেশান্তরে, হারাতেছে স্বাধীনতা টাকা টাকা করে ॥
এমন আশ্চর্য্য বস্তু কে সৃজিল মরি, নয়ন মোহিত হয় হেরিয়া মাধুরী।
কিবা মনোহর ধ্বনি না যায় বাখানে, অমেয় অমৃতরাশি ঢেলে দেয় কাণে ॥
শরীরে হইলে স্পর্শ মনে হয় হেন, শিরায় শিরায় সুধা সিঞ্চিল কে যেন।
নয়ন মুদিয়া আসে রোমাঞ্চ উদয়, ফুটিল কদম্ব যেন হেন মনে লয় ॥
পত্নী বল পুত্র বল টাকাই সকল, টাকা বিনা এ সংসারে সকলি বিফল।
সকলি টাকার খেলা কি কব অধিক, যার টাকা নাই তার জনমেতে ধিক ॥
সুখসহ কভু তার নাহি হয় দেখা, যদি কদাচিৎ হয় জলে যেন রেখা।
টাকা পেলে বড় খুসী জনক জননী, পুত্র অনুগত থাকে পিতা হলে ধনী ॥
পুত্র ত্যাজ্য পুত্র হয় নাহি দিলে টাকা, তারে সদা শুন্তে হয় কথা বাঁকা বাঁকা।
পরাণপুথলি যিনি প্রণয়ের সার, টাকা না মিলিলে তাঁরো মুখ হয় ভার ॥
রাজায় প্রজায় দ্বন্দ্ব টাকার লাগিয়া, গরুগণ মিত্র হয় শত্রুতা ত্যজিয়া।
এমন স্নেহের পাত্র নিজ সহোদর, টাকা হেতু তারো সহ বৈর ঘোরতর ॥
পড়িয়া টাকার লোভে মায়া তেয়াগিয়া, বালিকা কন্যার দেয় বুড়া বরে বিয়া।
টাকার মহিমা কিবা করিব বর্ণন, টাকা বিনা সংসারে না চলে দ্বিক্ষণ ॥
ভাল মন্দ যেবা আছে টাকা তার মূল, টাকা লোভে কুলবধূ ছেড়ে যায় কুল।
দরিদ্রসন্তানে হতে রাজা রাজ্যেশ্বর, সংসারে সবার জেন টাকা দরকার ॥
এমন পরম ধনে যাহার আদর, তারে তুমি ঘৃণা কর বড়ই পামর।

কি বুঝিবে কি জানিবে টাকার মরম, হাভেতে ঘরেতে তব হয়েছে জনম॥
টাকার দরদ তুমি বুঝিবে হে তবে, দশ টাকা সনচিত হাতে হবে যবে।
টাকা ছিল তাই এত টাকার যতন, টাকা গেছে তাই আজ ঝুরিছে নয়ন॥
বিঁধেছে টাকার গুণ হাড়ে হাড়ে যেই, ধৈরয ধরিতে নারি টাকা শোকে তেঁই।
আমাসম লোক যারা সাধু সদাশয়, টাকার মহিমা তারা বুঝেছে নিশ্চয়॥
শুন নাই কত লোক ধনে বেঁধে বুক, অনুভব করিয়াছে মরণের সুখ।
দেখায় ভেলকী টাকা টাকা ইন্দ্রজাল, টাকাতে করায় চুরী প্রতারণা জাল॥
টাকার মোহিনী শক্তি বর্ণনে না যায়, যার হাতে টাকা আছে তারে কেবা পায়।
টাকা দেখে তার হয় বুক দশ হাত, কিছুতে ডরায় না সে না করে দৃক্‌পাত॥
টাকার অদ্ভুত গুণ অসীম অপার, অদ্ভুত ক্ষমতা তার টাকা আছে যার।
এমন অসহ্য কষ্ট কি আছে সংসারে, ধনলোভী লোক যাহা সহিতে না পারে॥
সাজান টাকার তোড়া দেখে সারি সারি, অনাহারে সাত দিন কাটাইতে পারি॥

হর। (স্বগত) উঃ লোকটা কি কৃপণ! টাকা কি ভাল বাসে! কি আশ্চর্য্য! কৃপণেরা টাকার বলে অপরিহার্য্য আহার নিদ্রাও অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে! লোকটার স্ত্রী পুত্র কোথায় গেল, তার নিমিত্ত শোক নাই, কেবল টাকার শোকে পাগল। বিধাতার কি বিচিত্র বিধান! তিনি একমাত্র সুখকে সৃষ্টির প্রবর্ত্তক ও নিয়ামক করিয়া সৃজন করিয়াছেন। জন্তু সকলের সুখ লাভের ইচ্ছা প্রবল না হইলে কখন সৃষ্টি রক্ষা হইত না। পুরুষ স্ত্রীর নিমিত্ত এবং স্ত্রী পুরুষের নিমিত্ত না করিতে পারে এমন কাজ নাই। এক সুখের উদ্দেশেই সকলে পাগল। কিন্তু সেই সুখের স্বরূপ নির্ণয় করা বড় কঠিন। বিধাতা এক এক ব্যক্তির এক একটী মনোবৃত্তি এমনি প্রবল করিয়া দিয়াছেন যে, অন্য অন্য বৃত্তি তাহার যেন আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া আছে। কি চমৎকার! এ ব্যক্তির অর্থলালসা এমনি প্রবল যে দাম্পত্য-প্রণয়সুখ ও অপত্যস্নেহসুখ প্রভৃতি সমুদায় বিস্মৃত হইয়াছে। (প্রকাশ্যে)

(প্রথম পথিককে সম্বোধন করিয়া) ভাই তুমি ক্ষান্ত হও বেচারা বিপাকে পড়েছে উহাকে এখন এরূপ দুর্ব্বাক্য বলিয়া আর কষ্ট দেওয়া উচিত হয় না। এস নীলরতন! দুর্ব্বৃত্তদিগের একবার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এ সময়ে তুমি বিষণ্নভাব পরিত্যাগ কর, উৎসাহ অবলম্বন কর, চল দেখি বেচারার যদি কিছু উপকার করিতে পারি।

[সকলের প্রস্থান।

সাংখ্যদর্শন।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে বিচার করিয়া এই স্থির করা হইয়াছে, চক্ষু তৈজস পদার্থ নয়, তবে যে দূরস্থ সূর্য্যাদিতে গমন করে, তাহা বৃত্তিবিশেষে সুসিদ্ধ হয়। এক্ষণে প্রতিপক্ষ এই আপত্তি করিতেছে, বৃত্তি যে আছে, তাহার প্রমাণ কি? তৎখণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

প্রাপ্তার্থপ্রকাশলিঙ্গাদ্বৃত্তিসিদ্ধিঃ ॥ ১০৬ ॥ সূ ॥

সুগমং ॥ ভা ॥

যে বিষয় চক্ষুর গোচর হয়, চক্ষু তাহাই প্রকাশ করিয়া দেয়, চক্ষুর এই গুণ থাকাতে বৃত্তি যে একটী আছে, তাহার সিদ্ধি হইতেছে। বৃত্তি পরিণাম বিশেষ।

বৃত্তি পদার্থ কি? এক্ষণে তাহা নির্ণীত হইতেছে।

ভাগগুণাভ্যাং তত্ত্বান্তরং বৃত্তিঃ সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি ॥ ১০৭ ॥ সূ ॥

সম্বন্ধার্থং সর্পতীতি হেতোশ্চক্ষুরাদের্ভাগোবিস্ফুলিঙ্গবদ্বিভক্তাংশোরূপাদিবদ্‌গুণশ্চ ন বৃত্তিঃ কিন্তু তদেকদেশভূতা ভাগগুণাভ্যাং ভিন্না বৃত্তিঃ। বিভাগে হি সতি তদ্দ্বারা চক্ষুষঃ সূর্য্যাদিসম্বন্ধোন ঘটতে গুণত্বে চ সর্পণাখ্যক্রিয়ানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। এতেন বুদ্ধিবৃত্তিরপি প্রদীপশিখাবদ্‌দ্রব্যরূপএব পরিণামঃ স্বচ্ছতয়ার্থাকারতোদগ্রাহী নির্ম্মলবস্ত্রবদিতি সিদ্ধং ॥ ভা ॥

বৃত্তি চক্ষুর অংশবিশেষ বা গুণবিশেষ নয়। ইহা স্বতন্ত্র পদার্থ। কারণ, চক্ষু সূর্য্যাদি দূরবর্ত্তী পদার্থে গমন করে। চক্ষু অংশবিশেষ হইলে উহার দূরগমন সামর্থ্য থাকে না। বৃত্তি গুণস্বরূপ হইতে পারে না। কারণ, গুণের অপসর্পণাদি ক্রিয়া নাই। বৃত্তি প্রদীপশিখার ন্যায় দ্রব্য স্বরূপ।

বৃত্তি যদি দ্রব্যরূপ হয়, তাহা হইলে ইচ্ছাদিরূপ বুদ্ধিগুণে কিরূপে বৃত্তি ব্যবহার হয়? প্রতিপক্ষের এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

ন দ্রব্যনিয়মস্তদ্‌যোগাৎ ॥ ১০৮ ॥ সূ ॥

বৃত্তির্দ্রব্যমেবেতি নিয়মোনাস্তি। কুতঃ তদ্‌যোগাৎ। তত্র বৃত্তৌ যোগার্থসত্ত্বাৎ। বৃত্তির্ব্বর্ত্তনজীবনইতি হি যৌগিকোঽয়ং শব্দঃ। জীবনং স্বস্থিতিহেতুর্ব্ব্যাপারঃ। জীববলপ্রাণধারণয়োরিত্যনুশাসনাৎ। বৈশ্যবৃত্তিঃ শূদ্রবৃত্তিরিত্যাদিব্যবহারাচ্চ। তত্র যথা দ্রব্যরূপয়া বৃত্ত্যা বুদ্ধির্জীবতি তথেচ্ছাদিভিরপীতি তেঽপি বৃত্তয়ঃ সর্ব্বনিরোধেনৈব চিত্তমরণাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

বৃত্তি যে দ্রব্য, তাহার কোন নিয়ম নাই। কারণ, বৃত্তি শব্দটী যৌগিক। ইহাতে যোগার্থ আছে। বৃত্তি শব্দের অর্থে জীবন বুঝায়। যথা বৈশ্যবৃত্তি, শূদ্রবৃত্তি ইত্যাদি। যেমন দ্রব্যরূপ বৃত্তি দ্বারা বুদ্ধির জীবন অর্থাৎ সত্তা হয়, তেমনি ইচ্ছাদি গুণদ্বারাও উহার সত্তা হইয়া থাকে। অতএব ইচ্ছাদিগুণকেও বৃত্তি বলা যায়। তাহার বিশেষ প্রমাণ এই, সর্ব্বপ্রকার বৃত্তির নিরোধ হইলে বুদ্ধি আর থাকে না।

সাংখ্যকার ইন্দ্রিয়কে ভৌতিক বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়ের উপাদান অহঙ্কার। অতএব উহা আহঙ্কারিক। কিন্তু প্রতিপক্ষ কহিতেছেন, শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্বের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব দেশভেদে উহার ভৌতিকত্ব হইবার অসম্ভাবনা নয়, এই আশঙ্কায় নিম্ন লিখিত সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

ন দেশভেদেঽপ্যন্যোপাদানতাস্মদাদিবন্নিয়মঃ ॥ ১০৯ ॥ সূ ॥

ন ব্রহ্মলোকাদিদেশভেদতোঽপীন্দ্রিয়াণামহঙ্কারাতিরিক্তোপাদানকত্বং কিন্তু-স্মদাদীনাং ভূলোকস্থানামিব সর্ব্বেষামেবাহঙ্কারিকত্বনিয়মঃ। দেশভেদেনৈক-স্যৈব লিঙ্গশরীরস্য সঞ্চারমাত্রশ্রবণাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

ব্রহ্মলোকাদি ভেদেও ইন্দ্রিয়ের অহঙ্কারভিন্ন অন্য উপাদান নাই; ভূলোকস্থ আমাদিগের যেরূপ নিয়ম, অর্থাৎ আমাদের ইন্দ্রিয় যেমন আহঙ্কারিক সকল লোকেরই সেইরূপ। একমাত্র লিঙ্গশরীরেরই দেশভেদে সঞ্চারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, অন্য কোন বিষয়ের দেশভেদে প্রভেদের কথা শুনা যায় না।

পঞ্চভূত যদি ইন্দ্রিয়ের উপাদান না হয়, অহঙ্কার ইহার উপাদান হয়, অর্থাৎ ইহাকে ভৌতিক না বলিয়া যদি আহঙ্কারিক বলা যায়, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্বশ্রুতি কিরূপে উপপন্ন হয়? ইহার উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

নিমিত্তব্যপদেশাৎ তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ১১০ ॥ সূ ॥

নিমিত্তেঽপি প্রাধান্যবিবক্ষয়োপাদানত্বব্যপদেশো ভবতি। যথেন্ধনাদগ্নিরিতি। অতো ভূতোপাদানত্বব্যপদেশ ইত্যর্থঃ। তেজ আদিভূতোপষ্টম্ভেনৈব হি তদনুগতাহঙ্কারাচ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি সম্ভবন্তি যথা পার্থিবোপষ্টম্ভেন তদনুগতাৎ তেজসোঽগ্নির্ভবতীতি। অন্নময়ং হি সৌম্য মন ইত্যাদি শ্রুতিস্তদুক্তযুক্তিশ্চ তত্র প্রমাণম্ ॥ ভা ॥

প্রধানের নামে অপ্রধানের নাম করণ হয়। তেজ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়। তেজ অন্যতর ভূত বলিয়া ইন্দ্রিয় অহঙ্কারজাত হইলেও প্রধান যে তেজ তাহার নামে উহার ভৌতিক এই নাম করণ হয়। যেমন কাষ্ঠকে অগ্নি বলা যায়। মন অন্নময় বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই ইহার বিশেষ প্রমাণ।

কল্পদ্রুম।

পরিণামবাদের অসারতা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পাঠক মহাশয়! আমাদিগের প্রধান সহযোগী বাবু রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় যে একজন বিচক্ষণ আস্তিক পুরুষ, তৎপ্রতিপাদনার্থ কোন প্রকার বাগাড়ম্বর করিবার আবশ্যকতা নাই, তাঁহার স্বরচিত "সমীকরণ ও নিরস্তিবাদ" প্রস্তাবেই উহা জনসমাজে পরিব্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু জগতের পরিণামবাদ পর্ব্বে তিনি যেরূপ অদ্ভুত যুক্তি-পরম্পরা অবলম্বন করিয়াছেন, তদ্দারা তাঁহার আস্তিকতার বিলোপ একরূপ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সহযোগী সৃষ্ট-পদার্থের ক্রমোন্নতিশীলতার প্রতিপাদনে ব্যাপৃত হইয়া, পাশ্চাত্য তাত্ত্বিক মৃত মহাত্মা ডার্ব্বিনের ভাণ্ডার হইতে কতকগুলি উপাদান সামগ্রী আহরণ পূর্ব্বক তৎসহকারে দেশীয় পৌরাণিক মতের রসান দিয়া যে অপূর্ব্ব গিল্টির কাজ আরম্ভ করিয়াছেন, তদ্দারা তাঁহার কারুনৈপুণ্য কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে এবং জনসমাজে উহা আদৃত ও পরিগৃহীত হওয়ার কতদূর উপযোগী হইয়াছে, তাহার আমূল পর্য্যালোচনাই এতৎ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য।

সহযোগীর মন্ত্রোপদেষ্টা ডার্ব্বিন সাহেব পশ্বাদির সহিত মানবজাতির প্রকৃতিগত কোনপ্রকার পার্থক্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে আদিতে মনুষ্য, গো, অশ্ব, বানর, ভল্লুক প্রভৃতি সমস্তই তুল্যাবস্থাপন্ন ও অভিন্ন-প্রাকৃতিক প্রাণী ছিল। অধুনা মনুষ্যদিগের যত কিছু গুণগ্রাম, উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি উপলক্ষিত হয়, তৎসমুদায় চেষ্টা ও যত্নের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব ডার্ব্বিনের এই নির্দ্দেশ কতদূর ন্যায়সিদ্ধ ও সুসঙ্গত সর্ব্বাগ্রে তাহাই আমাদিগের আলোচনীয়।

যদি পশ্বাদির সহিত মনুষ্যের প্রকৃতিগত কোন পার্থক্য না থাকে, তাহা হইলেও আমরা ইতরপ্রাণীয়পশ্বাদির নামোল্লেখ ব্যতিরেকে ডার্ব্বিনের মতা-

নুসারিণী মনুষ্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বানরজাতির সহিত মানব প্রকৃতির তুলনা করিয়া এ বিষয়ের যথার্থ তত্ত্বোন্নয়নে যত্নশীল হইব। ডার্ব্বিনের প্রস্তাবিত যে চেষ্টা, যত্ন ও উদ্যমে মানবজাতির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া তাহারা উত্তরোত্তর উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় ও অশেষ সুখসৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া জগতের এক প্রকার অত্যুৎকৃষ্ট প্রাণিরূপে পরিণত হইয়াছে, এবং যে চেষ্টা ও যত্নে তাহারা জগতের চেতন, অচেতন সমুদায় পদার্থের উপর অপ্রতিহত আধিপত্য ও প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়াছে, বানরজাতিতে সে চেষ্টা ও যত্নের অসম্ভাব কেন? তাহারা সর্ব্বাংশে মনুষ্যের সমকক্ষ হইতে না পারুক, কিন্তু কিয়ৎপরিমাণেও যদি সাংসারিক অবস্থায় তুল্যপ্রকৃতিসম্পন্ন হইত, ত হা হইলে তাহাদের প্রাকৃতিক কার্য্যে অবশ্যই তুল্যতা থাকিত। বানরজাতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ত অনেক কার্য্যোপযোগী? তাহারা ত চেষ্টা করিলে জীবনের উৎকর্ষ সহকারে সমধিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হইতে পারিত? ক্রমান্বয়ে যত্ন করিলে ত জগতের বিস্তর উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সমর্থ হইত? তবে সুখসৌভাগ্যে এত ঔদাস্য কেন? তবে বর্ষা ও শীতাতপজনিত অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া দুর্গম অরণ্যে বিচরণ ও বৃক্ষের শাখায় শাখায় ফল ফুলের অন্বেষণে জীবন যাত্রার পর্য্যবসান কেন? উহারা ত মনুষ্যের পূর্ব্বেই জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তবে এই যুগযুগান্তরেও কি জন্য মানসিক ও সাংসারিক উন্নতিসাধনে অসমর্থ হইয়া নিতান্ত হীনাবস্থায় কাল অতিবাহিত করিতেছে? এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে মনুষ্য ও পশুজাতির মধ্যে যে স্বর্গ নরক প্রভেদ, তাহা পরিষ্কৃতরূপে প্রতীয়মান হয়।

আমরা এ স্থলে এরূপ একটী গুরুতর প্রসঙ্গের উল্লেখ করিব, যদ্দ্বারা পরিণামবাদিদিগের মতের মূলভিত্তি বাতাহত কদলীর ন্যায় বিকম্পিত হইয়া উঠিবে। আমাদের সহযোগী ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্য জাতি আদিতে পশুপ্রকৃতিসম্পন্ন প্রাণী হইলে তাঁহার সে আস্তিকতা রক্ষা পায় কই? আমরা জগতের যাবন্ত সৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া যদি শুদ্ধ মানবজাতির উৎপত্তির অস্বীকার করি, অথবা অবিকল পশুভাবে মনুষ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে বিশ্ববিধাতার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সংসাধিত হয় কই? যিনি এই অভাবনীয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিলেন, তিনি কি ইহার উন্নতি ও শ্রীবৃ-

দ্ধির বিষয় একবারও চিন্তা করিলেন না? তিনি কি ইহার উত্তরোত্তর শোভাসৌষ্ঠব সংবর্দ্ধনের কিম্বা সুখশান্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন না? তাঁহার সৃষ্ট এই জগৎ নিতান্ত নিকৃষ্ট পশু পক্ষীর আবাসস্বরূপ বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে, ইহাই কি তাঁহার উদ্দেশ্য? বাস্তবিক এ জগতের যত কিছু শোভা সৌষ্ঠব, যত কিছু উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি ও সুখশান্তি সমস্তই ত মানবজাতির জ্ঞানবত্তা ও বুদ্ধিমত্তাধিক্যে নিষ্পাদিত হইতেছে। এই মানবজাতি যদি ঈশ্বরের স্বাধীন কল্পনার সম্পত্তি না হয়, তাহা হইলে আর বিশ্ববিধাতার সৃষ্টিগৌরব কি? আজ যদি পৃথিবী মানব শূন্য হইয়া যায়, কল্য দেখিবে ইহা ভীষণ শ্মশানরূপে পরিণত হইবে; হিংস্র জন্তুর পরস্পর অত্যাচার ও উপদ্রবে একটা মহা হুলুস্থূল পড়িয়া যাইবে; জগতে সুখশান্তির লেশ মাত্র থাকিবে না। অধিক কি, যে জাতির সদ্ভাবে বিশ্বরাজ্য অশেষ সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ এবং শান্তিসুখের নিকেতন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; আর যাহাদের অসদ্ভাবে সমগ্র জগৎ নৈশ শ্মশানবৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেই মানবজাতি যে বিশ্বরচয়িতার স্বাধীন জ্ঞানে কল্পিত ও স্বাধীন হস্তে নির্ম্মিত হয় নাই, এ কেবল উন্মত্তের প্রলাপ বাক্য।

আমাদের সহযোগী বলেন, ডার্ব্বিনের মত ইউরোপের সর্ব্বত্র সমাদৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছে। ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ডার্ব্বিনের গবেষণায় যেরূপ নূতনত্ব আছে, তাহাতে উহা সর্ব্বত্র না হউক অর্দ্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে একমাত্র উপজীব্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তজ্জন্য বহ্বায়াস স্বীকার পূর্ব্বক অভিনন্দন পত্রাদি প্রদর্শনের আবশ্যকতা ছিল না। যাহা হউক, ডার্ব্বিনের অপূর্ব্ব সৃষ্টিরহস্য শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত সমাজে সমাদৃত হউক বা না হউক, তদ্দৃষ্টান্তে আমরা উহার পক্ষপাতী হইতে পারি না; কারণ আমরা পরের মুখে সুধা পান করিতেও ভালবাসি না। আমাদের সমক্ষে যে কোন সমস্যা উত্থাপিত হউক না কেন, আমরা স্বাধীনভাবে তাহার যথাযথ বিচার ও মীমাংসা করিতে ভালবাসি। বিষয় অত্যন্ত কঠিন ও দুর্জ্ঞেয় হইলেও স্বীয় স্বাধীন বুদ্ধিতে যতদূর স্থির করা যায়, তাহাই শ্রেয়স্কর। কঠিন তত্ত্ব বলিয়া অন্ধ-পাঙ্গুজনের ন্যায় নীরবে অন্যের অনুবর্ত্তন করিব, ইহা কথনই বিজ্ঞলক্ষণ বলিয়া বোধ হয় না।

আমরা শৈশবে প্রাচীনদিগের মুখে সময়ে সময়ে যে সকল কৌতুকাবহ প্রবাদ শুনিতে পাইতাম, তন্মধ্যে একটী রহস্য এস্থলের উপযোগী। তাহার

মর্ম্ম এই যে, যৎকালে ত্রেতাবতার ভগবান রামচন্দ্র রাক্ষসাপহৃতা সীতাদেবীর উদ্ধার সাধন পূর্ব্বক বানর কটক সমভিব্যাহারে লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তৎকালে তাঁহার বিজয়ী বানর সৈন্যের তুষ্টি সম্পাদনার্থ দেবরাজ কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে কতকগুলি অপ্সরা প্রেরিত হয়। ঐসকল অপ্সরা সাগরকূলে যথাবিধি বানর সৈন্যের মনোরঞ্জন করায়, বানর সহযোগে অপ্সরাগর্ভে মানবাকৃতি অতীব সুঠাম ও সুশ্রী কতকগুলি সন্তানের উৎপত্তি হইয়াছে। সেই বানরোৎপাদিত মানববংশ ক্রমে জগতের সকল জাতি অপেক্ষা পরাক্রান্ত ও প্রতিভাশালী হইতেছে।"

উল্লিখিত রহস্যজনক প্রবাদ কালক্রমে সত্যের বেশভূষায় বিভূষিত হইতেছে। মৃত মহাত্মা ডার্ব্বিন সাহেব অসাধারণ পাণ্ডিত্যগুণে বানরজাতিকেই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। করিবেন না কেন? বানরজাতির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে কেমন একটু মনুষ্যের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কলাটী সম্মুখে দিলে কেমন মানুষের মত ত্বক ছাড়াইয়া ভক্ষণ করে! যদি লেজটী না থাকিত, আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে ও গমনাগমন করিতে পারিত, তবে ত ঠিক মানুষ! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই বুঝি বানরের প্রতি ডার্ব্বিনের শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদ্রেক হয়। তজ্জন্যই বোধ হয় তিনি উহাদিগকে পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন প্রবাদের মর্ম্মানুসারে উহারা ডার্ব্বিনের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া যে কৃষ্ণকান্তি বাঙ্গালীরও পূর্ব্বপুরুষ হইবে, ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় বটে! হয় হউক, কপিজাতি মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ, তাহা লইয়া বাগ্বিতণ্ডা করিতে চাহি না। কিন্তু বানরের পূর্ব্বপুরুষ কে? হস্তী ও গণ্ডারের উৎপত্তিই বা কোন্ কোন্ জন্তু হইতে হইল? এই সকল প্রশ্নের উত্থাপন করিলে তাহার মীমাংসা করা বড় কঠিন। তখন ডার্ব্বিন ও তদীয় শিষ্যেরা সমস্বরে বলিয়া উঠিবেন যে, পৃথিবীর দশাপরিবর্ত্তন নিবন্ধন কালক্রমে প্রাণিজগতের অনেক আদর্শ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল ধরাতলের স্তরপরম্পরায় তাহাদের জীর্ণাবশেষ অস্থি-কঙ্কালাদির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজগতের উন্নতিক্রম অথবা পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা একরূপ অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহার অতিরিক্ত তাঁহাদের আর কোন উত্তর নাই। পাঠক কি এই উত্তরে তুষ্টিলাভ করিতে পারেন? এক মানবজাতির ভিন্ন সমগ্র প্রাণিজগতের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণিনিচয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ নির্দ্দেশ স্বতা-

বের বিপরীত। যদি কিছু কালকবলিত হইয়া থাকে, সহস্রের মধ্যে এক শত হউক, শতের মধ্যে দশটী হউক। কিন্তু সমগ্র পূর্ব্ব নিদর্শন ভূগর্ভে বিলীন হইয়াছে বলিলে চলিবে না। যদি হস্তীর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাণী ভূগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অশ্বের পূর্ব্ববর্ত্তী ত বিলুপ্ত হয় নাই? যদি জম্বুকের পূর্ব্ববর্ত্তী বিলুপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু হরিণের পূর্ব্ববর্ত্তী ত জীবিত আছে? অতএব সহযোগী মহাশয়ের সমীপে বিনীতভাবে আমাদিগের অনুরোধ যে,— তিনি এতদ্দেশীয় অন্ততঃ বিংশতি প্রকার জীবের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয়পূর্ব্বক সাধারণে প্রকাশ করুন। তন্মধ্যে কোন্ কোন্ প্রাণী অমিশ্ররূপে ও কোন্ কোন্ প্রাণীই বা ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় জীবের সাঙ্কর্য্যে সমুৎপাদিত হইয়াছে, তাহাও সবিশেষ নির্দ্দেশপূর্ব্বক আমাদিগের সন্দেহাপনোদন করিয়া দিউন।

পরিণামবাদিদিগের মতে যে বানরজাতি মনুষ্যের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই বানর ও মানবজাতির মধ্যে পরস্পর দৈহিক ও প্রাকৃতিক যথার্থ পার্থক্য আছে কি না, তাহাই এক্ষণে আমাদিগের বিমৃশ্য।

মানবজাতির আদিম অবস্থা ও প্রকৃতির অনুসন্ধান করিতে হইলে অধিক দূরে যাইতে হইবে না; সদ্যঃপ্রসূত শিশুই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। মনুষ্য শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বাগ্রে এক প্রকার মধুর স্বরে রোদন করিয়া উঠে। আর দুই চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রু নির্গত হইতে থাকে। রোরুদ্যমান শিশুর কণ্ঠস্বর যেমন সরস ও সুললিত, অন্য কোন জন্তুর কণ্ঠস্বর সেরূপ নহে। নবপ্রসূত শিশুর রোদনে যেরূপ মাধুর্য্য, হর্ষোৎফুল্ল মুখের হাসিতেও সেইরূপ অপার মধুরিমা লক্ষিত হয়। হাসি কান্নার এই প্রাকৃতিক চিত্র পশুমুখে কখনই পরিস্ফুট হইবার নহে। অতএব এতদ্দ্বারা মনুষ্য এবং পশু মধ্যে প্রবল পার্থক্য প্রমাণিত হইতেছে।

পশ্বাদির শাবক তাহাদের নাভিসংযুক্ত একটী নাড়ীদণ্ড সহকারে ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। ঐ নাড়ীদণ্ড অতি সূক্ষ্ম এবং শাবক উৎপত্তির পর অচিরকাল মধ্যেই বিশুষ্ক হইয়া আপনা হইতেই নাভি হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে। কিন্তু মনুষ্যশিশু ভূমিষ্ঠ হইলে, প্রসূতিরা সনাল রক্তোৎপলসদৃশ শিশুর নাভিদণ্ড সংযুক্ত রক্তাধার একটী পুষ্প প্রসব করিয়া থাকে। শিশু প্রসূত হইলে অবিলম্বে সেই রক্তাধার পুষ্পের সহিত তাহার নাড়ীদণ্ড ছেদন

না করিলে সেই পুষ্পের আভ্যন্তরিক দূষিতশোণিত সংস্রবে বালকের প্রাণ বিনষ্ট হইয়া থাকে। সম্প্রতি এই যশোহরে এতৎসম্বন্ধে দুটী মকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। সদর সব ডিবিজনের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পল্লী নিবাসী দুই জন মুসলমানের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দুটী সন্তান জন্মে। অবিদিত নাই যে এতদ্দেশে দাই জাতি কর্ত্তৃক শিশুসন্তানাদির নাড়ীছেদনের প্রথা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। তদনুসারে মুসলমানেরা নবপ্রসূত শিশুর নাড়ীচ্ছেদনার্থ দাই বাটীতে যাইয়া ধাত্রীকে অনেক অনুরোধ করায় ধাত্রী ও তাঁহার স্বামী মুসলমানদিগের একটী অপবাদের উল্লেখ করিয়া নাড়ীচ্ছেদনে অসম্মত হয়। এইরূপে দুই দিবস মধ্যে শিশুর প্রথম জাতকর্ম্ম অর্থাৎ নাড়ীচ্ছেদন কার্য্য সম্পাদিত না হওয়ায় মুসলমান সন্তানদুটী অকালে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, তজ্জন্য ধাত্রীর নামে পুলিষে অভিযোগ হওয়ায় পুলিষ ধাত্রী ও তাহার স্বামীকে ফৌজদারিতে চালান দেন। কিন্তু বিচারে ধাত্রী অব্যাহতি পাইয়াছে। অতএব পশ্বাদির সহিত মানব জাতির আকৃতি ও প্রকৃতিগত কত পার্থক্য তাহা উভয়জাতীয় প্রাণীর গর্ভকাল, প্রসবক্রম এবং জন্মকাল ও তদুত্তরবর্ত্তী দৈহিক গঠনক্রম ও আয়ুষ্কাল প্রভৃতি সমগ্র বিষয়ের তাৎপূর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এ বিষয় পরিস্ফুটরূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। যদিও ইহার সর্ব্বাঙ্গীন পর্য্যালোচনা করিতে হইলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়ে, তথাপি যতদূর সাধ্য সংক্ষিপ্তরূপে পাঠকগণের কৌতূহলতৃপ্তি করিবার বাসনা রহিল।

ক্রমশঃ

শ্রীযাদবচন্দ্র সরকার।
যশোহর।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া পুনরায় মেছুয়াবাজারের রাস্তায় আসিলেন। তৎপরে সকলে একটী তেতলা বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন, অনেক গুলি লোক দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছে। পিতামহ বরুণকে কহিলেন “ বরুণ! এ বাড়ীটী কি ?

বরুণ। ইহার নাম আদি ব্রাহ্মসমাজ। এই সমাজে নিরাকার ব্রহ্মো-

পাসনা হইয়া থাকে। এখানকার ব্রাহ্মদিগের পৈতা ফেলা অথবা স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া উপাসনা করার পদ্ধতি নাই।

পিতামহ হাস্য করিয়া কহিলেন "হ্যাঁ! এটা ব্রাহ্মমন্দির! বরুণ, ভিতরে চল না।

বরুণ। এক্ষণে ভিতরে দেখিবার কিছু নাই। রজনীতে যখন গ্যাসের আলো জ্বালিয়া সভ্যগণ স্তব স্তোত্র পাঠ এবং সঙ্গীতাদি করেন, সেই সময় সমাজ-গৃহে উপস্থিত থাকিলে মনোমধ্যে ধর্ম্মভাব আপনা হইতে উদিত হয়।

ব্রহ্মা। চল, অদ্য সমাজ গৃহটাই দেখিয়া যাই।

বরুণ তৎশ্রবণে দেবগণকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া উপরে উঠিলেন, এবং সমাজ-গৃহ দেখিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন "১৭৫০ শকে জোড়াসাঁকোর কমলবসুর বাটীতে প্রকাশ্যরূপে ব্রহ্মোপাসনার জন্য প্রথমে এই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপরে ১৭৫১ অব্দে এই আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহটী নির্ম্মাণ হইলে এখানে উঠিয়া আসিয়াছে। প্রথম প্রথম এই ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষে অনেক হিন্দু এবং রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর পর্য্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম্মসভা নামে একটী সভাও সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কিছু মাত্র ক্ষতি করিতে পারেন নাই। ১৭৫২ অব্দে ব্রাহ্মধর্ম্মসংস্থাপক রাজা রামমোহন রায় বিলাত যাত্রা করিলে সভার বিশেষ ক্ষতি ও দুরবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধর্ম্মে যোগদান করা পর্য্যন্ত বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। ১৭৬৫ শকে এই সভা হইতে তত্ত্ববোধিনী নামক একখানি পত্রিকা বাহির হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধারণের বিশেষরূপে বিদিত হইয়া পড়ে। পরিশেষে বাবু কেশবচন্দ্র সেন এই ধর্ম্মে যোগদান করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের গৌরবের বিশেষ বৃদ্ধি হয়। এই ব্রাহ্মসমাজ হইতে দেশের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই ধর্ম্ম হিন্দু সন্তানকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পথ হইতে এক প্রকার ফিরাইয়া আনিয়াছে।

ব্রহ্মা। এ ধর্ম্মকে আমি মন্দ বলি না; তবে পৈতা ফেলা প্রভৃতি বাড়াবাড়িগুলো শুনিলে মনে রাগ হয় ও ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। বরুণ! ও প্রতিমূর্ত্তি কাহার?

বরুণ। রাজা রামমোহন রায়ের।

ব্রহ্মা। বরুণ! আমাকে সংক্ষেপে তুমি রাজা রামমোহন রায়ের জীবন বৃত্তান্ত বল।

বরুণ। ইনি ১১৮১ সালে (১৭৭২ খৃষ্টাব্দে) বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ রাধাকান্ত রায়। ইনি প্রথমে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া পাটনায় যাইয়া আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন। সেখান হইতে বারাণসীতে যাইয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। ১১৯৭ সালে (১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে) ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রত্যাগমন করিয়া "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মপ্রণালী" নামক একখানি পুস্তক লেখেন। তাঁহার পিতা ইহাতে তাঁহাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলে তিনি ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন এবং অবশেষে তিব্বৎ দেশে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দেন। তৎপরে চারি বৎসর দেশ ভ্রমণ করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগত হন। ইনি ২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইংরাজী অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং অচিরাৎ ঐ ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইহার পর সংসার ভার নিজ স্কন্ধে পড়ায় ইনি রঙ্গপুরের কালেক্টারিতে একটী কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং সত্বরেই সেরেস্তাদারি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিছু দিন পরে তিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন এবং তথায় "পৌত্তলিকতা সকল ধর্ম্মের বিরুদ্ধ" নামক একখানি পুস্তক পারস্য ভাষায় প্রণয়ন করেন। ১২২১ সালে (১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে) তথা হইতে কলিকাতায় আসেন এবং এই স্থানে সর্ব্বদা ব্রাহ্মধর্ম্মেরই আলোচনা করিতে থাকেন। এই সময় অনেকগুলি বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক আসিয়া তাঁহার দলভুক্ত হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি চেষ্টা করেন। এই সময় অর্থাৎ ১২৩৪ সালে (১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতার কমল বাবুর বাটীতে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। রামমোহন রায় সহমরণ প্রথা উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করায় ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজপ্রতিনিধি লর্ড বেণ্টিং দ্বারা তাহা রহিত হয়। ১২৩৭ সালে (১৮৩০ অব্দে) দিল্লীর সম্রাট ইহাঁকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়া নিজের কোন কার্য্যোপলক্ষে বিলাতে পাঠান।

তথায় যাইয়া ইহাঁর অনেক বড় বড় সাহেবের সহিত আলাপ হয় এবং যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। সেখান হইতে তিনি ফ্রান্সে যাত্রা করেন এবং তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া ব্রিষ্টল দর্শনে গমন করিলে ঐ স্থানে

তাঁহার পীড়া হওয়ায় ১৮৩১ অব্দের ২৭ এ সেপ্টেম্বর প্রাণত্যাগ করেন। ১২৫০ সালে (১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে) দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত যাত্রা করিয়া রামমোহন রায়ের কবরের উপর একটী সুন্দর স্মরণস্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

ইনি প্রায় ৭।৮ প্রকার ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটী ভাষাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকখানি পুস্তকও রচনা করেন। ইঁহা দ্বারা বাঙ্গালা গদ্য লিখনারম্ভ হয়। ১৮১৪ সালে ইনি সাধারণের বোধ জন্য সংস্কৃত বেদান্তের অনুবাদ করেন এবং সংক্ষেপে বেদের সার মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া মুদ্রিত ও বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। ১৮১৬ অব্দে ইনি সংক্ষিপ্তরূপে বেদ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিরুদ্ধেও অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং শ্রীরামপুর হইতে মার্সমন সাহেব তাহার প্রতিকূলে কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইনি নিজ ব্যয়ে কলিকাতায় একটী বিদ্যালয় ও মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে ইংরাজী, বাঙ্গালা সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। ইনি জাতিভেদ কিম্বা বর্ণভেদ বিচার করিতেন না, ইংরাজদিগের সহিত একটেবলে বসিয়া আহার করিতেন এবং সময়ে সময়ে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভোজ দিতেন। ইঁহার প্রণীত ব্রাহ্ম-সঙ্গীতগুলি বড় শ্রুতিমধুর এবং উদারভাবপূর্ণ ভক্তিরসাত্মক। রামমোহন রায় কর্ত্তৃকই আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখান হইতে সকলে যাইতে যাইতে দেখেন, এক স্থানে অনেকগুলি লোক জমা হইয়াছে। একটী লোক হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকট দাঁড়াইয়া পুলিষের ২।১ জন জিজ্ঞাসা করিতেছে—সে লোকটার আকার কি প্রকার, বয়স কত, দেখতে কেমন, তোমার ব্যাগে কি কি দ্রব্যাদি আছে?

দেবগণ কারণ অনুসন্ধানে জানিলেন, এই লোকটী পল্লিগ্রামের। সম্প্রতি নূতন কলিকাতায় আসিয়াছে। সহরের রাস্তা ঘাট না জানায় এক জনকে জিজ্ঞাসা করে "মহাশয় গোপাল বাইযোর বাসা কোথায়?" যাহাকে জিজ্ঞাসা করে সে একজন প্রতারক। অতএব সুবিধা দেখিয়া আমার সঙ্গে আইস বলিয়া একটা ভয়ানক গলির মধ্যে লইয়া যায় এবং সুবিধামতে ইহার দুই চক্ষে কতকগুলা ধুলি নিক্ষেপ করে। যখন এ ব্যক্তি চক্ষে ধুলা

যাওয়ায় ব্যাগ নামাইয়া চক্ষু রগড়াইতে ছিল, সেই সময় সে ব্যাগটা লইয়া চম্পট দিয়াছে। এব্যক্তি পেটে না খেয়ে ২।৩ শত টাকা সংস্থান করিয়াছিল এবং সম্প্রতি দেশে একটী কাপড়ের দোকান করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় বস্ত্র খরিদ করিতে আসিয়াছিল।

ব্রহ্মা। ওঃ কলিকাতা কি সর্ব্বনেশে স্থান! এখানে অসাবধান লোকের পদে পদে বিপদ ঘটিতে পারে। এ লোকটার ভাগ্য ভাল যে, প্রাণ না নিয়ে ব্যাগটা নিয়ে গিয়েছে।

এখান হইতে যাইয়া তাঁহারা একটী বহুদূর বিস্তৃত তেতালা সুন্দর বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন " বরুণ! এ স্থানের নাম কি এবং এ সুন্দর বাড়ীটী কাহার ?

বরুণ। এই স্থানের নাম জোড়াসাঁকো। বাড়ীটী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের।

ব্রহ্মা। মহর্ষি! বরুণ, তুমি আমাকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিষয় বল ?

বরুণ। ইনি সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র। ইনি ১৭৩৯ শকে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমতঃ রাজা রামমোহন রায়ের স্কুলে এবং তৎপরে হিন্দু কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। কলেজ পরিত্যাগের পর ইহাঁর পিতা ইহাঁকে নিজ প্রতিষ্ঠিত " কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী " এবং " ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক " প্রভৃতি বাণিজ্য কার্য্যালয়ে কার্য্য শিক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করেন। এই সময়ে ইনি সঙ্গীত ও সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে এবং বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করিতে আরম্ভ করেন। কিছু দিন পরে ইনি বাঙ্গালা ভাষায় এক সংস্কৃত ব্যাকরণ লেখেন। ১৭৬১ শকে ইনি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে তত্ত্ববোধিনী সভা সংস্থাপন করেন। তত্ত্বজ্ঞান ও ঈশ্বর ভজনা এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। বালকদিগকে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইহাঁ কর্তৃক ১৭৬২ শকে তত্ত্ববোধিনী সভান্তর্গত তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। ১৭৬৩ শকে ইনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করেন এবং ১৭৬৫ শকে ইহাঁর যত্ন ও ব্যয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারিত হয় এবং ঐ শকে ইনি চারিজন পণ্ডিতকে বেদাধ্যয়ন জন্য কাশীধামে প্রেরণ করেন। তাঁহারা কাশী হইতে প্রত্যাগমন করিলে ইনি বেদের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন, বেদ অদ্বৈতবাদে পরিপূর্ণ। ইনি অক্ষয়কুমার দত্তের যত্নে বেদকে পরিত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ হইতে বৈদিক ধর্ম্মকে বিদায়

দেন। বেদ বিদায় হইলে ১৭৭২ অব্দে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েকটী বীজমন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রচার করেন এবং ১৭৭৮ শকে যোগসাধনের জন্য হিমালয়ে যান। ১৭৮১ অব্দে কেশবচন্দ্র সেন আসিয়া ইহাঁর সহিত যোগ দান করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি করিতে প্রবৃত্ত হন। ইনি নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া এক উপাসনা প্রণালী সংগ্রহ করেন এবং তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৭৮২ সালে দেবেন্দ্র ঠাকুর সিংহল যাত্রা করেন। ১৭৮৩ শকে ইহাঁর অর্থ সাহায্যে বাবু মনোমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক মিরার পত্র প্রচারিত হয়। মনোমোহন বাবু বিলাত যাত্রা করিলে বাবু কেশবচন্দ্র সেন ঐ পত্রের সম্পাদক হন। ১৭৮৪ শকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজ দ্বিতীয় পুত্রকে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষার জন্য বিলাতে প্রেরণ করেন। ১৭৮৫ শকে "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ বাহির হইলে ইনি উপবীত ত্যাগ করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। এই সময় ইনি কেশবচন্দ্র সেনকে ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ শকে উপবীত পরিত্যাগ লইয়া ব্রাহ্মদিগের বিবাদ হয় এবং কেশব বাবু ভাঙ্গিয়া গিয়া একটী দল করেন। মিরার পত্রখানি এই সময় ইহাঁর সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ায় ন্যাসন্যাল পেপার নামক একখানি ইংরাজীপত্রের জন্ম হয়। বাবু নবগোপাল মিত্রের উপর ঐ পত্রের সম্পাদকীয় ভার অর্পিত হয়। দেবেন্দ্র বাবু ঐ পত্রের ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করেন। ১৭৭৪ শকে ভারতবর্ষীয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক সভা সংস্থাপিত হইলে ইনিই প্রথমতঃ তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্প দিন পরেই ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। এই সভায় থাকিলে ইনি এত দিন রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইতে পারিতেন। কিন্তু ইহাঁর ধর্ম্মের দিকে বেশী মন থাকায় রাজা না হইয়া মহর্ষি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

এখান হইতে যাইয়া একস্থানে উপস্থিত হইলে নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! এ সুন্দর বাড়িটী কাহার?

বরুণ। এটী শ্যাম মল্লিকের বাড়ী। বাড়িটী অতি সুন্দর এবং দরজায় সিপাই পাহারা আছে। বাড়ীর পাশে ইহাঁর ভ্রাতা শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাড়ী ছিল। এক্ষণে ঐ বাড়ীতে নর্ম্মাল স্কুল হইতেছে। শ্যাম মল্লিকের

বাটীর সম্মুখস্থ ঐ বাড়িটী সাণ্ডেল বাবুদিগের। সাণ্ডেল বাবুরা ঐ বাড়িটী বরণ কোম্পানীকে বিক্রয় করেন, তৎপরে আশুতোষ মল্লিক বরণ কোম্পানীর নিকট হইতে খরিদ করিয়া লইয়া ঐ প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বাটী নির্ম্মাণ সময়ে তাঁহার উৎকট পীড়া হওয়ায় স্থান পরিবর্ত্তন জন্য পশ্চিমে যান, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। এ বাড়ীতে বাস করা আর তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। এক্ষণে বাবুর দুঃখিনী বিধবা পত্নী এই বাড়াতে বাস করিতেছেন।

ব্রহ্মা। আহা! সক করিয়া কোন বস্তু প্রস্তুত করিয়া ভোগ করিতে না পাওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। এই সময় বরুণ দেবগণের কাণে কাণে কি বলিলেন। তাঁহারা তৎশ্রবণে চক্ষু কপালে তুলিয়া "য়্যা! য়্যা! বিষ" বলিতে বলিতে দ্রুতপদে যাইয়া নূতন বড়বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন, দোকানগুলিতে হাঁড়ি, কলসী, ফল, মূল, মৎস্য, তরকারি, খেলেনা দ্রব্য এবং বস্ত্রাদি বিক্রয় হইতেছে। ছানার জলে বাজারের মধ্যে যেন বান এসেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! এ বাজারটীর নাম কি?

বরুণ। এই বাজারটীর নাম নূতন বাজার। রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক বাজারটী নূতন স্থাপিত করাতে ইহার নাম নূতন বাজার হইয়াছে। কলিকাতার মধ্যে এই বাজার ভিন্ন অন্য বাজারে ছানা বিক্রয় হয় না।

এখান হইতে বাহিরে আসিয়া দেবগণ দেখেন কতকগুলো লোক হাস্য করিয়া কহিতেছে—চাল কলা খেগো বামুন দেখে জুয়াচোর বেটা আচ্ছা ঠকান ঠকয়েছে—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আর স্থান হলো না বাটীর বাহিরে আসিয়া কাণে পৈতা গুঁজে যেমন প্রস্রাবে বসেচেন, এক বেটা জুয়াচোর এসে কহিল "ঠাকুর মহাশয়! আপনার ধন্য সাহস তাই গাড়ু নিয়ে রাস্তার ধারে প্রস্রাব কাচ্চেন। এই কতক্ষণ হাতিবাগানে দেখে এলাম ঠিক আপনার মত বসে একটা টুলো পণ্ডিত প্রস্রাব কচ্ছিল; এমন সময় এক বেটা জুয়াচোর এসে দেখুন এম্নি ক'রে গাড়ু ধরে নিয়ে পালাল।" বলিয়া জুয়াচোরটা ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে চক্ষুদান দিয়েছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! সম্মুখের ও সুন্দর বাড়ীটা কাহার?

বরুণ। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের। ইনি কলিকাতার এক জন প্রধান লোক।

ব্রহ্মা। আমাকে তুমি ঠাকুরের জীবন বৃত্তান্ত বল।

বরুণ। ইনি ১২৩৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ হরকুমার ঠাকুর। ইনি প্রথমে হিন্দু কলেজে বিদ্যাভ্যাস করেন ও ছাত্র-বৃত্তি প্রাপ্ত হন। কলেজ পরিত্যাগের পর ইনি প্রায় তিন বৎসর কাল ডি, এল, রিচার্ডসন সাহেবের নিকট ইংরাজী সাহিত্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া-ছিলেন। ইহাঁর বাল্যকাল হইতেই ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা রচনা করি-বার ক্ষমতা ছিল। বাল্যকালে ইনি অনেক কবিতা লিখিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করিয়াছিলেন। পঠদ্দশাতে ইনি সংস্কৃত শিক্ষা করিতেও আরম্ভ করেন। পরে বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর অনেক দিন ঐ ভাষার চর্চ্চা করি-য়াছিলেন। সঙ্গীত শাস্ত্রেও ইহাঁর বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে। বেলগাছিয়ার বাগানে প্রথম রত্নাবলী নাটকের অভিনয় কালে ইহাঁ কর্তৃক দেশীয় কন্সর্ট বাদ্যের প্রচলন হয় এবং ইনিই নৃত্যের নূতন রীতি বাহির করেন। ইনি ১৭। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে জমীদারি শাসনের কতক ভার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। তৎপরে ২৩। ২৪ বৎসরে পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় সমস্ত বিষয় ভার নিজ হস্তে আসে। বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে ইনি “ স্বভাব বর্ণন ” নামক এক খানি কবিতা গ্রন্থ প্রচার করেন। তদ্ভিন্ন ইহার প্রণীত আরও অনেক পুস্তক আছে। যথাঃ—বিদ্যা সুন্দর নাটক, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, বুঝলে কি না, উভয় সঙ্কট। সংস্কৃত মালতী মাধব নাটক ইনিই বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করেন। গীতাভিনয় প্রথমে ইহা দ্বারা প্রচলিত হয়। শকুন্তলা গীতাভিনয় ইনি প্রথমে প্রণয়ন করিয়া ঐ পথ দেখান। ইনি পিতৃব্য ৺ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে ভারতবর্ষীয় সভার অবৈ-তনিক সম্পাদকতা পদ গ্রহণ করেন। ইনি পবলিক লাইব্রেরির মেম্বর. মিউজিয়মের ট্রষ্টি এবং জষ্টিস অব দি পিস ও অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন এবং সর উইলিয়ম গ্রে সাহেবের সময় ইনি বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য পদ প্রাপ্ত হন। তিনিই ইহাঁকে রাজা উপাধি প্রদান করিয়া-ছিলেন। সর জর্জ্জ ক্যাম্বেল সাহেবের সময় পুনরায় ইনি উক্ত ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ অব্দের দুর্ভিক্ষে ইনি নিজ প্রজাদিগকে ৪০ হাজার টাকা দান করায় গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সুখ্যাতি প্রাপ্ত হন। অন্যান্য শুভ কার্য্যেও ইনি যোগদান করেন। যথাঃ—কেশবচন্দ্র সেনের আলবার্ট হল, ডাক্তার সরকারের বিজ্ঞান সভার ইনি ট্রষ্টি এবং নেটিভ

হাঁসপাতালের গবর্ণরি পদে নিযুক্ত আছেন। দীল্লির দরবারে ইনি মহারাজা উপাধি লাভ করেন।

ইন্দ্র। বরুণ! ওদিগের ও বাড়ীটী কাহার?

বরুণ। ও বাড়ীটী বাবু খেলাৎচন্দ্র ঘোষের। ইনি কলিকাতার মধ্যে একজন বিখ্যাত হিন্দু। ইহাঁর যত্নে ধর্ম্মসংরক্ষিণী নামে একটী সভা সংস্থাপিত হয়। সভাটীর অধিবেশন ইহাঁর বাটীতেই হয়।

এখান হইতে দেবগণ কিয়ৎ দূরে যাইয়া দেখেন, একটা লোক অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে। তাহার পরিচ্ছদাদি নিতান্ত মন্দ নহে, মস্তকে একটু সিঁতিও আছে। লোকটা দেবগণের নিকট আসিয়া একবার উর্দ্ধে দৃষ্টি করিল এবং কহিল "সর্ব্বনাশ! আহারান্তে একটু শয়ন করিয়া নিদ্রা যাওয়ায় বেলাটা একেবারে শেষ করিয়া ফেলিয়াছি!!

ঐ ব্যক্তি চলিয়া যাইলে দেবরাজ কহিলেন "বরুণ! ও লোকটা কে?"

বরুণ। উনি একজন মোসাহেব।

ইন্দ্র। মোসাহেব কি? এবং ইহাদের কাজই বা কি বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। মোসাহেব শব্দের প্রকৃত অর্থ স্তাবক। ইহাদের কাজ ধনী লোকের স্তব করা ও মিষ্ট কথায় তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখা। ইহারা বাবু ন্যায় অন্যায় যাহা বলেন, তাহার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া "আজ্ঞে" "যে আজ্ঞে" শব্দে সায় দেয়। এই "আজ্ঞে" "যে আজ্ঞে" কথা দুটী মোসাহেবেরা সর্ব্বদা ব্যবহার করে এবং ভালরূপ অভ্যস্ত করিয়া রাখে। মোসাহেবদিগের কার্য্য প্রত্যহ বাবুর শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে এবং অপরাহ্নে তাঁহার বৈঠকখানায় আসিবার অগ্রে যাইয়া আসর সরগরম করিয়া বসিয়া থাকে এবং বাবু আসিলে গাত্রোত্থান করিয়া অভ্যর্থনার সময় চাই কি কোলে লইবারও প্রয়াস পায়। মোসাহেবেরা বাবু হাঁচ্‌লে "জীব জীব" বলে এবং হাই তুলিলে তুড়ি দেয়। বাবু চলিতে পাছে কষ্ট পান এজন্য প্রস্রাব করিতে যাইবার সময় "আপনি বসুন আমি আপনার হয়ে যাচ্চি" বলে মন যোগাইয়া থাকে এবং তামাক চাইলে পাছে তাঁহার তামাক চাইতে গলা ভাঙ্গে এই আশঙ্কায় তাঁহারা চতুর্দ্দিক হইতে "তামাক দেরে" বলিয়া নিজের গলা ভাঙ্গিয়া ফেলে। ইহারা ধনী লোকের বাস্তু ঘুঘু। যে বাটীতে ইহাদের যাতায়াত হয়, সেখানে ঘুঘু না চরায়ে ছাড়ে না। বাবুর স্ত্রীলোক

কিম্বা মদের আবশ্যক হইলে ইহারা সেই কার্য্যের সরবরাহ করে। তৎপরে উৎসন্ন দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হয়। বাবু উৎসন্ন যাইলে আর তাঁহার প্রতি ভ্রমেও ভ্রূক্ষেপ করে না। ইহারা বাবুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা পায়, এমন কি সময়ে সময়ে উলঙ্গ হয়ে নৃত্য করে এবং অনেকে বাবুর বমী পর্য্যন্ত আহার করে। ইহাদের বেতনের কোন স্থিরতা নাই, ঠাকুর বাড়ীর দুপাত লুচি ও যৎসামান্য দুগ্ধ প্রায় প্রত্যহ পাইয়া থাকে এবং সময়ে সময়ে বাবুর পচা কাপড়খানা ছেড়া পীরানটা চাহিয়া লয়; তদ্ভিন্ন বাজার খরচ নাই বলিয়া বাবুর নিকট টাকা হাওলাত লইয়া তাহা আর পরিশোধ করে না এবং বাবুও লজ্জার খাতিরে চাহিতে পারেন না। ইহারা বাবুর নিকট যাইবার সময় বাজার হইতে ভাল আতা, ডাঁসা পেয়ারা কিনিয়া লইয়া গিয়া গাছে ফলিয়াছে বলিয়া ফল দান করে। যদ্যপি কোন মোসাহেব ভৃত্যেরা বাবুর ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়াছে দেখে দুঃখে কাঁদিয়া ফেলে। ইহাদিগকে কেহই শ্রদ্ধা ভক্তি করে না, এমন কি স্ত্রীতে পর্য্যন্ত ঘৃণা করে। উড়েরাও মোসাহেবদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিয়া থাকে। তাহাদিগের একটী শ্লোক আছে। যথাঃ—

খাউন্ জাহাকু বসে। হগিলা গাণ্ডি মুহরে ঘসিলে কেয়াফুল পরিবাসে॥

অর্থাৎ মনীবের ভালবাসা পাইবার জন্য ইহারা এত লালায়িত যে, তিনি মলত্যাগ করিয়া যদ্যপি গুহ্যদেশটা মুখে ঘসিয়া দেন, মোসাহেবেরা কহে "আহা! যেন কেয়া ফুলের গন্ধ বাহির হইতেছে।

উপো। বরুণ কাকা! আমার একটা মোসাহেবী জুটে না?

বরুণ। উপো! তুই মরে যা।

সমরশয়নে অভিমন্যু।

ক্রূর কুরুকুল কুটিল সমর,
ভয় ভীত যাহে অসুর অমর,
শকুনি শকুনি পরুষ পামর,
মূলমন্ত্র যায় কহিলা কাণে;
যোধ সুযোধন কুরুকুলাঙ্গার,
অতি অভিমানী রাজা হস্তিনার,

ভ্রাতৃবধূ ভোগ বাসনা যাহার,—
(ছি ! এ লাজ ঘৃণা সহে কি প্রাণে !)
শঠশিরোমণি নটের নাগর,
"মামার ভাগিনা !"—গুণের সাগর
নিজের নমুনা সব সহচর,
সঙ্কার বার দিলা হে যায় ;
এ হেন সময়ে এ হেন সঙ্কটে,
একক বালক পশিল দাপটে,
কঠিন কৌরব ! কেমনে কপটে,
বজ্রে বেঁধে বুক বিধিলি তায় ।
সমর সহায় আছিলা যাহারা,
বিধির বিপাকে বিমুখ তাহারা,
অসহায় শিশু, পথ যূথহারা,
ব্যাধের বন্ধনে পতিত হায় ;—
হারে রে কৌরব নিষাদনিকর,
কোন্ শাস্ত্রে, বল, তাহার উপর,
সহ দলবলে,—খরতর শর,
হানিলি বিধিলি বধিলি তায় ?
সুকুমার শিশু কোমল শরীর,
পরাণ পুতলী সুভদ্রা সতীর,
সবে ধন, আহা, বীর ফাল্গুনির,
দুঃখবার্ত্তা কভু জানে না যা ;
হৃদয় রঞ্জন বিরাটবালার,
আশার আলোক ভাবী হস্তিনার,
কুসুম কোমলে কঠিন প্রহার,
পাষাণেরো, আহা, সহে না সা ;
কুলের গৌরব করিয়া স্মরণ,
করিল কুমার ঘোর মহারণ,
নাশিল নিমেষে অরি অগণন,
ভয়ভীত নহে সে হৃদি কভু !

সিন্ধুসম শত্রু-সেনানী নিকর,
দলিল মথিল শিশু একেশ্বর,
নাহি রে সহায় নাহি রে দোসর,
অসীম সাহসে যুঝিল তবু।
বীরেন্দ্রের বেটা নিজে মহাবীর,
সমরে শঙ্করে নহে নত শির,
কে আছে কৌরবে হেন রণধীর,
তার রণে ক্ষণে রহিবে অটল?
ঘন ঘন ঘন ধনুক টঙ্কার,
মার মার মার-ভীষণ হুঙ্কার,
ঝন ঝন ঝন অসির ঝঙ্কার,
কাঁপে কুরুকুল ভয়বিহ্বল!
হেরি ঘোর দায় ক্রূর কুরুপতি,
করি কুমন্ত্রণা দিলেন আরতি,
যোগে বেগে ধায় সপ্ত মহারথী,
দুধের বালকে বধিতে হায়;
রণজয় যশঃ হরষে মগন,
ন্যায়, দয়া, ধর্ম্ম, ত্রিদিবভূষণ,
অগাধ সলিলে দিলা বিসর্জ্জন,
এ মরম দুঃখ কহিব কায়।
ছি ছি গুরুদেব দ্রোণ মহাশয়,
পিতামহ ভীষ্ম কি কব তোমায়,
ধিক্ ধৃতরাষ্ট্র দুষ্ট দুরাশয়,
সঞ্জয় বিদুর সুদূর হও;
তোমরা থাকিতে এ হেন অন্যায়?
আহো! মনে হলে বুক ফেটে যায়,
অচলের চূড়া ধূলায় লুটায়!
হৃদয়!—এখনো বিদীর্ণ নও?
বল পিতামহ বল গো আমায়,
যবে যাবে সবে ধর্ম্মের সভায়,

ধর্ম্মরাজ আসি শুধাবে তোমায়,
তখন তাহায় কি কথা কহিবে?
কথার ছলনে নারিবে ছলিতে,
অথচ অনৃত নারিবে বলিতে,
কিন্তু মর্ম্মদাহে রহিবে জ্বলিতে,
লাজ ঘৃণা ক্ষোভে মরিয়া যাইবে।
বল গুরুদেব দ্রোণ মহাশয়,
জেনে শুনে বৃথা যশের আশয়,
কেমনে করিলে অধর্ম্ম আশ্রয়,
ভাবীর ভাবনা গেছ কি ভুলিয়া?
ভীষণ রৌরব!—কৌরবের তরে,
ঘোর কালানল উগারে উপরে,
দূরে নয়, ওই সমীপে—সিয়রে!
বারেক নেহার নয়ন তুলিয়া।
ওমা বসুমতি! কও মোরে কও,
এ পাপের ভার কোন্ প্রাণে বও,
আর কেন? ওমা, হও দ্বিধা হও,
তাপিত তনয়ে কোলেতে লও;
এ দারুণ দশা নারি যে হেরিতে,
নয়নের নীর নারি নিবারিতে,
আর নাহি সাধ জীবন ধরিতে,
হৃদয়! কি দেখো?—বিদীর্ণ হও।
ব্যাধবিতাড়িত সিংহশিশু প্রায়,
অসীম সাহসে যুঝি প্রাণ দায়,
অশেষ অরাতি পাড়িয়া ধরায়,
শত্রুকরে পরে সঁপিলা জীবন;
এত যে কাতর এত যে পীড়িত,—
ফুল্লফুলসম সমরে শায়িত,
আহা, আঁখিযুগে দরবিগলিত,
করুণার ধারা বহিছে সঘন!

জীবনের জয়পতাকা দোলায়ে,
প্রাণবায়ু আয়ু যাইছে পলায়ে,
অবশ অঙ্গ আসিছে এলায়ে,
কালবশে ক্রমে হরিছে চেতন ;
তাই, হরিনাম ললাটে লিখিয়া,
কম করযুগ হৃদয়ে রাখিয়া,
কাতরে কুমার কহিছে ডাকিয়া,
কোথা এ সময় শ্রীমধুসূদন !
দীন দয়াময় পতিতপাবন,
গুণে গুণাকর অধমতারণ,
জগতপূজন জগতপালন,
কৃপাময় তোমা সকলে বলে,
ময়ি দীন জনে করগো করুণা,
ঘুচাও দীনের মনের বেদনা,
সহে না সহে না এ ঘোর যাতনা,
কি আর কহিব চরণ তলে।
সৃষ্টি স্থিতি লয় তোমার কথায়,
তোমারি কথায় রবি শশী ধায়,
পুলকে ত্রিলোকে আলোক বিলায়,
তুমি নাথ সব জগতকারণ,
অন্তর্য্যামী তুমি জানিছ অন্তর,
মানসতামস হর, গো অন্তর,
বিকল পরাণ ক্ষীণ কলেবর,
কেমনে হে দেব করিব ধারণ।
চির সখা তুমি পাণ্ডবগণের,
চির দাস তারা ওই চরণের,
এই কি গো দশা সেবক জনের,—
নিদয়ে চরণে দলিতে হয় ?
পিতা যার বীর ধীর ধনঞ্জয়,
গোবিন্দ মাতুল ভুবনবিজয়,

শক্র শরে তার জীবন বিলয়!
কেমনে সহিছ হে দয়াময়?
অসহায় মোরে পাইয়ে সমরে,
দুষ্ট সপ্ত রথী ঘেরি অবিচারে,
ঘোর অত্যাচারে ভীষণ প্রহারে,
শতচূর করি করিছে তাড়ন।
বীরধর্ম্ম হেয় অন্যায় সমর,
করি সমাশ্রয় কৌরব পামর,
বীরদর্পে হানি সায়কনিকর,
নিরস্ত্র এ জনে করিছে পীড়ন
জালবদ্ধ যথা প্রমত্ত করভে,
হেরি অশরণ ভীরু ফেরু সবে,
প্রকাশি বিক্রম বীরত্ব গরবে,
পদতলে দলে নিদয়ে তায়।
ভীরু নীচমতি সহ দলবল,
তেমতি কৌরব কলঙ্কসকল,
প্রকাশি কুটিল সমর-কৌশল,
অশরণ মোরে দলিছে হায়।
কোথা এ সময় মাতুল কেশব,
কেমনে হে দেব, সহিছ এ সব,
ক্রূর কুরুকুল করিছে যে সব,
বারেক আসিয়া কর দরশন।
হে দেব! তুমি না অনাথশরণ?
অনাথ এ জনে অভয় চরণ,
প্রদানে বিরত বল কি কারণ,
বঞ্চিত কি তাহে ভকত জন?
কোথা পিতঃ কোথা পিতঃ জ্যেষ্ঠতাত,
পুত্রশিরে আজি ঘোর বজ্রাঘাত,
কৌরবকুচক্রে জীবন নিপাত,
কেমনে এ সব সহিছ প্রাণে?

অন্যায় সমরে অন্যায় প্রহারে,
কৌরবকিরাত জীবন সংহারে,
কেমনে হে তাত জেনে শুনে তারে,
বিরত বিহিত দণ্ড বিধানে।
কোথা মাতঃ চির স্নেহের আধার,
পুত্রগতপ্রাণা জননী আমার?
রণশয্যাশায়ীতনয় তোমার,
বারেক আসিয়া দেখ মা চেয়ে;
ফাঁদে ফেলি যথা কেশরিশিশুরে,
জর জর বিঁধে নিষাদ নিঠুরে,
তেমতি কৌরব ঘেরি শতপূরে,
বধিছে তাহায় অনাথে পেয়ে।
মৃদু রবিতাপে ঘামিলে বদন,
পাইতে মরমে কতই বেদন,
নীরব নিঝর অমনি তখন,
পূত প্রেমধারা ঝুরিত আঁখি।
কত না-আদরে কত না যতনে,
মধুমাখা মরি অমিয়া বচনে,
ক্ষণে শতবার চুমিয়া বদনে,
জুড়াতে হৃদয় হৃদয়ে রাখি।
আজ কুরুক্ষেত্র ভীষণ কান্তারে,
অন্যায় সমরে অন্যায় প্রহারে,
শত সূর্য্যতাপে তাপিছে তাহারে,
মহাবহ্নি জ্বলে মরীচিমালা।
এ সময় মাতঃ কোথায় রহিলে,
তুমিও কি মোরে নিদয় হইলে?
দয়া মায়া স্নেহে জলাঞ্জলি দিলে?
কে আর জুড়াবে হৃদয়জ্বালা।
প্রিয়ে চারুশীলে জীবন-তোষিণি!
চারু প্রেমরসে বিকচ নলিনি!

চিরানন্দময়ি, অমৃতদায়িনি!
এ সময় তুমি কোথায় রয়েছ?
জীবনসঙ্গিনি! রঙ্গিণি আমার!
পবিত্র প্রেমের পীযূষ আধার,
আর কি গো দেখা পাব না তোমার?
প্রিয়ে, তুমিও কি নিদয় হয়েছ?
"সেই কথা কটী" গেছ কি ভুলিয়া?
এক দিন বিধুবদন তুলিয়া,
প্রণয় পুলকে সোহাগে গলিয়া,
হাসি হাসি দুটী করেতে ধরি;—
মলয় মিলনে বসন্তবাহারে,
কোকিলকূজনে ভ্রমরঝঙ্কারে,
বীণা বেণুরব—জিনিয়া তাহারে,
সুধার সুধারা ঢালিয়া মরি;—
বলেছিলে "নাথ, যখন যথায়,
রহিবে, দাসীও রহিবে তথায়।"
কত যে অমিয়া, মরি, সে কথায়,
অকাতরে প্রিয়ে করেছ দান;
কেন সে প্রেমের প্রতিমা আমার,
বরষে না আর সুধার সুধার?
সেই সুধাপানে পুনঃ কি আমার,
মাতিবে জুড়াবে অভাগা প্রাণ?
অহো, কালবশে সকলি ঘটয়,
কালবশে রবি শশীর উদয়,
কালবশে মেরু অতলনিলয়,
অমৃতে গরল কালেতে ঘটায়;
দেব দৈত্য আদি যত জীবগণ,
কে পারে খণ্ডাতে ললাটলিখন,
কৃতকর্ম্মফল ভুঞ্জিব এখন,
ইথে কেন দোষ দিব তোমায়।

অদৃষ্টের কেন বৃথা দোষ দিই ?
এ পাপ রাজ্যের সুবিচার এই !
এই আছে সব এই আর নেই,
বারিবিম্ব প্রায় উদয় বিলয় ;
হৃদয় সরসে জীবন এ মীন,
প্রাণবায়ু আয়ু সলিলবিহীন,
জীবনীবিহীন দিন দিন ক্ষীণ,
অনন্ত আকাশে চরমে মিলয় ।
অরে ক্রূরমতি কুটিল কৌরব !
এই কি তোদের বীরত্ব গৌরব ?
এই কি তোদের শৌর্য্য বীর্য্য সব ?
বীরধর্ম্মে দিলি জলাঞ্জলি দান ?
ধিক্ কুরুকুলে ধিক্ বাহুবলে,
ধিক্ ভীষ্ম দ্রোণ ধীর বীর দলে,
ধিক্ ক্ষত্রগ্লানি পাষণ্ড সকলে,
ধিক্ রে তোদের কঠিন প্রাণ !
বীর কুলাধম রে ভীরু পামর,
নীচ কাপুরুষ অনার্য্য বর্ব্বর,
কৌরবকুলের কলঙ্কনিকর !
এই কি তোদের বীরের ধর্ম্ম ?
নিরস্ত্র জনেরে করিতে প্রহার,
হলো না কি মনে লজ্জার সঞ্চার ?
কিন্তু অচিরে ভুঞ্জিবি ইহার,
তেমনি সুফল—যেমনি কর্ম্ম !
ক্ষমিনু তোদেরে যারে ভীরুদল,
আর কেন বৃথা প্রকাশিস বল,
বীরত্ব বড়াই জেনেছি সকল,
জেনেছে জগৎ—নাগ নর সুর ;
যখন এ বার্ত্তা পশিবে নগরে,
পাণ্ডবশিবিরে পাণ্ডবের ঘরে,

তখন জানিবি পাণ্ডবের করে,
এ দর্প তোদের হবে রে চুর!
যা রে ভীরুদল দানিনু অভয়,
অর্জ্জুনির করে আর নাহি ভয়,
আত্মবন্ধুবর্গ যে আছে যথায়,
পালা, পালা, যদি বাঁচাবি প্রাণ;
এ ভীষণবার্ত্তা পশিলে শ্রবণে,
রুষিবেন দেব অর্জ্জুন সঘনে,
খণ্ড খণ্ড কাটি পাড়িবে স্বগণে,
গাণ্ডীবীর শরে পাবি কি ত্রাণ?
যা রে ভীরুদল দানিনু অভয়,
মোহিনীমণ্ডলে দে গে পরিচয়,
যেরূপে করিলি আজি রণজয়,
কেন বৃথা হেথা আছিস আর?
শুনিলে এ বার্ত্তা ভীম জ্যেষ্ঠতাত,
ভীম প্রহরণে করি গদাঘাত,
সমূলে কৌরব করিবে নিপাত,
কে তখন তোরে করিবে নিস্তার?
অয়ি, ভগবতি! অনন্তরূপিণি,
জগত জনের জীবনধারিণি!
তোমার পবিত্র ওদেহে জননি!
কেমনে বহিছ এ পাপ ভার?
মাতঃ বসুন্ধরে হও দ্বিধা হও,
অভাগা সন্তানে লও কোলে লও,
দাবদগ্ধ পাপ জীবন জুড়াও,
এ বিষম জ্বালা সহে না আর।
মরি প্রাণে মরি তাহে দুঃখ নাই,
তাহে রণহত বীরের বড়াই,
ক্ষত্র হ'য়ে মৃত্যু কভু না ডরাই,
বীর যদি কভু মরণে ডরে?

যে দিন পেয়েছি সমরশিক্ষা,
যে দিন ধরেছি ধনুক দীক্ষা,
সে দিন ছেড়েছি জীবনভিক্ষা,
বীর হৃদি কভু মরণে ডরে ?
যে দিন করেছি ধনুক ধারণ,—
বীরধর্ম্ম চর্ম্ম অসি প্রহরণ,
যে দিন ধরেছি বর্ম্ম আভরণ,
সে দিন ছেড়েছি জীবন আশা ;
যে দিন পশেছি শূরবীরদলে,
যে দিন পশেছি অরাতিপটলে,
যে দিন দলেছি শক্র পদতলে,
সে দিন ছেড়েছি জীবন আশা।
মরি প্রাণে মরি তাহে দুঃখ নাই,
বীরধর্ম্মে মরা বীরের বড়াই,
প্রতিজ্ঞা পালনে রণরঙ্গে তাই,
কে ডরে এ ছার পরাণ তরে ?
কিন্তু এই দুঃখ রহিল মানসে,
অন্তিম সময় মনের হরষে,
হরির চরণ ফুল্ল তামরসে,
হেরিতে নারিনু পরাণ ভরে।
তাই দয়াময় ডাকি হে তোমায়,
দাও দীনে দাও, ও পদ আশ্রয়,
জনমের মত দাও গো বিদায়,
করুণানিধান করুণা কর ;
ত্রিলোক তোমায় বলে দয়াময়,
দীনহীন জনে হও না নিদয়,
ঠেলো না চরণে নিদান সময়,
ভবভয় কৃপাকটাক্ষে হয়।
জনমের মত যাই আমি যাই,
বলিবার আর নাই কিছু নাই,

কিন্তু হে কাতরে এই ভিক্ষা চাই,
করুণা করিয়া ক্ষমিও মোরে;
কৃপাদৃষ্টি কর, কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচুক যন্ত্রণা ঘুচুক বিষাদ,
প্রাণ পূরি পেয়ে তোমার প্রসাদ,
অন্তে যেন মম মানস পোরে।
দীনদয়াময় পতিতপাবন,
গুণে কৃপাকর অধম তারণ,
জগতসৃজন জগত পালন,
কৃপাময় তোমা সকলে বলে,
ময়ি দীনজনে কর গো করুণা,
ঘুচাও দীনের মনের বেদনা,
সহে না হে দেব, এ ঘোর যাতনা,
কি আর কহিব চরণতলে।

সাঃ নেঃ।

আত্যন্তিক ধর্ম্মানুরাগ ভারতের দুর্দ্দশার একটী প্রধান কারণ।

সংস্কৃত নীতিজ্ঞেরা বলিয়া গিয়াছেন "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং।" কোন বিষয়েরই আত্যন্তিকতা উপকারের নয়। কিন্তু ভারতে কতকগুলি ধর্ম্মমূঢ় অলস লোকের প্রাধান্য ও প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এই মহোদার মহোপকারক নীতিবাক্য অবহেলিত হইয়াছে। এই অবহেলার উপযোগী ফলও ফলিয়াছে। আর একজন নীতিজ্ঞ বলেন "ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাযোহ্যেকসক্তঃ সজনোজঘন্যঃ।" ধর্ম্ম অর্থ কাম এ তিনেরই তুল্যরূপে অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি একে আসক্ত হয়, সে জঘন্য। শেষোক্ত নীতিজ্ঞের উপদেশ এই, কি ধর্ম্মানুষ্ঠান, কি অর্থোপার্জ্জন, কি বিষয় ভোগ, কোন বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইবে না। একে একান্ত আসক্ত হইলে অন্যের প্রতি অনাস্থা জন্মে। যাহাতে অনাস্থা জন্মে, তাহার অনুষ্ঠান বা উন্নতি সাধন চেষ্টা হয় না। বোধ কর এক ব্যক্তি কেবল বিষয়ভোগসুখে মত্ত হইল। তাহার অর্থো-

পার্জ্জন চেষ্টা ও ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যক্ত হইল। সুতরাং সে অচিরকাল মধ্যে বিপন্ন হইয়া পড়িল, তাহার ধর্ম্ম অর্থ কাম এ তিনেরই ব্যাঘাত জন্মিল। অতএব একে আসক্ত হওয়া উচিত নয়। একে আসক্ত না হইয়া কাল বিভাগ করিয়া যথারীতি তিনেরই সেবা করা কর্ত্তব্য।

এটী সাধারণের প্রতি উপদেশ; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, ভারত-বাসিরা নানা কারণে এমনি ধর্ম্মান্ধ হইয়া গিয়াছেন যে, এ মহার্থ-বাক্যেও তাঁহাদের আদর জন্মে নাই। আদর না হওয়াতেই অনেকে সংসা-রাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করেন। যাঁহারা গৃহে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগেরও অধিকাংশ ধর্ম্মালোচনায় নিতান্ত আসক্ত হইয়া অক-র্ম্মণ্য হইয়া যান। সেই সময় অবধি সাংসারিক উন্নতি সম্বন্ধে ভারতের দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়।

অনেকে অনুমান করেন, ভারত একমাত্র ধর্ম্মেই জীবনক্ষেপ করিয়াছেন; ধর্ম্মই ভারতের একমাত্র জীবন; পূর্ব্ব আর্য্যগণ ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন বিষ-য়ের উন্নতিসাধন চেষ্টা পান নাই। আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহাদিগের এ অনুমান ভ্রান্ত, বিশুদ্ধ নয়। আর্য্য ঋষিগণ বলেন, মনুষ্য জন্মিয়া তিনটী ঋণে ঋণবান্ হয়। সে তিনটী ঋণ এই, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ ও দেবঋণ। পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে, বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিঋণ হইতে এবং যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এই ত্রিবিধ ঋণ নির্দ্দেশ দ্বারা ত্রিবিধ কর্ত্তব্যতার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম, সমাজ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা; দ্বিতীয়, আত্মোন্নতি সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা; তৃতীয়, পরকাল সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতা। পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, এই বাক্য দ্বারা সামাজিক কর্ত্তব্যতার সুন্দর উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। গৃহস্থ-ধর্ম্মে প্রবেশ ব্যতিরেকে সামাজিক কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আর্য্য ঋষিগণ অতি সুনিয়মে গৃহধর্ম্মের অবতারণা করিয়াছেন। যে সুনিয়মে গৃহস্থকর্ত্তব্য কার্য্যসকল সম্পাদনের সদুপদেশ দেওয়া হই-য়াছে, বরাবর তদনুসারে কার্য্য হইলে ভারত কখন এরূপ শোচনীয় হীন দশাগ্রস্ত হইত না। গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মন্বাদি ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের উপদেশ দিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য্য অবস্থা পঠদ্দশা। ভাল করিয়া লেখা পড়া শিখিয়া কৃতকর্ম্মা ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়া তাহার পর দারপরিগ্রহ করিবে, ব্রহ্মচর্য্যে এই উপদেশ। ব্রহ্মচর্য্যের ও দার-

পরিগ্রহের যে কাল নিয়ম করা হইয়াছে, তদ্দ্বারাও একটী মহত্তর মহার্থ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সে উপদেশ এই,—অল্প বয়সে বিবাহ করিবে না। পূর্ব্ব আচার্য্যগণ ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করাকে দারপরিগ্রহের উদ্দেশ্য বিবেচনা করিতেন না। তাঁহাদের মতে সৎপুত্রের উৎপাদনই পরিণয়ের ফল। তাঁহাদের এই সংস্কার ছিল, সৎপুত্রের উৎপাদন ব্যতিরেকে সংসার ধর্ম্মের উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নয়। এই নিমিত্ত তাঁহারা অতি পবিত্র কুল হইতে সুরূপা সুলক্ষণা ও সর্ব্বপ্রকার দোষ-হীন কন্যার পাণিগ্রহণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ঋতুকালগমনেরও কত কঠোর বিধি করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়সংযমন যে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের কেমন অভিপ্রেত ছিল, তদ্দ্বারা তাহাও সুন্দররূপে জানা যাইতেছে। ভারতবাসিরা যদি তাঁহাদিগের কৃত ব্যবস্থানুসারে চলিতেন, আজ আমরা চতুর্দ্দিকে বহুল পরিমাণে জীর্ণ শীর্ণ অকর্ম্মণ্য অপদার্থ জনগণে পরিবেষ্টিত হইতাম না।

পূর্ব্বাচার্য্যদিগের এই মত ছিল, যে সন্তান জন্মিবে, তাহার শরীর বিলক্ষণ বলিষ্ঠ মাংসল ও বীর্য্যশালী হইবে। শরীর দৃঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ না হইলে মনও বলবৎ হয় না। যে ব্যক্তির শরীরের ও মনের বল ও দৃঢ়তা না থাকে, তাহার ঐহিক ও পারলৌকিক উন্নতি লাভের সম্ভাবনা থাকে না। তাদৃশ আধারে উৎসাহ অধ্যবসায় ও সাহসাদি গুণের সদ্ভাব হওয়া দুর্ঘট হয়। ফলতঃ তাদৃশ ব্যক্তি হইতে জগতের কোন প্রকার উপকার লাভের সম্ভাবনা হয় না। পূর্ব্বকার আর্য্যেরা বহুল পরিমাণে উল্লিখিত নিয়মানুসারে চলিতেন, এই নিমিত্ত আমরা ভীমার্জ্জুন ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ প্রভৃতি বীরগণের ও মনু যাজ্ঞবল্ক্য ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের জন্মপরিগ্রহের কথা শুনিতে পাই।

পূর্ব্ব আর্য্যগণ সমধিক উৎসাহ অধ্যবসায় সাহসাদি গুণসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া সামাজিক উন্নতির সম্বন্ধে অনেক অসামান্য কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন। ব্যাকরণ কাব্যালঙ্কার দর্শনাদি শাস্ত্রই যে কেবল তাঁহাদিগের কৃত সামাজিক উন্নতির দেদীপ্যমান প্রমাণ, তাহা নয়, শিল্পাদি বিষয়েও বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। কেবল যে সৌধপ্রাসাদাদি শব্দ তাহার পরিচয় দিতেছে, তাহা নহে, অনেক স্থলে আজও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ সবিশেষ বিস্ময় উৎপাদন করে। যন্ত্র ও ব্যোমযান প্রভৃতি শব্দের সৃষ্টি যখন দৃষ্টিগোচর হইতেছে, তখন স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পূর্ব্ব আর্য্যগণ এ সকল বিষয়ে উন্নতি

লাভ করিয়াছিলেন। তবে ঐ সকল বিষয় এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। বিলুপ্ত হইয়াছে, এই অনুমান যদি প্রামাণিক না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল শব্দের সৃষ্টি কিরূপে সঙ্গত হইবে? পূর্ব্ব সৃষ্ট অনেক পদার্থ যে বিলুপ্ত হইয়াছে, ভগ্নাবশেষ দ্বারা আজও তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অনেক স্থলে এরূপও দেখা যাইতেছে, তত্তৎ স্থলে পূর্ব্বে গ্রাম নগরাদি ছিল, কোন অনির্ব্বচনীয় কারণে সেই সেই স্থান জনশূন্য হইয়া অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহার বিশিষ্ট চিহ্ন রহিয়াছে। আবার সেই সেই স্থানে এখন গ্রাম নগরাদির নূতন পত্তন হইতেছে। অতএব এ অনুমান অসঙ্গত নয় যে পূর্ব্ব আর্য্যগণ যন্ত্র ও ব্যোমযানাদির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, দুরুচ্ছেদ্য কারণ প্রভাবে কালবশে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব আর্য্যগণ সাধারণ্যে কেবল যে ধর্ম্মচিন্তায় মগ্ন অকর্ম্মণ্য অপদার্থ হইয়া কালক্ষেপ করেন নাই, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। প্রথম প্রমাণ এই, তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহার্থ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা প্রধানতঃ অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কার্য্যে এবং ক্ষত্রিয়জাতি বিপক্ষের হস্ত হইতে দেশ রক্ষা, ও নূতন জনপদাদির অর্জ্জন দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে অনুমত ও অধিকৃত ছিলেন। কৃষ্যাদি কার্য্য সম্পাদনের ভার বৈশ্যের উপরে নিহিত ছিল। শূদ্রেরা ঐ তিন বর্ণের পরিচর্য্যা করিতেন। কেহ যে নিষ্কর্ম্মা ও কেবল অলসভাবে ধর্ম্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া কালক্ষেপ করিতেন, উল্লিখিত বিভাগ দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে না। সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। উল্লিখিত শ্রেণীবিভাগ নিয়মের বিশেষ গুণ এই, সকলেই স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যের উন্নতি সাধন বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণের উপরে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ভার থাকাতে তাঁহারা সমাজের মঙ্গলকর কত অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ক্ষত্রিয়ের উপরে দেশজয় ও রাজ্যরক্ষণাদির ভার অর্পিত থাকাতে বীরধর্ম্মের কত উন্নতি হইয়াছিল, কত বীর ভারত ভূমিকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ফলতঃ পূর্ব্ব আর্য্যগণ সামাজিক উন্নতি সাধন বিষয়ে কোন ক্রমে উদাসীন ছিলেন না। তবে যে সকল ব্যক্তি নিতান্ত ধর্ম্মান্ধ হইয়া পড়িতেন, তাঁহারা সংসারের বাহির হইয়া যাইতেন। তাঁহাদিগের হইতে সংসারের কিছুমাত্র উন্নতি সাধিত হইত না।

শাস্ত্রকারেরা ঋষিঋণের যে উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আত্মোন্নতি সম্বন্ধে কর্ত্তব্যতার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যাশিক্ষাই ঋষিঋণ হইতে মুক্তি

লাভ করিবার একমাত্র উপায়। বিদ্যাশিক্ষাই মানুষের মনুষ্যত্ব প্রতিপাদনের প্রধান হেতু। বিদ্যা ব্যতিরেকে মানুষের কর্ত্তব্যজ্ঞান, বিশুদ্ধ ধর্ম্ম জ্ঞান, বস্তুর স্বরূপজ্ঞান কোন জ্ঞানই হয় না। বিদ্যাশিক্ষাকে ঋষিঋণ হইতে মুক্তিলাভের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করাতে এই কথা বলা হইয়াছে, সকলকেই অবশ্য অধ্যয়ন করিতে হইবে। যিনি অধ্যয়ন না করিবেন, তিনি চিরকাল ঋষি ঋণগ্রস্ত-হইয়া থাকিবেন। ফলতঃ শাস্ত্রকারেরা এই ঋণবন্ধনের ভয়প্রদর্শন দ্বারা কৌশলে অধ্যয়নের অবশ্য কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অধ্যয়ন করিলে ঋষিঋণ হইতে উদ্ধার হওয়া যায়, ইহার কারণ কি? ঋষিগণ শাস্ত্র প্রণেতা। তাঁহারা গ্রন্থপ্রণয়ন দ্বারা জগতের মহোপকার করিয়াছেন। সুতরাং সকল লোকেই সেই ঋণে বদ্ধ। যে উদ্দেশে তাঁহারা গ্রন্থপ্রণয়ন করেন, লোকে অধ্যয়নে অনুরক্ত হইলে তাঁহাদের সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়। অতএব তাঁহারা প্রীতিলাভ করেন। তাঁহারা প্রীত হইলেই মানুষ ঋষিঋণ হইতে পরিত্রাণ পাইলেন। এখন পাঠক দেখুন, ঋষিগণ আত্মোন্নতি সাধনের কেমন প্রশস্ত পথ প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন।

তৃতীয় দেবঋণ। মানুষের ধর্ম্ম বুদ্ধিকে দৃঢ়বদ্ধ করিবার উদ্দেশেই শাস্ত্রকারেরা এই ঋণবন্ধনের উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্মে আস্থা শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তি না থাকিলে ঐহিক বা পারত্রিক কোন প্রকার শ্রেয়োলাভেরই সম্ভাবনা থাকে না। সংসারী ব্যক্তি যদি ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ও নাস্তিকবুদ্ধি হইয়া উঠে, তাহা হইলে সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। সেই ধর্ম্মের নিত্য আলোচনার নিমিত্ত প্রাচীন আর্য্যেরা যাগ যজ্ঞাদির সদা অনুষ্ঠান করিতেন, তপস্যা ও ধ্যান ধারণাদিতে নিয়ত রত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহাদের এরূপ অভিপ্রেত ছিল না যে, মানুষ কেবল একমাত্র ধর্ম্মে মত্ত হইয়া অন্য অন্য বিষয়ে জলাঞ্জলি দিবে। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, প্রাচীন আর্য্যেরা যে ধর্ম্মকে ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের নিদানভূত বিবেচনা করিয়া তদ্বিষয়ে মানুষের অচলা ভক্তি দৃঢ় নিবদ্ধ করিবার চেষ্টায় নানা উপায়ের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সেই ধর্ম্মে আত্যন্তিক অনুরাগ বৃদ্ধিই ভারতের অবনতির কারণ হইয়াছে।

ধর্ম্মে আত্যন্তিক অনুরাগ বৃদ্ধির অনেকগুলি কারণের ঘটনা হয়। প্রথম আর্য্যেরা দেশজয় সমাজবন্ধন ও ধর্ম্মের মূলবন্ধনাদি কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্মমত্ত হইয়া জড়বৎ এক স্থানে বসিয়া কালক্ষেপ করিবার

অবসর পান নাই। তাঁহাদের ধর্ম্মোন্মাদ হেতু ভারতের অনিষ্টও সাধিত হয় নাই। ক্রমে জয় ও সমাজ বন্ধনাদি কার্য্য শেষ হইয়া গেল। আর্য্যেরা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিলেন। ভারতভূমি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা, অল্প প্রযত্নেই প্রচুর শস্যরাশি প্রসব করিয়া থাকে। অতএব তাঁহাদিগকে উদরের চিন্তায়ও ব্যস্ত হইতে হইত না। ভারতে অনেক নির্ব্বোধ অলস আছে বটে; কিন্তু অধিকাংশ বুদ্ধিমান্ লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বুদ্ধিমান্ লোকে কখন নিতান্ত নিষ্কর্ম্মা হইয়া বৃথা কালক্ষেপ করিতে পারেন না। তাঁহাদের সময়-ক্ষেপের এক একটী অবলম্বন চাই। তাঁহাদের উদরচিন্তা ছিল না; অন্য চেষ্টাও ছিল না। সুতরাং ধর্ম্মই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল। কালক্ষেপোপযোগী নানা প্রকার ক্রিয়াকাণ্ডের সৃষ্টি হইতে লাগিল। ক্রমে আর্য্যেরা বিলাসিতা রোগাক্রান্ত হইতে লাগিলেন। মূর্খতা ও আসিয়া জুটিল। প্রাজ্ঞ বহুদর্শী আর্য্যেরা দেশের ভাব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা কষ্টসাধ্য যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান রহিত করিয়া সুখসাধ্য পূজাদির ব্যবস্থা করিলেন। পৌরাণিক কালের সৃষ্টি হইল। নানা দেবমূর্ত্তি গঠিত হইতে লাগিল। ক্ষমতাবান্ লোকেরা দেববৎ পূজা লাভ করিয়া ক্রমে দেবতা হইয়া গেলেন। বুদ্ধিমান্ আর্য্যদিগেরও ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মচর্চ্চা এক-মাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিল। তাঁহারা সমাজের যাবতীয় বিষয় ধর্ম্মসম্বন্ধ করিয়া তুলিলেন। তাহার প্রধান প্রমাণ এই, ভারতে যে সমস্ত গ্রন্থ প্রধান বলিয়া আদৃত ও সম্মানিত হইয়া থাকে, সে সমুদায়ই ধর্ম্মসংক্রান্ত। ষড়্ দর্শনকারেরা ঈশ্বর নিরূপণার্থ ব্যগ্র হইলেন। পৌরাণিকদিগের ত কথাই নাই, তাঁহারা ভারতবাসিদিগকে নিতান্ত ধর্ম্মমূঢ় করিয়া তুলিলেন। অধিক কথা কি, ভারত ভূমিতে ধর্ম্মের তানা পড়েন হইয়া উঠিল। তাঁহারা ধর্ম্ম ছাড়া এক পদও ক্ষেপণ করিতেন না।

এই ধর্ম্মোন্মাদ হেতু ভারতের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছে, এক্ষণে তাহা পরি-গণিত হইতেছে। এ স্থলে পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ধর্ম্মের পর পদার্থ আর নাই। যাঁহারা সেই ধর্ম্মে মত্ত হন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছি কেন? তদুত্তরে আমরা এই কথা বলি, আমরা উপরেই কহিয়াছি, প্রধান নীতিজ্ঞদিগের মত এই "ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাযোহ্যেকসক্তঃ সজনো জঘন্যঃ।" ধর্ম্ম অর্থ কাম ইহার একে আসক্ত হইলে জঘন্য হইতে হয়। ভারতবাসিরা ধর্ম্মমত্ত হইয়া পদে পদে সেই জঘন্যতা প্রদর্শন করি-

র'ছেন। আমরা অতীত ও বর্ত্তমান কয়েকটী ঘটনার উদাহরণ দিতেছি, তাহা পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন।

সংসারে থাকিলে ধ[illegible] হয় না বলিয়া কত বড় বড় লোকে সংসার-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছেন। অরণ্যে একমাত্র ধর্ম্ম চিন্তাতেই তাঁহাদের কাল অতিবাহিত হইয়াছে। অন্যচিন্তা কখন তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহারা এরূপ ধর্ম্মোন্মত্ত না হইয়া যদি সময়ে ধর্ম্মচিন্তা ও সময়ে বিষয়চিন্তা করিতেন, তাঁহাদের হইতে ভারতের অনেক উন্নতি হইতে পারিত। নূতন নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন দ্বারাই যে কেবল তাঁহাদের হইতে আমরা ভারতের উন্নতির সম্ভাবনা করিতেছি, তাহা নহে, তাঁহারা উদাসীন না হইয়া যদি ধনার্জ্জনে যত্নবান থাকিতেন, ভারতে কত ধনসঞ্চিত হইত সন্দেহ নাই। যে দেশ ধনাঢ্য না হয়, সে দেশ কখন উন্নত হয় না। দেশের প্রতি ব্যক্তি ধনোপার্জন না করিলেও দেশে ধন সঞ্চিত হয় না। ইউরোপখণ্ড যে এত উন্নত হইয়াছে, কিসের বলে? কেবল একমাত্র ধনের বলে। প্রতি ব্যক্তি ধনার্জ্জনার্থ যত্নশীল বলিয়া ইউরোপখণ্ডের এই ধনশালিতা ঘটিয়াছে। যদি ইউরোপের কতিপয় ব্যক্তি মাত্র অর্জ্জনশীল হইত, আর অধিকাংশ লোক অকর্ম্মা ও তাহাদিগের গলগ্রহ স্বরূপ হইয়া কীটবৎ সেই ধন ভক্ষণ করিত, ইউরোপ কখনই এতদূর মস্তক উন্নত কবিতে পারিত না।

ভারতে বরাবর ইউরোপ খণ্ডের বিপরীত ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। চিরকাল এখানকার কয়েক ব্যক্তিমাত্র উপার্জ্জনশীল; আর অধিকাংশ লোক ধর্ম্ম-মত্ত, অলস ও অকর্ম্মা হইয়া তাঁহাদের স্কন্ধে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কথায় বলে "বসিয়া খেলে রাজার ভাণ্ডার টুটিয়া যায়।" একের উপার্জ্জনে শত শত ধর্ম্মান্ধ অলস লোকে ভাগ বসায় বলিয়া ভারতের দারিদ্র্যদশা ঘুচিতেছে না। আমরা বোধ করিতেছি, চৈতন্যের উদাহরণ প্রদর্শন করিলে এ বিষয়টী অধিকতর বিশদ হইয়া উঠিবে। চৈতন্য হরিভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া যে সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া যান, ঐ সম্প্রদায় হইতে ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের বিশেষ অনিষ্ট ঘটে। ঐ সম্প্রদায়ের চৌদ্দ আনা লোক অলস ও অকর্ম্মা বলিলে হয়। তাহারা সমাজের ধাতু ও মজ্জা ভক্ষণ করিয়া ইহাকে ফোফরা করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদিগের নূতন এক পয়সা আয় করিবার ক্ষমতা নাই, অন্যে যে কিছু আয় করে, তাহার সংহার করে। এ অবস্থায়

দেশ কি কখন ধনী হইতে পারে? যে দেশের এই দশা, তাহার যে কেবল ধনাংশে দারিদ্র্য দশা ঘটে, তাহা নয়, মনস্বিতা তেজস্বিতাদি গুণেরও বিষম দারিদ্র্য ঘটিয়া উঠে। যে সমস্ত চিন্তাশীল বিজ্ঞ লোকে বৈষ্ণবদিগের উৎসব দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, বৈষ্ণবসম্প্রদায় এক ভিক্ষার প্রভাবে তেজস্বিতা ও মনস্বিতাদি মহৎ গুণরাশি হইতে হীন হইয়া কেমন শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতের যদি এই বৈগুণ্য না ঘটিত, ভারতের সদৃশ উর্ব্বর প্রদেশ কি কখন এরূপ দরিদ্র হইত?*

পাঠক! ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান ব্যবহার দর্শন করুন। তাঁহারাও দেশের দারিদ্র্যদশার অল্প সাহায্য করিতেছেন না। তাঁহারাও এক প্রকার ধর্ম্মোন্মত্ত হইয়া পরের গলগ্রহ হইয়া উঠিতেছেন। না আছে তাঁহাদের হইতে কৃষি বাণিজ্যের উন্নতি, না হয় তাঁহাদের হইতে কোন বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া, না হয় কোন বিষয়ের উদ্ভাবন। এ সকল কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের দেশের দারিদ্র্য দশা ঘুচাইবার ক্ষমতা নাই। আমরা দেখিতেছি, তাঁহারা কেবল ধ্যান-মুদ্রিত হইয়া দৈববলে দারিদ্র্যদশা ঘুচাইবার চেষ্টায় আছেন। যাঁহারা পরের গলগ্রহ হন, তাঁহাদের হইতে দেশের ধনবিষয়ক উন্নতি লাভ দূরে থাকুক, তেজস্বিতা মনস্বিতাদি মহাগুণেরও উন্নতি লাভের সম্ভাবনা থাকে না। ফলতঃ আমরা দেখিতেছি, ভারতের যত ধর্ম্মোন্মাদ বৃদ্ধি হইতেছে, ততই দারিদ্র্যদশার বৃদ্ধি হইতেছে। বিষয় কর্ম্ম করিয়া কি ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করা যায় না? আমরা শুনিতে ও দেখিতে পাই, ব্রাহ্মদলের যাঁহাদের বিলক্ষণ দশ টাকা উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহারা সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্মধর্ম্ম করিয়া মাতিয়া বেড়াইতেছেন, কেহ কেহ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মাতিয়াছেন। ব্রাহ্মদিগের ঈদৃশ ব্যবহারে কি কখন দেশের মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা? যদি ব্রাহ্মেরা খ্রীষ্ট মিশনরিদিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন চেষ্টা পান, তাহা হইলে আমরা বুঝিব, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রমে পড়িয়াছেন। খ্রীষ্ট মিশনরিরাও পরগলগ্রহ অলসদল; তাঁহারাও ইউরোপের ধন ক্ষয় করিতেছেন সত্য; কিন্তু ইউরোপখণ্ড অগাধ সমুদ্রের ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য্যের আধার হইয়াছে। এক দিক দিয়া কিছু ধন বাহির হইয়া গেলে তাহার অনুভব হয় না। কিন্তু ভারতের সে অবস্থা নয়।

অষ্টম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যস্য দৃশ্যেত সপ্তাহাদুক্তবাক্যস্য সাক্ষিণঃ।
রোগোঽগ্নির্জ্ঞাতিমরণমৃণং দাপ্যোদমঞ্চ সঃ॥ ১০৮॥

সাক্ষ্যদানের পর সপ্তাহকালমধ্যে যদি সাক্ষির রোগ হয়, গৃহে অগ্নি লাগে অথবা সন্নিহিত পুত্রাদি জ্ঞাতি মরণ হয়, তাহা হইলে জানা যাইবে, সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছে। অতএব তাহার দণ্ড হইবে এবং তাহাকে অধমর্ণের দেয় ঋণ দিতে হইবে।

অসাক্ষিকেষু ত্বর্থেষু মিথোবিবদমানয়োঃ।
ন বিন্দংস্তত্ত্বতঃ সত্যং শপথেনাপি লম্ভয়েৎ॥ ১০৯॥

যে মকদ্দমায় সাক্ষী না থাকে এবং বাদী প্রতিবাদী পরস্পর বিরুদ্ধ কথা বলে, সে স্থলে প্রাড়্‌বিবাক বক্ষ্যমাণ শপথ দ্বারা সত্য স্থির করিবেন।

মহর্ষিভিশ্চ দেবৈশ্চ কার্য্যার্থং শপথাঃ কৃতাঃ।
বশিষ্ঠশ্চাপি শপথং শেপে পৈয়বনে নৃপে॥ ১১০॥

মহর্ষিগণ ও দেবগণ তত্ত্বনির্ণয়ার্থ শপথ করিয়াছেন। বশিষ্ঠের পুত্র-শতভক্ষণের অপবাদ হইলে তিনিও আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত সুদাম রাজার নিকটে শপথ করিয়াছিলেন।

ন বৃথা শপথং কুর্য্যাৎ স্বল্পেঽপ্যর্থে নরোবুধঃ।
বৃথা হি শপথং কুর্ব্বন্ প্রেত্য চেহ চ নশ্যতি॥ ১১১॥

পণ্ডিত ব্যক্তি কখন মিথ্যা শপথ করিবেন না। মিথ্যা শপথ করিলে ইহ লোকে অযশ ও পর লোকে নরকগতি হয়।

কামিনীষু বিবাহেষু গবাং ভক্ষ্যে তথেন্ধনে।
ব্রাহ্মণাভ্যুপপত্তৌচ শপথে নাস্তি পাতকং॥ ১১২॥

স্ত্রীর প্রীত্যর্থ তাহার নিকটে মিথ্যা কথনে, বিবাহ বিষয়ে, গোরুর ভক্ষণীয় ঘাসাদির আহরণে এবং ব্রাহ্মণের রক্ষাবিষয়ে মিথ্যা শপথে দোষ নাই। এটী পূর্ব্ব শ্লোকের অপবাদ।

সত্যেন শাপয়েৎ বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ।
গোবীজকাঞ্চনৈর্ব্বৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ॥ ১১৩॥

ব্রাহ্মণ সাক্ষিকে এই বলিয়া শপথ করাইবে, যদি আমি মিথ্যা কথা কহি, আমার সত্য নাশ হইবে। ক্ষত্রিয় বলিবে, আমি যদি মিথ্যা বলি, আমার অস্ত্র শস্ত্র ও হস্তিতুরঙ্গাদি বাহন সমুদায় নিষ্ফল হইবে। বৈশ্য বলিবে, মিথ্যা কহিলে আমার গোবীজ কাঞ্চনাদি সমুদায় বিফল হইবে এবং শূদ্র বলিবে আমি মিথ্যা কহিলে যতপ্রকার পাতক আছে, আমার সে সমুদায় হইবে।

অগ্নিং বা হারয়েদেনমপ্সু চৈনং নিমজ্জয়েৎ।
পুত্রদারস্য বাপ্যেনং শিরাংসি স্পর্শয়েৎ পৃথক্ ॥ ১১৪ ॥

বিবদমান ব্যক্তির হস্তে সাতটী আকন্দ পত্রের উপরে অগ্নিতুল্য অয়ঃপিণ্ড দিয়া তাহাকে সপ্তপদ গমন করিতে কহিবে, অথবা জলৌকাশূন্য জলে মগ্ন করিয়া দিবে কিম্বা পুত্র ও স্ত্রীর মস্তক স্পর্শ করাইবে।

যমিদ্ধো নদহত্যগ্নিরাপোনোন্মজ্জয়ন্তি চ।
নচার্ত্তিমৃচ্ছতি ক্ষিপ্রং সজ্ঞেয়ঃ শপথে শুচিঃ ॥ ১১৫ ॥

যে ব্যক্তির হস্তদ্বয় প্রদীপ্ত অগ্নিতে দগ্ধ না হয়; যে ব্যক্তি জলের উপরে ভাসিয়া না উঠে এবং যে ব্যক্তির এই সকল কার্য্যে আত্যন্তিক কষ্ট বোধ না হয়, সে মিথ্যা শপথ করে নাই, এই বুঝিতে হইবে।

বৎসস্যাহ্যভিশস্তস্য পুরা ভ্রাত্রা যবীয়সা।
নাগ্নির্দদাহ রোমাপি সত্যেন জগতঃ স্পৃশঃ ॥ ১১৬ ॥

পূর্ব্বকালে বৎসনামক ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে বলিয়াছিল, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্রের পুত্র। এই অভিযোগে বৎস ঋষি আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অগ্নি তাঁহার রোমও দগ্ধ করেন নাই।

যস্মিন্ যস্মিন্ বিবাদে তু কৌটসাক্ষ্যং কৃতং ভবেৎ।
তত্তৎ কার্য্যং নিবর্ত্তেত কৃতঞ্চাপ্যকৃতং ভবেৎ ॥ ১১৭ ॥

যে যে মকদ্দমার সাক্ষী মিথ্যা কথা কহিয়াছে, এরূপ স্থির হইবে, সে সে মকদ্দমা ফিরিয়া যাইবে। সেই সেই মকদ্দমায় পূর্ব্বে যে যে কার্য্য করা হয়, তাহা যেন করা হয় নাই, এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে। অর্থাৎ সে মকদ্দমার কোন কাজই সিদ্ধ হইবে না।

লোভাৎ মোহাৎ ভয়াৎ মৈত্রাৎ কামাৎ ক্রোধাৎ তথৈব চ ॥
অজ্ঞানাৎ বালভাবাচ্চ সাক্ষ্যং বিতথমুচ্যতে ॥ ১১৮ ॥

লোভ মোহ ভয় বন্ধুতা কাম ক্রোধ অজ্ঞান অথবা অনবধানতাহেতুক

যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তাহা মিথ্যা সাক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। সে সাক্ষ্য কোন কাজেরই হইবে না।

এষামন্যতমে স্থানে যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ।
তস্য দণ্ডবিশেষাংস্তু প্রবক্ষ্যাম্যনুপূর্ব্বশঃ॥ ১১৯॥

লোভাদির অন্যতম কারণের বশীভূত হইয়া যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহার বিশেষ দণ্ডের বিষয় আমি বলিব।

লোভাৎ সহস্রং দণ্ড্যস্তু মোহাৎ পূর্ব্বন্তু সাহসং।
ভয়াৎ দ্বৌ মধ্যমৌ দণ্ডৌ মৈত্রাৎ পূর্ব্বং চতুর্গুণং॥ ১২০॥

লোভহেতুক মিথ্যা কথা কহিলে সহস্র পণ দণ্ড হইবে। মোহহেতুক মিথ্যা কহিলে প্রথম সাহস, ভয়হেতুক দুটী মধ্যম সাহস এবং বন্ধুতাহেতুক চতুর্গুণিত প্রথম সাহস দণ্ড হইবে। মনু স্বয়ংই পণ ও সাহসাদির লক্ষণ পরে করিতেছেন।

কামাৎ দশগুণং পূর্ব্বং ক্রোধাত্তু ত্রিগুণং পরং।
অজ্ঞানাৎ দ্বে শতে পূর্ণে বালিশ্যাচ্ছতমেব তু॥ ১২১॥

স্ত্রীসম্ভোগাদি কামনায় মিথ্যা কথা কহিলে দশগুণিত প্রথম সাহস, ক্রোধহেতুক মিথ্যাকথনে ত্রিগুণিত মধ্যম সাহস; অজ্ঞানহেতুক মিথ্যা কথা কহিলে দুই শত পণ এবং অনবধানতাহেতুক মিথ্যা কহিলে এক শত পণ দণ্ড হইবে।

এতানাহুঃ কৌটসাক্ষ্যে প্রোক্তান্ দণ্ডান্ মনীষিভিঃ।
ধর্ম্মস্যাব্যভিচারার্থমধর্ম্মনিয়মায় চ॥ ১২২॥

ধর্ম্মের রক্ষা ও অধর্ম্মের নিবারণার্থ পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ মিথ্যা সাক্ষ্যের এই সকল দণ্ডের বিধান করিয়াছেন।

কৌটসাক্ষ্যন্তু কুর্ব্বাণাংস্ত্রীন্ বর্ণান্ ধার্ম্মিকোনৃপঃ।
প্রবাসয়েৎ দণ্ডয়িত্বা ব্রাহ্মণন্তু বিবাসয়েৎ॥ ১২৩॥

ক্ষত্রিয়াদি তিন বর্ণ পুনঃ পুনঃ মিথ্যা সাক্ষ্যদানে প্রবৃত্ত হইলে ধার্ম্মিক রাজা পূর্ব্বোক্ত দণ্ড বিধান করিয়া তাহাদিগকে স্বরাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন; কিন্তু ব্রাহ্মণকে দণ্ডদান না করিয়া রাজ্য হইতে কেবল বিবাসিত করিবেন।

দশ স্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু যানি স্যুরক্ষতোব্রাহ্মণোব্রজেৎ॥ ১২৪॥

স্বয়ম্ভুর পুত্র মনু ক্ষত্রিয়াদিবর্ণত্রয়ের দণ্ডের দশটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ মহৎ অপরাধ করিলেও অক্ষতশরীরে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইবেন। তাঁহার শারীরিক দণ্ডের বিধি নাই।

উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমং।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ॥ ১২৫॥

উপস্থ, উদর, জিহ্বা, হস্ত, পদ, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ধন ও দেহ, এই দশটী দণ্ডের স্থান। অর্থাৎ যে অঙ্গের দ্বারা যে অপরাধ করা হইবে, সেই অঙ্গের ছেদনতাড়নাদি করিতে হইবে। সামান্য অপরাধে অর্থদণ্ড হইবে।

অনুবন্ধং পরিজ্ঞায় দেশকালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারাপরাধৌ চালোক্য দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ॥ ১২৬॥

অপরাধির অপরাধ করণের পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা, কুকর্ম্মানুষ্ঠানের স্থান (গ্রামনগরাদি বা অরণ্যাদি) ও কাল (দিবা বা রাত্রিপ্রভৃতি) এবং অপরাধির দণ্ডযোগ্য ধন ও শরীরসামর্থ্য, এই সকল বিবেচনা করিয়া রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ডবিধান করিবেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, যদি কেহ কদাচিৎ কোনপ্রকার কুকর্ম্ম করে, তাহার যেরূপ দণ্ড হইবে, পুনঃ পুনঃ কুকর্ম্ম করিলে তাহার অন্যরূপ দণ্ড হইবে। গ্রাম নগরাদিতে কুকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহার একপ্রকার দণ্ড, অরণ্যাদিস্থলে অন্যপ্রকার দণ্ড, দিবাতে একরূপ, রাত্রিতে অন্যরূপ, এই সকল বিবেচনা করিয়া এবং অপরাধির যে অর্থদণ্ড করা হইবে, সে তাহা দিতে পারিবে কি না, এবং শারীর দণ্ড করিলে তাহা তাহার বহন করিবার সামর্থ্য আছে কি না, এই সমস্ত বিচার করিয়া দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য।

অধর্ম্মদণ্ডনং লোকে যশোঘ্নং কীর্ত্তিনাশনং।
অস্বর্গ্যঞ্চ পরত্রাপি তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১২৭॥

উল্লিখিত বিষয়গুলির বিচার না করিয়া যে দণ্ড করা হয়, তাহার নাম অধর্ম্ম দণ্ড। অধর্ম্ম দণ্ড জীবিত কালের যশ ও মরণানন্তর কীর্ত্তির লোপ করে এবং পরকালে স্বর্গাদি উত্তম লোকপ্রাপ্তির গতিরোধক হয়, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে।

অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা দণ্ড্যাংশ্চৈবাপ্যদণ্ডয়ন্।
অযশোমহদাপ্নোতি নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥ ১২৮॥

যে দণ্ডনীয় নয়, রাজা যদি ধনলোভাদির বশীভূত হইয়া তাহার দণ্ড

বিধান করেন এবং যে দণ্ডনীয়, তাহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি মহৎ অযশ প্রাপ্ত হন এবং নরকে গমন করেন।

বাগ্দণ্ডং প্রথমং কুর্য্যাৎ ধিগ্দণ্ডং তদনন্তরং।
তৃতীয়ং ধনদণ্ডন্তু বধদণ্ডমতঃ পরং॥ ১২৯॥

প্রথম অপরাধে বাগ্দণ্ড করিবেন, অর্থাৎ অপরাধিকে ভৎর্সনা করিয়া বলিবেন, তুমি আর এরূপ কার্য্য করিও না। তাহাতে যদি সে ক্ষান্ত না হয়, পুনরায় অপরাধ করে, তাহার ধিক্ দণ্ড করিবেন। অর্থাৎ তাহাকে এই কথা বলিবেন, তোমার জন্মে ধিক্। তাহাতেও যদি নিবৃত্ত না হয়, পুনরায় কুকর্ম্ম করে, তাহার অর্থদণ্ড করিবেন। অর্থদণ্ডেও নিবৃত্ত না হইলে প্রহারাদি করিবেন।

বধেনাপি যদাত্বেতান্ নিগ্রহীতুং ন শক্নুয়াৎ।
তদৈষু সর্ব্বমপ্যেতৎ প্রযুঞ্জীত চতুষ্টয়ং॥ ১৩০॥

রাজা যখন দেখিবেন, প্রহারাদি দ্বারাও কুকর্ম্মশীল ব্যক্তিকে কুকর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তিত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি তাহার নিবর্ত্তনার্থ যুগপৎ উল্লিখিত চারি দণ্ডেরই প্রয়োগ করিবেন।

উপরে পণাদিদণ্ডের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই পণাদির স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে।

লোকসংব্যবহারার্থং যাঃ সংজ্ঞাঃ প্রথিতাভুবি।
তাম্ররূপ্যসুবর্ণানাং তাঃ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥ ১৩১॥

ক্রয়বিক্রয়াদি লোক ব্যবহারার্থ তাম্ররূপ্য ও সুবর্ণাদির পণাদিরূপ যে সকল নাম প্রসিদ্ধ আছে, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে বলিব।

জালান্তরগতে ভানৌ যৎ সূক্ষ্মং দৃশ্যতে রজঃ।
প্রথমং তৎপ্রমাণানাং ত্রসরেণুং প্রচক্ষতে॥ ১৩২॥

গবাক্ষ বিবর মধ্যে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিলে যে সূক্ষ্মরেণু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম ত্রসরেণু। ইহা প্রথম প্রমাণ।

ত্রসরেণবোঽষ্টৌ বিজ্ঞেয়া লিক্ষৈকা পরিমাণতঃ।
তারাজসর্ষপস্তিস্রস্তে ত্রয়োগৌরসর্ষপঃ॥ ১৩৩॥

আটটী ত্রসরেণুকে একটী লিক্ষা বলা যায়। উহার তিনটীকে রাজসর্ষপ বলে। তিনটী রাজসর্ষপে একটী গৌরসর্ষপ হয়।

সর্ষপাঃ ষট্ যবোমধ্যস্ত্রিযবন্ত্বেককৃষ্ণলং।

পঞ্চকৃষ্ণলকোমাষস্তেস্থবর্ণস্ত ষোড়শ ॥ ১৩৪ ॥

ছয় সর্ষপে অনতিস্থূল ও অনতিসূক্ষ্ম একটী যব হয়। তিন যবে এক কৃষ্ণল (এক রতি) পাঁচ কৃষ্ণলে এক মাষ। ষোল মাষায় এক সুবর্ণ।

পলং সুবর্ণাশ্চত্বারঃ পলানি ধরণং দশ।
দ্বে কৃষ্ণলে সমধৃতে বিজ্ঞেয়ো রৌপ্যমাষকঃ ॥ ১৩৫ ॥

চারি সুবর্ণে এক পল হয়। দশ পলে এক ধরণ। সমান ওজনের দুই কৃষ্ণলে এক রৌপ্যমাষক।

তে ষোড়শ স্যাৎ ধরণং পুরাণশ্চৈব রাজতঃ।
কার্ষাপণস্তু বিজ্ঞেয়স্তাম্রিকঃ কার্ষিকঃ পণঃ ॥ ১৩৬ ॥

ষোল রৌপ্যমাষককে এক রৌপ্যধরণ ও রৌপ্যপুরাণ বলে। এক তাম্রময় কার্ষিকপণকে কার্ষাপণ বলা যায়। আভিধানিকেরা পলের চতুর্থ ভাগকে কার্ষিক বলেন।

ধরণানি দশ জ্ঞেয়ঃ শতমানস্তু রাজতঃ।
চতুঃসৌবর্ণিকোনিষ্কো বিজ্ঞেয়স্তু প্রমাণতঃ ॥ ১৩৭ ।

দশ ধরণে এক রৌপ্য শতমান। চারি সুবর্ণে এক নিষ্ক।

পণানাং দ্বে শতে সার্দ্ধে প্রথমঃ সাহসঃ স্মৃতঃ।
মধ্যমঃ পঞ্চ বিজ্ঞেয়ঃ সহস্রন্তেব চোত্তমঃ ॥ ১৩৮ ॥

মন্বাদি ঋষিগণ আড়াই শত পণকে প্রথম সাহস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাঁচ শত পণকে মধ্যম সাহস এবং সহস্র পণকে উত্তম সাহস বলা যায়।

ঋণে দেয়ে প্রতিজ্ঞাতে পঞ্চকং শতমর্হতি।
অপহ্নবে তদ্দ্বিগুণং তন্মনোরনুশাসনং ॥ ১৩৯ ॥

অধমর্ণ যদি রাজসভায় উপস্থিত হইয়া ঋণ স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচ শত পণে পাঁচ পণ দণ্ড দিতে হইবে, আর যদি অস্বীকার করে, তাহা হইলে পাঁচ শত পণে দশ পণ দণ্ড লাগিবে। মনুর এই অনুশাসন।

যে নিয়মে সুদ লইতে হইবে, তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

বশিষ্ঠবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেৎ বিত্তবিবর্দ্ধিনীং।
অশীতিভাগং গৃহ্নীয়াৎ মাসাৎ বার্দ্ধুষিকঃ শতে ॥ ১৪০ ॥

বশিষ্ঠ সুদ গ্রহণের যে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, উত্তমর্ণকে সেই নিয়মে

সুদ লইতে হইবে। উত্তমর্ণ যদি এক শত পণ কর্জ দেন, মাসে মাসে অশীতিতম-ভাগ সুদ পাইবে।

দ্বিকং শতং বা গৃহ্লীয়াৎসতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্।
দ্বিকং শতং হি গৃহ্লাণো ন ভবত্যর্থকিল্বিষী॥ ১৪১॥

সাধুদিগের এই ধর্ম্ম এই বিবেচনা করিয়া উত্তমর্ণ এক শত পণ কর্জ দিয়া যদি প্রতি মাসে দুই পণ করিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে পাপী হয় না।

দ্বিকন্ত্রিকশ্চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ শতং সমং।
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্লীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ॥ ১৪২॥

উত্তমর্ণ এক শত পণ কর্জ দিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ক্রমে মাসে মাসে দুই, তিন চারি পাঁচ পণ সুদ গ্রহণ করিবে। ব্রাহ্মণের নিকট হইতে শত পণে দুই পণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে তিন পণ, বৈশ্যের নিকট হইতে চারি পণ এবং শূদ্রের নিকট হইতে পাঁচ পণ গ্রহণ করিবে, ইহার অধিক গ্রহণ করিবে না। পূর্ব্বে শত পণে অশীতিতমভাগ বৃদ্ধি গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে, এক্ষণে শত পণে দুই পণ বৃদ্ধি গ্রহণের ব্যবস্থা করা হইল, অতএব পরস্পর বিরোধ ঘটিতেছে। টীকাকার ইহার এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে স্থলে বন্ধক দিয়া শত পণ গ্রহণ করা হইবে, সেই স্থলে অশীতি ভাগ বৃদ্ধি, আর যে স্থলে বন্ধক নাই, সে স্থলে শত পণে দুই পণ বৃদ্ধি। যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ বচন আছে।

নত্বেবাধৌ সোপকারে কৌশীদীং বৃদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
ন চাধেঃ কালসংরোধান্নিসর্গোঽস্তি ন বিক্রয়ঃ॥ ১৪৩॥

ভূমি, গোরু, দাস প্রভৃতি উত্তমর্ণ ভোগ করিবে বলিয়া বন্ধক দিয়া অধমর্ণ ঋণ গ্রহণ করিলে উত্তমর্ণ পূর্ব্বোক্ত সুদ পাইবে না। আর ঐ সকল বিষয় যদি চিরকাল উত্তমর্ণের নিকটে থাকে, তাহা হইলেও উত্তমর্ণ উহা অন্যকে দান বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। কুল্লুকভট্টের মতে উহা অন্যত্র বন্ধক দেওয়া যাইতে পারে।

ন ভোক্তব্যোবলাদাধি র্ভুঞ্জানোবৃদ্ধিমুৎস্বজেৎ।
মূল্যেন তোষয়েচ্চৈনমাধিস্তেনোঽন্যথা ভবেৎ॥ ১৪৪॥

যদি কেহ বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি কাহার নিকটে রাখিয়া ঋণ করে, আর যদি সেই ঋণদাতা বলপূর্ব্বক সেই বস্ত্রালঙ্কারাদি উপভোগ করে, তাহা হইলে সে বৃদ্ধি পাইবে না। আর ঐ বস্ত্রালঙ্কারাদির ব্যবহার দ্বারা উহার যে ক্ষতি

হয়, তৎপূরণার্থ মূল্যদান দ্বারা বস্ত্রালঙ্কারাদিস্বামীকে সন্তোষিত করিতে হইবে। অন্যথা সেই উপভোগকর্ত্তা বন্ধকগ্রহীতা বন্ধকচোর বলিয়া দণ্ডিত হইবে।

আধিশ্চোপনিধিশ্চোভৌ ন কালাত্যয়মর্হতঃ।
অবহার্য্যৌ ভবেতাং তৌ দীর্ঘকালমবস্থিতৌ॥ ১৪৫॥

আধি আর উপনিধি কাল বিলম্ব অপেক্ষা করে না, দীর্ঘকাল গ্রহীতার নিকটে থাকিলেও স্বামী যখন চাহিবে, তখন দিতে হইবে। আধি শব্দে বন্ধক, আর উপনিধি শব্দে ভোগার্থ প্রীতিপূর্ব্বক অর্পিত দ্রব্য বুঝায়।

সম্প্রীত্যা ভুজ্যমানানি ন নশ্যন্তি কদাচন।
ধেনুরুষ্ট্রোবহন্নশ্বোযশ্চ দম্যঃ প্রযুজ্যতে॥ ১৪৬॥

যে গোরুর দুগ্ধ হয় তাহা, উষ্ট্র, আর যে অশ্ব বহন করে, আর দমনার্থ যে বলদ প্রভৃতি দেওয়া যায়, এ সকল অন্যে প্রীতিপূর্ব্বক উপভোগ করিলে তাহাতে স্বামীর স্বত্ব হানি হয় না। পরে যে বলা হইবে ধনস্বামীর সমক্ষে দশ বর্ষ ভোগ করিলে স্বত্ব হানি হইবে, এ বচনটীতে তাহার বিশেষ বিধান করা হইল।

যৎ কিঞ্চিৎ দশবর্ষাণি সন্নিধৌ প্রেক্ষতে ধনী।
ভুজ্যমানং পরৈস্তূষ্ণীং ন স তল্লব্ধুমর্হতি॥ ১৪৭॥

যদি কোন ব্যক্তি ধনস্বামীর সমক্ষে দশ বৎসর কাল কোন দ্রব্য উপভোগ করে, আর ধনস্বামী যদি তাহাকে নিষেধ না করেন, ধনস্বামীর তাহাতে স্বত্ব হানি হইয়া যায়, কিন্তু প্রীতিপূর্ব্বক উপভোগ করিলে যে স্বত্ব হানি হয় না তাহা উপরে বলা হইয়াছে।

ইহার আবার বিশেষ বিধি করা হইতেছে।

অজড়শ্চেদপোগণ্ডোবিষয়ে চাস্য ভুজ্যতে।
ভগ্নন্তদ্ব্যবহারেণ ভোক্তা তদ্দ্রব্যমর্হতি॥ ১৪৮॥

ধনস্বামী যদি বুদ্ধিবিকল এবং ষোড়শ বর্ষের ন্যূন না হয়, তাহা হইলে তাহার সমক্ষে অপরে দ্রব্য ভোগ করিলে তাহার স্বত্ব হানি হইয়া যায়, কিন্তু ধনস্বামী যদি জড় অর্থাৎ বুদ্ধিবিকল এবং অপ্রাপ্তব্যবহার বালক হয়, তাহা হইলে তাহার স্বত্ব হানি হইবে না।

বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা।

পরসা ভার্য্যায় ভাত্যনশাঃ
বৃদ্ধসা যোষিৎ করদীপিকেব ॥

একে হাতে ধরে দীপ অলো পায় পরে,
বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা পরে ভোগ করে।

সৌদামিনী, কাদম্বিনী ও চাঁপার প্রবেশ।

সৌদা। কাদম্বিনি! তোর কথা শুনে যে আমি চমকে উঠেছি। আমার আত্মাপুরুষ উড়ে গিয়েছে। তুই কেমন করে এ কথা মুখে আনলি! তোর মুখে যে কুঠ হবে, নরকে জায়গা হবে না। স্বামী ছেড়ে অপরে মন? তোরে এ শিখান কে শিখালে? এ পড়া কে পড়ালে? তুই পবিত্র কুলকে কলঙ্কিত করতে বসেছিস! স্ত্রীলোকের সতীত্বের ন্যায় কি আর কোন পদার্থ আছে? ইহা অনন্ত অক্ষয় প্রস্রবণ স্বরূপ। ইহা মেঘের ন্যায় অমৃত বর্ষণ করে, হিমাংশুর ন্যায় সুধা ক্ষরণ করে। স্বামী কাণা হউন, খোঁড়া হউন, আর বুড়ো হউন, স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি। তাঁহাকে অভক্তি করতে নাই। তিনিই স্ত্রীর পরম গতি। স্ত্রীকে পালন করেন বলিয়া তাঁহাকে পতি, ভরণপোষণ করেন বলিয়া ভর্ত্তা, এবং স্ত্রীর উপরে সম্পূর্ণ স্বামিত্ব আছে বলিয়া স্বামী বলে। যিনি আপনার শরীরের প্রতি মায়া না করিয়া শরীর চূর্ণ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া স্ত্রীর ভরণপোষণ করেন, যে স্ত্রী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর পুরুষে গমন করে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন আর নাই। স্ত্রীর ব্যভিচার কি স্বামীর সেই পরিশ্রমের পুরস্কার? স্বামী যে অবস্থায় থাকেন, তাহাতেই স্ত্রীর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। রামায়ণে কি পড় নাই, সীতাদেবী অতুল ঐশ্বর্য্য, রাজভোগ, রাজগৃহ ও রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করে স্বামিসহ বনচারিণী বল্কলধারিণী ও কুশশায়িনী হয়েছিলেন? সীতাদেবী ঐ অবস্থাতেই কি সুখ জ্ঞান করেন নাই? তিনি কি স্বামিপরিত্যাগ করে স্বেচ্ছাচারিণী হয়েছিলেন? দময়ন্তী বনে কত কষ্ট পেয়েছিলেন, তাহাও কি তুমি শুন নাই? পরপুরুষ গমন করে গোতমীর যে কি দুর্দ্দশা হয়েছিল, তাহাও কি তুমি জান না? কি তুচ্ছ ক্ষণিক ইন্দ্রিয় সুখের নিমিত্ত এমন পরমপদার্থে জলাঞ্জলি দিতে উদ্যত হয়েছ! তোমাকে ধিক! ইন্দ্রিয়দমন করে রাখা কি

তারণ। অনুপস্থিত থাকার জন্য আমার ভাই কোন অপরাধ নাই। তোমাকে ফেলে যাওয়া কি সাধ! কেবল বাবা জেদ করে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন—এখন হতে কোন্ শিষ্য কোথায় আছে না চিন্লে হবে কেন? তিনিই আমাকে এক চৈতন রাখতে বল্লেন—"চৈতন না থাকলে কি শিষ্যদের ভক্তি হয়?" আমিও দেখলাম যখন শিষ্যই সম্বল, তখন গুরুর মত বেশ ভূষা করে যাওয়াটা উচিত।

কাদ। শিষ্যবাড়ী গিয়ে কি অবস্থায় থাকতে?

তারণ। তন্ত্র মন্ত্র জানি না কেবল চক্ষু বুজে কোসা কুসি ঠক ঠক করতাম। আর মাঝে মাঝে চক্ষু খুলে দেখতাম শিষ্যদের যুবতী যুবতী সুন্দরী বিধবা মেয়েগুলি আমাকে গুরু বলে লজ্জা না করে সুমুখে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। ভাই! সেখানে যে আমার সুখ!

কাদ। মেয়েগুলোকে দেখে মনে মনে ভাবতে একটাকে যদি পাই নিয়ে পলাই, কেমন নয়?

তারণ। পাই কি, পেয়েছিলাম; কিন্তু নিয়ে গিয়ে রাখবো কোথায় ভেবে আনা হয় নি। আরো দেখলাম আমার প্রতি তোমার যেরূপ অনুগ্রহ, তাতে আনিবারও তত আবশ্যক করে না।

কাদ। তোমাদের সুন্দরী মেয়ে মানুষ দেখলে জ্ঞান থাকে না কেমন? ভাল, তোমার স্ত্রী ত বেস সুন্দরী, তাকে ভাল বাসনা অপরাধ কি?

তারণ। তার কোন অপরাধ নাই; কিন্তু তাকে দেখলে আমার কেমন রাগ হয়।

কাদ। ওটা গোঁসাই বাড়ীর ধর্ম্ম। কিন্তু মনে ভাব দেখি সে যদি আবার একটাকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

তারণ। হরির লুট দিই।

নেপথ্যে। গিন্নি দোর খোল। ও গিন্নি আমি এসেছি দোর খোল।

কাদ। এলেন, মরতে এলেন।

তারণ। কে জেঠা মহাশয় এলেন নাকি? এখন আমাকে ত পলাতে হবে?

কাদ। তোমাকে বড় ভাল বাসে, তুমি জিতেন্দ্রিয় ও সচ্চরিত্র বলে বিশ্বাস আছে, তুমি যে ঘরের ঢেঁকী কুমীর হয়েছ সহজে জান্তে পারবে না।

তারণ। তা বলে ত এমন করে বসে থাকা যায় না।

নেপথ্যে। ও গিন্নি, গিন্নি দোর খোল আমি এসেছি।

কাদ। তুমি ভাই খাটের তলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক আমি কৌশল করে বিদায় করবো।

তারণ। তথাকরণ।

কাদম্বিনীর প্রস্থান এবং হরশঙ্করকে লইয়া প্রবেশ।

হর। এস খাটের উপর এসে বস।

কাদ। (জনান্তিকে) আমার কি ঘরের মধ্যে যাবার যো আছে, তারণ গোঁসাই পাঁটা খাওয়ায় তার বাপ দা হাতে করে কাটতে আসেন। সে সেই ভয়েতে আমাদের বাড়ী পালয়ে এসে খাটের তলায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে।

হর। (হাস্য পূর্ব্বক) তারণ ভয় কি বাবা (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন পূর্ব্বক) চল তোমাকে তোমার বাবার কাছে দিয়ে আসি।

কাদ। (জনান্তিকে) ওগো নাগো না তোমাকে আর অন্ধকারে যেতে হবে না। ওর বাপ তখন রাগের মাথায় কাটতে এসেছিল বলে এখনও কি রাগ আছে। এখন আবার তাঁরাই দেখতে না পেয়ে কেঁদে কেঁদে মরচেন।

হর। তবে বাবা বাড়ী যাও। একটা আলো হাতে করে যেও, আর পাঁটা কাঁটাগুলো খেও না। ছিঃ! (কাদম্বিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া) গোঁসায়ের ছেলের পাঁটা খাওয়া কি উচিত?

কাদ। তাত সত্যি। তারণ গোঁসায়ের প্রস্থান।

কাদ। (উপবেশনান্তে) তুমি আর অন্ধকারে বাটীর বাহিরে যেও না, আমার একা বড় ভয় করে।

হর। আমি ত যেতেম না, তুমিই যে আমাকে পাঠালে।

কাদ। পাঠালাম সাধে, যে সব কাজে পুণ্যি হয়, তাতে আগ্রহ করে পাঠয়ে দেওয়া উচিত। দেখ আমার কোন গহনা টহনা নাই, লোকের সুমুখে বাহির হওয়া যায় না, তুমি যেন আমাকে বান্দীমাগী করে রেখেছ।

হর। কি করি ভাই, শরীর অপটু, কোন স্থানে বার্ষিক আদায় করতে যেতে পারচিনে, নচেৎ এ বৎসর তোমাকে একখানি গহনা দিবার ইচ্ছা ছিল।

কাদ। তুমি মনে করলে একখানা ছেড়ে বিশখানা গহনা দিতে পার। মিছে ওজোর করলে শুনবো কেন?

হর। (সবিস্ময়ে) কি উপায়ে দিতে পারি বলে দেও, আমি তাই করচি।

কাদ। তোমার মেয়ে মোহিনীর বে দিয়ে আবার কেন কিছু টাকা লওনা। জামাই ত সেই বে করে গেছেন, এ পর্য্যন্ত আসেন নি, আসবেন কি না তাহারও কোন স্থিরতা নাই।

হর। য়ঁ্যা! য়ঁ্যা! তা কি হয়? তা কি হয়?

কাদ। হবে না কেন? লোকে ত করচে। সত্যি সত্যি গহনার লোভে এরূপ করতে বলচি তা মনে করো না, তুমিই আমার গহনা, ঈশ্বর করুন তুমি বেঁচে থাক আমি আর গহনা চাই না।

হর। যা ভাল বুঝ কর, এখন ক্ষুধা হয়েছে চাট্টি ভাত দেওসে।

উভয়ের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কেনারাম বাবুর বৈঠকখানা।

কেনা। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে যেতে হবে। ও পাড়াটা বড় মজার জায়গা। গোঁসাই বাড়ী একটু সাবধান হয়ে গেলে গোলমাল হতো না। যা হোক বুড়ো বেটা আচ্ছা শিখয়ে দিয়েছিল, যাবামাত্র কার্য্য সফল।

হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।

ঠাকুরদা প্রণাম হই।

হর। চিরজীবী হও। বেণে বাড়ী গিয়েছিলে?

কেনা। আজ্ঞে যাবামাত্র কার্য্যসিদ্ধি।

হর। (হাস্যপূর্ব্বক) য়ঁ্যা! যাবা মাত্র কার্য্যসিদ্ধি?

কেনা। আজ্ঞে। মাগী যেন পথে বসেছিল, কত আদর করলে জল খাওয়ালে আবার মাথার দিব্য দিয়া রোজ রোজ যেতে বল্লে।

হর। রোজ রোজ যে বল্লে? (হাস্যপূর্ব্বক) আমি ত তোমাকে বলেই দিয়েছিলাম যাবামাত্র কার্য্যসিদ্ধি হবে। দেখ নাতী এখন বুড়ো হয়েছি বটে; কিন্তু এককালে শর্ম্মারাম ঐ কাজ করে করে পেকে গেছেন।

কেনা। বেণেদের দুখানি ঘর।

হর। না, না, তিন খানি।

কেনা। তা হবে। মাগী বল্লে বুড়ো বেটা কোথায় মহাভারত পাঠ হয়, তাই শুন্তে গিয়েছে।

হর। না, না, সে শালা মহাভারত টোহাভারত শোনে না। বোধ করি কোথায় শুদ আদায় করতে গিয়ে থাকবে।

কেনা। আপনার মুখে শুন্তে পাই অনেক টাকা আছে; কিন্তু মাগীকে অতি সামান্য অবস্থায় রেখেছে।

হর। যক্ষি, যক্ষি, ও বেটাদের নাম করো না। নাম করলে পাপ হয়।

কেনা। আপনি বসুন, আসছি। প্রস্থান।

হর। শরীরে সামর্থ্য থাকলে কি বাড়ীর কাছে অমন মাল ফসকায়। ছুড়িটের চাল চুল দেখে প্রথম হতেই আমার মনে সন্দেহ হয়েছিল।

এক জন ঘটকের প্রবেশ।

ঘট। মহাশয়! হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কাহার নাম?

হর। আমার নাম কেন?

ঘট। আমি এক জন ঘটক। আপনার কাহার ত বিবাহের সম্বন্ধ করতে হবে না?

হর। (স্বগত) মর, এ বেটারা কি হাত গুণতে জানে? (প্রকাশ্যে) মহাশয়! বলতে পারেন কোন মেয়ের স্বামী বর্ত্তমানে আবার বে দেওয়া যায় কি না? সে জামাই আর আসে না।

ঘট। তা হলে উপরি উপরি তিন বার বে দেওয়া যায়। কত দিন আসে নি?

হর। প্রায় দুই বৎসর।

ঘট। তবে ত তামাদী হয়ে গিয়েছে। আমি সব করবো আপনার কোন চিন্তা নাই; কিন্তু অর্দ্ধেক ভাগ দিতে হবে।

হর। অর্দ্ধেক!

ঘট। তা না হলে চলবে কেন? আপনাকে ত আবার বাঁচয়ে নিয়ে চলতে হবে। আর এতে আপনার অলাভও নাই। এক বার বে দিয়ে কিছু পেয়েছেন আবার পাবেন।

হর। আচ্ছা যদি বাঁচয়ে নিয়ে চল, তোমাকে অর্দ্ধেকই দেব।

হর। কি হোচ্চে যে, কিছুই বুঝতে পারছি নে, মিলতে কিন্তু আমারই সঙ্গে অনেক মিলচে। দূর হোক আর অনর্থক মন খারাপ করবো না, মেয়েটর বে দিয়ে এ লক্ষ্মীছাড়া দেশ থেকে উঠে যাব।

ঘটকের প্রবেশ।

ঘট। বেস যা হোক, আমি না খুঁজেছি এমন স্থান নাই। আগামী কল্যই বে, আপনি গোলমাল না করে, মোটামুটি জোগাড় করে রাখবেন।

হর। তা রাখবো। বলি পাত্রটীকে কি আবার দেখতে হবে?

ঘট। কোন আবশ্যক করে না, আপনার কন্যার যখন দ্বিতীয় পক্ষের বে, তখন আর পাত্র দেখার প্রয়োজন কি?

হর। আর তুমি যখন দেখেছ, সেই দেখাতেই আমার দেখা হয়েছে। ছেলেটী করে কি?

ঘট। ছেলেটী চাকরী করে। কলিকাতায় ট্রামওয়ে গাড়ি চলচে শুনে থাকবেন। ছেলেটী সেই গাড়ীর গার্ড।

হর। ত সব ভাল, আমার ভয় হোচ্চে বে দিয়ে ত কোন বিপদ ঘটবে না?

ঘট। কিছু না, কিছু না, তার সামগ্রী সে নিজের কাছে নে গিয়ে রাখেনি কেন?

হর। ভাল সাবেক জামাই যদি নালিশ করে, আমার কি হতে পারে?

ঘট। নালিশ করবে কি, সে ত তমাদী হয়ে গিয়েছে।

হর। যদিই করে?

ঘট। করে যদি আইন মত দুই জামায়ের অর্দ্ধাঅর্দ্ধি ভাগ।

হর। এই ত, তবে বে দিয়েই ফেলি। বে দিয়ে কলকেতায় পলায়ে যাব।

ঘট। পালাতে ত হবেই। এক্ষণে চলুন আর অনেক পরামর্শ আছে।

উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হরশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের গৃহ।

হর। তোমাকে আনার ভাল বোধ হচ্চে না!

কাদ। হচ্চে না, তা অনেক দিন জেনেছি। যাতে হয়, আমিও তার উপায় করচি। (চক্ষে অঞ্চল দিয়া রোদন)

হর। কেঁদোনা, বলি কি উপায় করবে ?

কাদ। উপায় অনেক আছে।

হর। তবু শুনি ?

কাদ। বিষ খেয়ে কি গলায় দড়ী দিয়ে মরবো ; কিন্তু মলে এই ভিক্ষা চাই—ঐ পাদপদ্মের ধুলো একটু মাথায় দিও।

হর। (স্বগত) কেনারাম বোধ হয় বেগে বাড়ীতেই এসেছিল, সেখানেও এখানকার ন্যায় অভিনয় হয়ে থাকবে। অথবা আমি স্বপ্নে দেখছি। (প্রকাশ্যে) তুমি আমাকে মাপ কর, আর আমি কোন কথা বলবো না। আমাকে এক জন তোমার সম্বন্ধে ঐরূপ বলাতেই তোমার সরল মনে ব্যথা দিইছি।

কাদ। এক জন ! যে বলেছে তার মুখ খসে পড়ুক। লোকের ইচ্ছে তোমার মন ভার করয়ে আমাকে ত্যাগ করায়ে পাঁচ জনে নিয়ে সুখ ভোগ করে।

হর। শর্ম্মারামকে তত বোকা পান নি যে, আমি যার তার কথায় ভুলবো। শোন—ঘটক কালই মোহিনীর বে দিতে বলচে।

কাদ। সেই ত ভাল, শুভ কাজে কি বিলম্ব করতে আছে ?

হর। তবে আমি ঘটকের কাছে যাই, আসতে একটু রাত্রি হবে, তুমি দরজাটা বন্ধ করে রেখো কি জানি আবার কোন বেটা মাতাল এসে বাড়ীর মধ্যে বসে থাকবে। প্রস্থান।

কাদ। (হাস্য করিতে করিতে) যাও, যাও, আমিও যত রাত্রি হয় তাই চাই।

তারণ গোঁসায়ের প্রবেশ।

তার। সোণার কমল কি হচ্চে ?

কাদ। তুমি ভাই চলে যাও, এখানে আর স্থান হবে না।

তারণ। (সবিস্ময়ে) সে কি ! আমার অপরাধ ?

কাদ। অপরাধ তুমি যেখানে সেখানে গল্প করেছ, এ সত্য সত্য বেশ্যা বাড়ী নয়।

তারণ। কোন শালা গল্প করেছে, মাইরি আমি কোন স্থানে গল্প করি নাই।

কাদ। তবে বুড়ো শুনলে কেমন করে?

তারণ। তাহলে খারাপ! (যাইতে উদ্যত)।

কাদ। যাচ্চো যে?

তারণ। কাজেই, যদি শুনে থাকে সেও ধরিবার চেষ্টায় ফিরচে। বুড়ো আমার নিতান্ত আত্মীয় শেষে প্রকাশ হলে বড় অন্যায় হবে, তা অপেক্ষা সময় থাকতে সাবধান হওয়া ভাল।

কাদ। প্রকাশ হবে না, তুমি যথার্থ বল দেখি--কোন স্থানে গল্প করোনি ত?

তারণ। না, আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে দিব্বি করতে পারি। বুড়া কোথায় গিয়েছে?

কাদ। মেয়ের বের সম্বন্ধ করতে ঘটকের কাছে।

তারণ। সত্য সত্যই তবে একবার জামাই বরণ করবে?

কাদ। হাঁ! আগামী কাল বে, তুমি একটু সজাগ থেকো, যদি তেমন তেমন দেখি মেয়ে বেচা টাকাগুলো নিয়ে দুজনে এক দিকে ভাসবো। সেখানে গিয়ে একটা মুদীখানার দোকান খুলে দুজনে স্ত্রীপুরুষের ন্যায় বাস করা যাবে। কাল রাত্রে তোমার বৌ অমন চীৎকার করে কাঁদছিল কেন?

তারণ। আমি ভাই, যত রাত্রি বাহিরে থাকি, সে গলির কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, তাই দেখে অত্যন্ত রাগ হওয়ায় বেস করে উত্তম মধ্যম দিই-ছিলাম।

কাদ। তবে ত দেখচি তোমার রাগ হওয়াও বিষম দায়। আমাকে নিয়ে গিয়ে ত অম্নি করে প্রহার করবে?

তারণ। না, না, তোমার যে স্বভাব চরিত্র ভাল; তার উপর আমার সন্দেহ হয়।

নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।

ও কে!

কাদ। বুড়ো মরতে এল।

তারণ। এখন উপায়? কম্বল মুড়ি দেব?

কাদ। তা কেন করবে ও ঘরে গিয়ে বাবুর মত খাটের উপর শুয়ে থাক্‌গে, আমি যেমন ইশারা করবো সেই মত কাজ করো।

তারণ গোঁসায়ের এবং কাদম্বিনীর প্রস্থান

কেনারাম বাবুকে লইয়া কাদম্বিনীর পুনঃ প্রবেশ।

কেনা। ঘুমিয়ে ছিলে নাকি? কত দ্বার যে ঠেলেছি।

কাদ। ঘুমুইনি সবে তন্দ্রা আসছিল।

কেনা। এত সকাল সকাল ঘুমাও যে? আজ যে শশি মুখখানি শুকয়ে মলিন হয়ে গিয়েছে? (স্বগত) আহা! বৌটী আমার জন্যে গলিতে এসে দাঁড়ায়ে ছিল; পাষণ্ড ভেরো অকারণ তাকে প্রহার করে শয্যাগত করে ফেলেছে। নিজের শরীরে আঘাত সহ্য হয়; তত্রাপি তার শরীরে আঘাত সহ্য হয় না। আমাকে তাকে নিয়ে পলাতেই হল।

কাদ। তোমার ত আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করা সোহাগ করা সকলই হল, এখন চলে যাও।

কেনা। (সবিস্ময়ে) কেন বল দেখি? আমার অপরাধ কি?

কাদ। অপরাধ তোমার কিছু নাই, অপরাধ যা কিছু আমার। এখন যা বল্লাম কর।

কেনা। আমার প্রতি নিদয়া হও না, আমার কি অপরাধ হয়েছে আগে বল।

কাদ। তুমি আমার এখানে আস এই কথা লোকের কাছে গল্প করেছ।

কেনা। কোন্ শালা, কোন্ শুয়োটা এ গল্প করেছে। যদি তোমার বিশ্বাস না হয় বল তোমার পায়ে কি মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি করচি। (স্বগত) বুড়ো বেটাকে বলা ভাল হয় নি। নিঃসন্দেহ সে বাড়ী গিয়ে তার স্ত্রীর কাছে গল্প করেছে, সেই বিদ্যাধরী আবার এসে যেগে বৌকে বলে দিয়ে গেছে।

নেপথ্যে। গিন্নি, গিন্নি দোর খোল।

কেও?

কাদ। সেই বুড়ো আবার জ্বালাতে এল?

কেনা। কি সর্ব্বনাশ! আমার কেবল আসা যাওয়াই সার, এখন পথ দেখাও পলাই। পাছ দোরটা কি খোলা আছে?

কাদ। না, তোমরা লোকের কাছে গল্প করায় ও কোথা হতে শুনে এসে দ্বারটা একেবারে বন্ধ করে ফেলেছে।

কেনা। (সভয়ে) এখন উপায়?

কাদ। (চিন্তা)

নেপথ্যে। গিন্নি দোর খোল, অনেক কাজ আছে।

কাদ। যাচ্চি। শোন—ও ঘরের খাটের তলায় শুয়ে থাকগে, আমি যেমন বুড়োর সঙ্গে কথা চ্ছলে ইঙ্গিত করবো, তুমি সেই মত কাজ করো।

(উভয়ের প্রস্থান এবং হরশঙ্করের সহিত কাদম্বিনীর প্রবেশ।)

হর। (হাস্য করিয়া) কালই বে দিতে হবে।

কাদ। বেসতো, শুভ কাজে কি বিলম্ব করতে আছে ?

হর। ঘটক বল্লে জামাইটী বড় চমৎকার হচ্চে, চাকরী বাকরী বেস করে; সময় অসময়ে দশ টাকা দিয়ে উপকার করতেও পারবে।

কাদ। কি কাজ করে ?

হর। কলকাতায় যে ট্রামওয়ে গাড়ি চলচে, তারই গার্ড। অর্থাৎ তার হুকুমে গাড়ি চলে ও থামে।

কাদ। তা হলে ত বেস জামাই হচ্চে।

হর। জামাই বলেছেন—আমার আর দেখে শুনে বে করবার সময় নাই, কারণ একাজে ক্ষেপ ফুরান করা আছে, কামাই করলেই লোকসান আছে। তিনি এসে বে করেই চলে যাবেন।

কাদ। (হাস্যপূর্ব্বক) আমরা যেমন চাই, তাই হয়েছে। ঘটক মিন্সের বাহাদুরী আছে।

হর। ঘটক বল্লে মহাশয়! এর জন্যে প্রত্যেক ট্রামওয়েতে পয়সা খরচ করে উঠতে হয়েছিল এবং প্রত্যেক গার্ডকে বে হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল। আমি ভেবে দেখলাম, এদেরই সময় না থাকায় দেখে শুনে বে করতে পারবে না, অনায়াসেই দ্বিতীয় পক্ষের মেয়েটাকে চালায়ে দেব।

কাদ। মাগো! ঘটকদের এত বুদ্ধিও যোগায়, তোমার বের সম্বন্ধ করতে গিয়ে আমাদের বাড়াতে বলেছিল তোমার বয়স ২৪। ২৫ বৎসর।

হর। তোমার মা বাপ শুনে কি বল্লেন ?

কাদ। তাঁরা ত আর বয়স খুজেন নি, তাঁরা পয়সা খুজেছিলেন।

হর। ঘটকদের বুদ্ধি যোগানোর কথা যে বল্লে, ও যে, যে ব্যবসা করে, তারই কেমন একটী ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধি যোগায়। এই আমরা যে কলকেতায় গিয়ে পাঁটার দোকান করতে চাচ্চি, আমরাও ইঁদুর ব্যাং কেটে তার মাংস মিশায়ে বিক্রি করবো।

কাদ। তা করবো বৈ কি? আরো কত বুদ্ধি যোগাবে। ওগো শোন, বেণেদের বৌ একটী মজার পয়ার বেঁধেছে শোনঃ—

যেমন শুয়িয়ে আছ, অমি শুয়ে থেকো।
খুলিয়া শিকের হাঁড়ি ক্ষুধা পেলে দেখো॥
মিষ্টি খেয়ে শেষে যদি তৃষ্ণা তব হয়।
কলসী করা আছে জল হাতে খেত নয়॥
ডান ধারে আছে বাটা পান নিয়ে খেয়ো।
বুড়োটা ঘুমালে ধীরে পাশে এসে শুয়ো॥
পৈটে ভাঙ্গা সাবধানে নেমে যেও ভাই।
পড়ে পাছে শব্দ হয়, এই ভয় পাই॥

হর। মাগী খারাপ চরিত্রের লোক।

কাদ। ওমা ওকি! তুমি সতী সাবিত্রীকে ও কথা বলো না!

হর। কাদম্বিনি! তুমি নিজে ভাল বলে, সকলকেই ভাল দেখ; কিন্তু হরশঙ্কর শর্ম্মা বুড়ো হয়েছেন বটে; তত্রাপি গ্রামের যার ঘরে যা হয়, সব টের পান। এখন চল পিঁড়িতে আলিপনা প্রভৃতি যা কিছু আবশ্যক সব করতে হবে। উভয়ের প্রস্থান।

সাংখ্যদর্শন।

পঞ্চম অধ্যায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রত্যভিজ্ঞাপ্রকরণ চলিয়াছে। সাদৃশ্যজ্ঞান ব্যতিরেকে প্রত্যভিজ্ঞা হয় না। সাদৃশ্য পদার্থ কি, তাহার বিচার পূর্ব্বেই আরব্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন "পদার্থের স্বাভাবিক শক্তিকেই সাদৃশ্য বলিব"। সূত্রকার পূর্ব্ব (৯৫) সূত্র দ্বারা তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্ব পক্ষবাদী পুনরায় কহিতেছেন, ঘটাদি নামের সহিত ঘটাদির যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধই সাদৃশ্য। সূত্রকার নিম্ন লিখিত সূত্র দ্বারা নিম্ন লিখিতরূপে এই আপত্তির খণ্ডন করিতেছেন।

ন সংজ্ঞাসংজ্ঞিসম্বন্ধোঽপি॥ ৯৬॥ সূ॥

যথোক্তঃ সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোঃ সম্বন্ধোঽপি ন সাদৃশ্যং বৈশিষ্ট্যাৎ তদুপলব্ধেরেবেত্যর্থঃ। সংজ্ঞাসংজ্ঞিভাবমজানতোঽপি সাদৃশ্যজ্ঞানাদিতি॥ ভা॥

পদার্থের নামের সহিত পদার্থের সম্বন্ধ সাদৃশ্য হইতে পারে না। কারণ, ঘট ঘটনাম বিশিষ্ট, এ কথা বলিলে বৈশিষ্ট্য জ্ঞান জন্মে। কিন্তু সাদৃশ্যস্থলে বৈশিষ্ট্যজ্ঞানের অপেক্ষা নাই। যে ব্যক্তির সংজ্ঞাসংজ্ঞিজ্ঞান নাই, তাহারও সাদৃশ্য জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

আরো এক কথা এই:—

ন সম্বন্ধনিত্যতোভয়ানিত্যত্বাৎ ॥ ৯৭ ॥ সূ ॥

সংজ্ঞাসংজ্ঞিনোরনিত্যত্বাৎ তৎসম্বন্ধস্যাপি ন নিত্যতা। অতঃ কথং তেনা-তীতবস্তুসাদৃশ্যং বর্ত্তমানবস্তুনি স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

সংজ্ঞা ও সংজ্ঞী উভয়ই অনিত্য। উভয় যখন অনিত্য হইল, তখন ঐ উভয়ের সম্বন্ধও অনিত্য। তুমি যদি সেই অনিত্য সম্বন্ধকে সাদৃশ্য বল, তাহা হইলে এই দোষ ঘটে, অতীত বস্তুর সাদৃশ্য বর্ত্তমান বস্তুতে ঘটিতে পারে না। কারণ, সে সম্বন্ধের ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

ভাল আমি এই কথা বলিব, সম্বন্ধী অনিত্য হয় হউক, কিন্তু সম্বন্ধ যে নিত্য নয়, তাহার বাধক প্রমাণ কি? এই আভাসে নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করা হইতেছে।

নাতঃ সম্বন্ধো ধর্ম্মিগ্রাহকমানবাধাৎ ॥ ৯৮ ॥ সূ ॥

কাদাচিৎকবিভাগে সত্যেব সম্বন্ধঃ সিধ্যতি। অন্যথা বক্ষ্যমাণরীত্যা স্বরূপেণৈবোপপত্তৌ সম্বন্ধকল্পনানবকাশাৎ। স চ কাদাচিৎকোবিভাগো ন সম্বন্ধনিত্যত্বে সম্ভবতি। অতঃ সম্বন্ধগ্রাহকপ্রমাণেনৈব বাধান্ন নিত্যঃ সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

সম্বন্ধ নিত্য নয়। কারণ, সম্বন্ধ উভয়নিষ্ঠ। যে উভয়নিষ্ঠ হয়, সে এক দেশব্যাপী হইয়া থাকে। একদেশব্যাপী নিত্য হইতে পারে না। যে প্রমাণ দ্বারা সম্বন্ধ জ্ঞান হয়, তাহার দ্বারাই উহার নিত্যতার বাধ হইতেছে। যথা—জন্যজনকতা ব্যাপ্যব্যাপকতাদি সম্বন্ধ। যতক্ষণ জন্যজনকতাজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ সম্বন্ধ জ্ঞান হয়। তাহার পর যখন জন্যজনকতাজ্ঞানের অভাব হয়, তখন আর সম্বন্ধ জ্ঞান থাকে না।

সম্বন্ধ যদি নিত্য না হইল, তাহা হইলে নিত্য গুণগুণির সম্বন্ধ যে সমবায় তাহাও নিত্য হইতে পারে না। এই আভাসে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন সমবায়োঽস্তি প্রমাণাভাবৎ ॥ ৯৯ ॥ সূ ॥

সুগমং ॥ ভা ॥

সমবায় সম্বন্ধ নাই। সমবায় যে আছে, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গুণের আধারের সহিত গুণের যে সম্বন্ধ, তাহাকে সমবায় বলে।

গুণী গুণবিশিষ্ট, এ কথা বলিলে বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষ হয়, সেই প্রত্যক্ষই সমবায়ের প্রমাণ এই কথা বলিব, প্রতিপক্ষের এই আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

উভয়ত্রাপ্যন্যথাসিদ্ধের্ন প্রত্যক্ষমনুমানং বা ॥ ১০০ ॥ সূ ॥

উভয়ত্রাপি বৈশিষ্ট্যপ্রত্যক্ষে তদনুমানে চ স্বরূপেণৈবান্যথাসিদ্ধের্ন তদুভয়ং সমবায়ে প্রমাণমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। যথা সমবায়বৈশিষ্ট্যবুদ্ধিঃ সমবায়স্বরূপেণৈবেষ্যতেঽনবস্থাভয়াদিতি তত্র প্রত্যক্ষানুমানে অন্যথাসিদ্ধেঃ এবং গুণগুণিপ্রভৃতীনাং বিশিষ্টবুদ্ধিরপি গুণাদিস্বরূপেণৈবেষ্যতাং। অতস্তত্রাপি প্রত্যক্ষানুমানে অন্যথাসিদ্ধেরিতি। নন্বেবং সংযোগোঽপি ন সিদ্ধ্যতি ভূতলাদৌ ঘটাদিপ্রত্যয়স্যাপি স্বরূপেণৈবান্যথাসিদ্ধেরিতি চেন্ন। বিয়োগকালেঽপি ভূতলঘটয়োঃ স্বরূপভাবাদুভয়োর্ন বিশিষ্টবুদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। সমবায়স্থলে চ সমবেতস্য কদাপি স্বাশ্রয়বিয়োগোনাস্তীতি নায়ং দোষঃ। কশ্চিৎ তু তাদাত্ম্যসম্বন্ধেনাত্র সমবায়স্যান্যথাসিদ্ধিমাহ তন্ন শব্দমাত্রভেদাৎ। তাদাত্ম্যং হ্যত্র নাত্যন্তং বক্তব্যং গুণবিয়োগেঽপি গুণিসত্ত্বাৎ। বৈশিষ্ট্যাপ্রত্যয়াচ্চ। কিন্তু ভেদাভেদবুদ্ধিনিয়ামকঃ সম্বন্ধবিশেষ এবাগত্যা বক্তব্যঃ। তথা চ তস্য সমবায় ইতি বা তাদাত্ম্যমিতি বা নামমাত্রং ভিন্নং। সম্বন্ধিদ্বয়াতিরিক্তঃ সম্বন্ধস্তু সিদ্ধ এবেতি। যদি চ তাদাত্ম্যং স্বরূপমেবোচ্যতে তদাস্মাভিরপি তদেবোক্তমিতি শব্দমাত্রভেদ ইতি ॥ ভা ॥

বৈশিষ্ট্যের প্রত্যক্ষজ্ঞান বা অনুমান সমবায়ে প্রমাণ হইতে পারে না। কারণ, সমবায় স্বীকার না করিলেও অন্য প্রকারে বৈশিষ্ট্যজ্ঞান জন্মিতে পারে। সংযোগ সম্বন্ধ দ্বারা গুণগুণির বৈশিষ্ট্যজ্ঞান জন্মিবার অসম্ভাবনা হয়।

প্রকৃতির চাঞ্চল্যহেতু প্রকৃতিপুরুষে সংযোগ হয়, সেই সংযোগহেতু সৃষ্টি হইয়া থাকে, সাংখ্যশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত। নাস্তিকেরা ইহাতে বিপ্রপত্তি করিয়া বলে, প্রকৃতির চাঞ্চল্য নামে ক্রিয়া নাই। সকল বস্তুই ক্ষণিক, যে ক্ষণে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়, সেইক্ষণেই তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব দেশান্তরস্থ বস্তুর সহিত সংযোগ দ্বারা সেই ক্রিয়ার অনুমান সিদ্ধি হইতে পারে না। বিপক্ষের এই আপত্তিতে সূত্রকার নিম্ন লিখিত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

নানুমেয়ত্বমেব ক্রিয়ায়া নেদিষ্ঠস্য তত্তদ্বতোরেবাপরোক্ষপ্রতীতেঃ॥ ১০১॥ সূ॥

ন দেশান্তরসংযোগাদিনা ক্রিয়ায়া অনুমেয়ত্বমেব যতো নেদিষ্ঠস্য নিকটস্থস্য দ্রষ্টু[illegible] ক্রিয়াবতোঃ প্রত্যক্ষেণাপি প্রতীতিরস্তি বৃক্ষশ্চলতীত্যাদিরিত্যর্থঃ॥ ভা॥

বৃক্ষ চঞ্চল হইতেছে, এ স্থলে যে ব্যক্তি নিকটে থাকে, সে বৃক্ষের চাঞ্চল্য ও বৃক্ষ উভয়ই দেখিতে পায়। অতএব তুমি যে দেশান্তরস্থ বস্তুর সহিত সংযোগ দ্বারা ক্রিয়ার অনুমানের কথা বলিতেছ, সে অনুমানের প্রয়োজন হইতেছে না।

দ্বিতীয়াধ্যায়ে পাঞ্চভৌতিকাদিরূপে শরীর সম্বন্ধে অনেকগুলি মতামত বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহার বিশেষ অবধারণ করা হইতেছে।

ন পাঞ্চভৌতিকং শরীরং বহূনামুপাদানাযোগাৎ॥ ১০২॥ সূ॥

বহূনাং ভিন্নজাতীয়ানাং চোপাদানত্বং ঘটপটাদিস্থলে ন দৃষ্টমিতি সজাতীয়মেবোপাদানং। ইতরঞ্চ ভূতচতুষ্টয়মুপষ্টম্ভকমিত্যাশয়েন পাঞ্চভৌতিকব্যবহারঃ। একোপাদানকত্বেঽপি পৃথিব্যেবোপাদানং সর্ব্বশরীরস্যেতি বক্ষ্যতি॥ ভা॥

শরীর পঞ্চভূতে নির্ম্মিত নয়। ঘটপটাদি অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পদার্থ ঐ সকলের উপাদান কারণ নয়। ইহাদিগের সজাতীয় একবিধ উপাদানই হইয়া থাকে।

ন স্থূলমিতি নিয়ম আতিবাহিকস্যাপি বিদ্যমানত্বাৎ॥ ১০৩॥ সূ॥

ইন্দ্রিয়াশ্রয়ত্বং শরীরত্বং।

যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্।
তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ॥

ইতি মনুবাক্যাৎ। এতাদৃশং চ শরীরং স্থূলং প্রত্যক্ষমেবেতি ন নিয়মঃ। কুতঃ। আতিবাহিকস্যাপ্রত্যক্ষতয়া সূক্ষ্মস্য ভৌতিকস্য শরীরান্তরস্যাপি সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। লোকাল্লোকান্তরং লিঙ্গদেহমতিবাহয়তীত্যাতিবাহিকং। ভূতাশ্রয়তাং বিনা চিত্রাদিবদ্গমনাভাবস্য প্রাগেবোক্তত্বাৎ। ইদং চ সূত্রং তস্যৈব স্পষ্টীকরণমাত্রার্থং। লিঙ্গস্য চ শরীরত্বং ভোগাশ্রয়তয়া পুরুষপ্রতিবিম্বাশ্রয়তয়া বেতি বোধ্যং আতিবাহিকশরীরে চ প্রমাণং।

অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ।
অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাদ্যমঃ।

ইতি শ্রুতিস্মৃতী। ন হি লিঙ্গশরীরস্য সকলশরীরব্যাপিনঃ স্বতোঽঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বং সম্ভবতি। অতঃ আধারস্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বমর্থাৎ সিদ্ধ্যতি। যথা দীপস্য সর্ব্বগৃহব্যাপিত্বেঽপি কলিকাকারত্বং তৈলবর্ত্ত্যাদিসূক্ষ্মাংশস্য দশোপরি সম্পিণ্ডিতস্য পার্থিবভাগস্য কলিকাকারতয়া তথৈব লিঙ্গদেহস্য দেহব্যাপিত্বেঽপ্যঙ্গুষ্ঠপরিমাণত্বং সূক্ষ্মভূতস্যাঙ্গুষ্ঠপরিমাণত্বেনানুমেয়মিতি ॥ ভা ॥

শরীর যে কেবল স্থূল, এ নিয়ম নয়। অতি সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরও বিদ্যমান আছে। উহা এক লোক হইতে লোকান্তরে গমন করে।

পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহার বিষয়ে কিছু বিশেষ বলা হইতেছে।

নাপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বমিন্দ্রিয়াণামপ্রাপ্তেঃ সর্ব্বপ্রাপ্তের্বা ॥ ১০৪ ॥ সূ ॥

স্বাসম্বর্থানীন্দ্রিয়াণি ন প্রকাশয়ন্তি। অপ্রাপ্তেঃ। প্রদীপাদীনামপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বাদর্শনাৎ। অপ্রাপ্তপ্রকাশকত্বে ব্যবহিতাদিসর্ব্ববস্তুপ্রকাশকত্বপ্রসঙ্গাচ্চেত্যর্থঃ। অতো দূরস্থসূর্য্যাদিসম্বন্ধার্থং গোলকাতিরিক্তমিন্দ্রিয়মিতি ভাবঃ। করণানাং চার্থপ্রকাশকত্বং পুরুষেঽর্থসমর্পণদ্বারৈব। স্বতোজড়ত্বাৎ। দর্পণস্য মুখপ্রকাশকত্ববৎ। অথবার্থপ্রতিবিম্বোদ্গ্রহণমেবার্থপ্রকাশকত্বমিতি ॥ ভা

যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্পর্ক না হয়, ইন্দ্রিয় তাহা প্রকাশ করিয়া দিতে পারে না। দীপের ন্যায়। যে পদার্থে দীপশিখা সংলগ্ন না হয়, প্রদীপ যেমন তাহা প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ।

চক্ষু তৈজস পদার্থ, কারণ তেজঃপদার্থের কিরণরূপে দূরে অপসর্পণ হয়। প্রতিপক্ষের এই আশঙ্কায় সূত্রকার বলিতেছেন।

ন তেজোঽপসর্পণাৎ তৈজসং চক্ষুর্বৃত্তিতস্তৎসিদ্ধেঃ ॥ ১০৫ ॥ সূ ॥

তেজসোঽপসর্পণং দৃষ্টমিতি কৃত্বা তৈজসং চক্ষুর্ন বাচ্যং। কুতঃ। অতৈজসত্বেঽপি প্রাণবদেব বৃত্তিভেদেনাপসর্পণোপপত্তেরিত্যর্থঃ। যথা হি প্রাণঃ শরীরং সন্ত্যজ্যৈব নাসাগ্রাদ্বহিঃ কিয়দ্দূরং প্রাণনাখ্যবৃত্ত্যাপসরতি। এবমেবাতৈজসদ্রব্যমপি চক্ষুর্দেহমসন্ত্যজ্যাপি বৃত্ত্যাখ্যপরিণামবিশেষেণ ঝটিত্যেব দূরস্থং সূর্য্যাদিকং প্রত্যপসরেদিতি ॥ ভা ॥

তেজের অপসর্পণ হয় বলিয়া চক্ষুকে তৈজসপদার্থ বলা যায় না। বৃত্তিভেদে সেই অপসর্পণ সম্পাদিত হয়। যেমন প্রাণ তৈজসপদার্থ নয়, কিন্তু দেহ হইতে ঐ প্রাণের নাসাগ্র দ্বারা কিয়দ্দূর অপসর্পণ হইয়া থাকে।

কল্পদ্রুম।

পরিণামবাদের অসারতা।

কল্পদ্রুমের চতুর্থ ভাগ সমাপ্ত হইয়া পঞ্চম ভাগের প্রথম সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। পাঠ করিয়া দেখিলাম উহার প্রারম্ভেই একটী অভূতপূর্ব্ব যজ্ঞানুষ্ঠান-সংকল্পে সহযোগী রঙ্গলাল বাবু আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিয়াছেন। পূর্ব্বপরিচিত সুহৃজ্জনের সাদর অভ্যর্থনায় অনির্ব্বচনীয় প্রীতি লাভ করিলাম।

ইতিপূর্ব্বে "রামায়ণ ও মহাভারতের পৌর্ব্বাপৌর্য্যনির্ণয়" উপলক্ষে সহযোগী যে একবার জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠকগণের অবিদিত নাই। বোধ হয়, সেই বিজয় স্মরণ করিয়াই তদীয় জিগীষাবৃত্তি সম্প্রতি অধিকতর সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। ভালই ত গুণের পুরস্কার সকলেরই প্রার্থনীয়; কিন্তু সহযোগী গত বারের ন্যায় উপস্থিত পর্ব্বে যদ্যপি সখীসংবাদ বা বিরহের সুর ধরিয়া দেন, তবেই আমাকে নিরস্ত অথবা পরাস্ত হইতে হইবে। কারণ, অদ্যাপি আমরা তত উচ্চ সভ্যতায় উন্নীত হইতে পারি নাই।

আমরা অদ্য যে গুরুতর সমস্যার মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে উদ্‌যুক্ত হইয়াছি, ঈদৃশ দুর্নেয় ও দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব জগতে আর নাই। কত যুগ যুগান্তর ধরিয়া এ বিষয়ের আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে, কত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহামহোপাধ্যায় পুরুষ কতমত অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য-নির্দ্ধারণে কেহই সমর্থ হন নাই। যিনি যাহা কিছু নির্ণয় করিয়াছেন, সর্ব্বত্রই গোল, সর্ব্বত্রই তর্ক ও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গিয়াছে। জগতের অননুভবনীয় অনন্ত পুরুষের সৃষ্টিকৌশল অল্পজ্ঞ মানবজাতির সম্যক্ বোধাধিগম্য হইবে, ইহা সম্ভবনীয় বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া এ বিষয়ের আলোচনা যে নিতান্ত নিষ্ফল, তাহা আমরা বলি না; বরং অধ্যবসায় সহকারে অনুসন্ধানপূর্ব্বক এই কঠিন তত্ত্বের যতদূর উন্নয়ন করা যায়, তাহাই

মনুষ্যের পক্ষে মহান্ শ্রেয়স্কর। বিশ্বপিতার রচনাপরম্পরার সূক্ষ্মতম কৌশলসকল যতই আমাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকিবে, আমাদিগের বুদ্ধি-বৃত্তি ততই বিমার্জ্জিত হইয়া উঠিবে এবং আমরা প্রকৃতির উপর ততই আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইব। অতএব বিষয়টী অত্যন্ত কঠিন ও দুর্জ্ঞেয় হইলেও এতৎপ্রসঙ্গের তত্ত্বানুসন্ধান ও আলোচনা অতীব শুভ ফলপ্রদ সন্দেহ নাই। এক্ষণে সহযোগী যদ্যপি শিষ্টাচারিতার প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া বিজ্ঞজনোচিত বৈধ বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে বিনীত বেশে আসরে উপস্থিত হইতে পারি।

আমাদিগের বিজ্ঞ সহযোগী অধুনাতন নব্য সম্প্রদায়বিশেষের ন্যায় নাস্তিক নহেন। তিনি যে একজন বিলক্ষণ আস্তিক পুরুষ, তাহা তদীয় "সমীকরণ ও নিরস্তিবাদ" প্রস্তাব পাঠে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা হইয়াছে। তিনি যাবস্ত বিশ্ব ব্যাপার জ্ঞানপূর্ণ ও শুভ-ইচ্ছা-সম্পন্ন এক পরম পুরুষের কৃতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, কি চেতন কি উদ্ভিদ যত প্রকার সৃষ্ট পদার্থ এ জগতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের পরস্পর জাতিভেদে বিচিত্র সাম্য এবং বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ সর্ব্বপ্রকার সামঞ্জস্যের অলৌকিকতা বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আর অক্ষক্রীড়ার যুক্তিযুক্ত একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাদিগকে সমীচীনরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে এই এই অত্যাশ্চর্য্য বিশ্ব ব্যাপার কোন অন্ধ কারণের কৃতি নহে। এ সমস্ত মানব-বুদ্ধির দুরধিগম্য এক মহান্ জ্ঞানপূর্ণ নিত্য-জ্যোতিঃসম্পন্ন কারণের কৃতি। উদাহরণ স্থলে (১) দ্বাদশসংখ্যক কল্পদ্রুম হইতে তদীয় প্রবন্ধের কিয়দংশ-মাত্র এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"একজাতীয় বিচিত্র পুষ্প এবং বিবিধ প্রজাপতি ও পক্ষীর পক্ষ দেখ, সর্ব্বত্রই আশ্চর্য্য সাম্যভাব রক্ষিত হইয়াছে। একটী পুষ্পের কিম্বা পক্ষের যে স্থানে যে বর্ণের রেখাটী দেখিবে, তজ্জাতীয় আর একটী পুষ্পের কিম্বা পক্ষের ঠিক তত্তৎ স্থলে একরূপই বর্ণ-বৈচিত্র্য লক্ষিত হইবে। একি অন্ধ কারণের কর্তৃত্ব? একি অন্ধ শক্তির কৃতি? কখন নয়। সকল মনুষ্যেরই দুটী হাত দুটী পা, কোন অন্ধ শক্তির প্রভাবে এ সমতা নিষ্পাদিত হয় নাই। যদি অন্ধ কারণে জগৎ সৃষ্ট হইত, আমরা বিশ্বচিত্রকরের চিত্রপটে কত

(১) পাঠক! "সমীকরণ ও নিরস্তিবাদ" প্রস্তাবটীর আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিবেন।

গোল, কত অসামঞ্জস্য দেখিতে পাইতাম। কোথাও অশ্বত্থবৃক্ষে আম্র ফলিতেছে, কোথাও আম্রবৃক্ষে শতদল প্রস্ফুটিত হইতেছে। দেখিতাম কোন খানে তালতরু কোমল ব্রততীর ন্যায় অন্য বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া উঠিতেছে। কখন বা সে কালের ইক্ষাকু রাজার ন্যায় কোন একটী শিশু মানুষের চক্ষুতেই জন্ম লইতেছে। কোথাও বা গাভির নাসাগ্রভাগ দিয়া একটা বৃহদাকার লাঙ্গুল বহির্গত হইত। কোথাও বা বৎসতরীর পক্ষ্ম-পংক্তিতে পুচ্ছগুচ্ছ বহির্গত হইয়া চামরের ন্যায় দুলিতে থাকিত। আমরা জগৎ চিত্রলেখকের চিত্রফলকে এইরূপ হিজিবিজি অঙ্ক দেখিতে পাইতাম। আমরা একটী টান কোথাও আর একটির মত দেখিতে পাইতাম না। সর্ব্বত্রই গোল, সর্ব্বত্রই বিশৃঙ্খলা, কেবল সর্ব্বত্রই অসামঞ্জস্য উপলক্ষিত হইত। এই জগতে একটা মহাবিভ্রাট, একটা মহাহুলস্থুল পড়িয়া যাইত। কিন্তু জগৎ জ্ঞানপূর্ণ ইচ্ছাময় কারণের চিত্র, তাই সর্ব্বত্র এত সামঞ্জস্য।"

সহযোগীর এই মতটী আমাদিগের সর্ব্বথা অনুমোদিত। তিনি যে চক্ষে এক একজাতীয় পদার্থের সাম্যভাব ও সামঞ্জস্যসকল অবলোকন করিয়াছেন, আমরাও সেই চক্ষে ঐ সকল সৃষ্ট পদার্থের জাতীয়সমতা ও অলৌকিকত্ব সন্দর্শন করিয়া থাকি। বিশ্ববিধাতার বিচিত্র চিত্রপটের যে ভাগে দৃষ্টিসংযোগ করা যায়, সেই ভাগেই তদীয় চিত্রতুলিকার সূক্ষ্মতম রৈখিক সমতা ও অলৌকিকতার জাজ্বল্যমান পরিচয়। সেই ভাগেই তাঁহার শুভময় ইচ্ছার বলবত্তা ও সফলতা উপলব্ধ হয়। তিনি সাপ গড়িতে গড়িতে কখন ভেক নির্ম্মাণ করেন নাই। তাঁহার রচনার সর্ব্বত্রই জ্ঞান ও স্বাধীনতার প্রোজ্জ্বল প্রভাব। তিনি যে দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে পশ্বাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই দিব্যজ্ঞান যোগেই আবার মানবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান ও শক্তি অসীম। তিনি স্বীয় মহৎ উদ্দেশ্য সংসাধনোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রকার বিশিষ্ট যে সকল পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন, উহার এক এক প্রকারের প্রাণী বা উদ্ভিজ্জ এক একটী জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। উহার একজাতীয় উদ্ভিজ্জ কিম্বা প্রাণী অন্যজাতীয় উদ্ভিজ্জ কিম্বা প্রাণীর উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। সকলজাতীয় পদার্থই স্বজাতীয় সাম্য-ভাবাপন্ন পদার্থের উৎপত্তির আকর স্বরূপ। এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান নিয়মের ব্যতিক্রম প্রদর্শনার্থ যাঁহারা কৃতসংকল্প হইয়া বিবিধ বাগ্জাল বিস্তার করিতেছেন, পরিণামে তাঁহাদের পণ্ডশ্রম ব্যতীত কোন্ প্রকার ফল

লাভের সম্ভাবনা দৃষ্ট হয় না। যদ্যপি মার্জ্জারজাতীয় পশুর ক্রমোন্নতি ফলে সিংহ কিম্বা মূষিকাদির ক্রমোন্নতিফলে মাতঙ্গাদি বৃহজ্জাতীয় পশ্বাদির উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তার প্রতি দোষারোপ করা হয়, এবং সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার স্বাধীনতাও খর্ব্ব হইয়া পড়ে। অর্থাৎ পরমেশ্বর জ্ঞান পূর্ব্বক একেবারে সিংহ মাতঙ্গের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। ঈশ্বরের জ্ঞান ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ অথবা মূষিক মার্জ্জরাদি পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু কোন অজ্ঞাত অন্ধ কারণের সমবায়ে কত যুগ যুগান্তরের পর সেই কীটাণু প্রভৃতি অথবা মূষিকমার্জ্জারাদির আকার প্রকার পরিবর্ত্তিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সিংহ মাতঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছে।

এই মতটী আস্তিক নাস্তিক উভয়দলের বিসম্বাদী। ইহা এক প্রকার অর্দ্ধ নাস্তিক অর্দ্ধ আস্তিকের কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ সিংহ মাতঙ্গ ও মনুষ্যাদি উচ্চজাতীয় প্রাণিসকল যদ্যপি নিম্ন শ্রেণীস্থ পশ্বাদির ক্রমোন্নতিফলে জন্ম লইয়া থাকে; অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর পশ্বাদিই যদি উচ্চজাতীয় জীব জন্তুর উৎপত্তির কারণ হয়, তাহা হইলে গো অশ্ব অথবা মনুষ্যাদি উচ্চজাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে ঈশ্বরের অব্যবহিত কর্ত্তৃত্ব থাকে না। এমত স্থলে তাঁহাকে কারণের কারণ তস্য কারণরূপে সিদ্ধান্ত করিতে হয়। সুতরাং কারণের কারণে অন্যথাসিদ্ধত্ব ব্যতীত কার্য্যের কারণত্ব থাকে না। প্রত্যুত, বিবিধ আণবিক পদার্থের সংযোগবিশেষে ক্ষুদ্রতম তৃণ কীটাণু প্রভৃতির উৎপত্তি ও তৎসমূহের ক্রমোন্নতি ধরিয়া উচ্চজাতীয় তরু লতা ও জীব জন্তুর উৎপত্তি কল্পনা করিলে আমাদিগকে এক কালে নাস্তিক হইতে হয়। নিরস্তিবাদীরা এইরূপ কাল্পনিক ভিত্তির উপর সমগ্র জগতের রচনা নিষ্পাদন করিতে হয় করুন, কিন্তু তদ্রূপে জগতের উৎপত্তি হইলে আমরা প্রকৃতির এত অলৌকিক শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতাম না। প্রাণিজগতে জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দৈহিক লাবণ্য ও প্রত্যেকজাতীয় জীবের সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী ইন্দ্রিয়াদি ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির যথাযোগ্য সংস্থানে এত কৌশল ও সামঞ্জস্য কখনই রক্ষিত হইত না। ক্ষুদ্রতম দূর্ব্বাদল হইতে শাল তমাল বৃক্ষ এবং কীটাণু হইতে মৃগ মানবাদি পর্য্যন্ত যে কোন পদার্থের প্রতি প্রণিহিত চিত্তে দৃষ্টিপাত করা যায়, উহার প্রত্যেক পদার্থে অত্যাশ্চার্য্য কারুকার্য্য ও অলৌকিক রচনা চাতুর্য্য উপলক্ষিত হইয়া থাকে। পূর্ণজ্ঞানসম্পন্ন কর্ত্তার অব্যবহিত কর্ত্তৃত্ব ব্যতি-

য়েকে কথনই জগতে এত শোভা সৌন্দর্য্য ও এমন সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত না। এ সকল বিষয় সহযোগী নিজেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, তবে কেন যে পতঙ্গগর্ভে মাতঙ্গের জন্ম দিতে বসিয়াছেন বলিতে পারি না।

পরিণামবাদীরা নান্দী পাঠ পূর্ব্বক উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের ক্রমোন্নতি প্রতিপাদনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এই ক্রমোন্নতিপদ্ধতি বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রযুজ্য হইতে পারে কি না, তাহার মূল ধরিয়া এক্ষণে আমরা বিচারে প্রবৃত্ত হইতেছি।

যদি ক্রমোন্নতি শক্তির পরিচালনক্রমে ক্ষুদ্রজাতীয় উদ্ভিজ্জ ও জীব জন্তু হইতে বৃহজ্জাতীয় উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিপুঞ্জের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার্য্য যে ঐ উভয়বিধ সৃষ্ট পদার্থ ক্রমোন্নতিশীল ও পরিবর্ত্তনপ্রবণ। আর পরিবর্ত্তনপ্রবণ ঐ সকল পদার্থের ক্রমোন্নতি-জনিত পূর্ব্বে যদি ক্ষুদ্র জাতীয় পদার্থ নিচয় বৃহজ্জাতীয় পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে, তবে অতীত কালের ন্যায় বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতেও প্রস্তাবিত পদার্থসকল ক্রমোন্নতি শক্তির অনুবর্ত্তী হইয়া একজাতীয় উদ্ভিজ্জ হইতে উদ্ভিজ্জান্তরের ও এক জাতীয় জীব হইতে জীবান্তরের উৎপত্তি হইতে থাকিবে। পৃথিবীর অস্তিত্বের সহিত এই নিয়ম প্রবল থাকিবে, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। যে পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে যে শক্তি কিম্বা গুণ থাকিবে, সেই শক্তি অথবা গুণ ঐ পদার্থের প্রকৃতিসিদ্ধ। পূর্ব্বাপর একাদিক্রমে তাহার সমতা উপলক্ষিত হইতে থাকিবে। ইহা বিশ্ববিধাতার অখণ্ডনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। অগ্নির দাহিকা শক্তি ভূতকালে যেরূপ ছিল, এক্ষণেও তদ্রূপ আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। প্রোজ্জ্বলদীধিতি সুধাকরের শৈত্যগুণ, সমীরণের সংস্করণ শক্তি পূর্ব্বাপর সমভাবেই অনুভূত হইয়া আসিতেছে। অতএব উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজগতে যদ্যপি ক্রমোন্নতি শক্তির অস্তিত্ব ও জাতিপরিবর্ত্তন প্রবণতা থাকিত, তাহা হইলে আমরা চক্ষের উপর দুই বেলা তাহার কার্য্য-পরম্পরা বিলোকন করিতে পারিতাম। কত কুক্কুরীগর্ভে শার্দ্দূল শাবকের ও হরিণীগর্ভে তুরঙ্গশাবকের আশ্চর্য্য প্রসব দেখিতে পাইতাম এবং কদম্ব বীজে শালবন প্রস্তুত হইতে দেখিতাম। কিন্তু কৈ একজাতীয় বৃক্ষবীজে অন্যজাতীয় বৃক্ষাদি উৎপাদিত কিম্বা একজাতীয় প্রাণিগর্ভে অন্যজাতীয় প্রাণী ত প্রসূত হয় না। তবে কোন্ প্রমাণ বলে আমরা এই অভাবনীয় অস্বাভাবিক সৃষ্টি কল্পনা করিব, তাহা ত ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না।

সহযোগী মহাশয় বৈদেশিক ভূতত্ত্বের আশ্রয় লইয়া একবার বানর জাতির পর নর জাতির উৎপত্তির উল্লেখ করিয়া পরক্ষণে আবার নর ও বানর উভয় জাতির মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার অভিনব জীবের জন্ম-কাণ্ড বিবৃত করিয়াছেন। অন্যস্থলে আবার মানবীগর্ভে পুচ্ছ-লোমবন্ত বানরের জন্ম বিষয়ক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। এই ত্রিবিধ মতের কোন্‌টী আমাদিগের বিচারের অঙ্গীভূত হইবে, তাহা আমরা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারিতেছি না। যদ্যপি পৃথিবীর স্তরানুসন্ধানে বানরজাতীয় নিদর্শনের অব্যবহিত পরেই মানবজাতীয় নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়া থাকে, তবে বানর ও মনুষ্য এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন প্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব জীবের কল্পনা করিবার আবশ্যকতা কি? আর সহযোগী যদি মানবীগর্ভে বানর জাতীয় জীবের উৎপত্তি স্বচক্ষে অবলোকন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার এই সাক্ষ্য দ্বারাই তাঁহার ও তদীয় উত্তমর্ণ ডার্ব্বিন সাহেবের মত খণ্ডিত হইতেছে। মানবীগর্ভে বানরজাতির উৎপত্তি হইলে তাহাকে ক্রমোন্নতিনিয়মের অন্তর্ভূত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ, মনুষ্য সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীস্থ প্রাণী; বানর জাতি তাহার নিম্ন শ্রেণীস্থ প্রাণী। এমত স্থলে মানবীগর্ভে পুচ্ছ-লোমবন্ত জন্তুর উৎপত্তি হইলে তাহাকে ক্রমাবনতিনিয়মের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যাহা ক্রমোন্নতির নিয়মাধীন, তাহার প্রত্যেক প্রক্রমে ফলের উৎকর্ষ থাকা আবশ্যক। কিন্তু এস্থলে ফলের অপকর্ষ প্রযুক্ত প্রাণিজগতের ক্রমাবনতি প্রতিপাদিত হইতেছে। স্থলবিশেষে প্রাণিজগতে কচিৎ কখন কখন দুই একটা অস্বাভাবিক অর্থাৎ বিকৃতাবয়ব কিম্বা মাংস পিণ্ডাকার জীবের প্রসব যাহা সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গত যুক্তি ও কারণপরম্পরা আমরা পরে সবিস্তরে বিবৃত করিব। কিন্তু সহৃদয় সহযোগী উপস্থিত সমস্যার কিরূপ সিদ্ধান্ত করেন, জানিতে ইচ্ছা করি।

আমাদিগের সহযোগী যদিও কোন কোন স্থলে (কষ্টকল্পিত অর্থের সাহায্যে) পৌরাণিক মতের পোষকতা গ্রহণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিকপ্রবর ডার্ব্বিন সাহেবের পুস্তকই তাঁহার বিচারের প্রধান অবলম্বন। তিনি বলেন "প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক মহাত্মা ডার্ব্বিন প্রাকৃতিকতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, জীবপ্রকৃতি অন্বেষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বানরজাতি হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি।" যদি ক্রমোন্নতি শক্তির প্রভাবে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজগতের সমুদ্ভব হইয়া থাকে, তবে কেবল বানর জাতি হইতে মনুষ্যের

উৎপত্তি হইয়াছে এই মাত্র বলিলে যথেষ্ট হয় না, কিম্বা তুষ্টিলাভ করা যায় না। যদি বানর জাতি মনুষ্যের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তবে কোন্ জাতীয় প্রাণী বানর জাতির পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাও তত্ত্বজিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত হইয়া উঠে। এইরূপে একাদিক্রমে পৌর্ব্বাপর্য্য অর্থাৎ কে কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও কে কাহার পরবর্ত্তী প্রাণিজগতের এইরূপ আমূল পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক ফল সিদ্ধান্ত করিতে হয়। শুদ্ধ একটী জীবের সহিত অন্য একটী জীবের আংশিক সৌসাদৃশ্য দেখিয়া এরূপ কল্পনা করা বিড়ম্বনার বিষয়! সহযোগী যদি ক্রমোন্নতির নিয়মাধীনে বিশ্বরাজ্যের সৃষ্টি নিষ্পাদনে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তবে সর্ব্বাগ্রে উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজগতের পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক সাধারণ্যে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কোন উচ্চতম প্রাসাদে আরোহণ করিতে হইলে একাদিক্রমে তাহার সোপানপরম্পরা অতিক্রমপূর্ব্বক পরিশেষে অভিলষিত স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। ভূমি হইতে এক লম্ফে অট্টালিকার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ স্পৃহা বাতুলতার পরিচায়ক! ক্রমশঃ

শ্রীযাদবচন্দ্র সরকার—যশোহর।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

অনেক রাত্রি জাগরণ করায় দেবগণের উঠিতে কিছু বিলম্ব হইল। তাঁহারা উঠিয়া মুখ হাত ধৌত করিলে বরুণ কহিলেন "ঠাকুরদা কাল সমস্ত রাত্রি খক্ খক করিয়া কাশীয়াছেন, আজিও স্নান বন্ধ থাক।" দেবরাজ কহিলেন "না কাঁচা পাকা জলে স্নান করান যাক। তাহাতে কেমন থাকেন দেখিয়া রজনীতে তেজপাত কল্কেয় সাজিয়া খাইতে দেওয়া যাইবে।"

ব্রহ্মা। ভাই! আমার শরীরে যখন ব্যাধি দেখা দিতেছে, তখন নিঃসন্দেহ পাপ প্রবেশ করিয়াছে। আমার মতে আর মর্ত্ত্যে থাকিবার আবশ্যকতা নাই, সত্বরে স্বর্গে চল।

নারা। আর ২। ৪ দিন দেখিয়া যদি নিতান্তই বাড়াবাড়ি দেখি স্বর্গেই যাইতে হইবে। সত্য সত্য আমরা কিছু মর্ত্ত্যে জীবন দিতে আসি নাই।

ব্রহ্মা। উপো থাকবি না আমাদের সঙ্গে যাবি? তুই কতকগুলো ছাবার কাগজ খুলে দেখে দেখে কি লিখচিস?

উপ। কর্ত্তাজেঠা! আমি দেখলাম চাকুরীতে সুখ নাই, সহজেও হইবে না। ব্যবসা; তাহাতেও মূল ধন চাই। তদপেক্ষা একটী সহজ কাজ আছে, সংবাদ পত্রের সম্পাদক হওয়া। আজ কাল অনেকেই ঐ কাজে প্রবৃত্ত হইতেছেন দেখিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছি, স্বর্গে যাইয়া সংবাদ পত্র চালাইব। স্বর্গে কোন সংবাদ পত্র না থাকাতে আমার যথেষ্ঠ লাভও হইতে পারিবে এবং প্রজার দুঃখ রাজার কাণে তুলিয়া দেওয়ায় সাধারণেরও যথেষ্ট উপকার করা হইবে। এই সব মনে ভাবিয়া সংবাদ পত্র কি উপায়ে লিখিতে হয়, মোটামুটি টুকিয়া লইতেছি।

নারা। কিরূপ লিখলি পড়ে শোনা দেখি ?

উপো। আমি অবিকল পাঠ করিয়া যাইতেছি আপনারা শ্রবণ করুন ;—

বরুণোদয় পত্রিকা।

সংবাদ পত্রের তুল্য কিবা আছে আর।
শোনাতে রাজায়, প্রজার দুঃখ সমাচার॥

১ খণ্ড।	১২৮৯ সাল। ৫ ই শ্রাবণ বুধবার।	অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৬৲
২ সংখ্যা।	ইংরাজী ১৮৮২ সাল। ২০ এ জুলাই।	ষাণ্মাষিক ৩ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

"আবার আমি" নাটক মূল্য এক টাকা ডাক মাসুল ৵০ আনা। যম এণ্ড কোং লাইব্রেরি এবং রবিরাজের দোকানে প্রাপ্তব্য।

সোণার চাঁদ।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ঠাকুর প্রণীত। মূল্য এক টাকা। রবিরাজের দোকানে প্রাপ্তব্য।

সংবাদপত্রের অভিপ্রায়।

এই পুস্তকের তুল্য সুরলোকে অদ্যাপি কোন উপন্যাস বাহির হয় নাই। বরুণোদয়।

এই পুস্তকের প্রতি ছত্রে মধুঢালা। শনিপ্রকাশ।

কার্ত্তিক বাবু যে সুলেখক তাহা আমরা বিশেষ জানি। বুধোদয়।

এই পুস্তক খানি পাঠে আমরা অতীব সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়াছি।

অরুণোদয়।

বিবিধ সংবাদ।

পূর্ব্ব স্বর্গের দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি নরম পড়ে নাই। শুনিতেছি, গবর্ণমেণ্ট প্রজার সাহায্যার্থ দশ জাহাজ ধান্য প্রদান করিবেন। যদি প্রদান করিতে হয়, সত্বরে করাই উচিত, গরিব প্রজারা মারা যাইলে তাঁহার ধান খাবে কে?

শূন্য প্রদেশে এক মুসলমানের একটী পুত্র জন্মিয়াছে, তাহার চারি মুখ আট চক্ষু। ছেলেটী বাঁচিয়া থাকিলে আমাদের পিতামহ বলিয়া ভ্রম হইবে।

দক্ষিণ স্বর্গে এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহারা মানুষ খায়। অনেক পথিক রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া সেই বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইলে শাখা গুলি নামিয়া আসিয়া মনুষ্যটীকে গ্রাস করিয়া ফেলে এবং পূর্ব্বের ন্যায় বৃক্ষে উঠিয়া বসিয়া থাকে। আমাদিগের মাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের উচিত এক দিন স্বয়ং যাইয়া শয়ন করিয়া পরীক্ষা লন।

শনিপ্রকাশ বলেন, এ বৎসর কৈলাসে অত্যন্ত সর্পভয় হইয়াছে। এমন কি ৫। ৭ টী লোক ঘাল হইয়াছে। এ কথা যদি সত্য হয়, সদাশিবের উচিত সাপ গুলোকে স্কন্ধ হইতে না নামান।

একখানি ইংরাজী পত্রে দেখা গেল, বৈকুণ্ঠে একটী সাড়ে হাত দীর্ঘ আট হাত প্রস্থ ব্যাঘ্র আসিয়াছে। ব্যাঘ্র গর্জ্জনে মহারাজ্ঞী শচী দেবীর কয়েক দিবসাবধি সুনিদ্রা হইতেছে না। শচীনাথ ব্যাঘ্র মারিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিতেছেন।

নারায়ণ ২৩ এ জানুয়ারি যমালয়দর্শনে গমন করিবেন এবং নরকাদি দর্শনের পর ২৫ তারিখে পশ্চিম আসমানে উপস্থিত হইবেন।

গত সোমবার পদ্মযোনির একটী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। এত বুড়ো বয়সে যে পুত্র হয় ইহাই বড় আশ্চর্য্যের কথা।

৫ ই জৈষ্ঠ যে সপ্তাহ শেষ হয়, তাহাতে বৈকুণ্ঠের ১০৮ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

আমাদের একজন সংবাদদাতা বলেন, তাঁহাদের গ্রামের একজন গোয়ালার একটী গোরু আছে। এক সময় ঐ গোরুর মাথায় ঘা হয় এবং ক্ষত

স্থানে একটী অশ্বথ ফল প্রবেশ করে। এক্ষণে ঐ বীজে একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ জন্মিয়াছে। গাড়োয়ান কোন স্থানে ভাড়ায় গেলে আর রৌদ্রে কষ্ট পায় না। সে সময়ে সময়ে মাঠের মধ্যে গাড়ি থামাইয়া বৃক্ষ হইতে হাঁড়ি নামাইয়া রন্ধন করিয়া খায় এবং বৃক্ষতলে নিদ্রা যায়: ভগবানের কি আশ্চর্য্য মহিমা!

ধূমকেতু প্রদেশের এক স্থানে পুষ্করিণী খনন করিতে করিতে ঘৃত উঠিয়াছে। এইবার ঘৃত বিক্রেতাদিগের সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

গত সোমবার শূন্য প্রদেশে আবার সাইক্লোন হইয়া গিয়াছে। আহা! শূন্য প্রদেশটী আর থাকে না।

এ বৎসর পোয়াতে প্রদেশ হইতে ১০০৮ টন স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছে।

সম্পাদকীয় উক্তি।

আমাদিগের আশা ছিল, সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্র হইতে দেবভাষার সমূহ উন্নতি সাধিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় দিন দিন কতকগুলো অশিক্ষিত সম্পাদক সেই গুরুভার বহন করিতে গিয়া আমাদের আশার বাসা ভাঙ্গিয়া দিতেছে। অনেক সুলভ মূল্যের প্রলোভন দেখান, কেহ কেহ বিনা মূল্যের লোভ দেখাইয়া অগ্রে কিঞ্চিৎ ডাক মাসুল বলিয়া গ্রহণ করিয়া ২। ১ খানি কাগজ দিয়া অদৃশ্য হন, পাঠকগণের লোভে পড়িয়া একূল ওকূল দুকূল যায়। যাঁহারাও রীতিমত বাহির করেন, কি যে লেখেন মাথা মুণ্ড বোঝা যায় না। পত্রের চারি পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন পূর্ণ, অত্যল্প স্থান-মাত্র প্রবন্ধাদিতে পরিপূর্ণ থাকে। আমাদের দেশের মাসিক পত্রগুলির, অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। অনেকগুলি সম্পাদকের এরূপ বিদ্যা নাই যে পরের লেখা ভাল মন্দ বিচার করিয়া পত্রস্থ করেন। অথচ সম্পাদকের পদ লইতেও ছাড়েন না। আমাদিগের দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় যত দিন না এই গুরুভার হস্তে লইতেছেন তত দিন কোন উপকার হইতেছে না। ভরসা করি সকলেই এই কার্য্যে ব্রতী হইবেন।

১৮৮০ অব্দের জেল রিপোর্ট।

মহামান্য কালান্তক বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এক এক কাপি জেল রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন, তৎপাঠে অবগত হওয়া গেল—যমালয়ে প্রতি বৎসর কয়েদীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। ঐ কয়েদীদিগের মধ্যে জাতি-চ্যুত ও বাপ মা প্রহারকের সংখ্যায় বেশী। সুখের বিষয় চৌর্য্যঅপরাধীর

সংখ্যা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অনেক হ্রাস দেখা যাইতেছে। প্রতারকের সংখ্যা এ বৎসর অতিরিক্ত বৃদ্ধি হইয়াছে।

এক্ষণে দেবগবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য কি?

ইংরাজরাজ দিন দিন মর্ত্ত্যে যেরূপ স্বাধিকার বিস্তার করিতেছেন, তাহাতে অনেকের মনে বিশ্বাস, সত্বরেই স্বর্গ রাজ্য ইংরাজ রাজের করতলগত হইবে। আমাদিগেরও অনেক কারণে এ বিষয় যথার্থ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বৃদ্ধ মন্ত্রী শুক্রাচার্য্য এ বিষয় বিশ্বাস করেন না।

১৮ ই জুলাই মহেন্দ্র ভবনে যে পার্লামেণ্ট সভার অধিবেশন হয়, তাহাতে সচিব শ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, কয়েকটী কারণে ইংরাজদিগের প্রতি আমার আশঙ্কা হইতেছে না। প্রথমতঃ স্বর্গে আসিবার কোন রাস্তা ঘাট নাই। দ্বিতীয়তঃ স্বর্গের সন্নিকটে এত শীত যে, পানীয় জল পর্য্যন্ত জমিয়া যাইবে। আমরা এ কথার প্রত্যুত্তরে ইহাই বলি—যদি ইংরাজরাজ আসেন রাস্তা ঘাট না করিয়াই কি আসিবেন? না জল জমিলে আগুন করিয়া গলাইয়া লইতে পারিবেন না?

মফস্বলের খোদকর্ত্তা।

পাঠকগণ তারকপুরের মাজিষ্ট্রেট শনৈশ্চরের বিষয় অনেক শুনিয়াছেন, সম্প্রতি ইনি আর একটী লীলা খেলা দেখাইয়াছেন। তাঁহার বাড়ী মেরামতের জন্য কতকগুলি কুলি নিযুক্ত হয়। উহারা সম্ভবমত ইষ্টক ও প্রস্তরাদি মস্তকে করিয়া বহন করিয়া আনিতেছিল; কিন্তু কর্ত্তা দেখিলেন ওরূপ করিলে তাঁহার ১০। ১৫ টাকা মজুরিতেই যাইবে, অতএব স্বহস্তে কুলির মাথায় বোঝা চাপাইয়া দিতে লাগিলেন, সে পারি না বলিয়া চীৎকার করিলেও ছাড়িলেন না। শেষে বোঝাই দিতে দিতে লোকটার মাথার খুলি ফাটিয়া যাওয়ায় মৃত্যু হইল। বিচারে স্থির হইয়াছে, উহার মাথাটা ঘুণে ধরা ছিল।

ইঁদুরের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

আমাদিগের যন্ত্রালয়ের সন্নিকটস্থ রামলাল বণিকের গুদাম ঘরে অত্যন্ত ইঁদুরের উপদ্রব। এক দিন একটী সাপ একটী ইঁদুরকে তাড়া করিয়া গিয়া যেমন ধরে ধরে হইয়াছে, অমনি ২০। ২৫ টে ইঁদুর ছুটিয়া আসিয়া উহার ল্যাজে দংশন করিতে আরম্ভ করিল। সাপটী দংশন যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া

আহা কিবা বুদ্ধি বলে জাল দড়া বোনে রে।
বাঙ্গালীর তরকারি যাহা দিয়া ধরে রে॥

উত্তম উত্তম লেখক অক্ষর ঠিক রাখিতে পারিলে একজন সুকবি হইতে পারিবেন।

ব—স।

পত্রপ্রেরকদিগের প্রতি।

শ্রীঃ স্বাক্ষরিত বাবু! আপনার পুরা নাম না পাইলে পত্রস্থ করিতে পারি না।

সিংহ! আপনি যাহা লিখিয়াছেন ও বিষয়ের অনেক আন্দোলন হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ! আপনার পত্রখানি বারান্তরে প্রকাশিত হইবে।

শ্রীবি, বে, সেন! আপনার পত্র প্রকাশ করিবার যোগ্য নহে।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম।

প্রত্যেক পংক্তি প্রথম তিন বার তিন আনা। তৎপরে স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা যাইবে।

অর্দ্ধ আনা মূল্যের ডাক টিকিট ভিন্ন আমরা মূল্য গ্রহণ করিব না। গ্রাহকগণ টিকিট প্রেরণ কালে অর্দ্ধ আনার হিসাবে বেশী দেবেন, কারণ আমাদিগকে কমিশন দিয়া টিকিট বেচিতে হয়।

গ্রাহকগণ রীতিমত সময়ে পত্র না পাইলে খাম খানি পাঠাইয়া দিবেন।

কেহ রীতিমত সময়ে মূল্য না দিলে কাগজ দেওয়া বন্ধ করিব।

আমরা বেয়ারিং পত্র গ্রহণ করিব না।

এই যন্ত্রালয়ে যবওয়ার্কের কার্য্য অতি সত্বরে ও সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। আমরা প্রুফ সংশোধনেরও ভার লইয়া থাকি।

শ্রীমিথ্যাবাদী দেব।
ম্যানেজার।

বিজ্ঞাপন।

তারকপুরের বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হইয়াছে। মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। যিনি নর্ম্মাল স্কুলের তৃতীয় বাৎসরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছু দিন শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছেন এবং যাঁহার উত্তমরূপ সংস্কৃত জানা আছে,তাঁহারই আবেদন সর্ব্বাপেক্ষা আদরণীয় হইবে। আবেদন-

কারী জাতিতে ব্রাহ্মণ হওয়া চাই। ইহাঁর দশকর্ম্ম জানা থাকিলে বাসা খরচ চলিতে পারে।

শ্রীপোয়াতে তারা সম্পাদক।

শ্রীরামচন্দ্র সেনের।

গণোরিয়া মিকচার। প্রতি শিশি এক টাকা। আমি এই মিকচার সেবনে বহু কালের গণোরিয়া রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছি।

শ্রীগণেশচন্দ্র দেব।

কৈলাস।

কাল নিদ্রা তৈল।

মূল্য বার আনা।

আমি এই তৈল সেবন পর্য্যন্ত সন্ধ্যার সময় শয়ন করিয়া বেলা ১। ১৷৷ টার সময় নিদ্রা হইতে উঠি।

শ্রীভোলানাথ।

কুন্তলেশ্বর তৈল।

মূল্য এক টাকা।

এই তৈল মাখিলে গাত্রের কাল রং ঘুচিয়া শাদা হয়। যদ্যপি কাহারও ফরসা হইবার ইচ্ছা থাকে, এক এক শিশি খরিদ করিয়া পরীক্ষা করুন।

এই পত্রিকা প্রতি শনিবারে বরুণোদয় কার্য্যালয় হইতে শাখাশশি কর্তৃক প্রচার হইয়া থাকে।

ব্রহ্মা। লিখেছে মন্দ নয়। ওর মুখে পড়ে ও কাগজখানা কি?

উপে। এই খানা? এ খানির নাম এডুকেশন গেজেট।

ব্রহ্মা। বরুণ! এই পত্রিকা খানি কাহার দ্বারা এবং কোন সময়ে প্রচারিত হয়?

বরুণ। ১৮৫৭ অব্দের জুলাই মাসে এই এডুকেশন গেজেট প্রথম প্রকাশিত হয়। ওব্রাইন স্মিথ নামক একজন পাদরী প্রথমে ইহার সম্পাদক ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট এই পত্রের সাহায্যার্থ প্রথমে সম্পাদকের মাসিক ৭৫ টাকা পরে ১৫০ টাকা তৎপরে ৩০০ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করেন। কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত স্মিথ সাহেব সম্পাদকের কাজ করিয়া বিলাত যাত্রা কালে গবর্ণমেণ্টকে কাগজ খানির স্বত্ব দিয়া যান। গবর্ণমেণ্ট ইহার পর বাবু প্যারিচরণ সরকারকে ৩০০ শত টাকা বৃত্তিসহ এই পত্রের সম্পাদক ও ম্যানে-

আরের পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৬৮ অব্দে ৭ ই মে ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের শ্যামনগর ষ্টেষণে রেল গাড়িতে যে দুর্ঘটনা ঘটে, সম্পাদক তৎসংক্রান্ত কাগজ পত্র এই পত্রে প্রকাশ করায় গবর্ণমেণ্টের সহিত মনোমালিন্য ঘটে ও সম্পাদকর কার্য্য পরিত্যাগ করেন। তদনন্তর ডাইরেক্টর এট্কিনসন সাহেবের এবং ভূতপূর্ব্ব লেপ্টনণ্ট মহামান্য গ্রে সাহেবের অনুরোধে শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক হইয়াছেন। ইনি গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভুক সম্পাদক হন নাই। নিজে এই পত্রের স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে এই পত্রিকার যাহা কিছু সাহায্য করিতেছেন ইচ্ছা করিলে না করিতে পারেন, কিন্তু কাগজ খানির স্বত্ব আর প্রত্যাহরণ করিতে পারিতেছেন না। এক্ষণে এই পত্রের গ্রাহকসংখ্যা প্রায় ৬। ৭ শত হইবে। ভূদেব বাবুর পূর্ব্বে ইহার গ্রাহক সংখ্যা ২। ৩ শতের অধিক ছিল না।

ব্রহ্মা। বরুণ! ভূদেব বাবুকে বিশেষ উপযুক্ত লোক বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি ইহাঁর জীবন বৃত্তান্ত বল।

বরুণ। ইনি ১৭৪৭ শকে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ বিশ্বনাথ তর্কভূষণ। ইহাঁদিগের আদি বাস খানাকুল কৃষ্ণনগরে পরে কলিকাতার মাণিকতলায় একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। ঐ বাটীতেই ভূদেব বাবুর জন্ম হয়। ভূদেব বাবু প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন এবং তথায় ৩ বৎসর মাত্র পাঠ করিয়া কলেজ পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হন। অধ্যয়ন কালে ইনি একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন এবং প্রতি বৎসর পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। কলেজ পরিত্যাগের কয়েক বৎসর পরে ইনি ৫০ টাকা বেতনে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পরে ১৫০ টাকা বেতনে হাবড়া গবর্ণমেণ্ট স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়াছিলেন। ইহাঁর দ্বারা উক্ত স্কুলের সমূহ উন্নতি হইয়াছিল। ইহার পর ইনি দক্ষিণ বঙ্গের স্কুল ইনস্পেক্টরের পদ পান। ইহাঁর বাঙ্গালা ভাষায় অত্যন্ত অনুরাগ থাকায় এই সময় " শিক্ষা বিধায়ক " নামক একখানি পুস্তক মুদ্রিত করেন। ইহাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসও এই সময় লিখিত হয়। ইহার পর হুগলিতে একটী নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করিবার প্রয়োজন হইলে ভূদেব বাবু মাসিক ৩০০ টাকা বেতনে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত বিদ্যালয়ের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে নিযুক্ত হন।

ইহাঁর সময়ে নর্ম্মাল স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এই সময় ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী পুস্তকের সংখ্যা অধিক না থাকায় ইনি অনেকগুলি বাঙ্গলা পুস্তক প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় ভাগ পুরাবৃত্ত সার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস, ও ইউক্লিডের তিন অধ্যায় জ্যামিতি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ইহাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসও এই সময়ে মুদ্রিত হয়। ১৮৬২ অব্দে ইনি ৪০০ টাকা বেতনে প্রতিনিধি ইনস্পেক্টরের সহকারী পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৬৩ অব্দে কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহাঁকে আডিসনাল ইনস্পেক্টরি পদ প্রদান করেন। ১৮৬৪ অব্দে ইনি দুই আনা মূল্যে শিক্ষাদর্পণ নামক একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন। ঐ পত্র কয়েক বৎসর উত্তমরূপ চলিয়াছিল। ১৮৬৭ অব্দে বার্ষিক ৫০ টাকা বৃদ্ধির নিয়মে ইহাঁর বেতন ৫০০ টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ১৮৬৯ অব্দে ইনি নর্থ সেণ্ট্রাল নামক নূতন ডিভিজনের ইংরাজী বাঙ্গলা সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের ভার পাইয়া ডিভিজনাল ইনস্পেক্টর নাম পাইয়াছেন। এই পদটী এত দিন সাহেবদিগের একচেটিয়া ছিল, ভূদেব বাবু হইতে ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালী মহলে আসিয়াছে।

ইহার পর দেবগণ আহারাদির উদ্যোগ করিলেন এবং আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণে নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা চোরবাগানের মোড়ে যাইয়া দেখেন, রাস্তার উভয় পার্শ্বস্থ অট্টালিকা সমূহের উপরে বেশ্যা সকল এবং নিম্নে অসংখ্য তামাকের দোকান, মুদির দোকান, কাপড়ের দোকান এবং বেণের দোকান রহিয়াছে। সকলে দেখিতে দেখিতে একটী গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কিছু দূরে যাইয়া দেখেন, দক্ষিণে একটী সুন্দর অট্টালিকা শোভা করিতেছে। বাড়ীটীর দরজায় সঙ্গীন ঘাড়ে শান্ত্রিপাহারা। তাঁহারা দেখেন বাড়ীটীর সম্মুখ লৌহ রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টন করা। তন্মধ্যে নানা প্রকার বৃক্ষ এবং টবোপরি পুষ্পবৃক্ষ সকল শোভা করিতেছে। দেবগণ ফটক দিয়া উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন স্থানে স্থানে নানা প্রকার পশু পক্ষী রহিয়াছে।

ইন্দ্র। বরুণ এ বাড়ীটী কাহার? বাড়ীটী কলিকাতার মধ্যে সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে।

বরুণ। বাড়ীটী রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের। ইহাঁর বাড়ীর প্রতি অত্যন্ত সক থাকায় বৎসর বৎসর মেরামত ও নূতন নূতন ফ্যাসনে সুসজ্জিত করেন।

ইন্দ্র। বাটীর ভিতরে প্রবেশানুমতি আছে ?

"চল না" বলিয়া বরুণ সকলকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভিতরে যাইয়া দেখেন বাড়ীটী বড়ই সুন্দর। উঠানটী মার্ব্বেল প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। মধ্যস্থলে নৃত্য গীতের স্থান। নিম্নে ও উপরে সুন্দর বারাণ্ডা সকল বিরাজ করিতেছে। নিম্ন বারাণ্ডার এক স্থানে কতকগুলো ছবি রহিয়াছে। দেবগণ পূজার দালানটী দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দেখেন দালানটী অতি বৃহৎ অথচ এক ফুকুরে। ঐ ফোকরের উপরিস্থ খিলানটী এত বৃহৎ যে সাত ফোকর তন্মধ্য দিয়া গমনাগমন করিতে পারে। এখান হইতে সকলে বৈঠকখানা দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। বৈঠকখানাটী এমন সুন্দর সাজান যে দেবগণ কহিলেন "আমরা কখন চক্ষে দেখি নাই।" গৃহটী বহুমূল্য দ্রব্যাদির দ্বারা পরিপূর্ণ করা রহিয়াছে এবং সোণা; রূপা, হীরার বৃক্ষসকল বিরাজ করিতেছে। বরুণ কহিলেন "ইনি দুর্ভিক্ষের সময় দীন দুঃখিদিগকে অকাতরে অন্ন দান করায় রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎপরে মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ টাকা সাহায্য করায় রাজা বাহাদুর উপাধি পাইয়াছেন এবং তদবধি দ্বারে শান্ত্রিপাহারা বসিয়াছে।

ব্রহ্মা। বরুণ, রাজেন্দ্র বাবু কি উপায়ে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। ৺ নকুড়চন্দ্র মল্লিক দুই পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম হরমোহন এবং কনিষ্ঠের নাম রামাচরণ মল্লিক। হরমোহন মল্লিকের পুত্র এই রাজেন্দ্র বাবু। যে সময়ে ওয়ারেণ হেষ্টিং সাহেব গবর্ণর হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন কলিকাতার মধ্যে নকুড়চন্দ্র মল্লিক এক জন প্রতিপন্ন লোক ছিলেন। তিনি অতি অমায়িক ও ঋজু স্বভাবের লোক থাকায় সর্ব্বাগ্রে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সহিত পরিচয় হয় এবং ক্রমে ক্রমে নকুড় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। তিনি নকুড়ের সদাচরণে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কতকগুলি ভূমি সম্পত্তি সামান্য সামান্য নিরিখে প্রদান করেন। রামাচরণ মল্লিকও এক পুত্র রাখিয়া পরলোক গত হন। তৎপুত্রের সহিত রাজেন্দ্র বাবুর বিলক্ষণ প্রণয় আছে। রাজেন্দ্র বাবু এক্ষণে সমস্ত বিষয়ের অধ্যক্ষ। ইনি অসাধারণ ধীশক্তিপ্রভাবে এবং কার্য্যদক্ষতাগুণে পৈতৃক বিষয়ের যথেষ্ট বৃদ্ধি করি-

য়াছেন। সৎকর্ম্মে ইহাঁর বিলক্ষণ আস্থা আছে। ইহাঁর তুল্য ধনশালী কলিকাতার মধ্যে আছে কি না সন্দেহ। বয়ঃক্রম এক্ষণে আন্দাজ ৫০। ৫৫ হইবে।

ব্রহ্মা। ঈশ্বর ইহাঁকে সুখী করুন।

সাধিলেই সিদ্ধি।

নাটক—দ্বিতীয় অঙ্ক।

অমলা কমলা ও বিমলার প্রবেশ।

কমলা। বিমলা দিদি! আজ তোমার এ ভাব দেখছি কেন। পূর্ব্বে প্রফুল্লপদ্ম যে পদ্মসরোবর দেখে মন আনন্দিত হতো; প্রস্ফুটিতপুষ্প পুষ্পোদ্যান দেখে মন আনন্দে ভাসত; আজ আর তাহার শোভা নাই। সরোবর আছে, কিন্তু সরোবরের পদ্মগুলি যেন হিমানীমদ্দিত হয়ে ম্লান হয়ে গেছে। পুষ্পোদ্যান আছে, কিন্তু পুষ্পগুলি যেন ঝড়ে শীর্ণবিশীর্ণ হয়ে পড়েছে। এমন উজ্জ্বল ললাট, তাহা আজ পৌষমাসের তুষারধূসর শশাঙ্কের ন্যায় মলিন হয়েছে। চক্ষুর সে জ্যোতি আর নাই, কে যেন হরণ করে লয়েছে। এমন উৎফুল্ল উত্তান বিশাল নয়ন কোটরমধ্যে যেন প্রবেশ করেছে। ইহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার শীতাৰ্দ্দিত কুমুদের ন্যায় সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। চক্ষুর মধ্যে যে শুক্ল কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ ছিল, তাহা কে যেন চুরী করে নিয়ে রক্ত ঢেলে দেছে। এমন তিলকুসুমসম সুসদৃশ সুগঠিত নাসা তাহার এই দুর্দ্দশা। ইহার সে স্বাভাবিক বর্ণ নাই। ইহা যেন শোকবশে সরলভাব পরিত্যাগ করেছে। অধরের সে অপূর্ব্ব শোভা কোথায় গেল? কে যেন প্রাতঃকালের অরুণবর্ণ হরণ করে কজ্জল দিয়ে মেজে দিয়েছে। হা! কপোলযুগলের সে লাবণ্য ও উৎফুল্লভাব কোথায়? কে এর কান্তি হরণ করিল? কে এর পুষ্টি চুরী করিল? আর সে কবরীবিন্যাস নাই। চুলসকল আলু থালু হয়ে পড়েছে। বোধ হোচ্চে, করাল কাল রাহু যেন পূর্ণ শশধরের গ্রাসে উদ্যত হয়েছে। বাহুমৃণাল, চরণকমল, রম্ভাসদৃশ উরুযুগল, সকলই ম্লান বিবর্ণ ও শ্লথ হয়ে পড়েছে।

বিমলা। আর কেন বল বোন্! বাড়াও দ্বিগুণ।
হৃদয়ে জ্বলন্ত শোক দুরন্ত আগুন॥
আর না সহিতে পারি যাতনা অপার।
দেহমাঝে বুঝি প্রাণ নাহি রহে আর॥

মুহুর্ম্মুহুঃ হয় বোন! এই অনুভব।
প্রকৃতিরচনাকাণ্ডে ঘটেছে বিপ্লব॥
মনে নাই মন আর প্রাণে নাই প্রাণ।
ছিঁড়িয়া গিয়াছে যেন দেহের সংস্থান॥
চর্ম্মঢাকা আছে দেহ দেখিতেছ সখি!।
ভিতরে বারেক যদি দেখহ নিরখি॥
ধরিতে নারিবে ধৈর্য্য হবে অচেতন।
বরিষাধারার মত ঝরিবে নয়ন॥
কেন বোন! দগ্ধ হবে আমার জ্বালায়।
হেন শক্তি কারো নাই এ জ্বালা নিবায়॥
দুর্ব্বল হইলে অগ্নি নিবে অল্প জলে।
প্রবল আগুন জলে দ্বিগুণিত জ্বলে॥
তোমরা সান্ত্বনাবারি করিবে সেচন।
তাহাতে বাড়িবে আরো শোকহুতাশন॥
কে কোথা শুনেছে বল বাড়ব অনল।
সাগরসলিলে কভু হয়েছে শীতল॥
যদি সই কভু করে থাক দরশন।
গাঢ় পঙ্কে লেপা কুম্ভকারের পয়ন॥
তাহাতে আগুন দিলে তার যে প্রভাব।
আমার দেহের মাঝে হয়েছে সেই ভাব॥
মেদ মজ্জা মাংস অস্থি ধাতু আছে যত।
নিদারুণ শোকানলে দহিছে নিয়ত॥
ইথে কি রহিবে আর অঙ্গের সৌষ্ঠব।
কিবা রবে বল সই দেহের গৌরব॥

অমলা। কেন দিদি কমলা! তুমি কি বিমলা দিদির দুঃখের কথা শুন নাই? ইহার মত হতভাগা মেয়ে মানুষ পৃথিবীতে আর নাই। ইহার স্বামি-সুখ যত, বোধ হয়, তোমার অবিদিত নাই। তিনি আপনার অহঙ্কারেই মট মট করেন, আর কাহাকে মানুষ জ্ঞান করেন না; আপনি যা বুঝেন, তাই বড়, কাহার কথা শুনেন না। এই দেখ, একটী মেয়ে, সোণার প্রতিমা, ইহাকে জলে বিসর্জ্জন দিয়েছেন। এক অযোগ্য পাত্রের হস্তে

সমর্পণ করেছেন। তাহার কোন যোগ্যতা নাই, দুপয়সা উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা নাই। ক্ষমতার মধ্যে বংশবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা। অন্য দিকে ক্ষমতা কম হইলে এ ক্ষমতা প্রায় বাড়িয়া থাকে। কতকগুলি ছেলে পিলে লইয়া মেয়েটী বিব্রত হয়েছে; না পারে তাহাদিগকে ভাল করিয়া খাওয়াইতে পরাইতে, না পারে লেখা পড়া শিখাইতে, অন্নাভাবে ছেলে মেয়েগুলির আকার প্রকার দেখ জীর্ণ শীর্ণ, এক দিন রোগ ছাড়া নাই, যমরাজ এ সংসারে প্রবেশ করিতে অলস নন। স্বামির আয় ব্যয় স্থিতির দশা যেমন, বাপেরও তেমনি। এরূপে সংসার করা বিড়ম্বনা। বিমলা দিদি এই কষ্টভোগ করছেন, তাঁহার খেতে শুতে বসতে মনের সুখ নাই, সর্ব্বদাই অন্তরে জ্বলছেন, তাহার উপর আবার দেখ এই মেয়েটী বিধবা, চিরগলগ্রহ। দেখ এই বয়সে কি দুর্দ্দশা ঘটেছে! এখন কোথা খাবে পরবে, স্বামী লয়ে আমোদ প্রমোদ করবে, সংসারসুখে সুখী হবে, ঘরকন্না করবে, তা না হোয়ে এই দশা! মায়ের প্রাণে এ কি সয়? আহা! দেখ দেখি, বাছার মুখখানি দিন দিন মলিন হয়ে যাচ্চে। ফুল ফুটতেছিল, মুসড়িয়া গেল। কাল একাদশীর দিন ঐ মুখখানি দেখলে বুক ফেটে যায়। মা হয়ে সে কষ্ট দেখা কি সহজ? মায়ের প্রাণে কি তাহা সহ্য হয়? এর পতির সঙ্গে সঙ্গে এরই যে কেবল সকল সুখ গেছে, তা নয়, বিমলারও সুখের অন্ত হয়েছে। দিবানিশি মেয়ের দুঃখ দেখে দেখে পুড়ে মরছে। মনের আগুন মনেই নিভছে, কাহার নিকটে দুঃখের দুটা কথা বলে যে মনটাকে হালকি করবেন, সে পথও নাই; কর্ত্তাটী জানতে পারলে দা নিয়ে কাটতে এসেন; যা মুখে এসে তাই বলে গালি দেন। বিমলার মেয়ের দুঃখ গিয়া আর এক দুঃখ এসে উপস্থিত হয়। তখন ইহার দুঃখ সাগরতরঙ্গের ন্যায় সহস্র হয়ে উঠে।

বিমলা। আত্মীয় স্বজনের নিকটে দুঃখ প্রকাশ করলে দুঃখের ত অনেক লাঘব হয়, তবে কর্ত্তাটী এত রাগ করেন কেন? তাঁহার স্বভাব এমন রুক্ষই বা কেন? স্ত্রীলোকের অপমান করা কি পুরুষের উচিত! এ কেমন পুরুষ? বিমলা দিদি আমাদের সতী লক্ষ্মী, শান্তস্বভাব, মুখে কথা নাই, কেহ কিছু বলিল বলিল সকল সহে থাকেন, দু ঠোট এক করেন না। এইরূপ মেয়েমানুষের উপরে এইরূপ ব্যবহার?

অমলা। আমি পূর্ব্বেই ত একপ্রকার বলেছি, কর্ত্তার স্বভাব বড় রুক্ষ।

তিনি কাহার কথা শুনেন না। তিনিই ত জ্ঞানদার (১) যত দুঃখের মূল। কোথা হতে একটা বুড়ো বর এনে বিয়ে দিলেন, মেয়েটার হাত পা ধরে জলে টেনে ফেলে দেওয়া হইল। আত্মীয় স্বজন পাড়াপ্রতিবাসী সকলেই বারণ করিল, কাহার কথায় কাণ দিলেন না, সেই অশীতিপর বৃদ্ধ বরে কন্যা-দান করলেন। একে বুড়ো তাহাতে আবার যক্ষ্মারোগগ্রস্ত। সেই বিবাহ রাত্রিতেই সকলে অনুমান করিল, বরটী অধিক দিন টেঁকছেন না, আর বড় ছয় মাসকাল তিনি পৃথিবীর শোভা ও গ্রহনক্ষত্রাদি দর্শন করবেন। তাঁহার শরীর ললিত, কেশ পলিত ও দন্ত গলিত হয়েছিল, কিন্তু দুঃখের উপর বল্‌তে হাসি আইসে, বুড়োর বিয়ে করবার এমনি সক, পাছে কেহ বুড়ো বলে এই ভয়ে দাঁত বাঁধাইয়া আসা হয়েছিল! তাহার উপর আবার মিসির ঘটা দেখে কে? সেই বাঁধান দাঁতগুলি যেন ভ্রমরের মত কাল মিস মিস করতেছিল। আবার পাকাচুলে কলপ দিয়ে যে বাহার বাহির করা হয়েছিল, আজও মনে হলে হাসি পায়। সে রাত্রির কথা মনে হলে আজও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বিবাহের রাত্রি, কোথায় সকলে আমোদ আহ্লাদ করবে, হাস্য কৌতুক করবে, হুলুধ্বনি দিবে, তা না হয়ে অন্তঃপুরে মরাকান্না উঠলো। কর্ত্তার রঙ্গই বা দেখে কে? তিনি একবার বাড়ীর ভিতর যান, সকলকে গালি দেন, তাহাতে বাচ্যাবাচ্য ও সম্বন্ধ বিবেচনা নাই, মুখে আল আটন নাই, বাক্যের দ্বার খুলিয়া দিলেন, জিহ্বার সঙ্কোচভাব দূর কর্‌লেন; আবার একবার বাহিরে এসে সকলকে থামাতে লাগলেন। সকলে ছি ছি করতে লাগলো; কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করা হলো না! বিবাহ হয়ে গেল। সকলে অনুমান করেছিল রবটী ছয় মাস বেঁচে থাকবে, কিন্তু জ্ঞানদার অদৃষ্টে তাহাও ঘটলো না। তিন মাস যেতে না যেতে সংবাদ এলো, জ্ঞানদার স্বামির মৃত্যু হয়েছে। এ সংবাদে বিমলার কথা কি বল্‌বো। তিনি ত দুই তিন মাস ধরাশয্যা পরিত্যাগ করলেন না, আহার নিদ্রা ছাড়লেন, দিবা-নিশি অশ্রুজলে বক্ষস্থল ভাসাইলেন। কালবশে ক্রমে শোকবেগ মন্দ হলো, আবার গৃহকর্ম্ম করতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু কন্যার মুখপানে যখন তাকান, তখন শোকানল দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হয়ে উঠে। মনে ক্ষণকালের জন্য সুখ নাই। অবসর পাইলেই কাঁদিয়া শোকবেগের শান্তি করেন। জলপূর্ণ সরোবরের প্রণালী করিয়া দিলেই জল কমিয়া যায়।

(১) বিধবা কন্যার নাম।

কমলা। হায় কি দুঃখ! বাছার আমার কি দুর্দশা! স্বামী পদার্থ কি জানতে পারল না, স্বামিসুখ কি বুঝল না, সংসার কি তাহা জানল না, আহার বিহারাদি সকল সুখে বঞ্চিত হলো, কেবল চিরকাল বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করতে রহিল! চিরকাল পরের দাস্যবৃত্তি করতে হবে, যে পিতা ভ্রাতার স্নেহপাত্র, তাহারাই দূর দূর করবে, শৃগাল কুক্কুরের মত এক মুষ্টি অন্ন দিবে। কাল একাদশীর দিন বাছার মুখ দেখলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া প্রাণবিয়োগের উপক্রম হলেও মুখে এক গণ্ডুষ জল দিবার যো নাই। এই সোণার মুখ যখন মলিন হইয়া যায়, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বাছা যখন ছটফট করতে থাকে, সে কষ্ট সে নিদারুণ কষ্ট দেখে মার মন কি স্থির থাকতে পারে? বাছার আমার কি কষ্ট! বিমলা দিদির সে দিন তাহার চতুর্গুণ কষ্ট হয়। এ দেশে যে এত বিধবা হয় এইরূপ বিসদৃশ বিবাহই তাঁহার প্রধান কারণ। ভাল অমলা! তোমাকে আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, একটা অন্ত্রদন্তহীন বুড়োর সহিত এমন ননির পুতুলের বিবাহ দেওয়া হইল কেন?

অমলা। দিদি! তা কি জান না? কর্ত্তাটী এই এক মেয়ে হইতেই বড় মানুষ হবেন মনে ভেবেছিলেন। অল্প নয়, (অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া) বুড়োর নিকট হইতে পাঁচ শত টাকা লওয়া হয়েছিল! যারা টাকা লয়, পাঁটা ছাগলের মত মেয়ে বেচে, তাদের কি বুড়ো যুবা বিবেচনা থাকে? মেয়ের দশায় কি হবে, তারা কি তাহা ভাবে?

কমলা। হায় কি ঘৃণার কথা পাইনু মরমে ব্যথা
ছি ছি ছি ছি মরি এ কি লাজ।
পিতা হয়ে নিরমম আচরিল শত্রুসম
কেমনে করিল হেন কাজ॥
ভাল মন্দ এ বিচার না করিল একবার
ধনলোভে হইয়া অজ্ঞান।
দ্বাদশবয়সী বালা আ মরি রূপের ডালা
বুড়া বরে করিল প্রদান॥
বলিতে মরম জ্বলে মুকুতা বানর গলে
কখন কি তাহা শোভা পায়?
চন্দ্রিকার চান্দ শোভা অতিশয় মনোলোভা

পেচকে কি বুঝে বল হায় ॥
রসালে যে রস ধরে বুঝে তাহা পিকবরে
কাকে নাহি পায় তার তার।
যুবতীপ্রণয় ধর্ম্ম বুড়া কি বুঝিবে মর্ম্ম
তাহে নাহি তার অধিকার ॥
কোথা এ নব যুবতী কোথা বুড়া ছন্নমতি
যোগ্য নহে দোহার মিলন।
যোগ্যে যোগ্যে সম্মিলন নাহি হলে একক্ষণ
নাহি হয় সুখ আস্বাদন ॥
এমন সুখের স্থান সংসারেতে বিষজ্ঞান
হতে থাকে দিবা বিভাবরী।
ঝগড়া বিবাদ দ্বন্দ্ব দোহে দেখে দোহে মন্দ
দোষে দৃষ্টি গুণ পরিহরি ॥
কেমনে হবে মিলন দোহে নহে একমন
এক নহে শরীরসংস্থান।
যুবতী ফুটন্ত ফুল সৌরভে করে আকুল
অপরূপ রূপের নিধান ॥
দিন দিন রসরঙ্গ বাড়ে যৌবনতরঙ্গ
দিন দিন লাবণ্যবিলাস।
একরূপ নাহি রয় ক্ষণেকে নূতন হয়
নিত্য নব অঙ্গের বিকাশ ॥
চোক মুখ নাক কাণ যেন নব নিরমাণ
হেরিলে হরষ হয় মনে।
মুখের কিবা মাধুরী কিবা নয়নচাতুরী
তুলনা না হয় তার সনে ॥
নির্ম্মল লাবণ্য-জল কিবা করে ঢল ঢল
কিবা শোভা কপোলযুগলে।
নাসা অতি মনোলোভা ললাট-ফলক-শোভা
হেরিলে মুনির মন টলে ॥
উরু কিবা শোভা ধরে নিতম্ব বিম্বের ভরে

মন্দ গতি গজেন্দ্র নিন্দিয়া।
বাহুযুগ মনোহর উরস্থল উচ্চতর
যুব জন-মনোমোহনিয়া॥
কমলে ভ্রমর রাজে চরণে নূপুর বাজে
ত্রিবলী বেষ্টিয়া নাভিকূপ।
বিধিসহ লেগে বাদে মদন মনের সাধে
গড়েছে কি অপরূপ রূপ॥
মরি কি চাঁচর কেশ বিমল উজ্জল বেশ
অঙ্গভঙ্গী কিবা মনোহর।
হেরিলে এ অপরূপ সৌদামনী জিনি রূপ
উথলয়ে আনন্দসাগর॥
নিরখি পারশদ্বয় এই মম মনে লয়
মনসিজ মনের আবেশে।
গড়িয়া বিরলে বসে শাণ দিয়া মেজে ঘসে
রাখিয়াছে বুঝি এই বেশে॥
হয় কি কাহার মনে দিতে ইচ্ছা বুড়া সনে
এ রূপের তুলনা কখন।
বুড়া হলো বাসী ফুল কেহ নহে অনুকূল
করিতে তাহাকে পরশন॥
জীর্ণ শীর্ণ অবয়ব মুসড়িয়া গেছে সব
পাপড়ী গুলি পড়িছে খসিয়া।
নাহি আছে মকরন্দ না আছে সৌরভ মন্দ
আনন্দ না হয় নিরখিয়া॥
না আছে সৌন্দর্য্যলেশ বিষম বিকৃত বেশ
কেশগুলি যেন কেশে ফুল।
নয়নে অঙ্গারভাতি মুখে নাই দন্তপাঁতি
খুঁজে দেখ হয়েছে নির্ম্মূল॥
শরীর স্ববশে নয় অস্থিচর্ম্ম শিরাময়
কাঁপিতেছে দিবসরজনী।
চরণ দেহের ভারে আর না চলিতে পারে

হাসি পায় দেখিলে চলনী॥

হেরিয়া এ হেন জন মজে কি যুবতীমন

অনুরাগ হয় কার মনে?

বলিতে বিদরে বুক দাম্পত্য প্রণয় সুখ

হয় কি কখন বুড়াসনে?

হায় হায় কি বিচার না ভাবিল একবার

কি হইবে কন্যার উপায়।

কেমনে হবে লালন কেমনে হবে পালন

না ভাবিল হায় হায় হায়॥

তবে মরা দেখেই বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অচিরে মেয়ের যে বৈধব্য ঘটবে, তাহাকে চিরকাল পুষতে হবে, চিরকাল তাহার যাতনা দেখতে হবে, পুড়ে মরতে হবে, এই জেনেই ত এ কাজ করা হয়েছিল, তবে আর এখন কাঁদলে কি হবে?

অমলা। দিদি! বিমলা দিদির উপরে মিছে রাগ করছো, এর দোষ কি? কর্ত্তাটী কি এঁর কথার বাধ্য? দিদি আজ মেয়ের নিমিত্ত কাঁদছেন না, এ দুঃখ ত এক প্রকার সয়ে গেছে। আবার একটী নূতন দুঃখ উপস্থিত। ইহা পুরাণ শোকের সহিত মিলিত হয়ে প্রবল সাগরতরঙ্গের ন্যায় উছলে উঠছে, হৃদয়ে আর ধরছে না; তাই ইনি এত কাতর হয়েছেন।

কমলা। আবার নূতন দুঃখ কি?

অমলা। এঁর পুত্র নীলরত্নকে তুমি জান?

কমলা। জানি তার সন্দেহ কি? আহা সে যে একটী রত্ন! সে নামেও রত্ন কর্ত্তব্যেও রত্ন (উদ্বিগ্নভাবে) কেন তার কি হয়েছে?

অমলা। নীলরত্ন পড়া শুনায় কেমন, তুমি তা ত জান, যেন হীরার ধার। অমন বিনয়ী শান্ত শিষ্ট আর দুটী দেখতে পাই না, কথাগুলি কেমন নরম, যার সহিত একবার কথা কয় সে আর ভুলতে পারে না। বাছার কোন দোষ নাই; কেহ শত্রু নাই।

কমলা। (অধিকতর উদ্বেগসহকারে) সে সব ত আমি জানি, তার কি হয়েছে শীঘ্র বল।

অমলা। কর্ত্তা তার এক বিয়ের সম্বন্ধ উপস্থিত করেন। সে বলে আমি এখন বিয়ে করবো না, আগে লেখা পড়া শেষ করি, দশ টাকা উপার্জ্জন

করতে শিখি, তার পরে বিবাহ করবো। কর্ত্তাটী সে কথা শুনলেন না। অনেক বাদানুবাদ হলো; কর্ত্তা ক্রমে রেগে উঠলেন, কত তিরস্কার করলেন, গালি দিলেন; শেষে পায়ের জুতা খুলে মারতে গেলেন। বাছা সেই অভিমানে কোথায় চলে গেছে, তার উদ্দেশ নাই। কত স্থানে কত লোক গেল, কত অন্বেষণ হলো ঠিকানা পাওয়া গেল না।

কমলা। মা কি লজ্জার কথা! এই অপরাধে এই নিগ্রহ! আমাদের দেশ বয়ে যাচ্চে কিসে? আমাদের দেশের এত দুর্দ্দশা কিসে? আমাদের দেশের মেয়ে মানুষের এত যাতনা এত লাঞ্ছনা এত কষ্ট কিসে? অসময়ে অযোগ্য অবস্থায় বিবাহই ত সমুদায়ের কারণ। যোগ্য বয়স হলে দশ টাকা উপার্জ্জন করতে শিখলে, সংসার পদার্থ কি বুঝতে পারলে, তার পর যদি বিবাহ করে, মেয়ে মানুষের এত কষ্ট হয় না; সংসার বিষময় হয় না; দেশে এত মূর্খ থাকে না। এখন রাতি না পোহাইতে বিবাহ হয়; সকাল সকাল ছেলে মেয়ে হয়, তাদের যথোচিত লালন পালন ও বিদ্যাশিক্ষাদি হয় না, সুতরাং মূর্খ দরিদ্র রুগ্ন অকর্ম্মণ্য ও ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। কর্ত্তাটীর ত—(দ্রুত বেগে রামার প্রবেশ।)

অমলা। কেমন রে রামা! নীলের কোন সংবাদ পেলি?

রামা। নীলের পাই ন্যই, নলের পাবো।

অমলা। রামা! এখন তোর ও ছেঁদো কথা রাখ, কি হয়েছে বল।

রামা। দিদি ঠাকুরণ! বাঁধা ছেঁদো কথা তোমাদের ভাল লাগে না, তবে কি এলোথেলো হতে বল।

অমলা। রামার সঙ্গে পারা ভার।

রামা। আমি কি তোমাদিগকে আমার সঙ্গে লড়াই লাগতে বলতেছি? (কর্ত্তাকে আসিতে দেখিয়া সকলের প্রস্থান।)

মনুসংহিতা।

অষ্টম অধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

একোহলুব্ধস্তু সাক্ষী স্যাৎ বহ্ব্যঃ শুচ্যোহপি ন স্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীবুদ্ধেরস্থিরত্বাত্তু দোষৈশ্চান্যেহপি যে বৃতাঃ॥ ৭৭॥

লোভাদিরহিত এমন এক ব্যক্তিও যদি সাক্ষী হয়, তাহার বাক্য প্রমাণ

হইবে; কিন্তু ঋণাদিব্যবহারে বহুসংখ্য স্ত্রীলোক যদি সাক্ষ্য দেয়, তাহারা শুচি হইলেও তাহাদের বাক্য প্রমাণ হইবে না। কারণ, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি স্থির নয়। আর যে সকল ব্যক্তি চৌর্য্যাদিদোষে দূষিত, তাহাদিগের সাক্ষ্যও ঋণাদানাদিব্যবহারে গ্রাহ্য হইবে না। কিন্তু স্ত্রী সংগ্রহণাদিস্থলে গ্রাহ্য হইবে।

স্বভাবেনৈব যৎ ব্রূয়ুস্তৎ গ্রাহ্যং ব্যবহারিকং।
অতোযদন্যৎ বিব্রূয়ুর্ধর্ম্মার্থং তদপার্থকং ॥ ৭৮ ॥

সাক্ষীরা ভয়াদির বশীভূত না হইয়া স্বভাবতঃ যে কথা বলিবে, তাহাই ব্যবহারনির্ণয়কার্য্যে গ্রাহ্য হইবে। স্বাভাবিক ভিন্ন অন্য কারণের বশীভূত হইয়া যে কথা বলিবে, তাহা ধর্ম্মবিষয়ে নিষ্প্রয়োজন অর্থাৎ সে কথা গ্রাহ্য হইবে না।

সভান্তঃ সাক্ষিণঃ প্রাপ্তানর্থিপ্রত্যর্থিসন্নিধৌ।
প্রাড়্বিবাকোঽনুযুঞ্জীত বিধিনানেন সান্ত্বয়ন্ ॥ ৭৯ ॥

সাক্ষী সভায় উপস্থিত হইলে প্রাড়্বিবাক অর্থি প্রত্যর্থি সমক্ষে সান্ত্ববাক্যে বক্ষ্যমাণ রীতিতে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

যৎ দ্বয়োরনয়োর্ব্বেত্থ কার্য্যেঽস্মিন্ চেষ্টিতং মিথঃ।
তৎ ব্রূত সর্ব্বং সত্যেন যুষ্মাকং হ্যত্র সাক্ষিতা ॥ ৮০ ॥

উপস্থিতকার্য্যে এই দুই ব্যক্তির পরস্পর ব্যবহারের বিষয় তোমরা যাহা জান, সে সমুদায় সত্য করিয়া বল; যে হেতু তোমরা এ বিষয়ের সাক্ষী।

সত্যং সাক্ষ্যে ব্রুবন্ সাক্ষী লোকানাপ্নোতি পুষ্কলান্।
ইহ চানুত্তমাং কীর্ত্তিং বাগেষা ব্রহ্মপূজিতা ॥ ৮১ ॥

সাক্ষী সাক্ষ্যদানকালে যদি সত্য কথা কয়, সে বৃহৎ ব্রহ্মাদিলোক প্রাপ্ত হয়, ইহ লোকেও তাহার উৎকৃষ্ট খ্যাতিলাভ হইয়া থাকে। যে হেতু ব্রহ্মা সত্য বাক্যের পূজা করিয়া থাকেন।

সাক্ষ্যেঽনৃতং বদন্ পাশৈর্ব্বধ্যতে বারুণৈর্ভৃশং।
বিবশঃ শতমাজাতীস্তস্মাৎ সাক্ষ্যং বদেদৃতং ॥ ৮২ ॥

সাক্ষী যদি মিথ্যা কথা কয়, বরুণ শতজন্ম তাহাকে সর্পরজ্জু দ্বারা বন্ধন করেন। অতএব সাক্ষী সাক্ষ্যদানকালে সত্য কথা কহিবে।

সত্যেন পূয়তে সাক্ষী ধর্ম্মঃ সত্যেন বর্দ্ধতে।
তস্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যং সর্ব্ববর্ণেষু সাক্ষিভিঃ ॥ ৮৩ ॥

সাক্ষী সত্য কথা কহিলে পবিত্র হয়, অর্থাৎ তাহার যদি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত

কোন পাপ থাকে, তাহা হইতে মুক্ত হয়। সত্য কথা কহিলে সাক্ষির ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়। অতএব সাক্ষী যে কোন বর্ণের সাক্ষ্যদান করিতে আগমন করুক, তাহার সত্য কহা অবশ্য কর্ত্তব্য।

আত্মৈব হ্যাত্মনঃ সাক্ষী গতিরাত্মা তথাত্মনঃ।
মাবমংস্থাঃ স্বমাত্মানং নৃণাং সাক্ষিণমুত্তমং ॥ ৮৪ ॥

আত্মাই আত্মার শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী, আত্মাই আত্মার গতি, অতএব আত্মা সমুদায় মনুষ্যের মধ্যে উত্তম সাক্ষী, মিথ্যা কথা কহিয়া সেই আত্মার অবমাননা করিও না। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, সাক্ষী সাক্ষ্য দানকালে যে কথা বলে, তাহা সত্য কি মিথ্যা, তাহা আত্মার অবিদিত থাকে না। তিনি সমুদায় জানিতে পারেন। তিনি সত্যপ্রিয়। অতএব মিথ্যা কথা কহিলে তাঁহার অবমাননা করা হয়।

মন্যন্তে বৈ পাপকৃতো ন কশ্চিৎ পশ্যতীতি নঃ।
তাংস্তু দেবাঃ প্রপশ্যন্তি স্বস্যৈবান্তরপূরুষঃ ॥ ৮৫ ॥

পাপকারিরা এইরূপ মনে করে, আমরা যে অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, কেহ তাহা দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু দেবগণ ও হৃদয়বর্ত্তী পুরুষ তাহা দেখিতে পান।

দ্যৌর্ভূমিরাপোহৃদয়ং চন্দ্রার্কাগ্নিযমানিলাঃ।
রাত্রিঃ সন্ধ্যে চ ধর্ম্মশ্চ বৃত্তজ্ঞাঃ সর্ব্বদেহিনাং ॥ ৮৬ ॥

আকাশ, পৃথিবী, জল, হৃদয়, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, যম, বায়ু, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যা এবং ধর্ম্ম সমুদায় প্রাণির শুভাশুভ কর্ম্ম জানেন। টীকাকার বলেন, ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তাঁহারা সমুদায় দেখিতে পান।

দেবব্রাহ্মণসান্নিধ্যে সাক্ষ্যং পৃচ্ছেদৃতং দ্বিজান্।
উদঙ্মুখান্ প্রাঙ্মুখান্ বা পূর্ব্বাহ্ণে বৈ শুচিঃ শুচীন্ ॥ ৮৭ ॥

প্রাড়্বিবাক পূর্ব্বাহ্ণে দেবপ্রতিমা ও ব্রাহ্মণ সমক্ষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি সাক্ষিগণকে যথাতথ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবেন। প্রাড়্বিবাক স্বয়ং শুচি হইবেন, সাক্ষিগণও শুচি হইয়া উত্তরমুখ অথবা পূর্ব্বমুখ হইয়া দণ্ডায়মান হইবে।

ব্রূহীতি ব্রাহ্মণং পৃচ্ছেৎ সত্যং ব্রূহীতি পার্থিবং।
গোবীজকাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্ব্বৈস্তু পাতকৈঃ ॥ ৮৮ ॥

প্রাড়্বিবাক ব্রাহ্মণকে তুমি বল এই কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন। ক্ষত্রিয়কে বলিবেন তুমি সত্য কথা বল। বৈশ্যকে এই কথা বলিবেন, তুমি

যদি মিথ্যা কও, তাহা হইলে গো বীজ ও স্বর্ণের অপহরণে যে পাপ হয়, সেই পাপ তোমার হইবে এবং শূদ্রকে বলিবেন, তুমি যদি মিথ্যা কথা বল, বক্ষ্যমাণ প্রকার যত পাপ আছে, সে সমুদায় তোমার হইবে।

সে পাপ কি, তাহা বলা হইতেছে।

ব্রহ্মঘ্নোযে স্মৃতালোকাযে চ স্ত্রীবালঘাতিনঃ।
মিত্রদ্রুহঃ কৃতঘ্নস্য তে তে স্যুর্ব্রুবতোমৃষা॥ ৮৯॥

ব্রাহ্মণ স্ত্রী ও বালককে হত্যা করিলে, মিত্রের অনিষ্ট করিলে এবং উপকারির অপকার করিলে ঋষিরা যে নরকাদি প্রাপ্তির কথা কহিয়াছেন, সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মিথ্যা কথা কহিলে সেই নরকাদি হয়।

জন্মপ্রভৃতি যৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যং ভদ্র! ত্বযা কৃতং।
তত্তে সর্ব্বং শুনোগচ্ছেৎ যদি ব্রূয়াস্ত্বমন্যথা॥ ৯০॥

ভদ্র! তুমি সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছ, যদি একে আর বল, তুমি জন্ম অবধি যে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, সে সমুদায় কুক্কুরাদিগত হইবে।

একোহহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ! মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥ ৯১॥

ভদ্র! তুমি এরূপ মনে করিও না যে তুমি একাকী, তুমি যে কাজ করিবে তাহা অন্যে জানিতে পারিবে না। সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা তোমার হৃদয়ে নিত্য অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সমুদয় দেখিতে পাইতেছেন।

যমোবৈবস্বতোদেবোযস্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ।
তেনচেদবিবাদস্তে মা গঙ্গাং মা কুরূন্ গমঃ॥ ৯২॥

যে দণ্ডধারী সর্ব্বান্তর্যামী দেব তোমার হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি সত্য কথা কহিলে তাঁহার সহিত অবিবাদ হইবে, অর্থাৎ সত্য কথা দ্বারা তোমার সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যাইবে। অতএব তোমাকে আর পাপ মোচনার্থ গঙ্গা বা কুরুক্ষেত্রে যাইতে হইবে না। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, সত্য কথা কহিলে সমুদায় পাপ ধ্বংস হইয়া যায়। অতএব সত্য কথা বল, মিথ্যা বলিও না।

নগ্নোমুণ্ডঃ কপালেন ভিক্ষার্থী ক্ষুৎপিপাসিতঃ।
অন্ধঃ শত্রুকুলং গচ্ছেৎ যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ॥ ৯৩॥

যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহাকে বিবস্ত্র মুণ্ডিতমুণ্ড অন্ধ ও ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত হইয়া ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষার্থী হইয়া শত্রুগৃহে যাইতে হয়। অর্থাৎ

এই অবস্থায় শত্রুগৃহে গিয়া ভিক্ষা করিবার যে কষ্ট, তাহাকে সেই কষ্ট পাইতে হয়। অতএব সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মিথ্যা কথা কহা কোন ক্রমে উচিত নয়।

অবাকৃশিরাস্তমস্যন্ধে কিল্বিষী নরকং ব্রজেৎ।
যঃ প্রশ্নং বিতথং ব্রূয়াৎ পৃষ্টঃ সন্ ধর্ম্মনিশ্চয়ে ॥ ৯৪ ॥

সত্য নির্ণয় নিমিত্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে যে সাক্ষী মিথ্যা বলে, মহান্ধকারে যে নরক আছে, তাহাতে সেই পাপী অধোমুখ হইয়া পতিত হয়।

অন্ধোমৎস্যানিবাশ্নাতি সনরঃ কণ্টকৈঃ সহ।
যোভাষতেঽর্থবৈকল্যমপ্রত্যক্ষং সভাং গতঃ ॥ ৯৫ ॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইয়া উৎকোচগ্রহণাদি হেতু অযথার্থ কথা বলে, অন্ধ ব্যক্তি সুখ বুদ্ধিতে কণ্টকাকীর্ণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়া যেমন মহৎ কষ্ট পায়, সে ব্যক্তিও সেইরূপ কষ্ট পাইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই উৎকোচগ্রহণ করিয়া সাক্ষী মিথ্যা কথা কহিলে তাহার কষ্টের পরিসীমা থাকে না।

যস্য বিদ্বান্ হি বদতঃ ক্ষেত্রজ্ঞোনাভিশঙ্কতে।
তস্মান্ন দেবাঃ শ্রেয়াংসং লোকেঽন্যং পুরুষং বিদুঃ। ৯৬ ॥

যে সাক্ষির প্রশ্নোত্তরদানকালে তাহার হৃদয়স্থিত সর্ব্বান্তর্যামী পুরুষ এ ব্যক্তি সত্য অথবা মিথ্যা কথা কহিতেছে এ শঙ্কা না করেন, দেবতারা তাহার অপেক্ষা আর কাহাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলিয়া জানেন না। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, যে ব্যক্তির অন্তরাত্মা তাহার সত্য কথনে পরিতৃপ্ত হন, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বপুরুষ শ্রেষ্ঠ।

যাবতোবান্ধবান্ যস্মিন্ হন্তি সাক্ষ্যোঽনৃতং বদন্।
তাবতঃ সংখ্যয়া তস্মিন্ শৃণু সৌম্যানুপূর্ব্বশঃ। ৯৭ ॥

যে বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে যতগুলি বন্ধু নরকগামী হয়, আমি গণনা করিয়া ক্রমে বলিতেছি, হে সাধু! আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ কর।

পঞ্চ পশ্বনৃতে হন্তি দশ হন্তি গবানৃতে।
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং পুরুষানৃতে। ৯৮ ॥

পশুবিষক মকদ্দমা উপস্থিত হইলে সাক্ষী যদি মিথ্যা কথা কয়, তাহার পঞ্চ বান্ধব নরকে পতিত হয়। গোরুর বিষয়ে মিথ্যা কহিলে দশ বান্ধব, অশ্ববিষয়ে শত বান্ধব এবং মানুষের বিষয়ে সহস্র বান্ধব নরকে পতিত হয়;

অথবা উল্লিখিত-বান্ধব-বধজন্য যে পাপ হয়, মিথ্যাবাদী সাক্ষিকে সেই পাপ-ভাগী হইতে হয়।

হন্তি জাতানজাতাংশ্চ হিরণ্যার্থেঽনৃতং বদন্।
সর্ব্বং ভূম্যনৃতে হন্তি মাস্ম ভূমানৃতং বদীঃ। ৯৯ ॥

সুবর্ণ বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে সাক্ষির জাত অজাত পুত্র পৌত্রাদি নরক-গামী হয়, অথবা সাক্ষিকে তাহাদের বধজন্য পাপভাগী হইতে হয়। ভূমি-বিষয়ে মিথ্যা কহিলে সর্ব্বপ্রাণিবধজন্য পাপ জন্মে।

অপ্সু ভূমিবদিত্যাহুঃ স্ত্রীণাং ভোগে চ মৈথুনে।
অব্জেষু চৈব রত্নেষু সর্ব্বেষশ্মময়েষু চ। ১০০ ॥

তড়াগকূপপুষ্করিণ্যাদি, স্ত্রীসম্ভোগ, মুক্তাদি এবং বৈদূর্য্যাদি রত্নবিষয়ে মিথ্যা কহিলে ভূমিবিষয়ে মিথ্যা কথার যে পাপ বলা হইয়াছে সেই পাপ জন্মে।

এতান্ দোষানবেক্ষ্য ত্বং সর্ব্বাননৃতভাষণে।
যথা শ্রুতং যথা দৃষ্টং সর্ব্বমেবাঞ্জসা বদ। ১০১ ॥

মিথ্যা কথায় এই সকল দোষ বিবেচনা করিয়া তুমি যেমন দেখিয়াছ ও শুনিয়াছ, সমুদায় ঠিক বল।

গোরক্ষকান্ বাণিজিকাংস্তথা কারুকুশীলবান্।
প্রৈষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ। ১০২ ॥

যে সকল ব্রাহ্মণ গোরুর রাখালি, ব্যবসায়, শিল্পির কাজ, নৃত্য গীতাদি, পরের দাসত্ব, সুদ লওয়া ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে, তাহা-দিগকে সাক্ষিপ্রশ্নকালে শূদ্রের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিবে। পূর্ব্বে যে সামান্যতঃ বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণকে সাক্ষিপ্রশ্নকালে বলিবে "তুমি বল" এ বচনটী দ্বারা তাহার বিশেষ করা হইতেছে। মনুর মতে গোরক্ষকাদি ব্রাহ্মণেরা শূদ্রতুল্য। শূদ্রের ন্যায় তাহাদিগকেও সর্ব্বপাতকের ভয়প্রদর্শন করিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে সাক্ষী মিথ্যা কহিবে না, কিন্তু যে যে স্থলে মিথ্যা কথা মনুর মতে দোষাবহ নয়, এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে।

তদ্বদন্ ধর্ম্মতোঽর্থেষু জানন্নপ্যন্যথা নরঃ।
ন স্বর্গাচ্চ্যবতে লোকাৎ দৈবীং বাচং বদন্তি তাং। ১০৩ ॥

যদি কেহ ধর্ম্মের অনুরোধে প্রকৃত বৃত্তান্ত না কহিয়া অন্য প্রকার বলে,

সে স্বর্গাদি লোক হইতে হীন হইবে না। কারণ, মন্বাদি ঋষিগণ তাহার সেই মিথ্যা বাক্যকে দেবানুমোদিত বলিয়া জানেন।

উপরে সামান্যতঃ ধর্ম্মানুরোধে মিথ্যা কথনের অনুমতি দেওয়া হইল, কোন্ কোন্ স্থলে সেই মিথ্যা বাক্য অনুমত হইতে পারে, এক্ষণে তাহা নির্দ্দেশিত হইতেছে।

শূদ্রবিট্ক্ষত্রবিপ্রাণাং যত্রর্ত্তোক্তৌ ভবেৎ বধঃ।
তত্র বক্তব্যমনৃতং তদ্ধি সত্যাৎ বিশিষ্যতে। ১০৪॥

যেখানে সত্য কথা কহিলে শূদ্র বৈশ্য ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা, সেখানে মিথ্যা কহিবে। সে মিথ্যা কথা সত্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

বাগ্দৈবতৈশ্চ চরুভির্যজেরংস্তে সরস্বতীং।
অনৃতস্যৈনসস্তস্য কুর্ব্বাণানিষ্কৃতিং পরাং। ১০৫॥

যে সকল ব্যক্তি ব্রাহ্মণাদির প্রাণরক্ষার্থ মিথ্যা কহিবে, তাহারা সেই মিথ্যা কথন জন্য পাপক্ষয়ার্থ চরু দ্বারা সরস্বতী যাগরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

কুষ্মাণ্ডৈর্ব্বাপি জুহুয়াৎ ঘৃতমগ্নৌ যথাবিধি।
উদিত্যূচা বা বারুণ্যাত্র্যৃচেনাব্দৈবতেন বা। ১০৬॥

অথবা যজুর্ব্বেদোক্ত বরুণদেবতাক ঋক্ পাঠ করিয়া কুষ্মাণ্ড দ্বারা যথাবিধি অগ্নিতে হোম করিবে।

যাহারা ঋণাদি ব্যবহারে সাক্ষী হইবে, যে সময়ের মধ্যে তাহাদিগের সাক্ষ্যদান করিতে হইবে, সেই কাল নিয়ম এবং সেই নিয়মিত কালের মধ্যে সাক্ষ্যদান না করিলে যে দণ্ড হইবে, তাহার বিধান করা হইতেছে।

ত্রিপক্ষাদব্রুবন সাক্ষ্যমৃণাদিষু নরোঽগদঃ।
তদৃণং প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বং দশবন্ধঞ্চ সর্ব্বতঃ॥ ১০ ॥

ঋণাদি ব্যবহারের সাক্ষী সুস্থ শরীরে থাকিয়া যদি ত্রিপক্ষের মধ্যে সাক্ষ্য দান না করে, তাহা হইলে তাহাকে উত্তমর্ণের সমুদায় ঋণ এবং সেই ঋণের দশম ভাগ রাজদণ্ড দিতে হইবে।

অপূর্ব্ব মিলন।

নিরিবিলি বনে, বিহগ বিহগী
বাঁধিল দুজনে বাসা;

সুখের তরঙ্গে ভাসিত দুজনে
এ করে উহারি আশা।
ওর সুখ তরে বিহগ কতই
খোয়াত আপন সুখ;
বিহগ আবার বিহগীর তরে
ভুগিত কতই দুখ।
এ দেখিলে ওরে ও আপনাহারা
যেন রে হইয়ে রয়;
না দেখিলে হায় দুজনারি হিয়ে
তুমুল তুফান বয়।
হাতে তুলে প্রাণ বিহগ সোহাগে
দেখাইত বিহগীরে;
বিহগী আবার বিহগের চ'কে
ধরিত হিয়াটি চিরে।
বসি নিরজনে কভু দুই জনে
মিলাত মধুর তান;
বিহগিনী হায় বিহগের গানে
হইত উদাসপ্রাণ।
গাহিতে গাহিতে কভু সারা দিন
উঠিয়ে আকাশ কোলে;
ঢালিয়ে শরীর বেড়াত দুজনে
নামিত সাঁজটি হলে।
এইরূপে হায় বিহগ বিহগী
কাটাত জীবন-বেলা;
উহার প্রেমের এ যেন ভিখারি
সকলি প্রেমের খেলা।
খেলিতে খেলিতে হায় এক দিন
সেই সে বিজন বাসে;
বিহগে না বলে লুকাল বিহগী
কালের আঁধার পাশে!

আসে আসে বলে প্রাণ বেঁধে পাখি
পোয়াল কতই কাল ;
আশার আশ্বাসে বিফল জানিয়ে
পাগল হইল হাল।
পাগল বিহগ নাহি কেহ তার
ধরে যে রাখিবে ঘরে ;
পাগলের মনে পাগল পরাণে
এ বনে ও বনে ফেরে।
নাহি সেই গান নাহি সেই তান
কানন নিঝুম হায় !
বিহগের প্রাণ নীল নভ দেখে
আর না উঠিতে চায় !!
ধরা বিষভরা যেন রে জেয়ান
জীবন আগুন ভার ;
দেহেতে, পাগল - বিহগ পরাণ
থাকিতে চাহে না আর।
সুদূরে লুকায়ে শ্রবণের দ্বারে
কে যেন সদাই কয়—
" এস এস পাখি এস এই দেশে "
পাখিনী হেথায় রয়।
বিষম বিষাদ গুরুতর ভার
না পারি সহিতে আর ;
পাগল বিহগ পাগল পরাণে
নামাল জীবন ভার।

\+ \+ \+ \+ \+
\+ \+ \+ \+ \+

সংসারের পর পারে সুধাতরঙ্গিণী ধারে
শোভিছে কনক-শোভা অপূর্ব্ব কানন।
শাখা গুল্মলতা পাতা সকলি কনক-গাঁথা
আকাশের তারা যথা পাদপ ভূষণ ॥

যথা শশধর কোলে কুমুদিনী ঘুমে ঢোলে
দিবাকরে কমলিনী করয়ে চুম্বন।
বৃক্ষে আলিঙ্গিয়া লতা কহে প্রণয়ের কথা
বিচ্ছেদের ব্যথা কেহ জানে না কেমন॥
পাখি মানবের ভাষে বিহগে প্রেমসম্ভাষে
সুধা স্রোতস্বিনী ছোটে গেয়ে কল গান।
প্রতি কিশলয়ে গায় প্রেমমূর্ত্তি আঁকা তায়
প্রতি পরমাণু অঙ্গে প্রেমের বাখান॥
সুধীর মৃদুল বায় প্রেমের কাহিনী গায়
জোছনা বেড়ায় নেচে নামিয়া ধরায়।
দিবাকর শশী সাথে ভ্রমে ধরি হাতে হাতে
নিত্য প্রেম গীতি ঝরে সবার কথায়॥
একটী বিহগী হায় প্রেম গীত নাহি গায়
বসিয়া নীরবে শাখে মুখে দুখ লেখা।
এদিক ওদিক চায় যারে খোঁজে যেন তায়
নাহি পায় বলে মুখে সে বিষাদ রেখা॥
ছাড়ে না পাদপশাখা গতিহীন যেন পাখা
পরাণে পরাণ যেন নাহিরে তাহার!
মেশে না কাহার সনে সদা আপনার মনে
প্রাণের লুকান ব্যথা ভাবে আরবার॥
কানন দুয়ার খুলে হেন কালে পাখা তুলে
কোথা হতে পাখি এক বসিল আসিয়া।
বিহগী নেহারি তারে মুখে বাক্ নাহি সরে
বিহগ ভাবেতে ভোর আপনা ভুলিয়া॥
খসিল মনের ব্যথা বিহগী কহিল কথা
বিহগের প্রাণ ভরে ঝরে প্রেম গান;
পুন নীল নভ দেখে পরাণে পরাণ মেখে
উঠিতে চাহেরে হায়, পাখির পরাণ!!
আবার গাহিল গান আবার ধরিল তান
প্রাণে প্রাণে মেশামিশি হইল আবার।

সেই প্রাণ হাতে তুলে বিহগী ধরিল খুলে
পাগল বিহগে হ'লো জ্ঞানের সঞ্চার!
আবার বাঁধিল বাসা পুন সেই ভাল বাসা
জ্বালিল আশার দীপ যুগল পরাণে;
হৃদে হৃদি মিশাইয়ে মুখে মুখ মিলাইয়ে
এ দেখে উদাস প্রাণে উহার বয়ানে।
নাচিল কনক পাতা বায়ু গায় প্রেমগাথা
উল্লাসে নাড়িল মাথা কনককানন।
কুমুদিনী শশধরে বলে প্রণয়ের স্বরে
"দেখ শশী আসি ওই বিহগ মিলন॥"
সুধা স্রোতস্বিনী সতী রোধিল প্রবাহ গতি
দেখিতে অপূর্ব্ব পাখি প্রেম অভিনয়
ভানু সাথে কমলিনী এল ত্বরিতগামিনী
নেহারি পাখির প্রেম মানিল বিস্ময়।
তদবধি সেই গান মাতাত কানন-প্রাণ
মাতায়ে কাননবাসী-শশী দিবাকর,
মাতাইয়ে কমলিনী মাতাইয়ে কুমুদিনী
মাতায়ে সুধার ধারা তারকানিকর।

শ্রীপ্রাণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ রায় বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ (১) করেন। তাঁহার একটীও

(১) অথ শ্রীকৃষ্ণোঽপুত্রকো মসূরিকারোগেণ মৃতঃ। গোবিন্দরায়শ্চ রাজকর্ম্মণি ন তাদৃক্-কুশলঃ। গোপালরায়শ্চ নানাগুণসম্পন্নঃ সপ্ত বর্ষান্ রাজ্যং শশাস। অনন্তরং সোঽপি মৃতস্তস্য চ ত্রয়ঃ-পুত্রা নরেন্দ্ররায়—রামেশ্বররায়—রাঘবরায়-সংজ্ঞকাঃ। তেষু চ নরেন্দ্ররায়ো মহাদুর্দ্দান্তঃ প্রজানাং নানুরঞ্জকঃ। রামেশ্বরশ্চ ন রাজকর্ম্মণি সম্যক্কুশলঃ। রাঘবরায়শ্চ নিখিল-গুণসম্পন্নঃ প্রজাহিতান্বেষী সুপ্রসিদ্ধো রাজা বভূব। ভ্রাতৃভ্যাঞ্চ প্রতিমাসিক-নিয়মিতব্যয়ং দদৎ সুখ্যাতি-মবাপ। যবনাধিপায় যথাযোগ্যং করং দত্ত্বা তস্য বিশ্বাসপাত্রমভবৎ।

কতিপয়দিনানন্তরং রেউই ইতি প্রসিদ্ধগ্রামে মহামনোহরং পুরং চকার। তত্র চ পুরে, পূর্ব্বস্যাং পশ্চিমায়াঞ্চ দিশি শৈলশিখরোপমং প্রাসাদদ্বয়ং দক্ষিণস্যাঞ্চ মহাপ্রাসাদগণসমাকুল-মন্তঃপুরং নির্ম্মমে; তত্র চ সুখেন কালং নিনায়।

পুত্রসন্তান ছিল না। এ দিকে গোবিন্দ রায় রাজকার্য্যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ; স্থতরাং মহাবিচক্ষণ ও সর্ব্বগুণান্বিত গোপাল রায় যাবতীয় বিষয়ের একাধীশ্বর হইলেন। সদগন্ধ কুসুমে কীট এবং সজ্জনের প্রতি নিষ্ঠুর কালের দৃষ্টি ইহা যেন অবিতথরূপে সর্ব্বত্রই ঘটিয়া থাকে। গোপালরায় প্রজাপুঞ্জের হিতান্বেষী হইলে হয় কি?—তিনি অধিককাল রাজত্ব করিতে পান নাই; শমন যেন অনন্য-কর্ত্তব্য-রহিত হইয়া অগ্রেই গোপালকে নিধন করিতে তাঁহার করাল দণ্ড চালিত করিল। এই গুণসম্পন্ন মহাত্মা সপ্তবর্ষ মাত্র রাজ্যশাসন করিয়া লোকান্তরিত হন।

অথ কতিচিদ্দিনানন্তরং সাতসইকা ইতি প্রসিদ্ধদেশাধিপসায়েফ খাঁ ইতি প্রসিদ্ধযবনরাজো রাঘবরায়স্য প্রণয়পাত্রং রায়ং দ্রষ্টুং তস্মিন্ পুরে সমাজগাম। ততঃ সমুচিতাচারক্রমেণ কৃতসম্ভাষণাদিক্রিয়ৌ সুখোপবিষ্টৌ পরস্পরসুখালাপং চক্রতুঃ। অথ যবনরাজোরাজানমাহ। মহারাজাধিরাজ! দ্বাদশ মাসানেব স্বপুরস্থিতৈরপি ভবদ্ভিঃ প্রবাস ইব স্থীয়তে। শ্রুত্বা রায়ঃ প্রত্যুবাচ। ভো মিত্র! স্বপুরাবস্থানে প্রবাসাবস্থানমিতি কথং বদসি? শ্রুত্বা যবনরাজ আহ। যত্র স্থিতেন বালানাং রোদনং ভূষণানাঞ্চ শিঞ্জিতং ন শ্রূয়তে, তত্রাবস্থানং প্রবাসাবস্থানাদিতরৎ কিং নাম? শ্রুত্বাহ। সত্যমেবৈতৎ। সমুচিতসৎকারেণ যবনরাজং পরিতোষ্য স্বপুরং প্রস্থাপয়ামাস। অনন্তরং যবনরাজবচসি কৃতানুমোদনো দক্ষিণদিগবস্থিত স্বাবাসদূরবর্ত্ত্যন্তঃপুরং বিঘটয়ন্নেবোত্তরস্যাং স্বাবাসসমীপবর্ত্তী তৃণকাষ্ঠাদিবিনির্ম্মিতমতিমনোহরমন্তঃপুরং বিদধৌ মার্দনাখ্যগ্রামে চৈকাং পুরীং চকার। উভয়ত্রৈব হৃষ্টপুষ্টজনাকুলা রাজধানী বভূব। রাঘবরায়ো যথাবিধিকৃতপঞ্চাঙ্গপুরশ্চরণশ্রেণ্যা জনিতমন্ত্রচমৎকারেণ সর্ব্বদেশসুখ্যাতো বভূব।

অথ কিয়দ্দিবসানন্তরং মহতীমেকাং দীর্ঘিকাং খনিতুমুপচক্রমে। দ্বাদশসহস্রীরজতখণ্ডা ব্যয়িতাস্তথাপি জলমুত্থানচিহ্নমপি ন লক্ষয়ামাস। ততো দীর্ঘিকাখননাধিকৃতং শিবরামভাগ্যবৎ সংজ্ঞকং নিরাকৃত্যান্যং কঞ্চিদুৎপন্নমতিং পঞ্চদশসহস্রসংখ্যকরজতমুদ্রাসহিতং নিযোজয়ামাস। প্রতিদিনং বহুভিঃ খন্যমানায়াং তস্যাং দীর্ঘিকায়াং একদা তন্মধ্যদেশাদধঃ প্রবর্ত্তিতসলিলপ্রণাল্যা সমুত্থিতসলিলৌঘেন দিনসপ্তকং ততো দূরদূরাবস্থিতমপি ক্ষেত্রারামপুরাদিকং সংপ্লাব্য স্বর্ণদ্যামপি পতিতং। অথ সপ্তদিনানন্তরং নিবৃত্তরয়ঃ স সলিলৌঘোদীর্ঘিকাং পরিপূর্য্য স্থিরো বভূব। তৎপূর্ব্বতীরে চ দ্বিতীয়কৈলাসাচলমিব সৌধমেকমিষ্টকাদিরচিতং নির্ম্মিতবান্।

অথ তাং দীর্ঘিকামুৎসৃষ্টুং তত্র চ মন্দিরে শিবলিঙ্গং স্থাপয়িতুং প্রতিনগরলব্ধব্য-দ্রব্যাতিরিক্তঃ-লক্ষত্রয়রজতমুদ্রয়া ক্রীতদ্রব্যসম্ভারঃ সমভবৎ। অঙ্গবঙ্গমগধকাশীকাঞ্চীপ্রভৃতিদেশবাসিনো বহবোব্রাহ্মণানিমন্ত্রিতাঃ। অন্যে চ নানাদেশীয়রাজানোরাজপুত্রারাজামাত্যাদয়োঽপি নিমন্ত্রিতঃদীর্ঘিকাতটেষু গ্রামাভ্যন্তরেষু চ ভক্ষ্যদ্রব্যাদিপূরিতেষ্বিষ্টকাদিতৃণকাষ্ঠবস্ত্রাদিনির্ম্মিতনানাবিধপুরেষু যথাবিধি কৃতসৎকারাঃ সানন্দমনসোনিবাসং কল্পয়ামাসুঃ। যত্র চানিমন্ত্রিতানামপি ব্রাহ্মণাদীনামুপভোগায় শতশো ঘৃতকুল্যা পয়ঃকুল্যা মধুকুল্যা অনুপমমাধুরীধুরীণৈর্ব্বেত্রপাণিপুরুষৈঃ পরিরক্ষিতা বুভুক্ষুব্রাহ্মণাদীনামুপভোগায় রাজপুরুষপরিদর্শিতপথা বিলসন্তি স্ম। যবগোধূমাদি-

গোপালের তিন পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্ররায় মহাদুর্দ্দান্ত ছিলেন। বলিতে সঙ্কুচিত হইতেছি, পাঠক! আপনাদের অভিমত কি, জানি না; কিন্তু ভরসা করি, মতদ্বৈধও না ঘটিতে পারে;—কেমন, দেখিয়াছেন কি?—ধনবান্ ব্যক্তির গৃহে জ্যেষ্ঠপুত্র প্রায় গণ্ডমূর্খ, অকর্ম্মা এবং দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠে এবং কনিষ্ঠপুত্র সুশিক্ষিত, সদালাপী ও কর্ম্মিষ্ঠ হয়। পক্ষান্তরে সামান্যরূপ সম্পন্ন ব্যক্তির গৃহে জ্যেষ্ঠপুত্র প্রায় গুণবান্ ও কর্ম্মকুশল হইয়া থাকেন এবং কনিষ্ঠপুত্র অজ্ঞ ও দুরাচার হইয়া পড়ে। এরূপ ঘটনার একটী বিশেষ কারণ আছে। সর্ব্বত্র না ঘটুক, তোমার আমার সংসারে ইহা না খাটুক; কিন্তু শতেকের মধ্যে নব্বই জনের গৃহে যে খাটিতেছে, প্রতিবেশিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা তোমার কথায় মস্তক হেলাইয়া সায় দিবেন। এখন বলিতে পারেন,—এ প্রকার কেন ঘটে?—ঘটিবার কারণই বা কি? কারণটী গুরুতর, বলিতেছি—বুঝিয়া দেখুন। ধনবানের ঐশ্বর্য্য অতুল; সাগরের জল মাপিলে ফুরায়, ধনীর ঐশ্বর্য্য মাপিলে ফুরায় না, গণনা করিলে শেষ হয় না। ভূ-সম্পত্তির অবধি নাই; রজত, কাঞ্চন, হীরা, মতি, মুক্তার ইয়ত্তা নাই। গৃহে পুত্র নাই, কে সেই ইন্দ্রত্ব ভোগ করিবে? রত্নসূ সদ্বীপা বসুমতীর একাধিপত্যেও ভূস্বামীর সন্তোষ নাই, মনের সচ্ছন্দতা নাই, চিত্তের স্বস্তি নাই। সকলি অসার, সংসার অরণ্য। ক্রমে,—কাহার প্রসাদে বলিতে পারি না, একটী পুত্র জন্মিল। সে ত পুত্র নয়, কুলনাশের মুষল,—সেটী "আলালের ঘরের দুলাল।" হাঁটিতে শিখিলেও মাটিতে পা

চূর্ণানাং রাশয়ঃ পর্ব্বতোপমাস্তণ্ডুলমুদ্গকলায়াদিস্তূপরাশয়োঽসংখ্যাতা এতৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা সম্ভূতা নৃপাদয়ঃ পরমবিস্মিতাঃ পরস্পরং রাঘবরায়কীর্ত্তিং গায়ন্তি স্ম।

অথ মৌহূর্ত্তিকাবেদিতশুভলগ্নে নিখিলদেশীয়নৃপধীরগণাধ্যুষিতসভাসমীপে সুরগুরুপ্রতি-মৈর্ঋত্বিগ্‌ভির্দীর্ঘিকায়া মহেশলিঙ্গস্য চ প্রতিষ্ঠাকর্ম্মণি সম্পাদিতে যথাবিধি সৎকারেণ সমাহূত-নৃপাতিদ্বিজগণান্ পরিতোষ্য স্ব স্ব স্থানং প্রেষয়ামাস। ব্যয়াবশিষ্টপূর্ব্বোপকল্পিতঘৃতকুল্যা গোধূমচূর্ণাদিকং সকলং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রতিপাদয়ামাস। অনেনাদ্ভুতকর্ম্মণা রাঘবোঽতীব সুখ্যাতো বভূব।

অন্যচ্চ পূর্ব্বং গৌড়াদিদেশীয়নৃপতিন্ কোঽপি ইন্দ্রপ্রস্থাধিপযবনাধীশ্বরাৎ হস্তি-প্রসাদং লব্ধবান্। রাঘবরায়স্তু যবনেশ্বরং নিয়মিতকরদানাদিনা পরিতোষ্য ততঃ প্রথমতো হস্তিপ্রসাদং লব্ধবান্। অথ কিয়দ্দিনানন্তরং নবদ্বীপে নিরুপমগণেশমূর্ত্তিং সংস্থাপ্য মহেশ্বরলিঙ্গং স্থাপয়িতুমেকমিষ্টকাদিময়ং মন্দিরং সমারব্ধবান্। এবং ক্রমেণৈকাধিকপঞ্চাশদ্বর্ষান্ সুরপতি-রিব পৃথিবীং শশাস মন্দিরে চার্দ্ধাবশিষ্টে ত্যক্তপ্রাণঃ পরমগতিমবাপ।

ইতি ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

দেয় না, কোলে পিঠে মাথায় ফিরে; নবনীর ছাল চাঁচিয়া আঁটি ফেলিয়া খাইলেও গলায় বাধে; আদরের ছেলে দেখিতে দেখিতে তৈয়ার হইয়া উঠিল। দাসদাসীকে মারিতে আরম্ভ করিল, পিতামাতা কিছু বলিলেন না, একটী উপদেশও দিলেন না। আদরের ছেলের দিন দিন আদর বাড়িয়া উঠিল, আবদারের ধমকে নিকটে কীট পতঙ্গ পশুপক্ষীও তিষ্ঠিতে পারে না; জনকজননী আবার সেই হুতাশনে আহুতি দিতে লাগিলেন। ক্রমে পল্লিস্থ শিশুদিগের জীবনসংশয়; প্রতিবেশিদিগকে বা গ্রামত্যাগ করিতে হয়;—আদরের ছেলে খেলিতে গিয়া সকলকেই প্রহার করে, আবার ছুটিয়া গিয়া পিতামাতার কাছে অন্যের দোষ দেখাইয়া কাঁদিতে থাকে। ধনীর সন্তান; কে কথা কহিবে, সুতরাং সকলেই তটস্থ। এখন বাল্যকাল উপস্থিত। বিদ্যাসিদ্ধি হউক না হউক, রীতি আছে,—বাল্যকালে একবার দোয়াতের মুখ দেখাইতে হয়, হাতে কালী মাখাইতে হয়; জনকজননী, সোহাগের পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইবার নিমিত্ত গুরু নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বালক ধনীর সন্তান, তাহার সাহস তেজ ও গরিমা কত! সে স্বল্পবেতনভোগী শিক্ষককে মানিবে কেন? সে শিক্ষকের বেদীতে কণ্টক পুতিয়া কালী মাখাইয়া রাখে, গুরুদেব রক্তাক্তকলেবরে কালীঝুলি ছাই ভস্ম মাখিয়া কালীয়দমনের সং সাজিয়া বাহির হন। পাঠক! এইবার বলুন দেখি, বালকের ত এখনও গুলফের রেখা দৃষ্ট হয় নাই, তবে আপনারা কোথায় চলিয়াছেন?—নিমন্ত্রণে,—নয়? আজি চত্বরভূমি তৌর্য্যত্রিক উৎসবে পূর্ণ, আজি বিবাহের হুলুধ্বনিতে আকাশ পাতাল ফাটিয়া উঠিতেছে। নববধূ গৃহে আসিলেন, শিঞ্জিত ভূষণরোলে প্রাসাদ ঝন ঝন করিয়া উঠিল; বালকের শিরোরোগ উপস্থিত, মস্তক ঘুরিতে আরম্ভ হইল, দৃষ্টিশক্তি স্থূল হইয়া পড়িল। পীড়া বৃদ্ধি হয়, বিদ্যাভ্যাসের আর উপায় নাই; কাজেই পাঠ বন্ধ হইল। এখন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন, লোকপীড়ন প্রভৃতি অত্যাচার ঘটিতে লাগিল।

ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে জ্যেষ্ঠ পুত্রের ভাগ্য প্রায় এইরূপ। কিন্তু কনিষ্ঠেরা এত আদরে সোহাগে লালিত পালিত হয় না; বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ প্রায় অধিকাংশ সম্পত্তি নিজায়ত্ত করিয়া লন, সে কারণ অনন্যোপায় হইয়া কনিষ্ঠেরা সুশীল সুবোধ ও সুশিক্ষিত হইয়া থাকেন। এ দিকে নির্ধনের গৃহে দেখুন, দারিদ্র্যমোচনার্থ এবং পরমগুরু পিতামাতাকে সুখী করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ

পত্র কায়মনঃক্লেশে অর্থোপার্জ্জন করিতে থাকেন। বিদ্যাভ্যাস এবং ব্যবসা চতুরতা না থাকিলে ধনলাভ ঘটে না, সে কারণ ঈদৃশ অবস্থার লোক প্রায় সুশিক্ষিত এবং সজ্জন হইয়া উঠেন। এটী এক প্রকার নিত্য বিধির মধ্যে পরিগণিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন ইতিহাস বস্তুসমূহে কি বলিতেছে, শ্রবণ কর,—সকল দেশেই সর্ব্বকালে যাবতীয় গুণী ব্যক্তি নিবিড় তিমির সম দারুণ সাংসারিক কষ্টের ভিতর হইতে মস্তক উন্নত করিয়া জগতে প্রতিষ্ঠাশালী হইয়াছেন। কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তির গৃহের কনিষ্ঠ সন্তানেরা প্রায় গুণবান্ হইতে পায় না। জ্যেষ্ঠ পুত্র সাংসারিক কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে দূরীভূত করিলেই কনিষ্ঠেরা তখন সোহাগের সন্তান হইয়া উঠে; বিদ্যাভ্যাসে তাহাদের প্রবৃত্তি থাকে না; অচিরে নিতান্ত অপদার্থ হইয়া পড়ে। সুশিক্ষিত লোকের গৃহে এবং যেস্থলে পৈতৃক ধনে কনিষ্ঠ পুত্রেরা উত্তরাধিকারী হয় না, সেইস্থলে এই বিধি না খাটিতে পারে; কিন্তু অন্যত্র ইহার বিপরীত আচরণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

নরেন্দ্ররায় ধনবান্ ভূস্বামীর জ্যেষ্ঠ পুত্র; তিনি যে দুর্দ্দান্ত হইবেন না; বিধাতার সৃষ্টির ত তেমন ব্যবস্থা নয়। মধ্যম রামেশ্বর রায় রাজকার্য্য কিছুই বুঝিতেন না। কনিষ্ঠ রাঘবই সর্ব্বগুণসম্পন্ন এবং প্রজার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। সুতরাং তিনি জ্যেষ্ঠদ্বয়কে মাসিক বৃত্তি নিরূপিত করিয়া দিয়া স্বয়ং রাজকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এ দিকে রাজস্ব প্রদানেও তাঁহার কিছুমাত্র শৈথিল্য ছিল না, তজ্জন্য তিনি সম্রাটেরও প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

কিছু দিন পরে রাঘবরায় রেউই নামক গ্রামে একটী মনোহর পুরী নির্ম্মাণ করাইলেন। উক্ত গ্রামই অধুনাতন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণনগর রাজধানী। যে স্থানে অদ্যাবধি ব্রাহ্মণ জাতির পবিত্র-বদন-নির্গত শাস্ত্রবাদে জাহ্নবীর কক্ষ পর্য্যন্ত ধ্বনিত, আন্দোলিত ও আস্ফালিত হইয়া উঠিতেছে; যে স্থানের প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্যগরিমা অদ্যাবধি কাশী কাঞ্চী অবন্তি ও সৌরাষ্ট্রকে নম্রমস্তক করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বে সে স্থান কেবল গোপগণের বাথান ছিল; তথায় বিদ্যার্থীর পাঠনিনাদ ছিল না, কেবল ধবলী শ্যামলী উচ্চ পুচ্ছে হম্বারব করিয়া ফিরিত। যখন রাজধানী হইল, সেই গোষ্ঠভূমি তখন ইন্দ্রালয়; রাজপরিবার; পরিচারক এবং রাজপারিষদে নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই গোচারণের মাঠ, সেই গোপের গোষ্ঠ আজি এই সৌধমালা পরিশোভিত

কৃষ্ণনগর রাজধানীতে পরিগণিত হইয়াছে। এখন কেবল গ্রাম্য আভীর তথায় বাস করে না, সৎকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্যেরাও নগরের শোভা সম্পাদন করিতেছেন। কিন্তু কালে সকলিই ফুরায়; সেই কৃষ্ণনগর আছে,—রাজবাটীর সে উৎসব আর কৈ? সেই জাঁক, সেই ধূমধাম, সেই আনন্দধ্বনি,—মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় বসন্তের সঙ্গে সকলেই চলিয়া গিয়াছে। সে লক্ষ্মীশ্রী আর নাই, সে সুখকলরবও আর নাই। নগরের গৌরবদীপ এখন নির্ব্বাণ।

পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের চতুর্দ্দিক গভীর পরিখামালায় পরিবেষ্টিত ছিল, এক্ষণে তাহার সামান্য চিহ্নমাত্র বিদ্যমান আছে। রাঘব রায় নগরের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে দুটী বিচিত্র উচ্চ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং দক্ষিণ দিগ্‌ভাগে একটী অতি মনোহর অন্তঃপুর নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। সাতসইকার নবাব সায়েফ খাঁর সঙ্গে রাঘবের বিশেষ বন্যতা ছিল। তিনি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলেন। উভয়ে আচারানুসারে সাদর আলিঙ্গন ও সম্ভাষণাদি পূর্ব্বক প্রায় সম্বৎসর কাল একত্র সুখে বাস করিলেন। এক দিবস সায়েফ খাঁ বিস্মিত হইয়া রাঘবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহারাজ! অন্যূন দ্বাদশ মাস আমি আপনার সহবাসে থাকিলাম। আপনি নিজপুরে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি আপনাকে যেন প্রবাসীর মত বোধ হইতেছে।" রাঘব নবাবের বাক্যে চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—"সে কি, মিত্র! আমি নিজ রাজধানীতে বাস করিতেছি, তবে আমাকে প্রবাসী বলেন কেন?" নবাব হাসিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! যেখানে বালকের মধুর রোদনধ্বনি নাই, মহিলাব্রজের অলঙ্কারের শিঞ্জিত-ঝঙ্কার শ্রুত হয় না, সে স্থান প্রবাস নয় ত কি?"

বোধ হইতেছে, সায়েফ খাঁ বিলক্ষণ রসজ্ঞ ও সুপ্রহৃদয় সাংসারিক লোক ছিলেন। স্ত্রীপুত্র পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া গৃহধর্ম্মে তিনি অনুপম সুখ-ভোগ করিতেন। যে গৃহে নীরোগ বালক বালিকা আহ্লাদে নাচিয়া বেড়ায়; গৃহিণী মধুরহাসিনী প্রিয়ভাষিণী, পতি প্রণয়ের আদরিণী; দ্বন্দ্ব নাই, কলহ নাই,—সংসারে তাহাই সুখের আলয়। মর্ত্ত্যের স্বর্গ—সেই সুখের সংসার। মনুষ্য জীবনের সুখ কি, জানিতে ত পারি না। জন্মিয়াছি, বাঁচিয়া আছি; আহার বিহার করি; দিন যায় রাত্রি আইসে, রাত্রি যায় দিন আইসে;

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সকলই তাই। সেই নিদ্রা, সেই জাগরণ; সেই আহার, সেই বিহার; সুখ ভাবিলে সুখ কৈ? "আমি এই সুখভোগ করিতেছি;—কৈ, এমন কথা ত এক দিনও বলিতে পারিলাম না। আমরা কষ্টই বুঝিতে পারি; কষ্ট মোচনও জানিতে পারি না; কিন্তু সুখ ত জানিতে পারি না। পিপাসায় কণ্ঠ ফাটিতেছে, নীরস জিহ্বায় ধূলি উড়িতেছে; প্রাণ বাহির হয়, জীবন ওষ্ঠাগত হইয়া পড়ে,—সে কষ্ট অনুভব করিতে পারি। জল পান [illegible] তৃষ্ণা নিবারণ হয়, কষ্ট দূরীভূত হইয়া যায়, তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু সুখ কি?—সুখ ত কৈ বুঝিতে পারি না। তবে বস্তুতঃ কি সংসারে সুখ নাই? সুখ বলিয়া কি একটী স্বতন্ত্র পদার্থ কিছুই নাই? জগতে যেমন শৈত্য নামে একটা পৃথক পদার্থ কিছুই নাই, সন্তাপের অসদ্ভাবই শৈত্য। সন্তাপ না থাকিলেই আমরা শৈত্যানুভব করি। সুখও কি তাহাই? সুখ মিথ্যা, কষ্টের অসদ্ভাবই কি সুখ? যে সুখের জন্য আমি ব্যস্ত, তুমি ব্যস্ত; এই জগৎ সংসারটা ব্যস্ত, সে সুখ কি কেবল একটীর অভাবের স্থল মাত্র? এমন যে সর্ব্বশান্তিদায়িনী নিদ্রা, তাহাতেই বা সুখ কখন? নিদ্রাভোগী কখন নিদ্রাভোগের সুখানুভব করে? নিদ্রাবির্ভাবের পূর্ব্বে নিদ্রালু সুখানুভব করিতে পারে না। তখন কষ্টের সময়; আলস্যে দেহ জড়ীভূত হইয়া পড়ে; সে অবস্থা সুখের বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুষুপ্তির অবস্থাও সুখের সময় নয়; তখন মনুষ্য আবল্যাভিভূত, জ্ঞানেরও লেশমাত্র থাকে না। তবে অজ্ঞানাবস্থায় আবার সুখ কি? তবে কি নিদ্রান্তে জাগ্রদবস্থাই প্রকৃত সুখের সময়? দেহ নূতন বলে নবীভূত হইয়া উঠে, তাহাই কি যথার্থ সুখের দশা? এটীও কৌতুকের কথা, ভাবিলে সুখান্বেষণ করিতে আর ইচ্ছা হয় না! যদি নিদ্রাই সুখের কারণ হয়; সে কারণ অতীত হইলে সুখ ঘটিবে, এ কেমন যুক্তি? আবার যদি শ্রান্তিমোচনকেই সুখ বলিয়া গণ্য করি, তবে ত প্রকৃত সুখ নাই,—কষ্টের অসদ্ভাবই সুখ। আমরা জানি যিনি সংসারে যথার্থ সুখান্বেষণ করিবেন, তাঁহার ধনে সুখ নাই, মানসম্ভ্রমে সুখ নাই; সৌন্দর্য্যের সাধ সকলেই করেন; কিন্তু মধুর-যৌবন বিকসিত রূপলাবণ্যেও সুখ নাই; সুখ অকপট হৃদয়-সুহৃৎ-সংসর্গে; সুখ শান্তপ্রকৃতি স্ত্রী-পুত্র পরিবারে। সেই বৈকুণ্ঠধাম, ইহ লোকে তাহাই পারিজাত পরিমল পূর্ণ আনন্দের নন্দনবন।

রাঘবরায় সম্বৎসর নবাবের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের নূতন প্রাসাদে অবস্থিতি করিলেন। তৎকালে তাঁহার পরিবারবর্গ যে নগরাভ্যন্তরে বাস করিতেছিলেন, এমত বিবেচিত হয় না। তাঁহারা রাজধানীর দক্ষিণ দিকে সুরম্য অন্তঃপুর মধ্যে ছিলেন। রাঘব সর্ব্বদা সায়েফ খাঁর সেবা শুশ্রূষায় ও যথোচিত আতিথেয় সৎকারে ব্যস্ত ছিলেন, সে কারণ তিনি অন্তঃপুরে যাইতে অবসর পাইতেন না। নবাব বিদায় গ্রহণ করিলে তিনি পরিবারবর্গের সহবাসসুখ উপভোগার্থ গমন করেন। অতঃপর তিনি মর্দ্দনাগ্রামে আর একটী পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় মধ্যে মধ্যে বাস করিতেন। সেই মর্দ্দনাগ্রাম এক্ষণে শ্রীনগর নামে প্রসিদ্ধ।

রাঘবের জীবিত কালের মধ্যে দিগনগরের বিখ্যাত দীর্ঘিকা উৎসর্গ এবং শিবলিঙ্গ স্থাপনই প্রসিদ্ধ ঘটনা। ঐ বৃহদাকার দীর্ঘিকা হইতেই অধুনাতম দিগনগর গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। কথিত আছে, প্রথমে শিবরাম ভাগ্যবান্ নামে জনৈক ব্যক্তি ঐ সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইতে ব্রতী হন। দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়া গেল, তথাপি জলোত্থানের চিহ্নও দৃষ্ট হইল না। তদ্দৃষ্টে রাজা পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রা দিয়া আর একজন উৎপন্নমতি চতুর ব্যক্তিকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। খনকেরা দীর্ঘিকা খনন করিতে লাগিল, দিবারাত্রির মধ্যে বিশ্রাম নাই। হঠাৎ এক দিন তাহার নিম্ন প্রদেশ হইতে ফোয়ারার জলপ্রবাহ ভীষণ কল্ কল্ শব্দে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। যেন প্রলয়কাল উপস্থিত; গ্রাম নগর ক্ষেত্র একার্ণব; প্রবর্ত্তিত সলিল প্লাবনে দেশ একাকার। একাদিক্রমে সপ্তাহকাল যাবৎ সেই জলোচ্ছ্বাস বেগে প্রবাহিত হইয়া ক্ষান্ত হইল। রাঘব দীর্ঘিকাতটে একটী অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই উৎসবে প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। অঙ্গ বঙ্গ মগধ কাশী কাঞ্চী প্রভৃতি যাবতীয় প্রদেশের রাজা রাজপুত্র রাজামাত্যগণ এবং ব্রাহ্মণগণ সেই মহাসমারোহপূর্ণ উৎসবে নিমন্ত্রিত হন। দীর্ঘিকাতট ভক্ষ্য-দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নিমন্ত্রিতদিগের বাসের জন্য কোথাও সারি সারি ইষ্টকময় প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল; কোন স্থানে তৃণকাষ্ঠময় গৃহ; কোথাও বস্ত্রের তাম্বু; ফলতঃ ক্ষেত্রের মধ্যে কিম্বা গ্রামের অভ্যন্তরে কুত্রাপি আর স্থান থাকিল না। অনিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য অনাহূত ভাট নাগা প্রভৃতির পরিচর্য্যার নিমিত্ত শত শত ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যা ও পয়ঃকুল্যার আয়োজন করা হইল।

পাছে তাহাদের ভোজনাদির বিশৃঙ্খলা ঘটে, সে কারণ শত শত ব্যক্তি বেত্র হস্তে চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতে লাগিল। উপস্থিত নৃপতিগণ দেখিলেন,— কোথাও রাশি রাশি গোধূমচূর্ণ পর্ব্বতপ্রমাণ হইয়া রহিয়াছে; কোথাও তণ্ডুলরাশি; কোন খানে মুদ্গ; ফলতঃ যিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই অপরিমিত খাদ্য দ্রব্য আহৃত রহিয়াছে; যে দিকে কর্ণপাত করেন, সেই দিকেই রাঘবের অতুল যশঃ পরিকীর্ত্তিত হইতেছে।

অনন্তর শুভ লগ্ন উপস্থিত হইল। নৃপতিগণ স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে সভায় উপবেশন করিলেন। যাজ্ঞিক বিপ্রগণ কর্তৃ[illegible]কালে শাস্ত্রানুসারে দীর্ঘিকা উৎসর্গ এবং মন্দির প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাহিত হইয়া গেল। উৎসব সমাপ্ত হইলে রাঘব নিমন্ত্রিত নৃপতি ও ব্রাহ্মণবর্গকে যথাবিধি সৎকারের সহিত বিদায় করিলেন এবং ব্যয়াবশিষ্ট যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য অনাহূত দ্বিজগণকে দিলেন। এইরূপ নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানে রাঘবের কীর্ত্তির পরিসীমা থাকিল না।

পূর্ব্বে গৌড়াদি দেশীয় কোন রাজাই দিল্লীশ্বরের নিকট হস্তী উপঢৌকন পান নাই। রাঘব নিরূপিত রাজস্বাদি দ্বারা সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইয়া হস্তী-প্রসাদ লাভ করেন। অতঃপর তিনি নবদ্বীপে একটী গণেশ মূর্ত্তিও স্থাপন করিয়াছিলেন। পঞ্চোপাসকদের মধ্যে আমরা বঙ্গদেশে গণেশ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার এই একমাত্র সংবাদ পাইতেছি। বোম্বাই অঞ্চল ভিন্ন ভারতের অন্যত্র গণেশ প্রতিমা স্থাপনের প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, তাহার স্থিরতা নাই। রাঘব এইরূপে ইন্দ্রের তুল্য মহাপ্রতাপসহকারে একান্ন বৎসরকাল রাজ্য শাসন করিয়া লোকান্তরিত হন। শ্রীরঙ্গলাল শর্ম্মা।

চিনির বলদ

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

—:০:—

বেগুসরাই।

বৈঠকখানাগৃহে কর্ত্তা আসীন।

কর্ত্তা। জলেই জল বাঁধে আর টাকাতেই টাকা টানে। টাকাগুলোতে কোম্পানির কাগজ না করে, সুদে জিনিস এবং তালুক বন্ধক রেখে টাকা কর্জ্জ দিয়ে এক বৎসরের পর সুদের সুদ ধরে টাকা আদায় করি। পা ধরে

কাঁদলেও এক পয়সা ছাড়ি না। মাস মাস হিসাব করে দেখি টাকাগুলো যেন ছারপোকার বাচ্ছা বিইয়ে রেখেছে। আমি যে এত টাকার লোক হব স্বপ্নেও ভাবি নাই। ভাগ্যে কমিসরিয়েটে চাকরী করতে গিয়াছিলাম। কমিশরিয়েট ডিপার্টমেণ্ট যেন লুঠের ভাণ্ডার, টাকা বয়ে আস্তে পারলেই হলো। যখন প্রথমে ঐ কাজ করতে যাই, লোকে কত কথাই বলেছিল; বলে সেখানে গেলে আর ফিরতে হবে না, কাঁচা মাথাটী আস্ত রেখে আসতে হবে; কিন্তু আমি কাহারও কথায় পেচ পা হই নি। এখন অতি কষ্টে ধন এনে পাঁচ জনকে খাওয়ান ইচ্চে না বলে পাষণ্ডেরা আমার কৃপণ নাম দিয়েছে। দেক, তাতে আমার লাভ লোকসান নাই। সকলেরই সাধ আমার যথাসর্ব্বস্ব উদরসাৎ করে ফকীর করে ছেড়ে দেন। আমি পেটের দায় দোর দোর ভিক্ষা করে বেড়াই। গিন্নি আবার ধরেছেন ভানুমতীর ছেলের অন্নপ্রাশনে দশ জন লোক খাওয়াতে, তা আমা কর্ত্তৃক হবে না।

পোটলা হস্তে কলে নাপিতের প্রবেশ।

এর মধ্যে বাজার করা হলো?

কলে। আজ্ঞে। বাজারে আর যেতে হয়নি; পথে পথেই কাজ সেরেছি, দেখি বন্ধুভাই পুঁটী মাচ ধরে নিয়ে যাচ্চে, তার ঠাই তাই টাট্টি চেয়ে নিলাম। তার পর দেখি উড সাহেবের বাগানি কচি কচি কপির পাতা গুলো ফেলে দিচ্চে, তাই কতকগুলো কুড়ায়ে নিয়ে এলাম।

কর্ত্তা। য়্যাঁ! য়্যাঁ বলিস কি, ডালনায় চলবে? কলে তুই গিন্নিকে ভাল করে রাঁধতে বলে আয়। আর গাছ থেকে আধখানা কাঁচকলা কেটে দিয়ে আয়।

কলের প্রস্থান।

কর্ত্তা। বেস চাকরটী পেয়েছি, এখন কপালক্রমে টেঁকে থাকে ত ভাল। বিধাতাই মিলয়ে দেন, নচেৎ বীরভূম না কোথা হতে এসে আমার কাছে জুঠবে কেন? গুণ অনেক—এক পয়সার তরকারী আস্তে বল্লে আধ পয়সার আনে। মাইনে পেলে না পেলে সে বিষয়ে তাগাদা নাই। খায় খুব কম, এমন কি খায় না বল্লেই হয়। আমি যেমন চাই—"বামুনের গোরু হবে, অল্প খাবে, দুধ বেশী দেবে" কলে আমার ঠিক তাই হয়েচে। ওকে এক গাছ রূপার তাগা গড়ায়ে দেব। চাকর বাকরকে দিয়ে থুয়ে বাধ্য করতে না পারলে বশে থাকে না।

গিন্নির প্রবেশ।

গিন্নি। বলি তুমি হলে কি? ওমা! ছি! ছি! ঘেন্নায় মরি, ঘেন্নায় মরি! ঘরে খাবার লোক নেই তোমার দিন দিন [illegible] আঁটুনি কেন বল তো?

কর্ত্তা। বলি! হয়েচে কি?

গিন্নি। হয়েচে আমার মাথা আর মুণ্ডু। গাঁছের কাঁচকলা আধখানা গাছে থাকবে আধখান কেটে রাঁধতে দেবে, এ কোন্ দেশী কথা বলতো?

কর্ত্তা। (হাস্য করিয়া) গিন্নি এর ভিতরে যে কৌশল আছে, শুনলে অবাক্ হবে, জান না বলে বকে মরচো।

গিন্নি। ওঁর সব তাতেই কৌশল।

কর্ত্তা। হাঁ, মস্ত কৌশল শুনবে?

গিন্নি। না আমি শুনতে চাই নি।

কর্ত্তা। শুনে শিখে রাখ—তিন দিনের পর মেপে দেখ গাছের কাটা কাঁচকলা গাছের উপর তিন আঙ্গুল পরিমাণ বেড়ে রয়েছে।

গিন্নি। মাগো! কৃপণদের ঘটে এত বুদ্ধিও যোগায়।

কর্ত্তা। তুই শালীও বাদে লাগলি?

গিন্নি। না, আর বলবো না। শোন এদিকে ত এত আঁটাআঁটি করচো, ওদিকে যে এবার ছাদ না সারালে পড়ে যাবে। যাই কর্ত্তারা করে গিয়াছিলেন, তাই মাথা দিয়ে আছি। নইলে তুমি আমাকে গাছতলায় শোয়াতে।

কর্ত্তা। হুঁ! (চিন্তা) গিন্নি এক কাজ করতে পার?

গিন্নি। কি?

কর্ত্তা। তুমি শুরকী কুটতে পার? নচেৎ বাজার হতে কিনলে বেশী খরচ পড়বে।

গিন্নি। ওমা! ছি! ছি! ছি! তোমার এত টাকা আমাকে শুরকী কুটেও খেতে হবে?

কর্ত্তা। কে আর দেখতে পাবে? খিল দিয়ে বাড়ীর মধ্যে। আমি ত এতে কোন দোষ দেখতে পাই নে। দেখ তুমি পার দিও আমি এলে দেব, না হয় আমি পার দেব তুমি এলে দিও।

গিন্নি। আমা হতে হবে না।

কর্ত্তা। (বিরক্ত ভাবে) যাক, কলেতে আর আমাতেই কাজ শেষ করবো।

তামাক সাজিয়া লইয়া কলে নাপিতের প্রবেশ।

কলে। কর্ত্তা! তামাক ইচ্ছা করুন। (হুকা প্রদান)

কর্ত্তা। (হুকা [illegible]) দেখ বাবু, তুমি রোজ রোজ প্রাতে চাষাপাড়ার দিকে সুদ আদায় করতে যেও। যে না দেবে তার খেত হতে বেগুন, কচু যা পাও তুলে নেবে; তা হলে আর বাজার খরচের পয়সা লাগবে না। (হুকা টানিয়া) বাপু! এমন হুকাও দেখে কেনে? নলটার ছিদ্র এত বৃহৎ যে এক টানেই সব তামাক পুড়ে যাচ্চে।

কলে। তার জন্যে চিন্তা কি? (কর্ত্তার হস্ত হইতে হুকা গ্রহণ এবং নলিচের ছিদ্র মধ্যে কাঠি প্রবেশ করাইয়া) এইবার টেনে দেখুন দেখি।

কর্ত্তা। (টানিয়া) ঠিক হয়েছে।

কলে। হুকাটা যখন পিসে পিসে করে শব্দ করচে তখন ত ঠিক হয়েছে জানা কথা। আমি এখন গোরুর খোরাকের জোগাড়ে যাই।

গিন্নি। কেন তুমি ত গোরুর খাবার এনেছ।

কলে। কি মা?

গিন্নি। পাকা কপির পাতা!

কর্ত্তা। ভাল গিন্নি! সে গুলো কি করলে? আমার অরুচি হয়েছে মুখে কিছু ভাল লাগে না, একটু ভাল করে রেঁধো।

গিন্নি। সেদ্ধো করতে দিইছি; যত পার তোমাতে আর কলেতে খেও, বাকি গোরুর নাদায় দেব।

হাসতে হাসতে কলে নাপিতের প্রস্থান।

কেনারামের প্রবেশ এবং গিন্নির অন্তরালে অবস্থিতি।

কেনা। হস্তের ব্যাগ নামাইয়া সাষ্টাঙ্গে কর্ত্তাকে প্রণাম।

কর্ত্তা। (এক দৃষ্টে চাহিয়া) কেহে তুমি?

কেনা। আজ্ঞে! আমি অতিথি।

কর্ত্তা। এখানে অতিথ ফতীতের স্থান হবে না। বেটারা অতিথ বলে এসে সর্ব্বস্ব নিয়ে পালয়ে যায়।

কেনা। আজ্ঞে! আমি থাকবো না, চাট্টি আহার করেই প্রস্থান করবো। হুকাটা দিয়ে একটু তৈল আনায়ে দেন। (কর্ত্তার হস্ত হইতে হুকা লইবার উদ্যোগ।)

কর্ত্তা। বা, তুমি ত মন্দ লোক নও! তোমার জানা উচিত আমি যাকে তাকে হুকা দিই না।

কেনা। আজ্ঞে! আমি ভাল ব্রাহ্মণ। আমিও যার তার হুকায় তামাক খাই না। তবে আপনার প্রতি পিতৃবৎ ভক্তি হওয়াতেই টানবো ইচ্ছা করতেছিলাম। যাক বাকবিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই, একবার কল্কেটা দেন, হাতেই একটান টেনে নিই। (হুকা হইতে কল্কে মোচন করিয়া লয়ন।)

কর্ত্তা। (সক্রোধে) তুমি যেরূপ অভদ্র কল্কে পাবারও উপযুক্ত নও। বলপূর্ব্বক কল্কে কাড়িয়া লইয়া মাটীতে ঢালিয়া ফেলা।

গিন্নির প্রবেশ।

গিন্নি। ও কি! ভদ্র লোকের ছেলে একটান তামাক খেলে কি তালুক মুলুক বিকয়ে যেত? টানা কল্কেটা একবার টানতে চাচ্ছিল দিলে না কেন?

কর্ত্তা। আ মর! লক্ষীছাড়া মাগী! তোর কি লজ্জা সরম নাই? তুই পরপুরুষের সুমুখে কি বলে বাহির হলি? তুই বেস জানিস—এই গুলে আমি আরও ২।৩ বার তামাক খাব।

গিন্নি। আমি বুড়োমাগী আমাকেও কি লজ্জা করতে হবে?

কেনা। (কল্কে গ্রহণ এবং চকমকী হইতে তামাক সাজিয়া চকমকী ঠুকিবার উদ্যোগ।)

কর্ত্তা। বা! এবার যেন নিজের ঘর বাড়ী পেলে যে! (বলপূর্ব্বক চকমকী কাড়িবার উদ্যোগ।)

উভয়ের হাত কড়াকড়ি।

গিন্নি। দেখ, তুমি যদি তামাক খেতে না দেও গলায় দড়ি দেব।

কর্ত্তা। (হাত কড়াকড়ি হইতে ক্ষান্ত হইয়া) আমিও সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে এক দিকে চলে যাব, আমি সব সহ্য করতে পারি এক পয়সা অপব্যয় আমার সহ্য হয় না।

কেনা। আগুন প্রস্তুত করিয়া হস্তে ধূমপান এবং কর্ত্তার মুখের দিকে চাহিয়া ধূমনিক্ষেপ।

কর্ত্তা। তো বেটার সাত পুরুষে কেউ কখন তামাক খাইনি, তুই নিঃসন্দেহ গুলিখোর। তোর দুটী পায় পড়ি কল্কে রাখ, কেন আর গরিবের কল্কে ফাটাবি। (কল্কে কাড়িবার উদ্যোগ)

কেনা। দেখ মা!

কর্ত্তা। তোর সাতপুরুষের মা।

গিন্নি। দেখ, তুমি যদি তামাক খেতে না দেও গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

কর্ত্তা। (গাত্রোত্থান করিয়া) তুমি মরবে কেন? এই আমিই চল্লাম।

সরোষে প্রস্থান।

গিন্নি। (স্বগত) যাই আবার সেধে আনি গে, আমার ভাগ্যে অন্য সুখ থাক আর না থাক এ সুখটুকু বেস আছে।

প্রস্থান।

কেনা। লোকটা দেখছি ভয়ানক কৃপণ। আজ এর বাড়ী থেকে আহারাদি করে যেতে না পারলে মজা নাই। (নেপথ্যাভিমুখে চাহিয়া) আপাততঃ ঐ ঘরটার মধ্যে ব্যাগটা রেখে স্নান করে আসিবার চেষ্টা করি।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রন্ধনগৃহের দ্বারে কর্ত্তা ও গিন্নি।

গিন্নি। ভদ্র লোক ২। ১ টান তামাক খেতে চাইলে অমন করতে নেই।

কর্ত্তা। আমি ত বলচি আর করবো না।

গিন্নি। এখন আমার কথাটী রাখ—আসছে কাল নাতীর মুখে ভাত দেবার দিন স্থির করেছ, এতে তোমাকে দশ টাকা খরচ পত্র করতে হবে। ভানুমতী আমার ছেলে মানুষ, তার ছেলের ভাত, আমাদের কত আমোদের দিন এতে কিছু খরচ পত্র না করলে চলবে কেন?

কর্ত্তা। আমি দিন স্থির করেছি শুদ্ধ দাদাভায়ার মুখে চাট্টি ভাত দেব। খরচ পত্র করে লোক খাওয়ান আমা কর্ত্তৃক হবে না। গিন্নি! দুঃখের কথা বলবো কি পাষণ্ডেরা আমার নাম দিয়েছে কৃপণ।

গিন্নি। তা কি নও? তুমি কি অত্যন্ত দাতা মনে ভাব?

কর্ত্তা। তুই শালীও আমার সঙ্গে লাগলি।

বেগে প্রস্থান এবং অপর দিক দিয়া কেনারামের প্রবেশ।

কেনা। মা! অত্যন্ত বেলা হয়েছে, একটু যদি তৈল দেন স্নানটা করে আসি।

গিন্নি। দাঁড়াও বাবা

গিন্নির গৃহমধ্যে প্রবেশ এবং তেলের বাটী হস্তে প্রত্যাগমন ও কেনারামের হস্তে তৈল প্রদান দ্রুতপদে কর্ত্তার প্রবেশ।

কর্ত্তা। (কেনারামের প্রতি চাহিয়া) তুই বেটা যে বাড়ীর মধ্যে? ওরে সর্ব্বনাশ হয়েছে রে! সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমার প্রায় এক কাঁচ্চা তেল নষ্ট করেছে। (কেনারামের হস্ত ধরিয়া নিজ গালে বুলাইয়া লওন)

গিন্নি। ও কি করচ?

কর্ত্তা। তবু যা আদায় হয়। আপাততঃ গালটাতে তেলমাখা থাকলে স্নানের সময় আর মাখতে হবে না! (কেনারামের প্রতি) ভাগো, নেকাল যাও! যাও, (ধাক্কা মারা)।

কেনারামের প্রস্থান।

কর্ত্তা। গিন্নি! তুমি বড় বেজায় খরচ করতে আরম্ভ করেছ। এত খরচ পত্রের পর আবার অন্নপ্রাশনে খরচ করতে বলতে তোমার কি লজ্জা হয় না?

গিন্নি। তুমি মেয়েকে বুড়ো বরের সঙ্গে বে না দিয়ে একটী ভাল ছেলের সঙ্গে বে দিলে ত তোমাকে এ সব করতে হতো না।

কর্ত্তা। গিন্নি! যদি মাপ কর ত মনের কথা খুলে বলি।

গিন্নি। বল।

কর্ত্তা। আমার আগে জানা ছিল, বুড়োর কিছু আছে। তাই মনে মনে স্থির করেছিলাম—বেটার বয়সও হয়েচে, যদি বে করেই মরে যায়, মা আমার ঐ সব ধন দৌলত নিয়ে আমারই ঘরে আসবেন। তখন কি জানি বুড়ো বেটা খোলাঝাড়া। নচেৎ এই অন্নপ্রাশনে তাহারই ত সমস্ত খরচ পত্র করার ও আমার ফাকের ঘরে বাহবা নেবার কথা।

গিন্নি। যাঁা! তুমি বল্লে কি? তোমার কি ও কথা বলতে মুখে একটু বাধলো না? বাছার আমার ও দশা হলে তোমার টাকা খাবে কে? টাকা কি তোমার সঙ্গে যাঁবে? বার ভূতে খাবে সে ভাল, তবু তোমার ধনের আশা এত যে, একমাত্র কন্যা—জলপিণ্ডের স্থল; সে বিধবা হয়ে টাকা আনবে তা পেতেও ইচ্ছা কর? তোমাকে দেখে জানলাম কৃপণ অপেক্ষা জন্তু আর জগতে নাই, তোমা হতে শিখলাম কৃপণেরা সব করতে পারে—যদি কেহ টাকা দিতে চায় তারা নিজের গলায় অস্ত্র দিতেও পেচপা হয় না। ধিক! কৃপণ তোমাকে ও তোমার ন্যায় কৃপণকে শত শত ধিক!!

কর্ত্তা। মনের কথা খুলে বলে অন্যায় করেছি। (প্রকাশ্যে) ভাল গিন্নি, কত টাকা হলে অন্নপ্রাশনে বেস ঘটাঘাটি হতে পারে?

গিন্নি। তোমাকে আর ঘটাঘাটি করতে হবে না। তুমি যে ধাতুর লোক বেস চেনা গিয়েছে।

গৃহমধ্যে প্রস্থান।

কলে নাপিতের প্রবেশ।

কর্ত্তা। কৈলেস! বেলা হয়েছে নেয়ে এস অনেক কাজ আছে।

কলে। যাই, তেল মেখে এসেছি আজ আর তেল মাখতে হবে না।

কর্ত্তা। য়ঁ্যা! য়ঁ্যা! কোথায় তেল মাখলে কৈলেস?

কলে। আজ্ঞে, কলুর বাড়ী গিয়ে বল্লাম কর্ত্তা ৪।৫ টাকার তেল নেবেন একটু দেখতে দেও। এই বলে চেয়ে নিয়ে পথে এসে মেখে ফেল্লাম।

কর্ত্তা। আহা! কৈলেস তুমি এত যত্ন কর্‌চো এ দিগে এক বেটা বামুন আমার বিস্তর ক্ষতি করেছে। তামাক খেয়েচে তেল মেখেচে—

কলে। বলেন কি? একেবারে ছুটো!

কর্ত্তা। গিন্নির দোষ। যাক্, সংসার ধর্ম্ম করতে হলেই ওরূপ বাজে খরচ হয়, সে জন্য আমি দুঃখ করি না। তোমার ত তেল মাখা হয়েছে বসু-দের ঘাটে নাইতে যাও। (জনান্তিকে) আসিবার সময় কুমোরবাড়ী থেকে একটা কৈতোরখুপী হাঁড়ি চেয়ে নিয়ে এস।

কলে। সে কি কর্ত্তা?

কর্ত্তা। (জনান্তিকে) কুমোর বাড়ী তৈয়ার থাকে চাইলেই দেবে। বুঝতে পারলে না?—একটা তোলোহাঁড়ির মধ্যে পাঁচটা কৈতোর খোপের ন্যায় খোপ থাকে। সেই পাঁচ খোপে উত্তম, মধ্যম, অধম, তস্যাধম এবং অধমাধম পাঁচ প্রকার সন্দেশ পূর্ণ করিয়া পরিবেশন করার পক্ষে খুব সুবিধা।

কলে। সে কি প্রকার কর্ত্তা!

কর্ত্তা। তুমি যে সব তাতেই অবাক হও? (জনান্তিকে) এ আর বুঝতে পার না? মনে কর, আমি পাঁচটী বাবুকে নিমন্ত্রণ করে এনে এক সঙ্গে আহারে বসালাম, কিন্তু পৃথক পৃথক হাঁড়ি করে সন্দেশ এনে পরি-বেশন করলে অপমান করা হয়, কৈতোর খুপী করে সন্দেশ এনে দিলে কেউ বুঝতে পারে না।

কলে। (সহর্ষে ও চীৎকার শব্দে) খাওয়াইবেন না কি ?

কর্ত্তা। কাল যে দাদাভায়ার অন্নপ্রাশন।

কলে। তবে ত আপনার লাভের দিন।

কর্ত্তা। (জনান্তিকে) সেই জন্যই ত এ কাজে প্রবৃত্ত হচ্চি ; কিন্তু ভয়ও হচ্চে হয় ত এক এক জন কুচকিকণ্ঠা বোঝাই নিয়ে যাবার সময় কলা দেখয়ে চলে যাবে।

কলে। (জনান্তিকে) আজ্ঞে, অন্নপ্রাশনে শুধু হাতে খেতে আস্তে নাই।

কর্ত্তা। (জনান্তিকে) তবে কপাল ঠুকে লেগে যাই ?

কলে। আজ্ঞে, তার আর কথা আছে।

কলের প্রস্থান এবং গিন্নির প্রবেশ।

গিন্নি। কলের সঙ্গে ফুস ফুস করে কি কথা হচ্ছিল ?

কর্ত্তা। অন্নপ্রাশনের।

গিন্নি। কৈতোর খুপী কি ?

কর্ত্তা। ও কিছু নয়, ও কিছু নয়—

নেপথ্যে। "যত্ত্যক্তং জননীগণৈর্যদপি ন স্পৃষ্টং সুহৃদ্বান্ধবৈঃ।" ঐ আবার ! দেখ দেখি, মাগো ! শালা যেন শ্বশুর বাড়ী পেয়েছে।

গিন্নি। কি ?

কর্ত্তা। সেই ছোকরা আবার নেয়ে এল। ওকে আমি মেরে তাড়াব।

বেগে প্রস্থান অপর দিক দিয়া কেনারামের প্রবেশ।

কেনা। (গিন্নির নিকট যাইয়া) মা ! চাট্টি চাল টাল হাতে দেন, গালে ফেলে একটু জল খাই, নেয়ে এসে শুধু মুখে থাকৃতে নেই।

গিন্নি। দাঁড়াও বাবা। (গৃহ মধ্যে প্রবেশ ও প্রত্যাগমন) এই সন্দেশটী খাও (কেনারামের হস্তে সন্দেশ প্রদান)

কেনা। (কিঞ্চিৎ সন্দেশ ভাঙ্গিয়া কবলে নিক্ষেপ।)

দ্রুতপদে কর্ত্তার প্রবেশ।

কর্ত্তা। (কেনারামকে দেখিয়া দ্রুতপদে নিকটে গমন) তোর বেটা চোয়াল নড়্‌চে-যে ? (হস্তে সন্দেশ দেখিয়া) মাগী সর্ব্বনাশ করেছে রে !

(বলপূর্ব্বক হস্ত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ।)

কেনা। (সমস্ত সন্দেশ বদনে নিক্ষেপ।)

কর্ত্তা। (কেনারামের কসে আঙ্গুল দিয়া সমস্ত সন্দেশ মুখ হইতে বাহির করিয়া লইবার প্রয়াস।)

গিন্নি। (সবিস্ময়ে) ওকি! ওকি! বলি মুখের সন্দেশ বাহির করে নিয়ে তোমার হবে কি?

কর্ত্তা। আমি উই খাব।

গিন্নি। অমন কর তো গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।

কর্ত্তা। তুমি কেন মরবে এই আমিই চল্লাম (সরোষে প্রস্থান।)

গিন্নি। হস্তস্থিত জলপাত্র কেনারামকে প্রদান।

কেনা। জলপান ও প্রস্থান।

গিন্নি। (স্বগত) সাধতে সাধতেই প্রাণটা গেল। কৃপণেরা শুনেছি এক পয়সার জন্যে প্রাণে মরে, যাই আবার সেধে আনি।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্দরস্থ দালান।

গিন্নি। ভদ্র লোকের ছেলে তেষ্ঠায় মারা যাচ্ছিল, একটু শুধু জল চাইলে, কিন্তু শুধু জল কি দেওয়া যায় বলে একটু সন্দেশ দিলাম, ওতে কি অমনধারা করতে আছে।

কর্ত্তা। যকি, করবো না, এখন চাট্টি ভাত দেও।

গিন্নি। দাঁড়াও, জায়গাটা আগে করে দিই। (গৃহ মার্জ্জনী দ্বারা গৃহ পরিষ্কার করিতে করিতে স্বগত) ভাত তৈয়ের সব তৈয়ের—বামুনের ছেলে-টাকে কেন এই সঙ্গে চাট্টি খেতে দিই নে। (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আমি কি তেমন কপাল করেছি। (একখানি কুশাসন পাতিয়া) দান ধ্যান করা থাকলেও হয় না, না থাকলেও হয় ও সব অদৃষ্টের কথা।

প্রস্থান।

কর্ত্তা। (উপবেশন পূর্ব্বক) গিন্নি শীঘ্র আন।

ভাতের থালা হস্তে গিন্নির প্রবেশ এবং কর্ত্তার কোলে প্রদান।

কর্ত্তা। ভানুমতী সম্বন্ধে যাহা বলেছি সেটা কেবল রহস্য; সত্যি মনে করো না।

গিন্নি। ঐ কথা বলেই রহস্য করে বটে।

কর্ত্তা। খাবার জল দেওনি যে। হাতখানা মাথায় মুচে খেতে বসতে হবে নাকি ? আর আচমনটা কি থুতুতে সারবো ?

গিন্নির প্রস্থান।

অতিথি বেটাকে খুব জব্দ করেছি, সদর দরজায় হুড়কা লাগয়ে এসেছি। লুচিগুলো অর্দ্ধেক ঘৃতে অর্দ্ধেক তেলে ভাজতে হবে। ভাজাটায় আবার একটু কৌশল খেলা চাই অর্থাৎ প্রথমে বরাদ্দ মাপিক সমস্ত ঘি চাপয়ে দেব। তার পর যখন দেখবো লুচি আর ডুবচেন না, ভাজোনদারেরা " ঘি আন্ " " ঘি আন্ " শব্দ করচে, সেই সময় তেলের ভাঁড় হাতে ছুটে গিয়ে চক্ষু বুজে হড় হড় করে ঢেলে দেব।

জলের ঘটী হস্তে গিন্নির প্রবেশ।

নেপথ্যে। খঞ্জনীর তালে—

আজ বাদে কাল ধন তোমারে ভবের পটোল তুলতে হবে।
যখন পাঁচে পঞ্চ মিশাইবে পাঁচ ভূতেতে লুটে খাবে ॥
শেষের সে দিন ভাবচো নাকো ডাক্তার যে দিন জবাব দেবে।
তুমি না খেয়ে রাখতেছ যে ধন ও ধন তোমার কেবা খাবে ॥

কর্ত্তা। উৎসন্ন যা ! কলে ! বেটার কাণ ধরে বিদেয় করে দেত।

নেপথ্যে। তোমার সর্ব্বস্ব ধন থাকবে পড়ে খাটিয়াতে বিদায় দেবে।
তুই হতভাগা বাহির হলে গোবর গোলা ছিটাইবে ॥
চারপায়াতে বয়ে খাটে, সুদরি কাঠে শোয়াইবে।
তোমার প্রণয়িনী কাঁদতে কাঁদতে পোড়ার মুখে আগুন দেবে।

কর্ত্তা। দেখ গিন্নি ?

গিন্নি। ও গাচ্চে গাকনা কেন, তুমি ভাত খাও।

কর্ত্তা। ও গান শুনে কি ভাত গালে দেওয়া যায় ?

নেপথ্যে। প্রাণে ধরে ত খাওয়াও নাকো শ্রাদ্ধে সবে ফলার খাবে।
তোমায় শত শত ধন্য দিয়ে পাতে লুচি চেয়ে লবে ॥

কর্ত্তা। বেটা গর্ভস্রাব ! আজ কোন্ শালা না তোর খঞ্জনী ভাংবে।

সরোষে প্রস্থান এবং অপর দিক হইতে কেনীরামের প্রবেশ।

কেনা। মা ! ঘরে বেশী ভাত টাত আছে কি ? তা হলে এই পাতে বসে যাই।

গিন্নি। যাও।

কেনা। আহারারম্ভ।

নেপথ্যে। বুড়ো বলে ধরতে পারলাম না, পালয়ে বাঁচলি। ধরতে পারলে কোন্ শালা না তোর খঞ্জনী ভাংতো। ভিক্ষা করা ঘুচয়ে দিত।

হাসতে হাসতে কর্ত্তার প্রবেশ।

কর্ত্তা। কেনারামকে আহার করিতে দেখিয়া (সরোষে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক চীৎকার শব্দে) ওরে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে রে! ও পাড়ার লোক ছুটে আয় আমার বাড়ীতে দিনে ডাকাতি। (দ্রুত যাইয়া একখানি কাষ্ঠের চেলা গ্রহণ এবং কেনারামকে প্রহার করিবার উদ্যোগ।)

গিন্নি। দ্রুত যাইয়া ধরিবার প্রয়াস।

কর্ত্তা। "মার মার" শব্দে গিন্নির পৃষ্ঠে আঘাত।

কেনা। (দ্রুতগতি আচমন সারিয়া) মা! শীঘ্র একটা পান দেন পলাই।

কর্ত্তা। পালাবে কি? তোমাকে পুলিষে যেতে হবে। পান সেই খানে গেলেই পাবে। (কেনারামকে ধাকা মারিতে মারিতে কর্ত্তা ও কেনারামের প্রস্থান।)

গিন্নি। আরে ছি! ছি! ছি! এমন কপালও আমি করেছি! কোথায় ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা দেব, না ব্রাহ্মণকেই বা প্রাণটা এখানে দক্ষিণা স্বরূপ দিয়ে যেতে হয়! (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ।)

কর্ত্তার প্রবেশ এবং কেনারামের উচ্ছিষ্ট পাতের নিকট উপবেশন।

কর্ত্তা। গিন্নি, ভাত দেও।

গিন্নি। একটু উঠ, এঁটো পরিষ্কার করি।

কর্ত্তা। না না, এই পাতেই দেও না। বেটা ভয়ে কিছুই খেতে পারে নি, সবই পাতে পড়ে রয়েছে।

গিন্নি। ছি! ছি! তুমি বল কি? ক্ষেপলে না উন্মত্ত হলে? ব্রাহ্মণের কি যার তার পাতে খেতে আছে?

কর্ত্তা। দেখ গিন্নি, আমি জগন্নাথ ক্ষেত্রে এসে মহাপ্রসাদ খাচ্চি মনে করে খাব তুমি দিতে থাক্।

গিন্নির বলপূর্ব্বক কর্ত্তাকে উঠাইয়া লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

অন্দরস্থ একটী গৃহ।

পান চিবাইতে চিবাইতে হেউ হেউ শব্দে কর্তার প্রবেশ এবং হুকা হস্তে তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ কলে নাপিতের আগমন।

কর্তা। (হুকা লইয়া) কৈলেস! ঐ পাটিটী মেজের উপর বিছয়ে পাত, আর বড় বাক্সটা এনে দেও। একটা ফর্দ্দ করে সকাল সকাল ছুজনকে বাজারে যেতে হবে।

কলের পাটী পাতিয়া বাক্স আনিয়া প্রদান।

কর্তা। (উপবেশন এবং হুকা টানিয়া) আগুন নিবে গেছে। সরপো হাড়ির মা বেটী এমন ঘশীও দেয় যে, পাঁচ মিনিট আগুন থাকে না। বেটী বোধ হয় মাটী মিশুতে আরম্ভ করেচে, ওকে পুলিষে না দিলে জব্দ হবে না।

কলে। আগুন আনবো?

কর্তা। না এখন থাক (বাক্স খুলিয়া চশমা চক্ষে ধারণ এবং দোত কলম ও একখান কাগজ হস্তে লইয়া) কলে! ও বাড়ীর উনি বোধ হয় খেতে এসে একটা টাকা দিয়ে যেতে পারেন?

কলে। আজ্ঞে! হাঁ।

কর্তা। (নাম লিখিয়া) বাঁশী বাবু, রাজকুমার বাবু, শ্রীকৃষ্ণ বাবু, বিহারি বাবু, ভূপেন বাবু?

কলে। তাঁরাও ঐ।

কর্তা। নাম এণ্টার করি—লিখি?

কলে। আজ্ঞে।

কর্তা। ওরা?

কলে। কারা?

কর্তা। অবিনাশ, পূর্ণ, মতি, কেদার, অমূল্য তবে মামা?

কলে। ওঁরা এক এক আদুলি।

কর্তা। য়্যাঁ! আদুলি! তবে নাম এণ্টার করব না—লিখবো না।

কলে। লিখুন, নইলে ডাল, ভাজা পরিবেশন করা কে করবে?

কর্তা। লক্ষ্মী বাবু, উমাচরণ বাবু, মহিম বাবু, রাখাল বাবু এক এক টাকা দিতে পারেন?

কলে। আজ্ঞে, হঁ্যা।

কর্ত্তা। মোটের মাথায় ৩০ ত্রিশ জনের মত আয়োজন করি। হয়েচে কি জানিস কলে অমুককে বলতে হলে যোদ্দাকে বাদ দেওয়া যায় না। যোদ্দাকে বলতে হলেই কালীভূষণ বাবুকে বলতে হয়। এরা এক এক পয়সা দিক্ বা না দিক্ আমার ত চক্ষুর লজ্জা আছে ?

কলে। তা আছে বৈ কি ?

কর্ত্তা। ময়দা ধর ত্রিশ জনে ত্রিশ পোয়া।

কলে। তাতে কেমন করে হবে ? আমি রইচি, মাঠাকরুণ ও দিদি ঠাকরুণ রয়েছেন।

কর্ত্তা। তোদের ত পাতের খেলে হবে। ঘৃত দেড় সের, তেল তিন সের। তুই কতকগুলো কপিরপাতা যোগাড় করতে পারবি ?

কলে। চেষ্টা দেখবো।

কর্ত্তা। কুমড়ো দুটো, ছোলা তিন সের, পাতা গাছে আছে ?

কলে। আজ্ঞে, আস্ত পাতা ত গাছে নাই ; লোকে কেটে নিয়ে যাবে ভেবে আপনি যে রোজ রোজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে রেখে আসেন।

কর্ত্তা। খ্যাংরা কাঠী দিয়ে বিঁধে বিঁধে চলবে না ?

কলে। উঁহু !

গিন্নির প্রবেশ।

কর্ত্তা। (হাস্য করিয়া) গিন্নি ফর্দ্দ ক'চ্চি !

গিন্নি। ঐ সঙ্গে কিছু হলুদের ফর্দ্দ করো।

কর্ত্তা। কেন ?

গিন্নি। যে কাঠের চেলা পিঠে মেরেছ পিটটে টাটয়ে রয়েছে।

কর্ত্তা। তোমার দোষ। জান রাগ চণ্ডাল, সে সময় কি নিকটে যায় ? এখন ফর্দ্দ শোন—ঘৃত দেড় সের, তৈল তিন সের।

গিন্নি। নিজে খাবার ফর্দ্দ হচ্চে নাকি ?

কর্ত্তা। ঐ সব কথাতেই পার তেলো থেকে মাথার তেলো পর্য্যন্ত জ্বলে যায়। দেড় সের ঘিয়ে দুই সের তৈল মিশয়ে ত্রিশ সের ময়দা ভাজা যায় একি তুমি জান না ?

গিন্নি। তোমার দুটী পায়ে পড়ি তেলে ভাজা লুচি খাইয়ে আর অপযশ কিনিবার দরকার করে না ; ভাত দেওয়া বন্ধ থাক।

কর্ত্তা। (স্বগত) দূর কর মিছে বিবাদ করার আবশ্যক কি? (প্রকাশ্যে) গিন্নি! তোমার সঙ্গে রহস্য কর্‌চি বুঝতে পারচো না?

গিন্নি। তবু ভাল! বলি নাতিকে কি গহনা দেবে?

কর্ত্তা। (গিন্নির মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া হস্তের কাগজ কলম দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক) কোন্ শালা আর এক পয়সা খরচ করবে। সত্যি সত্যি আমি কিছু ফেরার হতে বসিনি।

বেগে প্রস্থান।

গিন্নি। না না শোন, তোমাকে কোন গহনা দিতে হবে না। আমার মাথা খাও ফের।

গিন্নির প্রস্থান।

কলে। আমিও যাই। প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বৈঠকখানা গৃহ।

বাক্সকোলে কর্ত্তা আসীন।

কর্ত্তা। খেতে এসে লোকে খোকার হাতে যে টাকা দেবে, সেই টাকায় এই বাক্সটা পরিপূর্ণ হয়, তা হলে বড় মজা হয়।

কলে নাপিতের প্রবেশ।

কলে। জামাই বাবু এলেন।

কর্ত্তা। কিছু রুধির এনেছে দেখলি?

কলে। কিছু না। দিদি ঠাকুরাণী তাই ঝগড়া কচ্চেন।

কর্ত্তা। (লাফয়ে উঠে) তোর দিদি ঠাকরুণকে বলগে—ও শালাকে ডাইভোর্স করুক। (চিন্তা) চল, আমিই বলবো। বেটা বুড়োর কি আর বিয়ে হতো?

উভয়ের প্রস্থান।

কতিপয় নিমন্ত্রিতের প্রবেশ।

১ম। এ বাড়ীতে আমি কখন আহার করি নাই।

২য়। আমার পিতামহের নিকট গল্প শুনেচি তিনি একবার বালক কালে খেয়ে গিয়েছিলেন।

৩য়। আচ্ছা! আজ যে ভাই প্রাণ ধরে নিমন্ত্রণ করলে?

১ম। ফিকির বুঝ না? অন্নপ্রাশনে কিছু শুধু হাতে খেতে আসতে নাই, কিছু টাকা উপার্জ্জন করবে।

৩য়। দেখ, আমরা সকলেই এক এক টাকা এনেছি; ঐ টাকা আজ আর দিয়ে কাজ নাই, খেয়ে চলে যাই, বুড়ো কাঁদতে থাকুক, তার পর ১০। ১৫ দিন পরে কৌশল করে দেওয়া যাবে।

কর্ত্তার প্রবেশ।

কর্ত্তা। আপনারা গাত্রোত্থান করে আসুন পাতা প্রস্তুত।

সকলের প্রস্থান এবং কলে নাপিতের প্রবেশ।

কলে। আজ উপযুক্ত দিন। কর্ত্তা সমস্ত দিন খেটে খুটে সন্ধ্যাকালে ঘুমা-বেন, আমার কাজ সিদ্ধির সুবিধা হবে। আপাততঃ কতকগুলো ছাই যোগাড় করতে হচ্চে। (চিন্তা) কুমোরদের পোয়ান থেকে চুবুড়ি আনিগে। জিজ্ঞাসা করলে বলবো কর্ম্মবাড়ী অনেক বাসন মাজতে হবে। প্রস্থান।

কর্ত্তার প্রবেশ।

কর্ত্তা। ছি! ছি! অতি পাষণ্ড, কেবল পেট মোটা সার! ছেলেটা ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদতে লাগলো কেউ একটা টাকা দিয়ে গেল না! সব কুঁচকি কণ্ঠা বোঝায় নিয়ে গেলেন, আমার আবার গ্রহ যেচে যেচে পাতে সন্দেশ দিলাম!! পাত থেকে উঠতে না উঠতে ছুটে গিয়ে ঘর থেকে খোকাকে এনে যদি কেউ কিছু দেয় এই প্রত্যাশায় প্রত্যেকের কাছে কাছে বেড়াতে লাগলাম এক বেটাও ফিরে চাইলে না, লাভের মধ্যে ছেলেটা আমার সর্ব্বাঙ্গে মুথ তুলে দিলে। যা হউক বড় আহাম্মুকি করেছি, বড় ঠকেছি। এ ক্ষতি আমি যে কিরূপে পূরণ করবো ঠিক করতে পারচি না। (চিন্তা) ২। ৪ বৎসর এক সন্ধ্যা খাব। গিন্নিকে বলবো সন্ধ্যা হলে আমার ঘুস ঘুসুনি জ্বর হয়। ভাল কথা, গিন্নিকে বলে আসিগে পাতের যে লুচি গুলোর দাঁত লাগেনি সে গুলো যেন যত্ন করে তুলে রাখেন, পাড়ায় আবার বিলাতে হবে। প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

শয়নগৃহে কর্ত্তা শয়ান।

পার্শ্বে গিন্নি দণ্ডায়মান।

কর্ত্তা। "দেখ গিন্নি! আমি কথায় যা বলি কাজে কি তা করি?

গিন্নি। সব বেশ হয়েছে আর ১০। ১৫ জন খাওয়ান হলেই ভাল হত।

কর্ত্তা। একা কি করে করি বল? যার ছেলে সে এর উপর ১০। ১৫ টাকা খরচ করলেই উত্তম হত। (কাণ পাতিয়া) ও ঘরে কথা কচ্চে কে?

গিন্নি। মেয়ে আর জামাই।

কর্ত্তা। (মুখ খিচয়ে) জামাই! আমার শালা। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি ওকে বিদেয় করে দেব। ও আমার বাড়ী হতে এখুনি দূর হউক (চীৎকার শব্দে) ভাগ—

গিন্নি। (কর্ত্তার মুখ চাপিয়া ধরিয়া)-কর কি ক্ষেপলে?

কর্ত্তা। ও বাড়ী হতে দূর হউক, শালা বুড়ো সুখ করে এক একটা ছেলে জন্ম দিয়ে পালাবে আর আমি কিনা অন্নপ্রাশনের খরচ করে মরি। কি মজার কথা রে!

গিন্নি। চুপ কর, তোমার দুটী পায়ে পড়ি চুপ কর, মেয়ে শুনলে দুঃখ করবে।

কর্ত্তা। করে করুক আমি ও বেটাকে আর জায়গা দেব না।

গিন্নি। অমন করতো খুনোখুনি হয়ে মরবো।

গিন্নির বেগে প্রস্থান।

কর্ত্তা। মাগীর জন্যে কোন শুভ কাজ করিবার যো নাই। (শয়ন ও নাসিকা ডাকাইয়া নিদ্রা।)

ধীরে ধীরে কলে নাপিতের প্রবেশ।

কলে। ট্যাক হইতে ছুরিকা বাহির এবং কর্ত্তার বক্ষের নিকট হস্ত প্রদান।

কলের প্রস্থান।

প্রাতঃকালে গিন্নির প্রবেশ।

গিন্নি। কর্ত্তা ও কর্ত্তা!

কর্ত্তা। উঁ?

গিন্নি। উঠ।

কর্ত্তা। হুঁ।

গিন্নি। উঠ, কর্ত্তা তুমি ত এত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোও না।

কর্ত্তা। গাত্রোত্থান এবং সবিস্ময়ে চতুর্দ্দিকে অবলোকন।

গিন্নি। কর্ত্তা! আজ অমন ক্যাব্লামুখো হয়ে তাকাচ্চো যে?

কর্ত্তা। গিন্নি! আমার গলায় যে লোহার সিন্দুকের চাবি দড়ি বেঁধে ঝুলান ছিল, গলা থেকে কেটে নিলে কে? (বেগে অপর গৃহে প্রস্থান এবং ক্ষিপ্তের ন্যায় দ্রুতবেগে প্রত্যাগমন) গিন্নি! সর্ব্বনাশ হয়েছে, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। (বক্ষে সজোরে করাঘাত)

গিন্নি। কি হয়েছে?

কর্ত্তা। কল্লে বেটা আমার সিন্দুকে এক সিন্দুক ছাই পুরে থুয়ে টাকাগুলো নিয়ে পালয়েছে।

গিন্নি। কলের বাড়ী কোথায়?

কর্ত্তা। কে জানে বীরভূম না কি বলে এসে আমার কাছে পরিচয় দিয়েছিল। তখন কি জানি এমন দুরাচার! ওমা! বুক ফেটে যায় রে! (ক্রন্দন) গিন্নি আমার আশা ভরসা ত্যাগ কর। তুমি বেশ যেন এই টাকার শোকেই প্রাণ যাবে। ওমা! গিন্নি! আমি যে প্রাণধরে কখন তোমাকে রাং রত্তি রূপো রত্তি দিতে পারি নি, আজ কেমন করে এত টাকার শোক সহ্য করবো? তুমি ত জান, ভাল জিনিস দেখে আমার মুখ দিয়ে টস টস করে লাল পড়েছে; কিন্তু পয়সা খরচের ভয়ে কখন পেটে খাইনি। আমি যে টাকার শোকে মলাম! মলাম! (চীৎকার শব্দ করিয়া শয়ন।)

গিন্নি। (ব্যজন করিতে করিতে) কর্ত্তা?

কর্ত্তা। দেখ গিন্নি! আমার বোধ হচ্চে সেই অতিথি ছোকরাই চোর। কারণ সে আবার এসে বলেছিল—শুনচি আপনার বাড়ী নাকি লুচি চিনির কলার, থেকে যাব কি? আমি তার সেই কথা শুনে কেঁদে ফেল্লাম। তখন সে হাসতে হাসতে একটী টাকা দিয়ে প্রণাম করে চলে গেল।

গিন্নি। আহা! সে টাকা তুমি নিলে?

কর্ত্তা। সাত পাঁচ ভেবে নিলাম বৈকি।

গিন্নি। এতে আর তোমার পাপের টাকা যাবে না?

কর্ত্তা। গিন্নি! আমার যে বুক ফেটে যাচ্চে। তুমি বার বার আর আমার টাকা গিয়াছে বলে নিরাশ্বাস করো না। তুমি কি জান না? আমি কখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাইনি। ইঁদুরে শব্দ করলে বত্রিশবার প্রদীপ জ্বেলে উঠে দেখেছি এবং কেরে কেরে শব্দ করে জিজ্ঞাসা করেচি। তুমি ত দেখেছো পিপড়ের গা দিয়ে পাচে চোর প্রবেশ করে, এই আশঙ্কায় সমস্ত

দিন বসে বসে গর্ত্ত বুজাতাম। আমার যে বুক ফাটলো! ফাটলো রে! (ক্রন্দন)।

গিন্নি। দেথ কর্ত্তা! বাবার কাছে গল্প শুনেছি কৃপণের ধনের তিন জন অধিকারী, চোর প্রতিবেশী আর রাজা। কৃপণ পেটে না খেয়ে পুতু পুতু করে ধন রাখেন চোরে সমস্ত চুরী করে নিয়ে যায়! যদি চোরের ভয়ে মাটীতে পুতে রাখেন, মরণ কালেও বিশ্বাস করে কাহাকেও বলে যান না, মাটীর ধন মাটীতে থাকে, শেষে পাড়ার লোকে বাগান কি পুকুর খুড়তে পেয়ে যায়। বাবা বলতেন—কৃপণ হলেই ছেলে হয় না; কৃপণ কোনরূপে আপদ বিপদ কাটিয়ে যদি টাকা রেখে যেতে পারেন, আবার লোকের অভাবে রাজা এসে দখল করেন। দেখ কর্ত্তা! আমার কপালে তিন জন কৃপণ দেখা হ'ল। আমার বাপের বাড়ীর দেশের এক কায়েত, মামার বাড়ীর দেশে এক বদ্দি আর শ্বশুরবাড়ীর দেশে এক বামুন। বাপের বাড়ীর দেশের কায়েত জমীদারের অতুল ঐশ্বর্য্য, কিন্তু তিনি পেটে খান না। দিনের মধ্যে একবার করে খেয়ে খেয়ে শরীরটী এম্নি করেচেন যে বাতাশ লাগলে উলটে পড়েন। বাবা বলেন "তিনি বড় পাঁটা ভাল বাসেন বলে শীতকালে একটা পাঁটা কেটে সাত দিন আর গরমিকালে পচে যাবে বলে তিন দিন করে খান। একবার মার শ্রাদ্ধ করে চোদ্দ বৎসর তালুকে নজর আদায় করেছিলেন।"

কর্ত্তা। তাঁর সঙ্গে আমার কৃষ্ণনগরে আলাপ হয়, লোকটী বড় সজ্জন। বদ্দির কথা বল।

গিন্নি। এঁয়ারও টাকা কড়ি মন্দ ছিল না। যখন ছেলে মেয়ে ছিল, তখন কিছু কিছু খরচ করতেন। শেষে যখন খাবার লোক ফুরাল, টাকাতেও আঁট হলো; পুকুরের ছোট মাছ মারতে মায়া হয় বড় করে খাবেন। শাল জামিয়ার গায় দেন না ময়লা হবে; শেষে এক দিন ফুক করে মরে গেলেন, শালারা এসে গাড়ি গাড়ি থাল বাসন নিয়ে হরিবোল দিতে দিতে চলে গেল।

কর্ত্তা। রাজা নিলেন না যে?

গিন্নি। বৌ বেঁচে!

কর্ত্তা। তোমার শ্বশুর বাড়ীর বামুনের কথা বল।

গিন্নি। সে তুমি। তোমার দশা তুমিও দেখছ আমিও দেখছি।

কর্ত্তা। গিন্নি, কলে নাপিত যে এমন ক'রে সর্ব্বনাশ করবে আমি এক দিনও স্বপ্নে ভাবিনি। আমি তাকে বড় ভাল বাসতাম, মনে ভেবেছিলাম রূপার একগাছি তাগা গড়িয়ে দেব; বেটা পাষণ্ড নিজের দোষে নিজে মলো, নিজে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলে, ব্রহ্মশাপে পতিত হলো। গিন্নি, তোমার উপদেশ বাক্যগুলি আমার এক্ষণে গুরুবাক্য বলে বোধ হচ্চে। আজ আমার চক্ষু ফুটলো! (সরোদনে) গিন্নি! আমার দুর্দ্দশা দেখেও কি কৃপণদের চক্ষু ফুটবে না? যাক, তুমি আমাকে প্রবোধ দেও, টাকার শোকে ত আর বাঁচবো না; তবু তোমার উপদেশবাক্যেও যদি দুদিন বেঁচে থাকি।

গিন্নি। (চি) ন্তিলে এখন বল কি হইবে আর।
শু (নি) লে না কোন কথা তখন আমার॥
নিজে (র) বুদ্ধির দোষে সব খোয়াইলে।
আপন (ব) ক্ষেতে ছুরি আপনি মারিলে॥
এখন ব (ল) হে ধন রহিল কোথায়।
কাতর নিনা (দ) মাত্র "হায়" "হায়" "হায়"॥
মরুভূমে যথা (বৃ) ষ্টি হলে ফল নাই।
কৃপণের ধন ত (থা) বিফল সদাই॥
ধর্ম্ম কর্ম্মে দানে তব (বো) ধ না জন্মিল।
সমুচিত ফল বিধি বু (ঝা) ইয়া দিল॥
ব্যয় তো কর না তবে বলি (ব) কি আর।
কি হইবে বল তব ধন ল (য়ে) ছার॥
সঞ্চয় করিলে মধু খায় তো ভ্র (ম) রে।
চিনির বলদ বৃথা বোঝা বয়ে ম (রে)॥

—:০:—

কল্পদ্রুম।

পরিণামবাদের প্রতিবাদ।

মহাভারত ও রামায়ণের পর্ব্ব সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। এ মাস একটী নূতন যজ্ঞ। জগতের পরিণামাবস্থা নিরূপণ লইয়া একটী বৃহৎ পার্ব্বণ উপস্থিত হইবে, তাহার অনুষ্ঠান হইতেছে; অতএব সহৃদয় পাঠকগণ সভায় আসিয়া অধিষ্ঠান করুন; যাহাতে এই শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, তাহাতে যত্নবান হউন।

যাদব বাবুর সঙ্গে অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই। কার্য্যোপলক্ষ ব্যতীত সাক্ষাৎও হয় না। আজি সে উপলক্ষ ঘটিয়াছে; সুতরাং পূর্ব্বপরিচিত সহযোগীর সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনা। সৃষ্ট পদার্থমাত্রেই ক্রমোন্নতির নিয়মাধীন। একজাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ হইতে অন্যজাতীয় বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ উৎপন্ন হইতেছে, ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গ হইতে বৃহজ্জাতীয় জন্তু জন্মগ্রহণ করিতেছে। আমরা বলি, তাল-তরু এক দিনে মাটী ফুড়িয়া উঠে নাই, মনুষ্য প্রভৃতি জীবাদিও এক কালে আকাশ হইতে ঝাপ করিয়া পড়ে নাই। ক্রমশঃ তাহাদের অবস্থান্তর হইয়া আসিতেছে। পরিণতাবস্থায় এক প্রকার তরুলতা হইতে অন্যপ্রকার তরুলতা, এক প্রকার প্রাণী হইতে অন্যপ্রকার প্রাণী জন্মিতেছে। ইহা এক দিনে ঘটে না, কত যুগ যুগান্তরে ঘটে। ক্ষুদ্র কারণ হইতে বৃহৎ ফলের উৎপত্তি, ন্যায়তঃ সিদ্ধ। ক্ষুদ্রজাতীয় তরু লতা হইতে এবং ক্ষুদ্রজাতীয় জীবাদি হইতে বৃহজ্জাতীয় তরু লতার ও জীবাদির জন্ম হয়, ইহাও প্রামাণ্য। আজি কালি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকেরা এই মতের সপক্ষ। সহযোগী যাদব বাবু সপক্ষ নন, তিনি বিরুদ্ধমতাবলম্বী। আমি কয়েকটী প্রস্তাবে এই মতের পোষণ করিয়াছি, সহযোগীর তাহা রুচিজনক নহে। তিনি আমার মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ব্যঙ্গ, বুদ্ধের উপজীব্য; তিনি আমাকে কিছু কিছু ব্যঙ্গও করিয়াছেন,—করুন। বিবাহ করিতে যাও,

সম্বন্ধে বাধিলেও তামাসা চাই। শ্বশুরালয়ে যাও, খাদ্যদ্রব্যে তামাসা। সদ্বিচারে এবং শাস্ত্রালাপেও যদ্যপি তামাসা না থাকে, তবে বাঙ্গালী-নামে কলঙ্ক ঘটিবে। জাতীয় নাম রক্ষা করিতে হইলে একটু একটু বিদ্রূপ থাকা চাই।

দশমসংখ্য কল্পদ্রুমে "জগতের আদিম মানবজাতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্যোতিঃ"—এই প্রবন্ধে সহযোগী আমার মতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি কথা কহিয়াছেন। অনেক কথা বলুন, কিন্তু প্রকৃত বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই, সে জন্য কোন বিষয়ের সমাধানও হয় নাই। বিচারের প্রশস্ত পদ্ধতি এই, সর্ব্বাগ্রে প্রতিপক্ষের আপত্তির খণ্ডন করিতে হয়, তৎপরে প্রমাণ সহ স্বীয় মত প্রকাশ করা আবশ্যক। বাদীর যুক্তি নিরস্ত না করিয়া কতকগুলি অবান্তর আপত্তি উত্থাপন করিলে প্রাপ্য উদ্দেশ্যের সমাধান হয় না। "সৃষ্টিপ্রকরণসম্বন্ধে প্রাকৃত লোকের মত ও বিশ্বাস" এবং "জাতিভেদ" এই দুটী প্রস্তাবে সৃষ্ট পদার্থের পরিণামকল্পে আমি যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, সহযোগী তাহার একটীরও খণ্ডন করেন নাই; কেবল নিজের মনোমত কতকগুলি অসার বাদানুবাদে প্রস্তাবের কলেবর পরিপূর্ণ করিয়াছেন। যদ্দ্বারা মূল উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইবে, তেমন একটী কথারও উল্লেখ করেন নাই। আমি সহযোগীকে অনুরোধ করি, তিনি বিচারের প্রশস্ত পথ অবলম্বন করুন; অগ্রে আমার প্রদর্শিত মতের খণ্ডন করিয়া স্বীয় আপত্তি প্রকাশ করুন, তবে বিরোধনিষ্পত্তির সম্ভাবনা। নচেৎ এক পক্ষ বলিলেন,—"প্রয়াগ, যমুনাজাহ্নবীর সঙ্গমে অবস্থিত" প্রতিপক্ষ বলিলেন "না—কনকলঙ্কা অদ্যাপি সাগরহৃদয়ে দেদীপ্যমান রহিয়াছে।" ঈদৃশ বিচারে সত্যোদ্ধারের প্রত্যাশা নাই।

সহযোগী এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বের উন্নয়নকল্পে যে বিচারপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কোন স্থির মীমাংসা হইবে না। আদিশূর রাজা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন না। ইরানের আর্য্যেরাও অনেক দূরে পড়িয়া থাকিবেন। ইহাতে প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব, প্রাকৃতিকতত্ত্ব ও ইতিহাসের সহায়তা আবশ্যক। বঙ্গভাষায় এই সমস্ত উচ্চ অঙ্গের বিদ্যার প্রচার নাই, সুতরাং কোন একটী সিদ্ধান্ত করিলে সাধারণ লোকের তাহা বোধসুগম হইবার বিষয় নহে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমি সৃষ্ট পদার্থের পরিণামদশার কেবল সংকেতমাত্র ব্যক্ত করিয়াছি, তদ্বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে লিখিতে হইলে অনেক

টীকা টিপ্পনী আবশ্যক। কথায় কথায় সুদীর্ঘ টীকা করিলে পাঠকের অত্যন্ত বিরক্তি জন্মে, তাদৃশ প্রস্তাব তাঁহারা পাঠ করিতে ভাল বাসেন না। সে জন্য সাধারণ পাঠকদিগকে কিঞ্চিৎ প্রাকৃতিকতত্ত্ব বিদিত করিয়া পরিশেষে সৃষ্ট পদার্থের উন্নতিপ্রক্রম জ্ঞাত করিব, এইরূপ মানস ছিল। কিন্তু সহযোগী যদ্যপি অসময়ে সেই কঠিন বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, ক্ষতি নাই; আমিও তাঁহার যথোচিত সম্মান রক্ষা করিব। যাহাতে এই দুর্ব্বোধ তত্ত্ব সাধারণের বোধগম্য হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করিব। এক্ষণে সহযোগীর নিকট এই নিবেদন, তিনি প্রস্তাবটী যথারীতি পুনর্ব্বার লিখিয়া পাঠাইলে ভাল হয়।

আমাদের মত এই, সামান্য জাতীয় তরুলতার ও জীবের পরিণতাবস্থায় বৃহজ্জাতীয় তরুলতার ও জীবের উৎপত্তি হইতেছে। সহযোগী ইহা অস্বীকার করেন। কি কারণে করেন, তাহার প্রমাণ নাই। তবে স্বীয় মত সমর্থনার্থ যে যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাতে তর্ক নাই, বিচার নাই, সে অনর্থক বাগ্বিতণ্ডা মাত্র। প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক মহাত্মা ডার্বিন প্রাকৃতিক তত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব এবং জীবপ্রকৃতি অবেক্ষণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, বানর জাতি হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি। আজি কালি হক্সিলি হেকেল প্রভৃতি ইউরোপের যাবতীয় বিখ্যাত তত্ত্ববেত্তারা সেই মতের পক্ষপাতী। কিন্তু সহযোগী বলেন, ডার্বিনের মত সর্ব্বত্র পরিগৃহীত ও সমাদৃত হয় নাই। এটী তাঁহার ভ্রম। ইউরোপের অভিনব তত্ত্বগ্রন্থে এবং সাময়িক পত্রে ডার্বিনের মতের সমাদর দেখা যায়। ইউরোপের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এক্ষণে ডার্ব্বিনের মতেরই অনুসরণ করিতেছেন। বিচারে ডার্ব্বিন কিম্বা তদীয় শিষ্যেরা পরাস্ত হন নাই, তাঁহাদের প্রতিপক্ষেরাই পরাভূত হইয়া তন্মত অবলম্বন করিয়াছেন। অনেকে আবার বিচারে নিরস্ত হইয়া বলিয়াছেন, ক্রমোন্নতিপদ্ধতি মানিতে হইলে পৃথিবীকে অত্যন্ত বয়স্থা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; এমন কি, অন্যূন ৮০,০,০০,০০,০০ বৎসরের পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা স্বীকার না করিলে ক্রমোন্নতিপদ্ধতির প্রামাণ্য হয় না।

ক্ষতি কি? যদি যুক্তিতে প্রমাণে এবং বিচারে তাহাই হয়,—হউক। পৃথিবীর বয়ঃক্রম আশী কোটি বৎসর স্বীকার করিব। যাহা যুক্তিসংগত হইবে, তাহা মানিতে শঙ্কা কি? যখন যুক্তি নাই, [illegible]

নাই। কিন্তু আজি প্রমাণসত্ত্বে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইব কেন? যুক্তি ও প্রমাণ বিরহে তখন স্বীকার করি নাই, নিন্দা ছিল না। আজি যাহা ন্যায়ে সঙ্গত ও যুক্তিতে সুসিদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তেমন মতের অনাদর করিব কেন? ইউরোপে ডার্ব্বিনের মত যে,কিরূপ আদৃত হইতেছে, নিম্নে দৃত অভিনন্দন পত্রখানি তাহার প্রমাণ। নিউইয়র্কশায়ারে দার্শনিক-দিগের একটী সভা আছে। দুই বৎসর অতীত হইল, তত্রত্য সভ্যগণ ডার্ব্বিনকে এক (১) খানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। নিম্নে তাহার কিয়দংশ অনুবাদিত হইতেছে,—

"মহাশয়! নিউইয়র্কশায়ারের প্রাকৃতিকতত্ত্ব বেত্তৃবর্গের সভার সভ্যগণ সকলেই তত্ত্বজ্ঞানী। তাঁহারা সকলেই প্রাকৃতিক তত্ত্বের সমগ্র বা কোন না কোন শাখা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। আপনি যে অভিনব তত্ত্বান্বয়-নার্থ দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছেন এবং পরিণামে আপনার অসাধারণ গবেষণার যাদৃশ ফলোদয় হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। সভ্যগণ আপ-নাদের আন্তরিক অনুরাগের চিহ্ন স্বরূপ এই অভিনন্দন পত্র খানি প্রদান করিতেছেন।

বিবিধজাতীয় পদার্থের উৎপত্তিসম্বন্ধে আপনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শীঘ্রই ফলে পরিণত হইয়া উঠিবে। আপনার জীবদ্দশাতেই অধুনাতন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিকগণ সেই মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন, সে জন্য আমরা আপনাকে অভিবাদন করি, আপনি যে সকল অসামান্য যুক্তির উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং নানা বিষয়ের যে প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এ স্থলে তদুল্লেখের প্রয়োজন নাই। কারণ, যাঁহারা তীব্রভাবে আপনার মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহারাই আবার আপনার মতের পক্ষপাতী হইয়াছেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব ভিন্ন এবং হার্ভির রক্তসঞ্চালনতত্ত্ব ভিন্ন আপনি জান্তব ও পুরাতন পার্থিব পদার্থবিদ্যার যাদৃশ অদ্ভুত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, কুত্রাপি তাহার উপমার স্থান নাই।" + + × +

(১) W. C. Williamson F. R. S. President H. C. Sorby L. L. D. F. R. S. Vice-President G. Brook ter F. L. S. secretary.

William D. Roebuck, secretary; and eleven other representative Officials.

Vide 'Nature' Vol XXIII November 18,1880 Page 57.

পাঠক! দেখুন, ইউরোপীয় সূক্ষ্মদর্শী তাত্ত্বিকেরা ডার্বিনের প্রদর্শিত মতের কীদৃশ পক্ষপাতী হইয়াছেন। আমরা অল্পজ্ঞ ও একবালে বিজ্ঞানবিমূঢ় হইয়া ডার্বিনকে অবজ্ঞা করিতে পারি না। তাহাতে কেবল আমাদেরই মূর্খতা প্রকাশ পাইবে। সৃষ্ট পদার্থের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে, পুরাতন পার্থিব পদার্থ দৃষ্টে তাহার পরীক্ষা করা চাই। নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনে এবং অভ্যাসের কৌশলে জীবের (২) প্রকৃতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা দৃষ্টি করা আবশ্যক। বালিসে আলস্য রাখিয়া উর্দ্ধনয়নে ভাবিলে এ তত্ত্বের মীমাংসা হইবে না। তাসের বিন্তিতে, চতুরঙ্গের মাতে ইহার প্রমাণ নাই। বহুবিধ গবেষণার পর, বহুবিধ চাক্ষুষ পরীক্ষার পর, এই কঠিন সমস্যার সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে।

প্রতিবাদীর দ্বিতীয় আপত্তি এই, তিনি সংস্কৃত গ্রন্থে দশ সহস্র বৎসরের সংবাদ পাইতেছেন, যত্নপূর্ব্বক ইতিহাসও পাঠ করিয়াছেন; কিন্তু পতঙ্গজাতি মাতঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে, কোথাও এমন বৃত্তান্ত দেখেন নাই। এটী তুচ্ছ বিষয়, কিন্তু তুচ্ছ বিষয়ে প্রতিবাদীর ভ্রম অনেকটা। দশ সহস্র বৎসরের কথা,—অত দূর যাইতে হইবে কেন? আজি কালি চক্ষের উপর যাহা দৃষ্ট হইতেছে, তদ্দ্বারা এই অকিঞ্চিৎকর আপত্তি খণ্ডিত হইবে। প্রতিবাদী কি মনুষ্যগর্ভে বানরাকৃতি জীব উৎপন্ন হইতে দেখেন নাই? যদি স্বয়ং না দেখিয়া থাকেন, বিশ্বাস্যসূত্রেও শুনিয়া থাকিবেন। তিনি না দেখিয়া থাকেন, এই অদ্ভুত ব্যাপার অন্যান্য অনেকে দেখিয়াছেন। মনুষ্যগর্ভে লোমবন্ত সপুচ্ছ সন্তান উৎপন্ন হয়, ইহা অনেকেই জানেন। জিজ্ঞাসা করি, মানুষের গর্ভে এতাদৃশ জন্তু জন্মগ্রহণ করে কেন? বানরীর গর্ভেও মনুষ্যের উৎপত্তি হইতে পারে না? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, বানরীর গর্ভে মনুষ্য জন্মিতে পারে।

প্রায় সর্ব্বত্রই ঈদৃশ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই প্রাণত্যাগ করে। কারণ, ভ্রূণাবস্থায় তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি যথোচিত বিকসিত ও পরিপুষ্ট হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় এবং আভ্যন্তরিক যন্ত্রগুলি পরিপক্ব হইলে যদ্যপি জন্ম হয়, তবে মৃত্যুর অল্পই আশঙ্কা থাকে। স্বাভাবিক নির্ব্বাচন নিয়মানুসারে যখন বানরীগর্ভজাত মনুষ্যমূর্ত্তি পূর্ণ (৩) বিকাশ লাভ

(২) ইহা পৃথক্ প্রস্তাবে সবিস্তার না লিখিলে পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে না।

(৩) পাঠক! দেখিবেন, আমি সকল ঠিক্ ডার্বিনের মতের অনুসরণ করি নাই।

করে, তখন ভূমিষ্ঠ হইলে সে সন্তানের আর মৃত্যু হয় না। বানরী-গর্ভজাত অথচ বানর হইতে পৃথক্ এক নূতন জাতীয় জীবের উৎপত্তি হইল। ক্রমে যৌবন নির্ব্বাচন দ্বারা তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সেই জীব এখনকার এই মনুষ্য, আজি যাবতীয় প্রাণিজগতের উপর আধিপত্য করিতেছে।

আর একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, ভূবেত্তারা তাহার স্বাদগ্রাহী। গলিত পার্থিব পদার্থতত্ত্বজ্ঞ বিপশ্চিদগণই সে রসের রসিক। ভূগর্ভনিহিত গলিত ঔদ্ভিদ এবং জান্তব স্তর দেখ, সৃষ্টিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যত প্রকার তরুলতা এবং জন্তু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যথাক্রমে মৃত্তিকায় তাহার স্তর প্রোথিত রহিয়াছে। প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদের স্তর, তৎপরে বৃহদ্বৃক্ষাদি। তৎপরে সামান্য জাতীয় জীবের, তৎপরে বৃহজ্জাতীয় জন্তুর। মনুষ্য বানর জাতির পর জন্মগ্রহণ করিয়াছে। স্বভাবের অবস্থা যত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ততই এক এক জাতীয় তরুলতা ও জীবের লোপ হইয়া আসিতেছে এবং তৎস্থানে নূতন তরুলতা ও জীব উৎপন্ন হইতেছে। জগতে পূর্ব্বে কত প্রাণী ছিল, এখন তাহার অনেক নাই, কেবল ভূগর্ভে তাহাদের নিদর্শন মাত্র দৃষ্ট হয়। উক্ত স্তর দৃষ্টে প্রাণিজগতের প্রক্রম অনায়াসে উপলব্ধ হইয়া থাকে। বানর এবং মনুষ্যের মধ্যবর্ত্তী নূতন সঞ্জাত মানবায়ব কীদৃশ ছিল, অস্থি-বিদ্যার আশ্রয় লইয়া পুরাতন স্তর পরীক্ষা করিয়া দেখ, সংশয় তিরোহিত হইবে।

প্রতিবাদী স্বীকার করিয়াছেন, পৃথিবীর অবস্থান্তরের সঙ্গে নূতন নূতন তরুলতার এবং প্রাণীর উৎপত্তি হইতেছে। কিরূপে উৎপন্ন হইতেছে, উত্তর দেন নাই। প্রমাণ করিতে গেলে আমাদের মতের সপক্ষ হইয়া পড়িতেন। আমরা বলি, জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নূতন উদ্ভিদ এবং নূতন প্রাণীর উৎপত্তি হইতেছে, সে এই সকল আয়োজন লইয়াই হইতেছে। এই পৃথিবীর শাসনাধীন পদার্থ ছাড়িয়া তাহারা অন্য কোন উপায়ে উৎপন্ন হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, শিশু সন্তান ভূমিতে অবতীর্ণ হইলে তাহার প্রতিপালক হয় কে? দন্তহীন শিশুর স্তন্যই জীবন, পয়ঃপান না করাইলে তাহার প্রাণরক্ষার উপায় নাই। সদ্যঃপ্রসূত শিশু চলিতে পারে না, সে নিজ খাদ্যাহরণে অক্ষম। যদ্যপি জীবের ক্রমোন্নতি স্বীকার না কর, তবে শিশুর প্রাণরক্ষার উপায় কি?

পুনশ্চ দেখ, স্ত্রীলোকের গর্ভে সন্তানের উৎপত্তি, স্ত্রীলোকের স্তন্যে সন্তানের পুষ্টি। স্ত্রীলোক না হইলে সন্তান জন্মে না, সন্তানের প্রাণরক্ষাও হয় না। পক্ষান্তরে পুরুষ, সন্তানের জন্মদাতা। পুরুষসংসর্গহীন স্ত্রীজাতির গর্ভাধার বীজবিহীন ক্ষেত্র মাত্র। উর্ব্বরা ভূমিতে বিনা বীজে যেমন গাছ জন্মে না, পুরুষ সংসর্গ ভিন্ন স্ত্রীজাতির গর্ভে তেমনি সন্তান হয় না। অতএব ইঁহার অন্যতর কোনটীরই স্বতঃ জন্ম হইতে পারে না। জগতে ক্রমোন্নতি না মানিলে এই বিরোধ ভঞ্জনের উপায়ান্তর নাই। প্রতিবাদী মহাশয় ইহার কি সিদ্ধান্ত করিবেন, বলিতে পারি না।

আমাদের পৌরাণিক ঋষিরাও সৃষ্ট পদার্থের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়াছেন। বুঝিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যায়,—তাঁহাদের মীমাংসায় আধুনিক গূঢ় ভাব লুক্কায়িত আছে, সেই পৌরাণিক তত্ত্বেও আমরা ক্রমোন্নতির আভাস দেখিতে পাই। ভাগবত পুরাণে লিখিত আছে, সৃষ্ট পদার্থের মুখস্বরূপ প্রথমে উদ্ভিদের উৎপত্তি; তৎপরে (৪) তির্য্যগ্যোনির এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্যের জন্ম। উদ্ভিদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বনস্পতি, অর্থাৎ পুষ্প ব্যতিরেকে যে সকল বৃক্ষের ফল উৎপন্ন হয়; তৎপরে ওষধি, অর্থাৎ ফলপাকে যে সমস্ত তৃণাদি শুষ্ক হইয়া যায়। তৃতীয়, লতা; চতুর্থ, অন্তঃসারশূন্য বেণু প্রভৃতি; পঞ্চম, বীরুধ, অর্থাৎ কাঠিন্য হেতু যাহাদের আরোহণাপেক্ষা নাই; ষষ্ঠ, বৃক্ষ, অর্থাৎ পুষ্পিত হইয়া যাহারা ফলশালী হয়। পাঠক! দেখুন, এস্থলে সজীব অথচ অচেতন জড়পদার্থের ক্রমোন্নতি প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রাকৃত এবং বৈকৃত সমেত সৃষ্টি দশ প্রকার। বুঝিয়া দেখিলে আমরা দশাবতারে কেবল জীবের ক্রমোন্নতির আভাস পাই। প্রথমে মৎস্যাবতার। বিশ্ব জলপূর্ণ, এমন অবস্থায় অণ্ডজ জল জন্তুরই উৎপত্তি সম্ভবে। সে কারণ, প্রথমে মৎস্যাবতার স্বীকৃত হইয়াছে। দ্বিতীয়াবস্থায়, জগতে জল অধিক, স্থল অল্প; সুতরাং উভচর জন্তু কূর্ম্মের কল্পনা সংগত। তৎপরে বিশ্ব জলস্থল-

(৪) সপ্তমো মুখ্যসর্গস্তু ষড়্‌বিধস্তস্থুষাঞ্চ যঃ।
বনস্পত্যোষধিলতা ত্বক্‌সারা বীরুধোদ্রুমাঃ ॥ ১৯
\+ \+ × \+ \+ \+
তিরশ্চামষ্টমঃ সর্গঃ সোষ্টাবিংশদ্বিধোমতঃ। ২১
\+ \+ \+ \+ × \+
অর্ব্বাক্‌স্রোতস্তু নবমঃ ক্ষত্তরেকবিধো নৃণাং। ২৫
৩য় স্ক। ১০ ম অধ্যায়।

ময় ; কিন্তু তখনও কেবল স্থলচর জীবের বাসোপযোগী হয় নাই, অতএব বরাহমূর্ত্তির কল্পনা করা হইয়াছে। এক্ষণে পৃথিবী অন্যান্য জন্তু এবং উদ্ভিদে পরিপূর্ণ, সুতরাং মনুষ্যও নয়, মাংসাশী শ্বাপদও নয়, ঈদৃশ একটা জীব জন্ম গ্রহণ করিল। পরে বামনাবতারে, আমরা মনুষ্য মূর্ত্তির অনেকটা আভাস পাইতেছি। এ সকল বর্ণনার মধ্যে যদি কোন গূঢ় তাৎপর্য্য থাকে, সেটী জীবের ক্রমোন্নতিপদ্ধতি। কিরূপ ক্রমানুসারে জন্তুরা এক অবস্থা হইতে অন্যবিধ উৎকৃষ্টতর অবস্থায় উন্নীত হইয়াছে ; দশাবতার নয় ত,—এ তাহারই মীমাংসা। বিষ্ণুর দশাবতার কি ? হয়—এ মতকে এককালে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দাও ; না হয় ইহার এইরূপ তাৎপর্য্যের উদ্ধার কর। অন্যথা যুক্তির এবং নৈসর্গিক নিয়মের সঙ্গে মতের সমন্বয় হইবে না।

প্রতিবাদী মহাশয় সংস্কৃত পুস্তকে দশ সহস্র বৎসরের সংবাদ পাইতেছেন, কিন্তু একজাতীয় প্রাণী হইতে অন্যজাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি বৃত্তান্ত কোথাও দেখেন নাই। যদ্যপি তিনি দশ সহস্র বৎসরের তত্ত্ব মানিতেছেন, যখন ঐতিহাসিক কাল আরম্ভ হয় নাই তৎকালীন বৃত্তান্ত যদি তিনি স্বীকার করিতেছেন, তবে পুরাণে তাঁহার আস্থা আছে। আর চিন্তা কি ? পুরাণ যখন মানিয়াছেন, তখন সকলিই স্বীকার করিয়াছেন। তবে জীব হইতে কেন, গাছ পাথরেও মানুষ হয়, সহযোগী তাহা স্বীকার করিবেন। দেখুন, প্রলয় বারিতে যে হিরণ্ময় অণ্ড জন্মে, তাহাতে হস্তপদ বিশিষ্ট মানবাকৃতি লোকপিতামহ ব্রহ্মার উৎপত্তি। কেন, ইহার উত্তর দিউন। পুরাণ খুলিয়া দেখুন, কত অলৌকিক জন্মবৃত্তান্ত দেখিতে পাইবেন, এস্থলে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক।

প্রতিবাদীর আর একটী আপত্তি এই, তিনি বলেন,—জড় পদার্থ হইতে চেতন পদার্থের উৎপত্তি হয় না। এটী কৌতুককর নির্দ্দেশ সন্দেহ নাই। তিনি যদ্যপি প্রকৃত বিচারে উপস্থিত হন, আমরা বিশিষ্টরূপে তদীয় মতের খণ্ডন করিব। আজি এই মাত্রের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভূতচতুষ্টয় এবং পৃথিবীর শাসনাধীন কতিপয় তেজ ও বাষ্প জগতের সারাংশ ; তাহারাই যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের একমাত্র উপাদান। চেতন পদার্থের নির্ম্মাণার্থ এই জড় জগতের বহির্ভূত অন্য কোন পদার্থ আবশ্যক হয় না। এই জড় জগৎ লইয়াই সকল চলিতেছে, চেতন অচেতন সকলই এই জড় জগৎ হইতে উদ্ভূত হইতেছে। কেবল পরিমাণের ন্যূনাধিক্যকে এবং

পাকের প্রণালী ভেদে সৃষ্ট পদার্থের রূপভেদ ও গুণভেদ হয়; চেতন পদার্থ কাহাকে বলি?—যাহার অনুভাবকতা, ইচ্ছা এবং ইচ্ছাধীন গতি আছে। কিন্তু এই শক্তিগুলি ভৌতিক পদার্থসমষ্টির গুণ বিশেষ। কেন বলি?—অকারণে নয়, কেবল অনুমানবলেও নয়, প্রমাণ দিতেছি, বুঝিয়া দেখুন। সুবর্ণে কুণ্ডল হয়, কুণ্ডল ভাঙ্গিলে আবার সেই সুবর্ণ। জল জমিলে বরফ হয়, বরফ গলিলে আবার সেই জল। যে পদার্থ যাহাতে গঠিত, তাহার অত্যয়ে আবার তাহার বিধানোপাদান আদিভূতে পরিণত হয়। শরীরেই চৈতন্য; এ শরীর কিসে নির্ম্মিত? শরীর ভাঙ্গিয়া দেখি, ইহার উপকরণ কিসে পরিণত হয়, তবে ইহার প্রকৃত বিধানোপাদান কি, বুঝিতে পারিব। মানুষ মরিল, শরীর মাটী হইল। এই শোণিতের উষ্ণ কণিকা তর্ তর্ করিয়া ধমনীতে বহিতেছিল, উদ্বেল রূপের তরঙ্গ দেহ হইতে উথলিয়া উঠিতেছিল, সে সকলই মাটী। মাটী হইতে দেহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাই পরিণামে মাটী হইল।

আবার মাটী কেন বলি? মৃত্তিকার রসে শস্যাদির পুষ্টিসাধন হয়, শস্যের দ্বারা জীবের দেহ হৃষ্টপুষ্ট হয়,—পার্থিব পদার্থই দেহের উপাদান। পুনশ্চ, রাসায়নিক বিসমাস করিয়া দেখ, দেহে ভৌতিক উপাদানেরই উপলব্ধি হইবে। তবে জীবের দেহ ভৌতিক তাহাতে সন্দেহ নাই; জড় পদার্থে শরীর নির্ম্মিত এ কথা প্রমাণ।

চৈতন্য কি, বলিয়াছি অনুভাবকতা, ইচ্ছা এবং ইচ্ছাধীন গতিই চৈতন্য। ভৌতিক বিকারে ইহাদেরও বিকৃতি জন্মে। পীড়াতে এবং মাদক দ্রব্য সেবনে ভৌতিক দেহের বিকৃতি ভাব জন্মে, তখন ইচ্ছাধীন গতি এবং চৈতন্য থাকে না। যদ্যপি চৈতন্য ভৌতিক শরীর হইতে কোন পৃথক্ পদার্থ হইত, তবে চৈতন্য লোপ ঘটিত না। আবার মনুষ্যের মস্তিষ্কের সঙ্গে পশু পক্ষীর মস্তিষ্কের তুলনা কর, মনুষ্য অধিকতর বুদ্ধিমান, মানুষের মস্তিষ্কে শিরাও বিস্তর। পশ্বাদি অপেক্ষাকৃত অল্প বুদ্ধিমান, তাহাদের স্নায়ুমণ্ডল তত অধিক নহে। বোধোৎপাদনের এবং কার্য্যনির্ব্বাহের নিমিত্ত জীবের দেহে দুই প্রকার স্নায়ু আছে। একজাতীয় স্নায়ু বোধানুভবের নিমিত্ত, আর একজাতীয় স্নায়ু ক্রিয়াসম্পাদনের ইচ্ছা জন্মাইবার নিমিত্ত। কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে অগ্রে তাহার বোধ মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয়, তৎপরে ক্রিয়া সম্পাদ্য স্থানে তাহার ইচ্ছা প্রেরিত হইয়া থাকে। দেহে

এই সমস্ত কার্য্য এত অল্পকাল মধ্যে সম্পন্ন হইতেছে যে, তাহা আমরা অনুভবও করিতে পারি না। যদ্যপি ঐ উভয়জাতীয় স্নায়ু কর্ত্তন করিয়া দেওয়া হয়, তবে আমাদের আর কোন শক্তিই থাকে না। আমাদের ইচ্ছাও থাকে না, ইচ্ছাধীন গতিও থাকে না। অতএব ভৌতিক পদার্থের সমষ্টিই চৈতন্য। চৈতন্য ভৌতিক পদার্থের অতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে।

ভৌতিক দেহাতিরিক্ত চৈতন্যের প্রমাণ নাই। যাহাকে চৈতন্য বলিব, সে এই দেহের গুণ। স্নায়ুমণ্ডলসঞ্জাত মানসিক ব্যাপার, যাহাকে চৈতন্য বলি, তাহা এই দেহাতিরিক্ত নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্র ইহা অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছে। তবে জিজ্ঞাসা করিবে, মনুষ্যের কি আত্মা নাই? এই দেহের পতনে কি সকল ফুরাইল? আমরা সে কথা বলি না। এই ভূতাত্মক দেহ হইতে চুম্বকের তেজের ন্যায় কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে।

প্রতিবাদী মহাশয় আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন যে, আদিশূর-কর্ত্তৃক পঞ্চজন ব্রাহ্মণ এ দেশে আনীত হন। তাঁহাদের সন্তান সন্ততিতে আজি বঙ্গদেশ পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই অপ্রাসঙ্গিক উল্লেখের ফল কি, বুঝিতে পারিলাম না। বোধ করি, এক দম্পতী হইতে অত্যল্পকাল মধ্যে লোকসংখ্যা কত বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি ব্রাহ্মণপঞ্চকের আগমন প্রসঙ্গ করিয়াছেন। নানা স্থানে মনুষ্য জাতি জন্মগ্রহণ না করিলেও স্বল্পকালে পৃথিবী এক দম্পতীর বংশাবলীতে লোকাকীর্ণ হইতে পারে, আদিশূরের ব্রাহ্মণানয়ন দ্বারা তিনি তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমরা জানি খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুল না ঘটিলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হইতে অধিক দিন লাগে না; আবার রোগ ও নানাপ্রকার উপপ্লবে এক দিনেই পৃথিবী জনশূন্য হইতে পারে। পরন্তু তাঁহার উদ্ধৃত লোকবৃত্ত মূল প্রস্তাবের কিছুই সহকারিতা করিতেছে না। বিভিন্নজাতীয় মনুষ্য যে, বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হয় নাই, তদ্দ্বারা তাহার অনুকূল কিম্বা প্রতিকূল কোন প্রমাণ আমাদের বোধগম্য হইতেছে না।

আর এক এই আপত্তি,—সারবতী কি অসার, পাঠকেরা বুঝুন,—তবে প্রতিবাদী বলেন, হিন্দুকুশ পর্ব্বতের উত্তরে "ইরান" নামক স্থানে মনুষ্য জাতির প্রথম উৎপত্তি হয়। তাঁহারাই আর্য্যনামে খ্যাত। সেই আর্য্যবংশ-

ধরেরা ভারতবর্ষে আসিয়া উপনিবেশ করেন। তদ্ভিন্ন এখানকার আদিম অসভ্য জাতিরাও উক্ত হিমসিক্ত পার্ব্বতীয় অঞ্চল হইতে আগত। ইউরোপের অনেক জাতি অদ্যাবধি আপনাদিগকে আর্য্যোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, যাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্যবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেন না, সে মানুষগুলি কাহার সন্তান? আর ভারতের আদিম অসভ্যজাতিরা যে ইরান্ হইতে আগত, তাহারই বা প্রমাণ কি? আমরা ত জানি, দৈহিক গঠন এবং বর্ণাদি দৃষ্টে মনুষ্যকে আর্য্য সামুদ্রিক প্রভৃতি নানা জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মত। প্রতিবাদী যদ্যপি সে মতের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে ত আমাদেরই সপক্ষ হইয়া পড়িলেন। সেটী বুঝি ভাবিয়া দেখেন নাই? আর্য্যেরা ইরান হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন কি না, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু তিনি যদ্যপি মনুষ্যের জাতীয়ত্ব বিভেদ স্বীকার করেন, তবে তাঁহার বিরোধ করা বৃথা। এক স্থানের মনুষ্য অন্যত্র বাস করিলে তত্রত্য জল বায়ুর প্রভাবে দেহ কিরূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে। প্রতিবাদীর যদি কিছু বক্তব্য থাকে, আমার মতের খণ্ডন করিবেন।

মূল প্রসঙ্গের এইগুলি মাত্র আপত্তি। তবে বিদ্রূপচ্ছলে তিনি আর একটী অপ্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতিবাদী আমাকে "আদর্শযুবক" বলিয়া ভাবিয়াছেন। তিনি জানিবেন, লেখক অনেক দিন হইল, যৌবনোচিত উষ্ণমস্তিষ্কতার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, প্রৌঢ়বয়াকেও বিদায় দিতে বসিয়াছেন; এ ভগ্নদশায় আর যুবা সাজিবার সাধ নাই। এক্ষণে কোন কাজে যদ্যপি যুবাদিগকে আদর্শ দেখাইতে পারেন, এই তাঁহার আকিঞ্চন।

সুযোগ্য প্রতিবাদী মহাশয় মনুষ্যজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিবেন, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। এত দিন তাহারই প্রতীক্ষায় ছিলাম; কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় প্রস্তাব এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইল না, সে কারণ নিজ মত সমর্থনার্থ দুই চারিটী কথা ব্যক্ত করিলাম। এখন এই নিবেদন তিনি আমার সমস্ত আপত্তির খণ্ডন করিয়া স্বীয় মত প্রমাণ সমেত ব্যক্ত করুন, নতুবা বিচার্য্য বিষয়ের কোন শৃঙ্খলা থাকিবে না এবং সংস্থাপ্য বিষয়ের কিছুই সমাধান হইবে না।

শ্রীরঙ্গলাল শর্ম্মা।

ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্।

(পঞ্চম পরিচ্ছেদ।)

যে বিষয়েই হউক, প্রতিযোগিতা যেখানে সেইখানেই হিংসা দ্বেষ এবং মাৎসর্য্য বিরাজিত। যৌবনমত্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যে; বিষয়মদগর্ব্বিত ধনীর ঐশ্বর্য্যে; বীরতেজোদর্পিত শূরের শৌর্য্যবীর্য্যে; পণ্ডিতম্মন্য সুধীর পাণ্ডিত্যে; রাজপদ-দম্ভিত নৃপতির প্রভুত্বে; যেখানে প্রতিযোগিতা সেই-খানেই মাৎসর্য্য। সেখানে হৃদয়ের অকৈতব সখ্যভাব কেবল জিহ্বাগ্রে আসিয়া অমৃত বর্ষণ করে,—মুখ, পয়ঃকুম্ভ; অন্তঃকরণ গরলে জর্জ্জরিত। সৌন্দর্য্যাভিমানিনী কামিনী আপনার রূপগরিমাতেই মাতিয়া আছেন, ত্রৈলোক্যে আপনাকেই রূপবতী বলিয়া জানেন,—পুরুষের মন অন্য দিকে বিচলিত হইতে দেন না। তাঁহাকে অন্যের রূপলাবণ্যের কথা শুনাও, অমনি কুমারীকুসুম ম্লান হইয়া পড়িবে; আবার তখনি জলপূর্ণ ছল ছল নয়নোৎ-পলে অভিমানের সঞ্চার হইবে। অন্যের সুখ্যাতি তাঁহার প্রাণে সহে না। তিনি নিন্দা করিয়া [illegible] দোষ দেখাইয়া তোমার মন ঘুরাইয়া দিবেন। অন্যকে তুমি রূপবতী বলিতে চাহিলে তিনি বলিতে দিবেন না।

এই নিন্দা সর্ব্বত্র। যেখানে প্রতিযোগিতা সেইখানে এই নিন্দা। এই নিন্দার ঢেউ সর্ব্বত্র বহিতেছে, আমাদের ভূষণপ্রিয়া কুলবধূ হইতে নৃপতির উচ্চ সিংহাসন পর্য্যন্ত। ব্রিটিশ জাতি এবং রুষ জাতিতে প্রতিযোগিতা, ব্রিটনবাসিরা রুষ জাতিকে অসভ্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন। ব্রিটিশ জাতি এবং মুসলমান জাতিতে প্রতিযোগিতা, সেখানেও এই নিন্দা এই অবজ্ঞা। মুসলমান সম্রাটদের মধ্যে কেহ কেহ অত্যাচারের পিশাচ ছিলেন, এ কথা সত্য; কিন্তু ইংরাজি ইতিহাসে তাঁহাদের দুশ্চরিত্রতা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। সম্রাটদিগকে আসনে বসাইয়া তাঁহাদের কাছে আলেখ্যগুলি ধর, চিনিতে পারিবে না। সে ছাঁদ হয় নাই, ঠিক চিত্র উঠে নাই। যে যাহাতে অভ্যস্ত এক আঁকিতে গেলে অন্যবিধ টান আসিয়া পড়ে,—চির অভ্যস্ত আকৃতিই তুলীর মুখে উঠিয়া আইসে। আমাদের ঝাউগাছ লিখিতে গেলে ওকবৃক্ষ হয়। ইউরোপীয়ে মুসলমান সম্রাট আঁকিতে গিয়া পত্রে পত্রে কেবল নিরো আঁকিয়া ফেলিয়াছেন।

মুসলমানেরা ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, পাছে তাঁহাদের প্রতি

লোকের অনুরাগ থাকিয়া যায়, সে কারণ ইংরাজি ইতিহাসে তাঁহাদের অতিরিক্ত নিন্দা দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা মুসলমান জাতির প্রতি তাদৃশ সাবক্ষেপ দৃষ্টিপাত করি না, তাঁহাদের অনেকেরই প্রতি আমাদের গাঢ় অনুরক্তি আছে। তাঁহারা বিধর্ম্মী ও আদৌ বৈদেশিক হইলেও বহুবিধ বিষয়ে আমরা তাঁহাদের নিকট ঋণী আছি। ভারতবর্ষে যতগুলি বনিয়াদী ধনাঢ্য বংশ আছে, তৎসমস্ত তাঁহাদের প্রসাদলব্ধ। মুসলমান সম্রাটেরই অনুগ্রহে এদেশে অনেকে ধনসম্পত্তি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাবৎ ইংরাজ অধিকারের সৃষ্টি হইয়াছে, সৌভাগ্যলক্ষ্মী ভারতকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় লুকাইয়াছেন, আমরা তাহার সন্ধান পাই না। মনের বিকারে পুনর্ব্বার যেন তিনি ক্ষীরোদার্ণবে ঝাঁপ দিয়াছেন; তদবধি ভারতভূমিতে আর নূতন সম্পন্ন বংশের পত্তন হয় নাই। পূর্ব্ব সঞ্চিত ধন ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। দুর্ম্মূল্য হীরক, দুর্ম্মূল্য মুক্তা, দুর্ম্মূল্য প্রবাল,—সংসারে যাহা কিছু অপূর্ব্ব ও দুর্লভ, ভারতসুন্দরী তৎসমুদায়ে বিভূষিতা ছিলেন। তদীয় অঙ্গের রত্নরাজি-সঙ্কলিত উজ্জ্বল প্রভায় সদ্বীপা বসুমতী ঝলমল করিত। ইংলণ্ড ঈর্ষ্যাকষায়িত নয়নে ভারতসুন্দরীর পানে চাহিয়া অভিমানে ফাটিয়া পড়িলেন; হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না,—ভারতের বসনভূষণ কাড়িয়া লইয়া ভারতকে স্খলিত-ভূষণা বিগলিতবেশা করিয়া স্বয়ং আভরণরাজি অঙ্গে পরিলেন।

কিন্তু মুসলমান সম্রাটের শাসনকালে ভারতসুন্দরীর এমন বৈধব্যদশা ঘটে নাই। তিনি রত্নরাজির ভরে সোহাগগর্ব্বিতা গুরু-নিতম্বিনীর ন্যায় মন্থরগমনে অঙ্গ দোলাইয়া ঝম্ ঝম্ করিয়া চলিতেন। আমরা মুসলমান সম্রাটদিগকে অপ্রমিত-ঔদার্য্যগুণ-সম্পন্ন বলিয়া জানি; তাঁহাদের হৃদয় প্রশস্ত, আশয় উন্নত, কিঞ্চিৎ অনুনয় বিনয় প্রকাশ করিলেই সকলে স্নেহে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন। ভারতের শ্রীসৌভাগ্যে তাঁহাদের চক্ষু ব্যথিত হইত না,—মানুষ শিষ্ট দুষ্ট নানাবিধ থাকে। পরশ্রীতে যিনি ব্যথিত হইতেন, তিনিই হইতেন, দুঃশীল রাজপুরুষেরাই পরশ্রীতে কাতর হইতেন; কিন্তু তৎকালীন রাজনীতি বিশ্বগ্রাসে ব্যাকুল হইত না। কোন কোন রাজকর্ম্মচারী হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষ্টা ছিলেন, কিন্তু সাধারণতঃ সকলেই গুণের গৌরব করিতেন। কৃতিমান, বুদ্ধিমান এবং বিদ্বান হিন্দুকে রাজ্যের উচ্চাসনে অভিষেক করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। আজ চিহ্ন

কমিশনরের পদ লাভ ভারতবাসির পক্ষে বামনের চাঁদে হাত বলিয়া উপহাস স্থানীয় হইয়াছে, কিন্তু সম্রাট আকবর মহাবীর মানসিংহকে তদীয় প্রধান সেনাপতির পদে বরণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহাদের এক মহৎ দোষ স্বীকার করি,—তাঁহারা অতীব স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। মস্তিষ্কের খেয়ালই তাঁহাদের ব্যবস্থা, ইচ্ছাই তাঁহাদের বিচারপদ্ধতি ছিল। কিন্তু সভ্যতাভিমানী নৃপতির চিত্ত যে, এই মহৎ দোষে কলুষিত নহে, যদি অনুরোধের মুখাপেক্ষা না কর তবে সে কথার কে অপলাপ করিবে? ব্রিটিশজাতীয়ে ও ভারতবাসিতে সম্পূর্ণ ভেদবুদ্ধি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে। সভ্যতা বহু যত্নে সুন্দরী হন, প্রকৃতিসুন্দরী তাঁহাকে সুশ্রী করিয়া গড়েন নাই; তাঁহাকে বসনভূষণ পরাইয়া অনেক আয়াসে সুন্দরী সাজাইতে হয়। অসভ্যেরা যাহা বলেন, যাহা করেন, তাহা হৃদয়ের অন্তরতম গভীর প্রদেশ হইতেই বলিয়া থাকেন, তাহা প্রাণের সহিত করিয়া থাকেন। সভ্যদিগের মুখখানিই সর্ব্বস্ব। তাঁহাদের অমৃত-নিঃস্রাবিণী মুখভারতীই সার। অসভ্যেরা বিবস্ত্র; সংকীর্ণ কৌপীনে, বৃক্ষের বাকলে, ছিন্ন পত্রে কত লুকাইবে? তাহারা নিন্দনীয় কার্য্য করিয়া তাহা গোপন করিতে পারে না। সভ্যদের আপাদ মস্তক বসনাবৃত, তাঁহারা সদনুষ্ঠানের ব্যপদেশে সকল দুষ্কর্ম্মই করেন,—বিচিত্র বেশ ভূষার অভাব নাই, অনায়াসে তাহা গোপন করিতেও পারেন। মুসলমান জাতির শাসনকালে ভারতবর্ষ সুখে ছিল? কিম্বা আজ সভ্য ব্রিটিশ জাতির সুশাসনগুণে ভারতের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে? এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হইলে শাসনদণ্ডের পরিচালনায় আমাদের বাক্য স্তম্ভিত হয়; তবে পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষকে সাক্ষী মানিলে বোধ করি তিনি কাহারও উপরোধ রক্ষা করিবেন না। কত কোটি লোকের অস্থি চর্ম্ম তদীয় দশন পংক্তিতে নিষ্পিষ্ট হইতেছে, তিনি আকর্ণ বিশ্রান্ত করালগ্রাস মেলিয়া তোমাকে সমস্ত দেখাইয়া দিবেন।

ভবানন্দ মজুমদার সম্রাট-সেনানীর উপকারসাধন করিয়া যথোপযুক্ত পুরস্কৃত হইলেন। সম্রাটসদনে তদীয় আবেদন সার্থক হইল; তিনি কয়েক খানি গ্রাম এবং রাজোপাধি ও রাজচিহ্ন প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতির এমনি অদ্ভুত কার্য্যকৌশল যে, এতদ্দেশীয় নিরপরাধ পূর্ব্বতন রাজন্যবর্গ শোকবিগলিত অশ্রুধারায় আবেদনপত্র লিখিয়া স্বীয় সম্পত্তিতে অধিকারলাভ করিতে পারেন না। ভারতবর্ষের প্রাচীন

নৃপতিগণ বীরধর্ম্মানুসারে বীরমন্ত্রে দীক্ষিত; বীরত্ব এবং ন্যায় যুদ্ধেই তাঁহারা অভ্যস্ত ছিলেন। রোগজনিত মৃত্যুযন্ত্রণা কখন তাঁহারা জানিতেন না, রাজলক্ষ্মীর প্রসাদে তাঁহারা সম্মুখ সমরক্ষেত্রে বীরশয্যাতেই শয়ন করিতেন। আজ বীরমাতা ভারতভূমির ক্রোড় বীরশূন্য হইয়াছে; যাঁহাদের শিঞ্জিনী-ঘর্ষণে ভুজপাশ কর্কশ হইয়া থাকিত; বাহুর আস্ফালনে, পদের উল্লম্ফনে মেদনী দুলিয়া উঠিত, আজ সেই রণচতুর বীরপুত্রেরা দ্বারের দ্বারবান্! পেশবা হৃতসর্ব্বস্ব হইলেন, কশ্মীরেশ্বরী রাজ্যভ্রষ্ট, নির্ব্বাসিত হইলেন, লক্ষ্ণৌর অধিপতি রাজ্যচ্যুত হইলেন; ব্রিটিশ রাজনীতি একে একে সকলকে পথে আনিয়া বসাইলেন; অশ্রুর প্রবাহে গোদাবরী, কাবেরী, যমুনা, জাহ্নবী উথলিয়া উঠিল, কিন্তু এত জলাভিষেকেও ঊষরভূমির ন্যায় ব্রিটিশ জাতির হৃদয় শুষ্ক ও নীরস হইয়া থাকিল। যাঁহারা হৃদয়ের শোণিত দিয়া আবেদন লিপি রঞ্জিত করিলেন, দুঃখতরঙ্গ দৌত্যকার্য্যে ব্রতী হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবেদন আনিয়া দিল, কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতি ন্যায়পরতার মুখাপেক্ষা করিলেন না, ধর্ম্মনিষ্ঠতায় উপেক্ষা করিলেন; আত্মগৌরব সদ্বিচার ও উদাশয়তা অবনতমস্তকে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক যথাযোগ্য স্থানে গিয়া আশ্রয় লইলেন, তাঁহারা আবেদন করিয়া চিরকালের জন্য নিজস্বত্বে বঞ্চিত হইয়া থাকিলেন। ভবানন্দ ঈদৃশী রাজনীতির চক্রে পড়িলে তাঁহার সার্ব্বভৌম ব্যয় ও উপকারের ফল কেবল বর্ণমালার কতকগুলি অক্ষরে পর্য্যবসিত হইত। তিনি কেবল কতকগুলি অসার উপাধি লাভ করিয়া রিক্তহস্তে গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। যদি বড় অনুগ্রহ হইত, সভ্যতম সম্রাট হয় ত তাঁহাকে অন্তঃপুরের সার্ব্বভৌম অধীশ্বর করিয়া দিতেন। তদীয় পতিব্রতা ভার্য্যার নিকট কর গ্রহণ করিতে বলিতেন, দাসদাসীদিগকে শাসনে রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিতেন।

অন্নদামঙ্গলে দৃষ্ট হয়, যৎকালে ভবানন্দ মজুমদার জাহাঙ্গিরের প্রসাদে রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন, তখনও রামচন্দ্র সুমার্দ্দার এবং তদীয় পত্নী সীতাঠাকুরাণী (১) জীবিত ছিলেন। তাঁহারা কখন লোকান্তরিত হন, কুত্রাপি তাহার উল্লেখ নাই।

---

(১) শুনি রাম সুমার্দ্দার সীতাঠাকুরাণী।
বাহুরে শিরোপা দেন যোড়শাড়ী আনি॥
অন্নদামঙ্গল। মানসিংহ।

মজুমদার যাগযজ্ঞাদি বহুবিধ দৈবানুষ্ঠানে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, রাজভবন সুখোৎসবে পরিপূর্ণ হইল। এতদ্দেশীয় ধনাঢ্য লোকদের কস্মিন্ কালে দূরদর্শিতা নাই, এবং অমিতাচারিতা তাঁহাদের একপ্রকার কৌলিক ব্যাধির মধ্যে হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানকার কোন সমৃদ্ধ ব্যক্তি আয়ানুরূপ ব্যয় করেন না। পুরাতন রাজবংশের রীতি যথাপূর্ব্ব তথাপর,—চিরকালই একভাবে চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাবধি এই রোগ অনেক রাজকুলে সাংক্রামিক হইয়া আছে। কাহারও আয়ের প্রতি দৃষ্টি নাই, ব্যয়ের সময় সকলেই কল্পতরু। নৃপতিগণ ব্যসনাসক্ত হইয়া আমোদে বিহ্বল থাকেন; নিত্য নানা উৎসব। আজ ব্রাহ্মণ ভোজন হইতেছে, কাল তুলাদান হইতেছে। তাহার উপর নিত্যনৈমিত্তিক সায়ন্তন ক্রীড়া ত স্বতন্ত্র কথা,—কজ্জলপূরিত-অসিত-নয়না বালাব্রজের নৃত্যগীতের উদ্রণনে রাজভবনকে জাগরিত করিয়া রাখিত।

ভবানন্দ মজুমদার এইরূপ ভোগসুখে উন্মত্ত থাকিতেন, বিষয়কর্ম্মের তাদৃশ তত্ত্বাবধান লইতেন না, সুতরাং নবাব সরকারে দেয় রাজস্ব বাকি হইয়া পড়িল। জাহাঙ্গির নগরের প্রধান শাসনকর্ত্তা তৎসমীপে মুরাদনামা এক দূত প্রেরণ (২) করিলেন। দূতমুখে যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় পৌত্র গোপীরমণ রায়কে সমভিব্যাহারে লইয়া ভবানন্দ যশোহর যাত্রা করিলেন।

---

(২) অথ কতিচিদ্বৎসরানন্তরং তদ্রাজ্যকরগ্রাহকো জাহাগীর-নগরাধিকৃত-যবনো মজমুদারং নেতুং একং মুরাদ-নামানং দূতং প্রেরয়ামাস। অথ দূত-প্রমুখাদিতো বিদিতবৃত্তান্তোঽতিদূরেন জ্যেষ্ঠপুত্রস্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণ রায়স্য পুত্রেণ শ্রীগোপীরমণরায়নাম্না পৌত্রেণ সহ জাহাগীর নগরং গতঃ, তদধিকৃতযবনশ্চ কিঞ্চিৎ ছলমাশ্রিত্য মজমুদারং কারাগারে ববন্ধ। তৎপৌত্রশ্চ তদ্বন্ধন-মোচনায়ানুদিনং যততে স্ম।

অথৈকস্মিন্ দিবসে মজমুদারপৌত্রো গোপীরমণরায়ঃ স্নাতুং নদীমগমৎ। তত্র চ ঘট্টসমীপারস্থিতমেকং মহোপলং দেবতাপূজাসনাদ্যর্থং ঘট্টমানেতুং বহবঃ শূরা ব্যাপারয়ামাসুঃ, প্রস্তরস্য মহাগৌরবেণ তেষাং সর্ব্বাঃ ক্রিয়া বিফলা বভূবুঃ।

অথ তস্মিন্নেব কালে কশ্চিৎ হস্তিপকো মহোন্মত্তহস্তিনমেকং পানীয়ং পায়য়িতুং তত্রৈব নিনায় শূরাশ্চ হস্তিপকমাহুঃ। অয়ে হস্তিপক! অনেন হস্তিনা এনং মহোপলং ঘট্টে সংস্থাপয়। ভবতে বয়মাহারার্থং ভবদভিমতং দ্রব্যাদিকং দাস্যামঃ। তৎ শ্রুত্বা স হস্তিপকস্তং মহোপলং ঘট্টং নেতু তং হস্তিনং যোজয়ামাস। সচ হস্তী তং মহোপলং উদ্ধর্ত্তুং পুনঃ পুনঃ প্রেরিতকরোঽপি মহোপলস্য দৈর্ঘ্যপ্রস্থাধিক্যেন ধর্ত্তুং ন শশাক। নিষ্ফলিতপরিশ্রমো হস্তিপকোঽপি নিরাশঃ নিবৃত্তঃ স্বস্থানং গতঃ।

তথায় তিনি বাকি রাজস্বের দায়ে কারারুদ্ধ হইলেন। বৃদ্ধ পিতামহের এতাদৃশ দুর্দ্দশা দেখিয়া ব্যাকুল অন্তঃকরণে নিয়ত তাঁহার কারামোচনের উপায় ভাবিতে লাগিলেন।

মুসলমান সম্রাটের শাসনকালে প্রায় সকল ভূস্বামীই বাকি রাজস্বের দায়ে কারাবন্দী হইতেন। অদ্যাবধি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে এই কুপ্রথা প্রচলিত আছে। রাজস্ব বাকি প'ড়লে অদ্যাপি ভূস্বামিগণ কারাগারের নিভৃত নিকেতনে বসিয়া প্রজাপীড়নপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এ দেশে বাণিজ্যের অপকর্ষ হেতু শস্যাদির তাদৃশ গ্রাহক ছিল না, ভূমিরও কেহ সমধিক আদর করিত না। সে কারণ নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব সংগ্রহ করা দুষ্কর হইয়া উঠিত। এক্ষণে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভূমির কর এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, দুস্থ কৃষক রাজস্বপ্রদানে অশক্ত হইয়া থাকে; সুতরাং ভূস্বামীও রাজদ্বারে ঋণী হইয়া পড়েন। কিন্তু তজ্জন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অপদস্থ করা কদাচ বিধেয় নহে।

গোপীরমণ এতৎ সর্ব্বং দৃষ্ট্বা সর্ব্বান্ শূরান্ আহূয়াব্রবীৎ। অয়ে শূরাঃ এতস্য প্রস্তরস্য ঘট্টানয়নায় যুস্মাকং শূরাণামেতাবতা আয়াসেন কিমেত্য পশ্যত একাকিনা ময়ৈবানীয়তে। ইত্যুক্ত্বা মহোপলং লীলয়া দোর্ভ্যাং গৃহীত্বা সমুদ্ধৃত্য সর্ব্বানাহ যূয়ং কথয়ত মহোপলোয়ং কুত্র স্থাপনীয় ইতি। ততস্তৈরাদিষ্টস্থানে মহোপলং লীলয়া স্থাপয়ামাস। তদ্দৃষ্ট্বা সর্ব্বে বিস্মিতাঃ পরস্পরং তস্য বীর্য্যং প্রশংসন্তঃ স্বস্বস্থানং গতাঃ। রায়োপি কৃতাহ্নিকক্রিয়ঃ স্বস্থানং গতঃ।

ততঃ পরদিবসে পৌরা জাঁহাঙ্গীরনগরাধিকৃতযবনং বিজ্ঞাপয়ামাসুঃ প্রভো, গোপীরমণনাম্না কেনচিদ্ব্রাহ্মণেনৈকোমহোপলো বহুভিঃ শূরৈরুত্থাপয়িতুমশক্যঃ কুণ্ঠিত-মদমত্ত-মহাকবিপ্রয়াসো হেলয়া সমুত্তোল্য ঘট্টে স্থাপিতঃ, এতন্মহদাশ্চর্য্যং। এতৎ শ্রুত্বা সোহসূচবানাহ। স ব্রাহ্মণঃ কুত্র অন্বিষ্যাস্মৎসাক্ষাৎ সমানয়ত। তে চ সমন্বিষ্য রায়ং সাক্ষাৎকারয়ামাস। অধিকৃতযবনশ্চ রায়মাহ। অয়ে রায় মহোপলোভবতা সমুদ্ধৃত্য ঘট্টে স্থাপিতঃ। রায়শ্চাহ মহাজনস্য চরণৌ স্মরতা স্নানসময়েঽনায়াসেন সমুত্তোল্য ঘট্টে স্থাপিতস্তত্র প্রভূণাং মহিমৈব হেতুঃ। ততোঽধিকৃত যবনঃ পুনরাহ ভো ব্রাহ্মণ মম সমক্ষং মহোপলো ভবতা পুনরুত্তোলনীয় ইতি ময়া দ্রষ্টব্যং। রায়ঃ পুনরাহ। যথা নির্দ্দেশঃ প্রভূণাং তথা কর্ত্তব্যমেব ময়েতি।

ততো বহূন্ মল্লান্ সমাদিশ্য শকটদ্বয়ঞ্চ প্রেষ্য তং মহোপলং মহতা ব্যাপারেণ সাক্ষাৎসমানয়ামাস। অথাধিকৃতযবনোরায়মাহ ভো রায় মহোপলং সমুত্তোলয়। ততো রায়ো যথাব্যবহারমধিকৃতযবনং নমস্কৃত্য দোর্ভ্যাং তমুপলমুদ্ধৃত্য, কুত্র স্থাপনীয় ইত্যুক্ত্বা তদাদিষ্টস্থানে নিবেশয়ামাস। অধিকৃত যবনো মহাপরিতুষ্টমনসা রায়মুবাচ ভো রায় ভবতঃ শৌর্য্য-

গুরুজনবৎসল গোপীরমণ হতভাগ্য পিতামহকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারিলেন না, নিয়ত তাঁহার মুক্তিলাভের নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে ভবানন্দের অদৃষ্ট-চক্র ঘুরিয়া আসিল, পুনর্ব্বার তাঁহার সৌভাগ্য শশী মেঘমুক্ত হইয়া সেই তিমিরাচ্ছন্ন দুঃখ সর্ব্বরীর ক্রোড়ে হাসিয়া উঠিল। দৈববিপাকে ভবানন্দ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার দৈব সুপ্রসন্ন হইলেন, আবার দৈববলে ভবানন্দের মুক্তির উপায়

নাহং পরিতোষিতোঽস্মি, তদ্ভবতঃ কিং প্রার্থনং প্রকাশয়। ততো রায় আহ প্রভো মানসিংহবন্ধুতুল্যস্য ইন্দ্রপ্রস্থাধিপযবনেশ্বরদত্ত-বাগোয়ানপ্রভৃতি চতুর্দ্দশভূপ্রদেশরাজ্যাধিপস্য প্রভুচরণানুগ্রহসম্পাদিততদ্রাজ্যৈশ্বর্য্যস্য শ্রীমদ্ভবানন্দমজমুদারস্য পৌত্রোঽহং শ্রীগোপীরমণশর্ম্মা। মম পিতামহঃ প্রভুকারাগারে স্বীকৃতরাজ্যকরদত্তাবশিষ্টদানাভাবহেতুনা বদ্ধোবর্ত্ততে। তং মোচয়, এতদেব মম প্রার্থনীয়ং; অন্যেন ধনাদিনা প্রয়োজনং ন কিঞ্চিৎ।

এতৎ শ্রুত্বা পরিতুষ্টোঽধিকৃতযবনঃ কারাগারাধিকারিণমাহ অরে কারারক্ষক পাদবন্ধনলৌহবলয়ং ছিত্বা মজমুদারমানয়। ইতি শৃণ্বন্ গোপীরমণরায় আহ প্রভো তৈর্লৌহবলয়চ্ছেদনে মহান্ বিলম্বো ভবিষ্যতি। প্রভোরাজ্ঞা চেদত্র সমানীতস্য পিতামহস্য চরণবন্ধনলৌহবলয়োময়া হস্তেনৈব ছেদনীয় ইতি শ্রুত্বাধিকৃতযবনস্তথাজ্ঞাপয়ামাস। অথ লৌহবলয়াবদ্ধচরণো মজমুদারোঽধিকৃতযবনাধিপসমক্ষমাগতঃ। অনন্তরমধিকৃতযবনাজ্ঞয়া তস্য পাদবন্ধনলৌহবলয়ং করব্যাপারেণ গোপীরমণোবভঞ্জ। দৃষ্ট্বা সর্ব্বে বিস্মিতা বভূবুঃ। অধিকৃতযবনশ্চ মজমুদারং গোপীরমণঞ্চ প্রসাদাদিনা পরিতোষ্য স্বদেশং প্রস্থাপয়ামাস। তৌ চ স্বালয়মাগত্য বহুবিধান্ যজ্ঞান্ ইষ্টাপূর্ত্তাদীনি কর্ম্মাণি চ সম্পাদয়ামাসতুঃ। মজমুদারস্য চ ত্রয়ঃ পুত্রাঃ শ্রীকৃষ্ণরায় গোপালরায়গোবিন্দরামরায়নামানঃ সুপ্রসিদ্ধা বর্ত্তন্তে স্ম।

মজুমদারপুত্রেভ্যঃ স্বীয়রাজ্যং বিভজ্য দাতুং পুত্রানুবাচ ময়া বিভক্তং রাজ্যং সমাংশেন যূয়ং গৃহ্ণীত। ইতি শ্রুত্বা জ্যেষ্ঠঃ শ্রীকৃষ্ণরায় আহ রাজ্যস্য বিভাগো ন ভবতি; জ্যেষ্ঠস্যৈব সকলং রাজ্যমিতি রীতিঃ প্রসিদ্ধৈব। ইত্যাকর্ণ্য মজমুদারঃ সকোপমাহ ভবান্ কৃতী বিদ্বাংশ্চ অন্যত্ররাজ্যং কথং ন করোষি। ইতি শ্রুত্বা শ্রীকৃষ্ণঃ পুনরাহ গুরূণাং যুষ্মাকং চরণপ্রসাদশ্চেৎ কিমিদং বিচিত্রং? ইত্যুক্ত্বা পিতরং প্রণম্য তেনানুজ্ঞাতঃ শীঘ্রমেব ইন্দ্রপ্রস্থং জগাম। গত্বা চ তত্র মহতা প্রয়াসেন তদধিপযবনেশ্বরেণ সহ সাক্ষাৎ চকার স্বাভিলষিতঞ্চ নিবেদয়ামাস। পরিতুষ্টো যবনাধিপঃ গোষদহেতি প্রসিদ্ধভূভাগস্য উখড়েতিভূভাগস্য রাজ্যস্যাজ্ঞাং চকার। প্রাপ্তরাজ্যশ্চ কিয়তা কালেন স্বগৃহমাগত্য কৃতাভিবন্দনাদিক্রিয়োমজমুদারং সমস্তং নিবেদয়ামাস। মজমুদারশ্চ সর্ব্বং শ্রুত্বা তং বহু প্রশশংস, এবং বিংশতিবর্ষং সুশাসিতরাজ্যস্য মজমুদারস্য প্রাপ্তপরলোকস্য শ্রীকৃষ্ণঃ স্বার্জ্জিতরাজ্যং তদিতরৌ ভ্রাতরৌ চ বিভজ্য প্রাপ্তং পৈতৃকং রাজ্যং শশাসুঃ।

ইতি ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

হইয়া উঠিল। একদা গোপীরমণ স্নানার্থ নদীকূলে গিয়া দেখিলেন,—অনেকগুলি পরাক্রান্ত ব্যক্তি একটী বৃহদাকার প্রস্তর লইয়া টানাটানি করিতেছেন। প্রস্তরখানি ঘাটে আনিয়া তদুপরি স্নানাহ্নিক করিবেন। সে কারণ সকলে মিলিয়া তাহাকে তুলিয়া আনিতে যত্ন করিতেছিলেন, কিন্তু কেহই সফলমনোরথ হইতে পারিলেন না। উপলখণ্ডখানি দুর্জ্জয় কৈলাসভূধরের ন্যায় বসিয়া গিয়াছে, তিলার্দ্ধ স্থানও বিচলিত হইল না। ইত্যবসরে একটী মদমত্ত গজেন্দ্র সোঁত সোঁত শুণ্ডতাড়নায় রেণুরাশি উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে সপ্ সপ্ পুচ্ছব্যজনে মক্ষিকা উড়াইতে উড়াইতে বিপুল বলগর্ব্বে দুলিতে দুলিতে নদীতটে আসিয়া উপনীত হইল। হস্তিপক তাহাকে জলপান করাইতে আনিয়াছিল। যুবকেরা ভগ্নোদ্যম হইয়া ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিতেছিলেন, দ্বিতীয় ঐরাবত সদৃশ মদকট করীন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহাদের হতাশ্বাস চিত্তে আশার সঞ্চার হইল। তাঁহারা মাহুতকে বলিলেন,—"তুমি হস্তীর দ্বারা এই প্রস্তরখানি ঘাটে বসাইয়া দাও, আমরা তোমাকে যথাভিলষিত খাদ্য দ্রব্য দিয়া পরিতুষ্ট করিব।" মাহুত পুরস্কারের লোভে আশ্বস্ত হইয়া হস্তীকে হুলাইয়া দিল; কিন্তু উপলখণ্ড অতীব বৃহদাকার, করিবর তুলিবে কি?—শুঁড় দিয়া তাহাকে ধরিতেও পারিল না। হস্তী নিরস্ত হইল। কিন্তু তৎকালে বঙ্গভূমি এমন ছিল না, তখন বঙ্গমাতার ক্রোড়ে ছায়াবাজির পুতুল নাচিয়া বেড়াইত না। তখনকার বঙ্গভূমি বীরপ্রসূ, বীরগর্ভধারিণী ছিলেন; তখন বঙ্গমহিলারা ষষ্ঠীদেবীর নিকট বীরপুত্রের কামনা করিতেন। মহামল্ল গোপীরমণ কটাক্ষে যাবতীয় ব্যাপার দেখিলেন; বীর স্পর্দ্ধা তদীয় শালপ্রাংশু ভুজশাখাকে দোলাইয়া দিল, বীরাস্ফালন তদীয় বক্ষঃস্থলকে দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপাইয়া তুলিল, তিনি নিমেষাবসরে বিপুল উপলখণ্ডকে তৃণবৎ তুলিয়া ঘাটে আনিয়া রাখিলেন। দর্শকগণের চক্ষে যেন ইন্দ্রজালের কুহক লাগিল, সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া স্তিমিত নয়নে চাহিয়া থাকিলেন।

আজ তবে বঙ্গমাতার এ দুর্দ্দশা কেন? তবে কেন বঙ্গবাসির দেহ বিধাতার কারুকার্য্যের অন্তর্দ্দেশ খুলিয়া দেখাইতেছে? কি কারণে বঙ্গবাসির অস্থিপঞ্জর বাহির হইয়া পড়িল? তুমি শুনিয়াছ, গ্রীষ্মপ্রধান স্থানের লোক বলিষ্ঠ হয় না; রৌদ্রের প্রাখর্য্যে দৈহিক পৈশীসূত্র নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, সে কারণ শারীরিক বলাধান হইতে পায় না। এই বাক্যের অযৌ-

ক্তিকথা প্রতিপাদনার্থ আমি পাঠকের সমীপে কালান্তক যমসদৃশ একটী হাফ্‌সী মল্লকে আনিয়া দিতেছি; জিজ্ঞাসা কর,—কোন্ গুণে সূর্য্যকিরণ আর প্রজ্বলিত হুতাশন তাহাদের জন্মভূমিতে বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া পরিচিত হয়? রবিরশ্মি,—তির্য্যগ্‌গামী; স্ফুরদ্বহ্নিশিখা,—ঊর্দ্ধসারিণী; কেমন—এ ভিন্ন কি তেজঃপ্রখরতায় অন্য কোন পার্থক্য দেখাইতে পার? পাঠক! নাড়ীমণ্ডলের উভয় পার্শ্বে সূর্য্যদেব জ্বলদগ্নি স্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করিতেছে। তবে কি কারণে হাফ্‌সী জাতি রণ-দুর্ম্মদ অসুরাবতার? তাহারা ব্যায়াম নিরত, প্রত্যহই যথা নিয়মে কুস্তি করে; তাহারা মাংসাশী, মৃগয়ালব্ধ পশুমাংসে জীবন ধারণ করে।

চিন্তা মনোবৃত্তি বিকাশের এবং ব্যায়াম দৈহিক বলবীর্য্যের প্রধান সাধন। বঙ্গদেশের সৌখীন ভদ্র লোকদের সঙ্গে শ্রমোপজীবী কৃষকদিগের তুলনা কর, কত পার্থক্য দৃষ্ট হইবে। ভদ্রলোকের দেহ যেন চক্‌চকে চিক্কণ চীনের পুতুলটী, বায়ুর অগ্রে উড়িয়া যায়; ফুলের হার গায় পড়িলে ভদ্র লোকেরা ইন্দুমতীর মত মূর্চ্ছাপন্ন হন। কিন্তু কৃষকদিগের শরীর দেখ, পেশীমণ্ডল কত দৃঢ়, দেহ কত বলিষ্ঠ। তাহারা যদ্যপি পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিতে পাইত, তবে এক এক জন ভীমসদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিত। আমি বঙ্গদেশের অনেক স্থানে দেখিয়াছি, যে যে গ্রামের লোক নিত্য নিয়মিতরূপে ব্যায়ামাদি করিয়া থাকে এবং বলকর দ্রব্য ভোজন করিতে পায়, তাহারা দ্বিতীয় রাধানাথ গোয়ালা এবং রামদাস বাবু হইয়া উঠে। মানভূম জেলার এক জন মহামল্ল শুঁড় ধরিয়া হস্তীকে বদ্ধ করিয়া রাখিতেন, মাহুত তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাঘাতেও হাতীকে চালাইতে পারে নাই, ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। একদা তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ-নিপীড়নে একটী টাকা অবলীলাক্রমে বক্র করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বীরভূম জেলায় ম্যালেরিয়ার অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, তথাপি সেখানে নীচজাতির মধ্যে অদ্যাপি অনেক বীরপুরুষ আছে। সাধন ব্যতীত কোন কার্য্যসিদ্ধি হয় না। ব্যায়াম এবং সুপথ্যই দৈহিক বলাধানের প্রধান সাধন। আমাদের নবযুবকেরা এক্ষণে মনোবৃত্তি-বিকাশে যত্নবান্ হইয়াছেন, শরীর রক্ষার প্রতি তাদৃশ মনোযোগ নাই। শরীরপালনের প্রতি মনোনিবেশ না করিলে; ক্রমশঃ তাঁহারা নিস্তেজ ও অল্পায়ু হইয়া পড়িবেন, কোন বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনা করিবারও ক্ষমতা থাকিবে না। মল্লদিগের মত তাঁহারা নানাবিধ কসরত না শিখুন, কিন্তু প্রত্যহ ঊষাকালে

গাত্রোত্থান করিয়া কিয়ৎকাল মুদ্গর ভাঁজা নিতান্ত আবশ্যক। ব্যায়ামের পর ক্লান্তি বিদূরিত হইলে চণক, দুগ্ধ ও ঘৃত সেবন করা বিধেয়।

গোপীরমণের কি অলৌকিক বিক্রম দেখুন; মদমত্ত হস্তী যে প্রস্তর নাড়িতে পারিল না, তিনি অনায়াসে তাহা তুলিয়া আনিলেন। পর দিবস নবাব পৌরজন মুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া গোপীরমণকে অন্বেষণ করিতে আদেশ দিলেন। গোপীরমণও নবাবের সাক্ষাৎকার লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তিনি সত্বর যবনাধিপতির সমীপে উপনীত হইলেন। কিন্তু তদীয় বিস্তৃত বক্ষস্থল, মাংসল অংসদ্বয় এবং স্থূল বাহুযুগল দেখিয়া মনের ক্ষোভ তৃপ্তি হইল না। নবাব অনেকগুলি মল্লকে ডাকাইয়া দুইখানি শকট-যোগে এক খণ্ড প্রস্তর সম্মুখে আনাইলেন। গোপীরমণ উপস্থিত। নবাবের আদেশানুসারে তিনি বৃহদাকার প্রস্তরখানি তৃণবৎ লঘু জ্ঞান করিয়া যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উঠাইয়া রাখিলেন।

এতাদৃশ বীরত্ব উপন্যাসেই দৃষ্ট হয়, নবাব চমকিত হইয়া বলিলেন,—"এখন তোমার প্রার্থনা কি বল; অবশ্য তাহার পূরণ করিব।" গোপীরমণ উত্তর করিলেন,—প্রভু! আমি মানসিংহ-সুহৃদ-ভবানন্দ মজুমদারের পৌত্র। আমার নাম গোপীরমণ। পিতামহ দিল্লীর প্রদত্ত বাগোযান প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভূপ্রদেশের আধিপত্য লাভ করিয়া এখন প্রভুর চরণানুগ্রহে ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি নিরূপিত রাজস্বের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকায় তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন। আমি অন্য কোন ধনের আকিঞ্চন রাখি না; বৃদ্ধ পিতামহকে মুক্তি দিউন, এই আমার প্রার্থনা।" এতৎ শ্রবণে নবাব ভবানন্দের চরণ-বন্ধন-লৌহবলয় ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে মুক্তি দিতে অনুমতি করিলেন। গোপীরমণ বলিলেন,—"প্রভু! কারারক্ষককে আদেশ করুন, আমি আপনার সমক্ষে হস্ত দ্বারা লৌহবলয় ছিঁড়িয়া ফেলিব, অন্যথা তচ্ছেদনে বিস্তর বিলম্ব হইবে।" নবাব কৌতুক দেখিবার মানসে সেই খানেই ভবানন্দকে আনাইলেন। গোপীরমণ অমিতভুজবলে কার্পাস সূত্রবৎ লৌহশৃঙ্খল অক্লেশে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এতাদৃশ অনন্যসাধারণ বলবিক্রম দেখিয়া দর্শকগণ বিস্মিত হইলেন; নবাবও বহু সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে স্বস্থানে প্রেরণ করিলেন।

মজুমদার গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দৈব ও পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা ঐহিক ও পার

লৌকিক হিত চিন্তা করিতে লাগিলেন। পূর্ত্তকার্য্য দ্বারা পৌরজনের মহোপকার সাধিত হয়, এটী আমাদের অভিনব শিক্ষা নহে। প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রে ইহার ভূরি উপদেশ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজন্যবর্গ রাজ্যের উন্নতি সাধনার্থ কূপপুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করাইতেন; প্রশস্ত পথ নির্ম্মাণ করাইতেন, পথের দুই পার্শ্বে বৃহৎ তরুরাজি রোপণ করাইতেন। স্থানে স্থানে পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত হইত। এক্ষণকার ভূস্বামিগণ প্রজাপীড়ন করাই পরম ধর্ম্ম জানিয়াছেন, নিষ্পিড়িত প্রজার অর্থ রাশির দ্বারা ধনাগার পূর্ণ করিতে শিখিয়াছেন, কিন্তু পূর্ব্বে ঈদৃশ নিষ্ঠুর আচরণ প্রচলিত ছিল না। প্রাচীন ভূস্বামিগণ এতাদৃশ অর্থগৃধ্নু ছিলেন না; তাঁহারা প্রজাবৎসল,—পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে জানিতেন।

মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ভবানন্দ মজুমদার পুত্রদিগকে ডাকাইয়া সমান অংশে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ রায় এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সমগ্র রাজ্যভার লাভ করিয়া থাকেন, কনিষ্ঠেরা কেবল ভরণপোষণোপযোগী তদ্বার অধিকারিমাত্র।

যাবৎ অবস্থার সমীকরণ সাধিত না হইবে, তৎকাল পর্য্যন্ত এই প্রথা সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়া বিবেচিত হয়। একটী সম্পত্তি ক্রমশঃ বংশপরম্পরায় বিভক্ত হইয়া আসিলে অচিরাৎ বিষয়ের হানি হয়, কাহার বিপুল মূল ধন সঞ্চিত হইতে পায় না। এক ব্যক্তির বাৎসরিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয় থাকিলেও অধস্তন চারি পাঁচ পুরুষে সেই অতুল বিভব সামান্য লাভে আসিয়া পরিণত হয়। পঞ্চম পুরুষে একটী সম্পত্তি পঁচিশ অংশে বিভক্ত হইতে পারে, তখন বিষয়ের থাকে কি? সে কারণ, অচিরাৎ ধনবান্ বংশ বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমাদের বর্ত্তমান দায়ভাগ পদ্ধতি সমাজের এ অবস্থার উপযোগিনী নহে। এক সম্পত্তি সমান অংশে বিভক্ত করা সমীকরণ বিধির অনুকারী; কিন্তু সে ব্যবস্থা এক ব্যক্তিকে কিম্বা একটী গৃহস্থকে লইয়া নয়, সমগ্র দেশ লইয়া; যে দিন দেশশুদ্ধ লোক পরস্পরের সহানুভূতি করিবে এবং স্ব স্ব উপার্জ্জিত ধন বণ্টন করিয়া লইবে, সেই দিন ইহার উপকারিতা প্রতিপন্ন হইবে। অন্যথা ইহার ফল সুখকর নহে।

ভবানন্দ মজুমদার-পুত্রের প্রতি কোপান্বিত হইয়া বলিলেন,—"তুমি কৃতী ও বিদ্বান্, যত্ন করিলে অনায়াসেই নূতন রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া লইতে

পারিবে; তবে কি কারণে ভ্রাতৃগণকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ? চতুর শ্রীকৃষ্ণ রায় ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"পিতঃ! আপনার চরণ-প্রসাদে ইহা আমার পক্ষে বিচিত্র নহে। ভাল যাহাতে আমি অন্য ভূসম্পত্তি শীঘ্র লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইব।" এই বলিয়া তিনি পিতার চরণবন্দনান্তর ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। তথায় বহুপ্রয়াসে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া উখড়া এবং ঘোষদহ ভূভাগের অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণরায় গৃহে প্রত্যাগত হইয়া জনককে যাবতীয় বৃত্তান্ত বিদিত করিলে তাঁহার আনন্দের পরিসীমা থাকিল না।

এইরূপে বিংশতি বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া মজুমদার পরলোক গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ রায় এবং তদীয় কনিষ্ঠগণ স্ব স্ব অধিকারে পরম সুখে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

সাধিলেই সিদ্ধি।

নটবরের প্রবেশ।

নট। "বিধাতা কি প্রভুর হৃদয়ে দয়া দেন নাই? তাহার মনকে কি অঙ্গহীন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন? রূপ যে কি পদার্থ অন্ধ তাহা জানিতে পারে না, বধির শব্দস্বরূপ বুঝিতে পারে না, দয়া যে কেমন পদার্থ, দুরাত্মারা তাহা জানে না। দুরাত্মার হৃদয়ে যদি দয়া থাকিত, তাহা হইলে এই সঙ্কটসময়ে এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যময় ভীষণ স্থানে কখন আমাকে পাঠাইত না! একে এই ঘোর অমাবস্যার রাত্রি, তাহাতে আবার গগনতল নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন। যে দিকে চাই, কেবল অন্ধকার-রাশি। চক্ষুর উজ্জ্বল তারা যেন অন্ধকারে লিপ্ত হইয়াছে, জ্যোতি যেন বিলুপ্ত হইয়াছে, দর্শনশক্তি গ্রস্ত হইয়াছে। আমি অনেক অন্ধকার দেখিয়াছি, কিন্তু জন্মাবচ্ছিন্নে কখন অন্ধকারের এরূপ ভীষণভাব দর্শন করি নাই। বোধ হয় যেন বিধাতা অন্ধকার উপকরণ দিয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং তাহার উপরে অন্ধকারের লেপ দিয়া অন্ধকার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন"।

এই ঘোর নিশীথ সময়, কোন দিকে কিছু লক্ষ্য নাহি হয়
নাহি সাড়া শব্দ জগৎ নিস্তব্ধ বোধ হয় যেন।
বিশ্ব হয়েছে প্রাণহীন।

আর সে পবন না করে নিস্বন শখিগণ যেন ভুলিয়া কম্পন
নিজ নিজ গায়ে হয়েছে বিলীন।
পাখিরা সকলে লয়ে নিজ দলে ভুলিয়াছে যেন চলাচল পাঠ।
না করে কূজন কুলায়ে মগন গলদেশে যেন এটেছে কপাট॥
নাহি গতাগতি পশুর সংহতি কে কোথায় আজ করেছে প্রয়াণ।
মানবসমাজ আমা বিনা আজ সকলেই দেখি হারায়েছে প্রাণ॥

এ কি সেই সৃষ্টির প্রাক্‌কাল! সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি করিবার পূর্ব্বে যে অনন্ত অগাধ সূচিভেদ্য অন্ধকার দর্শন করিয়াছিলেন, এ কি সেই অন্ধকার? অথবা প্রলয়কাল উপস্থিত? এই আবার মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল! আমি কি পাপ করিয়াছিলাম, বলিতে পারি না। বরুণদেব কি আমার অধীনতা-স্বীকাররূপ মহাপাপের দণ্ডবিধানার্থ যুগপৎ জলের সকল ভাণ্ডারের চাবি খুলিয়া দিলেন? তিনি কি আমার অপরাধের নিমিত্ত জগৎ রসাতলে দিতে বসিলেন? এই দুর্দ্ধর্ষ সময়ে দুরাত্মা অম্লান বদনে বলিল "তুমি যাও আমার পুত্রকে আনয়ন কর।" যাহার শরীরে দয়ার লেশ আছে, সে কখন মানুষকে এমন ক্লেশ দিতে পারে না; তাহার মুখ হইতে কখন এমন নিষ্ঠুর আজ্ঞা নির্গত হয় না। আমাকে এই রাত্রিতে এই দুর্গম অরণ্য ও একটী প্রান্তর পার হইয়া যাইতে হইবে। পদে পদে বিপত্তিশঙ্কা, পদে পদে প্রাণনাশের আশঙ্কা। ব্যাঘ্রে অনায়াসে বিশালদংষ্ট্রামুষলের আঘাতে আমাকে কবন্ধ সাজাইতে পারে; ভল্লুকে খরনখরপ্রহারে হিরণ্যকশিপুর দশা ঘটাইতে পারে এবং মহিষে শৃঙ্গদ্বারা পৃষ্ঠে তুলিয়া যমরাজের পদ দান করিতে পারে। তাহার পর প্রান্তরের ঠাঙ্গাড়িয়ারা আছে। তাহারা এক একজন এক এক যমদূত, এক পাবড়ার আঘাতে সূর্য্য সারথি করিয়া তুলিতে পারে। হা বিধাতঃ—

নেপথ্যে। কে হে তুমি? এই কালরাত্রিতে কালমুখপ্রবিষ্টের ন্যায় আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া এত খেদ করিতেছ? তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া আমার দুঃখ দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। বোধ হইতেছে, তুমি এই হতভাগার ন্যায় পরাধীন। পরাধীন না হইলে কেন তুমি প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া এই নিদারুণ রজনীতে এই যমালয় সদৃশ স্থানে আসিবে। তুমি কি শুন নাইঃ—

চাকরে কুকুরে ভেদ নাই এই স্থির।
তু বলে ডাকিলে হবে অমনি হাজির॥

যেখানে রবেন প্রভু যাবে সেইখানে।
লাঙ্গুল নাড়িবে রবে চেয়ে মুখপানে॥
করিবার তরে প্রভু-হৃদয়রঞ্জন।
করিবে কত বা ভঙ্গী কত বা কুর্দ্দন॥
ধূলায় লুটিবে কভু উঠিবে তখনি।
ইঙ্গিত করিলে প্রভু দৌড়িবে অমনি॥
শুইতে বলিলে শোবে হয়ে উর্দ্ধপদ।
পার হতে বল পার হবে নদী নদ॥
ক্ষণকাল নাহি চিন্তে আপন বিপদ।
প্রভুর সম্পদে ভাবে আপন সম্পদ॥
প্রভুর সন্তোষে হয় তাহার সন্তোষ।
প্রভুর আক্রোশে তার বাড়য়ে আক্রোশ॥
নাহি তার নিজ তেজ নিজ মান জ্ঞান।
পরের মানেরে কভু না করে সম্মান॥
নাহি তার কার্য্যাকার্য্য হিতাহিত বোধ।
ধর্ম্মের নীতির নাহি করে উপরোধ॥
গর্ভিণী হংসীরে বল করিতে আক্রম।
তখনি যাইবে করে মহৎ বিক্রম॥
"কেমনে বধিব আমি গর্ভিণী পরাণ।"
কভু না তাহার মনে হইবে এ জ্ঞান॥
কভু না বাধিবে তারে করুণার লেশ।
অণুমাত্র নাহি হবে মনে তার ক্লেশ॥
ধর্ম্ম তার প্রভুআজ্ঞা প্রভুর বচন।
নীতি তার প্রভুকার্য্য প্রভু-আচরণ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি বুঝে সদা অনুগত।
প্রভুর সাধিতে কাজ হয় দৃঢ়ব্রত॥
পাপ বল পুণ্য বল সকলই প্রভু।
প্রভু আজ্ঞা অবহেলা নাহি করে কভু॥

নট। আমি কি তাহা জানি না? জানি। কিন্তু আমি বলি, আমরা যেন পেটের দায়ে চাকুরী স্বীকার করিয়াছি, দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছি,

কুক্কুরবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি; কিন্তু আমাদের কি জীবন নাই? আমরা জড় পদার্থ? আমাদের কি সুখ দুঃখ-জ্ঞান নাই? আমাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিবার কি কালাকাল বিচার নাই? কার্য্য সাধন করিতে গিয়া আমরা প্রাণে বঞ্চিত হইব, কি জীবিত থাকিব, প্রভু হইলে কি সে বিবেচনা করিতে হয় না? প্রভু হইলে কি দয়ামায়াহীন হইতে হয়?

ব্রজসুন্দরের প্রবেশ।

ব্রজ। ভাই! তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি, আগে তোমায় আমায় বন্ধুতা পাতাইয়া লই। তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা; তুমিও চাকর আমিও চাকর; তুমিও যেমন মনীবের হাতে পড়েছ, আমিও তেমনি মনীবের হাতে পড়েছি। আমারও মনীব দয়াবিষয়ে মরুভূমি। দয়া অনন্ত অমর প্রস্রবণস্বরূপ। ইহা হইতে শত শত অমৃতধারা- নির্গত হয়। ঐ অমৃতস্পর্শে ত্রিলোক সুশীতল সুস্নিগ্ধ ও সজীব হইয়া আছে। কিন্তু সর্ব্বস্থলে সেই অমৃতবর্ষণ হয় না। সকল গাছে কি সুমিষ্ট ফল ফলিয়া থাকে? বিষের গাছ কি জগতে নাই? অনেক প্রভুর হৃদয় দয়ার প্রস্রবণ নয়, তাহাতে দিবানিশি দাউ দাউ করিয়া কেবল দাবানল জ্বলিতেছে। এই দেখ আমার দশা! আমি করাল কালসর্পের গ্রাসে পতিত হইতে হইতে রক্ষা পাইয়াছি। বিধাতা আরো যে কি কপালে—

যবনিকা উত্তোলন করিয়া বিশৃঙ্খল বেশে বেগে বীরবরের প্রবেশ।

বীর। রে পাপিষ্ঠ নরাধম কাপুরুষ! তোরা পুরুষ? না, মেয়ে মানুষ? আমার সমুখে প্রভুর নিন্দা! যার অর্থে প্রতিপালিত হইতেছ, খাইয়া পরিয়া মানুষ হইতেছ, জীবন ধারণ করিতেছ, তাহারই নিন্দা? কেবল নিজের খাওয়া পরা নয়, স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করাও আছে। প্রভুর? না, তোমাদের? কাহার দোষ? প্রভু যদি মন্দ হন, নিষ্ঠুর হন, তোমরা তাঁহার নিকটে যাও কেন? যদি বল পেট চলে না, আমি বলি পেট চলিবার অনেক উপায় আছে।

পৃথিবী হয়েছে বন্ধ্যা ইহাতে কি আর।
জনমে না শস্যরাশি দেখিতে সুন্দর?
হয় না তাতে কি বল উদরপূরণ?
করে না জলদমালা বারি বরিষণ?

চক্ষু উন্মীলিয়া দেখ পৃথিবী ভিতর।
নদী আদি জলপথ আছে বহুতর॥
তারা কি বহিতে নারে বাণিজ্যের তরী?
তবে কেন যাও বল করিতে চাকরী?
নাই কি শিল্পের দ্রব্য করিতে বয়ন।
কারিকরী করিবারে বিচিত্র গঠন?
তবে কেন যাও বল করিতে গোলামী?
কেন বা হতেছ পাপী নিন্দি নিজ স্বামী?

ধরণীধরের প্রবেশ।

ধর। কে হে ও? বীরবর? আচ্ছা কথা বলেছ ভাই। বেটারা কি নচ্ছার! কি নিমক হারাম! যার খায় তারি নিন্দা করে। ইহাদের তুল্য অকৃতজ্ঞ ত দেখিতে পাই না। বেটারা বলতেছিল, চাকরে আর কুকুরে সমান। এ বেটারা ত কুকুরের অপেক্ষা অধম। কুকুর ত বাপের ঠাকুর। তারা ত অকৃতজ্ঞ নয়। তাদের প্রভুভক্তি অতি প্রবল। সেই ভক্তি সদা এক মুখে বহিতে থাকে। কিন্তু এদের যেমন ভক্তি! তেমনি সাধুতা! তেমনি কৃতজ্ঞতা! যখন প্রভুর নিকটে থাকে, তখন সহস্রমুখে ভক্তিধারা বর্ষণ করে, কেবল যে প্রভুর মন আর্দ্র হয় এমন নয়, যাহারা এদের কথা শুনে তাদেরও মন মুগ্ধ হয়। তখন ইহাদিগকে ভক্তির হ্রদ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাহিরে আসিলেই যেন বিষের হ্রদ। যে নরক আছে, আমি দেখ্‌ছি, তাতেও এদের স্থান হবে না। ব্যাসদেবকে এদের নিমিত্ত একটী নূতন নরক নির্ম্মাণ করতে হবে। প্রভুর দলে নিষ্ঠুর নাই আমি এ কথা বলি না। একজন কবি বলেনঃ—

সৌজন্যাম্বুমরুস্থলী সুচরিতালেখ্যদ্যুভিত্তির্গুণ
জ্যোৎস্নাকৃষ্ণচতুর্দ্দশী সরলতাযোগে শ্বপুচ্ছচ্ছটা॥
যৈরেষাপি দুরাশয়া কলিযুগে রাজাবলী সেবিতা
তেষাং শূলিনি ভক্তিমাত্রসুলভে সেবা কিয়ৎ কৌশলং।

সৌজন্যজলের যারা হয় মরুস্থল।
সুচরিতচিত্রকার্য্যে গগনমণ্ডল॥
যাহাদের সরলতা শ্বপুচ্ছসদৃশী।
গুণরূপ জ্যোৎস্নার কৃষ্ণচতুর্দ্দশী॥

এতাদৃশ দুরাশয় যতেক রাজন্।
যাহারা তাদের করে নিয়ত সেবন ॥
তাহাদের কিবা কষ্ট শূলি আরাধনে।
ভক্তিমাত্রে পা(ও)য়া যায় যে পরম ধনে ॥

সেব্য নিষ্ঠুর হউন আর দয়ালু হউন, সেবক তাঁহার নিকটে যায় কেন? যদি গেল, তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইল, তাহার পর এইরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ কি উচিত হয়? সেব্যের অর্থ সেবকের নিজ শরীর ও তাহার স্ত্রীপুত্রাদির শরীরের প্রতি মাংসখণ্ডে প্রতি শোণিতবিন্দুতে ও মস্তিষ্কের প্রতি অংশে যে ঋণ বিদ্ধ করিয়া দেয়, সেবকের কৃত কার্য্য দ্বারা তাহার কি উদ্ধার হয়? সেবকেরা ত প্রায় চোর জুয়াচোর বদমায়েস ও ডাকাইত হয়। নীচকর্ম্মা কর্ম্মচারি অবধি উচ্চকর্ম্মা কর্ম্মচারি পর্য্যন্ত দেখ, সর্ব্বপ্রকার সেবকেরই ইহার একটী না একটী দোষ আছে। আপনারা সুখে থাকিব, গতর বাঁচাইব, দুপয়সা উপার্জ্জন করিব, এই অভিপ্রায়েই প্রায় লোকে চাকরী করিতে যায়। খানসামা তোষাখানায় শয়ন করিয়া আছে, ডাকিয়া ডাকিয়া মনীবের মাথার ঝিকুড় নড়িয়া গেল; বহুক্ষণের পর খানসামা ব্যস্তভাবে উত্তর দিল, যেন কাজে কত ব্যস্ত ছিল! কেমন বীরবল! ইহাতেই কি সেবকের পরিচয় হইতেছে না? প্রথমতঃ ভৃত্য সময় চুরী করিল। সে যে সময়ে মনীবের যে কাজ করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিল, সে সময়ে সে সে কাজ করিল না। সময় চুরী করা হইল, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হইল এবং অন্য কার্জে ব্যস্ত ছিল বলিয়া প্রতারণা করা হইল। ইহার অপেক্ষা ভৃত্যের অনেক গুরুতর অপরাধ আছে। ধনের পাখা নাই উড়িতে পারে না, পা নাই চলিতে পারে না, কিন্তু অনেক প্রভুর ধন প্রভুর অজ্ঞাতসারে ভৃত্যের গৃহে উপনীত হয়। অনেক প্রভু জীবিতদশায় ভৃত্যের দ্বারা পা টিপিয়া লন; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর সেই ভৃত্য আবার তাঁহার খট্টায় শয়ন করিয়া তাঁহারই স্ত্রীর দ্বারা আপনার পা টিপাইয়া তাহার পরিশোধ লইয়া থাকে। যাহাদিগের মনস্বিতা তেজস্বিতা ও স্বাধীনতারসজ্ঞান এবং শ্রমশক্তি আছে তাহারা কি কখন গোলামী করিতে যায়? অলস অকর্ম্মা অপদার্থেরাই পরের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়। যেরূপ সুখসচ্ছন্দে প্রভুগৃহে কাল কাটাইবে ভাবে, তাহার কিছু ব্যতিক্রম হইলেই অধমেরা মহা তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে থাকে এবং প্রভুর তিল-প্রমাণ দোষ পাইলে তাল প্রমাণ করিয়া বর্ণন করে।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, আপনাদের যে শত সহস্র তাল প্রমাণ দোষ আছে, তাহা ভ্রমেও দেখিতে পায় না, একবারও তাহার গণনা করে না। একজন কবি সেবকের কেমন বর্ণন করিয়াছেনঃ—

প্রণমত্যুন্নতিহেতোর্জীবনহেতোর্বিমুঞ্চতি প্রাণান্।
দুঃখীয়তি সুখহেতোঃ কোমূঢ়ঃ সেবকাদন্যঃ॥

মনে মর্ম্মে আছে হব ক্রমশঃ উন্নত।
প্রভুর নিকটে তাই হয় অবনত॥
জীবনরক্ষার হবে উপায়বিধান।
তাই ভেবে প্রভুকাজে ত্যজে নিজ প্রাণ।
সুখী হব ভেবে হয় দুঃখে ম্রিয়মাণ।
কেবা আছে বল মূঢ় সেবকসমান॥

এরূপ ভৃত্যই বা কয় জন আছে? অধিকাংশেরই কেবল প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা। ভাই বল্‌বো কি, বলতে দুঃখ হয় ক্ষোভ হয় রাগও হয়। আমি এই বাদ্‌লাবেলা দিব্য গরম বিছানায় গরম হয়ে শুয়েছিলাম। গিন্নীর মুখে কত কৌতুকের গল্প শুন্‌তেছিলাম। তাঁর মকরের মুখে তিনি এইমাত্র শুনে এলেন, রামী বামনীর ছাগলীর পেটে একটা মানুষ হয়েছে। একটা হরিণী একটা বাঘের ছানা প্রসব করেছে! এ সকল কথা মিছা বলিয়া বুঝাইবার অনেক চেষ্টা পাইলাম, কিন্তু কোনক্রমে বুঝিল না। তাই মনে মনে ভাবতেছিলাম, কি চমৎকার বিশ্বাস! কার্য্যকারণভাব বিবেচনা করবার ক্ষমতা না থাক্‌লে এ প্রকার বিশ্বাস হওয়া আশ্চর্য্যের নয়। স্ত্রীলোকের মনের এইরূপ অবস্থা থাকাতে সমাজের বড় অনিষ্ট ঘটিতেছে। এই ভাবতেছি, এমন সময়ে এই নচ্ছার বেটাদের প্রভুনিন্দা আমার কর্ণে যেন বিষ ঢালিয়া দিল। সেই বিষ শিরায় শিরায় প্রবেশ করিয়া আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। আমি আর স্থির থাক্‌তে পারলাম না, তাই এসেছি, চল এখান হইতে যাই, এ নিন্দক বেটাদের মুখ দেখে কাজ নাই।

বীর। ইহারা যে নিন্দা করবে তাহা আশ্চর্য্যের নয়। পরাধীন হইলে মনোবৃত্তি ধর্ম্মসকল নীচ হইয়া যায়। সুতরাং নীচপ্রবৃত্তি নীচকর্ম্ম যে পরনিন্দাদি তাহাই ঘটিয়া উঠে।

যে হয় পরের অধীন তাহার অধীন সদ্‌গুণ নিচয়,
হয় ক্রমে দুর্ব্বল নিস্তেজ মলিনতাময়।

না থাকে মনের বল বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা,
তেজের না থাকে তেজ হয় মানের খর্ব্বতা।
সাহসের না হয় সাহস তিষ্ঠিতে তথায়।
স্বাধীন চিন্তন হৃদয়ে নাহি পায় স্থান,
উন্নতির পথে হয় কণ্টক-রোপণ।
বুদ্ধি না পায় বিকাশ উচ্চগুণের ক্রমে হয় হ্রাস
কোন ব্যক্তি কোন জাতি না লভে উন্নতি পরাধীন হয়ে
দেখ ভারতবর্ষে তাহার প্রমাণ।
যখন স্বাধীনতারসে ভাসিত ভারত,
তখন ভীষ্ম দ্রোণ পার্থ আদি জনমিত কত মহাবল।
মনু বাল্মীকি ব্যাস করিতেন প্রকাশ উজ্জ্বল জ্ঞানের জ্যোতি
এখনও আছে সেই ত ভারত
এখন জন্মিছে কত মহারথ ?
কত বা বাল্মীকি কত বা ব্যাস কত বা কবি কালিদাস ?

ঘনশ্যাম ও মধোর প্রবেশ।

ঘন। বেটা যত বড় মুখ তত বড় কথা।

মধো। কৈ আমার মুখ ত বড় নয়।

ঘন। বেটা সমান উত্তর।

মধো। (উত্তর মুখ হইয়া চলিল)।

ঘন। কোথায় যাস্।

মধো। আপনি ত আমাকে সমান উত্তরে যেতে বল্লেন।

ঘন। বেটা ফের।

মধো। এই আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

ঘন। বেটা আমার সহিত ব্যঙ্গ।

মধো। কৈ আমি ত এখানে বেঙ দেখিতে পাই না।

ঘন। বেটা এমন জুতা মারবো।

মধো। আমিও জুতো ধরুবো।

ঘন। কি বেটা! চাকর হয়ে আমাকে জুতো মারবি বল্লি ?

মধো। হা রাম! আমি কি বল্লেম, আপনি কি বুঝলেন। আপনার কর্ণের সহিত বুদ্ধির বুঝি বিবাদ ঘটেছে ? আমি বল্লেম এক রকম, আপ-

নার কর্ণ শুনলে আর এক রকম, সে বুদ্ধিকে বুঝাইল এক রকম! আমি দেখতেছি আপনার ক্রোধরাহু জ্ঞানশশির সর্ব্বগ্রাস করেছে, তাই ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা বিবেচনা প্রভৃতি সমুদায় অন্ধকারময় হইয়াছে। আমি এই কথা বল্লেম, আপনি যদি আমাকে জুতো মারেন, আমি জুতো ধরে ফেলবো, মারতে দিব না।

ঘন। বেটা তোর আর চালাকিতে কাজ নাই। বলিয়াই মধোর পৃষ্ঠে বিয়াল্লিশ ওজনে জুতার প্রহার এবং তথা হইতে প্রস্থান।

মধো। বাঁচলেম, ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। যে চতুষ্পদের হাতে পড়েছিলাম, বোধ হয়েছিল প্রাণটা গেল। আহা পুরুষের যেমন দয়া তেমনি রসিকতা!

সকলের প্রস্থান

প্রথম অঙ্ক।

বিষাদ গীত।

(কোন গতপ্রাণ পথিক দর্শনে)

কল্পনে!
আবার লইনু আজি তোমার শরণ
এস দেখি এক বার, বিশ্ববিনোদিনি!
কাঁদি দুই জনে বসি, যাহার কারণ
কাঁদেনাকো জগতের একটী পরাণী।
চির সহচরী মোর, তুমি লো সুন্দরি!
দেহ ভিক্ষা আজি সেই প্রতিভা তোমার,
যার বলে, লীলাময়ি, তব পদ স্মরি
গাই এ দুঃখের গীত বিষাদ আগার।
নহে, সখি এই সেই প্রণয়কাহিনী
বঙ্গীয় কবির প্রিয় অঙ্গের ভূষণ,
নহে প্রেমভিক্ষা, নহে মিলনযামিনী
করিছে প্রেমিক মাথে কৌমুদী ক্ষরণ।

বিষাদ সংগীত এই, বিষাদে গঠিত,
হৃদয় জড়িত ব্যথা করে বিজ্ঞাপন,
উন্মত্ত বিষাদ সিন্দু হইয়ে মথিত
উঠিছে বিষাদ গীত বিদারি শ্রবণ।
শীতল, নিস্পন্দ আহা! এবে গতপ্রাণ
বিপন্ন পথিক ওই ভূতলশয্যায়;
ঘটনার বশে, মরি, বিদরে পরাণ
জীবন প্রবাহ ওর ঠেকেছে হেথায়!
ঠেকে যথা অল্পতোয়া ক্ষীণ তরঙ্গিণী
মুখে প্রতিরোধী শিলা করিলে স্থাপন,
অভাগার জীবনের প্রবাহ তেমনি
করিয়াছে রুদ্ধ আজ কালের শাসন।
কোথা হতে এসেছিল, যাইল কোথায়,
ছাড়ি এই বিশ্বভূমি—মায়ার কানন—
কেন বা আইল পুনঃ কেন গেল হায়?
যে দেশে যাইল সেই দেশ বা কেমন!
কালি যে হৃদয় মাঝে গভীর গর্জ্জনে,
বহেছিল বাসনার তুমুল তুফান;—
সকলি নীরব আজ যেন সংগোপনে
অনন্ত কালের তরে করেছে প্রস্থান।
আর না ফুটিবে তায় আশার চাঁদনি!
বিষাদ জলদ পুনঃ ঢাকিবে না তায়!
জীবন সঙ্গীত মধু—সুধা প্রবাহিণী—
তরল তরঙ্গ তুলি নাচিবে না হায়!!
দেখরে জগৎ ওই উন্মীলি নয়ন
প্রণয়ের চিতাশয্যা—পতন আশার—
কি দুর্গতি বাসনার দেখরে কেমন
কোথা হতে কোথা এবে পরিণতি তার!
দাঁড়াও পথিক হাসি ধরে না অধরে;
কোথা যাও কি উদ্দেশে কি করি মনন,

বিষাদ গীত।

বাছি বাছি প্রেম কথা লিখিয়া অস্ত’ব
ছুটাছুটি কার তরে করিছ গমন ?
সুচারুহাসিনী রামা প্রেমে
আলোকিক [illegible] আ [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] যাইতেছ ধেয়ে ?
দূরে ফেল হাসি, ধর গম্ভীর বদন ;
হৃদি হতে প্রেমাক্ষর ফেলহ মুছিয়া ;
বারেক দাঁড়াও, দেখ ফিরায়ে নয়ন—
প্রেম, আশা, ওই যায় কোন্ পথ দিয়া !

ওই দেখ—

অনন্তকালের গর্ভে, অনন্তের তরে,
ধিকিধিকি করি ক্রমে পড়িছে খসিয়া
সেই প্রেম, সেই আশা, যায় বেগ ভরে,
বাসনার সিন্ধু তব, ধায় উছলিয়া।
একদিন—সেই দিন, হায় ! অভাগার
নূতন হৃদয়ে নব পরাণ বাঁধিয়া
বসিল আসিয়া যবে হইবারে পার
ভব ভীম মহার্ণব ;—উঠিল কাঁদিয়া
ভূমিষ্ঠ সন্তান যেই জননীর কোলে,
বুঝি বা বুঝিয়াছিল প্রবেশি সংসারে
এ ভব যাত্রার শেষ,—ওই ভূমিতলে
ঠেকিয়া তরণী, পুনঃ চলিবে না আর !
কেহ না কাঁদিল দেখি অভাগার তরে
ওই শুন শাখে পাখী বিষাদে গলিয়া
বধির জগতে ডাকি গায় উচ্চৈঃস্বরে—
“প্রেম আশা ওই যায় কোন্ পথ দিয়া
উতলা পবন লয়ে সে দুখ বারতা,
চলিল ব্যথিত প্রাণে ডাকিয়া ডাকিয়া—

" দেখ্‌রে জগত, তোর নাহি কি মমতা,
প্রেম আশা ওই যায় কোন্ পথ দিয়া।"

শ্রীপ্রাণকিশোর-

দেবগণের

এখান হইতে যাইয়া বরুণ কহিলেন " পিতা, ... উত্তরাংশে ঐ যে একটী সুন্দর থামওয়ালা একতালা বাড়ী ... উহার নাম হিন্দু স্কুল। হিন্দু স্কুলের পূর্ব্ব দিকে আঁর একটী দোতালা সুন্দর বাড়ী দেখা যাইতেছে উহার নাম সংস্কৃত কলেজ। ১৮২৫ অব্দের জানুয়ারি মাসে এই বাটী নির্ম্মাণ হয়।

পিতামহ সংস্কৃত কলেজ দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, বরুণ তাঁহাদিগকে লইয়া কলেজের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কহিলেন " সুবিখ্যাত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পূর্ব্বে এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই কলেজটী ১৮২৩ অব্দে সংস্থাপিত হয়।

ব্রহ্মা। সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কে ? আমাকে বিশেষ করিয়া বল ?

বরুণ। ইনি ১৭৪২ শকে হুগলি জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পাঠশালায় লেখা পড়া শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং আট বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলিকাতায় আইসেন। ১৮২৯ অব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজের মধ্যে ইনি এক জন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। পিতার অবস্থা মন্দ থাকায় পাঠাবস্থায় ইহাঁকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ১৮৩৬ অব্দে ইনি দার পরিগ্রহ করেন। ১৮৪১ অব্দে সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৫০ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ অব্দে বেতাল পঞ্চবিংশতি নামক পুস্তক মুদ্রিত করেন। ঐ অব্দের এপ্রেল মাসে ইনি পূর্ব্বোক্ত বেতনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর বাঙ্গালার ইতিহাস ইহাঁর কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। ১৮৪৯ অব্দে ইনি ৮০ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান কেরাণীর পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে

জীবনচরিত পুস্তক মুদ্রিত এবং ইহার কিছু দিন পবে বোধোদয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৫০ অব্দে ইনি ৯০ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে [illegible] নিযুক্ত হন এবং ১৮৫১ অব্দে ১৫০ টাকা বেতনে ঐ [illegible] পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে [illegible] উপক্রমণিকা [illegible] ভাগ [illegible] কৌমুদীর দ্বিতীয় [illegible] তৃতীয় [illegible] প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ [illegible] বাঙ্গালা ভাষায় অভিজ্ঞান শকুন্তলা লিখেন এবং বিধবা বিবাহের প্র[illegible] পুস্তক প্রচাব কবেন। ১৮৫৫ অব্দে ঐ পুস্তকের দ্বিতীয ভাগ প্রকাশিত হয়। ইহাঁব প্রার্থনানুসাবে ১৮৫৬ অব্দে গবর্ণমেণ্ট বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক ১৫ আইন প্রচাব কবেন। ১৮৬৫ অব্দে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রথম বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন। হিন্দুরা এই সময় বিদ্যাসাগরের উপর চটিয়া উঠেন; কিন্তু ইনি তাহাতে ভীত না হইয়া আরো অনেকগুলি বিধবা বিবাহ দিয়া ফেলেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে গিয়া ইনি গুরুতর ঋণজালে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ইহাঁকে বিস্তর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন; কিন্তু তত্রাপি ইহাঁর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ থাকে।

১৮৫৫ অব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় হুগলি, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং নদীয়া জেলার ইনস্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। ইহার পর বর্ণপরিচয় ১ম ও ২য় ভাগ, কথামালা এবং চরিতাবলী তৎকর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। ১৮৫৭ অব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নিযুক্ত হন এবং তৎপর বৎসর গবর্ণমেণ্টের কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ইহার পর মহাভারতের উপক্রমণিকা বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার হয় এবং ব্যাকরণ কৌমুদীর চতুর্থ ভাগ ও সীতার বনবাস মুদ্রিত হয়। ১৮৬৩ অব্দে আখ্যানমঞ্জরী প্রচার করেন এবং ইহার দুই চারি বৎসর পরে উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগও প্রচারিত হয়। ১৮৬৮ অব্দে মেঘদূতের টীকা করিয়া মূল ও টীকা মুদ্রিত করেন। ইহার পর ভ্রান্তিবিলাস টীকা সহিত উত্তর চরিত এবং অভিজ্ঞান শকুন্তলা প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ অব্দে ইনি কুলীন কন্যাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বহুবিবাহনামক গ্রন্থ প্রচার করেন। অনেকগুলি পণ্ডিত এই পুস্তকের বিপক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক লেখায় ইনি তাঁহাদের মত খণ্ডনার্থ বহু বিবাহ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগও প্রচার করিতে বাধ্য হন। ইনি নিজগ্রামের উপকারার্থ তথায় একটী বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গ্রামস্থ অনাথদিগকেও

মাসিক বৃত্তি দিয়া থাকেন। ইনি দরিদ্র বালকদিগকে স্বয়ং বেতন দিয়া বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া থাকেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে স্বয়ং [illegible] সেবা শুশ্রূষা করেন। ইহাঁর প্রধান কীর্ত্তির মধ্যে [illegible] পুস্তকালয় আছে.

[illegible]

ব্রহ্মা। আহা! ঈশ্বর দীর্ঘজীবী [illegible]

ইন্দ্র। এক্ষণে বিদ্যাসাগরের পদে কে নিযুক্ত আছেন?

বরুণ। এক্ষণে ঐ পদে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন নিযুক্ত আছেন। তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই কলেজে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন, এবং ভরতচন্দ্র শিরোমণি এই কলেজে স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। ইনি একজন উৎকৃষ্ট স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন; কিন্তু দুরাত্মা কাল তাঁহাকে অপহরণ করিয়াছে।

ব্রহ্মা। বরুণ! তুমি আমাকে ভরতশিরোমণির বিষয় সংক্ষেপে বল।

বরুণ। ইনি ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কলিকাতার দক্ষিণ গোবিন্দপুর লাঙ্গলবেড়ে নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক। বাল্যকালে চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন, তৎপরে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন। এই কলেজ হইতে ইনি প্রশংসাপত্র পাইয়া কিছু দিন ল কমিটীর পণ্ডিত হন, তৎপরে জজপণ্ডিত হইয়া কিছুকাল ছাপরা ও অন্যান্য কয়েকটী জেলায় পরিভ্রমণ করেন। ইহার পর সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। ক্যাম্বেল সাহেবের রাজত্বকালে ইহাঁর পেন্সন হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই পেন্সন ভোগ করিয়া ১২৮৫ সালের ২২ এ অগ্রহায়ণ কয়েক দিনের সামান্য জ্বরে এবং বক্ষোবেদনায় আন্দাজ ৭০। ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পুত্র, পৌত্র এবং প্রপৌত্র রাখিয়া দেহযাত্রা সম্বরণ করেন। ইহাঁর মূর্ত্তি অতি সৌম্য ছিল, বর্ণ গৌর, দেখিলে ঋষি বলিয়া বোধ হইত। স্মৃতিশাস্ত্রে ইহাঁর প্রগাঢ় বিদ্যা ছিল। ইনি একজন অদ্বিতীয় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রীয় ব্যবস্থার সন্দেহ হইলে লোকে ইহাঁর নিকট মীমাংসা করিয়া লইত। ইনি ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা বিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কারাদি শাস্ত্রেও ইহাঁর বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহাঁর সম্ভ্রমের পরিসীমা ছিল না। এমন কি একপত্নী ছিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

স্বভাব অতি উত্তম ছিল। অমায়িক সরল ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ইনি বঙ্গের একজন প্রাতঃস্মরণীয় লোক। হিন্দুসমাজ ইহাঁর নিকট অনেক [illegible]

ইন্দ্র। সংস্কৃত কলেজে কি শুদ্ধ সংস্কৃত [illegible]

[illegible] উপরত.লায় একটী [illegible] সুন্দর সুন্দর পুস্তক পাওয়া যায়।

[illegible] সংস্কৃত কলেজ দেখিয়া বাহিরে আসিয়া শুনিলেন, দুইজন বালক গল্প করিতে করিতে যাইতেছে। একজন কহিতেছে "ভাই, আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের কি অসীম ক্ষমতা!" তিনি খ্রীষ্টান বালকের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দিলেন। আবার শুনিতেছি,— সচন্দন বিল্বপত্র দিয়া সাহেব পূজার সংস্কৃত মন্ত্র বাঁধিতেছেন।

দেবগণ এখান হইতে যাইয়া একটী বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা দেখেন, দোকানে অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় হইতেছে। কোন দোকানে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে। কোন দোকানে নানাপ্রকার বস্ত্র বিক্রয় হইতেছে। অনেক দোকানী নানাপ্রকার ফল মূল বেচিতেছে। নারায়ণ কহিলেন "বরুণ! এ বাজারটীর নাম কি?

বরুণ। ইহার নাম মাধব দত্তের বাজার। এই বাজারটী ইউনিভারসিটী বিল্ডিংয়ের ঠিক দক্ষিণ। কলুটোলা নিবাসী বাবু মাধবচন্দ্র দত্ত এই বাজারটীর সংস্থাপন করায় ঐ নাম হইয়াছে। এক্ষণে মৃত গুরুদাস দত্তের পুত্রগণ এই বাজারের অধিকারী।

দেবগণ দেখেন, মেছুনিরা স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া বাজারে বসিয়া মৎস্য বিক্রয় করিতেছে, এবং বাজারে যে সমস্ত লোক আসিতেছে, তাহাদিগকে আদর করিয়া ডাকিতেছে—"ও বাবু, ও খ্যাংরাগুপো লম্বামুখো বাবু, ভাল মাচ নিয়ে যাও।" কোন মেছুনী ডাকিতেছে—"ও লম্বাচকো গামচা কাঁদে বাবু, মাচ নিয়ে যাও, জিয়োন্ত মাচ এখনও ল ফাচ্চে।" দেবগণ দেখেন কতকগুলি লোক মৎস্য দর করিতেছিল, দরে বনি বনাও না হওয়াতে যেমন তাহারা পশ্চাৎ ফিরিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছে, অমনি মেছুনী মাগীরা তাহাদিগের গাত্রে আঁইস জল ছিটাইয়া দিয়া কহিতেছে,—"একটু আস জল মেখে যাও, মাচ ত কিন্তে পাল্লে না তবু এই আস গন্ধে যদি ভাত গালে উঠে।

উপ। কর্ত্তা জেঠা, আমি একটু আস জল মেখে আসবো?

ব্রহ্মা। কেন?

[illegible] ঐ আস গন্ধে যদি চাট্টি ভাত গালে উঠে।

[illegible] দিন দিন [illegible] খুলচে। বরুণ, অপর [illegible] আর শাকতা নাই। মাগীগুনো [illegible]

বরুণ। অনেক বাবু উহাদের সঙ্গে— [illegible] আর [illegible] এখানে প্রায় সকল প্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

এখান হইতে যাইয়া দেবগণ মেডিকেল কলেজের নিকট উপস্থিত হইলে পিতামহ কহিলেন "বরুণ! এ বাড়ীটী কি?"

বরুণ। ইহার নাম মেডিকেল কলেজ বা চিকিৎসাবিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে বালকদিগকে ইংরাজী চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। কলেজটী ১৮৩৫ অব্দে সংস্থাপিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় একটী মেডিকেল কলেজ ও চারিটী মেডিকেল স্কুল আছে।

ইন্দ্র। ভিতরে প্রবেশাধিকার আছে?

"আছে" বলিয়া জলাধিপতি তাঁহাদিগকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। এবং বাম পার্শ্বে এক স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলে পিতামহ দেখেন কালান্তক যম সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন।

ব্রহ্মা। যম তুমি যে এখানে?

যম। আজ্ঞে, সম্মুখে দেখুন আমার মাল বোঝায়ের গুদামঘর। গুদামে বিস্তর মাল ঠাশা রহিয়াছে চালান দিলেই হয়। যখন কলিকাতায় আসিয়াছি, গুদাম ঘরটা একবার দেখে না গেলে হয় না। আমার বিস্তর কাজ, এক্ষণে প্রস্থান করি।

যম অদৃশ্য হইলে পিতামহ চাহিয়া দেখেন সর্ব্বনাশ! গৃহে বিস্তর রোগীর আমদানী হইয়াছে। রোগীদিগের মধ্যে কোনটার শ্বাস হইয়াছে। কোনটা গ্যাঙ্গাইতেছে। বিস্তর নূতন নূতন রোগী রহিয়াছে, কাহারও পা ডাক্তারেরা করাৎ দিয়া কাটিতেছে, কাহারও কোরও কাটিবার জন্য ১০। ১৫ জন ডাক্তার রোগীটাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কি উপায়ে অস্ত্র বসাইবে তাহার মতলব করিতেছে।

উপ। বরুণ কাকা! ওরা কি তরমুজ ফাসাচ্চে নাকি?

নারা। ভাল বরুণ! রোগী গুলোকে যে অমন করে কা[illegible]
কি যন্ত্রণা বোধ হচ্চে না?

[illegible]। কাটিবার অগ্রে ক্লোর[illegible]

[illegible]ৎসা। অত বড় কোরণ্ডটাকে
কা[illegible]

বরুণ। দেখুন ঠাকুরদা এই স্থানের নাম ফিবার হাঁসপাতাল। এখানে নানা রকমের রোগীদিগকে চিকিৎসা করা হয়। কোন নূতন রকমের রোগী পাইলে এখানকার চিকিৎসক যত্নের সহিত চিকিৎসা করিয়া থাকেন। এই মেডিকেল কলেজে অনেকগুলি অধ্যাপক আছেন। তাঁহাদের এক এক জনের উপর এক এক রোগ দেখিবার ভার অর্পিত আছে। ঐ অধ্যাপকদিগের অধীনে আবার এক একজন করিয়া আসিষ্টাণ্ট উপাধিধারী বাঙ্গালী সহকারী ডাক্তর আছেন। তাঁহারাই রোগী দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করেন এবং রোগ নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইলে অধ্যাপককে আনিয়া দেখান। অধ্যাপকেরা বেলা ৬ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত সহকারী ডাক্তরদিগের প্রদত্ত ঔষধের ব্যবস্থাপত্র সকল দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করেন।

নারা। বরুণ! এক একজন ডাক্তারের সঙ্গে ২০। ২৫ টা করে ছেলে ঘুরে বেড়াচ্চে কেন? এত ছেলে জুঠালে কোথা হতে?

বরুণ। ছেলেরা সব এই মেডিকেল কলেজের ছাত্র। এই ছাত্রেরা শিক্ষকের সহিত আসিয়া রোগীদিগকে ঔষধ খাওয়ায়, ক্ষত স্থান ধৌত করিয়া ঔষধ লেপিয়া দেয় এবং আবশ্যক হইলে মল মূত্র চাকে। রোগিগণ মনে করে ইহারাই আমাদের পেটের ছেলে। ফলতঃ ইহারা অসময়ে পুত্রের কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু এই সময় হইতেই মানুষ মারা শিক্ষা করে।

উপ। বরুণ কাকা! তুমি বল্লে অসময়ে পুত্রের কাজ করে, তবে কি মুখাগ্নি পর্য্যন্ত করে থাকে?

নারা। ভাল বরুণ! রোগিগুলো মলে কি করে?

বরুণ। মলে মৃতদেহ মেডিকেল কলেজের মধ্যে লইয়া যায়। তথায় লইয়া গেলে চামকটারা যেমন মরা গোরু পেলে চতুর্দ্দিকে বসিয়া চামড়াখানা কাটিয়া লয়, তদ্রূপ ছেলেরা ঐ মৃতদেহটাকে পরিবেষ্টন করিয়া

দেহের মধ্যে কোথায় কোন শিরা আছে কাটিয়া দেখে। ইহাদের দেখা [illegible] ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে প্রেরিত হয়, তথাকার বাঙ্গালা [illegible] দেখা শেষ হইলে লাস জ্বালাই-বার [illegible] উপরে ইংরাজ রোগীরা বাস করে।

এখান হইতে বাহির হইলে দেবরাজ কাহ[illegible] যাইতেছে ও স্থানের নাম কি ?”

বরুণ। উহার নাম মিডুইফরি ওয়ার্ড অর্থাৎ অসহায়া স্ত্রীলোক-দিগের প্রসব করাইবার স্থান। ঐ স্থানে কয়েক জন বিবি দাই আছেন। কোন স্ত্রীলোকের প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে ঐ বিবি দাইরা প্রসব করা-ইয়া থাকেন। তাঁহাদের অসাধ্য হইলে প্রথমতঃ ছাত্রগণ তৎপরে আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন এবং তৎপরে অধ্যাপক আসিয়া দেখেন। তাঁহাদের সকলের অসাধ্য হইলে শমন আসিয়া হাত দেন।

এখান হইতে সকলে মেডিকেল কলেজের একটী হলে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন “এই দালানটীতে বেথুন সোসাইটী বসিয়া থাকে এবং এত হলে কলেজের এনাটমির লেক্‌চার হয়।

এখান হইতে তাঁহারা এক স্থানে যাইয়া দেখেন, ছেলেরা টেবিলের উপর আস্ত আস্ত মড়া ফেলিয়া কাটিয়া কাটিয়া দেখিতেছে, অধ্যাপক নিকটে বসিয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। পিতামহ কহিলেন “বরুণ! এ স্থান হইতে পলাইয়া চল।

বরুণ। আজ্ঞে চলুন।

এখান হইতে দেবগণ চিত্রশালার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন কাঁচের মধ্যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মৃতদেহ সকল সাজান রহিয়াছে। কাহারও দুই মাথা, কাহারও চারি হস্ত, কাহারও দুই অঙ্গ একত্র করা; কাহারও বানরের ন্যায় আকৃতি, কাহারও ছাগের ন্যায় মুখ। উপ কহিল “বাবা! ব্রহ্মার সৃষ্টিতে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জন্তুরই জন্ম হয়।” তাঁহারা দেখেন কাঁচের মধ্যে মৃত সর্প-দেহও যত্ন করিয়া রাখিয়াছে। এখান হইতে সকলে ফিবার হাসপাতালের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেবরাজ বাড়ীটীর সৌন্দর্য্যের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কহিলেন “দেখ বরুণ, কলিকাতার মধ্যে আমি যত বাড়ী দেখিয়াছি তন্মধ্যে এইটীকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বোধ

হইতেছে। ইহার মোটা মোটা থামগুলি তিনতালা পর্য্যন্ত উঠায় এবং চতুর্দ্দিকে বারাণ্ডা থাকায় আরো সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে।

ব্রহ্মা। বরুণ, মেডিকেল কলেজ হইতে চল। আর মড়া কাটার কাণ্ড দেখিবার আবশ্যকতা নাই। ভাল হিন্দুরা যে সহজে এ কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছে দেখিয়া আমি বড় বিস্মিত হইলাম।

বরুণ। প্রথমে কি কেহ জাতি যাইবার ভয়ে সহজে এ কাজে প্রবৃত্ত হয়? ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত প্রথমে এই কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পথ দেখান। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালীমাত্রেই ইংরাজী চিকিৎসাকে ঘৃণা করিতেন। ইংরাজ ডাক্তারেরা প্রথমে মধুসূদন গুপ্তকে ডাক্তার হইতে দেখিয়া ইংরাজী বাদ্য বাজাইয়া তাঁহার সম্মান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি এই মেডিকেল কলেজের ভিত্তিতে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। এক্ষণে মেডিকেল কলেজের ছাত্র সংখ্যা প্রায় ২।৩ শত হইবে।

বরুণ এখান হইতে দেবগণকে লইয়া চুণাগলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, এই স্থানে ফিরিঙ্গিরা বাস করে। এই স্থানই তাহাদিগের হোম অর্থাৎ বিলাত। এই চুণাগলিতে বিস্তর বেশ্যাও বাস করে। এস্থানটী জাহাজের খালাসীদিগের মদ্যপান করিবার ও বেশ্যা লইয়া আমোদ করিবার প্রধান আড্ডা।

দেবগণ দেখেন রাস্তায় কালো কালো স্থূলাকার পেট মোটা মাগীগুলো ঘাগরা পরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেবতারা যেমন তাহাদের প্রতি চাহেন, অমনি তাহারা এক মুখ দন্ত বাহির করিয়া হাসিয়া কহে "কম্ হিয়ার——"

ব্রহ্মা। বরুণ, মাগীগুলো বুলে কি?

বরুণ। কে জানে, মদ খেয়ে কি বল্‌চে।

নারা। বরুণ, বিস্তর কুৎসিত ও কদাকার চেহারা দেখেচি এমন মূর্ত্তি ত কুত্রাপি দেখি নাই। মাগীগুলো ঐ বেশে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া থাকিলে পেত্নী বলিয়া ভয় হয়!

এই সময়ে জাহাজের খালাসিরা দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হইল। মাগীগুলো তাহাদিগের এক একটাকে যেন উপে নিয়ে অদৃশ্য হইল।

উপো। বরুণ কাকা! এখান হতে চল, মাগীগুলো ছেলেধরা।

এখান হইতে বরুণ দেবগণকে লইয়া পথ ভুলে লালবাজার কাটা গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেবরাজের কাণে কাণে কহিলেন "সর্ব্বনাশ করেছি!

পথ ভুলে তোমাদিগকে অস্থানে আনিয়াছি। এই স্থানে যত বাঙ্গালী বেশ্যারা বাস করে। স্থানটী বদমায়েসীর প্রধান আড্ডা। আমাদের সৌভাগ্য যে বেশ্যামাগীরা এক্ষণে ঘুমাইতেছে। সমস্ত রাত্রি জাগিয়া এই সময়ে মাগীগুলা ঘুমায়, আবার সন্ধ্যার সম সম কালে সকলে উঠিবে এবং এই রাস্তাগুলায় ছুটা ছুটি করিয়া তোলপাড় করিবে। ঐ সময়ে ইহারা কি ভদ্র কি ইতর যাহাকে পায় হাত ধরিয়া টানাটানি করে। বারাণ্ডা হইতে পথিকদিগকে চীৎকার করিয়া ডাকে, না যাইলে পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিতেও ছাড়ে না। ঐ সময়ে আবার এই ব্যবসায়ের দালালেরাও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়।

ব্রহ্মা। বরুণ! তোরা কি বল্‌চিস? এ স্থানের নাম কি?

বরুণ। আজ্ঞে, এই স্থানে মহিষের শৃঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা চিরুণী প্রভৃতি প্রস্তুত হওয়ায় স্থানটীর নাম হাড়কাটা গলি হইয়াছে।

উপো। বরুণ কাকা! এখান থেকে পলায়ে চল আমার বড় ভয় করচে!

বরুণ। তোর ভয় করচে কেন?

উপো। ভাল ভাল লোকের মুখে শুনেচি এ রাস্তা দিয়া লোক যাইলে দাঁত কেটে নেয়।

এই সময়ে দেবগণ দেখেন একটী বাড়ী হইতে একজন শিখাধারী প্রাচীন ব্রাহ্মণ যুবা পুত্রের সহিত বাহির হইল, উহাদিগের হস্তে বস্ত্রে বাঁধা নানাপ্রকার দ্রব্য সামগ্রী। উভয়ে তখন পান চিবাইতেছে। বৃদ্ধ কহিল দেখ্‌লি বাবা কেমন যজমান করেছি? ইহারা বেশ্যা বটে; কিন্তু দিতে থুতে রাজা রাজড়ার অপেক্ষা ভাল। মেয়ের বাপ কেমন দাতা দেখ্‌লি? মাগী যা বল্লে তৎক্ষণাৎ তাই দিলে। ইহাকে পরিবারের অপেক্ষাও ভালবাসেন ও কথা শুনেন। বাবু বড় কম লোক নন, একজন উচ্চ বংশের ধনিসন্তান। বাড়ীতে অদ্যাপি দোল দুর্গোৎসব হয়। উহাঁর দান খয়রাতও যথেষ্ট আছে। এবার পূজায় আমাকে বিদায় দিতে চেয়েছেন। তোমাকে এনে সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করয়ে দিচ্চি, কি জানি বাবা কবে আছি কবে নাই। তুমি যদি এই সব যজমানের মন যোগাইয়া চলিতে পার সুখে কাটাইবে। কিন্তু সাবধান দেশে এ কথা প্রচার করো না, লোকগুলা যে হিংসুকে একঘরে করে আমাদের জাতি মারিবে। আমি এ

বৎসর একা একশত ঘর যজমানের বাড়ী কালী পূজা করেছি। তোমাকে শেখাই, বেশ্যা-বাড়ীর পূজায় প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ঘেঁটাইতে নাই, শুদ্ধ নমঃ নমঃ করিয়া ফুল ফেলিয়া যত সত্বরে কাজ সারিতে পার ততই ভাল।”

উহারা চলিয়া যাইলে পিতামহ কহিলেন “বরুণ! ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কি বলিতেছেন?”

বরুণ। আজ্ঞে, উহারা কোন পল্লীগ্রামের ভাল ব্রাহ্মণ। সংসার নির্ব্বাহার্থ বেশ্যাবাড়ীর পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছেঃ— সম্প্রতি যজমান কন্যার অন্নাশন উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছে। এবার পুত্রকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া যজমানদিগের সহিত পরিচয় করিয়া দিতেছে এবং কি উপায়ে বেশ্যালয়ে ক্রিয়া কর্ম্ম করিতে হয় তদুপদেশ দিতেছে। অথচ পাছে গ্রামের লোকে জানিতে পারিয়া জাতিচ্যুত করে সে আশঙ্কাতে পুত্রকে সাবধান হইতেও বলা হইতেছে।

ব্রহ্মা। হুঁ! কলিতে যাহা কিছু ঘটিবার সকলই ঘটিয়াছে। কি সর্ব্বনাশ। বুড়ো বামুন, মরিবার বয়েস, এক্ষণেও নরকের ভয় নাই? আবার ভণ্ডামী করে মাথায় শিখা রাখা হয়েছে।

উপ। কর্ত্তা-জেঠা! বলুত ছুটে গিয়ে ওর চৈতনটা ছিড়ে আনি।

ইন্দ্র। নরকের ভয় ওর কত! পাছে বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ মৃত্যু হইলে পুত্র এই সমস্ত যজমান জানিতে না পারে এই আশঙ্কায় পরিচয় করাইয়া দিতে আনিয়াছে।

এখান হইতে তাঁহারা বৌবাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন নানা দ্রব্যের দোকান-শ্রেণী। দোকানের মধ্যে মিষ্টান্নের দোকানই অধিক। বরুণ কহিলেন “এই বাজারের সন্দেশ বড় বিখ্যাত। এখানে অনেক বাঙ্গালী দোকানদার খুজুরা দ্রব্যাদি নিলামে ক্রয় করিয়া আনিয়া বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করিয়া থাকে। বাজারটীর অধিকারী বাবু মতিলাল শীল।

এই সময়ে দেবগণ দেখেন একটী লোক সন্দেশ কিনিয়া মুটে ভাড়া করিতেছে এবং কহিতেছে “ওরে মুটে কিছু মিষ্ট দ্রব্য এবং কয়েক থান কাপড় লইয়া ভবানীপুরে আমার মেয়ের বাড়ী যেতে কি নিবি?” মুটে আট আনা চাহিল। লোকটী তাহার সহিত চারি আনা চুক্তি করিয়া সন্দেশ মাথায় তুলিয়া দিয়া বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতে চলিল।

এখান হইতে সকলে বৌবাজার বৈঠকখানার মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিলেন এবং অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বরুণ কহিলেন "প্রাতে ৭ ঘটিকা হইতে ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত এবং অপরাহ্লে ৩॥ ঘটিকা হইতে ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত এই স্থান সাধারণ দর্শকদিগের নিমিত্ত খোলা থাকে।

এখান হইতে বহির্গত হইয়া পিতামহ কহিলেন "বরুণ বাসায় চল, আজ আর না। দেবগণ তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া বাসাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন "পিতামহ ইনডষ্ট্রীয়েল আর্ট স্কুল দেখুন।"

ব্রহ্মা। এ স্কুলে কি শিক্ষা দেওয়া হয়?

বরুণ। এখানে কারিগরি শিক্ষা দেয়। অর্থাৎ অঙ্কিত করা ক্ষোদাই করা প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকর্ত্তৃক দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তিসকল পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নত আকারে অঙ্কিত হইয়া বাজারে বিক্রয় হইতেছে।

ব্রহ্মা। বেস্ বেস্ বর্ত্তমান সময়ে চাকরীর যেরূপ অবস্থা তাহাতে এইরূপ স্কুলের সংখ্যা যত বেশী হয় ততই ভাল। কলিকাতায় সূত্রধর ও কর্ম্মকারের বিদ্যা শিক্ষা দিবার কোন স্কুল নাই?

বরুণ। আজ্ঞে না, ঐ স্কুল ঢাকা, রাঁচি, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে আছে।

ব্রহ্মা। সেখানে থাকলে কি হবে কলিকাতার মধ্যে দুই চারিটী থাকা উচিত।

তাঁহারা বাসার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন, পূর্ব্বপরিচিত সন্দেশক্রেতা বাবু একটী দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম উত্তম বস্ত্র বাছিয়া স্তূপাকার করিয়া দর দস্তুর করিতেছে। মুটে সন্দেশের হাড়ি কোলে করিয়া দোকানঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া আছে। বস্ত্রের দর করা শেষ হইলে লোকটা "ঐ আমার চাকর বসিয়া রহিল, আমি একবার চট করে বাড়ী থেকে দেখাইয়া আনি।" বলিয়া প্রস্থান করিল, দেবতারাও বাসায় যাইয়া প্রবেশ করিলেন। হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া গল্প করিতেছেন এমন সময়ে শুনিলেন দোকানঘরে ভয়ানক গোলমাল। তাঁহারা তৎশ্রবণে বাহিরে আসিয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য। যে ব্যক্তি বস্ত্র খরিদ করিতেছিল সে জুয়াচোর। মুটেকে ভৃত্য বলিয়া বসাইয়া রাখিয়া যাওয়ায় দোকানীরা যাইতে দিয়াছিল, এক্ষণে লোকটা আর ফিরিল না দেখিয়া মুটেকে ধরিয়া

টানাটানি করিতেছে " তুই বেটা বল তোর মনীবের বাড়ী কোথায় ? " মুটে অবাক হইয়া কহিতেছে " সে বেটা আমার সাতপুরুষের মনীব নয়। আমি মুটে, মুটেগিরি করে দিন কাটাই। আমাকে চারি আনা দিয়ে ভবানীপুরে পাঠাইবে চুক্তি করে, ডেকে আনাতেই সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলাম, তার পর তোমাদের দোকানের মধ্যে গিয়ে কি বলে কাপড় নিয়ে গেল সে জানে আর তোমরা জান, আমি কি জানি।" দোকানী কহিল শালা জুয়াচোর প্রবঞ্চনা করে প্রায় ৫০। ৬০ টাকা হাতিয়ে নিয়ে গিয়েছে। লও মুটে বেটার নিকট হইতে সন্দেশের হাঁড়ীটে কেড়ে লও, শালা ত সর্ব্বনাশ করেছেই তবু মিষ্টমুখ করা যাইবে।

ব্রহ্মা। বরুণ একি! কলিকাতা ইংরাজ রাজধানী না বদমায়েসের আড্ডা!!

দেবগণ বাসায় আসিলেন। উপো ইয়ারগণের বাসায় গেল। দেবগণ বসিয়া যখন কলিকাতার জুয়াচোর সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছিলেন। তখন উপোর সমবয়স্কেরা এই গীতটী গাইতেছিল।

এবার আমি বুঝব হরে।
ঐ যে ধরবো চরণ লব জোরে॥
পিতা পুত্রে দেখা হলে একটী কথা কব তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন বিচারে॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি বল্‌ব এবার যারে তারে।
ভোলা আপন ভাল চায় যদি সে চরণ ছেড়ে দেক আমারে॥
মায়ের ধন কি পায় না বেটায়, সে ধন নিলে কোন বিচারে।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ মিছে মরণ দেখায় কারে॥
প্রসাদ বলে বলবার নয় মা, বল্লে পরে আপনা পরে।
মায়ের ধনে পুত্রের দাবী সে ধন দিলে তার কোন বাপেরে।

দেবগণ গান শুনিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। নারায়ণ কহিলেন " ভোলাদার উপযুক্ত গান হয়েছে।

ব্রহ্মা। বরুণ, আমাদের উপোও গান করচে না? ছোঁড়ার গলাটা ত মিষ্ট আছে, ওকে যাত্রার দলে দিলে হয়।

বরুণ। এক্ষণে ব্যবসার মধ্যে যাত্রার ব্যবসাতে একটু লাভ আছে, ও গেলে সে পথও ঘুচে যায়।

ব্রহ্মা। বরুণ, ছেলেরা যে গানটা গাইলে ঐ গানের শেষে বলচে— “ প্রসাদ বলে ” প্রসাদটা কে ? এ ব্যক্তি উত্তম সঙ্গীত রচনা করেচে ইহার বিষয় আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। ইনি আন্দাজ ১৬৪৩ শকে হালিসহর পরগণার অন্তর্ব্বর্ত্তী কুমার-হট্ট নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রাম রাম সেন। ইহাঁরা জাতিতে বৈদ্য। রামপ্রসাদ বাল্যকালে বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পার্স্য ও হিন্দিভাষা সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ইহাঁর পিতৃ-বিয়োগ হওয়ায় সমস্ত সংসারের ভার নিজ স্কন্ধে পড়ে, সুতরাং কলিকাতার কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়ীতে আসিয়া একটী মুহুরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইনি যে সমস্ত খাতা পত্রে জমীদারি হিসাবাদি লিখিতেন, অবসর পাইলেই ঐ খাতার চারি ধারে যে শাদা স্থান থাকিত তাহাতে সঙ্গীত লিখিয়া পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেন। এক দিন ইহাঁর প্রভু ঐ খাতা দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হন, অবশেষে পাঠ করিয়া বিস্মিত ও বিমুগ্ধ হইয়া রামপ্রসাদকে কেন তিনি দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন জিজ্ঞাসা করেন। রামপ্রসাদ তদুত্তরে সংসারের কষ্টের বিষয় জ্ঞাত করাইলে তিনি ত্রিশ টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তি দিবেন প্রতিশ্রুত হইয়া দাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়া দেন। এই বৃত্তি পাইয়া রামপ্রসাদ বাটী আসিয়া অহোরাত্র কেবল শক্তিবিষয়ক সঙ্গীত, সংকীর্ত্তন ও সাধন ভজনায় অতি-বাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময় কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া সাক্ষাৎ করেন এবং গুণের পরীক্ষা লইয়া বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করেন। রাজা তাঁহাকে রায় গুণাকর উপাধি দিয়া নিজের সভাসদ করিবার প্রস্তাব করিলে রামপ্রসাদ অসম্মত হন। যাহা হউক, রাজা ইহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া কবিরঞ্জন উপাধি ও এক শত বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করিয়া-ছিলেন। রাজপ্রসাদদত্ত ভূমি ও উপাধি প্রাপ্ত হইয়া রামপ্রসাদ কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এক খানি বিদ্যাসুন্দর পুস্তক লিখিয়া রাজাকে উপহার প্রদান করেন। ইনি কালীকীর্ত্তননামক একখানি কাব্যগ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন শিবকীর্ত্তন প্রভৃতি আরও কতকগুলি কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। ইহাঁর কালীকীর্ত্তন গ্রন্থখানি অধিকতর উৎকৃষ্ট। ইহাঁর সৃষ্ট নূতন সুর অতি সহজ অথচ শ্রুতিমধুর ও ভক্তিরসার্থক। ইনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রিয়পাত্র হইয়া এক সময় তাঁহার সহিত মুরশিদাবাদে যাইয়াছিলেন। যখন তিনি ভাগীরথী বক্ষে নৌকোপরি কালীনাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে

নবাব সিরাজ উদ্দৌলা সেই সঙ্গীত শ্রবণে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া গান করিতে আদেশ করেন। রামপ্রসাদ নবাবের প্রিয় হইবার ইচ্ছায় হিন্দিতে মুসলমান ধর্ম্মের গান করিতেছিলেন; কিন্তু নবাব তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া কহেন "না না সেই কালী কালী গান কর।" রামপ্রসাদ তৎশ্রবণে কালীবিষয়ক গান করিলে নবাবের পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল। ইঁহার কোন রোগে মৃত্যু হয় নাই ভাবে মৃত্যু হইয়াছিল। মৃত্যুর দিন এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া কয়েকটী শক্তিবিষয়ক গান করেন, সেই স্থলেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

ব্রহ্মা। আহা! রামপ্রসাদ প্রকৃত সাধু লোক ছিলেন।

ইন্দ্র। আমি ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি। প্রজাগণকে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানদান করা রাজার প্রধান ধর্ম্ম। অতএব ইংরাজরাজ এই কার্য্যের দ্বারা মহৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন। বরুণ, বাঙ্গালায় কতগুলি ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় আছে আমাকে বিশেষ করিয়া বল এবং কোন সময়েই বা এ দেশে ইংরাজী বিদ্যালয় সকল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় জানিতে ইচ্ছা করি।

বরুণ। ১৮১৪ অব্দের জুলাই মাসে চুঁচুড়ায় প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মে সাহেব নামক এক জন খ্রীষ্টধর্ম্মযাজক ঐ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কলিকাতায় সরবরণ সাহেবকর্ত্তৃক প্রথমে ইংরাজী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। ইনি এক জন ফিরিঙ্গি; সুতরাং ফিরিঙ্গির দ্বারা বিদ্যালয় স্থাপনের প্রথম সূত্রপাত হয়। বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের প্রেসিডেন্সি, হুগলি, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর ও সংস্কৃত কলেজ নামক কয়েকটী কলেজ আছে। তদ্ভিন্ন ইঁহাদের সাহায্যকৃত কলেজও অনেকগুলি আছে। যথাঃ—সেণ্ট জেবিয়ার্স, ফ্রিচর্চ্চ, জেনরেল এসেম্ব্লি, ক্যাথিড্রাল মিসন, ডবটন এবং লণ্ডন মিসন কলেজ।

ব্রহ্মা। গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে হয় না এমন কোন কলেজ আছে?

বরুণ। লামার্টিনিয়ার, মেট্রপলিটন এবং ব্যাপ্টিষ্টমিসন নামক কয়েকটী কলেজ আছে।

ইন্দ্র। ছাত্রগণ ভালরূপ পরীক্ষা দিলে কোন উৎসাহ দেওয়া হয়?

বরুণ। গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট উৎসাহ দেন; তদ্ভিন্ন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ কলি-

কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। ঐ টাকার সুদ হইতে বার্ষিক ১৮০০ টাকার একটী বৃত্তি প্রদত্ত হয়। তদ্ভিন্ন প্রেসিডেন্সি কলেজের বি, এ উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রদিগের গুণানুসারে সাতটী বৃত্তি এক বৎসরের জন্য প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল বৃত্তির মধ্যে বর্দ্ধমানের ছাত্রবৃত্তি মাসিক ৫০ টাকা, দ্বারকানাথ ঠাকুরের মাসিক ৫০ টাকা, বার্ড ৪০ টাকা, রায়েন ৪০ টাকা। হিন্দুকলেজের জন্য তিনটী, প্রত্যেকটীতে ৩০ টাকা করিয়া দেওয়া, হয়। বি, এ পরীক্ষায় প্রথম হইলে ঈশানচন্দ্র বসুর মাসিক ৫০ টাকা ছাত্রবৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। সকল কলেজের ছাত্রেরাই এই বৃত্তি লইতে পারেন।

নারা। মুসলমান বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষার জন্য কি কোন স্বতন্ত্র বিদ্যালয় আছে?

বরুণ। কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ নামক একটী বিদ্যালয় আছে। এখান হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা মাত্র লওয়া হয়। কলিঙ্গ ব্রাঞ্চ নামক ঐ বিদ্যালয়ের একটী শাখা স্কুল আছে। উভয় বিদ্যালয়ে গবর্ণমেণ্টের আন্দাজ ৩৫৪১৫ টাকা ব্যয় হয়। হুগলিতে একটী মাদ্রাসা আছে। উহাতে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৩৬০০ টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন। হাজি মহম্মদ মহসীনের প্রদত্ত মূলধনের সুদ হইতে এই ব্যয়ের অধিবাংশ প্রদত্ত হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। গবর্ণমেণ্ট প্রজার হিতার্থ অপর কোন শাস্ত্রের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছেন?

বরুণ। পূর্ত্তকার্য্যাদি শিক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা দেশে একটী মাত্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ কলেজটী প্রেসিডেন্সি কলেজের একটী শাখামাত্র। ইহাকে সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট কহে। এই কলেজের ব্যয়ার্থ গবর্ণমেণ্টকে ২৭০৯৩ টাকা দান করিতে হয়।

ব্রহ্মা। ইংরাজ রাজের শিক্ষা বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া দেখিয়া বিশেষ সুখী হইলাম।

নারা। উপো বেটা বাঙ্গালা পুস্তক জুঠায়েছে দেখ! বরুণ একখানা পাঠ কর শোনা যাক্।

বরুণ তৎশ্রবণে বাসবদত্তা লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। দেবগণ অনেকক্ষণ পর্যান্ত শুনিয়া কহিলেন "এ লোকটা এক জন সুকবি বটে, ইহাঁর জীবন বৃত্তান্ত বল।"

বরুণ। এই কবির নাম ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ইনি ১২২২ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বপুষ্করিণী নামক গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। মদনমোহন সংস্কৃত কলেজে বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইনি এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় এক শ্রেণীতে পাঠ করিতেন এবং উভয়েই কলেজের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। পাঠ্যবস্থায় ইনি সংস্কৃত রসতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করেন এবং বাসবদত্তা গ্রন্থখানি পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। ১২৫০ সালে ইনি পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতার একটী বাঙ্গলা বিদ্যালয়ে ১৫ টাকা বেতনে পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ইহার পর ২৫ টাকা বেতনে বারাসতের স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ পান। তথায় এক বৎসর মাত্র থাকিয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ৪০ টাকা বেতনে অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর ইনি ৫০ টাকা বেতনে কৃষ্ণনগর কলেজের প্রধান পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তথায় এক বৎসর মাত্র কাজ করিয়া সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য শাস্ত্রাধ্যাপকের পদে ৯০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। ১২৫৭ সালে মদনমোহন শিশু শিক্ষা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ভাগ রচনা করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ইনি মুরশিদাবাদের জজ পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। ঐ পদের বেতন ১৫০ টাকা। ছয় বৎসর কাল জজ পণ্ডিতের কাজ করিয়া ঐ স্থানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হইয়াছিলেন। এই সময়ে ইনি মুরশিদাবাদের হিতের জন্য মধ্যে মধ্যে সভা করিয়া বক্তৃতা করিতেন এবং বিধবা ও অনাথ বালকদিগের সাহায্যার্থ একটী দাতব্য সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন ঐ স্থানে একটী অতিথিশালাও স্থাপন করেন। ১৮৬৫ সালে ১৫ আইন পাশ হয়। এই আইনের সার মর্ম্ম বিধবা বিবাহজাত পুত্রগণ পৈতৃক বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে। এই আইন প্রচলিত হইলে মদনমোহন ঘটক হইয়া শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের সহিত এক বিধবার বিবাহ দিয়া ফেলেন। এই দোষের জন্য তর্কালঙ্কারকে দেশে প্রায় ৮। ৯ বৎসর পর্য্যন্ত সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। ইহার পর ইনি কান্দি সবডিবিসনের ভার প্রাপ্ত হন। ইনি কান্দির অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। তথায় ইহাঁর যত্নে একটী বালিকা বিদ্যালয়, একটী অতিথিশালা, চিকিৎসালয় এবং রাজপথ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। ঐ স্থানেই ১২৬৪ সালে ইহাঁর বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ হইয়াছিল।

দেবগণ যখন কবি মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে-

[illegible] উপো সভ্যবন্ধুদিগের বাসা হইতে এক জোড়া বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদ পত্র বগলে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। নারায়ণ তাহার প্রতি চাহিয়া হাস্য করিয়া কহিলেন " উপো যেন আমাদের বৃহস্পতির প্রপৌত্র সেজে আসিল।"

মকদ্দমাবীর

বিধাতার সৃষ্টি ষড়্রস; কিন্তু কবির সৃষ্টি নবরস। মৌলিক পদার্থের অপেক্ষা কৃত্রিম পদার্থের গুণ ও শক্তি কিছু অধিক হয়। সূর্য্যের তেজ তত অসহ্য নয়। কিন্তু সূর্য্যের তেজ কাচে পতিত হইয়া যে তেজ উৎপাদন করে, তাহা নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে। বিধি-সৃষ্ট কবির সৃষ্ট রস কেবল সংখ্যায় অধিক নয়, ইহার গুণ এবং আস্বাদনের উপাদানও ভিন্ন। ষড়্রস লৌকিক জড় জিহ্বায় আস্বাদিত হয়; কিন্তু নব রসের আস্বাদন করিবার অন্য পদার্থ। ষড়্রসের সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় সম্পূর্ণ বিকাশ ও পরিপুষ্টি হয়; কিন্তু নব রসের তাহা হয় না। শৃঙ্গার হাস্য-করুণ রৌদ্র বীর ভয়ানক বীভৎস অদ্ভুত ও শান্ত, এই নয়টী কবিসৃষ্ট রস। পরাধীন দেশে বীররসের সবিশেষ বিকাশ ও পরিপুষ্টি হয় না, এখানে শৃঙ্গার রসেরই অধিকতর উন্নতি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ বিশেষতঃ বঙ্গদেশ এই বাক্যের সমর্থন করিতেছে। ভারত যত দিন স্বাধীন ছিল, তত দিন এখানে অনেক বীর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার পরাধীনতা অবস্থায় বীররস ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। শৃঙ্গার রস বীর রসের বিরোধী (১) অতএব

---

(১) আদ্যঃ করুণবীভৎসরৌদ্রবীরভয়ানকৈঃ।
ভয়ানকেন করুণেনাপি হাস্যোবিরোধভাক্॥
করুণো হাস্যশৃঙ্গাররসাভ্যামপি তাদৃশঃ।
রৌদ্রস্তু হাস্যশৃঙ্গারভয়ানকরসৈরপি॥
ভয়ানকেন শান্তেন তথা বীররসঃ স্মৃতঃ।
শৃঙ্গারবীররৌদ্রাখ্যহাস্যশান্তৈর্ভয়ানকঃ॥
শান্তস্তু বীরশৃঙ্গাররৌদ্রহাস্যভয়ানকৈঃ।
শৃঙ্গারেণ তু বীভৎস ইত্যাখ্যাতা বিরোধিতা॥
আদ্যঃ শৃঙ্গার রসঃ। সাহিত্যদর্পণ।

শৃঙ্গাররস করুণ বীভৎস রৌদ্র বীর ও ভয়ানক রসের বিরোধী। ইত্যাদি।

শত্রুক্ষয়ে ইহা দ্বিগুণতর প্রবল হইয়া উঠে। আলঙ্কারিকেরা শৃঙ্গার রসের যে লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাতে ভারতকেই ইহার সবিশেষ বিকাশ ও পরিপুষ্টির উপযুক্ত স্থান বলিয়া বোধ হয়।

সাহিত্যদর্পণকার আদিরসের এই লক্ষণ করিয়াছেন, শৃঙ্গ শব্দে (২) মন্মথ বিকাশ বুঝায়। কামোদ্ভেদ ইহার উৎপত্তির কারণ। শৃঙ্গার রস উত্তম প্রকৃতি। রতি স্থায়ী ভাব, বর্ণ শ্যাম। বিষ্ণু অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। নায়ক নায়িকা আলম্বন বিভাব। চন্দ্র চন্দন ভ্রমরগুঞ্জনাদি উদ্দীপন বিভাব। ভ্রূবিক্ষেপকটাক্ষাদি অনুভাব। লজ্জাগ্লাসাদি ব্যভিচারি ভাব।

একে ভারত উষ্ণপ্রধান দেশ। এখানে অল্প বয়সেই কামবিকার জন্মিয়া থাকে; তাহাতে আবার আদি রস লইয়াই সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদ। ঐ চিন্তা; উহারই সতত আলোচনা। সুতরাং সাগরতরঙ্গের ন্যায় উহা স্ফীত হইয়া উঠে। স্বভাব অতি দুর্নিবার। প্রকৃতি জীব জন্তুকে উন্মত্তবৎ করিয়া সৃষ্টির কার্য্যে নিয়ত প্রবর্ত্তিত করিতেছে। এরূপ অবস্থায় আদিরস চিরপরাধীন ভারতকে যে একায়ত্ত করিয়া তুলিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এখানে আলম্বন বিভাব নায়ক নায়িকাদির অভাব নাই; চন্দ্র চন্দন ভ্রমরগুঞ্জনাদিরূপ উদ্দীপন বিভাবেরও অসঙ্গতি নাই। যিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু, তিনি ষোড়শ সহস্র গোপী লইয়া প্রশস্ত পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অতএব এখানে আদিরস আর সকল রসকে আচ্ছন্ন করিয়া যে স্বয়ং উচ্চ হইয়া উঠিবে, তাহাতে বিস্ময় কি? নন্দনন্দন বংশীধারী কৃষ্ণই অনেক শিষ্যানুশিষ্য করিয়া গিয়াছেন। যদি ভারত পরাধীন না হইত; যদি এখানকার জল বায়ুর উষ্ণতাগুণ উৎপাদনের ক্ষমতা না থাকিত; যদি এখানকার লোকে শিল্প বিজ্ঞানাদির সদা আলোচনা করিত এবং শ্রমকাতর ও অল্পে সন্তুষ্ট না হইত; যদি ইহাদের সদা অন্যচিন্তা ও অন্নচিন্তা থাকিত; যদি ইহাদের

(২) শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ।
উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়োরসঃ শৃঙ্গার ইষ্যতে॥
পরোঢাং বর্জ্জয়িত্বাত্র বেশ্যাঞ্চাননুরাগিণীং।
আলম্বনং নায়িকাঃ স্যুর্দক্ষিণাদ্যাশ্চ নায়কাঃ॥
চন্দ্রচন্দনরোলম্বরুতাদ্যুদ্দীপনং মতং।
ভ্রূবিক্ষেপকটাক্ষাদিরনুভাবঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ত্যক্ত্বৌগ্র্যমরণালস্যজুগুপ্সা ব্যভিচারিণঃ।
স্থায়িভাবো রতিঃ শ্যামবর্ণোঽয়ং বিষ্ণুদৈবতঃ।

বীররসাদির আস্বাদনের সুযোগ ও তদ্বিষয়ে রুচি থাকিত; তাহা হইলে এ দেশীয়েরা কখন আদি রসের একান্ত অনুগত ভৃত্য হইয়া পড়িত না। কামের একটী নাম মনসিজ। হৃদয়পীঠে ইহাকে স্থান দান করিয়া সর্ব্বদা ইহার অর্চ্চনা করিলে ইহার বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

পাঠক! এরূপ বিবেচনা করিবেন না যে বিধাতা একান্ত নিষ্কৃপ ও বিমুখ হইয়া ভারতবাসির হৃদয় হইতে বীরসের অঙ্কুর এককালে উন্মূলিত করিয়াছেন। সকল বিষয়েরই গৌণ ও মুখ্য দুটী কল্প আছে। ভারতবাসিরা দীর্ঘকাল অবধি দৃঢ়তর পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া আছেন। অতএব ইহাঁরা যে হস্তপদ বিস্তার করিয়া স্বাধীন দেশে গিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিবেন, সে পথ নাই। ভিন্ন দেশীয় শত্রু স্বদেশে আগমন করিলে বলবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে দূরীভূত করিবার ক্ষমতাও নাই। সুতরাং বীররস অনুকল্প বিধিতে ইহাদের হৃদয়ে স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেই স্বাধীন উচ্ছৃঙ্খল বীরত্ব এক্ষণে পরাধীনতা শৃঙ্খল বদ্ধ হইয়া সঙ্কুচিতভাবে পিতৃব্য ভ্রাতৃ মাতুল প্রতিবেশিগণের সঙ্গে মকদ্দমাযুদ্ধে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখন ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে অসংখ্য মকদ্দমাবীর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সাহিত্য দর্পণকারধৃত বীর বসের লক্ষণ এই:—

বীররস উত্তমপ্রকৃতি; উৎসাহ (৩) ইহার স্থায়ী ভাব; মহেন্দ্র অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; হেমবর্ণ; বিজেতব্য বিপক্ষগণ আলম্বন বিভাব; বিপক্ষের তর্জ্জন গর্জ্জনাদি চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব; বিপক্ষের অন্বেষণাদি অনুভাব; গর্ব্ব তর্ক রোমাঞ্চ প্রভৃতি সঞ্চারী ভাব। বীর চারি প্রকার। দানবীর, ধর্ম্মবীর, দয়াবীর, যুদ্ধবীর। এখন আর ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যুদ্ধবীর নাই। আমরা তাহার স্থলে মকদ্দমাবীরের আসন প্রদান করিলাম। পূর্ব্বে ভারতে যেমন পদে পদে যুদ্ধবীর দৃষ্ট হইতেন, এখন তেমনি পিপীলিকা

(৩) উত্তমপ্রকৃতির্ব্বীর উৎসাহস্থায়িভাবকঃ।
মহেন্দ্রদৈবতোহেমবর্ণোঽয়ং সমুদাহৃতঃ॥
আলম্বনবিভাবাস্তু বিজেতব্যাদয়োমতাঃ।
বিজেতব্যাদিচেষ্টাদ্যাস্তস্যোদ্দীপনরূপিণঃ॥
অনুভাবাস্তু তত্র স্যুর্ব্বিপক্ষান্বেষণাদয়ঃ।
সঞ্চারিণস্তু ধৃতিমতিগর্ব্বস্মৃতিতর্করোমাঞ্চাঃ॥
সচ দানধর্ম্মযুদ্ধৈর্দয়য়াচ সমন্বিতশ্চতুর্দ্ধা স্যাৎ।
সচ বীরঃ। দানবীরোধর্ম্মবীরোদয়াবীরোযুদ্ধবীরশ্চেতি চতুর্ব্বিধঃ॥

সারির ন্যায় মকদ্দমাবীর দেখিতে পাওয়া যায়। এই অভিনব বীরগণের পাত্রসংঘর্ষে এমনি স্থান সঙ্কীর্ণ হইয়াছে যে পদক্ষেপ করা ভার হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধবীরেরা অসীম সাহসসহকারে শৌর্য্যবীর্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে শত্রুসংহার করিয়া বিজয়ভেরী ঘোষণা ও জয়পতাকা উড্ডীন করিতেন, মকদ্দমাবীরেরাও তেমনি ভ্রাতা বা প্রতিবেশিগণের সহিত দুর্ম্মদভাবে রণক্ষেত্রে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া বিজয়ডঙ্কা বাজাইতেছেন। তবে উভয়ের ফলগত অন্তর এই, যুদ্ধবীরেরা নিজ নিজ বাহুবলে বিভিন্ন জনপদ জয়ার্জ্জিত করিয়া স্বরাজ্যের বৃদ্ধি, সৈনিকগণের সাহসের উন্নতি ও প্রজাগণের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতেন, মকদ্দমাবীরেরা স্বজনসঙ্গে রণরঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়া আপনারাও উৎসন্ন যাইতেছেন, বিপক্ষগণকেও উৎসন্ন করিতেছেন। যাহাদিগের উন্নতিতে আপনাদের বংশের ও দেশের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইবে, মকদ্দমাবীরেরা তাহাদিগকেই রসাতলে দিয়া বৈরনির্য্যাতন করিতেছেন। যুদ্ধবীরেরা পদতলের আস্ফালনে পৃথিবীকে কম্পিত ও মৃত্তিকা খাত করিয়া ফেলিতেন, মকদ্দমাবীরেরা আদালতের পদাতিকের পর্য্যন্ত পদতলে পতিত হইয়া মৃত্তিকা উৎখাত করিতেছেন। যুদ্ধবীরদিগের রণসজ্জায় বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হইত, মকদ্দমাবীরদিগেরও অর্থ কেবল গবর্ণমেণ্টের পূজায় (ষ্টাম্পে) নয়, আরো অনেক পূজায় উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকে।

মনুসংহিতা।

অষ্টম অধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

রাজা ভবত্যনেনাস্তু মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনোগচ্ছতি কর্ত্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে ॥ ১৯ ॥

যে সভায় মিথ্যাবাদী অর্থী বা প্রত্যর্থীর মিথ্যা ধরা পড়ে, এবং রাজা ও সভাসদগণ তত্ত্বনির্ণয়ে সমর্থ হন, সেস্থলে রাজা ও সভাসদেরা নিষ্পাপ হন, মিথ্যাবাদী অর্থী বা প্রত্যর্থী পাপী হইয়া থাকে।

জাতিমাত্রোপজীবী বা কামং স্যাৎ ব্রাহ্মণব্রুবঃ।
ধর্ম্মপ্রবক্তা নৃপতের্ন তু শূদ্রঃ কথঞ্চন ॥ ২০ ॥

রাজাকে ধর্ম্ম বলিয়া দিতে পারেন, এমন যোগ্য ব্রাহ্মণ যদি পাওয়া না যায়, ব্রাহ্মণকর্ত্তব্যকর্ম্মানুষ্ঠানহীন জাতিমাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণ বরং শ্রেষ্ঠ, যে

আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়,তাদৃশ ব্যক্তিও বরং ভাল,কিন্তু ব্যবহার ধর্ম্মজ্ঞ হইলেও শূদ্র কখন রাজার ধর্ম্মপ্রবক্তা হইবেন না। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, রাজা ব্রাহ্মণের নিকটে রাজধর্ম্ম অবগত হইবেন। যদি উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া না যায়, সামান্য ব্রাহ্মণের নিকটেও ধর্ম্ম জানিবেন, কিন্তু শূদ্রের নিকট হইতে ধর্ম্ম অবগত হইবেন না। কাত্যায়ন বলেন, বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের অভাবে বিদ্বান্ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের নিকটে ধর্ম্ম জানিবেন।

যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞোধর্ম্মবিবেচনং।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥ ২১॥

শূদ্র যে রাজার ধর্ম্ম বলিয়া দেন, তাঁহার রাজ্য গোরু পঙ্কে পতিত হইলে যেমন অবসন্ন হয়, তেমনি অবসন্ন হইয়া থাকে।

যদ্রাষ্ট্রং শূদ্রভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজং।
বিনশ্যত্যাশু তৎ কৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতং॥ ২২॥

যাহার রাজ্যে শূদ্র অধিক এবং নাস্তিকেরই অধিক প্রাদুর্ভাব,যেখানে ব্রাহ্মণ নাই, সে রাজা শীঘ্র দুর্ভিক্ষ ও রোগাদির দ্বারা পীড়িত হইয়া বিনষ্ট হন।

ধর্ম্মাসনমধিষ্ঠায় সংবীতাঙ্গঃ সমাহিতঃ।
প্রণম্য লোকপালেভ্যঃ কার্য্যদর্শনমারভেৎ॥ ২৩॥

আচ্ছাদিতদেহ ও অনন্যমনা হইয়া ধর্ম্মাসনে উপবেশনপূর্ব্বক লোকপালদিগকে প্রণাম করিয়া কার্য্য দর্শন আরম্ভ করিবেন।

অর্থানর্থাবুভৌ বুদ্ধা ধর্ম্মাধর্ম্মৌ চ কেবলৌ।
বর্ণক্রমেণ সর্ব্বাণি পশ্যেৎ কার্য্যাণি কার্য্যিণাং॥ ২৪॥

ইষ্টানিষ্ট ও ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া কার্য্যার্থিদিগের কার্য্য দর্শন করিবেন। যদি যুগপৎ নানা বর্ণ কার্য্যার্থী হইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণাদিবর্ণ ক্রমে ব্যবহার দর্শন করিবেন।

বাহ্যৈর্ব্বিভাবয়েৎ লিঙ্গৈর্ভাবমন্তর্গতং নৃণাং।
স্বরবর্ণেঙ্গিতাকারৈশ্চক্ষুষা চেষ্টিতেন চ॥ ২৫॥

স্বর, বর্ণ, ইঙ্গিত, আকার, চক্ষু ও চেষ্টা দ্বারা মানুষের মনোগত অভিপ্রায় নিরূপণ করিবেন। যাহারা দুষ্ট হয়, বক্তব্য ব্যক্ত করিবার কালে তাহাদিগের স্বরবিকৃত ও মুখ মলিন হইয়া যায় এবং আকার ও চেষ্টাদির বহু বৈলক্ষণ্য ঘটে।

আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ।

নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ গৃহ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ ॥ ২৬ ॥

উপরে যে বিষয়ের উল্লেখ করা হইল, এ বচন দ্বারা তাহাই বিস্তারিতরূপে উল্লিখিত হইতেছে। আকার, ইঙ্গিত, বাক্য, চক্ষু ও মুখবিকারাদি দ্বারা অন্তর্গত মন জানিতে পারা যায়।

বালদায়াদিকং রিক্থং তাবৎ রাজানুপালয়েৎ।
যাবৎ সস্যাৎসমাবৃত্তো যাবচ্চাতীতশৈশবঃ ॥ ২৭ ॥

যে পর্য্যন্ত সমাবর্ত্তন স্নান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য হইতে বিনিবৃত্ত অথবা অতীত শৈশব না হয়, তাবৎ রাজা অনাথ বালকের ধন রক্ষা করিবেন।

বশাপুত্রাসু চৈবং স্যাৎ রক্ষণং নিষ্কুলাসু চ।
পতিব্রতাসু চ স্ত্রীষু বিধবাস্বাতুরাসু চ ॥ ২৮ ॥

স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া তাহার গ্রাসাচ্ছাদনার্থ যে ধন দান করেন, সেই ধন এবং প্রোষিতভর্ত্তৃকা, অপুত্রা বিধবা ও রোগিণী স্ত্রীর ধন রাজা রক্ষা করিবেন।

জীবন্তীনান্তু তাসাং যে তদ্ধরেয়ুঃ স্ববান্ধবাঃ।
তান্ শিষ্যাৎ চৌরদণ্ডেন ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২৯ ॥

ঐ সকল স্ত্রী জীবিত থাকিতে তাহাদের অনন্তর উত্তরাধিকারিগণ যদি সেই ধন হরণ করে, ধার্ম্মিক রাজা চৌরদণ্ড দ্বারা তাহাদিগের শাসন করিবেন।

প্রনষ্টস্বামিকং রিক্থং রাজা ত্র্যব্দং নিধাপয়েৎ।
অর্ব্বাক্ ত্র্যব্দাৎ হরেৎ স্বামী পরেণ নৃপতির্হরেৎ ॥ ৩০ ॥

যদি কাহার ধন হারাইয়া যায়, রাজা তাহা প্রাপ্ত হইলে কাহার কি হারাইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিয়া তিন বৎসর কাল রাখিয়া দিবেন। স্বামী যদি তিন বৎসরের মধ্যে আইসে, সে সেই ধন লইয়া যাইবে। তিন বৎসরের পর রাজা উহা গ্রহণ করিবেন।

মমেদমিতি যোব্রূয়াৎ সোঽনুযোজ্যোযথাবিধি।
সংবাদ্য রূপসংখ্যাদীন্ স্বামী তদ্দ্রব্যমর্হতি ॥ ৩১ ॥

যে ব্যক্তি আসিয়া বলিবে, আমার দ্রব্য হারাইয়াছে, তাহাকে সেই দ্রব্যের রূপ সংখ্যা ও পরিমাণাদির বিষয় যথাবিধি জিজ্ঞাসা করিবে। সে যদি সে গুলি ঠিক বলিতে পারে, তাহা হইলে সে সেই দ্রব্য প্রাপ্ত হইবে। কারণ, সে সেই দ্রব্যের স্বামী।

অবেদয়ানোনষ্টস্য দেশং কালঞ্চ তত্ত্বতঃ।
বর্ণং রূপং প্রমাণঞ্চ তৎসমং দণ্ডমর্হতি ॥ ৩২ ॥

যে ব্যক্তি প্রনষ্ট দ্রব্যের স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহা গ্রহণ করিতে আইসে, সে যদি তাহা হারাইবার স্থান, সময় এবং তাহার বর্ণ, আকার, পরিমাণ প্রভৃতি বলিতে না পারে, তাহার সেই প্রনষ্ট দ্রব্যের পরিমাণানুরূপ দণ্ড হইবে।

আদদীতাথ ষড়্ভাগং প্রনষ্টাধিগতান্নৃপঃ।
দশমং দ্বাদশং বাপি সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্ ॥ ৩৩ ॥

রাজা যে প্রনষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হন, তাহার ষষ্ঠ দশম অথবা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করিবেন, অবশিষ্ট ধনস্বামিকে দিবেন। এই ষষ্ঠ দশম বা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ সাধুদিগের ধর্ম্ম। রাজা যে প্রনষ্ট দ্রব্য রক্ষা করেন, এই ষষ্ঠ দশম বা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ তাহার বেতন স্বরূপ। ধনস্বামির সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব অনুসারে ষষ্ঠ দশম ও দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ ব্যবস্থা।

প্রনষ্টাধিগতং দ্রব্যং তিষ্ঠেৎ যুক্তৈরধিষ্ঠিতং।
যাং স্তত্র চৌরান্ গৃহ্ণীয়াৎ তান্ রাজেভেন ঘাতয়েৎ ॥ ৩৪ ॥

যে প্রনষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া রাজা রাজপুরুষ দ্বারা রক্ষা করেন, যদি কেহ তাহা চুরী করে, রাজা তাহাকে হস্তির দ্বারা বধ করিবেন।

মমায়মিতি যোব্রূয়ান্নিধিং সত্যেন মানবঃ।
তস্যাদদীত ষড়্ভাগং রাজা দ্বাদশমেব বা ॥ ৩৫ ॥

স্বয়ং অথবা অন্যে নিধি প্রাপ্ত হইলে যে ব্যক্তি বলে এ নিধি আমার এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সে নিধি তাহার ইহা প্রমাণ করিয়া দেয়, তাদৃশ স্থলে রাজা প্রাপ্ত নিধির ষড়ভাগ বা দ্বাদশ ভাগ গ্রহণ করিবেন। নিধিস্বামীর সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব অনুসারে ঐ উভয়বিধ ভাগগ্রহণ ব্যবস্থা।

অনৃতন্তু বদন্ দণ্ড্যঃ স্ববিত্তস্যাংশমষ্টমং।
তস্যৈব বা নিধানস্য সংখ্যায়াল্পীয়সীং কলাং ॥ ৩৬ ॥

যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে, রাজা তাহার নিজ ধনের অষ্টম ভাগ অথবা সেই নিধির অত্যন্ত অল্পভাগ গণনা করিয়া তৎপরিমাণে দণ্ড করিবেন। এ স্থলেও মিথ্যাবাদির সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব বিবেচনা করিয়া ঐ দুই প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা।

বিদ্বাংস্তু ব্রাহ্মণোদৃষ্ট্বা পূর্ব্বোপনিহিতং নিধিং।
অশেষতোঽপ্যাদদীত সর্ব্বস্যাধিপতির্হি সঃ॥ ৩৭॥

বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ যদি নিধি প্রাপ্ত হন, তিনি সমুদায় গ্রহণ করিবেন, রাজাকে ষড়্ভাগ দিবেন না। কারণ, ব্রাহ্মণ সকলের অধিপতি। সমুদায় দ্রব্যই তাঁহার।

যন্তু পশ্যেন্নিধিং রাজা পুরাণনিহিতং ক্ষিতৌ।
তস্মাৎ দ্বিজেভ্যোদত্ত্বার্দ্ধমর্দ্ধং কোষে প্রবেশয়েৎ॥ ৩৮॥

রাজা ভূমির অন্তর্নিহিত যে অস্বামিক নিধি প্রাপ্ত হন, তাহার অর্দ্ধেক ব্রাহ্মণদিগকে দিয়া অর্দ্ধেক রাজকোষে নিবেশিত করিবেন।

নিধীনান্তু পুরাণানাং ধাতূনামেব চ ক্ষিতৌ।
অর্দ্ধভাক্ রক্ষণাৎ রাজা ভূমেরধিপতির্হি সঃ॥ ৩৯॥

যদি কেহ পুরাতন অস্বামিক নিধি প্রাপ্ত হন, কিম্বা ভূমির অন্তর্গত সুবর্ণাদি ধাতুর খনি আবিষ্কার করেন, রাজা তাহার অর্দ্ধেক গ্রহণ করিবেন। যে হেতু রাজা সকলের রক্ষা করেন এবং তিনি পৃথিবীর অধিপতি।

দাতব্যং সর্ব্ববর্ণেভ্যোরাজ্ঞা চৌরৈর্হৃতং ধনং।
রাজা তদুপভুঞ্জানশ্চৌরস্যাপ্নোতি কিল্বিষং॥ ৪০॥

চোরে যাহার যে ধন হরণ করিবে, রাজা সেই ধনস্বামিকে সেই ধন দেওয়াইবেন। রাজা যদি স্বয়ং সে ধন গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি চোরের পাপ প্রাপ্ত হন।

জাতিজানপদান্ ধর্ম্মান্ শ্রেণীধর্ম্মাংশ্চ ধর্ম্মবিৎ।
সমীক্ষ্য কুলধর্ম্মাংশ্চ স্বধর্ম্মং প্রতিপাদয়েৎ॥ ৪১॥

রাজা ব্রাহ্মণাদি জাতির ধর্ম্ম, দেশপ্রচলিত ধর্ম্ম, বণিক্‌প্রভৃতির ধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া ব্যবহার কার্য্যে নিজ নিজ ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিবেন। জাতি ও দেশাদি ধর্ম্মের সহিত যদি বেদের বিরোধ হয়, সে ধর্ম্ম ব্যবস্থাপিত হইবে না।

স্বানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণাদূরে সন্তোঽপি মানবাঃ।
প্রিয়াভবন্তি লোকস্য স্বে স্বে কর্ম্মণ্যবস্থিতাঃ॥ ৪২॥

উপরে যে জাতি কুল ও দেশাদি ধর্ম্মের কথা বলা হইল, যাঁহারা সেই নিজ নিজ ধর্ম্মের ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সকলের প্রিয় হন। এতদ্দ্বারা এই উপদেশ দেওয়া হইতেছে যে, সকলেরই স্ব স্ব ধর্ম্ম অনুসারে চলা উচিত।

কয়েকটী প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রক্রান্ত বিষয়ের পুনরায় আরম্ভ করা হইতেছে।

নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্য্যং রাজা নাপ্যস্য পুরুষঃ।
ন চ প্রাপিতমন্যেন গ্রসেদর্থং কথঞ্চন ॥ ৪৩ ॥

রাজা কিম্বা রাজনিয়োজিত পুরুষ ক্রোধ লোভাদির বশীভূত হইয়া প্রজায় প্রজায় বিবাদ ঘটাইবেন না; আর, অর্থী বা প্রত্যর্থী মকদ্দমা উপস্থিত করিলে তাহাতেও ক্রোধলোভাদির বশীভূত হইয়া উপেক্ষা করিবেন না।

যথা নয়ত্যসৃক্‌পাতৈর্ম্মৃগস্য মৃগয়ুঃ পদং।
নয়েৎ তথানুমানেন ধর্ম্মস্য নৃপতিঃ পদং ॥ ৪৪ ॥

যেমন ব্যাধ রুধিরের অনুসরণ করিয়া শস্ত্রাহত মৃগের পথ নির্ণয় করে, রাজা তেমনি অনুমান বা দৃষ্ট প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্মের তত্ত্ব নিশ্চয় করিবেন।

সত্যমর্থঞ্চ সংপশ্যেদাত্মানমথ সাক্ষিণঃ।
দেশং রূপঞ্চ কালঞ্চ ব্যবহারবিধৌ স্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥

রাজা ব্যবহার দর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া ছল পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিম্ন লিখিত বিষয়গুলির বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন। (১) উপস্থিত মকদ্দমায় সত্য কি? (২) যে হিরণ্যাদি লইয়া মকদ্দমা উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়; (৩) আমি যদি তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারি, স্বর্গাদি ফলভাগী হইব; (৪) সাক্ষী সত্যবাদী কি না? (৫) দেশ, (৬) কাল; (৭) ব্যবহারের স্বরূপ, অর্থাৎ মকদ্দমাটী সামান্য কিম্বা গুরুতর। ব্যবহারদর্শনে প্রবৃত্ত রাজার এইগুলি দর্শন একান্ত কর্ত্তব্য।

সদ্ভিরাচরিতং যৎ স্যাৎ ধার্ম্মিকৈশ্চ দ্বিজাতিভিঃ।
তদ্দেশকুলজাতীনামবিরুদ্ধং প্রকল্পয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

ধার্ম্মিক বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যে ধর্ম্মের আচরণ করেন, তাহা দেশ কুল জাতির ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ ইহা স্থির করিয়া রাজা তদনুসারে ব্যবহার নির্ণয় করিবেন।

অধমর্ণার্থসিদ্ধ্যর্থমুত্তমর্ণেন বোধিতঃ।
দাপয়েদ্ধনিকস্যার্থমধমর্ণাৎ বিভাবিতং ॥ ৪৭ ॥

উত্তমর্ণ অধমর্ণকে যে ঋণ দান করে, সাক্ষিলেখ্যাদি দ্বারা তাহা প্রমাণ করিয়া দিলে রাজা সেই ধনদাতাকে ঋণগ্রহীতার নিকট হইতে ধন দেওয়াইবেন।

যৈর্যৈরুপায়ৈরর্থং স্বং প্রাপ্নুয়াদুত্তমর্ণিকঃ।
তৈস্তৈরুপায়ৈঃ সংগৃহ্য দাপয়েদধমর্ণিকং ॥ ৪৮ ॥

উত্তমর্ণ স্বপ্রযুক্ত ধন যে যে উপায় দ্বারা পাইতে পারেন, রাজা সেই সেই উপায় অবলম্বন করিয়া অধমর্ণের নিকট হইতে তাহাকে ধন দেওয়াইবেন। উপায়গুলি কি বলা হইতেছে।

ধর্ম্মেণ ব্যবহারেণ ছলেনাচরিতেন চ।
প্রযুক্তং সাধয়েদর্থং পঞ্চমেন বলেন চ ॥ ৪৯ ॥

ঋণ আদায় করিবার পাঁচটী উপায় আছে। (১) ধর্ম্ম; আত্মীয় ব্যক্তির দ্বারা অনুরোধ, সান্ত্ববাক্য ও ঋণগ্রহীতার আনুগত্য, ইহাকে ধর্ম্ম বলে। (২) ব্যবহার অর্থাৎ মকদ্দমা; অধমর্ণ যে স্থলে ধন গ্রহণ অস্বীকার বা বিপরীত কথা বলে, সেখানে মকদ্দমা করিয়া ধন আদায় করিতে হইবে। (৩) ছল; কোন প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া অধমর্ণের নিকট হইতে অর্থ চাহিয়া লইয়া আপানার প্রাপ্য আদায় করিয়া লওয়া। (৪) আচরিত (ধন্না দেওয়া) অধমর্ণের দ্বারে উপবেশন করিয়া টাকা আদায় করা। (৫) বল; উত্তমর্ণ অধমর্ণকে নিজগৃহে আনিয়া তাড়নাদি দ্বারা যে প্রযুক্ত ঋণ গ্রহণ করে, তাহার নাম বল।

যঃ স্বয়ং সাধয়েদর্থমুত্তমর্ণোঽধমর্ণিকাৎ।
ন স রাজ্ঞাভিযোক্তব্যঃ স্বকং সংসাধয়ন্ ধনং ॥ ৫০ ॥

অধমর্ণ যে স্থলে ঋণ স্বীকার করে, সে স্থলে উত্তমর্ণ যদি স্বয়ং টাকা আদায় করে, রাজা তাহাকে "কেন তুমি রাজদ্বারে না জানাইয়া ঋণ আদায় করিলে?" এ কথা বলিয়া নিষেধ করিবেন না।

অর্থেঽপব্যয়মানন্তু করণেন বিভাবিতং।
দাপয়েৎ ধনিকস্যার্থং দণ্ডলেশঞ্চ শক্তিতঃ ॥ ৫১ ॥

অধমর্ণ যদি বলে আমি টাকা ধারি না, আর উত্তমর্ণ সাক্ষিলেখ্যাদি দ্বারা যদি তাহা সপ্রমাণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে রাজা অধমর্ণকে উত্তমর্ণের ধন ও শক্তি অনুসারে দণ্ড দেওয়াইবেন।

অপহ্নবেঽধমর্ণস্য দেহীত্যুক্তস্য সংসদি।
অভিযোক্তা দিশেৎ দেশ্যং করণং বান্যদুদ্দিশেৎ ॥ ৫২ ॥

"যে টাকা ঋণ করিয়াছ, তাহা দাও" প্রাড়্বিবাক সভামধ্যে অধমর্ণকে এই কথা বলিলে সে যদি অস্বীকার করে, ঋণ গ্রহণকালে সে স্থানে

যে ব্যক্তি ছিল, উত্তমর্ণ তাহাকে উপস্থিত করিবে, অথবা যদ্দ্বারা ঋণ গ্রহণ প্রমাণ হয়, এমন পত্রাদি উপস্থিত করিবে।

সাংখ্যদর্শন ।

পঞ্চম অধ্যায় ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর ।)

সাংখ্যকারের মত এই, প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। কোন কোন আচার্য্য এ মতের অনুমোদন করেন না। তাঁহাদিগের আপত্তি খণ্ডনার্থ সূত্রকার কহিতেছেন।

ন ভূতপ্রকৃতিত্বমিন্দ্রিয়াণামাহঙ্কারিকত্বশ্রুতেঃ। ৮৪ ॥ সূ ॥

সুগমা যোজনা। পূর্ব্বশ্চৈতৎ ব্যাখ্যাতং ॥ ভা ॥

ইন্দ্রিয়সকল অহঙ্কার হইতে জন্মিয়াছে, এইরূপ শ্রুতি আছে। অতএব ইহা ভৌতিক পদার্থ নহে।

বৈশেষিকেরা বলেন, দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়, এই ষট্ পদার্থ; এই ষট্ পদার্থ জ্ঞান হেতুক মুক্তি হয়। সাংখ্যসূত্রকার সেই মত খণ্ডন করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

ন ষট্পদার্থনিয়মস্তদ্বোধান্মুক্তিঃ ॥ ৮৫ ॥ সূ ॥

দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়াএব পদার্থা ইতি যদ্বৈশেষিকাণাং নিয়মোযশ্চ তজ্জ্ঞানান্মোক্ষ ইত্যভ্যুপগমঃ। সোঽপ্রামাণিকঃ। শক্ত্যাদ্যতিরেকাৎ। পৃথিব্যাদিনবদ্রব্যেভ্যঃ প্রকৃতেরতিরেকাচ্চেত্যর্থঃ। গন্ধাদিমত্ত্বেনৈব হি পৃথিব্যাদিব্যবহারোগন্ধাদিশ্চ সাম্যাবস্থায়াং নাস্তি। অতঃ পৃথিবীত্বাদিজাতিরপি ঘটত্বাদিবৎ কার্য্যমাত্রবৃত্তিরিতি। তদুক্তং।

নাহোন রাত্রির্ন নভো ন ভূমির্নাসীৎতমোজ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।
শব্দাদিবৎ বাহ্যপলভ্যমেকং প্রাধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ ॥ ভা ॥

বৈশেষিকেরা যে ষট্ পদার্থের নিয়ম করিয়াছেন, সেটী ঠিক নয়; এই ষট্ পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ আছে। তাহার প্রমাণ এই, বৈশেষিকেরা পৃথিবী জল তেজ প্রভৃতি নয় প্রকার দ্রব্য বলেন, কিন্তু প্রকৃতি এই নয়,

দ্রব্যের অতিরিক্ত। যদি অতিরিক্ত হইল, তাহা হইলেই প্রমাণ হইতেছে, ষট্ পদার্থ গণনা বিশুদ্ধ নয়।

এক্ষণে নৈয়ায়িক ও পাশুপতাদি মত খণ্ডন করা হইতেছে।

ষোড়শাদিষপ্যেবং ॥ ৮৬ ॥ সূ ॥

ন্যায়পাশুপতাদিমতেষু ষোড়শাদিষপি ন নিয়মো ন বা তন্মাত্রজ্ঞানান্মুক্তিঃ। উক্তরূপেণ পদার্থাধিক্যাদিত্যর্থঃ। অস্মন্মতেতু নিত্যং পদার্থদ্বয়মেব। নিত্যানিত্যসাধারণাস্তু পদার্থাঃ পঞ্চবিংশতিরেবেতি নিয়মঃ। পঞ্চবিংশতিদ্রব্যেষ্বেব গুণকর্ম্মসামান্যাদীনামন্তর্ভাব ইতি ॥ ভা ॥

নৈয়ায়িক পাশুপত প্রভৃতি ষোড়শ পদার্থ স্বীকার করেন, সেই ষোড়শ পদার্থ জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, এই কথা বলেন। কিন্তু সেটী প্রামাণিক নয়। সেই ষোড়শ পদার্থের অতিরিক্ত আরো পদার্থ আছে। প্রকৃতি সেই অতিরিক্ত পদার্থ।

বৈশেষিকাদি মতে পরমাণু নিত্য; কিন্তু সাংখ্যকার উহার নিত্যতা স্বীকার করেন না। সূত্রকার এক্ষণে বৈশেষিক মত খণ্ডন করিয়া স্বমত সংস্থাপন করিতেছেন।

নাণুনিত্যতা তৎকার্য্যত্বশ্রুতেঃ। ৮৭ ॥ সূ ॥

পৃথিব্যাদ্যণূনাং নিত্যতা নাস্তি তেষামণূনামপি কার্য্যত্বশ্রুতেরিত্যর্থঃ। যদ্যপ্যস্মাভিঃ সা শ্রুতির্ন দৃশ্যতে কাললুপ্তত্বাদিনা তথাপ্যাচার্য্যবাক্যান্মনুস্মরণাচ্চানুমেয়া। যথা মনুঃ।

অণ্ব্যোমাত্রাবিনাশিন্যোদশার্দ্ধানাঞ্চ যাঃ স্মৃতাঃ।
তাভিঃ সার্দ্ধমিদং সর্ব্বং সম্ভবত্যনুপূর্ব্বশঃ। ইতি

দশার্দ্ধানাং পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতানাং। ন চাত্র বাক্যে অণুশব্দেন দ্ব্যণুকাদ্যেব গ্রাহ্যমিতি বাচ্যং। সঙ্কোচে প্রমাণাভাবাদিতি। অত্র অণুশব্দোভূতপরমাণুপরএব। বৈশেষিকাদ্যভিমতং চ তস্য নিত্যত্বমনেন সূত্রেণ নিরাক্রিয়তে। ন ত্বণুপরিমাণদ্রব্যসামান্যস্য নিত্যত্বং রজোগুণস্য চাঞ্চল্যানুরোধেনাণুত্বসিদ্ধেঃ। মধ্যমপরিমাণত্বে নিত্যত্বস্য বিভুত্বে চ ক্রিয়ায়া অনুপপত্তেরিতি ॥ ভা ॥

পৃথিব্যাদির পরমাণু নিত্য নয়। কারণ, উহার কার্য্যতাপ্রতিপাদক শ্রুতি আছে। পৃথিব্যাদির ন্যায় উহার পরমাণুও যখন কার্য্য অর্থাৎ জন্য হইল, তখন উহা কিরূপে নিত্য হইতে পারে?

পরমাণুর অবয়ব নাই; যাহার অবয়ব না থাকে, সে জন্য হইতে পারে না, প্রতিবাদির এই প্রতিবাদের উত্তরে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন নির্ভাগত্বং কার্য্যত্বাৎ ॥ ৮৮ ॥ সূ ॥

শ্রুতিসিদ্ধকার্য্যত্বান্যথানুপপত্ত্যা পৃথিব্যাদ্যণূনাং ন নিরবয়বত্বমিত্যর্থঃ। অতএব তন্মাত্রাখ্যসূক্ষ্মদ্রব্যাণ্যেব পার্থিবাদ্যণূনামবয়বা ইতি পাতঞ্জলভাষ্যে-ব্যাসদেবৈঃ প্রতিপাদিতং। পৃথিবীপরমাণুর্জলপরমাণুরিত্যাদিব্যবহারস্তু পৃথিব্যাদীনামপকর্ষকাষ্ঠাভিপ্রায়েণৈব। অতঃ প্রকৃতিপর্য্যন্তমণুত্বেঽপি ন ক্ষতিরিতি। যদ্যপি তন্মাত্রেষ্বপি গন্ধাদ্যস্তি তথাপি তস্যাপ্রত্যক্ষতয়া ন পৃথিবীত্বাদিনিয়ামকত্বং। ব্যঙ্গগন্ধাদেরেব পৃথিবীত্বাদিলিঙ্গেঃ। অতো ন তন্মাত্রাণি পৃথিব্যাদয়ঃ। তেষু চ সূক্ষ্মভূতব্যবহারোভূতসাক্ষাৎকারণত্বাদিনৈবেত্যপি বোধ্যং ॥ ভা ॥

শ্রুতি পরমাণুকে কার্য্য অর্থাৎ জন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। এখন পরমাণু যদি নিরবয়ব হয়, তাহা হইলে ইহার কার্য্যত্ব নির্দ্দেশ অনুপপন্ন হইয়া উঠে। অতএব তুমি পরমাণুর অবয়ব নাই যে বলিতেছ, তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। ফলতঃ পরমাণু অবয়বশূন্য নয়, নিত্যও নয়।

দ্রব্য সাক্ষাৎকারের প্রতি রূপ কারণ। যাহার রূপ নাই, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। প্রকৃতি ও পুরুষের রূপ নাই, অতএব তাহার সাক্ষাৎকার হয় না। এই পূর্ব্ব পক্ষে সূত্রকার কহিতেছেন।

ন রূপনিবন্ধনাৎ প্রত্যক্ষনিয়মঃ। ৮৯ ॥ সূ ॥

রূপাদেব নিমিত্তাৎ প্রত্যক্ষতেতি নিয়মোনাস্তি। ধর্ম্মাদিনাপি সাক্ষাৎকারসম্ভবাদিত্যর্থঃ। ব্যঞ্জকানিয়মস্যাঞ্জনাদৌ দৃষ্টত্বেনাদোষত্বাৎ। অতোবহির্দ্রব্যলৌকিকপ্রত্যক্ষং প্রত্যেবোদ্ভূতরূপং ব্যঞ্জকমিতি ভাবঃ। ভা ॥

প্রত্যক্ষের প্রতি রূপই যে নিয়ত কারণ, তাহা নহে। ধর্ম্মাদিকারণেও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। অতএব প্রকৃতি ও পুরুষের রূপ না থাকিলেও প্রত্যক্ষ হইবার বাধা জন্মিতেছে না।

অণুপরিমাণ বস্তু আছে কি না? এই আকাঙ্ক্ষায় পরিমাণ নির্ণয় করা হইতেছে।

ন পরিমাণচাতুর্ব্বিধ্যং দ্বাভ্যাং তদ্যোগাৎ। ৯০ ॥ সূ ॥

অণু মহৎ দীর্ঘং হ্রস্বমিতি পরিমাণচাতুর্ব্বিধ্যং নাস্তি। দ্বৈবিধ্যং তু বর্ত্ততএব। দ্বাভ্যাং তদ্যোগাৎ দ্বাভ্যামেব অণুমহৎপরিমাণাভ্যাং চাতুর্ব্বিধ্যসম্ভবাদিত্যর্থঃ।

মহৎপরিমাণস্যাবান্তরভেদাবেবহি হ্রস্বদীর্ঘৌ। অন্যথা বক্রাদিরূপৈঃ পরিমাণানন্ত্যপ্রসঙ্গাদিতি। তত্রাম্বরস্যেহণুপরিমাণমাকাশস্য কারণং গুণবিশেষং বর্জ্জয়িত্বা ভূতেন্দ্রিয়াণাং স্থূলকারণেষু সত্ত্বাদিগুণেষু মন্তব্যং। অন্যত্র যথাযোগ্যং মধ্যমাদিপরমমহত্ত্বান্তপরিমাণানি তানি চ মহত্ত্বস্যৈবাবান্তরভেদাঃ॥ ভা॥

অণু মহৎ দীর্ঘ হ্রস্ব এই চারি প্রকার পরিমাণ নাই। অণু ও মহৎ এই দুই পরিমাণ দ্বারা চতুর্ব্বিধ পরিমাণ সিদ্ধি হইতেছে। হ্রস্ব দীর্ঘ পরিমাণ মহৎ পরিমাণেরই অবান্তরভেদ।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।

প্রিয়দর্শন! প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কঠিন নিয়মগুলিও অতি সহজ উপায় দ্বারা তোমার বোধসুগম হইতে পারে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনেক সূত্র বুঝাইতে হইলে নানাপ্রকার উপকরণের আবশ্যক; কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মনোযোগী হইলে আমরা নিত্য যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রীর ব্যবহার করি, তাহাই যথেষ্ট। সেই সমস্ত সামান্য উপকরণ দ্বারা অনেক প্রাকৃতিক তত্ত্বের গূঢ়াভিসন্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ দর্শিত হইতে পারে। আচার্য্যের নিকট পদার্থের জাড্যগুণ সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিয়াছ। দেখ, এই রৌপ্যমুদ্রাটী ভূমিতে রাখিলাম, ইহা নিশ্চল অবস্থায় থাকিল। যেমন রাখিলাম, তদবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে, তিলার্দ্ধ স্থানও সরিয়া গেল না। আবার দেখ, মুদ্রাটী গড়াইয়া দিলাম, এখন ইহা চলিতে লাগিল। বেগ প্রতিরুদ্ধ না হইলে চলিতেই থাকিবে। যে পদার্থে যত পরমাণুর সমষ্টি আছে, তাহাকে চালাইতে তদনুরূপ বল আবশ্যক হয়। এই মুদ্রাটী চালাইতে অধিক বল চাই না, কিন্তু একমণ রৌপ্যপিণ্ডকে চালাইতে হইলে স্বল্প বলের কর্ম্ম নয়। জড় পদার্থকে চালাইতে বল চাই, আবার তাহার বেগরোধ করিতেও বল চাই। এইটীই পদার্থের জাড্যগুণ। ইহার কতকগুলি সামান্য উদাহরণ দেখ।

একটী সরু সরল কাষ্ঠের উভয় প্রান্তে দুটী সূচি বিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিদূর্দ্ধে দুটী পাতলা কাচের গ্লাসের উপর সূচি দুটী সংস্থাপন করিবে। তৎপরে সেই কাষ্ঠদণ্ডের ঠিক মধ্যস্থলে একটী যষ্টি দ্বারা জোরে আঘাত করিলে কাষ্ঠদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে; কাচের গ্লাস এবং সূচিদ্বয় অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু বিলক্ষণ জোরে প্রহার না করিলে গ্লাস ও সূচি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে।

কল্পদ্রুম

পার্থিবাঙ্গারের বর্ণকোপাদান।

পাথুরিয়া কয়লা কেমন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আজি কালি দুগ্ধপোষ্য শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত পার্থিব অঙ্গার দেখিয়াছেন। ইহার বর্ণ কেমন, কোথায় ইহার উৎপত্তি, ইহা মানুষের কোন্ কোন্ কাজে লাগে, তাহাও অনেকে জানেন। একটী বালককে জিজ্ঞাসা কর,—পাথুরিয়া কয়লা কেমন?—সে বলিবে, উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ; দেখিতে, অনেকটা প্রস্তরের মত। এই কয়লা কোন্ কাজে লাগে?—বালক তাহারও কতকটা উত্তর দিবে,—ইহা কাষ্ঠের কার্য্য করে; ইহাতে আগুন জ্বালান যায়। আর অধিক কিছু জানে না। বালক এতদ্ব্যতিরিক্ত আর অধিক কিছু বলিতে পারিবে না। ইহাতে কতপ্রকার মহোপকারী উপাদান নিহিত আছে; এই ভূগর্ভজাত অঙ্গার মনুষ্যের আরও কত প্রয়োজনসাধনে ব্যবহৃত হয়, তাহা অনেকে জানেন না। আজ পাঠকবর্গকে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ জ্ঞাত করিতেছি।

পার্থিব অঙ্গার অনেক প্রকার। ইহার আকার অবয়ব এবং বর্ণ একরূপ হইলেও গুণ একরূপ নয়, উপাদানও সকলের সমান নয়। রাণীগঞ্জে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহার উপাদান ও ধর্ম্ম বিলাতি কয়লার সদৃশ না হইতে পারে, অথচ দেখিতে উভয় অঙ্গার একপ্রকার। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গারের পরীক্ষা অক্লেশে করা যায়। দুই প্রকার অঙ্গার দুটী ধাতুময় চুঙ্গীর মুখে রাখিয়া সন্তাপ লাগাইলে, যদ্যপি তাহারা বিভিন্ন ধর্ম্মাত্মক হয়, তবে একটীর চুঙ্গ অপর প্রান্ত দিয়া বাষ্প নির্গত হইতে থাকিবে, আর একটীর হইবে না এবং ঐ বাষ্পশিখা জ্বালিয়া দিলে প্রদীপের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবে। কলিকাতার গ্যাসের আলোক এইরূপে প্রস্তুত হয়। কয়লা দুইখানি বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত না হইলে, উভয়েরই নল দিয়া বাষ্প নির্গত হইত।

ক্ষারজান, জলজান, যবক্ষারজান এবং অম্লজান পার্থিব অঙ্গারের বিধানোপাদান। কিন্তু এই সমস্ত উপকরণ তুল্যাংশে নাই, ইহাদের পরিমাণের অনেক তারতম্য আছে। যে জাতীয় অঙ্গারে দাহ্যবাষ্প নির্গত হয়, তাহার প্রধান উপাদান বায়ী সত্ব। অপরজাতীয় অঙ্গারের প্রধান উপাদান ক্ষারজান।

অঙ্গার হইতে বাষ্প নির্গত করিলে তাহার চারি প্রকার রূপ হয়। দগ্ধ অঙ্গারের অধঃপাতিত ক্ষারকে কোক কহে; বাষ্প, ইহা অঙ্গার হইতে পৃথক্ হইয়া আইসে; ক্ষার জল এবং আলকাতরা। অঙ্গারোদ্ভূত বাষ্প রূঢ় পদার্থ নহে, ইহাও যৌগিক। উহাতে এক প্রকার পদার্থ আছে, তাহা দীপক। বাষ্প জ্বালিয়া দিলে তদ্গুণে স্থান আলোকিত হয়। উহার দাহ্যাংশে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা পুড়িতে থাকে, কিন্তু আলোক উৎপন্ন হয় না। তদ্ভিন্ন, বাষ্পে অনেক অসার ভাগ মিশ্রিত থাকে, তাহা পৃথক করিয়া ফেলা আবশ্যক। এই তিনটী পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্য, তৈলবদংশ, ক্ষারাম্লজানিক অংশ এবং ক্ষারজান অংশ নামে অভিহিত হইতে পারে। ক্ষারজান-বাষ্পে জ্বলন্ত প্রদীপ লইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ আলোক নির্ব্বাণ হইয়া যায়। সে কারণ অঙ্গার বাষ্প হইতে ক্ষারজান পৃথক্ করিয়া ফেলিতে হয়। বিশেষতঃ, তৎসহযোগে গন্ধক মিশ্রিত জলজান এবং বাইসল্‌ফাইড্ অব ক্ষারজান বাষ্প থাকে, তাহা জীবনের পক্ষে ঘোরতর অনিষ্টকর। গ্যাসালোকের সঙ্গে উক্ত বাষ্প নির্গত হইলে মনুষ্যের নানা প্রকার ব্যাধি জন্মিতে পারে। বাষ্পের উক্ত দোষগুলি সংশোধনার্থ অকসাইড্ অব্ লৌহ উৎকৃষ্ট উপায়। আমাদের দেশে অগ্নিতে দীপমক্ষিকা পড়িলে আয়ুঃক্ষয় হয়, এইরূপ সংস্কার আছে। বাস্তবিক সে ধারণা সর্ব্বতোভাবে অমূলক নহে। ফস্‌ফরাস্ এবং সল্‌ফিউডরেটেড্ হাইড্রোজেন্ দ্বারা দেহের অনিষ্ট ঘটিতে পারে। ঈদৃশ অবস্থায় সন্তপ্ত ক্লোরেট অব পটাসের অল্প অল্প আঘ্রাণ লওয়া কর্ত্তব্য।

পার্থিব অঙ্গারে স্বভাবতঃ রস সংগৃহীত থাকে। উহা হইতে বাষ্প উৎপন্ন হইবার সময়ে এক প্রকার কটাবর্ণ ক্ষার অম্ল পৃথক্ হইয়া পড়ে। এই জলীয়াংশ হইতে এমোনিয়া ফটকির প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য উপলব্ধ হয়। অঙ্গারের আলকাতরাও উৎকৃষ্ট দ্রব্য। আশ্চর্য্য দেখ রাসায়নিক বিদ্যার অসাধ্য কিছুই নাই,—বলিব কি? এখনও যাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত বলিয়া বিবে-

চিত হইতেছে, রসায়ন বিদ্যার প্রভাবে কালক্রমে তাহাও সুসাধ্য হইবে। এই আলকাতরা কি কুৎসিত এবং পার্থিব অঙ্গারের কীদৃশ দুর্গন্ধ, কিন্তু রাসায়নিক কৌশল দ্বারা এতদুভয় হইতে স্বচ্ছ শ্বেত বর্ণ ন্যাফথালিন এবং সুগন্ধ ও সুস্বাদু দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। আলকাতরা সদৃশ অঙ্গারের অন্য কদর্য্য পদার্থ হইতে প্যারাফিন্ নামক অত্যুৎকৃষ্ট শ্বেত দ্রব্য উপলব্ধি হয়। এই নির্ম্মল শুভ্র পদার্থগুলি দেখিলে কে বিশ্বাস করিবে, যে কদাকার আলকাতরা উহাদের আকর। কিন্তু মনের সংশয় নিরাকরণার্থ এ স্থলে একটী সহজ প্রমাণের উল্লেখ করিতেছি, পরীক্ষা করিয়া দেখ। কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলে পরিষ্কৃত শর্করা দ্রবীভূত করিয়া উগ্র গন্ধক দ্রাবক মিশ্রিত কর। দেখিবে শর্করা কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গারে পরিণত হইবে। অতএব ঐ কৃষ্ণবর্ণ দ্রব্যে শ্বেত শর্করা রহিয়াছে, তাহা প্রামাণ্য। সুতরাং কুৎসিত আলকাতরা হইতে শ্বেত উজ্জ্বল পদার্থ উপলব্ধি হইতে পারে, তাহা অসম্ভব নহে।

ঈদৃশ প্রমাণ দর্শাইবার তাৎপর্য্য এই, ব্যষ্টিকরণ এবং সমষ্টিকরণ রাসায়নিক শাস্ত্রের দুটী প্রধান প্রক্রিয়া। রাসায়নিকেরা কোন যৌগিক পদার্থের উপাদান নির্ণয় করিবার জন্য প্রথমে তাহাকে বিসমাসিত করিয়া ফেলেন। পদার্থের ইহা এক প্রকার প্রলয়াবস্থা। আবার নানাবিধ রূঢ় পদার্থকে একীভূত করাকে সমষ্টিকরণ কহে, ইহা পদার্থের নির্ম্মাণাবস্থা। চলিত কথায় আছে, কোন পদার্থকে নষ্ট করিতে অধিকক্ষণ যায় না, কিন্তু একটী পদার্থ নির্ম্মাণ করা অনেকটা আয়াসসাধ্য। রাসায়নিক বিদ্যার পক্ষেও ঠিক তাই দেখিতে পাওয়া যায়। একটী বৃক্ষের ত্বকে কি কি পদার্থ আছে, তাহা অনায়াসে নিরূপিত হইতে পারে; কিন্তু বৃক্ষের বল্কল নির্ম্মাণ করা সহজ নহে।

পাশ্চাত্য রাসায়নিক শাস্ত্র সর্ব্বস্রষ্টৃ বিধাতার নিপুণ হস্তের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছে। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে রসায়নশাস্ত্রের বিশাল ক্ষেত্রে যুগপ্লাব ঘটিয়া গিয়াছে। আজি যে সমস্ত গূঢ়তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কে জানিত, সেই সমস্ত দুরনুমেয় সন্ধান মনুষ্যের বুদ্ধিগোচর হইবে? ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই মহোপকারিণী বিদ্যা তমসাচ্ছন্ন ছিল; সকলেই জড়জগতের তথ্যানুসন্ধান করিতেন, উদ্ভিদ এবং প্রাণিজগতে কখন যে কেহ হস্তপ্রসারণ করিতে পারিবেন, অতি বিচক্ষণ রাসায়নিকও একবার সাধ করিয়া মনে তাহা ভাবেন নাই। জলজান এবং অম্লজান

সংযোগে জল প্রস্তুত করিতে পারিতেন, কৃতবিদ্য রাসায়নিক, গন্ধক এবং পারদ সংযোগে গাঢ়োজ্জ্বল হিঙ্গুল প্রস্তুত করিয়া দেখাইতেন; কিন্তু ইউরিক এসিড—এটী জান্তব লবণ; মৃত্তিকায় জন্মে না,—জীবের শরীরেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। রসায়ন শাস্ত্র কিছুতে পরাস্ত হইবার নয়, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা কে জানিত? কে বলিতে পারিয়াছিল, মনুষ্য বুদ্ধি জান্তব পদার্থও প্রস্তুত করিতে অসমর্থ হইবে না? সাহসেই উদ্যম ও অধ্যবসায়; উদ্যম এবং অধ্যবসায় যেখানে সেই খানেই কার্য্যসিদ্ধি। অধুনাতন রাসায়নিকেরা বুদ্ধিবলে উদ্ভিদ এবং জান্তবপদার্থও প্রস্তুত করিতে পারেন,—তাই কি রসায়ন-শাস্ত্রবলে জগতের সকল পদার্থই প্রস্তুত করিতে পারেন, তাহা বলি না। কিন্তু এই শাস্ত্র দিন দিন গুপ্তবিষয়ের যেরূপ আবরণ খুলিয়া দিতেছে, তাই ভাবিতেছি,—এক দিন সকল পদার্থ যে সৃষ্টি করিতে পারিবেন না, সে কথা বা কেমন করিয়া বলি? পিপীলিকার ফর্ম্মিকাম্ল কি, পূর্ব্বে কে জানিত? এখন দেখিতেছি, ক্ষারজান জলজান এবং অম্লজান মিশ্রিত হইয়া ঐ জান্তব অম্ল উৎপন্ন হয়। আবশ্যক হইলে অনায়াসে উহা প্রস্তুত করা যাইতেছে। আবার দেখ অভিষব দ্বারা মধুর রস অন্তরুৎসিক্ত হইতেছে। জীব-দেহে এই ক্রিয়া নিয়ত সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিরূপে হয়?—পূর্ব্বে এই সমস্যা অত্যন্ত জটিল ছিল। আজ দেখ পার্থিব পদার্থে অঙ্গারে জলজানে এবং অম্লজানে এই প্রক্রিয়া সহজেই সাধিত হইতেছে।

পাঠক! দেখিয়া থাকিবেন, মসলিপত্তন নস্যের সঙ্গে অনেকে টঙ্ক শিম্বী মিলিত করিয়া রাখেন। তদ্দারা নস্যে সুঘ্রাণ হয়। এক্ষণে রসায়ন বিদ্যাবলে অনায়াসে এই ফল প্রস্তুত হইতেছে। অতএব জড় পদার্থ হইতে উদ্ভিদ এবং চেতন পদার্থের উপাদান মনুষ্য কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ দুর্লভ নহে। রসায়ন বিদ্যা যখন উন্নতির উচ্চতম সোপানে উঠিবে এবং অন্যান্য শাস্ত্র যখন ইহার সহকারী হইবে, তখন মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্যারেডে নামক জনৈক প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক পার্থিব অঙ্গার হইতে বেঞ্জোল আবিষ্কার করেন। তৎকালে এই পদার্থ অত্যন্ত দুর্লভ ছিল। এই অপরিশুদ্ধ বেঞ্জোলে অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত করিয়া দ্রব এনিল্যাইন নামক পদার্থ প্রস্তুত হয়; ইহাই নানাবিধ সুন্দর বর্ণের আকর। দুই এক বিন্দু এই দ্রব জলে মিশ্রিত করিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ হাইপোক্লোরাইড অব

সোডিয়ম সংযোগ করিলে উৎকৃষ্ট ভাইওলেট বর্ণ উৎপন্ন হয়। এইরূপে দ্রব্য বিশেষের সঙ্গে মিশ্রিত করিলে নীলবর্ণ ও লোহিত বর্ণ ম্যাজেণ্টা প্রস্তুত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের বিষয় দেখ, এই সমস্ত দ্রব্যের মূল উপাদান বর্ণহীন। কিন্তু রাসায়নিক সংযোগে কেমন উৎকৃষ্ট বর্ণ উৎপন্ন হইতেছে। বর্ণহীন মূল উপাদান অম্লের সহিত মিশ্রিত হইলে উজ্জ্বল বর্ণ উৎপন্ন হয়। কোবল্ট এবং যবক্ষার দ্রাবক একত্র মিলিত করিয়া সেই জলবদ্দ্রবে কাগজে লিখিয়া অগ্নির সন্তাপ লাগাইলে উজ্জ্বল নীলবর্ণ অক্ষর প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইরূপ রোজেনিলাইনে অগ্নির সন্তাপ দিলে সুন্দর রক্তবর্ণ প্রস্তুত হয়।

পাঠককে আর একটী জ্ঞাতব্য দৃষ্টান্ত উপহার দিই, মনোযোগ করুন। মঞ্জিষ্ঠা অত্যুৎকৃষ্ট রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র বৃক্ষ। এ দেশের বৈদ্যেরা সচরাচর উহা তৈলে ব্যবহার করেন, তাহা সকলেই দেখিয়াছেন। এই তরুর সর্ব্বাংশে বর্ণক দ্রব্য আছে। কিন্তু মূলেই অধিক। মঞ্জিষ্ঠা হইতে এলিজারিন নামক এক প্রকার রং প্রস্তুত হয়। ফলতঃ কাঁচা মঞ্জিষ্ঠায় বর্ণক পদার্থ নাই; কিন্তু উহাতে এক প্রকার অন্তরুৎসেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে বর্ণক দ্রব্য জন্মে। তাহার পর আবার আশ্চর্য্য দেখ আদৌ মঞ্জিষ্ঠার রং পাকা নহে। কিন্তু এই বর্ণ পাকা করিবার নিমিত্ত বস্ত্রাদিতে অগ্রে ফটকিরি প্রভৃতি দ্রব্যের কস দিয়া তৎপরে রং ফলাইতে হয়। কসায়নের ধর্ম্ম দ্বিবিধ। ইহা সূত্র এবং বর্ণ এই উভয় পদার্থকে আকর্ষণ করিয়া রাখে। কার্পাসাদির অঙ্গভূত সূক্ষ্ম কৈশিক ছিদ্রজালে কস জড়িত হইয়া থাকে এবং ঐ কস আবার বর্ণক দ্রব্যকে আকর্ষণ করিয়া লয়, সুতরাং বস্ত্র ধৌত করিলে রং উঠিয়া যায় না।

বস্ত্রে লাগাইবার জন্য নানাবিধ কস আছে এবং বিভিন্ন প্রকার কসে বিভিন্ন জাতীয় বর্ণ ফলিত হয়। রক্তবর্ণের রং ফলাইতে হইলে কার্পাসে ফটকিরির কস লাগান আবশ্যক। বেগুনে বর্ণ করিতে হইলে লৌহকস আবশ্যক। কসের ধর্ম্মের এক বর্ণক দ্রব্যে নানা জাতীয় বর্ণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। পাঠক! এখন রাসায়নিক শাস্ত্রের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখুন। মঞ্জিষ্ঠার বর্ণক দ্রব্য অনেক ব্যয়সাধ্য। যদ্যপি সুলভ মূল্যে তদ্রূপ বর্ণ প্রস্তুত হয়, তবে দেশের সমধিক লাভ ও উন্নতি হয়। অঙ্গারের আলকাতরা একরূপ অসার ও পরিত্যাজ্য পদার্থ বলিলেও চলে, যদি চ একেকালে অসার না হউক, কিন্তু

অমূল্য নহে। জর্ম্মণ রাজ্যের গ্রীব এবং লিবারম্যান নামক দুই জন রাসায়নিক পণ্ডিত পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, অঙ্গারের আলকাতরায় এলথ্রেসন নামে যে পদার্থ আছে, মঞ্জিষ্ঠাতেও তদ্রূপ পদার্থ উপলব্ধি হয়। তৎপরে তাঁহারা আবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, মঞ্জিষ্ঠায় যে লোহিত বর্ণক পদার্থ আছে, তাহা অঙ্গারের আলকাতরাতেও মিলিত রহিয়াছে। তদবধি কুৎসিত আলকাতরা হইতে এক প্রকার চমৎকার লোহিত বর্ণ দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। উদ্ভিদের যে উপাদান, সামান্য পার্থিব পদার্থ হইতেও রাসায়নিক কৌশলে তাহা প্রস্তুত হইতেছে।

বিদ্যা অমূল্য ধন। পিতা মাতার মুখে গুরুর মুখে শুনিয়াছি,—বিদ্যার আদর সর্ব্বত্র। কিন্তু যে বিদ্যা দর্শনহীন, বিজ্ঞানহীন, তাহা জীবনহীন দেহের মত। দেহ আছে, তাহার মুখে জীবন্ত প্রভা নাই; অঙ্গের আবল্যে অবসন্ন, সে বিদ্যার স্ফূর্ত্তি নাই। আজ বিজ্ঞানের ক্ষুদ্র সূত্র. কালে যে এই জগতকে বাঁধিয়া ফেলিবে তাহা কে বলিতে পারে? বিজ্ঞানের একটী ক্ষুদ্র কণাও নিষ্ফল নহে। ইউরোপের এত গৌরব, এত সুখসমৃদ্ধি কেবল বিজ্ঞানের প্রভাবে; ভারতবর্ষের এত অনাদর, এত দরিদ্রতা কেবল বিজ্ঞানের অভাবে। ইউরোপ বুদ্ধিবলে মাটীকে সোণা করিতেছেন; ভারত অসার রসের রসিক, আমোদ করিয়া সোণাকে মাটী করিতেছেন। দেখ সম্মুখে দুর্ভিক্ষ তর্জ্জনী তুলিয়া তর্জ্জন করিতেছে, তবু কি চৈতন্য নাই? ভারতবর্ষ বিজ্ঞানবলে কবে বলিষ্ঠ হইবে? ভারত সন্তান! ভারতের মুখ কবে উজ্জ্বল করিবে?

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দেবতারা ইহার পর জলযোগ করিলে ইন্দ্র কহিলেন "পিতামহ মর্ত্ত্যে আসিয়া কেবল পাপকার্য্য দেখা যাইতেছে। লোকের আচার ব্যবহার দৃষ্টে বোধ হয় এক্ষণে কলির দশ দশা; অতএব আপনি কলিমাহাত্ম্য বর্ণনা করুন কতগুলো মেলে দেখি।"

ব্রহ্মা। এই কলিকালে সত্য, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল এবং স্মৃতি বিনষ্ট হইবে। এই কালে ধনই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ হইবে

ধর্ম্ম-নির্দ্ধারণ-বিষয়ে ধনই বলবৎ হইবে। এই কলিতে রুচি অনুসারে বিবাহ ক্রয় বিক্রয় হইবে এবং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার রতিকৌশল অধিক তিনিই শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই কালে ব্রাহ্মণদিগের চিহ্নের মধ্যে কেবল যজ্ঞ-সূত্র গাছটী গলে থাকিবে, আচার বিনয় বিদ্যা প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহাদিগের নিকট হইতে চির বিদায় লইবে। কলির পণ্ডিতেরা বহুবাক্য ব্যয় করিবেন এবং অর্থ লোভে অন্যায় ব্যবস্থা-পত্র প্রদান করিতেও সঙ্কুচিত হইবেন না। এই সময়ে কেশধারণ কেবল সৌন্দর্য্যার জন্য হইবে। কলির শেষ দশাতে প্রজাগণ রাজকরে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইবেন, এমন কি অনেকে পর্ব্বত ও অরণ্য মধ্যে করভয়ে পলায়ন করিয়া হিংস্রক পশুকর্তৃক বিনষ্ট হইবেন এবং যাহারা জীবিত থাকিবে, ফল, মূল, শাক ও আম মাংস ভোজন দ্বারা জীবনধারণ করিবে। তৎপরে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন লোকে দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করিবে। জীবিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ জঠর-জ্বালায় মৃত মনুষ্যের মাংস ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে। প্রজাগণ সর্ব্বদা শীত বাত রৌদ্র, বর্ষা, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ব্যাধি এবং চিন্তার দ্বারা সাতিশয় কষ্ট পাইবে। কলিতে মনুষ্যদিগের পরমায়ু ৫০ বৎসর স্থির থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশ ২০। ২২ বৎসর বয়সেই মানবলীলা শেষ করিবে। এই কালে দেহি-দিগের দেহ খর্ব্বাকৃতি ও ক্ষীণ হইবে এবং মনুষ্যদিগের জাতিভেদ বর্ণভেদ থাকিবে না। এই কলিকালের মনুষ্যেরা চৌর্য্যকার্য্যে তৎপর হইবে, মিথ্যা ভিন্ন সত্য কথা ভ্রমক্রমেও বলিবে না এবং বৃথা হিংসা ইহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইবে। এই কালের গোসকল ছাগবৎ খর্ব্বাকৃতি হইয়া অল্প দুগ্ধ প্রদান করিবে, ঘৃতাদিতে পূর্ব্বের ন্যায় গন্ধ ও মিষ্টতা থাকিবে না এবং বৃক্ষাদিতেও প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মাইবে না। কলিকালে সম্বন্ধীরাই পৃথিবীর মধ্যে পরম বন্ধু হইবে। লোকে পিতা মাতা ভ্রাতার পরামর্শ না লইয়া ইহাদের পরামর্শ লইয়াই কাজ করিবে। এই কালে ঔষধসকলের গুণ ক্ষীণ হইবে, মেঘ হইলে জল হইবে না কেবল বিদ্যুত ও বজ্রপাত হইবে এবং মনুষ্যগণের গর্দ্দভের ন্যায় আচরণ হইবে। কলিতে ছল, মিথ্যা, আলস্য, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্যদশার প্রাধান্য হইবে। এই সময়ের মনুষ্যগণ ক্ষুদ্রদর্শী, অল্পভোগী, অধিক আহার-কারী বিলক্ষণ কামী ও ধনহীন এবং প্রত্যেক স্ত্রীই অসতী হইবে। প্রত্যেক গ্রাম ও নগর পাষণ্ড ও দস্যু দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে। রাজা

প্রজাগণকে এক প্রকার ভক্ষণ করিবেন। এই সময় তপস্বীরা গ্রামবাসী হইবেন এবং ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত পেটুক হইবেন, নিমন্ত্রণ হইলে জাতি বিচার করিবেন না। কলির স্ত্রীলোকেরা খর্ব্বাকৃতি, অধিক ভোজী হইবেন এবং বহু সন্তান প্রসব করিবেন। স্ত্রীলোকদিগের লজ্জা থাকিবে না, নিরন্তর কটুভাষী হইবেন এবং সর্ব্বদা চৌর্য্য ও ছলান্বেষণ করিয়া বেড়াইবেন এবং স্বামীরা গুরুর ন্যায় স্ত্রী-সেবা করিবেন ও অত্যন্ত স্ত্রৈণ হইবেন। কলিতে শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের ন্যায় গুণ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে এবং ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের ন্যায় তাহাদিগের নিকট ব্যবস্থা লইতে যাইবেন। এই কালে অন্নকষ্ট অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হইবে এবং লোকের অন্নবস্ত্র পান-ভোজন-স্থান ও ভূমি থাকিবে না। যৎসামান্য অর্থ লইয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ সর্ব্বদা ঘটিবে। এই কালে লোকে অন্নাভাবে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা ও পত্নীকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে না। স্ত্রী পুরুষ বালক বৃদ্ধ প্রত্যেককেই পরিশ্রম করিয়া খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে। কপট ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রচারকের সংখ্যা এই কালে বৃদ্ধি হইবে।

ইন্দ্র। কলিতে যখন পাপীর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইবে, নরকে ত স্থান হইবে না?

উপে। কতকগুলো নূতন নরক নির্ম্মাণ করতে হবে।

ব্রহ্মা। এই কালে লোকে দিনান্তে একবার মাত্র হরিনাম উচ্চারণ করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

ইন্দ্র। কলির শেষ দশাতে কিরূপ দাঁড়াবে?

ব্রহ্মা। যখন পাপীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইবে এবং লোকের জাতি বিচার ও ধর্ম্মবিচার থাকিবে না, সেই সময়ে নারায়ণ সম্ভলপুরের বিষ্ণুযশার গৃহে কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং দেবদত্ত অশ্বারোহণে পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক রাজচিহ্নধারী কোটী কোটী দস্যুকে হস্তস্থিত খড়্গ দ্বারা শমন সদনে পাঠাইবেন। তৎপরে তাঁহার গাত্রের চন্দনগন্ধ বায়ু দ্বারা যে ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করিবে, সে সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবে এবং আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। এই সময়ে চন্দ্র, সূর্য্য, এবং বৃহস্পতি এক রাশিতে মিলিত হইবেন।

অনেক রজনী পর্য্যন্ত সকলে কলিমাহাত্ম্য শুনিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন এবং প্রাতে উঠিয়া কলের জলে স্নান করিলেন। পিতামহের সন্দিবোধ

হওয়ায় অদ্য আর স্নান করিলেন না। ভিজা গামচায় গাত্র মার্জ্জন করিলেন। বরুণ কহিলেন "কাঁচা পাকা জলে স্নান করিলে ভাল হইত; নচেৎ সর্দ্দি বসিয়া যাইলে বড় কষ্ট পাইবেন।" নারায়ণ কহিলেন "অপরাহ্ণে কতকগুলি গরম জিলাপী খাবেন, সর্দ্দির পক্ষে উহা অমোঘ ঔষধ।"

অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সকলে আহারে বসিবার উদ্যোগ করিয়া উপোকে বারম্বার ডাকিতে লাগিলেন। উপো "যাচ্চি" "যাচ্চি" বলিয়া বিলম্ব করিলে নারায়ণ কহিলেন "ও কতকগুলো বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদ পত্র দেখিয়া কি লিখিতেছে।" দেবরাজ কহিলেন "বোধ হয় হাত পাকাচ্চে, শুনেছে হাতের লেখা ভাল না হলে কলিকাতায় চাকরী হয় না।"

উপোকে অনেক ডাকাডাকি করার পর আসিয়া আহারে বসিল। আহারান্তে প্রাণ্‌তামাক খাইয়া দেবগণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। পিতামহের শরীরটা অসুস্থ থাকায় অদ্য আর সকলে সকাল সকাল নগর ভ্রমণে বাহির হইলেন না। অপরাহ্ণে সকলে নগর ভ্রমণে চলিলেন এবং সকলে যাইয়া শিয়ালদহ ষ্টেষণে উপস্থিত হইলেন।

নারা। বরুণ! এ ষ্টেষণটী বড় সুন্দর। এ স্থানের নাম কি?

বরুণ। এই স্থানের নাম শিয়ালদহ। এই শিয়ালদহ ষ্টেষণ হইতে পূর্ব্ব বঙ্গ রেলওয়ে আরম্ভ হইয়া অনেকগুলি ভদ্র স্থানের মধ্য দিয়া পদ্মানদীর তীরস্থ গোয়ালন্দ নামক স্থান পর্য্যন্ত গিয়াছে। কলিকাতার পর পারে যেমন হাবড়া, এ পারের তেমনি শিয়ালদহ। এই ষ্টেষণের মধ্যে রেলওয়ের এজেণ্ট আফিস, চিফ ইঞ্জিনিয়ার আফিস, একাউণ্টেণ্ট আফিস, অডিট ও ট্রাফিক আফিস এবং লোকোমটিভ আফিস নামে কতকগুলি আফিস আছে।

উপো। এ রেলওয়েতে আমার কর্ম্ম হয় না? এখানেও কি বড় বাবু আছে?

দেবগণ একটী সুন্দর দালানের মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিলে বরুণ কহিলেন 'এই দালানে রেলওয়ে যাত্রীরা আসিয়া ট্রেণের জন্য বসিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। দালানটী বড় সুন্দর, ইহার উপরিভাগটী দেখ কেমন নানা বর্ণে চিত্র বিচিত্র করা। ১৮৬২ অব্দ হইতে এই রেলওয়ের গাড়ি চলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এই রেলওয়ের একটী শাখা চিৎপুর ও বাগবাজারের মধ্য দিয়া

আরমানী ঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই আরমানী ঘাটে পূর্ব্বে ই, আই, রেলওয়ের কলিকাতা ষ্টেষণ ছিল। ভাগীরথীতে পোল হওয়া পর্য্যন্ত ষ্টেষণটী উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই রেলওয়ে কোম্পানী ষ্টেষণটী ক্রয় করিয়া মাল গুদাম করায় কলিকাতার মহাজনদিগের যত মালামাল যাইয়া জমিতেছে। তৎপরে ট্রেণে বোঝাই হইয়া রেলপথে এখানে আসিতেছে। ঐ গুদাম ভিন্ন হাটখোলা প্রভৃতির মধ্য দিয়া যখন গাড়ি আইসে, মহাজনেরা মালামাল তুলিয়া দিয়া থাকে।

এখান হইতে বহির্গত হইয়া দেবগণ দেখেন একটা মাতাল অপরিমিত মদ্য পান করিয়া রাস্তায় পড়িয়া বমী করিতেছে। আর একটা মাতাল মদে জ্ঞানশূন্য হইয়া সেই বমীগুলো লইয়া খাইতেছে। দেবগণ তৎদৃষ্টে "ওয়াক" "ওয়াক" শব্দে এক দিকে ছুটিয়া পলাইলেন। পিতামহ কহিলেন "শ্রীবিষ্ণু! মাতালদের এ গুলো দেখে আমি বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি।

এখান হইতে সকলে ২৪ পরগণার মুন্সেফী আদালত ছোট আদালত দেখিয়া ক্যানিং বাজারের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং নারায়ণ কহিলেন "বরুণ এ স্থানটীর নাম কি?

বরুণ। এই স্থানের নাম ক্যানিং বাজার। রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং এই বাজারটী প্রতিষ্ঠা করায় তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম ক্যানিং বাজার নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে নাপিতের বাজার ভিন্ন অন্য বাজার না থাকায় ইংরাজ অধিবাসীদিগের কষ্ট হওয়ায় বাজারটী প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু লোকসান হওয়ায় বাজারটী উঠিয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মা। এক্ষণে এখানে কি হয়?

বরুণ। এক্ষণে এখানে ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল ও ক্যাম্বেল স্কুল বসিতেছে। ক্যাম্বেল স্কুলে বাঙ্গালাভাষায় ইংরাজী চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। এই স্কুলের ছাত্রেরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কম্পাউণ্ডার উপাধি পাইয়া গবর্ণমেণ্টের অধীনে ২৫ টাকা বেতনের চাকরী পায়। স্কুলটী প্রতিষ্ঠা করিবার প্রধান উদ্দেশ্য, গবর্ণমেণ্ট হাঁসপাতাল মাত্রেই একজন করিয়া কম্পাউণ্ডার আবশ্যক; কিন্তু ঐ কাজ অশিক্ষিত লোকের হস্তে দিলে কি ঔষধ দিতে কি দিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে। এ জন্য ঐ বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হইয়া থাকে। তাহাতে চিকিৎসা করা ও ঔষধ

দেওয়া উভয় কাজই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মেডিকাল কলেজের যত পচা মড়া সর্ব্বশেষে এই স্কুলের ছেলেদের জন্য আসিয়া থাকে।

ইন্দ্র। বরুণ, ভিতরে চল না।

ব্রহ্মা। ভিতরে গিয়ে কি হবে? পচা মড়ার গন্ধ শুকতে বুঝি বড় সাধ হয়েছে?

বরুণ তৎশ্রবণে ক্যাম্বেল হাঁসপাতাল না দেখাইয়া দেবগণকে লইয়া বৌবাজারের অক্রূরদত্তের বাড়ীর সম্মুখে জলের কলের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন "পিতামহ! জলের কল দেখুন। পলতা, টালা এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ার এই তিন স্থানে তিনটী জলের কল আছে। কলের দ্বারা জল আনিয়া এই স্থানে প্রথমে সংশোধন করা হয়, তৎপরে পাইপের দ্বারা লোকের বাড়ী বাড়ী ও রাস্তা ঘাটে বিতরণ করা হইয়া থাকে।

ইন্দ্র। এখানে জল আনিয়া কোথায় সঞ্চিত হইতেছে?

বরুণ। এই স্থানে পূর্ব্বে ওয়েলিংটন স্কোয়ার নামক একটী পুষ্করিণী ছিল। এক্ষণে সেই পুষ্করিণীটীর জল শুষ্ক করিয়া গজগিরি করিয়া বাধান হইয়াছে। ঐ পুষ্করিণীর উপরটী খিলান করা এবং ভিতরটী উত্তমরূপ চুণ-কাম করিয়া তাহাতে বালি প্রভৃতি যাহাতে জল বিশুদ্ধ হয় এমন সব দ্রব্য পরিপূর্ণ করা হইয়াছে।

উপো। ভিতরে মেলা মড়ার হাড় আছে না কি?

বরুণ। মড়ার হাড় থাকবে কেন?

উপ। তা না হলে জল পরিষ্কার হবে কেন? গঙ্গার জল যে এত পরিষ্কার শুদ্ধ কেবল মড়ার হাড় থাকাতে।

বরুণ। তুই থাম। সেই পুষ্করিণীর উপর যে খিলান আছে, তদুপরি মাটি চাপা দিয়া স্থানে স্থানে ঝাজরি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ দেখুন দেখা যাই-তেছে। যখন আবশ্যক হয়, ঝাজরি খুলিয়া জল পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়া থাকে। ঐ স্থানের মধ্যস্থলে দেখুন একটী ফোয়ারা রহিয়াছে। ঐ ফোয়ারা দিয়া জল উঠিয়া পরিষ্কার হইয়াছে কি না দেখা গিয়া থাকে; তৎপরে উহার চতুপার্শ্বস্থ ঐ সমস্ত স্তূপাকার প্রস্তরের উপর পতিত হইয়া ময়লা পরিষ্কার হয়, আবার ভিতরে প্রবেশ করে, এবং নলের মধ্য দিয়া লোকের বাড়ী বাড়ী যায়।

ব্রহ্মা। আহা! কি চমৎকার বুদ্ধিবল! বুদ্ধিবলে ইংরাজেরা জল-কেও বশীভূত করিয়া আজ্ঞানুমত চালিত করিতেছেন।

বরুণ। ঐ দুঃখে আমি আমার কর্ত্তব্য জলাধিপতির কাজ একপ্রকার পরিত্যাগ করিয়াছি। তবে অনেককালের চাকরী, এজন্য মায়াটা পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া সময়ে অসময়ে এক আধবার বারি বর্ষণ করিয়া থাকি। ফল আমার আর কাজকর্ম্মে কোন সুখ নাই।

এখান হইতে সকলে লালবাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলে দেবরাজ কহিলেন " বরুণ! এ বাজারটীর নাম কি? বাজারের মধ্যে অনেক কাট কাটরার দোকান দেখিতেছি।

বরুণ। এই বাজারটীর নাম লালবাজার। এই বাজারে অনেকগুলি বাঙ্গালীর কাটকাটরার দোকান আছে। জে, বি, হালদার অর্থাৎ জগবন্ধু হালদার এই বাজারের মধ্যে একজন বিখ্যাত ক্যাবিনেট-মেকার। যেমন ল্যাজারস্ কোম্পানী নামক ইংরাজ সদাগরের দোকানে সুন্দর সুন্দর কোচ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়,এখানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। এখানে ইংরাজ দোকানদারের অপেক্ষা সস্তা দরে দ্রব্যাদি পাওয়া যায় বলিয়া অনেক ইংরাজেও এখানে খরিদ করিয়া থাকে। এই বাজারে বিস্তর মদের দোকান আছে, এবং হিন্দুস্থানী মুচির দোকানও বিস্তর। এক সময় লালবাজারের জুতা বড় বিখ্যাত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এক্ষণে লোকের রুচির এত পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, চীনেম্যানের বাড়ী দূরে থাক সাহেব বাড়ীর জুতা না হলে পচন্দ হয় না।

উপো। বরুণ কাকা, সাহেবদের কেমন জুতা সেটা বল ?

ব্রহ্মা। বরুণ, ওদিকে দেখা যাইতেছে কি ?

বরুণ। উহার নাম লালবাজার হোটেল। অনেক ইংরাজ খালাসী এই হোটেলে বাস করে। যদি চ গবর্ণমেণ্ট খালাসীদিগের জন্য সেলর হোম নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তত্রাপি এখানেও অনেক সেলর বাস করিয়া থাকে। এই খালাসীরা পরস্পরে কেবল দাঙ্গা মারামারি নিয়াই আছে। এক বোতল মদের জন্য ইহারা জীবন পর্য্যন্ত দিতে পারে। এই জন্যই পুলিষ সর্ব্বদা ইহাদিগকে সতর্কভাবে রক্ষা করিতেছে।

ব্রহ্মা। বরুণ, এমন সর্ব্বনেশে হোটেলের নিকট হইতে পলাই চল।

এখান হইতে যাইয়া সকলে চিত্তপুর রোডের দক্ষিণাংশে উপস্থিত হইয়া

একটী বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিলে নারায়ণ কহিলেন "বরুণ, এ বাজারটীর নাম কি?"

বরুণ। এই বাজারটীর নাম টিরেটার বাজার। মৃত টিরেটার সাহেব কর্ত্তৃক এই বাজার সংস্থাপিত হওয়ায় ইহার নাম টিরেটার বাজার হইয়াছে। উক্ত সাহেবের মৃত্যুর পর লটারির দ্বারা বাজারটী হস্তান্তর হইয়া এক্ষণে বর্দ্ধমানের মহারাজার সম্পত্তি হইয়াছে।

ইন্দ্র। এ বাজারটীও বড় সুন্দর।

বরুণ। এই বাজারে বাঙ্গালী ও ইংরাজ প্রভৃতি নানাজাতীয় লোকের খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় হইয়া থাকে। কাজলা, কোকিল, কাকাতুয়া, ময়না, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষী এই বাজার ভিন্ন অন্য বাজারে বিক্রয় হয় না।

উপো। বরুণ কাকা, আমাকে একটা সালিক পাখী কিনে দেও না। দেশী সালিকগুলো বড় পড়ে ও পোষ মানে।

নারা। বরুণ, বাজারের দোকানগুলির উপরের ঘরে কি হয়?

বরুণ। উহাতে ভাড়াটিয়ারা বাস করে। ভাড়াটেদিগের মধ্যে ইহুদীদিগের সংখ্যাই বেশী। এই টিরেটার বাজারের জুতা বড় বিখ্যাত। এখানকার লাকচাঁদী, তোতা এবং লালচাঁদ প্রভৃতির দোকানের জুতা বড় বিখ্যাত। ইহাদের দোকানে জুতা ফরমাস দিলে নির্দ্দিষ্ট দিনে পাওয়া যায়। জুতাগুলি এক বৎসর পর্য্যন্ত টেঁকিয়া থাকে। কলিকাতার অধিকাংশ বড় লোক এই স্থান হইতে জুতা খরিদ করেন। এখানে ৬০। ৬৫ টাকা মূল্যেরও জুতা পাওয়া যায়। প্রত্যেক জুতার দোকানে অর্ডার লইবার জন্য একজন করিয়া কেরাণী আছে।

উপো। আচ্ছা বরুণ কাকা, জুতার দোকানে আমার কেরাণীগিরি কর্ম্ম হয় না?

বরুণ। তোর ভাগ্যে তাই হবে। ছোড়া চাকরী চাকরী করে মলো। তোর বাপের সুদৃষ্টিতে কি চাকরীর বাজার সস্তা আছে?

এখান হইতে যাইতে যাইতে বরুণ কহিলেন "পিতামহ, ফৌজদারী বালাখানা দেখুন।" পূর্ব্বে কলিকাতার যাবতীয় ফৌজদারি মকদ্দমা এই স্থানে হইত বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে। এক্ষণে একজন ধনী মুসলমান এই বাড়ী খরিদ করিয়াছেন। এখান হইতে যাইয়া তিনি দেবগণকে গৌর মল্লিকের প্যাসের দোকান দেখাইলেন।

উপো। বরুণ ককা, কোন্ গ্যাস? যাহা জ্বালায়?

বরুণ। হ্যাঁ, কেন?

উপো। আমায় একবাটী কিনে দেও না, বাসায় গিয়ে প্রদীপে জ্বালাব।

মারা। এ দোকানে কি হয়?

বরুণ। ১৮৫৭ অব্দে কলিকাতায় যখন গ্যাসলাইটের প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন এই গৌরমোহন মল্লিক মিউনিসিপালিটীর নিকট হইতে রাস্তা ঘাটে আলো দিবার ঠিকা লন, এবং তিনিই ঐ কার্য্যের লাইসেন্স প্রাপ্ত হন। এই দোকানে তৎসমুদায়ের হিসাব পত্র হইয়া থাকে।

এখান হইতে সকলে মাধবদত্তের বাড়ী দেখিয়া হীরালাল শীলের বাড়ীর নিকট উপস্থিত হইলে দেবরাজ কহিলেন "বরুণ, এ বাড়ীটী কাহার?"

বরুণ। হীরালাল শীলের। ইনি সুপ্রসিদ্ধ মতিলাল শীলের পুত্র।

ব্রহ্মা। মতিলাল শীলের বিষয় আমাকে বিশেষ করিয়া বল।

বরুণ। ইনি ১১৯৮ সালে (১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে) কলিকাতার কলুটোলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম চৈতন্যচরণ শীল। ইহাঁরা জাতিতে স্বর্ণ বণিক। চৈতন্যচরণ শীল মধ্যবিত্ত লোক ছিলেন। তিনি বস্ত্রব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। মতি শীলের পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃবিয়োগ হয়। ইনি বাল্যকালে গুরুমহাশয়ের বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহাঁর বিবাহ হয় এবং শ্বশুরের সমভিব্যাহারে বৃন্দাবন, জয়পুর প্রভৃতি তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া ১২২২ সালে (১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে) কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতার গড়ে প্রথমে ইহাঁর একটী সামান্য কর্ম্ম হয়। এই কর্ম্ম করিতে করিতে ব্যবসা করিবার সূত্রপাত করেন এবং ১২২৬ সালে (১৮১৯ খ্রীঃ অব্দে) বোতল ও কার্কের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ইনি বোতলের কার্ক বিক্রয় দ্বারা যথেষ্ট লাভ করেন এবং সেই লাভেই ইহাঁর লক্ষ্মীশ্রী হয়। ইহার পর কেল্লার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাপ্তেনদিগের মুচ্ছুদ্দিগিরি কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। বিলাত হইতে যে সকল দ্রব্যাদি আসিত, বিক্রয় করিয়া দিতেন এবং এদেশ হইতে যে সকল দ্রব্যাদি বিলাতে যাইত, ক্রয় করিয়া দিতেন। নয় বৎসর এই কাজ করিয়া বিলক্ষণ লাভবান্ হন। ১২৩৫

সালে ইনি তিনটী ইউরোপীয় হাউসের মুচ্ছুদ্দি পদে নিযুক্ত হন। এইরূপে মতিলাল শীল বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়া উঠেন। ১২৪৯ সালে (১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে) ইনি একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়ের নাম শীল্‌স কলেজ হইয়াছিল। এই বিদ্যালয়টীকে এক্ষণে শীল্‌স ফ্রীস্কুল বলিয়া থাকে। ইহাতে বালকগণকে বিনা বেতনে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এক্ষণে বিদ্যালয়টী বাহির সিমলায় শঙ্কর ঘোষের লেনে ১ নম্বর বাটীতে হইতেছে। এই সময়ে ইনি বেলঘরিয়া নামক স্থানে একটী অতিথিশালা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঐ অতিথিশালায় অদ্যাপি প্রায় ৪। ৫ শত লোক প্রত্যহ আহার করিয়া থাকে। ১২৬১ সালে (১৮৫৪ খ্রীঃ অব্দে) ইহাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর মাত্র হইয়াছিল।

ইন্দ্র। দেখা যাচ্চে ওটা কি?

বরুণ। ওটী আস্তাবল। ইহাঁদের আস্তাবল বড় বিখ্যাত। অবিকল কুক সাহেবের আড়গড়ার ন্যায়। বাটীর সম্মুখের বাগানে ওটী বৈঠকখানা।

এখান হইতে যাইয়া একস্থানে উপস্থিত হইলে বরুণ কহিলেন "পিতা-মহ" ওরিয়্যাণ্টাল গ্যাস রিফাইন করিবার স্থান দেখুন।

ব্রহ্মা। এখানে কি হয়?

বরুণ। যেমন বৌবাজারের জলের কলে জল পরিষ্কার হইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী যায়, তেমনি এই স্থানে গ্যাস পরিষ্কার হইয়া ঐরূপ লোকের বাড়ী বাড়ী ও রাস্তাঘাটে বিতরিত হয়। এই গ্যাস নারিকেল ডাঙ্গা নামক স্থানে পাথুরে কয়লা হইতে প্রস্তুত হইয়া এই স্থানে আইসে; তৎপরে কলের দ্বারা পরিষ্কৃত হয়। গ্যাস কোম্পানী নামক ইহাদের একটী শাখা আছে।

ব্রহ্মা ইংরাজ ক্ষমতাকে শত শত ধন্যবাদ। যে জাতি জল ও বাষ্পকে ক্ষমতামত চালাইতে পারে, তাহার অসাধ্য কাজ নাই।

এখান হইতে একস্থানে যাইয়া বরুণ কহিলেন "এই স্থানের নাম খালাসী টোলা। মেছুয়া বাজার রোড এই স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমান ও কাফ্রি প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্ত খালাসীরা এই স্থানে বাস করায় ইহার নাম খালাসীটোলা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় এখান দিয়া গমনাগমন করা দুঃসাধ্য।

এখান হইতে একস্থানে উপস্থিত হইয়া বরুণ নারায়ণ ও দেবরাজকে

গোপনে কহিলেন " এই স্থানের নাম সিদুরেপটী। ইহা চিৎপুর রোডের একটী শাখা মাত্র। এখানে ২। ৪ পয়সা মূল্যের সস্তা বেশ্যারা বাস করে। সন্ধ্যার সময় এই পাপিষ্ঠারা দলবদ্ধ হইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকে, এবং কোন ব্যক্তি রাস্তা দিয়া যাইলে " ও মানুষ " " ও মানুষ " শব্দে চীৎকার করিয়া ডাকে। ভদ্র লোকেরা মান সম্ভ্রমের ভয়ে পলান, নষ্ট লোকেরা হাস্য করিয়া নিকট যায় এবং যখন দেখে মাগীগুলো ছুটিয়া আসিয়া " আমার বাড়ী চল " " আমার বাড়ী চল " বলিয়া টানাটানি আরম্ভ করে, সেই সময় হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করে " বলি রামভদ্র মামা তোমার ঘরে নাই ত ? " অমনি মাগীগুলো তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া যা মুখে আসে তাই বলিয়া গালি দেয়।

নারা। এর কারণ কি ?

বরুণ। এই স্থানের বেশ্যাদিগের মধ্যে একজনের রামভদ্র মামার নাম করায় পসার হয় নাই বলিয়া কোন বেশ্যা ঐ নাম উচ্চারণ কিম্বা শ্রবণ করে না।

ব্রহ্মা। বরুণ, বাসায় চল। সন্ধ্যাও প্রায় হল এবং আমার শরীরটীও বড় ভাল নহে, আজ আর নগর ভ্রমণে আবশ্যকতা নাই।

বরুণ তৎশ্রবণে পিতামহকে একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া উপোকে সঙ্গে দিয়া কহিলেন " আপনি বাসায় যান, আমরা ২। ৪ মিনিট পরে যাইতেছি। " পিতামহ চলিয়া যাইলে তিন জনে মেছুয়া বাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন তর বেতর কাণ্ড উপস্থিত। রাস্তার দুই ধারে বেশ্যালয়। বেশ্যাগণ নানা বেশে বিভূষিতা হইয়া বারাণ্ডায় বসিয়া ফরাসীতে তামাক খাইতেছে। নিম্নে মালীরা নানাপ্রকার সুগন্ধ পুষ্পের মালা, গুড়্গুড়ি, আড়ানী, পাখা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছে। রাস্তার ধারে ধারে আতর, গোলাপ, ফুলল তৈল বিক্রয় হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মদের দোকান শোভা করিতেছে। মদের দোকানের সম্মুখে ফুলুরি, চিঙ্গিড়ি, তপ্সী, ইলিষ মাচ ভাজা, পাঁঠা ও হাঁসের ডিম সিদ্ধ, আলুর দম, পেঁয়াজের ফুলুরি ও পেঁয়াজ দিয়ে তেলে ভাজা ছোলা সাজান রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দুই এক খানি মিঠায়ের দোকানও আছে। লম্পটেরা কোন বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং কোন বাড়ী হইতে প্রত্যাগমন করিতেছে। বেশ্যাগণ বারাণ্ডায় বসিয়া লোক ডাকিতেছে, না যাইলে গালি

দিতেছে এবং সুবিধা পাইলে থুতু দিতে ছাড়িতেছে না। কতকগুলো বালক মাথায় ফেটা বাঁধিয়া ২। ১ টা বাটীতে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে; কিন্তু নূতন বলিয়া সাহস হইতেছে না, আবার ফিরিয়া আসিতেছে।

নারা। বরুণ! ঐ ছেলেগুলো কি ঐ মাগীদের ছেলে?

বরুণ। না, না, উহারা ফেরারী বালক। এক্ষণে উৎসন্ন যাইবার পথে পদার্পণ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সময় সন্ধ্যা হওয়ায় স্থানটীর শ্রী ফিরিয়া গেল। এখানকার লোকগুলো আর যেন নিরানন্দ কাহাকে বলে জানে না। স্বর্গ ও নরক আছে কি না তাহাও তাহাদের স্মরণ নাই। পাপ পুণ্য কাহাকে বলে সে বোধ দূরে পলাইল। সকলেই বেশ্যা ও মদে মজিল।

নারা। বরুণ ঐ সমস্ত মাচ ভাজা, পাঁটা, হাঁসের ডিম খায় কারা?

বরুণ। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র; যে বেশ্যাবাড়ী যায় সেই খায়। মদের মুখে ঐ সমস্ত দ্রব্যই উপাদেয় পথ্য। বেশ্যাসক্ত ব্যক্তিদিগের মদ্যপান ও তৎসঙ্গে জাতি, মান, বিষয়, বিভব সকলই বিসর্জ্জন দিতে হয়।

এই সময় প্রত্যেক বেশ্যাবাড়ীতে তবলার চাটিসহ সংগীত আরম্ভ হইল। কোন বেশ্যা গান ধরেছে:—

ঐ আসছে বেদিনী রূপসী।
আড়নয়নে মুচকী হাঁসি প্রাণ করে খুসী,
তাহে দাঁতেতে মিসি॥

অপর বাড়ীতে গান ধরেছে:—

আবার কি বসন্ত এল। অসময়ে ফুটলো কুসুম,
সৌরভে প্রাণ, যাদু আমার সৌরভে প্রাণ আকুল হল॥

কোন স্থানে গান ধরেছে:—

আমি রাজবালা, কি ছার বিচার করে সন্ন্যাসী হব।
তুমি দেখায়েছ যারে, আমি লো বরিব-তারে, যদ্যপি না মিল ও
তারে প্রাণে মরিব।

দেবগণ দেখেন চতুর্দ্দিক হইতে ধনী লম্পটদিগের ফেটিং, জুড়ি আসিতে আরম্ভ হইয়াছে। গাড়িস্থিত বাবুদিগকে দেখিয়া ২। ১ টী লম্পট এমন

ভাবে লুকাইতেছে যেন কোন রাজা ওমরার নাতি, কলিকাতার সকলেই ইহাদের চেনে, গাড়িস্থিত বাবুরা দেখিলে লজ্জা পাইতে হইবে, যেহেতু ইহারা পদব্রজে এসেছে।

ইন্দ্র। বরুণ! এ গুলোর লুকাইবার ঢং দেখ! এরা কারা?

বরুণ। ইহারা ৮ টাকা বেতনের কেরাণীর দল। ইহারা পোষাক ভাড়া করিয়া এমন বাবু সাজিয়া আসে যে দেখিলে বোধ হয় কোন বড় লোকের সন্তান। ইহাদের বাটীর অবস্থা এমনি যে মা কাটনা না কাটলে হাঁড়ি ঠন ঠন করে। কিন্তু ইহাদের এমনি গুণ মাতার নিকট হইতে কাটনা কাটা পয়সা নিয়ে, ভাঁড় হাতে করিয়া তেল কিনে প্রত্যাগমন সময় সম্মুখে যদি কোন বেশ্যাকে দেখে তৎক্ষণাৎ দূরে ফেলিয়া দেয়; কারণ পাছে ঐ বেশ্যা বলে "তুমি তেজচন্দ্র বাহাদুরের নাতি হয়ে তেল কিন্তে এসেছ!" শেষে হতভাগ্যেরা বাটী গিয়া মাতার নিকট বকুনী খেয়ে মরে।

এই সময় দেবগণ দেখেন চারি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া এক জন সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমান আসিল এবং গাড়ি থানি ধীরে ধীরে চালাইয়া কোন্ বাড়ীতে প্রবেশ করিবে দেখিতে লাগিল।

নারা। বরুণ, বেশ্যারা কি জাতি বিচার করে না?

বরুণ। বেশ্যার আবার জাতি! ওদের রুধিরই নিত্যই কথা, জাতি বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না।

দেবগণ দেখেন যত অন্ধকার হইতেছে স্থানটী ততই গুলজার হইতেছে। কোন দোকানী সুর করিয়া হাঁকিতেছে—"চানাইচুর, কড়াকদার, কট্ কট্ বোলে।" কেহ বলিতেছে—"হায় রে মজার নকোল দানা, এই বেলা নে আর পাবি না।" মধ্যে মধ্যে শব্দ হইতেছে—"ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের মাচ, ক্ষীরের আঁচ, ক্ষীরপুল চাই।" দূরে শব্দ হইতেছে "বরফ" "চাই বেল ফুল"।

এ দিকে রাজকৃষ্ণ শুঁড়ির দোকানের কাছে দাঁড়াইয়া একটা বেশ্যা মদ দিতে কহিতেছে। রামকৃষ্ণ একটা ছেলের হাতে বোতল দিয়া বেশ্যার সহিত পাঠাইয়া দিতেছে। সম্মুখের দোকানী বেশ্যাকে লক্ষ্য করিয়া চীৎকার করিতেছে "তপ্সী মাচ" "ঈলিষ মাচ।" কোন দোকানে মদের বোতল বগলে করিয়া এক জন লম্পট সালপাতার ঠোঙ্গায় মাচ ভাজা, ফুলুরি, ডিম সিদ্ধ কিনিতেছে। দূরে হাকিতেছে "গোরাপী খিলী।" বরুণ কহিলেন,

এ স্থানের বাইওয়ালির মধ্যে ইলাই জা এবং খেমটাওয়ালীর মধ্যে হরিদাসী ও কামিনী বিখ্যাত।

দেবগণ এখান হইতে বাসায় চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখেন একটী ঘরে কতকগুলো ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। নারায়ণ কহিলেন "আমাদের উপোর মত কে দাঁড়াইয়া আছে ?

বরুণ। উপোই বটে, এটা ফুল বাবু সাজিবার আড্ডা। উপো বোধ হয় এয়ারদের সঙ্গে ফুল বাবু সাজিতে আসিয়াছে।

ইন্দ্র। ফুল বাবু সাজিবার আড্ডা কি ?

বরুণ। এই স্থানে দুটী করিয়া পয়সা দিলে বেশ করে ব্রস দিয়া চুল ফিরাইয়া দেয় এবং মাথায় একটু গন্ধ দ্রব্য দিয়া গোঁপে ও ভ্রূতে আতর মাখাইয়া দেয়। তৎপরে দুই খানি আকের টিকৃলি খাইতে দিয়া বিদায় কালে হাতে একটী গোলাপী খিলি ও পকেটে একটী গোলাপ ফুল গুঁজিয়া দেয়।

"হতভাগা ছেলে মরেছে।" বলিয়া, নারায়ণ "উপো" "উপো" শব্দে ডাকিতে লাগিলেন। উপোর এই সময় ফুল বাবু সাজা শেষ হইয়াছিল। "যাই" বলিয়া, বাহিরে আসিয়া কহিল "আমি স্ব ইচ্ছায় আসি নি, ওরা আমাকে জেদ করে এনেছিল।

ইন্দ্র। বেস সেজেচিস, এখন বাসায় চল।

উপোকে সঙ্গে লইয়া বাসায় গিয়া সকলে দেখেন, পিতামহ শয়ন করিয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন "দুই খানা গরম জেলাপী খেয়ে একটু ভাল আছি।

দেবগণ হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া বসিয়া গল্প করিতেছেন। এমন সময় সঙ্গীত ধ্বনি তাঁহাদিগের কর্ণে আসিল। দেবরাজ কহিলেন "নিকটে কোথায় গান হইতেছে।

বরুণ। বোধ হয় বারোয়ারি তলায় বারোয়ারি পূজা আরম্ভ হওয়ায় পাঁচালী হইতেছে।

নারা। বারোয়ারি তলা এখান হইতে কত দূর ?

বরুণ। কেন সেই যে, সে দিন কথকতা শুনে এসেছ।

ব্রহ্মা। সে স্থান ত নিকট। বরুণ আমি কখন পাঁচালী শুনি নাই নিয়ে চল না।

বরুণ তৎশ্রবণে সকলকে লইয়া বারোয়ারিতলার অভিমুখে চলিলেন। দেবগণ উপস্থিত হইয়া দেখেন, লোকে লোকারণ্য। একখানি গৃহে বিন্ধ্যবাসিনী মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। আটচালাখানিকে ঝাড় লণ্ঠন দিয়া চমৎকার করিয়া সাজাইয়াছে। ঝাড় লণ্ঠনের উপর শোলার সালিক ও বুলবুলি পাখীগুলি বসিয়া আছে। থামগুলিতে নানাপ্রকার আয়না ও দেয়ালগিরি দেওয়ায় অতি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে! আটচালা খানির ভিতরটা রেলিং দিয়া বেষ্টন করা। রেলিঙের মধ্যে শ্রোতৃবর্গ গায় গায় হইয়া বসিয়া আছে। আটচালার চতুঃপার্শ্বে লোকগুলো কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছে। দেবগণ এক স্থানে দাঁড়াইলেন। তাঁহারা দেখেন, কয়েকটী লোক ঢোল তবলা লইয়া বসিয়া আছে। এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া ছড়া কাটিতেছেঃ—

পুলকে গোলোকেশ্বর, নিক্ষেপ করিবেন শর, লঙ্কেশ্বর দেখে প্রাণ যায়।
বসন গলে, নয়ন গলে, পতিত হইয়া বলে, পতিতপাবন রামের পায়॥
ওহে বিরিঞ্চিবাঞ্ছিত ধন, করি নাই ও পদ সাধন, জ্ঞান ধন মোর লয়েছিলে হরি।
তোমাকে ভেবে বৈরঙ্গ, হলো দুঃখের তরঙ্গ, আজি নিদ্রা-ভঙ্গ হল হরি॥
এত বলে দশানন কি বলিতেছেন।

এই সময় দোয়ারেরা যন্ত্রের তার ঠিক করিয়া বসিয়াছিল, এই ই শব্দে সুর দিয়া গান ধরিলঃ—

দিন গত কিন্তু নয় হে রাম তোমার চরণে এ দিন গত
আমার গত অপরাধ কত প্রাণ নির্গত সময়ে দেও হে চরণ,
হলাম চরণে শরণাগত॥
সৎসঙ্গে হয়ে স্বতন্ত্র করি অসৎ ক্রিয়া সতত, তোমায় শত শত
মন্দ বলাম রামচন্দ্র না ভাবিয়া ভবিষ্যত॥
ওহে গুণধাম, স্ব গুণ প্রকাশ, গুণহীন জ্ঞানহীন দোষ নাশ,
সগুণে তরিলে কি পৌরুষ, সে ত স্ব গুণে পাবে সুপথ।
জননী জঠরে কঠিন যন্ত্রণা আর দিবে রাম কত।
ওহে দশরথাত্মজ, দাশরথি ঘুচাও দাশরথির গতায়াত।

দেবগণ অনেকক্ষণ পাচালী শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। পিতামহ কহিলেন " বরুণ প্রত্যেক গানের শেষ চরণে দাশরথি রায়ের নাম রহিয়াছে, দাশরথি রায় কে আমাকে বল।"

বরুণ। ৺ দাশরথি রায় ১৭২৬ শকে (১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ৺ দেবীপ্রসাদ রায়। ইহাঁরা রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কাটোয়ার অতি সন্নিকটস্থ বাঁদমুড়া নামক গ্রামে ইহাঁর পৈতৃক বাস। দাশরথি বাল্যকালে পীলা নামক গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। তিনি যৎসামান্য ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া প্রথমে একটী নীলকুঠিতে কেরাণিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে কিছু দিন কবির দলে গান বাধিয়া দিতে দিতে নিজে একটী পাচালীর দল করিয়াছিলেন। সেই পাচালী হইতেই দাশুরায়ের নাম দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। ইনি যে সমস্ত পালা ও গীত বাঁধিয়াছিলেন, তৎসমস্ত পাঁচ খণ্ড পাচালী নাম দিয়া বটতলা হইতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ পাঁচ খণ্ড পাচালী ভিন্ন ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে আরো অনেক পালা ও গান বাঁধিয়াছিলেন, যাহা নিজেও গাইতে পারেন নাই। ১৭৭৯ শকে (১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর পুত্র সন্তান ছিল না, একটী মাত্র কন্যা ছিল। দাশুরায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিনকড়ি রায় কিছুকাল দল রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে সকলেই গত হওয়ায় ঐ বংশে দল রাখিবার কেহ নাই। দাশুরায়ের প্রণীত ছড়া ও গীতে কবিত্বের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে করুণ ও হাস্যরসের ছড়া যথেষ্ট আছে। এক সময় এই পাচালী লোকের দ্বারে দ্বারে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। অদ্যাপিও বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা দাশুরায়ের কোন না কোন গান জানে না এমন লোক বিরল। রামপ্রসাদী সুরের ন্যায় দাশুরায়ের সুর সরল ও সুমিষ্ট। এজন্য অনেকেই উহা সক করিয়া গাইয়া থাকে। কি ইতর কি ভদ্র সকলেই এই গানের পক্ষপাতী। ইহার প্রণীত ছড়া গুলিতে পয়ারের ন্যায় অক্ষর স্থির নাই। ইহাঁর প্রণীত খেউড় সকল অতি জঘন্য ও অশ্লীল। উহা পাঠ করিলে দাশুরায়ের প্রতি অভক্তি হয়। এক্ষণে শান্তিপুরের নিকটস্থ ব্রহ্মশাসন নামক গ্রামের গুরুদাস মুখোপাধ্যায় নামক দাশুরায়ের এক জন প্রধান দোয়ার ঐ দল রাখিয়াছেন। যিনি এতক্ষণ ছড়া কাটিলেন উনিই সেই গুরুদাস।

দেবগণ পাচালী শুনিয়া বাসায় যাইয়া শয়ন করিলেন এবং অধিক রাত্রি জাগরণ হওয়ায় সকলে অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

প্রেততত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমাদের নিজের ধর্ম্ম যেমন হউক, মত ও বিশ্বাস যেরূপ হউক, আমরা অন্যের ধর্ম্মের নিন্দা করি না; তাহাতে আমাদের ঘৃণা নাই, বিদ্বেষ নাই। আমাদের শ্রদ্ধা হয়, আমরা গন্ধপুষ্প তুলসীপত্রে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করি, যাঁহার শ্রদ্ধা হয় না তিনি করেন না। কিন্তু তাই আমরা নিরাকারবাদীর নিন্দা করি না। মত-বৈষম্য আছে বলিয়া নিরাকারবাদিরা আমাদের ঘৃণার্হ নহেন। ঈশ্বরতত্ত্বে সকলেই সমান মূঢ়, অতএব ধর্ম্মমতের প্রতিবাদ বাল-চাপল্য মাত্র। ঈশ্বরকে আমি যেমন চিনি, শঙ্করাচার্য্যও সেইরূপ চিনিতেন, জনক যাজ্ঞবল্ক্যও সেইরূপ চিনিয়াছিলেন। তবে বিধর্ম্মীর নিন্দা করিয়া ফল কি? আমরা জানি,নাস্তিকতাই দূষণীয়; আস্তিক হইয়া যিনি যেরূপে ঈশ্বরকে প্রীতি করেন—করুন; আমরা তাহার প্রতিবাদ করি না। তবে না করিলেও প্রতিবাদের স্থল আছে। ক্ষেত্রবিশেষে দুটা কথা না বলিলেও আবার চলে না। কেহ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নরবলি দিবেন, কেহ গঙ্গাসাগরে জীবন সমর্পণ করিবেন,—তেমন আস্তিকতা আমাদের প্রতিবাদের স্থল। মনুষ্যত্বগুণের ঈদৃশ ব্যতিগমন মার্জ্জনীয় নহে। যাহাতে সমাজের অবনতি ঘটিবে, জন-পদকে বিপদাপন্ন করিবে, যে শাস্ত্রে মনুষ্যকে মূঢ়তাপাশে বদ্ধ করিয়া ফেলিবে, তাদৃশ মত ও বিশ্বাস সর্ব্বথা পরিহার্য্য। আমরা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশুদ্ধ-ক্ষেত্র হইতে তেমন মতকে অগ্রেই উৎপাটিত করিতে উপদেশ দি। তাহা হইলে পবিত্র মতগুলি স্ব স্ব স্বভাবসিদ্ধ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে অবকাশ পাইবে। আমরা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের পদ-পদ্ধতি অনুসরণ করিব, কিন্তু যেখানে তাঁহাদের পদ-স্খলন হইয়াছে, দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিতে পারিয়া সাধ করিয়া সেখানে টলিয়া পড়িব কেন? যদি টলিয়া পড়ি, পিচ্ছল ভূমিতে আচার্য্যের চরণ স্খলিত হইয়াছে বলিয়া আমরা যদ্যপি স্খলিতপদ হই, তবে আমাদের উন্নতি কোথা? নির্ব্বাচন-শক্তি জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অল্প-বুদ্ধি পশু-পক্ষীরও নির্ব্বাচনশক্তি আছে। তাহাদের নিকটে যাহা দিবে, তাহারা অবিচারিতচিত্তে তাহাই ভোজন করিবে না। ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা স্ব স্ব খাদ্য-দ্রব্য মনোনীত করিয়া লয়। মনুষ্য জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ভূষিত; মনুষ্যের বিচারশক্তি আছে; তবে কেন মানুষ অবিচারিতচিত্তে সকল মতের পক্ষ-পাতী হইবে? যে অবিতর্কিত মনে সকল মতে বিশ্বাস করে, সে মূঢ়। মূঢ় ব্যক্তি কচিৎ অভীষ্টলাভে কৃতার্থম্মন্য হয়।

অনেকের ধারণা এই, সাধনের মূল—বিশ্বাস। দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, মত যেমন হউক, তাহাতে ইষ্টসিদ্ধি হয়। তুমি যদ্যপি বৃক্ষটীকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে পার, তোমার চিত্তে কোন সঙ্কোচ না থাকে, তবে বৃক্ষ হইতেই তুমি ঈশ্বরপ্রসাদ লাভ করিবে; বৃক্ষেই তুমি ঐশী শক্তি দেখিতে পাইবে।

ঈদৃশী ধারণা ভ্রমাত্মক। দৃঢ়বিশ্বাসের অতিরিক্ত শক্তি কিছুই নাই; চক্ষে কেবল ক্ষণিক ইন্দ্রজাল বিস্তার করে,—বিশ্বাসে হঠাৎ রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হইতে পারে। বিশ্বাসে দৃঢ় সংস্কার জন্মে; সেই সংস্কার আমাদের চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলে। চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইলে,এই জগৎকে আমরা আর এক চক্ষে দেখিতে থাকি। যে বিষয়ে আমাদের যেমন সংস্কার,তাহাকে তদ্রূপ গুণসম্পন্ন দেখায়। বৈষ্ণবপ্রধান চৈতন্য নিয়ত কৃষ্ণলীলা ভাবনা করিতেন। সেই যমুনার কালবারি, নিধুবনের শীতল শ্যামলতা, সেই অসিতাক্ষী গোপীগণ অহরহঃ তাঁহার হৃদয়ে জাগিত। তিনি সাগরকূলে দাঁড়াইয়া নিবিড় নীল জলে লীলাময়ী তরঙ্গকেলী দেখিলেন। তাহাতে চন্দ্রবিম্ব পড়িয়াছে, সুধামাখা জ্যোৎস্নায় তরঙ্গ সংক্ষোভ ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। চৈতন্য একবার দেখিলেন; জলে রঙ্গময়ী তরঙ্গমালার খেলা দেখিয়া তাঁহার মন যেন কেমন কেমন হইল, ভাব-মদিরায় মাতিয়া উঠিল। মনে কি ভাবিলেন, পুনঃ পুনঃ আবার ফিরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন; চক্ষু পালটিতে পারেন না, কেবল কজ্জলপূরিত উজ্জ্বল জলরাশি পানে চাহিয়া থাকিতে ভাল লাগিল। ঢেউগুলি উলটিয়া পালটিয়া পড়িতেছে, কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে, জ্যোৎস্নায় চক্ চক্ করিতেছে। তিনি সেই সাগরের কাল জলপটলে কল্লোলিনী কালিন্দীবারির সৌন্দর্য্য দেখিলেন; গোপীরা যেন হাসিতেছে, ভাসিতেছে, প্রেমানন্দে কৌতুক করিয়া বেড়াইতেছে; কৃষ্ণ, হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে ধরিতে যাইতেছেন। প্রেমে কমলের শৈত্য নাই, শিরীষের কোমলত্ব নাই, তবু যেন তাহাতে হৃদয় রাখিলে জুড়াইয়া যায়। তাহাতে মল্লিকা মালতীর সৌরভ নাই, তবু যেন মনের স্তরে স্তরে সুগন্ধ ভর্ ভর্ করিয়া উঠে। প্রেমে কদম্বের আসব নাই, তবু যেন মন মাতিয়া পড়ে। চৈতন্য প্রেম-ভরে অন্ধ হইয়া ছুটিয়া গিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন।

পাঠক! বলুন দেখি, দৃঢ়বিশ্বাসের ফল কোথায়? যদ্যপি ধীবরেরা

তাঁহাকে রক্ষা না করিত, তবে সেই দিন চৈতন্য কালজলে প্রাণ হারাইতেন; সেই দিন তাঁহার জীবনের লীলা পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইত। অপাত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিলে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই। শিশু উজ্জ্বল প্রদীপে হস্তার্পণ করে। অগ্নিতে হাত দিলে দগ্ধ হয়, দুগ্ধপোষ্য অপোগণ্ড শিশুর সে বিশ্বাস নাই। প্রদীপ মিট্ মিট্ করে, দপ্ দপ্ করে; জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতে থাকে; মৃদু-মারুত-হিল্লোলে ধূমাগ্রশিখা হেলিয়া দুলিয়া উঠে; দেখিতে অতি মনোহর। শিশুর ধ্রুব বিশ্বাস, প্রদীপ একটী অপূর্ব্ব ক্রীড়নক। তাই সে জ্বলন্ত পাবকে হস্তার্পণ করে। মিথ্যা বিশ্বাসের অনুরোধ রক্ষা করিয়া হুতাশন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না, সে শিশুর হস্ত দগ্ধ করিয়া দেয়। এই ত বিশ্বাসের ক্ষমতা! দৃঢ় বিশ্বাস অবোধ শিশুকে রক্ষা করিতে পারিল কৈ? সূপকার চুল্লী জ্বালিয়া দেয়, যাজ্ঞিক যজ্ঞকুণ্ড প্রজ্বলিত করেন; তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস,—অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে; তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধিও হয়। শিশুর দৃঢ় বিশ্বাস,—অগ্নি একটী উজ্জ্বল খেলানা; তাহার অভীষ্টসিদ্ধি হয় না কেন?

বিশ্বাসে দ্রব্যগুণের ব্যভিচার ঘটিলে জগতে কি সুশৃঙ্খলা থাকিত? বলিতে কি, সংসারে একটা মহাপ্রলয় উপস্থিত হইত। কুত্রাপি দুই জনের মতের ঐক্য থাকিত না, একই পদার্থ দুই জনের নিকট সমগুণশালী হইত না। এক জনের বিশ্বাসে, শীতল বারিধারা উগ্র হুতাশনের রূপ ধারণ করিত; আর এক জনের বিশ্বাসে সেই জল নিবিড় মেঘপুঞ্জবৎ বাষ্পময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিত। যাহার যেমন বিশ্বাস, এক একটী দ্রব্য তাহার নিকট তদ্রূপ গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিত। তবে জগতে কেন না বিশৃঙ্খলা ঘটিবে? বিশ্বাস কাহার নাই? যে যেমন ব্যক্তি, তাহার তদ্রূপ বিশ্বাস আছে। ধার্ম্মিকেরও বিশ্বাস আছে, অধার্ম্মিকেরও বিশ্বাস আছে; জ্ঞানীর বিশ্বাস আছে, অজ্ঞানেরও বিশ্বাস আছে; আবার যে কিছুই মানে না, তাহারও বিশ্বাস আছে। তদ্রূপ ব্যক্তির সন্দেহই এক বিশ্বাস। কিন্তু দেখ, বিশ্বাস সর্ব্বত্র সমান নহে। পাত্রভেদে একই বস্তুতে বিশ্বাস বহুবিধ, অতএব তাহা অভ্রান্ত হইতে পারে না। পাঁচ ও সাতে এক জনের নিকট বার, এবং অন্য জনের নিকট চৌদ্দ, ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে।

বিশ্বাসের উৎপত্তি কোথায়?—কল্পনায়। যিনি যেমন কল্পনা করেন, তাঁহার বিশ্বাস তদ্রূপ। পরমাত্মা ও জীবাত্মা কেমন আমরা জানি না;

এ পর্য্যন্ত তাহার স্থিরসিদ্ধান্ত হইল না। বার তিথি মাস আসিতেছে, আর যাইতেছে; ঋতুর পর বৎসর আসিতেছে, আর যাইতেছে; কতবার চন্দ্র সূর্য্য ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল; কতবার সূর্য্য চন্দ্র ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিল আর চলিয়া গেল। বার তিথি মাস, ঋতুর পর ঋতু, বৎসরের পর বৎসর, আবার আসিবে আবার যাইবে। ধ্যানপরায়ণ যোগী দিন দিন ভাবিতেছেন, মাসে মাসে ভাবিতেছেন, ঋতুতে ঋতুতে তাঁহার ভাবনা উছলিয়া উঠিতেছে। বৎসর যায় আবার বৎসর আইসে, তবু ভাবনা ফুরায় না। যুগে যুগে কল্পে কল্পে কত ভাবিলেন, ভাবনার শেষ হইল না। এত চিন্তায় এত ভাবনায় বুঝিতে পারিলেন কৈ,—পরমাত্মা কে?—জগৎ কি?—কেন এ জগৎ?

তোমার চক্ষু আছে, চক্ষে এই বাহ্য জগৎ দেখিতে পাও। কিন্তু মনের চক্ষু নাই, মন অন্ধ। যাহার চক্ষু নাই সে কি দেখিবে? কণ্ঠ শুষ্ক হইলে তুমি জল পান কর। জল পানের প্রয়োজন বুঝিয়াছ। ক্ষুধার্ত্ত হইলে ভোজন কর। ভোজনের প্রয়োজন জানিয়াছ। এ জগতের প্রয়োজন কি? আমি কে, কেন আমি হইয়াছি? কেন বিধাতা সংসার সৃষ্টি করিয়া মায়ার মেলা পাতিয়াছেন? কেন তিনি আমাকে গড়িয়া পুত্তুলবৎ নাচাইয়া বেড়াইতেছেন? জগতের প্রয়োজন কি, জানি না; আমার প্রয়োজন কি, বুঝি না। প্রয়োজন বুঝিতে না পারিলে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতা নিশ্চিত হয় না। তাই মানুষ মূঢ়, মানুষের কর্ত্তব্যবোধ অন্ধকারে নিহিত রহিয়াছে।

ধর্ম্ম কেমন, কি করিলে ধর্ম্ম হয় এবং পরকাল কোথায়, তাহা কেহই বলিতে পারেন না। পারত্রিক সুখ কি, তাহা কেহই জানেন না। কিন্তু ধর্ম্মে আস্থা এবং পরকালে বিশ্বাস, আস্তিকের সনির্ব্বন্ধ উপদেশ। এই অনুশাসন বাক্য যিনি অতিক্রম করেন, তিনিই নাস্তিক। ধর্ম্মে আমাদের প্রবৃত্তি আছে, কিন্তু ধর্ম্ম কেমন জানি না। পাপী বল, পুণ্যাত্মা বল, আত্মার লয় হউক,—এ সাধ কাহারও নাই। পরকালে সুখভোগ করিতে সকলেরই বাঞ্ছা। কিন্তু পরকালের সুখ কেমন, তাহা কেহই দেখেন নাই। তুমি এখানে যাহা সুখময় দেখ, সে সুখও সেইরূপ বুঝ। কেহ বলেন,—সুরসখাদ্যে, সুশ্রাব্য বাদ্যে; বসন্তপুষ্পের সৌরভে, শুক সারিকা কোকিলের রবে স্বর্গের সুখ। সৌন্দর্য্যে সকলেরই বাসনা; সুন্দর হইতে কার না

সাধ হয় ? যৌবন, দেহের অযত্নলভ্য অলঙ্কার; সে আবার সৌন্দর্য্যেরও অঙ্গাভরণ; স্বর্গের সুখ সেই স্থিরযৌবনে। কজ্জলপূরিত অসিতনয়নী অনিন্দ্যবালার কুসুমসম কোমল হস্তের চামর ব্যজন স্বর্গের সর্ব্বতাপহারিণী শান্তি।

পরকাল কেহ দেখে নাই, মরিয়া কেহ ফিরিয়া আসে নাই; তবে স্বর্গের এ সুখ সম্পত্তি কে দেখাইয়া দিয়াছে ? পুরাণ দেখ, বাইবল দেখ, কোরাণ দেখ,—পরকালের ঐশ্বর্য্য অনেক। কিন্তু সে বিভব কে দেখিয়াছে ? আমরা দেখি, অধরে মধুর মধুর হাসি, নয়নে ঈষৎ ঈষৎ বিলাস ভঙ্গী, চতুরা কল্পনা রত্নথালা ভরিয়া এই সকল সুখভোগের উপকরণ বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন। পারত্রিক সুখের বার্ত্তা কল্পনাদূতী মর্ত্ত্যলোকে আনিয়া দিয়াছেন। পরকালের সুখ, আমাদের বুদ্ধির অগোচর; যাহা জানি, সে কেবল কল্পনার প্রসাদে।

পরকালের সুখ যেমন হউক; নির্ব্বাণমুক্তি, মোক্ষপদ এবং অক্ষয় স্বর্গসুখ কেমন, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু মনুষ্যমাত্রেই পরকালে সুখী হইতে চায়। সে সুখলাভের উপায় কি ? যোগিরা বলেন, যোগ ব্যতিরেকে জীবের মুক্তি নাই। কেহ স্তূপাকার পুষ্পাদিতে ইষ্টদেবতার পূজা করিতেছেন; কেহ স্তব স্তুতি পাঠ করিতেছেন; কেহ বা জপমালায় বীজমন্ত্র জপ করিতেছেন; যোগিদের মতে, এতদ্বারা কেবল মনোমালিন্য ধৌত হইতে পারে,—মোক্ষলাভের আশা নাই। মোক্ষই বল, আর নির্ব্বাণমুক্তিই বল, সে কেমন ? মৃত্যুর পর পাপীর এবং পুণ্যাত্মার কি গতি হয় ? এ প্রশ্নের সদুত্তর কেহ দিতে পারেন না। এখনও পারেন নাই, কখনও যে পারিবেন, আমাদের সে প্রত্যাশা বা ভরসা নাই। কিন্তু যাহা কখন না হইবার কথা, আজি কালি প্রেততত্ত্ববেত্তারা অবলীলাক্রমে তাহা ঘটাইতে বসিয়াছেন। তাঁহারা অভিচার বিদ্যাবলে মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মাকে ডাকিয়া আনেন, তাহার সঙ্গে কথোপকথন করেন। বেশ সুখের কথা! তবে আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিচ্ছেদ নাই। প্রাণের অপত্যকে শ্মশানক্ষেত্রে বিসর্জ্জন দিয়া আর অশ্রুজলে ভাসিতে হইবে না। এ কথা সত্য হইলে মৃত্যুর ক্লেশ ভুলিয়া যাই, বিচ্ছেদ যন্ত্রণা মনে থাকে না; মরিতে বাঞ্ছা হয়। মরিলে আমি ফুরাইব না, আমার আমিত্ব থাকিবে, এ বড় আহ্লাদের কথা। এ জীবন ক্ষ ক্ষণদিনের; সুখে হউক, দুঃখে হউক,

দু দিনে এ জীবন ফুরাইবে না। থাক্ আর যাক্, দু-দিনের জন্য ভাবনা কে করে? ভাবনা যা, সে কেবল পারত্রিকের। পরকালের নিমিত্তই চিন্তা, যত্ন, উদ্যোগ, কঠোরতা; ধ্যান, জ্ঞান, তিতিক্ষা; অনশন, নির্ব্বাসন, সকল সুখের বিসর্জ্জন কেবল পরকালের জন্য। পরকাল না থাকিলে কিসের ভাবনা? প্রবল দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়া, তাহার সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া সুখী হইত। দুর্ব্বল আত্মহত্যা করিয়া নিষ্কৃতি পাইত,—কষ্টের জীবনে কাজ কি? এত কষ্টভোগ করি কেন? আমাদের উপরোধ অনুরোধ কিসের? কেমন,সেই পরকালের নিমিত্ত নয়? আমরা না বুঝিয়াও তবু পরকাল মানি। আমাদের চক্ষুর অবরণ ঘুচিবে না, তবু পরকালে বিশ্বাস করি। কত সংশয়, কত দুশ্চিন্তা, কত কুতর্ক!—কিন্তু প্রেততত্ত্ববেত্তারা কি তৎসমুদায় দূরীভূত করিবেন? তাঁহারা কি আমাদিগকে পরকাল দেখাইয়া দিবেন? আমরা ইহ জীবনেই কি মৃতব্যক্তিকে দেখিতে পাইব? বিশ্বাসকে সনির্ব্বন্ধ অনুনয় করিলেও এই প্রলাপবাক্যে অনুমোদন করিতে যেন সঙ্কোচ প্রকাশ করিতেছে। কেন?——

অনেক প্রেততত্ত্ববেত্তার শঠতা প্রকাশ পাইয়াছে। চাতুরী এবং প্রবঞ্চনা তাহাদের ব্যবসায়, ইহা অনেকেই জানিয়াছেন। কেহ ধনের জন্য, কেহ মিথ্যা মানের জন্য, লোককে প্রতারণা করে। আমেরিকার নিউইয়র্ক নগরে এক চিকিৎসক আছেন। তিনি প্রেততত্ত্বে অতি সুপণ্ডিত। যেমন প্রেততত্ত্বে পণ্ডিত, তেমনি বঞ্চকের শিরোমণি। তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বেতন দিলে তিনি প্রেতলোকস্থিত মৃত আত্মীয়স্বজনের নিকট হইতে সংবাদ আনাইয়া দেন। কতকগুলি গুপ্তপ্রশ্ন সমেত মোহরাঙ্কিত পত্র উক্ত চিকিৎসকের সমীপে প্রেরণ করিলে পত্রখানি কেহ খুলিবে না অথচ তন্মধ্যে যাবতীয় প্রশ্নের যথাযথ সদুত্তর লিখিত হইবে,—এই ভাণ করিয়া তিনি যে কত লোকের অর্থগ্রাস করিয়াছেন, তাহা কথয়িতব্য নহে। কিন্তু এক্ষণে তাঁহার ভুর ভার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

সম্প্রতি সেণ্টপিটার্সবর্গেও একটী কৌতুককর ব্যাপার ঘটিয়াছে। নিউকাসল নিবাসিনী মিস্ উড্ নামক এক স্ত্রীলোক প্রেততত্ত্বে অতিশয় নিপুণা। ইহার বয়ঃক্রম অন্যূন ত্রিশ বৎসর; দেখিতে সুশ্রী ও সুগঠিত; মধ্যমাকারা এবং চতুরহাস্যময়ী। ইউরোপের অনেকেই তাঁহার অমানুষী শক্তি দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু সে প্রশংসা ক—দিনের? শঠের

চাতুরী ক—দিন থাকে ? ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব লইয়া ভারত। এত চতুরঙ্গের ঢেউ আর কোথাও নাই। মিস্ উড্ ভারত হইতে আমদানি একটী পিশাচী দেখাইবে; সভায় সপ্তদশ জন দর্শক উপস্থিত। নায়িকাসিদ্ধ মহিলা যবনিকার অন্তরালে একটী পৃথক্ প্রকোষ্ঠে কেদেরার উপর বসিলেন, পাছে সে উঠিয়া যায়, সে জন্য দর্শকেরা ফিতা দিয়া কেদেরার সঙ্গে তাহার হস্তদ্বয় বাঁধিয়া রাখিলেন। গৃহের সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করা হইল; চতুরার উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপযোগী কিছুই দৃষ্ট হইল না। অতঃপর গৃহের গ্যাসালোক নির্ব্বাণ করিয়া দেওয়া হইল, কেবল ক্ষুদ্র একটী প্যারাফিন দীপ পিণোপোর্ট বাক্সের অন্তরালে জ্বলিতে লাগিল। দর্শকেরা যথা নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরস্পরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। এখন কৌতুক আরম্ভ। অনেক গৌরচন্দ্র হইয়া গেল, অবশেষে পিশাচী উপস্থিত। মূর্ত্তিময়ী; ত্রয়োদশবর্ষীয়া, নবীনা বালিকা; কালীয়দমনের সখীর ন্যায় আসরে আসিয়া ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দর্শকেরা ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। পিশাচী যবনিকার অন্তরাল হইতে প্রকাশিত হইয়া একটী মুগ্ধহৃদয়া স্ত্রীলোকের সঙ্গে হস্তালিঙ্গন পূর্ব্বক নেপথ্যে চলিয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে আবার দর্শকের সম্মুখে উপস্থিত হইল; ইত্যবসরে ক্ষেভ্ নামক জনৈক ব্যক্তি অকুতোভয়ে ঝপ করিয়া পিশাচীকে ধরিয়া ফেলিলেন। সে প্রাণপণে পলাইবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বিফল, সিংহের কবল হইতে মুক্তি পাইল না। তখন সকলে অঙ্গের পরিচ্ছদ খুলিয়া দেখেন,—সে পিশাচী ভারতের নয়, সভ্যতম নিউক্রাসেলের; সেটী মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা নহে,—জীবিত মিস্ উডের সজীব শরীর। এই খানে নাট্যরঙ্গ ফুরাইল, এই খানে রঙ্গভূমির যবনিকা পতিত হইল। কাতর হইয়া ভিক্ষা চাই,—নায়িকাসিদ্ধেরা ক্ষমা করুন, আর যেন তাঁহাদের কুচক্রে পড়িয়া জনসমাজ প্রতারিত না হয়।

প্রেততত্ত্ববেত্তাদের মধ্যে কেহ কেহ সজ্জন ও সচ্চরিত্র থাকিতে পারেন। তাঁহারা অপরকে প্রতারিত করেন না, কিন্তু নিজে প্রতারিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রেততত্ত্ব বিদ্যার উপদেশানুসারে সাধন করেন, সে জন্য অহরহঃ ঐকান্তিক চিন্তায় মস্তিষ্কের এক প্রকার বিকৃতিভাব উপস্থিত হয়। সে বিকৃতি ঠিক মত্ততা নহে, অথচ মত্ততা হইতে প্রভেদ করাও কঠিন। অনেকে সাধনকালে উপচ্ছায়া মূর্ত্তি দেখিতে পান, কত বিভীষিকা দেখেন, সে গুলি কি আমরা স্বতন্ত্র প্রস্তাবে তাহার বিবরণ লিখিব।

প্রেততত্ত্বের কথা এই গেল। এখন ধর্ম্মতত্ত্ব ও যোগতত্ত্ব। আজি কালি বোম্বাই নগরের থিওসফিষ্ট সভায় ভারী ধুম। ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কি সংসারটা করতলন্যস্ত আমলকবৎ দেখিতেছেন। এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার নখাগ্রে নাচিতেছে। শুনিতে পাই, দ্রোণাচার্য্য কখন ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই, কেবল ভার্গবের শরাসনটী ভিক্ষা পাইয়া তিনি মহাবীর মহারথী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ম্যাডামও বোধ হয়, সাধনবলে বিধাতার হস্তের কোন একটা কিছু ভিক্ষা পাইয়া থাকিবেন, তাই বিধাতার নির্ম্মাণ কৌশল অনেকটা শিখিয়াছেন। আজি তিনি পুষ্পবাটিকা হইতে মণিময় ব্রোচ বাহির করিলেন, কালি অকৃষ্ট মৃত্তিকা হইতে পানপাত্র তুলিয়া দিলেন। ভরসা হইতেছে, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িলে মাটী ফুড়িয়া মানুষ উঠিবে, কোন্ দিন শূন্যে একটা নূতন জগতের সৃষ্টি হইয়া পড়িবে। আমাদের কপাল! আমরা মূঢ় মায়া করিয়া ভারতে কে ছলিতে আসিয়াছেন। আমরা ব্ল্যাভাস্কীকে চিনিতে পারিলাম না।

১৮৮০ সালে ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কী, সুরম্য সিমলা শিখরে নানাপ্রকার বুজরুকি দেখাইয়াছিলেন। অনেক গুলি (১) কৃতবিদ্য ইংরাজ তাঁহার কুহকে ভুলিয়া তৎপ্রদর্শিত অলৌকিক কার্য্যে বিমোহিত হন। তন্মধ্যে দুই জন ত ম্যাডাম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন। এ স্থলে তদীয় একটী অলৌকিক কার্য্যের উল্লেখ করিলেই পাঠক আপ্যায়িত হইবেন। কোন সময়ে ম্যাডাম সিনেট প্রভৃতি পাঁচ জন সমভিব্যাহারী লইয়া শৈলের নিম্নে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। পথিমধ্যে আর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। এক্ষণে তাঁহারা সকলে সাত জন। পূর্ব্বে ছয় জনে যাত্রা করিয়াছিলেন, অতএব ছয় জনের উপযুক্ত পানপাত্রাদি সঙ্গে ছিল। প্রত্যূষে তাঁহারা কাফি ও চা খাইবেন, এখন উপায়? ছয় জনের যোগ্য পান পাত্রাদি সঙ্গে আছে, আর এক জন কি করপাত্রে চা পান করিবেন? ভাবনায় সকলের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু বিপত্তির সখী ব্ল্যাভাস্কী

---

(১) A. O. Hume.
M. A. Hume.
Fred. R. Hogg.
A. P. Sinnet.
Patience Sinnet.
Alice Gordon.
P. J. Maitland.
W. M. Davision.
Stuart Beatson.

সঙ্গে। দ্বাপরে তিনি ভারতে আবির্ভূত হইলে নারী কৃষ্ণ হইতেন; ইহুদী মৃত্তিকায় জন্মগ্রহণ করিলে নারী খ্রীষ্ট হইতেন; আজ কলির অবতার সেই ভবসিন্ধুর কাণ্ডারিণী অভয় হস্ত তুলিয়া সকলকে আশ্বস্ত করিলেন। তিনি বনমধ্যে কণ্টকবৃক্ষ জড়িত একটী অকৃষ্ট স্থান মনোনীত করিয়া সহচরদিগকে সেই স্থান খনন করিতে আদেশ দেন। জনৈক সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ছুরিকা দিয়া মৃত্তিকা খনন করিতে লাগিলেন। ম্যাডাম কি করিলেন?—তিনি মনে মনে "টেকু" "আত্মারামকে" গালি দিতে লাগিলেন। "লাগ্—লাগ্ লাগ্ চমৎকার!—ভূগর্ভ হইতে (২) মূল মৃত্তিকজড়িত পাত্রাক্ষর মিলিল! আবার দু—এক খোঁচার পর,—পানপাত্র উঠিল। আমরা নিকটে উপস্থিত থাকিলে এমন সুযোগ শীঘ্র ছাড়িতাম না। আরও খনন করিতাম, পাতাল পর্য্যন্ত খুড়িয়া যাইতাম,—ঐরাবত, উচ্চৈশ্রবা, পারিজাত, কৌস্তুভাদি কত ধন পাইতাম।

সিনেট সাহেব এই অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত ঘটনার গূঢ় মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সিদ্ধ পুরুষেরা যোগবলে অনায়াসে নূতন দ্রব্যের সৃষ্টি করিতে পারেন। এ বড় সহজ সিদ্ধান্ত নয়। যেখানে একটী বৃক্ষ নাই, নিমেষাবসরে তথায় একটী বৃক্ষের সৃষ্টি করিয়া দিবেন; কল্লোলিনী স্রোতস্বতী গণ্ডূষে পান করিয়া ফেলিবেন,—এ গুলি ত অনেক দিনের কথা; ঋষিরা যখন সোমরস পান করিতেন, এ ক্ষমতা ত সেই তখনকার। এখন্ ত সোমরস নাই; তবে মধ্বভাবে গুড়ং পিবেৎ,—এখন সোমভাবে যাঁহারা তদনুরূপ দ্রব্য পান করেন, তাঁহারা এ সকল কথা বলিতে পারেন,—ব্রাণ্ডী ওল্টম জিন রমে এ ক্ষমতা জন্মিতে পারে। আমরা অধম! সুকৃতিবল নাই, সিনেট সাহেবের যুক্তিতে আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না। এক্ষণে পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন,—তবে এ সমস্ত অলৌকিক কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হয়? আমরাও তাই বলি, অনেক সময়ে আমরা প্রতারকদের সেই গূঢ় কুহকমধ্যে প্রবেশ করিতে পারি না, সে জন্য আমাদের পোড়া কপাল ভস্ম হইয়া যায়; আমরা বঞ্চকের হস্তে নষ্ট হই। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিলে এই সকল বুজরুকির কৌশল বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু ভেল্কীকারেরা তদ্বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান; যখন ধৃত হইবে, এরূপ বুঝিতে পারে, হঠাৎ আর একটী নূতন বিষয়ের অবতারণা করে। আমরা ম্যাডাম ব্ল্যাভাস্কীর

(২) Vide—'The Occult world.' Second ED. Page 67.

বুজরুকি কখন স্বচক্ষে দেখি নাই, কিন্তু হোসেন খাঁর অলৌকিক কার্য্য কলাপ অনেকবার দেখিয়াছি, পীড়াপীড়ি করিলে তিনি ধরা পড়িতেন।

ম্যাডামের অদ্ভুত কার্য্য কলাপের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তাহাই আমরা পাঠক মহোদয়দিগকে এ স্থলে দুটী প্রমাণ উপহার দিতেছি। যথেষ্ট। সেই দুটী প্রমাণেই ব্ল্যাভাস্কীর কুহকের অসারত্ব প্রকাশিত হইবে।

ব্ল্যাভাস্কী বলেন তিব্বত, হিমালয়, নীলগিরি প্রভৃতি পর্ব্বতগুহায় তাঁহাদের স্বসম্পর্কীয় অন্যূন ষাটি জন সিদ্ধপুরুষ আছেন। তাঁহাদের মায়াদেহ স্বচ্ছন্দে যথা তথা বিচরণ করিতে পারে। সেই সিদ্ধাত্মারা অন্তর্যামী; সাধকেরা স্মরণ করিলে অয়সাকর্ষণ দ্বারা সকলের মনোগত ভাব বুঝিয়া লন। আমরা সমস্ত সিদ্ধপুরুষের নাম জানি না, কেবল কুথুমিলাল নামক জনেক পঞ্জাবী সাধকের নামই শুনিতে পাই। তিনি না কি শৈশবাবস্থা হইতে বিলক্ষণ বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার কোন আত্মীয় (তিনিও একজন পরমযোগী) পাশ্চাত্য বিদ্যাভ্যাস করাইবার জন্য তাঁহাকে ইউরোপে প্রেরণ করেন। পাঠসমাপ্তির পর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে উক্ত আত্মীয় তাঁহাকে যোগবিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। এক্ষণে কুথুমিলাল সমাধিসিদ্ধ পরমযোগী। তিব্বতের গিরিদরীতে তাঁহার আশ্রম; কিন্তু ভক্তেরা স্মরণ করিলে তাঁহার মায়াদেহ সর্ব্বত্র প্রকাশিত হয়। তিনি স্বেচ্ছাগামী ও সর্ব্বান্তর্যামী। ব্ল্যাভাস্কী পত্র লিখেন, দৈববলে সেই পত্র কুথুমিলালের হস্তগত হয়। সেই পত্রের গতি তাড়িতবেগকে পরাজয় করিয়াছে। কুথুমিলাল আবার পত্রপ্রাপ্তিমাত্র অচিরাৎ তাহার প্রত্যুত্তর দেন। এই পত্র প্রেরণ সম্বন্ধে কতপ্রকার আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে। প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় এস্থলে উল্লিখিত হইল না। এখানে কুথুমিলালের পত্রস্থিত কতকগুলি অসদৃশ ও অসঙ্গত প্রয়োগের উল্লেখ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সেই অসদৃশ প্রয়োগ দেখিলেই বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, যে পত্রগুলি সিদ্ধাত্মা কুথুমিলালের নামে চলিতেছে। তৎসমুদয় নিশ্চিত কোন বৈদেশিক লেখকের রচিত। তন্মধ্যে চতুরা ব্ল্যাভাস্কী সম্প্রদায়ের বিলক্ষণ চাতুরী আছে। উক্ত সাধকের একখানি পত্রে লিখিত আছে,—

" + + আমি কোন পূর্ব্ব পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। যদ্যপি

আমরা পৌরাণিক বৃত্তান্তে বিশ্বাস করি, সেই স্বর সরস্বতীর ময়ূরের কণ্ঠনাদ তুল্য ; যাহা শ্রবণ করিয়া নাগরাজ ভীত হইয়া উঠিয়াছিল + + + " (৩)

পাঠক ! কি বলেন, পত্রখানিতে বৈদেশিক গন্ধ ভর্ ভর্ করিতেছে না ? ইহাতে অগুরু চন্দন, কুঙ্কুম কস্তূরীর সুবাস নাই ; যেন ল্যাভ্যাণ্ডার পমেটমের তীব্র আঘ্রাণ ফুটিয়া উঠিতেছে। হিন্দুর কথা দূরে থাক, ভারতবর্ষের বনবাসী কোন মূর্খ ম্লেচ্ছজাতিও যদ্যপি এ পত্র লিখিত,—" সরস্বতীর ময়ূর— " এ প্রকার অসদৃশ প্রয়োগ করিতে তাহারও ভ্রম হইত না। জঙ্গলের একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশুকে জিজ্ঞাসা কর, সেও বলিবে,—ময়ূর সোণার কার্ত্তিকেয়কে পৃষ্ঠে করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, সে সরস্বতীর ধার ধারে না। হা অদৃষ্ট ! যোগবলে আজ বীণাপাণির অম্বুজাসন ময়ূরমূর্ত্তি ধারণ করিল।

আমরা পৌরাণিক ইতিবৃত্তে অনেক সন্ধান করিলাম,কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে ময়ূরের কোন সম্পর্ক দেখিতে পাইলাম না। কুথুমিলাল একে হিন্দু, তাহাতে সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ এবং যোগবলে সর্ব্বদর্শী, তাঁহার এতাদৃশ ভ্রম হওয়া অসম্ভব। এই পত্র ব্ল্যাভাস্কীর কিম্বা তৎসম্প্রায়ভুক্ত অন্য কোন বৈদেশিকের রচিত, সে কারণ অনভিজ্ঞতাবশতঃ এই ভ্রম ঘটিয়াছে।

কুথুমিলাল আর এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"আমরা চকিতবিসরে সংবাদাদি প্রেরণ করিয়া থাকি ; তবে দেখ পাশ্চাত্য লোকেরা এবং এতদ্দেশীয় ইংরাজি ভাষাজ্ঞ সন্দিগ্ধচিত্ত (Skeptical) আর্য্যবংশসম্ভূত, (৪) উকিলেরা তাহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিতে পারেন না। "

এস্থলে স্কেপ্টিক্যাল সন্দিগ্ধচিত্ত এই শব্দটীর বর্ণ যোজনার ধারা দেখিয়া আমাদের সন্দেহ অত্যন্ত জাগরিত হইয়া উঠিতেছে। এই শব্দটীতে কিছু কিছু আমেরিকার হিট আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রেটব্রিটেনের রীত্যনুসারে লিখিত হইলে ইহাতে ' কে ' বর্ণ সংযোজিত হইত না,—' সি ' বর্ণ যোজিত হইত (যথা—(Sceptical) তবে এ পত্রে আমেরিকাপ্রচলিত রীতির আভাস আসিয়া পড়িল কেন ? আমার ধ্রুব জ্ঞান হইতেছে, এই ভেল্কীতে ম্যাড্যাম ব্ল্যাভ্যাস্কীর এবং কর্ণেল অল্কটের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে। এই শেষোক্ত সিদ্ধপুরুষ আমেরিকানিবাসী ; ম্যাড্যাম রুষমহিলা ; কিন্তু তিনি

(৩) Vide—The Occult world. 2 nd. Page 120.

(৪) Vide—" The Occult world. " 2 nd Page 122.

বহুকালাবধি আমেরিকাতেই বাস করিয়াছিলেন। এই বোধ হইতেছে, সমস্ত পত্র তাঁহাদেরই রচিত, সে জন্য তন্মধ্যে আমেরিকার বর্ণযোজন পদ্ধতি আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারাই কুথুমিলালের নাম দিয়া কৌশলক্রমে কুহকমুগ্ধ শিষ্যদিগকে প্রবঞ্চনা করিতেছেন।

পাঠক! কুথুমিলালের বৃত্তান্তে কেমন একটী ভূমিকা দেখুন। উক্ত কাল্পনিক মহাপুরুষের প্রেরিত বলিয়া যে সমস্ত পত্র প্রকাশিত হইয়াছে, সে গুলি ইংরাজি ভাষায় লিখিত। পত্রের প্রকৃত লেখকেরা ইংরাজিভাষাজ্ঞ, ভারতবর্ষপ্রচলিত কোন ভাষায় তাঁহাদের অধিকার নাই। অতএব কুথুমিলাল কিরূপে সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় পত্র লিখিবেন!—তাহা ত সম্ভবিতে পারে না। এ দিকে পত্রগুলি যে প্রকার বিশুদ্ধ ইংরাজিভাষায় গ্রথিত হইয়াছে, তাহা ইংরাজের রচিত বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। কিন্তু কুথুমিলাল যদ্যপি ইউরোপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার ইংরাজি রচনা তাদৃশ সুমার্জ্জিত হইবারই সম্ভাবনা। এই উদ্দেশ্যে তিনি ইউরোপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন বলিয়া তদীয় পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে মনুষ্যের চক্ষু মুকুলিত হইয়াছে; আর যে কেহ সহজে মূঢ়তাজালে জড়িত হইবেন, সে দিন নাই। কিন্তু আমরা এতাদৃশ উদ্যোগকেও নিতান্ত ঘৃণাকর জ্ঞান করি। এই বুজরুকির কুহকমন্ত্রে ভুলিয়া ভারতবর্ষের উন্নতি হইতে পায় নাই, এতদ্দেশীয় লোকের জাতীয় জীবন গঠিত হয় নাই। আবার কেন সেই তন্ত্রমন্ত্র, ধর্ম্মের সেই জটিলতা আবার কি জন্য জনসমাজে স্থান পাইতেছে?

আজি আমরা এ প্রস্তাবের অবতারণ করিতাম না, কিন্তু বোম্বাই নগরের থিওসফিষ্ট সভার শাখা প্রশাখা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তাহাতে এই জড় ভারত জড়াদপি জড়তর হইয়া উঠিবে। উক্ত সভা কর্ত্তৃক সমাজের যে কোন উপকার সাধিত হইবে, আমাদের তেমন প্রত্যাশা নাই। ফলের মধ্যে এই দেখিতে পাই, ভারতবর্ষীয়েরা নানাধর্ম্মাবলম্বী, নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত; যদ্যপি থিওসফিষ্ট সভার মত প্রবল হইয়া উঠে, তবে এক দিন ভারতবর্ষ একধর্ম্মাবলম্বী হইতে পারে। কিন্তু অসার ও অলীক মতের আদর কত দিন থাকে? সভ্যেরা অভিচারবিদ্যার সমধিক আদর করেন; কিন্তু প্রত্যক্ষ ফল না দেখিলে অভিচারবিদ্যায় কে আস্থা প্রদর্শন করিবে? মিথ্যার গৌরব অধিক দিন থাকে না। আজি কালি

অনেকেই অধ্যবসায় সহকারে ম্যাড্যাম্ মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছেন, কিন্তু বিফলমনোরথ হইয়া তাঁহারা শীঘ্রই নিরস্ত হইবেন। যাঁহারা উদ্যোগী, দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং শ্রমশীল যোগসাধনে নিরত হইতে তাঁহাদিগকে আমরা উপদেশ দিই না। যাঁহাদের দ্বারা লোকের ভূরি মঙ্গল সাধিত হইবে, তাদৃশ ব্যক্তি জড়পিণ্ডবৎ হইয়া পড়িবেন, ইহা যার পর নাই অনুশোচনার কথা। যে সমস্ত ধনকুবেরের জীবনের উদ্দেশ্য কেবল আহার নিদ্রাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে, মনের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য তাঁহারা যোগাভ্যাস করুন। যোগের ভিতর কিছুই সারবত্তা নাই, তাহা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়া দিউন। সর্ব্ববিঘ্নকারী আলস্য হইতেও জনসমাজের কিঞ্চিৎ উপকার হইতে পারিবে। কিন্তু সাধারণের কথা বলি, এ যোগে যেন তাঁহারা মনঃসংযোগ না করেন; তাঁহারা ভাক্তের ভণ্ডতা হইতে সহস্র হস্ত দূরে গিয়া অবস্থিতি করুন।

শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়।

মনুসংহিতা।

অষ্টম অধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

উত্তমর্ণ অভিযোগ করিয়া যে যে কারণে অকৃতকার্য্য হয়, তাহার উল্লেখ করা হইতেছে।

অদেশ্যং যশ্চ দিশতি নির্দ্দিশ্যাপহ্নুতে চ যঃ।
যশ্চাধরোত্তরানর্থান্ বিগীতান্নাববুধ্যতে ॥ ৫৩ ॥
অপদিশ্যাপদেশ্যঞ্চ পুনর্যস্ত্বপধাবতি।
সম্যক্ প্রণিহিতঞ্চার্থং পৃষ্টঃ সন্নাভিনন্দতি ॥ ৫৪ ॥
অসম্ভাষ্যে সাক্ষিভিশ্চ দেশে সম্ভাষতে মিথঃ।
নিরুচ্যমানং প্রশ্নঞ্চ নেচ্ছে যশ্চাপি নিষ্পতেৎ ॥ ৫৫ ॥
ব্রূহীত্যুক্তশ্চ ন ব্রূয়াৎ উক্তঞ্চ ন বিভাবয়েৎ।
ন চ পূর্ব্বাপরং বিদ্যাৎ তস্মাদর্থাৎ স হীয়তে ॥ ৫৬ ॥

ঋণগ্রহণকালে যে স্থানে অধমর্ণের অবস্থান সম্ভাবনা না থাকে, অভিযোক্তা যদি তাদৃশ স্থানের উল্লেখ করে, সে অভিযোগ বিষয় হইতে হীন

হইবে, অর্থাৎ তাহার মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইবে। ঐরূপ যে ব্যক্তি একটী স্থানের নামোল্লেখ করিয়া শেষে যদি বলে আমি অমুক স্থানের কথা বলি নাই; যে ব্যক্তি নিজ বাক্যের পূর্ব্বাপর বিরোধ বুঝিতে না পারে; যে ব্যক্তি প্রথমে বলে, অধমর্ণ আমার নিকট হইতে এক শত স্বর্ণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পরে যদি বলে আমার পুত্রের নিকট হইতে লইয়াছে; তুমি সাক্ষী না রাখিয়া রাত্রিকালে কর্জ্জ দিলে কেন, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে যে ব্যক্তি তাহার সদুত্তর দিতে না পারে; যে নির্জ্জন স্থানে সাক্ষির সহিত কথা কহা উচিত নয়, সেই অনুচিত স্থানে যে ব্যক্তি সাক্ষির সহিত কথা কয়; প্রাড়্‌বিবাক মকদ্দমার বিষয় স্থির করিবার নিমিত্ত যে প্রশ্ন করেন, যে ব্যক্তি তাহার উত্তর না দেয়; যে ব্যক্তি মকদ্দমার স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে; বল, এ কথা বলিলে যে ব্যক্তি কোন কথা কয় না; যে ব্যক্তি আপনারি কথিত বাক্য প্রমাণ করিতে না পারে; কোন্‌টী সাধন কোন্‌টী সাধ্য, যে ব্যক্তি তাহা না জানে, অর্থাৎ অসাধনকে সাধন বলিয়া এবং অসাধ্যকে সাধ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে, যেমন বলিল আমি শশশৃঙ্গে ধনুক নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, ইনি তাহা লইয়াছেন; যে সকল ব্যক্তি এইরূপ কার্য্য করে ও এইরূপ বাক্য বলে, তাহাদের মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইবে।

সাক্ষিণঃ সন্তি মেত্যুক্ত্বা দিশেত্যুক্তো দিশেন্ন যঃ।
ধর্ম্মস্থঃ কারণৈরেতৈর্হীনং তমপি নির্দ্দিশেৎ॥ ৫৭॥

বাদী বলিল আমার সাক্ষী আছে, প্রাড়্‌বিবাক বলিলেন, সাক্ষী আনয়ন কর, সে আনিল না, তাহারও মকদ্দমা অগ্রাহ্য হইবে।

অভিযোক্তা নচেৎ ব্রূয়াৎ বধ্যোদণ্ড্যশ্চ ধর্ম্মতঃ।
নচেৎ ত্রিপক্ষাৎ প্রব্রূয়াৎ ধর্ম্মং প্রতি পরাজিতঃ॥ ৫৮॥

অভিযোগকারী রাজার নিকটে বলিয়া মকদ্দমার সময়ে যদি সে কথা না বলে, তাহা হইলে গুরুতর বিষয়ের মকদ্দমা হইলে বাদী বধার্হ এবং সামান্য বিষয়ের হইলে দণ্ডার্হ হইবে। আর, প্রতিবাদী যদি ত্রিপক্ষের মধ্যে প্রত্যুত্তর না দেয়, সে পরাজিত হইবে।

যোযাবন্নিহ্নুবীতার্থং মিথ্যা যাবতি বা বদেৎ।
তৌ নৃপেণ হ্যধর্ম্মজ্ঞৌ দাপ্যৌ তদ্দ্বিগুণং দমং॥ ৫৯॥

যে প্রত্যর্থী যে পরিমাণ ধনের অপহ্নব করে এবং যে অর্থী যে পরিমাণ ধনের মিথ্যা নালিশ করে, তাহারা উভয়েই অধার্ম্মিক; রাজা তাহাদিগের

দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। ইহার ফলিত অর্থ এই, অর্থী আসিয়া আবেদন করিল, প্রত্যর্থী আমার এক শত টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, প্রত্যর্থী বলিল, না, আমি টাকা ধারি না। এরূপ স্থলে বাদী যদি এক শত টাকা ঋণ গ্রহণ প্রমাণ করিতে পারে, তাহা হইলে প্রতিবাদীর দুই শত টাকা দণ্ড হইবে। বাদীও যদি ঐরূপ মিথ্যা অভিযোগ করে, তাহারও দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। বুদ্ধিপূর্ব্বক অপহ্নব স্থলে এই দণ্ড, কিন্তু প্রমাদাদি নিবন্ধন এ ঘটনা হইলে এ দণ্ড হইবে না। তাদৃশ স্থলে যে দণ্ড হইবে, তাহার কথা পরে বলা হইবে।

পৃষ্টোঽপব্যয়মানস্তু কৃতাবস্থোধনৈষিণা।
ত্র্যবরৈঃ সাক্ষিভির্ভাব্যোনৃপব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥ ৬০ ॥

উত্তমর্ণ অর্থী হইয়া অধমর্ণকে রাজনিয়োজিত প্রাড়্বিবাকের সমক্ষে আনিয়া উপস্থিত করিলে সে যদি আমি ধারি না এ কথা বলে, তিনের ন্যূন না হয়, এমন সাক্ষির দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে।

যাদৃশাধনিভিঃ কার্য্যাব্যবহারেষু সাক্ষিণঃ।
তাদৃশান্ সংপ্রবক্ষ্যামি যথা বাচ্যমৃতঞ্চ তৈঃ ॥ ৬১ ॥

উত্তমর্ণের যে প্রকার সাক্ষী করা কর্ত্তব্য, তাহা আমি বলিব এবং সেই সাক্ষিগণের যেরূপে সত্য কথা বলা কর্ত্তব্য, তাহাও বলিব।

গৃহিণঃ পুত্রিণো মৌলাঃ ক্ষত্রবিট্‌শূদ্রযোনয়ঃ।
অর্থ্যুক্তাঃ স্যাক্ষমর্হন্তি ন যে কেচিদনাপদি ॥ ৬২ ॥

যাহাদিগের স্ত্রী ও পুত্র আছে এবং ঘটনাস্থলে বাস,তাদৃশ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সাক্ষী হইবার যোগ্য, যে কোন ব্যক্তি ঋণাদির সাক্ষী হইতে পারে না। তবে স্ত্রীসংগ্রহণাদি বিষয়ে অপরেও সাক্ষী হইতে পারে। কলত্র পুত্রবান্ ব্যক্তিকে সাক্ষী করিবার কথা বলা হইল। তাহার কারণ এই, পুত্রাদি নাশ শঙ্কায় মিথ্যা বলিতে পারিবে না।

আপ্তাঃ সর্ব্বেষু বর্ণেষু কার্য্যাঃ কার্য্যেষু সাক্ষিণঃ।
সর্ব্বধর্ম্মবিদোঽলুব্ধা বিপরীতাংস্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৬৩ ॥

সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে যাহারা বিবাদবিষয় সুন্দর অবগত, সর্ব্ব ধর্ম্মজ্ঞ লোভহীন তাদৃশ ব্যক্তিরাই সাক্ষির যোগ্য। ইহার বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বীকে সাক্ষী করিবে না, অর্থাৎ যাহারা বিবাদবিষয় অবগত নয়, ধর্ম্মজ্ঞ নয় ও লোভহীন নয়, তাহাদিগকে সাক্ষী করিবে না। পূর্ব্ব বচনে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বলাতে

ব্রাহ্মণ পরিত্যক্ত হইয়াছিল, এ বচনে সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে এই কথা বলাতে ব্রাহ্মণও সাক্ষী হইতে পারেন, ইহা বলা হইল।

নার্থসম্বন্ধিনো নাপ্তা ন সহায়া ন বৈরিণঃ।
ন দৃষ্টদোষাঃ কর্ত্তব্যা ন ব্যাধ্যার্ত্তা ন দূষিতাঃ ॥ ৬৪ ॥

যাহাদিগের সহিত অর্থ সম্বন্ধ বা বন্ধুতা আছে, যাহারা পরিচর্য্যা করে, যাহারা শত্রু, অন্য মকদ্দমায় যাহাদিগের মিথ্যাবাদিতা দোষ দৃষ্ট হইয়াছে; যাহারা রোগার্ত্ত ও যাহারা মহাপাতকাদি দোষে দূসিত, তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে সাক্ষী করিবে না। উক্ত ব্যক্তিদিগকে সাক্ষী করিবার নিষেধ করিবার কারণ এই, রাগদ্বেষাদি নিবন্ধন উহাদিগের অন্যথা বলিবারই সম্ভাবনা।

ন সাক্ষী নৃপতিঃ কার্য্যো ন কারককুশীলবৌ।
ন শ্রোত্রিয়ো ন লিঙ্গস্থো ন সঙ্গেভ্যোবিনির্গতঃ ॥ ৬৫ ॥

রাজা, সূপকারাদি, নটাদি, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মচারী ও পরিব্রাজক, ইহাদিগকে সাক্ষী করিবে না। রাজা প্রভু, তাঁহাকে সাক্ষিস্থানীয় করিয়া বিচারপতির কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত হয় না। সূপকার ও নটাদি ব্যবসায়ী লোক, তাহাদিগের ধন লোভাদি নিবন্ধন অন্যথা কথনের সম্ভাবনা আছে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা বেদাধ্যয়ন ও অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে ব্যগ্র, ব্রহ্মচারী ও পরিব্রাজকও তাঁহাদিগের কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে সদা ব্যস্ত, তাহাদিগের অবসর নাই। সুতরাং তাহাদিগকে সাক্ষী করা কর্ত্তব্য নয়।

নাধ্যধীনো ন বক্তব্যো ন দস্যুর্ন বিকর্ম্মকৃৎ।
ন বৃদ্ধো ন শিশুর্নৈকোনান্ত্যো ন বিকলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

অত্যন্ত পরাধীন (গর্ভদাস) বিহিতকর্ম্মত্যাগী, দস্যু, নিষিদ্ধকর্ম্মকারী, বৃদ্ধ, শিশু, এক, চাণ্ডালাদি এবং বিকলেন্দ্রিয়, ইহাদিগকে সাক্ষী করিবে না। এ সকল ব্যক্তির নিকট হইতে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইবার সম্ভাবনা নয়।

নার্ত্তো ন মত্তোনোন্মত্তোনক্ষুত্তৃষ্ণোপপীড়িতঃ।
ন শ্রমার্ত্তো ন কামার্ত্তো ন ক্রুদ্ধোনাপি তস্করঃ ॥ ৬৭ ॥

বন্ধু বিনাশাদি হেতু শোকার্ত্ত, মদ্যাদিপানে মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুৎপিপাসাদি পীড়িত, শ্রমার্ত্ত, কামার্ত্ত, ক্রুদ্ধ ও তস্কর, ইহাদিগকে সাক্ষী মানিবে না।

স্ত্রীণাং সাক্ষ্যং স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যুর্দ্বিজানাং সদৃশাদ্বিজাঃ।
শূদ্রাশ্চ সন্তঃ শূদ্রাণামন্ত্যানামন্ত্যযোনয়ঃ ॥ ৬৮ ॥

স্ত্রীলোকের সাক্ষী স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সাক্ষী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়

বৈশ্য, শূদ্রের সাক্ষী শূদ্র এবং চাণ্ডালাদির সাক্ষী চাণ্ডালাদি হইবে। টীকাকার যাজ্ঞবল্ক্য বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন,যে স্থলে সজাতীয় সাক্ষী না মিলিবে, সে স্থলে অন্যজাতীয়েরাও সাক্ষী হইবে।

অনুভাবী তু যঃ কশ্চিৎ কুর্য্যাৎ সাক্ষ্যং বিবাদিনা।
অন্তর্বেশ্মন্যরণ্যে বা শরীরস্যাপি চাত্যয়ে ॥ ৬৯ ॥

গৃহাভ্যন্তরে বা অরণ্যাদিস্থলে চৌরকৃত উপদ্রব হইলে অথবা আততায়িকৃত শরীরের বিঘ্ন ঘটিলে যে ব্যক্তি তদ্বৃত্তান্ত জানিবে, সেই ব্যক্তিই সাক্ষী হইতে পারিবে। ঋণাদানাদিস্থলে যে প্রকার সাক্ষিলক্ষণ করা হইয়াছে, এ সকল স্থলে সে সকল সাক্ষির নিয়ম নয়।

পরবচনে ইহাই বিস্তারিত করিয়া বলা হইতেছে।

স্ত্রিয়াপ্যসম্ভবে কার্য্যং বালেনস্থ বিরেণ বা।
শিষ্যেণ বন্ধুনা বাপি দাসেন ভৃতকেন বা ॥ ৭০ ॥

গৃহাভ্যন্তরে ও অরণ্যাদি স্থলে উপরে যে যে সাক্ষির কথা বলা হইয়াছে, তাহাদিগকে যদি না পাওয়া যায়, স্ত্রী বালক বৃদ্ধ শিষ্য বন্ধু দাস ও কর্ম্মকরেরাও সাক্ষী হইতে পারে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বচনে বালক বৃদ্ধাদির সাক্ষ্য গ্রহণ নিষেধ করা হইয়াছে, পুনরায় তাহাদিগের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা বলা হইতেছে কারণ কি? এই আভাসে বলিতেছেন।

বালবৃদ্ধাতুরাণাঞ্চ সাক্ষ্যেষু বদতাং মৃষা।
জানীয়াদস্থিরাং বাচমুৎসিক্তমনসাং তথা ॥ ৭১ ॥

বাল বৃদ্ধ আতুর ও মত্তোন্মত্ত প্রভৃতির সাক্ষ্যদানকালে বাক্যের স্থৈর্য্য থাকে না। অতএব তাহারা মিথ্যা বা সত্য কহিতেছে, ইহা অনুমানে স্থির করিয়া লইতে হইবে। ফলতঃ তাহাদিগের বাক্য হইতেও সত্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই কারণে ভাল সাক্ষির অভাবে ইহাদিগের সাক্ষ্যও গ্রাহ্য।

সাহসেষু চ সর্ব্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ।
বাগ্‌দণ্ডয়োশ্চ পারুষ্যে ন পরীক্ষেত সাক্ষিণঃ ॥ ৭২ ॥

ঋণদানাদি স্থলে বলা হইয়াছে, স্ত্রীপুত্রাদি বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি দেখিয়া সাক্ষী করিবে, যাহাকে তাহাকে সাক্ষী করিবে না, কিন্তু গৃহদাহাদি সর্ব্বপ্রকার সাহস কর্ম্ম, চৌর্য্য,স্ত্রীসংগ্রহণ, বাকপারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যস্থলে স্ত্রীপুত্রা-

দিবিশিষ্ট কি না, ইত্যাদি বিচার না করিয়া যে সে হউক, যে ব্যক্তি দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, তাহাকে সাক্ষী করিবে।

বহুত্বং পরিগৃহ্নীয়াৎ সাক্ষিদ্বৈধে নরাধিপঃ।
সমেষু তু গুণোৎকৃষ্টান্ গুণিদ্বৈধে দ্বিজোত্তমান্॥ ৭৩॥

যে স্থলে সাক্ষিগণ পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য বলিবে, তথায় বহু ব্যক্তি যে কথা কহিবে, বিচারপতি রাজা তাহাই গ্রহণ করিবেন। বিরুদ্ধবাদিদিগের উভয়দল যদি সমান হয়, যে দলে গুণী ব্যক্তি অধিক থাকিবে, সেই দলের কথা গ্রাহ্য করিবেন। উভয় দলে গুণী ব্যক্তির তুল্যতা হইলে যে দিকে ক্রেয়াবান ব্রাহ্মণ থাকিবেন, সেই দলেরই বাক্য গ্রাহ্য হইবে।

সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচ্চৈব সিধ্যতি।
তত্র সত্যং ব্রুবন্ সাক্ষী ধর্ম্মার্থাভ্যাং ন হীয়তে॥ ৭৪॥

সাক্ষী দুই প্রকারে হইতে পারে। এক, চক্ষে দর্শন হেতুক; দ্বিতীয়, কর্ণে শ্রবণ হেতুক। সাক্ষী সত্য কথা কহিলে তাহার ধর্ম্ম ও অর্থহানি হয় না। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই, মিথ্যা কথা কহিলে ধর্ম্মহানি ও দণ্ড হয়, সত্য কথনে ধর্ম্মহানিও হয় না, দণ্ডও হয় না। দণ্ড যদি না হইল, অর্থহানির সম্ভাবনা নয়।

সাক্ষী দৃষ্টশ্রুতাদন্যৎ বিব্রুবন্নার্য্যসংসদি।
অবাক্ নরকমভ্যেতি প্রেত্য স্বর্গাচ্চ হীয়তে॥ ৭৫॥

সাক্ষী যাহা দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, যদি তাহার অন্য প্রকার বলে; অধোমুখ হইয়া নরকগামী হয় এবং মৃত্যুর পর সৎকর্ম্মজনিত স্বর্গ হইতে হীন হয়।

যত্রানিবদ্ধোঽপীক্ষেত শৃণুয়াদ্বাপি কিঞ্চন।
পৃষ্টস্তত্রাপি তৎ ব্রূয়াৎ যথা দৃষ্টং যথা শ্রুতং॥ ৭৬॥

উত্তমর্ণ যাহাকে সাক্ষী না মানে এমন ব্যক্তি যদি বিবাদবিষয় কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া থাকে, বিচারপতি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে যেমন দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে, তেমনি বলিবে।

বাঙ্গালির পরিণাম।

এ দেশে একটি প্রবাদ আছে "সুখে থাক্‌তে ভূতে কিলোও।" আমাদের তাই ঘটেছে। কোথায় দিবারাত্রির বার আনা ভাগ নিদ্রা যাব, তিন

আনা ভাগ আমোদ প্রমোদ গল্পগাছা করে কাটাব, তিন পাই কাল আহার বিহারে অতিবাহিত করিব, এক পাই কাল একটু আধটু নড়ে চড়ে বেড়াব! আমরা বাঙ্গালী মানুষ; বাঙ্গালাদেশের এই ব্যবহারে কোথায় সুখে থাকব তা না হয়ে এ কি বিপদ! পরের চিন্তা আসিয়া মনটাকে অস্থির করিয়া তুলিল। এ রোগ ত আমাদের এ দেশের নয়। কেহই ত পরের ভাবনা ভাবিয়া শরীর থাক করেন না। যদি কেহ ভাবেন, সে আপনার ভাবনা। তাহাও আবার ভূতভবিষ্যতের নয়, বর্ত্তমানের ভাবনা। এ দেশের নীতিজ্ঞেরা চিন্তা করিয়া শরীর নষ্ট করিতে বরং নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বলেন "চিন্তা জরো মনুষ্যাণাং।" আমরা সেই চিন্তাজ্বরগ্রস্ত হইয়াছি। জগতের চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে গেলে অতীত ও বর্ত্তমান চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। চিন্তা বৃহৎ তরঙ্গিণীর ন্যায়। ইহার শাখা প্রশাখা অনেক। স্থানে স্থানে ইহা শতমুখী হইয়া নানাদিকে ধাবমান হয়। জগতের সৃষ্টিকাল অবধি এ পর্য্যন্তের চিন্তা আসিয়া পড়িল। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতে লাগিল; কিছুতেই ইহার ভঙ্গ হয় না।

কিরূপে জগতের সৃষ্টি হইল? কে সৃষ্টি করিলেন? কেনই বা সৃষ্টি করিলেন? ইহার পরিণামই বা কিরূপ হইবে? ইত্যাদি প্রবল চিন্তাতরঙ্গে পতিত হইয়া মন মগ্নোন্মগ্ন হইতে লাগিল; মুমূর্ষু প্রায় হইয়া কূলে আশ্রয় লইল, শেষে এ চিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইল। ভাবিলাম, আমরা ক্ষুদ্রপ্রাণী, আমাদের মন ক্ষুদ্র, তাহার বিষয় গ্রহণশক্তিও ক্ষুদ্র। যাঁহাদের বুদ্ধি অতি বৃহৎ, যাঁহাদের বুদ্ধির বহুবিষয় ধারণশক্তি আছে, তাঁহারাও এ চিন্তা করিয়া পরাভূত হইয়াছেন। অতএব আমাদের বুদ্ধি যে বিহত হইবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে।

জগৎ ত বিচিত্র পদার্থে পরিপূরিত। ইহার বিচিত্রতার ইয়ত্তা করা আমাদের অসাধ্য। ভাবিলাম, ভাল, অন্য অন্য বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল মনুষ্য বিষয়ের চিন্তা করিয়া দেখি কতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারি। সেখানেও দেখি, প্রবেশ করিতে গিয়া বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা বিলুপ্ত হইয়া গেল। মনুষ্য যে কিরূপে জগতে প্রবেশলাভ করিল, ইহারও মীমাংসা করা সহজ নয়। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মপুস্তকে বলে, মনুষ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি। মনু বলেন, ঈশ্বর জলে বীজ বিসর্জ্জন করিলেন, তাহাতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল; ব্রহ্মার পুত্র বিরাট,

বিরাটের পুত্র মনু হইলেন, মনুর পুত্র মানব। মানুষ যে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি বা ঈশ্বরের পুত্র, তাহা আমরা কিরূপে স্থির করিব? মানুষ ঈশ্বরের প্রতি-মূর্ত্তি বা তাঁহার পুত্র হইলে কেবল মঙ্গলময়, করুণাময়, প্রেমময়, পবিত্রমনা পবিত্রদেহ, পবিত্রাত্মা ও পবিত্রস্বরূপ হইত। কার্য্যকারণভাবের নিয়ম এই, কারণের যে রূপ ও যে গুণ, কার্য্যেও তাহা বর্ত্তিয়া থাকে। বিষবৃক্ষ হইতে অমৃত ফল জন্মে না; অমৃতবৃক্ষ হইতেও বিষময় ফলের উৎপত্তি হয় না। পবিত্র বস্তু হইতে অপবিত্র বস্তুর উৎপত্তি হইবে কেন? ঈশ্বর যখন পবি-ত্রতাময়, তখন তাঁহার সন্তানও নিশ্চয় পবিত্রতাময় হইবে। কিন্তু মানুষের মন ও শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখ, উহার মধ্যে ভয়ঙ্কর নরক দেখিতে পাইবে। হিংসা দ্বেষ ক্রোধ লোভাদি নরক অপেক্ষাও কি অধিকতর ঘৃণিত পদার্থ নহে? শরীর ব্যবচ্ছেদ করিয়া দেখ, উহার মধ্যে নরকের অপেক্ষাও অধিকতর জুগুপ্সিত পদার্থ আছে। মানুষের ক্রোধ লোভ মদমাৎসর্য্যাদি যে কয়েকটী রিপু আছে, উহা মানুষকে এমনি মোহিত করিয়া রাখিয়াছে যে, তৎপ্রভাবে সময়ে সময়ে এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় বোধ হয় যেন মানুষ পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। কাম ক্রোধাদি এমনি প্রবল ও দুর্নিবার যে মানুষ তাহাদেরই একান্ত বশীভূত হয়, তাহাদিগকে প্রায় স্ববশে রাখিতে পারে না। মানুষের যে এক ভয়ঙ্কর অহঙ্কার আছে, তাহার বশে মনে করে, ঈশ্বর তাহারই সুখসৌভাগ্য সুবিধা ও ভোগার্থ অপর পদার্থ সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তাহাকে সকলের উপরে আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। এটী সামান্য অহঙ্কারের কথা নয়! ঈশ্বর কি উদ্দেশে কাহার সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু এই এক অহঙ্কার প্রভাবে ঈশ্বরেরও অধিকার হরণে উদ্যত হয়! এক যে কামবৃত্তি আছে, তাহা মানুষকে পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে।

মানুষের উৎপত্তির বিষয় ত এই গেল। এখন ইহার কার্য্যের বিষয় একবার চিন্তা করিয়া দেখা হউক। ভবিষ্যতে এই কার্য্যের গতি কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহাও আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। এই কার্য্যগত বিচিত্র-তারও অন্ত নাই। মানুষের আকার ও অবয়ব যেমন বিভিন্ন, মন ও বুদ্ধি বিবেচনাদিও তেমনি ভিন্ন; সুতরাং কার্য্যও বিচিত্র। দেশ কাল পাত্র ও অবস্থাভেদে এই কার্য্য আবার বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। কার্য্য করিবার রীতিও এক প্রকার নয়। মানুষের মনের স্থিরতা নাই। অতএব এক

ব্যক্তিরও কার্য্য সকল সময়ে সমান হয় না। আমেরিকার সহিত ইউরোপ-খণ্ডের, ইউরোপের সহিত আসিয়ার, আসিয়ায় সহিত ভারতের, ভারতের সহিত বাঙ্গালা দেশের কার্য্যের বৈলক্ষণ্য দর্শন কর, তারতম্য কর, আমাদের বাক্যের অর্থ পরিস্ফুট হইবে। আমেরিকা ও ইউরোপবাসির সহিত ভারত ও বঙ্গবাসীর কার্য্যের সৌসাদৃশ্য কর, কত বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হইবে। ইহার মূল কি ? শ্রমশীলতা, কষ্ট সহিষ্ণুতা, উৎসাহ, অধ্যবসায় এবং স্ব স্ব অবস্থার উন্নতি সাধনের ইচ্ছা আমেরিকা ও ইউরোপের এবং আলস্য, অনুদ্যম, শ্রমকাতরতা, উৎসাহ অধ্যবসায়ের অভাব এবং স্ব স্ব অবস্থার উন্নতিসাধনের অনিচ্ছা ভারতের ও বঙ্গদেশের কার্য্য-বৈলক্ষণ্যের প্রধান কারণ। ইহার আবার মূল, দেশের ও জল বায়ুর অবস্থাভেদ।

আমরা এ প্রস্তাবে বাঙ্গালির পরিণাম বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বাঙ্গালা দেশ ভারতের অন্তর্গত। ভারতের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যেরা বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ করেন। " পৈতৃকমনুহরতে অশ্বঃ। " অশ্ব পিতার গতি পাইয়া থাকে। বঙ্গবাসিরা ভারতের উচ্চপ্রদেশবাসী আর্য্যদিগেরই গুণ ও দোষরাশির আধার হইয়াছেন। আর্য্যদিগের কার্য্য আমেরিকা ও ইউরোপ-বাসিদিগের কার্য্যের সদৃশ নহে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ভারতের প্রাচীন আর্য্যেরা কোন বিষয়েরই যে উন্নতিসাধনে সমর্থ হন নাই, তাহা নয়, তাঁহারা অনেক বিষয়ের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু সে উন্নতিকে পূর্ণতর পদবী পাওয়াইতে পারেন নাই। কোন কোন বিষয়ে, আবার সামান্য মাত্র অঙ্গুলিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ইহার প্রধান কারণ আলস্য। প্রাচীন আর্য্যেরা শ্রম বড় ভাল বাসিতেন না। তাঁহাদিগের চিন্তাশক্তি ছিল, বুদ্ধির প্রাখর্য্য ছিল, চিন্তা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত আলস্যের যোগ হইলে যে সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে, প্রাচীন আর্য্যেরা প্রায় তাদৃশ কার্য্যেই রত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি বলবতী ছিল। তাঁহারা অলসভাবে তাহারই চর্চ্চায় কালক্ষেপ করিতেন; এই নিমিত্তই বহুতর ধর্ম্মগ্রন্থের সৃষ্টি হয়। বৈদিক সময়ের আর্য্যেরা ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বরুণাদির প্রীত্যর্থ যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়াই সময় যাপন করিতেন। অতএব সেই যাগ যজ্ঞাদি-বোধক গ্রন্থেরই অধিকতর প্রচার হয়। যখন তাঁহাদিগের মনে উচ্চতর ভাবের আবির্ভাব হয়, তখন তাঁহারা উপনিষদাদির প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। দর্শন শাস্ত্রাদিও ঐ সময়ের সৃষ্টি। কিন্তু যে

যে বিষয়ে দৃঢ়তর পরিশ্রম, দৃঢ়তর অধ্যবসায় ও দৃঢ়তর চিন্তাসহকারে শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, তাদৃশ বিষয়ে তাঁহারা প্রায় হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই কারণে দর্শন শাস্ত্রই কেবল পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, বিজ্ঞান শাস্ত্র পূর্ণভাব প্রাপ্ত হয় নাই। তাঁহারা প্রসঙ্গসঙ্গতিক্রমে কদাচিৎ বিজ্ঞান সংক্রান্ত দুই একটী বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া তত্তৎ বাক্য কার্য্যে বিনিয়োজিত করিবার চেষ্টা পান নাই। এই কারণেই ধর্ম্মবিষয় ভিন্ন আর সমুদয় বিষয়ই অর্দ্ধ সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য কথা কি, যে বিষয়ে অপেক্ষাকৃত শ্রমসাধ্য অনুসন্ধান ও গবেষণা আবশ্যক তাহাতেও আর্য্যেরা হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই নিমিত্ত এদেশে প্রকৃত ইতিহাস বিরচিত হয় নাই। পক্ষান্তরে ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থের কিছুমাত্র অঙ্গহানি নাই। ঐ ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থ বেদাদির বোধার্থই ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কারাদির সৃষ্টি হইয়াছে। এ সকল বিষয়েও প্রাচীন আর্য্যদিগের অলস ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বসিয়া বসিয়া চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিলে যে সমস্ত কূট তর্ক ও এক এক বিষয়ের অবান্তর বহুতর ভেদের বহুতর সৃষ্টি করা যায়, তাঁহারা তাহাই করিয়াছিলেন। ব্যাকরণে অসংখ্য বিশেষ সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অলঙ্কার শাস্ত্রে এক একটী অলঙ্কারের বহুসংখ্য অবান্তর ভেদ করা হইয়াছে। তাহাতে বুদ্ধির চিক্কণতা প্রকাশ ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ ফল নাই। মধ্য সময়ের পণ্ডিতেরাও এই পথের পথিক হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত তাঁহারাও আপনাদিগের বুদ্ধি বিদ্যাকে সাংসারিক কার্য্যে বিনিয়োজিত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা যদি উদাসীন হইতেন, কথা স্বতন্ত্র হইত, তাঁহারা সংসারী ছিলেন, বিষয় ভোগে লিপ্ত ছিলেন, অথচ সাংসারিক কার্য্যের উন্নতি সাধনে যত্নবান ছিলেন না। আলস্যই তাহার প্রধান কারণ। অধিক দিনের কথা নয়, সে দিন নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজ যে ন্যায় শাস্ত্রের অনুশীলন করেন, যে নূতন গ্রন্থাদির রচনা করেন, তাহাতেও তাঁহারা আলস্য সহচারিণী বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। নব্য ন্যায়ে সার কথা অতি অল্প। কেবল বুদ্ধির খেলাই অধিক। বাবুই পক্ষীর কুলায় নির্ম্মাণ-কৌশল দেখিলে যেমন চমৎকৃত হইতে হয়, নব্য নৈয়ায়িকদিগের বুদ্ধিকৌশল দেখিলে তেমনি বিস্ময় জন্মে। তাঁহারা একটী মাত্র সামান্য ভিত্তি অবলম্বন করিয়া কত অদ্ভুত রচনাই করিয়াছেন।

প্রাচীন আর্য্যেরা যে কেমন আলস্যপরবশ ছিলেন, তাহার আর একটী

উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই, এই উর্ব্বর ভারত ভূমিতে বাস করিয়াও আর্য্যেরা নিয়ত-কাল জীবিকার্থ দেবগণের শরণাপন্ন হইতেন। বৈদিক সময়ের ঋষিগণ আপনাদিগের ধন, ঐশ্বর্য্য ও জীবনোপযোগী শস্য প্রভৃতি প্রার্থনা আরাধ্য ইন্দ্রাদি দেবগণের নিকটে করিতেন। বাহুবলে ঐ সকল দ্রব্যের সংগ্রহ করা যে কর্ত্তব্য, সে উপদেশ দিতেন না, আপনারা সে চেষ্টাও করিতেন না। পৌরাণিক সময়ের ঋষিরাও বৈদিক সময়ের ঋষিদিগের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতির অনুসরণ করেন। তাঁহারাও নিজ নিজ আরাধ্য দেব দেবীর নিকটে আয়ু, যশ, ধন, ধান্যাদি প্রার্থনায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাদিগেরও বাহুবল আশ্রয় করিয়া ঐ সকল দ্রব্য সংগ্রহের ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল না। পূর্ব্বে আর্য্যগণ যে অতিশয় অলস ছিলেন, এই সকল দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে।

ভারতে অসংখ্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সৃষ্টি প্রাচীন আর্য্যদিগের আলস্যবশতার অপর প্রমাণ। অন্য অন্য দেশে অনেক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে বটে; কিন্তু তাহাদের গঠন এরূপ নয়। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে শারীরিক-ক্রিয়া-বিবর্জ্জিত হইয়া স্ব স্ব সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যকার্য্য করেন না। পক্ষান্তরে ভারতীয় ধর্ম্মসম্প্র-দায়ীরা একান্ত আলস্যপরবশ হইয়া কালক্ষেপ করিতেন; এখনও করিয়া থাকেন। এ দেশে ধর্ম্মার্থ দানের যে একটী প্রশস্ত প্রথা আছে, তাহা ঐ আলস্যের প্রসূতি। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোকই উপার্জ্জন স্পৃহা রহিত ও পরভাগ্যোপজীবী হইয়া সময় যাপন করেন। বৈষ্ণব সম্প্র-দায়ই এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এ সম্প্রদায়ের প্রায়ই শারীরিক শ্রম করিবার ইচ্ছা নাই। সর্ব্ব-চেষ্টা-বর্জ্জিত হইয়া কেবল ধর্ম্মচিন্তায় কালক্ষেপ করিবেন, এই ইচ্ছাই বলবতী। নীতিজ্ঞেরা বলেন,—

"ধর্ম্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাযোহ্যেকসক্তঃ সজনো জঘন্যঃ।"

সমভাবে ধর্ম্মচিন্তা, অর্থচিন্তা ও বিষয় ভোগ করিবে, যে ব্যক্তি ইহার অন্যতরে আসক্ত হয়, সে জঘন্য।

এ উপদেশবাক্য বৈষ্ণবসম্প্রদায়ীর হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। না পাইবার প্রধান কারণ আলস্যপ্রিয়তা। আলস্য যেমন মিষ্ট লাগে, এ উপ-দেশ বাক্য সেরূপ মিষ্ট লাগে না। ভারতে যাঁহারা ইংরাজীতে শিক্ষিত হইতেছেন, তাঁহারাও পৈতৃক আলস্য রোগ পরিত্যাগে প্রভু হইতেছেন না। যে সকল কাজে শ্রমশীলতা সহিষ্ণুতা এবং উৎসাহ ও অধ্যবসায়শীলতার

প্রয়োজন, শিক্ষিতেরা প্রায় তাহাতে উন্মুখ হন না। স্বাধীনভাবে ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রস্তাব করিলে মস্তকে যেন বজ্রপাতশঙ্কা উপস্থিত হয়। ভূত-ভয়োপহত বালকের ন্যায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে থাকেন। চাকুরীতে ইহাঁরা বড় মজবুত। নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় নির্ম্মাণেও বিলক্ষণ দৃঢ়তাশালী। এ সকল বিষয়ে এত অনুরাগের কারণ এই,বড় গা নাড়া দিতে হয় না। বসিয়া বসিয়াই কার্য্য শেষ করা যায়। মনকেও ক্লেশ দিতে হয় না, শরীরকেও ক্লেশ দিতে হয় না।

ভিক্ষুক সংখ্যা বৃদ্ধিও ভারতবাসির আলস্যপরতার চতুর্থ প্রমাণ। কোন দেশেই ভারতের ন্যায় ভিক্ষুক নাই। যাহার হস্ত দানগ্রহণার্থ ব্যগ্রভাবে অগ্রসর না হয়, ভারতে এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। যে এক দানপ্রতিগ্রহ ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবহার আছে, তাহাতে কোটীশ্বরও ভিক্ষার নিমিত্ত লালায়িত। ঐ দানপ্রতিগ্রহ ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবহার আজও ভারতে সহস্র সহস্র আলস্য প্রসব করিতেছে। ইহাতে কেবল আলস্য দোষের প্রশ্রয় বৃদ্ধি হইতেছে, এরূপ নয়, তেজস্বিতা ও মনস্বিতা প্রভৃতিও বিলুপ্ত হইতেছে।

আমরা উপরে কহিয়াছি, ভারতের উচ্চ প্রদেশের আর্য্যেরা বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ করেন। বঙ্গবাসীরা সমুদায় পৈতৃক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। নূতন দেশে বাস নিবন্ধন ইহাদিগের আরও কতকগুলি নূতন গুণ জন্মিয়াছে। প্রস্তাবান্তরে এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রিয়তমার প্রতি।

(প্রেমভক্তি।)

প্রিয়ে!—

শুনেছি বসন্তপ্রাতে কোকিল কূজন,
সুমধুর বীণাধ্বনি করেছি শ্রবণ;
সুকণ্ঠ গায়কগণে, সুশ্রাব্য সঙ্গীত গানে,
তুষিয়াছে কতবার এ মম জীবন;
তোষে নাই হেন, যথা তোমার বচন।
দেখালে বিপুল ভবে অপরূপ শোভা,
দেখেনি মানবচক্ষু এ উজ্জ্বল আভা।

নানা বর্ণে সুরঞ্জিত, দেখেছি কুসুম কত,
দেখেছি চাঁদের শোভা ময়ূরের পাখা,
হেন সুমধুর শোভা যায় নাই দেখা।
প্রেমের অমিয়মাখা কি মুখ দেখালে ?
দেখায়ে আমারে প্রিয়ে, পাগল করিলে।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, ওই মুখ সদা দেখি,
ওই দেবমূর্ত্তি, ওই মধুমাখা হাসি,
স্বপনেও হেরি সদা সুখনীরে ভাসি।
সংসার তাপেতে আমি তাপিত হইয়ে,
তোমার নিকটে যদি কাঁদি কভু প্রিয়ে,
বসন অঞ্চল দিয়ে, দাও অশ্রু মুছাইয়ে,
সে জলে মিশাও তব নয়নের জল,
অমৃত কুণ্ডের জলে হইবে শীতল।
স্বর্গীয় সে অশ্রুবিন্দু অমূল্য রতন,
তরল না হতো যদি করিয়ে যতন
মুকুতামালার মত, গাঁথিয়ে সে বিন্দু যত,
পরিতাম গলদেশে জুড়াত হৃদয় ;
সে আশা দুরাশা, তাহা হবার ত নয়।
হেরিলে আমার প্রিয়ে, হরষের হাসি,
অধরে যে হাসি ধরে ওই মুখশশী,
কোটী কোহিনুর তায়, সমুজ্জ্বল শোভা পায়,
দেখেছি অনেক হাসি—এমন ত নয়,
এ হাসি স্বর্গের হাসি নাহিক সংশয়।
স্বপনে, জাগ্রতে, কারে হেরি বার বার
দরশন আশা আরো বাড়ে অনিবার ?
কি অপূর্ব্ব এ মাধুরী, অভিনব নিত্য হেরি,
এ হেন সামগ্রী কিবা আছে ধরাতলে,
পলকে পলকে নব জ্যোতিতে উজলে।
কার কথা মনসুখে ভাবিতে ভাবিতে,
নিদ্রার কোমল কোলে করিয়ে শয়ন,

স্বপনবিমানে চড়ি ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
উপনীত হই প্রিয়ে, অমর ভবন ?
আনন্দাশ্রুপরিপ্লুত হয় দুনয়ন।
হেরি তথা, তুমি, দেবি! লক্ষ্মীরূপ ধরি,
বিরাজ অপূর্ব্ব দিব্য সিংহাসনোপরি,
দুই পার্শ্বে সহচরী, চামর ব্যজন করি,
সার্থক করিছে তারা পবিত্র জীবন,
ভক্তিভাবে করে সদা চরণবন্দন।
হেরি তথা, চারি দিকে ত্রিদশমণ্ডলী
দেবীর নিকটে সবে করি কৃতাঞ্জলি,
সচন্দন পুষ্প লয়ে, পূজিছে তোমারে প্রিয়ে,
ইচ্ছা হলো মনসাধে পূজি এইবার,
অমনি ঘুমের ঘোর ভাঙ্গিল আমার।
জাগ্রতে বারেক, প্রিয়ে, সে মূর্ত্তি দেখাও,
ছলনা কর না মম বাসনা পূরাও;
মনসাধে আরাধিব, মনপ্রাণ সমর্পিব,
তোমার সাধনা করি যাপিব জীবন;
অভয়ে, অভয় দাও সভয়ে এখন।
গৃহলক্ষ্মীরূপে পুরী করিয়াছ আলো,
তোমার কৃপায় গৃহ সুরপুর হলো।
ভজনসাধনহীনে, কৃপা কর নিজ গুণে,
দুর্ব্বল মানবে কর ধর্ম্মবলে বলী, (১)
দুর্ম্মতি ঘুচাও দেবি! করি কৃতাঞ্জলি।
চলাবে যে পথে, তাতে চলিব এবার
সুপথ তোমার প্রিয়, জানিয়াছি সার।
সংসার সাগরজলে, ভীষণ তরঙ্গ খেলে,
জীবন তরীর তুমি সুদক্ষ কাণ্ডারী,
এ তরী চালাও যদি তবে তাহে তরি।

---

(১) স্ত্রীলোকেই পুরুষকে অনেকটা ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ করে।

হে দেবি! বারেক এস হৃদয়-মন্দিরে,
প্রেমের কুসুম দিয়ে পূজিব তোমারে;
প্রণয় জাহ্নবীজল, ভালবাসা বিল্বদল,
অনুরাগ মিষ্ট অন্ন করি নিবেদন;
সুমিষ্ট প্রসাদ আজ কর বিতরণ,—
—হোক সার্থক জীবন।

গোগুলাই। শ্রীগোঁসাইদাস সরকার।

মৃচ্ছকটিক।

সপ্তম অঙ্ক।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

চারুদত্ত নিজ দাস বর্দ্ধমানককে বলিয়া গেলেন, তুমি বসন্তসেনাকে লইয়া জীর্ণোদ্যানে আগমন কর। এই আজ্ঞা দিয়া তিনি বিদূষকের সহিত তথায় চলিয়া গেলেন, তথায় গিয়া বসন্তসেনার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিদূষক এই অবসরে উদ্যানশোভা সন্দর্শন করিয়া চারুদত্তকে কহিলেন, জীর্ণোদ্যানের কেমন শ্রী হইয়াছে দেখ। চারুদত্ত বলিলেন, বয়স্য! যথার্থ কথাই কহিয়াছ, বৃক্ষগুলি বণিকের ন্যায় এবং পুষ্প সকল পণ্য দ্রব্যের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ভৃঙ্গসকল শুল্কসংগ্রহকারী পুরুষের ন্যায় শুল্ক আদায় করিতে করিতে যেন ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে।

মৃচ্ছকটিককারের সময়ে পণ্য দ্রব্যের যে শুল্ক গ্রহণের প্রথা ছিল এবং রাজকর্ম্মচারীরা সেই শুল্ক যে আদায় করিতেন, তাহা চারুদত্তের বাক্য দ্বারা সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। মৃচ্ছকটিককারের সময়ে বাণিজ্যসূত্র যে সংস্কৃত ও উন্নত ছিল না, তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। বাণিজ্যদ্রব্যে শুল্ক গ্রহণ যে বাণিজ্যের উন্নতির একটী প্রতিবন্ধক, তৎকালে সে সংস্কার ছিল না। সভ্যতার উন্নতি অনুসারে এই সংস্কার যত বদ্ধমূল হইতেছে, তত বাণিজ্যের শুল্ক পরিত্যক্ত হইতেছে। সভ্য সমাজ বাণিজ্যের অবরোধক এই প্রতিবন্ধকগুলির উন্মূলনে সবিশেষ যত্নবান্ হইয়া থাকেন।

পাঠক! এ স্থলে কবির কেমন ভাবুকতা ও কবিত্ব দর্শন করুন। যাহার অধিকতর ভাবুকতা ও কবিত্ব শক্তি নাই, তাঁহাকে যদি কোন উদ্যান বর্ণন

করিতে বলা যায়, তিনি এইরূপ বর্ণন করিবেন, জাতি, যূতি, মালতী, মল্লিকা প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে; ভ্রমরগণ তথায় অবিরল গুঞ্জন করিতেছে। কিন্তু মৃচ্ছকটিকরচয়িতা চারুদত্তমুখে উদ্যানের কেমন মনোহর বর্ণন করিলেন। বৃক্ষসকল বণিকের ন্যায় পুষ্প সকল পণ্যের ন্যায়, মধুকরেরা যেন রাজপুরুষের ন্যায় সেই পণ্য দ্রব্য হইতে শুল্ক আদায় করিতেছে, অর্থাৎ পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে, মধুকরেরা মধুপান করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে।

বসন্তসেনার আগমন বিলম্ব হওয়াতে চারুদত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া বিদূষককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্দ্ধমানক এত বিলম্ব করিতেছে কেন? বিদূষক কহিল, আমি বসন্তসেনাকে লইয়া তাহাকে শীঘ্র আসিতে কহিয়াছি, চারুদত্ত বলিলেন তবে সে কেন বিলম্ব করিতেছে? তাহার গাড়ির অগ্রে অপর গাড়ি গমন করাতে কি তাঁহার গমন পথ রুদ্ধ হইয়াছে? অথবা গাড়ির আল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহার পরিবর্ত্ত করিতেছে, বা লাগাম ছিড়িয়া গিয়াছে, কিম্বা কাষ্ঠাদি দ্বারা গতি রোধ হওয়াতে অন্য পথে গমন করিতে হইয়াছে, অথবা অল্পে অল্পে গোদ্বয় চালাইয়া আসিতেছে, কিম্বা আপনার ইচ্ছা ক্রমে ধীরে ধীরে আসিতেছে?

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, চারুদত্তের এ বাক্যটীর অর্থের পর্য্যালোচনা করিয়াও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, মৃচ্ছকটিককারের সময়ে রাস্তার উৎকর্ষ ছিল না। উৎকৃষ্টজাতীয় গাড়িও ছিল না। আমরা এখন যেমন সামান্য গোশকট দেখিতে পাই, রাস্তার অপকর্ষনিবন্ধন ক্ষণে ক্ষণে যাহার অবয়ব ভঙ্গ হয়, এ গাড়িও সেইরূপ ছিল।

চারুদত্ত ও বিদূষকে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে বর্দ্ধমানক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আপনার আগমন সংবাদ দিলে চারুদত্ত বিদূষককে কহিলেন, মৈত্রেয়! তুমি বসন্তসেনাকে গাড়ি হইতে অবতারণ কর। বিদূষক গাড়ির নিকটে গিয়া কহিল, বয়স্য! এ বসন্তসেনা নয়, বসন্তসেন। চারুদত্ত কহিলেন বয়স্য! এ পরিহাসের সময় নয়। স্নেহ কালবিলম্ব সহিতে পারে না। অথবা আমি স্বয়ং গিয়া নামাইয়া আনি।

পাঠক! এ স্থলে একবার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করুন, চারুদত্তের দাস বর্দ্ধমানক গাড়ি প্রস্তুত করিয়া চারুদত্তের বাটীর পক্ষদ্বারে আনিয়া উপস্থিত করে। তাহার স্মরণ হইল সে আস্তরণ আনিতে বিস্মরণ হইয়াছে, অতএব

সে গাড়ি লইয়া আস্তরণ আনিতে গেল। ঐ অবসরে রাজশ্যালক শকারের দাস স্থাবরক তাহার গাড়ি আনিয়া চারুদত্তের বাটীর পক্ষদ্বারে রাখে এবং একজন বিপদাপন্ন গাড়য়ানের সাহায্য করিতে যায়। সেই সময়ে বসন্তসেনা চারুদত্তের বাটীর মধ্য হইতে বাহির হইয়া সেই শকটে আরোহণ করেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত স্থির ছিল, উহা বর্দ্ধমানকের আনীত শকট। অতএব তিনি তাহার আর সন্ধান লইলেন না। স্থাবরক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শকট লইয়া চলিল। গাড়িতে তাহার কিছু ভারবোধ হইল, কিন্তু সে মনে করিল আমি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছি, তাহাতেই ভারবোধ হইতেছে, এই ভাবিয়া সে শকট লইয়া চলিয়া গেল। ওদিকে চারুদত্তের দাস বর্দ্ধমানক আস্তরণ সহিত শকট লইয়া সেই পক্ষ দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা পালক দৈবাদেশশঙ্কিত হইয়া যে আর্য্যককে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি শর্ব্বিলকের প্রযত্নে কারা হইতে বহির্গত হইয়া পলাইতেছিলেন। তিনি ঐ বর্দ্ধমানকের শকটে আরোহণ করিলেন। বর্দ্ধমানক ভাবিল, বসন্ত-সেনাই গাড়ি চড়িলেন। অতএব সে তাঁহাকে লইয়া জীর্ণোদ্যানের অভিমুখে গমন করিল। পথিমধ্যে রক্ষিপুরুষ চন্দনক ও বীরকে বিরোধ হয়। চন্দনক বীরকের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে গাড়ি দেখিতে দেয় না। চন্দনক শকট মধ্যে আর্য্যককে দেখিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেয়। তিনি বরাবর সেই শকটে চারুদত্তের উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি পূর্ব্বে চারুদত্তের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াছিলেন, অতএব তাঁহার ইচ্ছা হইল, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। চারুদত্ত শকট হইতে নামাইতে আসিয়া দেখিলেন যে, একজন পুরুষ শকট মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। তিনি মনে মনে তর্ক করিলেন ইনি কে? হস্তীর শুণ্ডসদৃশ বাহুদ্বয়, সিংহের ন্যায় উচ্চ অংশদ্বয়, বক্ষঃস্থল বিপুল ও সমান, চক্ষু তাম্রবর্ণ বিস্তীর্ণ ও চঞ্চল; এমন পুরুষ কেন এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন? কেন ইনি চরণদ্বয়ে নিগড় বহন করিতেছেন? তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? আর্য্যক উত্তর দিলেন, আমি গোপালতনয় আর্য্যক, আপনার শরণা-গত। চারুদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা পালক আভীরপল্লী হইতে আনিয়া যাহাকে কারাগারে রুদ্ধ করিয়াছিলেন? আপনি কি সেই আর্য্যক?

পাঠক! এস্থলে অনেকগুলি বিষয় জানিতে পারা যাইতেছে। প্রথম,

মৃচ্ছকটিককারের সময়ে উজ্জয়িনীতে দাসব্যবসায় ও গো-শকট ব্যবহার বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। সকলেই স্ব স্ব কার্য্য নির্ব্বাহার্থ দাস রাখিতেন। সেই দাসেরাই শকটাদি বহনাবহন করিত। দ্বিতীয়, সিদ্ধাদেশ হইয়াছিল, আর্য্যক উজ্জয়িনীর রাজা হইবেন। পালক সেই আদেশে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে আনিয়া কারাগারে দিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণ বধ করিলেন না। এতদ্দ্বারা জানিতে পারা যাইতেছে, হিন্দুরা যবনদিগের ন্যায় অতি নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ছিলেন না। যাহা হইতে রাজ্য ভ্রংশ হইবার সম্ভাবনা, যবনেরা তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে কেবল কারাগারে দিয়া নিশ্চিন্ত হন না। ইতিহাসে সহোদর ভ্রাতারও যবনকর্তৃক প্রাণবধ ও চক্ষুরুৎপাটনপ্রভৃতি বৃত্তান্ত শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু রাজা পালক এমন প্রবল শত্রু আর্য্যকের শারীরদণ্ড করেন নাই, অথচ রাজা পালক অত্যাচারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আর্য্যকের প্রাণবধরূপ নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি জন্মে নাই।

আর্য্যক শরণাগত হইয়া চারুদত্তের নিকট অভয় প্রার্থনা করিলেন। চারুদত্ত উত্তর করিলেন, দৈবক্রমে আপনি আমার দৃষ্টিপথে আনীত হইয়াছেন। আমি বরং প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি শরণাগত আপনাকে পরিত্যাগ করিব না।

শরণাগতপ্রতিপালন হিন্দুদিগের যে একটী প্রধান ধর্ম্ম, এস্থলে তাহার সুন্দর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। পুরাণে বর্ণিত আছে, শিবি রাজা শ্যেনকে স্বমাংস দান করিয়া কপোতের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। চারুদত্তও তেমনি আপনার প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও আর্য্যকের প্রাণ রক্ষার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

আর্য্যকের পদে নিগড় বদ্ধ ছিল। চারুদত্ত বর্দ্ধমানককে তাহা অপনয়ন করিতে বলিলেন। বর্দ্ধমানক তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল। আর্য্যক কহিলেন, আপনি নিগড় অপসারণ করিলেন; কিন্তু আমার হৃদয়ে দৃঢ়তর স্নেহময় নিগড় বন্ধন করিয়া দিলেন।

পাঠক! দেখুন এক্ষণকার কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগের ন্যায় পূর্ব্বেও অপরাধীদিগের পদে নিগড় বন্ধন করিবার প্রথা ছিল।

তাহার পর আর্য্যক শকট হইতে অবতীর্ণ হইয়া চলিয়া যাইতে চাহিলেন। চারুদত্ত তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন, আপনি সম্প্রতি বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, আপনার শীঘ্র শীঘ্র চলিবার শক্তি নাই। অতএব এই শকটেই

গমন করুন। শকটে গমন করিলে কেহ অবিশ্বাস করিবে না। যাহা হউক, পালক অতিশয় যত্নবান হইয়া স্থানে স্থানে চৌকী দিবার আড্ডা করিয়াছেন। অতএব আপনি শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাউন। তাহার পর বিদূষককে কহিলেন রাজার অপ্রিয় কার্য্য করিয়া এ স্থানে আর ক্ষণকাল থাকাও উচিত নয়। এই নিগড় পুরাতন কূপে নিক্ষেপ কর। কারণ রাজগণ চাররূপ চক্ষু দ্বারা সকল দেখিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে যে চারপ্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, এতদ্দ্বারা তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধ হইতেছে। মুদ্রারাক্ষস পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, যাহারা রাজনীতিসংক্রান্ত কোন প্রকার অভিনয় করিতেন, চর তাঁহাদিগের প্রধান অস্ত্রস্বরূপ হইত। চাণক্য রাক্ষসকে স্ববশে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এমনি চর নিয়োগ করিয়াছিলেন যে, রাক্ষসের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত চর দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছিল। এক্ষণে সভ্য রাজারা চরের উপর তত নির্ভর করেন না। তাহার কারণ এই, চরেরা অর্থলোভে ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে। চর নিয়োগের প্রথা নাই বলিয়া বোধ হয় আয়রলণ্ডে এত বড় বড় লোক নিহত হইলেন।

এই সময়ে চারুদত্তের বামনয়ন স্ফুরণ হইতে লাগিল। তিনি বিদূষককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বসন্তসেনাকে না দেখিয়া আমার বামনয়ন নৃত্য করিতেছে এবং হৃদয় অকারণ পরিত্রস্তবৎ ব্যথিত হইতেছে।

এখন যেমন লোকের সংস্কার আছে পরিণামে কোন প্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইলে পূর্ব্বে দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হয়, পূর্ব্বেও সেইরূপ সংস্কার ছিল। সেই দুর্নিমিত্ত প্রধানতঃ স্ত্রীলোকের দক্ষিণ চক্ষু এবং পুরুষের বাম চক্ষু স্পন্দন। আর এরূপও হয় কোন কারণ বোধগম্য হয় না অথচ হৃদয় আকুল হইতে থাকে। বসন্তসেনার অমঙ্গল অনতিদূরবর্ত্তী। চারুদত্ত তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। কিন্তু তাঁহার মন ব্যাকুল ও বামাক্ষি স্পন্দন হইতে লাগিল। তিনি শঙ্কিত হইলেন। অব্যবহিত পরে আর একটী অমঙ্গল চিহ্নও দর্শন করিলেন। এক জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সেই সময়ে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিরা বিবস্ত্র থাকিত। লগ্নদর্শন অমঙ্গল লক্ষণ। লগ্ন অবস্থায় থাকা এটী একটী সামাজিক অসভ্যতার প্রমাণ। বোধ হয়, সন্ন্যাসিদিগের একটী ভ্রমাত্মক সংস্কার ছিল, তাঁহারা মনে করিতেন, যখন সংসার পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন সাংসারিক কোন বিষয়ে আস্থা রাখা উচিত নয়। লোককে

দেখাইতেন, তাঁহারা এমনি সর্ব্বত্যাগী যে পরিধানবস্ত্র পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু এ ভাবটীকে আমরা প্রশংসা করি না। এ ভাবে অহঙ্কার প্রকাশেরও বিলক্ষণ আভাস আইসে। এতদ্দ্বারা লোকের নিকট এমন পরিচয়ও দেওয়া হইতে পারে, তোমরা দেখ আমরা কেমন জিতেন্দ্রিয়। ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধ হয়, এরূপে জিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় দেওয়া নিতান্ত মূঢ়তার কর্ম্ম। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হউন, আর অন্য ধর্ম্মাবলম্বী সন্ন্যাসী হউন, তাঁহারা এককালে বিষয়বোধশূন্য জড়পদার্থ হইয়া যান না। উলঙ্গ হইয়া থাকা যে জুগুপ্সিত ব্যাপার, তাহা তাঁহারা বুঝেন না এমন নয়; তথাপি যে বস্ত্র ত্যাগ করেন, তাহা অহঙ্কারের কর্ম্ম ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে। চারুদত্ত যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর দর্শন পরিহার করিলেন, ইনিই বসন্তসেনার জীবনরক্ষার একটী প্রধান হেতু হন। পশ্চাৎ তাহা বিবৃত হইবে। ইনি বসন্তসেনার নিকটে উপকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনরক্ষারূপ প্রত্যুপকার করিয়া সেই ঋণের পরিশোধ করেন। এখন পাঠক বলুন দেখি, যাঁহার জ্ঞান এমন টনটনে, তিনি কি বিবস্ত্র থাকা জুগুপ্সিত ব্যাপার ইহা বুঝিতে পারেন না? আমরা আরো একটী উদাহরণ দি। শান্তরসাবলম্বী এক ব্যক্তি কহিতেছেনঃ—

রথ্যান্তশ্চরতস্তথা ধৃতজরৎকন্থালবস্যাধ্বগৈঃ
সত্রাসঞ্চ সকৌতুকঞ্চ সদয়ং দৃষ্টস্য তৈর্নাগরৈঃ।
নির্ব্বীজীকৃতচিৎসুধারসমুদা নিদ্রায়মাণস্য মে
নিঃশঙ্কং করটঃ কদা করপুটীভিক্ষাং বিলুণ্ঠিষ্যতি।

আমি ছেড়া কাঁথা ধারণ করিয়া রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইব, বালকেরা তাদৃশ বেশধারী আমাকে দেখিয়া ভীত, যুবারা কৌতুকান্বিত এবং বৃদ্ধেরা কৃপান্বিত হইবেন। আমি কবে জ্ঞানসুধারসপানে নিদ্রিত হইব, কাক আমার হস্ত হইতে ভিক্ষা লুটিয়া লইবে।

বক্তার অন্তঃকরণের অতি উদার ও প্রশান্ত ভাব ব্যক্ত হইতেছে বটে; কিন্তু তিনি যে বিষয়বোধশূন্য জড়পিণ্ডতুল্য, তাহা কোন ক্রমেই সপ্রমাণ হইতেছে না। তাঁহার বিকৃত বেশ দর্শন করিয়া বালকেরা ভীত হইবে, যুবারা পরিহাস করিবে এবং বৃদ্ধেরা অনুকম্পা করিবে, তাঁহার এ বোধ আছে। তাঁহার যখন এ বোধ রহিল, তখন এককালে চির অভ্যস্ত বস্ত্র ত্যাগ করা যে বীভৎস ব্যাপার তাঁহার সে বোধ থাকিল না! ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

মৃচ্ছকটিক যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ,বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের প্রাদুর্ভাব দ্বারা তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে। মৃচ্ছকটিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগের কথা বাহুল্যরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, বৌদ্ধধর্ম্মের তথন নূতন প্রভা, তদ্ধর্ম্মাবলম্বিদিগের নূতন অনুরাগ। এই নিমিত্ত অধিকসংখ্যক লোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও তাঁহাদিগের ইতস্ততঃ সর্ব্বতঃ সঞ্চার দেখিতে পাওয়া যায়। পর অঙ্কে পাঠক এ বিষয়ের সবিস্তার বর্ণন দেখিতে পাইবেন।

পৌষ পার্ব্বণ।

বাঙ্গালীর বার মাসে তের পার্ব্বণ। পৌষী সংক্রান্তি উপস্থিত। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে মহা ধুম ধাম লাগিয়া গিয়াছে। বাজারে ঝুনো নারিকেলের যথেষ্ট আমদানী হইয়াছে; ঝুনা যে আকারের হউক, আবরণের মধ্যে থাকিয়া দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রীত হইতেছে। তিল মুগ গুড়ের দর বৃদ্ধি হইয়াছে। দোকানীরা তিলে ও মুগে রাশি রাশি ধূলি মিশাইতেছে। কুম্ভকারেরা সরা ও আস্কে ঢালা ঢাকুনী প্রস্তুত করিয়া স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছে। গৃহস্থেরা জামতা ও দুহিতাকে নারিকেল তিল মুগ গুড় এবং শীত বস্ত্র দিয়া পৌষ পার্ব্বণের তত্ত্ব করিতেছেন।

সংক্রান্তির দিন প্রত্যুষে গোপালপুরের বনমালী গাঙ্গুলির স্ত্রী হরিদাসী শয্যায় বসিয়া রোদন করিতেছেন। তাঁহার রোদনের প্রধান কারণ দাম্পত্য প্রেমে সুখী নহেন। তিনি নবীনা; বনমালির যৌবনসীমা অতিক্রম হইয়াছে। তিনি সুন্দরী; বনমালী কুরূপ। যাহা হউক, বনমালিকে আমরা যতদূর জানি, তিনি অতি শিষ্ট ও ভদ্র লোক। তবে কুরূপ ও দরিদ্র। বনমালির সম্পত্তির মধ্যে কয়েক ঝাড় বাঁশ ও কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী আছে। তাহাতেই চাষ বাস করিয়া কায়ক্লেশে সংসার নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার সংসারে নিজে ও স্ত্রী ভিন্ন অপর কোন অবিভাবক নাই। বনমালির বাটী বেস পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। বাটীর চতুর্দ্দিকে ইষ্টকপ্রাচীর। উঠানে একটী মরাই ও একটী ঢেঁকীশালা আছে এবং এক প্রান্তে একটী বিচালির গাদা আছে। বাটীর মধ্যে দুই খানি ঘর। এক খানিতে বনমালী শয়ন করেন, অপর খানির ভিতরে ও দাওয়ায় রন্ধনাদি হয়। এই গৃহে কতকগুলি হাঁড়ি কলসী আছে। যদি বাঙ্গালীরা বিবাহ শব্দের প্রকৃত অর্থ জানিতেন, বিবাহ করার কত সুখ বিবাহের পূর্ব্বে অনুভব করিবার ক্ষমতা

থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় বনমালী কিম্বা তৎসদৃশ অবস্থার লোকে সহজে এ কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না এবং হরিদাসীর পিতা মাতা অর্থ লালসায় এক প্রকার হরিদাসীকে বনমালির নিকট বিক্রয় করিয়া কুরূপে স্বরূপ সংযোগ করিতেন না।

হরিদাসী এ পরিণয়ে সুখী নহেন, অথচ তিনি কাঁদিয়া যে গাত্রজ্বালা নিবারণ করিবেন সে সুযোগও নাই। আজ পৌষ পার্ব্বণ উপলক্ষে মন সাধে কাঁদিতেছে। বনমালী স্ত্রীর ক্রন্দনে শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়া কহিলেন "হরিদাসি! কাঁদচো কেন?"

হরি। আজ পৌষ সংক্রান্তি ঘরে ঘরে কত ঘটাঘাটি আমোদ উৎসব হইতেছে, তুমি ত আমাকে কোন যোগাড় করে দিলে না?

বন। কৈ তুমি ত আমাকে এ কথা পূর্ব্বাহ্নে বল নাই?

হরি। বলে কি করবো আক্কেলেতেই মানুষ চেনা যায়। হয় ত তোমাকে তিলের কথা বল্লে রেগে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতে। মুগের কথা বল্লে মুগুর হাতে করে মারিতে আসিতে এবং গুড়ের কথা বল্লে গুড় গুড় করে সরে যেতে।

"দেখ বদনাম দেওয়া তোমার কেমন অভ্যাস। তুমি যখন যে দ্রব্য চাহিয়াছ, দ্বিরুক্তি না করিয়া আনিয়া দিয়াছি। আমার কেমন কপাল সাধ্যমত মন যোগাইয়াও মন পেলাম না।" বলিয়া বনমালী বাটী হইতে প্রস্থান করিলেন।

পল্লীগ্রামে অসৎ চরিত্র যুবকের বড় অভাব নাই। তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে কুপথে লইয়া যাইবার সাধ্যমত চেষ্টা পায়। তাহাদের কাজ পথে পথে শিশ দিয়ে বেড়ান এবং সেই দরের স্ত্রীলোককে পথে ঘাটে একলা পাইলে রহস্য করা। গোপালপুরের রামলাল হালদার পরিণয়প্রণয়ে অপরিতৃপ্তা হরিদাসীকে প্রায় স্ববশে আনিয়া মিলনের সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। দুরাত্মা সর্ব্বদাই বনমালির বাটীর নিকট ঘুরিয়া বেড়াইত। এক্ষণে বনমালিকে বাটী হইতে যাইতে দেখিয়া গৃহের জানলায় ঘন ঘন টোকর মারিয়া শিশ দিতে লাগিল। হরিদাসী দ্রুত যাইয়া হাস্য করিয়া কহিলেন "আজ সংক্রান্তি তোমার পুলি পিঠে খাইবার নিমন্ত্রণ রহিল।"

রাম। পিঠে খাব! এই জানালার কাছে বসে।

হরি। ও মা তা কেন? বাড়ীতে এসে এক পাতে বসে খাব। তুমি

মধ্যাহ্নের সময় যেমন দেখবে ও বাড়ী হতে বাহির হয়ে গেল, অমনি এসে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করবে। এখন যাও ওখানে দাঁড়ায়ে হাত মুখ নেড়ে কথা কহিলে লোকে দেখতে পাবে অপবাদ রটাবে।

রামলাল তৎশ্রবণে জানালার দিকে এক দৃষ্টে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান করিল। মনে মনে ভাবিল আজ আমার সুখের সম্মিলন হইবে। অনেক দিনের সাধ মিটিবে। এক পাতে খাব!!

এ দিকে বনমালী দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া কিছু ঋণ প ইলেন। তদ্দ্বারা মুগ তিল নারিকেল গুড় প্রভৃতি খরিদ করিয়া আনিয়া স্ত্রীকে দিলেন। হরিদাসী হাস্য করিয়া কহিলেন "এত কেন?' আমাদের যেমন অবস্থা অল্প অল্প আনিলেই হইত। দেখ আমার উপর রাগ করলে কি? আমি ছাই মানুষ বুদ্ধি শুদ্ধি নাই; যখন যা বলি দাসী বলে মাপ করো। দেখ নাথ! তোমা ভিন্ন আবদার করিবার, সোহাগ করিবার, যত্ন করিবার আর আমার কে আছে?

বন। হরিদাসি! তোমার উপর কি আমার রাগ হয়? তবে তুমি সময়ে সময়ে যখন অন্যায় তিরস্কার কর, তখন বড় দুঃখ হয়ে থাকে।

হরি। আমার মাথা খাও তোমার পায় পড়ি, আমার অপরাধ নিও না। আর আমি তিরস্কার করিব না।

বন। এখন এগুলো নিয়ে কি করতে হবে, কর?

হরি। তা করচি, তুমি নারিকেল কটা ছুলে দেও। শোন—না বলব না, বল্লে তুমি রাগ করবে।

বন। কি বল না?

হরি। বল্লে রাগ করবে না?

বন। না, বল।

হরি। বোসেরদের মেজো বৌকে নিমন্ত্রণ করবো? সে আমাকে বড্ডো ভাল বাসে, এক দিন না দেখে থাকতে পারে না, আর এটুকু ওটুকু যা পায় দিয়ে যায়, আমাকে "সই" "সই" বলে ডাকে। আমি তাকে কিছু দিতে পারিনে বলে লজ্জায় মরে আছি।

বনমালী নারিকেল ছুলিতে লাগিলেন, হরিদাসীও কতকগুলো চাউল লইয়া ঢেকীতে ফেলে "ঢে কুচ কুচ" শব্দে কুটিতে আরম্ভ করিলেন। পথে পথে ছেলেরা দলবদ্ধ হইয়া পৌষ পার্ব্বণ গাইতেছিল, ক্রমে আসিয়া বন-

মাশির বাটীর নিকট উপস্থিত হইল এবং একটা ছেলে সুর করিয়া আরম্ভ করিলঃ—

" অন্ন রে অন্ন লক্ষ্মী ঠাকুর চূর্ণ "

কতকগুলো ছেলে কহিল " হরি বল ভাইরে। "

প্রথম বালক কহিলঃ—

" লক্ষ্মী ঠাকুর দিলেন বর ধন কড়ি বাহির কর। "

ছেলেগুলো কহিল " হরি বল ভাইরে। " ইত্যাদি।

রামলাল এক পাত্রে বসে খাবে কখন সে সময় হবে এই ভাবিতেছিল। তাহার এক পলকে এক যুগ বলিয়া বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, এই সুযোগ " বনমালী দা কি হোচ্চে " বলিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখে " তাহার প্রণয়িনী " জলতরঙ্গ-মলসংযুক্ত সুন্দর দক্ষিণ পদখানি ঘন ঘন ঢেকীতে দিয়া " টৈ কুচ কুচ " শব্দে চাউল কুটিতেছে। সুন্দরীর পা ফেলাতে বোধ হইতেছে, তিনি যেন তালে তালে নৃত্য করিতেছেন। রামলাল ইচ্ছা থাকিলেও অতি কষ্টে নয়ন ফিরাইয়া লইল। মনে মনে ভাবিল বোনা দা দেখতে পেলে হয়ত ডাব ছোলা দা দিয়া ডাব ছোলা করবে৷

রাম। দাদা নারিকেল ছুলচ ?

বন। হ্যা ভাই হুকায় তামাক সাজা আছে খাও।

রামলাল তামাক টানিতে টানিতে দেখিল বনমালী এক মনে নারিকেল ছুলিতেছে, তাহার দৃষ্টি অন্য দিকে নাই। অতএব সে ঢেকীশালার দিকে চাহিয়া নানা প্রকার নয়ন-ইঙ্গিত করিতে লাগিল, হরিদাসীও তৎপরিবর্ত্তে মুচকী হাসির বিতরণে কৃপণতা প্রকাশ করিলেন না। তামাক খাওয়া শেষ হইলে রামলাল ঢেকীশালার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

চাউল কোটা শেষ হইলে হরিদাসী স্নান করিয়া আসিয়া ছাঁই প্রস্তুত করিল এবং নারিকেল ও তিলের লাড়ু প্রস্তুত করিয়া আঁদোসা, সরুচুকলী এবং ভাবাপুলি প্রস্তুত করিতে করিতে প্রাণকান্তকে কহিল " এক বাটী মাত গুড় এনে দাও। "

আজ্ঞাকারী মনমালী তৎশ্রবণে গুড় কিনিতে চলিলেন। তিনি যেমন বাটীর বাহির হইয়াছেন, রামলাল পথে পথে ফিরিতেছিল, ছুটিয়া জানালার

নিকট যাইয়া কহিল "আমি কি এক্ষণে বাটীর মধ্যে যাইতে পারি?" হরিদাসী কহিলেন "দরজার কপাট দুই খান ঠেসিয়া দিয়া আইস।"

রামলাল তৎশ্রবণে সেইরূপ করিয়া যেমন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সশঙ্কিত চিত্তে চতুর্দ্দিকে চাহিতেছে, সেই সময় বনমালী প্রত্যাগমন করিয়া দ্বার ঠেলিল। রামলাল বেগতিক দেখিয়া মরাইয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার ভিতরে মৌচাক ছিল, তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল; কিন্তু রামলালের কথা কহিবার যো নাই।

বনমালী প্রত্যাগত হইলে হরিদাসী কহিল "শুধু হাতে ফিরে এলে যে?"

বন। পয়সা নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছি।

হরি। ছি! ছি! তোমার এমনও মন! আমি আর কিছু ভাবিনে— হেঁটে হেঁটে না অসুখ করে বস।

বনমালী বাটী রাখিয়া তামাক খাইতে বসিলেন। হরিদাসী মনে মনে ভাবিলেন, ভদ্র লোক নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছে নিকটে যাইয়া সাদর সম্ভাষণ করা উচিত। অতএব এক আটি বিচালী লইয়া মরাইয়ের নিকট যাইলেন এবং মরাইয়ের গাত্রে এক এক গাছি বিচালী বাঁধিতে বাঁধিতে কহিলেন "ভয় নাই, স্থির হয়ে বসে থাক, এই বার বাটীর বাহির হইলেই তোমাকে বরণ করে ঘরে লব।"

বনমালী হরিদাসীকে তদ্রূপ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ওখানে দাঁড়ায়ে কি করচো?

হরি। বাউনি বাঁধছি।

বন। ও হরি! বাউনি কি আজ বাঁধে? কিছুই জান না! বকচো কি?

হরি। বলচি—বায়াম পৌটি হয়ে এস, তোমাকে বরণ করে ঘরে নেবো।

বনমালী ঈষৎ হাস্য করিয়া হস্তের হুকা রাখিলেন এবং বাটী হস্তে মাত গুড় কিনিতে চলিলেন। তিনি বাটী হইতে প্রস্থান করিবামাত্র রামলাল মরাই হইতে বহির্গত হইয়া রন্ধন গৃহের দ্বারের নিকট আসিয়া কহিল "মৌ-মাছির কামড় আমাকে অস্থির করিয়া দিয়াছে, একবার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দেও, যদি জ্বালা নিবিয়া যায়।"

হরি। সব হবে, তুমি গৃহ মধ্যে আসিয়া সত্বর কাপড় খানা ছেড়ে মেয়ে মানষের মত ঐ কস্তাপেড়ে ধুতী খানা পর, আর ঐ গিল্টির বালা দুগাছা হাতে দিয়ে ঘোমটা দিয়ে বসে লাড়ু পাকাও।

রামলাল তৎশ্রবণে তদ্রূপ বেশ পরিগ্রহ করিয়া বসিয়া লাড়ু পাকাইতে লাগিল। ওদিকে বনবলী গুড়ের বাটী হস্তে প্রত্যাগত হইলেন। তিনি বাটীতে প্রত্যাগত হইবামাত্র হরিদাসী ছুটিয়া গিয়া হাস্য করিতে করিতে কহিলেন " ওগো, গুড়ের বাটী আমাকে দিয়ে তুমি ও ঘরে যাও, এ ঘরে আর এসো না, সই খেতে এসেছে। তুমি তেল মেখে স্নান করে এসে জল খাও, পিত্তি পড়লে অসুখ হবে। "

বনমালী গৃহিণীর মায়াবাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিলেন " আহা! কপাল ক্রমে আমি কি রমণীরত্নই লাভ করেছি, জগৎ দেখুক আমি কি সৌভাগ্যশালী, পর্ণকুটীরে আজ কত সুখী। সুখ রাজ্য কিম্বা ঐশ্বর্য্যে হয় না, সুখী সেই জন যে আমার মত রমণী পায়। আমি দরিদ্র বটি; কিন্তু এ সুখের কাছে রাজাসুখও তুচ্ছ বোধ করি। " এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বনমালী তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নানার্থ প্রস্থান করিলেন।

রন্ধনশালায় হাস্য পরিহাসের তরঙ্গ উঠিল " হরিদাসী কহিলেন " মৌমাছির দংশন জ্বালা কি কমিয়াছে?

রাম। মনোমধ্যে অত্যন্ত ভয় হওয়ায় সেটা আর অনুভব করিতে পারিতেছি না।

" ভয় কি? আমি যখন আছি কোন ভয় নাই। " বলিয়া কতকগুলো তিলের ছাঁই প্রভৃতি জল খাইতে দিলেন।

এই সময় কুসুম নামে একটী বালিকা আসিয়া কহিল " বৌ কি হচ্চে? হ্যাঁ বৌ উনি কে? হরিদাসী মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল " লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটা আবার মরতে এসেছে। এই সময় তিনি সরাতে আস্কে গোলা দিতেছিলেন কহিলেন " কুসি পাঁদাড়ে শেয়াল ফুলচে দেখে আয়। বালিকা তৎশ্রবণে সেই দিকে ছুটিয়া গেল।

বনমালী স্নান করিয়া আসিলে হরিদাসী কতকগুলো ছাঁই লাড়ু জল খাইতে দিতে গেলেন। বনমালী কহিলেন " এত কেন? "

হরি। এত কৈ? তুমি খাবে না ত কার জন্য প্রস্তুত করলাম?

ইহার পর যথা সময়ে হরিদাসী স্বামীকে আস্কে পুলি প্রভৃতি খাওয়াইয়া

পাক গৃহের মধ্যে আসিয়া উপপতিসহ এক পাত্রে খাইতে বসিলেন এবং কহিলেন " এই দেখ যা বলেছি হোচ্চে কি না ? "

রাম। তোমাদের বুদ্ধিকে শত শত ধন্যবাদ। তোমরা মনে করিলে কর্‌তে না পার এমন কাজই নাই।

এই প্রকার হাস্য পরিহাস্যে উভয়ে আহার সমাধা করিলেন। ওদিকে আহারান্তে বনমালী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। তিনি অপরাহ্ণে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিলে হরিদাসী স্বামীর নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বনবালী হাস্য করিয়া কহিলেন " আজ কি তুমি সইকে পাইয়া আমাকে বিস্মৃত হইলে ?

হরি। আমি ত তোমারই, এক দিন ছেড়ে না দিলে চলিবে কেন ? আজ তাই আমি সইকে রজনীতেও ছাড়বো না।

বন। সমস্ত দিন তুমি তোমার সইকে নিয়ে থাক, কিন্তু রজনীতে বিদায় দিতে হবে। আমি নচেৎ মারা যাইব। তোমার বিচ্ছেদ সহ্য করি, সে ক্ষমতা আমার নাই। ভাল সয়া তোমার সইকে কি রজনীতে ছাড়া থাকতে দেবেন ?

হরি। সে ভার আমার। সয়া যদি সইকে ছাড়্‌তে পারেন, তুমি পারবে কি না ?

বনমালী অনেক কষ্টে নিমরাজী হইয়া কহিলেন " যাহা ভাল বুঝ কর ; কিন্তু আমি প্রাণে মরে থাকবো। আমি এখন বেড়াতে যাই, আর সয়াকে বলে আসি।

হরি। না না আমার মাথা খাও, তাঁকে কিছু বলো না, ও না বলে লুকয়ে এসেছে।

বন। তবে রাত্রে রাখতে চাচ্চো ?

হরি। যদি পারি, তুমি বেড়াতে যাবে কিছু জল খেয়ে যাও।

বন। না, অবেলায় পিটে খেয়ে পেট ফেঁপেছে, আজি আর জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করবো না।

হরি। ও মা, সে কি! তবে আমি কার জন্যে এত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করলাম ? ঘরে কি তুমি বৈ আর ১০। ৫ টা ছেলে মেয়ে আছে ?

বন। তা বলে কতকগুলো চেলের গুঁড়ো খেয়ে ত মারাযেতে পারি না।

হরি। তবে খেও না। আমি সব সইতে পারি, কিন্তু তোমার মাথা ধরাটা দেখলে মরমে মরে যাই।

বনমালী একটী পিরাণ ও একখানি সামান্য শীতবস্ত্র গাত্রে দিয়ে কহিলেন “আমি একটু বেড়ায়ে আসি।

হরিদাসী মনে মনে ভাবিলেন, তুমি বাহির হইলে আমরাও বাঁচি’ কিন্তু মুখে বলিলেন “শীঘ্র বাড়ী এস, আমার মাথা খাও পথে পথে হিম লাগয়ে বেড়াও না। তোমার অসুখ হলে আমি কিন্তু মারা যাব।

বনমালী “আচ্ছা” বলিয়া প্রস্থান করিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন “আহা! আমি কি ভাগ্যবান্! ভাগ্যক্রমেই এমন রমণী-রত্ন আমার অদৃষ্টে ঘটেছে। আমি দরিদ্র; কিন্তু হরিদাসী আমাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করে না। আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া থাকে। তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন। হরিদাসী স্বামীর হস্ত ধরিয়া দ্বারদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া কহিলেন “আমার মাথা খাও শীঘ্র ফিরে এস।” বনমালী আচ্ছা বলিয়া স্ত্রীর প্রতি চাহিতে চাহিতে নয়নের অন্তরাল হইবামাত্র হরিদাসী উত্তমরূপে দ্বার বন্ধ করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং কহিলেন “রামলাল ভাই বাহিরে এস, দুজনে হাত ধরাধরি করিয়া নৃত্য করি।”

এইরূপে দুজনের বেশ আমোদ চলিতে লাগিল। বিন্তি খেলা আরম্ভ হইল। নানা প্রকার খোস গল্প চলিল। সন্ধ্যার পর বনমালী বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া শয়ন কক্ষে একাকী শয়ন করিলেন এবং এক এক বার রামায়ণ পাঠ করিতে লাগিলেন।

ও দিকে রান্নাঘরে বেস আমোদ চলিতেছে, রকম রকম হাসি হইতেছে, হঠাৎ বনমালীর মন বিচলিত হইল, মনে মনে ভাবিলেন “ইহাদের এত হাসি গল্প কি হইতেছে গোপনে শুনে আসি না। তিনি এইরূপ ভাবিয়া অতি সতর্ক হইয়া রন্ধন গৃহের নিকট যাইয়া কাণ পাতিয়া কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন। যাহা শুনিলেন, তাহাতে যেন তাঁহার মস্তকে বজ্রপাত হইল, বক্ষে শত শত বৃশ্চিক দংশন করিতে লাগিল; কিন্তু অধৈর্য্য বা বিচলিত হইলেন না। অতি কোমল স্বরে কহিলেন “হরিদাসি! এক বার দ্বার খোল, এক বার বই আমি তোমাকে দ্বিতীয় বার বিরক্ত করিব না।

হরি। তোমার এ ঘরে কি দরকার?

বন। [illegible]কলসীতে কয়লা আছে নেব।

" আমি দিচ্চি " বলিয়া হরিদাসী যেমন দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন, বন- মালী " পাপীয়সি ! " বলিয়া জোরে এক ধাক্কা দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করি- লেন এবং দ্বারস্থ অর্গল লইয়া রামলালকে ঘন ঘন আঘাত করিয়া ভূমি- শায়ী করিলেন।

হরিদাসী এই সময় গাত্র ধরিয়া কহিলেন " তুমি কি মদ খেয়ে এসেছ না কি ? ভদ্রলোকের মেয়ের এই অপমান ?

বন। রে, পাপীয়সি ! এখনও তুই আমার চক্ষে ধূলি দিবার চেষ্টা পা চ্চিস ? কলঙ্কিনি ! তোর অসাধ্য কাজ নাই ! তুই উপপতিকে খাওয়া- ইবার জন্য আমাকে মেথরেরও উপাসনা করিয়া ঋণ করিতে পাঠাইয়া- ছিলি। তোকে আমি দেবী মনে করিতাম, কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি তুই নারীরূপ পিশাচী, নতুবা আমাকে বিষ খাওয়াইয়া মারিবার পরামর্শ কর্ বি কেন ? আমি তোর রূপে মোহিত হইয়া দুগ্ধ দিয়া কালসর্প পুলিয়াছিলাম। হা ! ধিক ! পাপীয়সি ! কলঙ্কিনি ! ব্যভিচারিণি ! তোকে শত শত ধিক ! আমাকেও ধিক ! আমি দরিদ্র হইয়া কেন বিবাহ করিলাম, কুরূপ হইয়া কেন সুরূপার পাণিগ্রহণ করিলাম এবং গৃহে কোন অভিভাবিকা নাই, তোর উপর বিশ্বাস করিয়া কেন নিশ্চিন্ত রহিলাম। আমি এই দণ্ডেই সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে অরণ্যে চলিলাম। আমি সাধা- রণকে এই উপদেশ দিতেছি, আমার এই দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া কেহ যেন এরূপ বিসদৃশ বিবাহপাশে বদ্ধ হইয়া বিষময় ফল ভোগ না করে। তোকেও কিছু শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইতেছে। এক সময় তোর কোমল অঙ্গে ঈষৎ আঘাত লাগিলে মরমে বেদনা পাইতাম, এই ঘটনায় আমি কিরূপ কষ্ট পাইয়াছি, আজ তুই সেই কোমল অঙ্গে তাহার কণামাত্র অনুভব কর, এই বলিয়া বনমালী সেই হস্তস্থিত অর্গলের আঘাতে হরিদাসীকেও ধরাশায়িনী করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া সজল নয়নে বাস্তুভূমি ও স্বদেশকে প্রণাম করিয়া বাটীর বহির্গত হইলেন।

সাংখ্যদর্শন।

পঞ্চম অধ্যায়।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

পরদৃষ্ট পদার্থ দ্বারা পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের সামান্যতঃ প্রত্যভিজ্ঞান [illegible] নাস্তি-

কেরা এই সামান্যবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞানের বিপ্রতিপত্তি করেন। সূত্রকার তাহার নিরাকরণ করিতেছেন।

অনিত্যত্বেঽপি স্থিরতাযোগাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং সামান্যস্য। ৯১। সূত্র ॥

ব্যক্তীনামনিত্যত্বেঽপি স এবায়ং ঘটইতি স্থিরতাযোগেন যৎ প্রত্যভিজ্ঞানং তৎ সামান্যস্য সামান্যবিষয়কমেব তৎপ্রত্যভিজ্ঞানমিত্যর্থঃ। ভা॥

ঘট নিত্য, এ জ্ঞান স্থির নয়; কিন্তু সেই এই ঘট এ জ্ঞানটী স্থির। এই স্থিরতানিবন্ধন সামান্যবিষয়ক প্রত্যভিজ্ঞান হইয়া থাকে। অতএব নাস্তিকেরা সামান্য সম্বন্ধে যে বিপ্রতিপত্তি করেন, সেটী সঙ্গত নয়।

পরসূত্র দ্বারা এই বিষয়টী বিশদরূপে বলা হইতেছে।

ন তদপলাপস্তস্মাৎ। ৯২॥ সূ॥

সুগমং। ভা॥

পূর্ব্বসূত্রে যে কারণের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তন্নিবন্ধন সামান্যের অপলাপ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না।

উপরে যেরূপ বিচার করা হইল, তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে. প্রত্যভিজ্ঞার অনুরোধে সামান্য স্বীকার করিতে হয়, যদি অন্য উপায়ে সেই প্রত্যভিজ্ঞান সম্পাদিত হয়, তাহা হইলে সামান্য স্বীকারের প্রয়োজন কি? অন্যব্যাবৃত্তিরূপ অভাব দ্বারা সেই প্রত্যভিজ্ঞান উপপাদিত হইতে পারে, এই আভাস বলা হইতেছে।

নানানিবৃত্তিরূপত্বং ভাবপ্রতীতেঃ॥ ৯৩॥ সূ॥

স এবায়মিতি-ভাবপ্রত্যয়ানিবৃত্তিরূপত্বং ন সামান্যস্যেত্যর্থঃ। অন্যথা নায়মঘটইত্যেবপ্রতীয়েত। কিঞ্চান্যব্যাবৃত্তিশব্দস্যাঘটব্যাবৃত্তিরিত্যর্থো বাচ্যঃ। তত্রাঘটত্বং ঘটসামান্যভিন্নত্বমিতি সামান্যাভ্যুপগমএবাপতিত ইতি॥ ভা॥

সেই এই ঘট এ কথা বলিলে এ ঘট অন্য ঘটের অভাববিশিষ্ট এরূপ অভাবজ্ঞান না জন্মিয়া এ ঘট অন্য ঘট ভিন্ন এইপ্রকার ভাবজ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। অতএব অভাব দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞার উপপাদান করিয়া তুমি সামান্যের যে অপলাপ চেষ্টা পাইতেছ, তাহা সুসিদ্ধ হইতেছে না।

পূর্ব্বপক্ষবাদী পুনরায় কহিতেছেন, সাদৃশ্যনিবন্ধন প্রত্যভিজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে, সামান্য স্বীকারে প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কার পরিহারার্থ সূত্রকার বলিতেছেন।

ন তত্ত্বান্তরং সাদৃশ্যং প্রত্যক্ষোপলব্ধেঃ॥ ৯৪॥ সূ॥

ভূয়োঽবয়বাদিসামান্যাদতিরিক্তং ন সাদৃশ্যমস্তি প্রত্যক্ষতএব সামান্যরূপতয়োপলম্ভাদিত্যর্থঃ ॥ ভা ॥

সাদৃশ্য পদার্থান্তর নয়, প্রত্যক্ষের অন্তর্গত। যে হেতু সামান্যরূপে প্রত্যক্ষতঃ পদার্থের উপলব্ধি হইয়া থাকে। গবয় গোরুর ন্যায়, এ কথা বলিলে গোরু ও গবয় উভয়েরই প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। অতএব, "সেই এই ঘট" এ স্থলে তুমি সামান্যের অস্বীকার করিয়া সাদৃশ্য দ্বারা যে প্রত্যভিজ্ঞান সম্পাদন চেষ্টা পাইতেছ, তাহাতে তোমার ইষ্টসিদ্ধি হইতেছে না। সাদৃশ্য প্রত্যক্ষাতিরিক্ত পদার্থ নহে।

যদি বল বস্তুর স্বাভাবিক শক্তিই সাদৃশ্য, নিম্ন লিখিত সূত্র দ্বারা এই আশঙ্কার নিরাকরণ করা হইতেছে।

নিজশক্ত্যভিব্যক্তির্ব্বা বৈশিষ্ট্যাৎ তদুপলব্ধেঃ ॥ ৯৫ ॥ সূ ॥

বস্তুনঃ স্বাভাবিকশক্তিবিশেষোৎপাদোঽপি ন সাদৃশ্যং শক্ত্যুপলব্ধিতঃ সাদৃশ্যোপলব্ধের্বিলক্ষণত্বাৎ। শক্তিজ্ঞানং হি নান্যধর্ম্মিজ্ঞানসাপেক্ষং সাদৃশ্য জ্ঞানং পুনঃ প্রতিযোগিজ্ঞানমপেক্ষতেঽভাবজ্ঞানবদিতি জ্ঞানযোর্ব্বৈলক্ষণ্যমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ ধর্ম্মিণঃ শক্তিসামান্যং ন সাদৃশ্যং বাল্যাবস্থায়ামপি যুবসাদৃশ্যাপত্তেঃ। কিন্তু যুবাদিকালীনঃ শক্তিবিশেষোযুবাদিসাদৃশ্যমিতি বক্তব্যং তথাচ প্রতিব্যক্ত্যনন্তশক্তি কল্পনাপেক্ষয়া সর্ব্বশক্তিসাধারণৈক সামান্য কল্পনৈব যুক্তেতি ॥ ভা ॥

বস্তুর স্বাভাবিক শক্তি সাদৃশ্য নহে। কারণ, শক্তিজ্ঞানে আর সাদৃশ্যজ্ঞানে বৈলক্ষণ্য আছে। শক্তিজ্ঞান অন্য পদার্থ জ্ঞানসাপেক্ষ নয়, আপনা হইতেই হইয়া থাকে; কিন্তু সাদৃশ্যজ্ঞান অন্য পদার্থের জ্ঞানসাপেক্ষ। গোরুর ন্যায় গবয়, এ স্থলে গবয়জ্ঞান গোজ্ঞানসাপেক্ষ। অগ্রে গোজ্ঞান না হইলে গবয়জ্ঞান হয় না। যখন শক্তিজ্ঞানের সহিত সাদৃশ্যজ্ঞানের এই প্রভেদ দেখা যাইতেছে, তখন শক্তিজ্ঞান সাদৃশ্য হইতে পারে না।